শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত।

শ্রীমদ্বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ
মহোদয়ের তত্বাবধানে
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত।
২নং আনন্দ চাটার্জি লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতা, ৭।১।১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪০।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

ভূমিকা।

শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় তাঁহার সুবিখ্যাত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥"

কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—এরূপ গ্রন্থ রচনা করা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের মুখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বক্তা হইয়া এই গ্রন্থ লেখাইয়াছেন, সুতরাং এই শ্রীগ্রন্থও ধন্য হইয়াছেন।

বাস্তবিকই শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের ন্যায় উপাদেয় গ্রন্থ জগতে অতি বিরল। সাধক ভক্ত ভগবৎ মহিমা কীর্ত্তন কিম্বা তাঁহার লীলাকথা স্মরণ করিতে করিতে যখন তন্ময় হইয়া যান, তখন সেই আবেশভরে তিনি যাহা লিপিবদ্ধ করেন তাহাতে ভগবৎ শক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থ যিনিই পাঠ করুন না কেন, তাঁহাকে তদ্ভাবাপন্ন হইতেই হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাকথা অতি সুমধুর। ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে কেহই ইহাতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন না। নারায়ণী দেবী চারি বৎসর বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ঠাকুর বৃন্দাবন দাস যে শ্রীপ্রভুর পূর্ণ কৃপা পাইয়াছিলেন তাহা সুনিশ্চিত, কাজেই দাস ঠাকুর আবেশাবস্থায় অতি মধুর ও প্রসন্নগম্ভীর ভাষায় সরল কবিতা ছন্দে শ্রীপ্রভুর যে লীলাকথা লিখিয়াছেন তাহা যে অতি উপাদেয় ও হৃদয়গ্রাহী হইবে তাহাতে আর দ্বিমত নাই। এই লীলাগ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে অতি বড় পাষণ্ডের হৃদয়ও বিগলিত হয়; শোকী তাপী আপনাপন দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া যায়; ভক্তবৃন্দের চক্ষুর সম্মুখে নবদ্বীপের নিত্য নূতন লীলা সকল সজীব হইয়া প্রকাশ পায়, আর তাঁহারা সেই লীলারসে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া যান।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দ পূর্ব্বে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয় শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলা আস্বাদন করিবার অভিপ্রায়ে লীলাগ্রন্থগুলি সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি দেখিলেন একমাত্র বটতলার পুস্তক-বিক্রেতাগণ ভিন্ন অপর কোন স্থানে মুদ্রিত লীলাগ্রন্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু বটতলার পুস্তকগুলি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ, ইহা পাঠ করিতে গেলে ভক্তগণ ক্লেশ অনুভব করেন ও তাঁহাদের রসভঙ্গ হয়। ইহা দেখিয়া তিনি এই শ্রেষ্ঠোত্তম লীলাগ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবতের একখানি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করেন। এই জন্য কয়েকখানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করেন এবং ইহা সম্পাদনের ভার গোলোকগত পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী ও কালিদাস নাথের উপর অর্পিত হয়।

তন্য-ভাগবতের প্রথম সংস্করণ কয়েক বৎসরের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া গেলে, মহাত্মা শিশিরকুমার ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করেন। এই সংস্করণে তিনি গ্রন্থের কোন কোন স্থান হইতে অংশ বিশেষ বাদ দিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ঐ সকল অংশ ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখা নহে, পরবর্ত্তী সময়ে স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে ঐ সকল অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই অংশগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে কোন সময়ে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে ঘোর দলাদলি চলিতেছিল এবং অপর পক্ষের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করার জন্যই এই অংশগুলি লিখিত হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে এরূপ সুখপাঠ্য সুমধুর লীলা-কথার মধ্যে ঐ সকল কটুকাটব্যপূর্ণ অংশ পাঠ করিতে গেলে ভক্তগণের হৃদয়ে ক্লেশ উপস্থিত হইয়া তাহাদের রসভঙ্গ হওয়া সুনিশ্চিত।

শ্রীল শিশির বাবু দ্বিতীয় সংস্করণে যে সকল অংশ বাদ দিয়াছিলেন তাহা প্রকৃত প্রক্ষিপ্ত হইলেও অনেক নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব প্রকাশ করেন যে উল্লিখিত অংশগুলি শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অন্যান্য অংশের সহিত ভক্তগণ চিরদিন পাঠ করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণে ঐ গুলি বাদ দিয়া পাঠ করিলে সম্পূর্ণ

গ্রন্থ পাঠ করা হইল না বলিয়া অনেকের মনে ক্লেশ হইতে পারে। সেই জন্য তাঁহারা অনুরোধ করিলেন যে পরবর্ত্তী সংস্করণে যেন বাদ দেওয়া অংশগুলি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা হয়। এই কথা যখন আমাদের কর্ণগোচর হইল তখন মহাত্মা শিশিরকুমার এই ধরাধাম ত্যাগ করিয়া গোলোকগত হইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার মত লইবার আর সুযোগ ঘটিল না। শেষে নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবদিগের বিশেষ অনুরোধে আমরা তাঁহাদের কথায় সম্মত হইলাম এবং বাদ দেওয়া অংশগুলি সহ তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

৪২৭ গৌরাব্দে বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে তৃতীয় সংস্করণ বাহির হয়। ইহার ১৩ বৎসর পরে চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত হইল। অনেক প্রাচীন বৈষ্ণব মহোদয়ের বিশেষ অনুরোধে বড় অক্ষরে ও ভাল কাগজে ডবল ক্রাউন ৮ পেজি আকারে এবার এই শ্রীগ্রন্থ সুন্দররূপে ছাপা হইয়াছে। এবারও বিদ্যাভূষণ মহাশয় সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি দেখিয়া দিয়াছেন এবং সংস্কৃত শ্লোকগুলির বিশদ বঙ্গানুবাদ করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এবার গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে বিদ্যাভূষণ মহোদয় লিখিত "শ্রীগৌরাঙ্গ উপাসনা-তত্ত্ব" এবং বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর শ্রীমদ্ মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহোদয়-লিখিত "শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগলার্চ্চনা" বিষয়ক প্রবন্ধদ্বয় সন্নিবিষ্ট হইল।

এই উভয় প্রবন্ধই নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবগণের পক্ষে অতীব উপাদেয় হইবে। এই গ্রন্থে অতিরিক্ত বিদ্যা-প্রদর্শনের কোন প্রয়োজন নাই। এমন স্বভাব-সুন্দর সর্ব্বচিত্তাকর্ষী ভক্তিসুধা-পরিপূরিত শ্রীগ্রন্থ কেবল বঙ্গভাষায় কেন জগতের অপর কোন ভাষাতেও আছে কিনা সন্দেহ। আমরা এই গ্রন্থের প্রকৃত ভাব ও ভাষা শুদ্ধির প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিয়া এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছি। নিরর্থক পাঠান্তর-জঞ্জাল সংযোগ করিয়া গ্রন্থখানিকে অসম্ভব ভাবে ভারাক্রান্ত করিতে এবং শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের পাঠের অসুবিধা সংঘটনে সাবধান পূর্ব্বকই বিরত হইয়াছি। কি সাহিত্যিক কি ভক্ত কি অপরাপর পাঠক সকলেই যাহাতে নিরপেক্ষ ভাবে এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারেন, আমরা সেই ভাবেই এই উপাদেয় গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম। নিজদের অভিপ্রায় বা অভিসন্ধি-প্রচারের জন্য স্বকপোল-কল্পিত কোন প্রকার টীকা টীপ্পনী ও ব্যাখ্যান দ্বারা সরল চিত্ত পাঠকদিগকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করার কোনও অসঙ্গত উদ্যম এই গ্রন্থ সম্পাদনে অনুষ্ঠিত হয় নাই। অকাণ্ডে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনেরও অবৈধ প্রযত্ন হইতে আমরা বিরত হইয়া প্রকৃত গ্রন্থ পাঠই প্রকাশ করিয়াছি। ইহা দ্বারা পাঠকবর্গের, বিশেষতঃ ভক্তগণের কিঞ্চিন্মাত্র পরিতৃপ্ত হইলে শ্রম যত্ন সফল মনে করিব।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ।

সূচীপত্র।

আদিখণ্ড।

মধ্যখণ্ড।

অন্ত্যখণ্ড।

সুলভ বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত—(৪র্থ সংস্করণ)	মূল্য ৪৲
শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল—(২য় সংস্করণ)	(যন্ত্রস্থ)
শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্—(শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত)	(যন্ত্রস্থ)
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্—(শ্রীমুরারী গুপ্ত প্রণীত)	মূল্য ৸৹
শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ—(শ্রীঈশাননাগর প্রণীত)	” ৸৹
অনুরাগবল্লী—(শ্রীমনোহর দাস প্রণীত)	” ।৵৹

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ,
অমৃতবাজার পত্রিকা আফিস,
২নং আনন্দ চাটুয্যের গলি, বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং

প্রণমাম্যহং।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

আদিখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ।

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ,
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ, কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ,
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ। (১)

নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥ (২)

শ্রীমুরারিগুপ্তস্য শ্লোকঃ।

অবতীর্ণৌ স্বকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে॥ (৩)

স জয়তি বিশুদ্ধবিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ।
বরজানুবিলম্বিষড়্ভুজো বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ॥ (৪)

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো।
জয়তি জয়তি কীর্ত্তি স্তস্য নিত্যা পবিত্রা॥
জয়তি জয়তি ভৃত্য স্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে।
জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্ব্বপ্রিয়স্য॥ (৫)

আদ্যে শ্রীচৈতন্য প্রিয় গোষ্ঠির চরণে।
অশেষ প্রকারে মোর দণ্ড পরণামে॥
তবে বন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর।
নবদ্বীপে অবতার নাম বিশ্বম্ভর॥
আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈল দড়॥

---

(১) আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীমন্নিত্যানন্দের বন্দনা করি। ইঁহাদের ভুজযুগল আজানুলম্বিত, কান্তি কনকতুল্য নয়নযুগল কমলতুল্য। ইঁহারা সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তক, যুগধর্ম্মপালক, প্রেমভক্তি দ্বারা বিশ্বপোষক, দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠ, জগতের হিত-কারী ও করুণাবতার।

(২) হে ভগবন্, তুমি ভূতভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালেই তুমি প্রতিনিয়ত সৎস্বরূপ, তুমি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র রূপে অবতীর্ণ; ভৃত্য পুত্র কলত্র সহিত তোমায় নমস্কার।

(৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ এই দুই ভ্রাতার ভজনা করি। ইঁহারা নিত্য-সত্য, সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর হইয়াও পরিচ্ছিন বিগ্রহধারী বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন। ইঁহারা স্বীয় করুণার প্রকটস্বরূপ হইয়া এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

(৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জয় হউক, ইনি বিশুদ্ধবিক্রমশালী, কনককান্তিবিশিষ্ট, কমললোচন আজানুলম্বিত ষড়্ভুজযুক্ত এবং বহু প্রকার ভক্তিরসের অভিনর্ত্তক।

(৫) উজ্জ্বলবিগ্রহধারী বা ভক্তবৃন্দের সহিত ক্রীড়া-পরায়ণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের জয় হউক. সেই বিশ্বমূর্ত্তি শ্রীভগ-বানের ভৃত্যবর্গের জয় হউক এবং সেই সর্ব্বপ্রিয় রসময় ভগবানের নৃত্যের জয় হউক।

তথাহি শ্রীভগবদ্বাক্যং। ১১।১৯।২১

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকঃ সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥ (১)

এতেক করিল আগে ভক্তের বন্দন।
অতএব আছে কার্য্য সিদ্ধির লক্ষণ॥
ইষ্টদেব বন্দ মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
সহস্র বদন বন্দ প্রভু বলরাম।
যাঁহার শ্রীমুখে যশোভাণ্ডারের স্থান।
মহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয় স্থানে।
যশোরত্ন ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত বদনে॥
অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য কীর্ত্তন॥
সহস্রেক ফণাধর প্রভু বলরাম।
যতেক করয়ে প্রভু সকল উদ্দাম॥
হলধর মহাপ্রভু প্রকাণ্ড শরীর।
চৈতন্যচন্দ্রের যশোমত্ত মহাধীর॥
ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার॥
তাহার চরিত্র যেবা জনে শুনে গায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তারে পরম সহায়॥
মহাপ্রীত হয় তারে মহেশ পার্ব্বতী।
জিহ্বায় স্ফুরয়ে তার শুদ্ধা সরস্বতী॥
পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
সঙ্কর্ষণ পূজে শিব উপাসক হঞা॥
পঞ্চম স্কন্ধের এই ভাগবত কথা।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের বন্দ্য বলরাম গাথা॥
তান রাসক্রীড়া কথা পরম উদার।
বৃন্দাবনে গোপীসনে করিলা বিহার॥
দুই মাস বসন্ত মাধব মধু নামে।
হলায়ুধ রাসক্রীড়া করেন পুরাণে॥
সে সকল শ্লোক এই শুন ভাগবতে।
শ্রীশুক কহেন শুনে রাজা পরীক্ষিতে॥

তথাহি দশমস্কন্ধে। ৬৫।১৭।১৮।২১।২২

দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেবচ।
রাম, ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবাহন্
পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ॥
উপগীয়মানোগন্ধর্ব্বৈর্ব নিতাশোভিমণ্ডলে।
রেমে করেণুযূথেশো মহেন্দ্রইব বারণঃ॥
নেদুর্দ্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ববৃষুঃ কুসুমৈর্মুদা।
গন্ধর্ব্বা মুনয়ো রামং তদ্বীর্য্যৈরীড়িরে তদা॥ (২)

যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।
তারাও রামের রাসে করেন স্তবন॥
যার রাসে দেবে আসি পুষ্পবৃষ্টি করে।
দেবে জানে ভেদ নাহি কৃষ্ণ হলধরে॥
চারি বেদে গুপ্তধন রামের চরিত্র।
আমি কি বলিব সব পুরাণে বিদিত॥

(১) আমার ভক্তগণের পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গদ্বারা তাঁহাদের অভিবন্দন, আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্তের পূজায় অধিক প্রীতি এবং সর্ব্বভূতেই আমার অধিষ্ঠান বলিয়া মনে করা,—আমার ভক্তি লাভের পরম কারণ।

(২) ভগবান্ বলরাম গোপীগণের সহিত রাত্রিকালে রমণ করিতে করিতে চৈত্র ও বৈশাখ এই দুই মাস শ্রীবৃন্দাবনে যাপন করিয়াছিলেন। তিনি যমুনার উপবনে গোপরমণীগণ পরিবৃত হইয়া রমণ করিয়াছিলেন। পূর্ণ-চন্দ্রের কিরণে যমুনার উপবনের স্বাভাবিক শোভা আরও সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। তখন গন্ধবহ বায়ু কুমুদকুসুমের গন্ধ সেই উপবনে সঞ্চারিত করিতেছিল। বলরাম যুথপতি ঐরাবতের ন্যায় অনুরাগময়ী গোপরাখালগণে সুশোভিত হইয়া রমণ করিতেছিলেন, তখন গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তব করিতেছিলেন। এই সময় আকাশে দুন্দভি বাজিতেছিল, গন্ধর্ব্বগণ আনন্দ সহকারে পুষ্পবর্ষণ করিতেছিলেন এবং মুনিগণ বলরামের বীর্য্যমাহাত্ম্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্তব করিতেছিলেন।

মূর্খ দোষে কেহ কেহ না দেখে পুরাণ।
বলরাম রাসক্রীড়া করে অপ্রমাণ॥
এক ঠাঁই দুই ভাই গোপিকা সমাজে।
করিলেন রাসক্রীড়া বৃন্দাবন মাঝে॥

তথাহি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে। ৩৪।২০।২৩
কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
বিজহ্রতুর্ব্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাং
উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীরত্নৈর্ব্বদ্ধসৌহৃদৈঃ
স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিণৌ বিরজোঽম্বরৌ।
নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড়ুপতারকং।
মল্লিকাগন্ধমত্তালিজুষ্টং কুমুদবায়ুনা॥
জগতুঃ সর্ব্বভূতানাং মনঃ-শ্রবণ-মঙ্গলং।
তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডল মূর্চ্ছিতম্॥ (১)

ভাগবত শুনি যার রামে নাহি প্রীত।
বিষ্ণু বৈষ্ণবের পথে সে জন বর্জ্জিত॥
ভাগবত যে না মানে সে যবন সম।
তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম॥
এবে কেহ কেহ নপুংসক বেশে নাচে।
বলে বলরাম রাস কোন শাস্ত্রে আছে॥
কোন পাপী শাস্ত্র দেখিলেও নাহি মানে।
এক অর্থ অন্য অর্থ করিয়া বাখানে॥

চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ বলাই।
তার স্থানে অপরাধে মরে সর্ব্ব ঠাঁই॥
মূর্ত্তিভেদে আপনে হয়েন প্রভু দাস।
সে সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ॥
সখা ভাই ব্যজন শয়ন আবাহন।
গৃহ ছত্র বস্ত্র যত ভূষণ আসন॥
আপনে সকল রূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করে পায় সেই জনে॥

তথাহি অনন্ত সংহিতায়াং ধরণী শেষ সম্বাদে।
নিবাসশয্যাসনপাদুকাং শুকো-
পধানবর্ষাতপবারণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈস্তবশেষতাং গতৈ-
র্যথোচিতং শেষ ইতীরিতো জনৈঃ॥ (২)

অনন্তের অংশ শ্রীগরুড় মহাবলী।
লীলায় বহয়ে কৃষ্ণ হয়ে কুতুহলী॥
কি ব্রহ্মা কি শিব কি সনকাদি কুমার।
ব্যাস শুক নারদাদি ভক্ত নাম যার॥
সবার পূজিত শ্রীঅনন্ত মহাশয়।
সহস্র-বদন প্রভু ভক্তি রসময়॥
আদি দেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা না জানেন সব॥
সেবন শুনিলে এবে শুন ঠাকুরাল।
আত্মতন্ত্রে হেন মতে বৈসেন পাতাল॥
শ্রীনারদ গোসাঞি তম্বুরু করি স্কন্ধে।
সে যশ গায়েন ব্রহ্মা স্থানে শ্লোক বন্ধে॥

---

(১) কোন সময়ে নিশাকালে অদ্ভুত বিক্রম বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ব্রজনারীগণের মধ্যে থাকিয়া বনে বিহার করিয়াছিলেন। এই সময় সুহৃদ্ভাববদ্ধ গোপবালাগণ তাঁহাদের প্রশংসা করিতেছিলেন। ইহারা উভয়ে উত্তম উত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত চন্দনাদিতে অনুলিপ্ত, মাল্যধারী ও অমলবস্ত্র পরিহিত ছিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাকাল সমাগত হইল, আকাশে চন্দ্র ও নক্ষত্র উদিত হইল অলিকুল মল্লিকাগন্ধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, বায়ু কুমুদগন্ধ সঞ্চারণ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এই সুখময় প্রদোষকালের সম্মাননার জন্যই সর্ব্বভূতের চিত্ত শ্রবণমঙ্গল স্বরগ্রামের মূর্চ্ছনাসহ সঙ্গীত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

(২) হে ভগবন্ তোমায় যে শেষ বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। যেহেতু নিবাস শয্যা, আসন, পাদুকা, বস্ত্র, উপাধান ও ছত্র প্রভৃতি সেবার বিবিধ উপকরণ বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেবার উপকরণের শেষ করিয়াছ। সুতরাং তোমার শেষ নাম সুসঙ্গতই হইয়াছে।

তথাহি শ্রীভাগবতীয় শ্লোক। ২৫।৯-২৩

উৎপত্তিস্থিতিলয় হেতবোঽস্য কল্পাঃ
সত্বাদ্যাঃ প্রকৃতি গুণাযদীক্ষয়াসন্।
যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাত্মন্
নানাধাৎ কথমুহ বেদ তস্য বর্ত্ম।
মূর্ত্তিং নঃ পুরুকৃপয়া বভার সত্বং
সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র।
যল্লীলাং মৃগপতি রাদদেহনবদ্য
মাদাতুং স্বজনমনাংস্যুদারবীর্য্যঃ।
যন্নামশ্রুতমনুকীর্ত্তয়েদকস্মাৎ
আর্ত্তো বা যদি পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্‌বা।
হন্ত্যংহঃ সপদিনৃণামশেষমন্যং
কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ
মূর্দ্ধন্যর্পিতমণুবৎ সহস্রমূর্দ্ধো
ভূগোলং সগিরিসরিৎ সমুদ্র সঃ ত্বং
আনন্ত্যাদবিমিতি বিক্রমস্য ভূম্নঃ
কোবীর্য্যান্যপি গণয়েৎ সহস্রজিহ্বঃ।
এবং প্রভাবো ভগবাননন্তো
দুরন্তবীর্য্যোরো গুণানুভাবঃ
মূলে রসায়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো
যো লীলয়া ক্ষ্মাং স্থিতয়ে বিভর্ত্তি॥ (১)

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সত্তাদি যত গুণ।
যার দৃষ্টিপাতে হয় যায় পুনঃ পুনঃ॥
অদ্বিতীয় রূপ সত্য অনাদি মহত্ব।
তথাপি অনন্ত হয় কে বুঝে সে তত্ব॥
শুদ্ধ সত্ত মূর্ত্তি প্রভু ধরে করুণায়।
যে বিগ্রহে সবার প্রকাশ সুলীলায়॥
যাহার তরঙ্গ শিখি সিংহ মহাবলী।
নিজ জন মনোরঞ্জে হঞা কুতূহলী॥
যে অনন্ত নামের শ্রবণ সঙ্কীর্ত্তনে।
যেতে মতে কেন নাহি বলে যত জনে॥
অশেষ জন্মের বন্ধ ছিণ্ডে সেইক্ষণে।
অতএব বৈষ্ণব না ছাড়ে কভু তানে॥

---

(১) এই বিশ্বের উৎপত্তি. স্থিতি ও লয়ের হেতু স্বরূপ সত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই প্রাকৃত গুণত্রয় যাঁহার দৃষ্টিপ্রভাবে আপন আপন কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ; যাঁহার স্বরূপ অনন্ত ও অনাদি, যিনি এক অথচ আপনাতে অনন্ত সৃষ্টি আহিত করিয়া রাখিয়াছেন, লোকে তাঁহার তত্ব কিরূপে জানিবে? তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে মুমুক্ষুগণ কি প্রকারে উহার ভজন করিবেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যাহাতে স্থূল সূক্ষ্ম সৃষ্টি আহিত আছে, আমাদের প্রতি বহু কৃপা করিয়া তিনি শুদ্ধসত্ব স্বরূপ শ্রীমূর্ত্তি প্রকটন করিয়াছেন। স্বজনের প্রতি চিত্তাকর্ষণের জন্য তিনি যে লীলাবিস্তার করেন, সিংহাদিও তাঁহার সেই ভাবের অনুকরণ করিয়া স্বজনের চিত্ত আকর্ষণ করিতে প্রয়াসপায়। তিনি উদারবীর্য্য। এমন উদারবীর্য্য শ্রীভগবান্‌কে ছাড়িয়া মুমুক্ষুগণ আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মৃগপতি শব্দের অর্থ অন্য প্রকার হইতে পারে মৃগ্যন্তে ইতি মৃগাঃ কামপ্রদাঃ তেষাং পতিঃ অর্থাৎ কামপ্রদগণের মধ্যে যিনি অতি শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তিনি যে মুমুক্ষুগণের কামনাসিদ্ধ করিবেন এ বিষয় আর সংশয় কি? তিনি যে কৃপা করিয়া শ্রীবিগ্রহ গ্রহণ করিবেন সে তো অতি অল্প কথা। তাঁহার নামের ঔদার্য্যই অতি বিচিত্র। মহাপাতকীও যদি তাঁহার নাম অনুকীর্ত্তন করে, তবে সেও শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, অপর বক্তব্য আর কি হইতে পারে। শ্রীভগানের নাম-কীর্ত্তন মনুষ্যের অশেষ পাপ সদ্য সদ্য নষ্ট হইয়া যায়। এই নামকীর্ত্তন নিজে না করিয়া অপরের মুখে শুনিলে, অথবা অকস্মাৎ উচ্চারণ করিলে, বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে ডাকিলে অথবা প্রলোভন বা পরিহাসে নামোচ্চারণ করিলেও সদ্য সদ্য অশেষ পাপ নষ্ট হয়। সুতরাং এমন উদারবীর্য্য শেষদেবেক পরিহার করিয়া মুক্তিকামনাকারী ব্যক্তি আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? তিনি সহস্রশীর্ষ, তাঁহার এক শীর্ষের উপরে নগনদনদী অরণ্যসাগরসঙ্কুল বিশাল বিশ্বমণ্ডল একটি অণুর ন্যায় সংস্থাপিত রহিয়াছে। সহস্র জিহ্বা প্রাপ্ত হইলেও সেই অমিতবিক্রম ভূমা পুরুষের গুণগণের কেহই ইয়ত্তা করিতে পারে না। কেন না তাঁহার গুণসমূহ অন্তহীন। তাঁহার প্রভাবই এইরূপ। তিনি দুরন্তবীর্য্য, তাহার গুণেরও প্রভাবের সীমা নাই। তিনি ভূমির মূলদেশে অবস্থান করিয়া অনায়াসে পৃথিবী সংরক্ষণ করিতে-ছেন। তিনি নিজে আত্মতন্ত্র নিজেই নিজের আধার, তাঁহার অপর আধার নাই।

শেষ বই সংসারের গতি নাহি আর।
অনন্তের নামে সর্ব্ব জীবের উদ্ধার॥
অনন্ত পৃথিবী গিরি সমুদ্র সহিতে।
যে প্রভু ধরেন শিরে পালন করিতে॥
সহস্র ফণার এক ফনে বিন্দু যেন।
অনন্ত বিক্রম না জানেন আছে হেন।
সহস্র বদনে কৃষ্ণ যশ নিরন্তর।
গা'ইতে আছেন আদিদেব মহীধর॥
গায়েন অনন্ত শ্রীযশের নাহি অন্ত।
জয়ভঙ্গ নাহি কারু দোঁহে বলবন্ত॥
অদ্যাপিহ শেষ দেব সহস্র শ্রীমুখে।
গায়েন চৈতন্য যশ অন্ত নাহি দেখে॥

শ্রীরাগঃ।

নাগ বলিয়া চলি যায় সিন্ধু তরিবারে।
যশের সিন্ধু না দেয় কুল অধিক অধিক বাড়ে
কি আরে রাম গোপালে বাদ লাগিয়াছে।
ব্রহ্মা রুদ্র সুর সিদ্ধ মুনীশ্বর আনন্দে দেখিছে॥

তথাহি শ্রীভাগবতে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।
নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজস্তে ২।৭।৪০
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরে যে।
গায়ন্ গৃণন্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্॥ (১)

পালন নিমিত্ত হেন প্রভু রসাতলে।
আছে মহাশক্তিধর নিজ কুতুহলে॥
ব্রহ্মার সভায় গিয়া নারদ আপনে।
এই গুণ গায়েন তাম্বুর বীণা সনে॥
ব্রহ্মাদি বিহ্বল এই যশের শ্রবণে।
ইহা গাই নারদ পূজিত সর্ব্বস্থানে॥
কহিলাম এই কিছু অনন্ত প্রভাব।
হেন প্রভু নিত্যানন্দে কর অনুরাগ॥
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥
বৈষ্ণব চরণে মোন এই মনস্কাম।
ভজি যেন জন্মে জন্মে প্রভু বলরাম॥
দ্বিজ বিপ্র ব্রাহ্মণ যে হেন নাম ভেদ।
এই মত নিত্যানন্দ প্রভু বলদেব॥
অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥
চৈতন্যচরিত স্ফুরে যাঁহার কৃপায়।
যশের ভাণ্ডার বসে শেষের জিহ্বায়॥
অতএব যশোময় বিগ্রহ অনন্ত।
গাইল তাহান কিছু পাদপদ্ম দ্বন্দ্ব॥
চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্য বচন-চরিত।
ভক্ত প্রসাদে স্ফূরে জানিহ নিশ্চিত॥
বেদ-গুহ্য চৈতন্যচরিত কেবা জানে।
তাই লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্ত স্থানে॥
চৈতন্যচরিত্র আদি অন্ত নাহি দেখি।
যেন মত দেন শক্তি তেন মত লিখি।
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহুকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বলায়॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে করি নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নাইক আমার॥
মন দিয়া শুন ভাই শ্রীচৈতন্য কথা।
ভক্ত সঙ্গে যে যে লীলা কৈলা যথাযথা॥
ত্রিবিধ চৈতন্য লীলা আনন্দের ধাম।
আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড নাম॥

---

(১) হে নারদ! সেই মহাপুরুষের মায়ার প্রভাব আমি আজও ইয়ত্তা করিতে পারি নাই। তোমার অগ্রজ সনকাদিরও তাহা অজ্ঞাত। সহস্রমুখ আদিদেব অনন্ত এখন তাহার গুণগান করিতে করিতে উহার অন্ত পান নাই। অন্যের কথা আর কি বলিব?

আদিখণ্ডে প্রাধনতঃ বিষ্ঠার বিলাস।
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের কীর্ত্তনে প্রকাশ ॥
শেষখণ্ডে সন্ন্য সীরূপে নীলাচলে স্থিতি।
নিত্যানন্দে স্থানে সমর্পিয়া গৌড় ক্ষিতি ॥
নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব প্রায় তেঁহ স্বধর্ম্ম তৎপর ॥
তাঁর পত্নী শচী নাম মহাপতিব্রতা।
দ্বিতীয় দৈবকী যেন সেই জগন্মাতা ॥
তাঁর গর্ভে অবতীর্ণ হৈলা নারায়ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সংসার ভূষণ ॥
আদিখণ্ডে ফাল্গুনী পূর্ণিমা শুভদিনে।
অবতীর্ণ হৈয়া প্রভু নিশায় গ্রহণে ॥
হরিনাম মঙ্গল উঠিল চতুর্দ্দিগে।
জন্মিলা ঈশ্বর সঙ্কীর্ত্তন করি আগে ॥
আদিখণ্ডে শিশুরূপে অনেক প্রকাশ।
পিতা মাতা প্রতি দেখাইলা গুপ্তবাস।
আদিখণ্ডে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পতাকা।
গৃহ মাঝে অপূর্ব্ব দেখিল পিতা মাতা।
আদিখণ্ডে প্রহরে হরিয়াছিল চোরে।
চোর ভাণ্ডাইয়া প্রভু আইলেন ঘরে ॥
আদিখণ্ডে জগদীশ হিরণ্যের ঘরে।
নৈবদ্য খাইলা প্রভু শ্রীহরিবাসরে ॥
আদিখণ্ডে শিশু ছলে করিয়া ক্রন্দন।
বলাইল সর্ব্বমুখে শ্রীহরি কীর্ত্তন ॥
আদিখণ্ডে লোকবর্জ্জ হাঁড়ির আসনে।
বসিয়া মায়েরে তত্ত্ব কহিল আপনে ॥
আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের চাঞ্চল্য অপার।
শিশুগণ সঙ্গে যেন গোকুল-বিহার ॥
আদিখণ্ডে করিলেন আরম্ভ পড়িতে।
অল্পে অধ্যাপক হইল সকল শাস্ত্রেতে ॥

আদিখণ্ডে জগন্নাথ মিশ্র পরলোক।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস শচীর দুই শোক ॥
আদিখণ্ডে বিদ্যা বিলাসের মহারম্ভ।
পাষণ্ডী দেখয়ে যেন মূর্ত্তিমন্ত দম্ভ ॥
আদিখণ্ডে সকল পড়ুয়াগণ মেলি।
জাহ্নবীর তরঙ্গে নির্ভয় জলকেলী ॥
আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের সর্ব্বশাস্ত্রে জয়।
ত্রিভুবনে হেন নাহি যে সম্মুখ হয় ॥
আদিখণ্ডে বঙ্গদেশে প্রভুর গমন।
প্রাচ্যভূমি তীর্থ হৈল পাই শ্রীচরণ ॥
আদিখণ্ডে পূর্ব্ব পরিগ্রহের বিজয়।
শেষে রাজপণ্ডিতের কন্যা পরিণয় ॥
আদিখণ্ডে বায়ু দেহে মান্দ্য করি ছল।
প্রকাশিলা প্রেমভক্তি বিকার সকল ॥
আদিখণ্ডে সকল ভক্তের শক্তি দিয়া।
আপনে ভ্রমেণ মহা পণ্ডিত হইয়া ॥
আদিখণ্ডে দিব্য পরিধান দিব্য সুখ।
আনন্দে ভাসেন শচী দেখি চন্দ্রমুখ ॥
আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ী জয়।
শেষ করিলেন তার সর্ব্ব অন্ধ ক্ষয় ॥
আদিখণ্ডে নকল ভক্তেরে মোহ দিয়া।
সেই খানে বুলে প্রভু সবারে ভাণ্ডিয়া।
আদিখণ্ডে গয়া গেল বিশ্বম্ভর রাজ।
ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করিলা যথায় ॥
আদিখণ্ডে আছে কত অনন্ত বিলাস।
কিছু শেষে বর্ণিবেন মহামুনি ব্যাস ॥
বাল্যলীলা আদি করি যতেক প্রকাশ।
গয়ার অবধি আদিখণ্ডের বিলাস ॥
মধ্যখণ্ডে বিদিত হইলা গৌর সিংহ।
চলিলেন যত সব চরণের ভৃঙ্গ ॥

মধ্যখণ্ডে অদ্বৈতাদি শ্রীবাসের ঘরে।
ব্যক্ত হইলা বসি বিষ্ণু খট্টার উপরে॥
মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ সঙ্গে দরশন।
এক ঠাঁই দুই ভাই করিলা কীর্ত্তন॥
মধ্যখণ্ডে ষড়ভুজ দেখিয়া নিত্যানন্দ।
মধ্যখণ্ডে অদ্বৈত দেখিলা বিশ্বরঙ্গ॥
নিত্যানন্দ ব্যাস পূজা করিল মধ্যখণ্ডে।
যে প্রভুরে নিন্দা করে পাপিষ্ঠ পাষণ্ডে॥
মধ্যখণ্ডে হলধর হৈলা গৌরচন্দ্র।
হস্তে হল মুষল দিলা নিত্যানন্দ॥
মধ্যখণ্ডে দুই অতি পাতকী মোচন।
জগাই মাধাই নাম বিখ্যাত ভুবন॥
মধ্যখণ্ডে রামকৃষ্ণ চৈতন্যনিতাই।
শ্যাম-শুক্লরূপ দেখিলেন আই॥
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের মহা পরকাশ।
সাত প্রহরিয়া ভাব ঐশ্বর্য্য বিলাস॥
সেই দিন অমায়ায় যে কহিলেন কথা।
যে যে সেবকের জন্ম হৈল যথাযথা॥
মধ্যখণ্ডে নাচে বৈকুণ্ঠের নারায়ণ।
নগরে নগরে কৈল আপনে কীর্ত্তন॥
মধ্যখণ্ডে কাজির ভাঙ্গিল অহংকার।
নিজ শক্তি প্রকাশিয়া কীর্ত্তন অপার॥
ভক্তি পাইল কাজি প্রভু গৌরাঙ্গের বরে।
স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন করে নগরে নগরে॥
মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভু বরাহ হইয়া
নিজতত্ত্ব মুরারিরে কহিলা গর্জ্জিয়া॥
মধ্যখণ্ডে মুরারির স্কন্ধে আরোহণ।
চতুর্ভুজ হৈয়া কৈল অঙ্গনে ভ্রমণ॥
মধ্যখণ্ডে শুক্লাম্বর তণ্ডুল ভোজন।
মধ্যখণ্ডে নানা ছন্দ হৈলা নারায়ণ॥

মধ্যখণ্ডে রুক্মিণীর বেশে নারায়ণ।
নাচিলেন স্তন পিল সর্ব্ব ভক্তগণ॥
মধ্যখণ্ডে মুকুন্দের দণ্ড সঙ্গ দোষে।
শেষে অনুগ্রহ কৈল পরম সন্তোষে॥
মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভু নিশায় কীর্ত্তন।
বৎসরেক নবদ্বীপে কৈল অনুক্ষণ॥
মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ অদ্বৈত কৌতুক।
অজ্ঞজনে বুঝে যেন কহল স্বরূপ॥
মধ্যখণ্ডে জননীর লক্ষ্যে ভগবান্।
বৈষ্ণবাপরাধ করাইলা সাবধান॥
মধ্যখণ্ডে সকল বৈষ্ণব জনে জনে।
সবে বর পাইলেন করিয়া স্তবনে॥
মধ্যখণ্ডে প্রসাদ পাইল হরিদাস।
শ্রীধরের জলপান কারুণ্য-বিলাস॥
মধ্যখণ্ডে সকল বৈষ্ণব করি সঙ্গে।
প্রতিদিন জাহ্নবীতে জলকেলী রঙ্গে॥
মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র সঙ্গে।
অদ্বৈতের গৃহে গিয়াছিলা কোন রঙ্গে॥
মধ্যখণ্ডে অদ্বৈতেরে করি বহু দণ্ড।
শেষে কৈল অনুগ্রহ পরম প্রচণ্ড॥
মধ্যখণ্ডে চৈতন্য নিতাই কৃষ্ণ রাম।
জানিল মুরারি গুপ্ত মহাভাগ্যবান্॥
মধ্যখণ্ডে দুই প্রভু চৈতন্য নিতাই।
নাচিলেন শ্রীরাম অঙ্গনে এক ঠাঞি॥
মধ্যখণ্ডে শ্রীবাসের মৃত পুত্র মুখে।
জীব-তত্ত্ব কহাইয়া ঘুচাইল দুঃখে॥
চৈতন্যের অনুগ্রহে শ্রীবাস পণ্ডিত।
পাসরিল পুত্রশোক সভাতে বিদিত॥
মধ্যখণ্ডে গঙ্গায় পড়িল দুঃখ পেয়ে।
নিত্যানন্দ হরিদাস আনিল তুলিয়ে॥

মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের অবশেষ পাত্র।
ব্রহ্মার দুর্লভ নারায়ণী পাইল মাত্র॥
মধ্যখণ্ডে সর্ব্ব জীব উদ্ধার কারণে।
সন্ন্যাস করিতে প্রভু করিলা গমনে॥
কীর্ত্তন করিয়া আদি অবধি সন্ন্যাস।
এই হৈতে কহি মধ্যখণ্ডের বিলাস॥
মধ্যখণ্ডে আর কত কত কোটী লীলা।
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সকল খেলা॥
শেষখণ্ডে বিশ্বম্ভর করিলা সন্ন্যাস।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম তবে পরকাশ॥
শেষ খণ্ডে শুনি প্রভু শিখার মুণ্ডন।
বিস্তর করিলা প্রভু অদ্বৈত ক্রন্দন॥
শেষখণ্ডে শচী দুঃখ অকথ্য কথন।
চৈতন্য প্রভাবে সবে রহিল জীবন॥
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিলেন বলরাম পরম প্রচণ্ড॥
শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র গিয়া নীলাচলে।
আপনারে লুকাই রহিলা কুতূহলে॥
সার্ব্বভৌম প্রতি আগে করি পরিহাস।
শেষে সার্ব্বভৌমে ষড়্ভুজ পরকাশ॥
শেষখণ্ডে প্রতাপ রুদ্রের পরিত্রাণ।
কাশী মিশ্রের গৃহেতে করিলা অধিষ্ঠান॥
দামোদর স্বরূপ পরমানন্দ পুরী।
শেষখণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী॥
শেষখণ্ডে প্রভু পুনঃ গেলা গৌড়দেশে।
মথুরা দেখিব বলি আনন্দ বিশেষে॥
আসিয়া রহিলা বিদ্যাবাচস্পতি ঘরে।
তবেত আইলা প্রভু কুলিয়া নগরে॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গেলা দেখিবারে।
শেষখণ্ডে সর্ব্ব জীব পাইলা নিস্তার॥

শেষখণ্ডে মধুপুরী দেখিতে চলিলা।
কত দূর গিয়া প্রভু নিবর্ত্ত হইলা॥
শেষখণ্ডে পুনঃ আইলেন নীলাচলে।
নিরবধি ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ কোলাহলে॥
গৌড়দেশে নিত্যানন্দ স্বরূপ পাঠাঞা।
রহিলেন নীলাচলে কত জন লঞা॥
শেষখণ্ডে রথের সম্মুখে ভক্ত সঙ্গে।
আপনে করিলা নৃত্য আপনা রঙ্গে॥
শেষখণ্ডে সেতুবন্ধে গেলা গৌর রায়।
ঝারিখণ্ড দিয়া পুনঃ গেলা মথুরায়॥
শেষখণ্ডে রামানন্দ রায়ের উদ্ধার।
শেষখণ্ডে মথুরায় অনেক বিহার॥
শেষখণ্ডে শ্রীগৌরসুন্দর মহাশয়।
দবির খাসেরে প্রভু দিলা পরিচয়॥
প্রভু চিনি দুই ভাই বন্ধ বিমোচন।
শেষে নাম থুইলেন রূপ সনাতন॥
শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র গেলা বারাণসী।
না পাইল দেখা যত নিন্দুক সন্ন্যাসী॥
শেষখণ্ডে পুনঃ নীলাচলে আগমন।
অহর্নিশ করিলেন হরি সঙ্কীর্ত্তন॥
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ কতেক দিবস।
করিলেন পৃথিবীতে পর্য্যটন রস॥
অনন্ত চরিত্র কেহ বুঝিতে না পারে।
চরণে নূপুর সর্ব্ব মথুরা বিহরে॥
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ পানীহাটী গ্রামে।
চৈতন্য অজ্ঞায় ভক্ত করিলেন দানে॥
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ মহা মল্লরায়।
বণিকাদি উদ্ধারিল পরম কৃপায়॥
শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র মহা মহেশ্বর।
নীলাচলে বাস অষ্টাদশ সম্বৎসর॥

শেষখণ্ডে চৈতন্যের অনন্ত বিলাস।
বিস্তারিয়া বর্ণিতে আছেন বেদব্যাস॥
যেতে মতে চৈতন্যের গাইতে মহিমা।
নিত্যানন্দ প্রীতি বড় তার নাহি সীমা॥
ধরণী ধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ প্রভু গৌরচন্দ্র আমারে সেবন॥
এই ত কহিনু সূত্র সংক্ষেপ করিয়া।
তিন খণ্ড আরম্ভিলা ইহাই গাইয়া॥
আদিখণ্ড কথা ভাই শুন এক চিতে।
শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হৈল যেই মতে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে সূত্র-
বর্ণন নাম প্রথমোঽধ্যায়॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের জন্ম বর্ণন।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জগন্নাথ-পুত্র মহা মহেশ্বর॥
জয় নিত্যানন্দ গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈতাদি ভক্তের শরণ॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
পুনঃ ভক্ত সঙ্গে প্রভু পদে নমস্কার।
স্ফুরুক জিহ্বায় গৌরচন্দ্র অবতার॥
জয় জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীবাস বিগ্রহ নিত্যানন্দ॥
অবিজ্ঞাত দুই ভাই আর যত ভক্ত।
তথাপি কৃপায় তত্ত্ব করেন সুব্যক্ত॥

ব্রহ্মাদির স্ফূর্ত্তি হয় কৃষ্ণের কৃপায়।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বেদে ভাগবতে এই গায়॥

তথাহি শ্রীভাগবতে ২।৪।২২

প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী।
বিতন্বতাঽজস্য সতীংস্মৃতিং হৃদি॥
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
সমে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাং॥ (১)

পূর্ব্বে ব্রহ্মা জন্মিলেন নাভিপদ্ম হৈতে।
তথাপিও শক্তি নাই কিছুই দেখিতে॥
তবে যবে সর্ব্ব ভাবে লইলা শরণ।
তবে প্রভু কৃপায় দিলেন দরশন॥
তবে কৃষ্ণ কৃপায় স্ফুরিলা সরস্বতী।
তবে সে জানিলা সর্ব্ব অবতার স্থিতি॥
হেন কৃষ্ণচন্দ্রের দুর্জ্ঞেয় অবতার।
তান কৃপা বিনে কার শক্তি জানিবার॥
অচিন্ত্য অগম্য কৃষ্ণ অবতার লীলা।
সেই ব্রহ্মা ভাগবতে আপনি বলিলা॥

তথাহি দশমস্কন্ধে।

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতির্ভবত স্ত্রীলোক্যাং।
কাহং কথং বা কতিবা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সী যোগমায়াম্॥ (২)

---

(১) কল্পের প্রারম্ভে যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বিশ্বসৃষ্টি বিষয়াত্মিকা স্মৃতি বিস্তার করিতেছিলেন, যাঁহার প্রেরণায় ব্রহ্মার বদন হইতে স্বধর্ম্মলক্ষণাবাণী প্রবৃত্ত হইয়াছিল, ঋষি-পূজ্য সেই ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

(২) হে ভগবান্, হে অসীম, হে পরমাত্মন্, হে যোগেশ্বর, তুমি তোমার শক্তিস্বরূপিনী যোগমায়াকে বিস্তার করিয়া লীলা কার্য্য সম্পাদন কর। তোমার সেই লীলা কোথায় হয়, কেন হয়, তাহার পরিমাণই বা কি আর কথনই বা তাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোন ব্যক্তি নির্ণয় করিতে সক্ষম হয়?

কোন্ হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাহার॥
তথাপি শ্রীভাগবতে গীতায় যে কয়।
তাহা লিখি যে নিমিত্তে অবতার হয়॥

তথাহি শ্রীগীতায়াং অর্জ্জুনং প্রতি ভগবদ্বাক্যং।
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (১)

ধর্ম্ম পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্ম্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে॥
সাধু জন রক্ষা দুষ্ট বিনাশ কারণে।
ব্রহ্মা আদি প্রভুর করেন বিজ্ঞাপনে॥
তবে প্রভু যুগ-ধর্ম্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে॥
কলি যুগে ধর্ম্ম হয় হরি-সংকীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥
এই কহে ভাগবতে সর্ব্বতত্ত্ব সার।
কীর্ত্তন নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার॥

তথাহি শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে যুগাবতার
কথন-প্রস্তাবে বসুদেব-নারদসংবাদে।
ইতি দ্বাপরে উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরং।
নানা তন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ (২)

কলি যুগে সর্ব্ব ধর্ম্ম হরি-সংকীর্ত্তন।
সব প্রকাশিলেন চৈতন্যনারায়ণ॥
কলিযুগে সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হইলা প্রভু সর্ব্ব পরিকরে॥
প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্ব্ব পরিকরে।
জন্ম লভিলেন সবে মানুষ ভিতরে॥
কি অনন্ত কি শিব বিরিঞ্চি ঋষিগণে।
যত অবতারের পার্ষদ আপ্তগণে॥
ভাগবত রূপে জন্ম হইল সবার।
কৃষ্ণ সে জানেন যার অংশে জন্ম যার॥
কার জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটীগ্রামে।
কেহ রাঢ় উড্র দেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে॥
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি হৈল সবার মিলন॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে।
কোন মহাপ্রিয় দাসে জন্ম অন্য স্থানে॥
শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য-পূজিত॥
ভবরোগ নাশে বৈদ্য মুরারী নাম যার।
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব প্রধান।
চৈতন্য-বল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম॥

---

(১) হে অর্জ্জুন, যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয় আর অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়া থাকি। সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য দুষ্কৃতিগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

(২) হে নৃপতে, দ্বাপরে এইরূপে জগদীশ্বরের স্তব করা হয়। নানাপ্রকার তন্ত্রবিধানানুসারে কলিতে তাঁহার যেরূপ ভজনা হয়, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ করুন। যিনি কৃষ্ণগুণ বর্ণন করেন, যিনি কান্তিতে গৌরবর্ণ, অঙ্গ উপাঙ্গাদি যাঁহার অস্ত্র এবং পার্ষদ, অথবা যিনি শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি যাঁহার পার্ষদ, তাদৃশ শ্রীগৌর ভাগবানকে সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তনবৎঅতুলযজ্ঞে অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

চাটিগ্রামে হইল তা সবার পরকাশ।
বুঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস॥
রাঢ় মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
যহি অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান্॥
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্বপিতা তানে করি পিতা ব্যাজ॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব নাম।
রাঢে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম॥
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্প বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণে কৈলেন তখন॥
সেই দিন হৈতে রাঢমণ্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল॥
ত্রিহোতে পরমানন্দ পুরীর প্রকাশ।
নীলাচলে যার সঙ্গে একত্র বিলাস॥
গঙ্গাতীর পুণ্যস্থান সকল থাকিতে।
বৈষ্ণব জন্ময়ে কেন অশোচ্য দেশেতে॥
আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদ জন্মায়েন দূরে দূরে॥
যে যে দেশ গঙ্গা হরিনাম বিবর্জ্জিত।
যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিত॥
সে সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া॥
সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন স্বীকার॥
শোচ্য দেশে শোচ্য কুলে আপন সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সবারে করে ত্রাণ॥
যেই দেশে যেই কুলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে॥
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্য তীর্থময়॥

অতএব সর্ব্বদেশে নিজ ভক্তগণ।
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্যনারায়ণ॥
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি সবে হইল মিলন॥
নবদ্বীপে হইল প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সবার॥
নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥
নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ॥
সবে মহাঅধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষকোটী অধ্যাপক নাহিক নিশ্চয়॥
রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্ব লোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥
কৃষ্ণরাম-ভক্তি-শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোকসবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডির গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥

যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাই না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব ॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে ডুবি মরে ॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না করে কথন ॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি ॥
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয় ॥
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥
এইমত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার ॥
কেমনে এ জীব সব পাইবে উদ্ধার।
বিষয় সুখেতে সব মজিল সংসার ॥
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণ-নাম।
নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান ॥
স্বকার্য্য করেন সব ভাগবতগণ।
কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান কৃষ্ণের কথন ॥
সবে মেলি জগতেরে করে আশীর্ব্বাদ।
শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র কর সবারে প্রসাদ ॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
অদ্বৈত আচার্য্য নাম সর্ব্ব লোকে ধন্য ॥
জ্ঞান-ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখনিতে যেহেন শঙ্কর ॥
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার।
সর্ব্বদা বাখানে কৃষ্ণপদ ভক্তি সার ॥
তুলসীর মঞ্জরী সহিত গঙ্গা-জলে।
নিরবধি সেবি কৃষ্ণ মহা কুতূহলে ॥

হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে।
সে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে ॥
যে প্রেমের হুঙ্কার শুনিয়া কৃষ্ণনাথ।
ভক্তিবশে আপনে সে হইলা সাক্ষাৎ ॥
অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণব অগ্রগণ্য।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যাঁর ভক্তিযোগ ধন্য ॥
এই মত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়।
ভক্তিযোগ শূন্য লোক দেখি দুঃখ পায় ॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে ॥
বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যজ্ঞ পূজা করে ॥
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল ॥
কৃষ্ণ-শূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ।
বিশেষে অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ ॥
স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য-হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয় ॥
মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার ॥
তবে শ্রীঅদ্বৈত সিংহ আমার বড়াঞি।
বৈকুণ্ঠ-বল্লভ যদি দেখাও হেথাঞি ॥
আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব গাইব সর্ব্বজীব উদ্ধারিয়া ॥
নিরবধি এই মত সঙ্কল্প করিয়া।
সেবেন শ্রীকৃষ্ণ-পদ একচিত্ত হৈয়া ॥
অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।
সেই প্রভু কহিয়াছেন বার বার ॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।
যাহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য বিলাস ॥

সর্ব্বকাল চারি ভাই গায় কৃষ্ণনাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান॥
নিগূঢ়ে অনেক আর বৈসে নদীয়ায়।
পূর্ব্বে সবে জন্মিলেন ঈশ্বর আজ্ঞায়॥
শ্রীচন্দ্রশেখর জগদীশ গোপীনাথ।
শ্রীমান শ্রীগরুড় মুরারি গঙ্গাদাস॥
একে একে বলিতে হয়, পুস্তক-বিস্তার।
কথার প্রস্তাবে নাম লইব জানি যার॥
সবেই স্বধর্ম্ম-পর সবেই উদার।
কৃষ্ণভক্তি বহি কেহ না জানয়ে আর॥
সবে করে সবারে বান্ধব ব্যবহার।
কেহ না জানেন সব নিজ অবতার॥
বিষ্ণুভক্তিশূন্য হইল সকল সংসার।
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সবাকার॥
কৃষ্ণ-কথা শুনিবেক নাহি হেন জন।
আপনা আপনি সবে করেন কীর্ত্তন॥
দুই চারি দণ্ড থাকি অদ্বৈত সভায়।
কৃষ্ণ-কথা প্রসঙ্গে সকল দুঃখ যায়॥
দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আলাপের স্থান নাহি করেন ক্রন্দন॥
সকলি বৈষ্ণব মেলি আপনি অদ্বৈতে।
প্রাণী মাত্র কারে কেহ নারে বুঝাইতে॥
দুঃখ ভাবি অদ্বৈত করেন উপবাস।
সকল বৈষ্ণবগণ ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥
কেন বা কৃষ্ণের নৃত্য কেন বা কীর্ত্তন।
কারে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সংকীর্ত্তন॥
কিছু নাহি জানে লোক ধন পুত্র আশে।
সকল পাষণ্ডী মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে॥
চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বলে হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ॥
মহা-তীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার॥
কেহ বলে এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে॥
এ বামুনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রামে করিবেক বল॥
এই মত বলে যত পাষণ্ডীর গণ।
শুনি কৃষ্ণ বলি কান্দে ভাগবতগণ॥
শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
দিগম্বর হই সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে বোলে॥
শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব নয়ন-গোচর॥
সবা উদ্ধারিবে কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সবা লৈয়া॥
যবে নাহি পারেঁ। তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারি ভুজ চক্র লইমু হাতে॥
পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, মুঞি তাঁর দাস॥
এই মত অদ্বৈত বলেন অনুক্ষণ।
সংকল্প করিয়া পূজে কৃষ্ণের চরণ॥
ভক্ত সব নিরবধি এক চিত্ত হৈয়া।
পূজে কৃষ্ণ পাদ-পদ্ম ক্রন্দন করিয়া॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে ভাগবতগণ।
কোথাও না শুনি ভক্তিযোগের কথন॥
কেহ দুঃখে চাহে নিজ শরীর এড়িতে।
কেহ কৃষ্ণ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কান্দিতে॥
অন্ন ভালমতে কার না রুচয়ে মুখে।
জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে॥

ছাড়িলেন ভক্তগণ সর্ব্ব উপভোগ।
অবতরিবারে প্রভু করিলা উদ্যোগ॥
ঈশ্বর আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্ত রাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম॥
মাঘ মাসে শুক্ল ত্রয়োদশী শুভ দিনে।
পদ্মাবতী গর্ভে একচাকা নাম গ্রামে॥
হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে পিতা মাতা তানে করি পিতা ব্যাজ॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা প্রভু বলরাম।
অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দ নাম॥
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্প বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণ করিলা তখন॥
সেই দিন হৈতে রাঢ় মণ্ডল সকল।
বাড়িতে লাগিল পুনঃ পুনঃ সুমঙ্গল॥
যে প্রভু পতিত জন নিস্তার করিতে।
অবধূত বেশ ধরি ভ্রমিলা জগতে॥
অনন্তের প্রকাশ হইলা হেন মতে।
এবে শুন কৃষ্ণ অবতরিলা যেন মতে॥
নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব প্রায় তেঁই স্বধর্ম্মে তৎপর॥
উদার চরিত্র তেঁহ ব্রহ্মণ্যের সীমা।
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা॥
কি কশ্যপ দশরথ বসুদেব নন্দ।
সর্ব্বময় তত্ত্ব জগন্নাথ মিশ্রচন্দ্র॥
তাঁন পত্নী শচী নাম মহা পতিব্রতা।
মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি সেই জগন্মাতা॥
বহুতর কন্যার হইল তিরোভাব।
সবে এক পুত্র বিশ্বরূপ মহাভাগ॥
বিশ্বরূপ মূর্ত্তি যেন অভিন্ন মদন।
দেখি হরষিত দুই ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ॥

জন্ম হৈতে বিশ্বরূপ হইলা বিরক্তি।
শৈশবেই সকল শাস্ত্রেতে হইল স্ফূর্ত্তি॥
বিষ্ণুভক্তিশূন্য হৈল সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্ম তিরোভাব হৈল প্রভু অবতরে।
ভক্ত সব দুঃখ পায় জানিলা অন্তরে॥
তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্।
শচী জগন্নাথ দেহে হৈলা অধিষ্ঠান॥
জয় জয় ধ্বনি হৈল অনন্ত বদনে।
স্বপ্নপ্রায় জগন্নাথ মিশ্র শচী শুনে॥
মহাতেজ মূর্ত্তিমন্ত হইল দুই জনে।
তথাপিহ লিখিতে না পারে অন্য জনে॥
অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়া।
ব্রহ্মা শিব আদি স্তুতি করেন আসিয়া॥
অতি মহা:গোপ্য হয় এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্ব্বথা॥
ভক্তি করি ব্রহ্মাদি দেবের শুন স্তুতি।
যে গোপ্য শ্রবণে হয় কৃষ্ণে রতি-মতি॥
জয় জয় মহাপ্রভু জনক সবার।
জয় জয় সংকীর্ত্তনহেতু অবতার॥
জয় জয় বেদধর্ম্ম-সাধু-বিপ্রপাল।
জয় জয় অভক্ত শমন-মহাকাল॥
জয় জয় সর্ব্ব সত্যময় কলেবর।
জয় জয় ইচ্ছাময় মহা মহেশ্বর॥
যে তুমি অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের বাস।
সে তুমি শ্রীশচীগর্ভে-করিলা প্রকাশ।
তোমার যে ইচ্ছা কে বুঝিতে তার পাত্র।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার লীলা মাত্র॥
সকল সংসার যাঁর ইচ্ছায় সংহারে।
সে কি কংশ রাবণ বধিতে বাক্যে নারে॥

তথাপিও দশরথ বসুদেব ঘরে।
অবতীর্ণ হই আসি বধে তা সবারে॥
এতেক বুঝিতে পারে তোমার কারণ।
আপনি সে জান তুমি আপনার মন॥
তোমার আজ্ঞায় এক সেবকে তোমার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার॥
তথাপিও তুমি সে আপনে অবতরি।
সর্ব্ব ধর্ম্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি॥
সত্যযুগে তুমি প্রভু শুভ্রবর্ণ ধরি।
তপধর্ম্ম বুঝাও আপনে তপ করি॥
কৃষ্ণাজিন দণ্ড কমণ্ডলু জটা ধরি।
ধর্ম্ম স্থাপ ব্রহ্মচারিরূপে অবতরি॥
ত্রেতাযুগে হইয়া সুন্দর রক্তবর্ণ।
হয়ে যজ্ঞপুরুষ বুঝাও যজ্ঞধর্ম্ম॥
স্রুক্ স্রুব্ হস্তে যজ্ঞ আপনে করিয়া।
সবারে লওয়াও যজ্ঞ যাজ্ঞিক হইয়া॥
দিব্য মেঘ-শ্যামবর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজা-ধর্ম্ম বুঝাও আপনে ঘরে ঘরে॥
পীতবাস শ্রীবৎসাদি নিজ চিহ্ন ধরি।
পূজা কর মহারাজ রূপে অবতরি॥
কলিযুগে বিপ্ররূপে ধরি পীতবর্ণ।
বুঝাবারে বেদ-গোপ্য সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম॥
কতেক বা তোমার অনন্ত অবতার।
কার শক্তি আছে ইহা সংখ্যা করিবার॥
মৎস্য রূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহার।
কূর্ম্ম রূপে তুমি সব জীবের আধার॥
হয়গ্রীব রূপে কর বেদের উদ্ধার।
আদি দৈত্য দুই মধু কৈটভ সংহার॥
শ্রীবরাহ রূপে কর পৃথিবী উদ্ধার।
নরসিংহ রূপে কর হিরণ্য বিদার।
বলি ছল অপূর্ব্ব বামন রূপ হই।
পরশুরাম রূপে কর নিঃক্ষত্রিয়া মহী॥
রামচন্দ্র রূপে কর রাবণ সংহার।
হলধর রূপে কর অনন্ত বিহার॥
বুদ্ধ রূপে দয়া ধর্ম্ম করহ প্রকাশ।
কল্কী রূপে কর ম্লেচ্ছগণের বিনাশ।
ধন্বন্তরি রূপে কর অমৃত প্রদান।
হংস রূপে ব্রহ্মাদিরে কহ তত্ত্বজ্ঞান॥
শ্রীনারদ রূপে বীণা ধরি কর গান।
ব্যাস রূপে কর নিজ তত্ত্বের ব্যাখ্যান॥
সর্ব্ব লীলা-লাবণ্য বৈদগ্ধী করি সঙ্গে।
কৃষ্ণ রূপে বিহর গোকুলে বহু রঙ্গে॥
এই অবতারে ভাগবত রূপ ধরি।
কীর্ত্তন করিবা সর্ব্ব ভক্তি পরচারী॥
সংকীর্ত্তন পূর্ণ হৈব সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈব প্রেম-ভক্তির প্রচার॥
কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ প্রকাশ।
তুমি নৃত্য করিবা মিলিয়া সর্ব্ব দাস॥
যে তোমার পাদপদ্ম ধ্যান নিত্য করে।
তা সবার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে॥
পদতলে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল।
দৃষ্টিমাত্রে দশদিক হয় সুনির্ম্মল॥
বাহু তুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ন নাশ।
হেন যশ হেন নিত্য হেন তোর দাস॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশোদৃগ্‌ভ্যাং দোর্ভ্যাংঞ্চামঙ্গলং দিবঃ।
বহুধোৎসাধ্যতে রাজন্ কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ॥ (১)

(১) হে রাজন্-কৃষ্ণভক্ত নৃত্যদ্বারা জগতের বিবিধ অমঙ্গল নাশ করেন, তাঁহার চরণযুগলে ধরণীর অমঙ্গল নষ্ট হয়, নয়নযুগল দিকসমূহের অমঙ্গল নাশ করে, আর উন্নীত বাহুদ্বয় স্বর্গের অমঙ্গল নাশ করে।

সে প্রভু আপনি তুমি সাক্ষাৎ হইয়া।
করিবা কীর্ত্তন প্রেম-ভক্ত গোষ্ঠী লৈয়া॥
এ মহিমা প্রভু বর্ণিবার কার শক্তি।
তুমি বিলাইবা বেদ-গোপ্য বিষ্ণুভক্তি॥
মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি।
আমি সব যে নিমিত্তে অভিলাষ করি॥
জগতের প্রভু তুমি দিবা হেন ধন।
তোমার করুণা সবে ইহার কারণ॥
যে তোমার নামে প্রভু সর্ব্ব যজ্ঞ পূর্ণ।
সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ॥
এই কৃপা কর প্রভু হইয়া সদয়।
যেন আমা সবার দেখিতে ভাগ্য হয়॥
এত দিনে গঙ্গার পুরিল মনোরথ।
তুমি কৃপা করিবে যে চির অভিমত॥
যে তোমারে যোগেশ্বর সবে দেখে ধ্যানে।
সে তুমি বিদিত হৈবা নবদ্বীপ গ্রামে॥
নবদ্বীপ প্রতিও থাকুক নমস্কার।
শচী জগন্নাথ গৃহে যথা অবতার॥
এই মত ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিনে।
গুপ্তে রহি ঈশ্বরের করেন স্তবনে॥
শচী গর্ভে বসে সর্ব্ব ভুবনের বাস।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইল প্রকাশ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিলা সকল॥
সংকীর্ত্তন সহিত প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার॥
ঈশ্বরের কর্ম্ম বুঝিবার শক্তি কায়।
চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর ইচ্ছায়॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরি-কীর্ত্তন॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়।
হরিবোল হরিবোল বলি সবে ধায়॥
হেন হরিধ্বনি হৈল সর্ব্ব নদীয়ায়।
ব্রহ্মাণ্ড পুরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায়॥
অপূর্ব্ব শুনিয়া সব ভাগবতগণ।
সবে বলে নিরন্তর হউক গ্রহণ॥
সবে বলে আজি বড় বাসি এ উল্লাস।
হেন বুঝি কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ।
গঙ্গাস্নানে চলিলা সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দ্দিকে হরি-সংকীর্ত্তন॥
কিবা শিশু বৃদ্ধ নারী সজ্জন দুর্জ্জন।
সবে হরি হরি বলে দেখিয়া গ্রহণ॥
হরিবোল হরিবোল সবে এই শুনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি॥
চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
জয় শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ॥
হেনই সময়ে প্রভু জগত-জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচী নন্দন॥

রাহু কবল ইন্দু, প্রকাশ নাম সিন্ধু,
কলি মর্দ্দল বাজে বানা।
পহুঁ ভেল প্রকাশ, ভুবন চতুর্দ্দশ,
জয় জয় পড়িল ঘোষণা॥
দেখিতে গৌরাঙ্গচন্দ্র।
নদীয়ার লোক, শোক সব নাশল,
দিনে দিনে বাড়ল আনন্দ॥
দুন্দুভি বাজে, শত শঙ্খ গাজে,
বাজে বেণু বিষাণ।
শ্রীচৈতন্য ঠাকুর, নিত্যানন্দ প্রভু,
বৃন্দাবন দাস গান॥

জিনিয়া রবিকর, শ্রীঅঙ্গ সুন্দর,
নয়নে হেরই না পারি।
আয়ত লোচন, ঈষৎ বঙ্কিম,
উপমা নাহিক বিচারি॥
(আজু) বিজয়ে গৌরাঙ্গ, অবনী মণ্ডল,
চৌদিকে শুনিয়া উল্লাস।
এক হরিধ্বনি, আব্রহ্ম ভরি শুনি,
গৌরাঙ্গ চাঁদের প্রকাশ॥
চন্দনে উজ্জ্বল, বক্ষ পরিসর,
দোলয়ে তথি বনমাল।
চাঁদ সুশীতল, শ্রীমুখ-মণ্ডল,
আজানু বাহু বিশাল॥
দেখিয়া চৈতন্য, ভুবনে ধন্য ধন্য,
উঠয়ে জয় জয় নাদ।
কোই নাচত, কোই গায়ত,
কোই হৈলা হরিষে বিষাদ॥
চারি বেদ শির- মুকুট চৈতন্য,
পামর মূঢ় না জানে।
শ্রীচৈতন্য নিতাই, বড় ঠাকুর,
বৃন্দাবন দাস গানে॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
দশ দিকে উঠিল আনন্দ॥ ১॥
রূপ কোটী মদন জিনিয়া।
হাসে নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া॥ ২॥
অতি সুমধুর মুখ আঁখি।
মহারাজ চিহ্ন সব দেখি॥ ৩॥
শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোভে।
সব অঙ্গে জগ-মন লোভে॥ ৪॥
দূরে গেল সকল আপদ।
ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ॥ ৫॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবন দাস গুণ গান॥ ৬॥

মঙ্গল নট রাগ।

চৈতন্য অবতার, শুনিয়া দেবগণ,
উঠিল পরম মঙ্গল।
সকল তাপহর, শ্রীমুখচন্দ্র দেখি,
আনন্দে হইলা বিহ্বল॥
অনন্ত ব্রহ্মা শিব, আদি করি যত দেব,
সবেই নররূপ ধরি।
গায়েন হরি হরি, গ্রহণ ছল করি,
লখিতে কেহ নাহি পারি॥
দশ দিকে ধায়, লোক নদীয়ায়,
বলিয়া উচ্চ হরি হরি।
মানুষ দেব মেলি, একত্র হঞা কেলি,
আনন্দ নবদ্বীপ পুরী॥
শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে,
প্রণাম হইয়া পড়িলা।
গ্রহণ অন্ধকারে, লখিলে কেহ নারে,
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্য খেলা॥
কেহ পড়ে স্তুতি, কাহারো হাতে ছাতি,
কেহ চামর ঢুলায়।
পরম হরিষে, কেহ পুষ্প বরিষে,
কেহ কেহ নাচে গায়॥
সব ভক্ত সঙ্গে করি, আইলা গৌরহরি,
পাষণ্ডী কিছুই না জানে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ,
বৃন্দাবন দাস রস গানে॥

দুন্দুভি ডিণ্ডিম, মঙ্গল জয়ধ্বনি,
গায় মধুর বিমানে।
বেদের অগোচরে, আজি ভেটব,
বিলম্বে নাহি আর কো জানে॥
আনন্দে ইন্দ্রপুর, মঙ্গল কোলাহল,
সাজ সাজ বলি সাজ রে।
বহু পুণ্য ভাগ্যে, চৈতন্য পরকাশ,
পাওল নবদ্বীপ মাঝ রে॥
অন্যান্যে আলিঙ্গন, চুম্বন ঘন ঘন,
লাজ কেহ নাহি মানে রে।
নদীয়া পুরন্দর, জনম উল্লাসে ভর,
আপন পর নাহি জানে রে॥
ঐছন কৌতুকে, আইলা নবদ্বীপে,
চৌদিকে শুনি হরিনাম রে।
পাইয়া গৌর-রস, বিহ্বল পরবশ,
চৈতন্য জয় জয় গান রে॥
দেখিল শচী-গৃহে, গৌরাঙ্গসুন্দর রে,
একত্র যৈছে কোটি চান্দরে।
মানুষ রূপ ধরি, গ্রহণ ছল করি,
বোলয়ে উচ্চ হরিনাম রে॥
সকল শক্তি সঙ্গে, আইলা গৌরচন্দ্র,
পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ- চাঁদ প্রভু জান,
বৃন্দাবন দাস রস গান রে॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র জন্মবর্ণন নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের কোষ্ঠীগণন বর্ণন।

হেত মতে প্রভুর হইল অবতার।
আগে হরি-সংকীর্ত্তন করিয়া প্রচার॥
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়া।
গঙ্গাস্নানে হরি বলি যায়েন ধাইয়া॥
যার মুখ জন্মেও না বলে হরিনাম।
সেহ হরি বলি ধায় করি গঙ্গাস্নান॥
দশ দিক পূর্ণ হৈল উঠে হরিধ্বনি।
অবতীর্ণ হইয়া হাসেন দ্বিজমণি॥
শচী জগন্নাথ দেখি পুত্রের শ্রীমুখ।
দুই জন হইলেন আনন্দ স্বরূপ॥
কি বিধি করিব ইহা কিছুই না স্ফুরে।
আস্তে ব্যস্তে নারীগণ জয়কার পুরে॥
ধাইয়া আইলা সবে যত আপ্তগণ।
আনন্দ হইল জগন্নাথের ভবন॥
শচীর জনক চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
প্রতি লগ্নে অদ্ভুত দেখেন বিপ্রবর॥
মহারাজলক্ষণ সকল লগ্নে কহে।
রূপ দেখি চক্রবর্ত্তী হইল বিস্ময়ে॥
বিপ্র রাজা গৌড়ে হইবেক হেন আছে।
বিপ্র বলে সেই রাজা জানিব তা পাছে॥
মহা জ্যোতির্ব্বিৎ বিপ্র সবার অগ্রেতে।
লগ্ন অনুরূপ কথা লাগিল কহিতে॥
লগ্নে যত দেখি এই বালক মহিমা।
রাজা হেন বাক্যে তাঁরে দিতে নারি সীমা॥
বৃহস্পতি জিনিয়া হইবে বিদ্যাবান।
অল্পেই হইবে সর্ব্ব গুণের নিধান॥

সেই খানে বিপ্ররূপে এক মহাজন।
প্রভুর ভবিষ্য কর্ম্ম করয়ে কথন ॥
বিপ্র বলে এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ইহা হৈতে সর্ব্ব ধর্ম্ম হইবে স্থাপন ॥
ইহা হইতে হইবেক অপূর্ব্ব প্রচার।
এই শিশু করিবে সর্ব্ব জগৎ উদ্ধার ॥
ব্রহ্মা শিব শুক যাহা বাঞ্ছে অনুক্ষণ।
ইহা হৈতে তাহা পাইবেক সর্ব্বজন ॥
সর্ব্বভূত দয়ালু নির্ব্বেদ দরশনে।
সর্ব্ব জগতের প্রীতি হইব ইহানে ॥
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও এ শিশুর ভজিবে চরণ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কীর্ত্তি গাইব ইহান।
আদি বিপ্র এ শিশুরে করিবে প্রণাম ॥
ভাগবত-ধর্ম্মময় ইহান শরীর।
দেব দ্বিজ গুরু পিতৃ মাতৃ ভক্ত ধীর ॥
বিষ্ণু যেন অবতরি লওয়ায়েন ধর্ম্ম।
সেই মত এ শিশু করিবে সর্ব্ব কর্ম্ম ॥
লগ্নে যত কহে শুভ লক্ষণ ইহান।
কার শক্তি আছে তাহা করিতে ব্যাখান ॥
ধন্য তুমি মিশ্র পুরন্দর ভাগ্যবান।
এ নন্দন যার তারে রহুক প্রণাম ॥
হেন কোষ্ঠি গণিলাম আমি ভাগ্যবান।
শ্রীবিশ্বম্ভর নাম হইবে ইহান ॥
ইহানে বলিব লোক নবদ্বীপচন্দ্র।
এ বালক জানিহ কেবল পরানন্দ ॥
হেন রসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ।
অতএব না কহিল প্রভুর সন্ন্যাস ॥
শুনি জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের আখ্যান।
আনন্দে বিহ্বল বিপ্রে দিতে চাহে দান ॥
কিছু নাহি সুদরিদ্র তথাপি আনন্দে।
বিপ্রের চরণে ধরি মিশ্রচন্দ্র কান্দে ॥
সেই বিপ্র কান্দে জগন্নাথ পায়ে ধরি।
আনন্দে সকল লোক বলে হরি হরি ॥
দিব্য কোষ্ঠী শুনি যত বান্ধব সকল।
জয় জয় দিয়া সবে করেন মঙ্গল ॥
ততক্ষণে আইল সকল বাদ্যকার।
মৃদঙ্গ সানাই বংশী বাজয়ে অপার ॥
দেবস্ত্রীয়ে নরস্ত্রীয়ে না পারি চিনিতে।
দেবে নরে একত্র হইল ভালমতে ॥
দেবমাতা সব্য হাতে ধান্য দুর্ব্বা লৈয়া।
হাসি দেন প্রভু শিরে চিরায়ু বলিয়া ॥
চিরকাল পৃথিবীতে করহ প্রকাশ।
অতএব চিরায়ু বলিয়া হৈল হাস ॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী সব শচী দেবী দেখে।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসিতে কারো না আইসে মুখে ॥
শচীর চরণ ধূলি লয় দেবীগণ।
আনন্দে শচীর মুখে না আইসে বচন ॥
কিবা আনন্দ হইল জগন্নাথ ঘরে।
বেদে অনন্তে তাহা বর্ণিতে না পারে ॥
লোক দেখে শচী গৃহে সর্ব্ব নদীয়ায়।
যে আনন্দ হইল তাহা কহন না যায় ॥
কি নগরে কি সহরে কিবা গঙ্গাতীরে।
নিরবধি সর্ব্ব লোক হরি-ধ্বনি করে ॥
জন্মযাত্রা মহোৎসব নিশায় গ্রহণে।
আনন্দ করেন কেহ মর্ম্ম নাহি জানে ॥
চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা আদি এ তিথির করে আরাধনা ॥
পরম পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী।
যহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি ॥

নিত্যানন্দ জন্ম মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী॥
সর্ব্ব যাত্রা মঙ্গল এ দুই পুণ্য তিথি।
সর্ব্ব শুভ লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥
এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয় খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন॥
ঈশ্বরের জন্ম-তিথি যে-হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবের সেইমত তিথির চরিত্র॥
গৌরচন্দ্র আবির্ভাব শুনে যেই জনে।
কভু দুঃখ নহে তার জন্মে বা মরণে॥
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি-ফল ধরে।
জন্মে জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে॥
আদি খণ্ড কথা বড় শুনিতে সুন্দর।
যহি অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র মহেশ্বর॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব এই কহে বেদ॥
চৈতন্য কথার আদি অন্ত নাহি দেখি।
তাঁহান কৃপায় যে বলায় তাহা লিখি॥
ভক্ত সঙ্গে গৌরচন্দ্র পদে নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে
শ্রীগৌরচন্দ্রস্য কোষ্ঠিগণনবর্ণন
নামক তৃতীয়োঽধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীগৌরচন্দ্রের বাল্যলীলা বর্ণন।

জয় জয় কমল-নয়ন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় তোমার প্রেমের ভক্তবৃন্দ॥
হেন শুভ দৃষ্টি প্রভু করহ আমারে।
অহর্নিশ চিত্ত যেন ভজয়ে তোমারে॥
হেনমতে প্রকাশ হইল গৌরচন্দ্র।
শচী-গৃহে দিনে দিনে বাড়য়ে আনন্দ॥
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
আনন্দ সাগরে দোঁহে ভাসে অনুক্ষণ॥
ভাইরে দেখিয়া বিশ্বরূপ ভগবান।
হাসিয়া করেন কোলে আনন্দের ধাম॥
যত আপ্তবর্গ আছে সর্ব্ব পরিকরে।
অহর্নিশ সবে থাকি বালক আবরে॥
বিষ্ণু-রক্ষা পড়ে কেহ দেবী-রক্ষা পড়ে।
মন্ত্র পড়ি ঘর কেহ চারিদিক বেড়ে॥
তাবৎ কাঁন্দেন প্রভু কমললোচন।
হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ॥
পরম সঙ্কেত এই সবে বুঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন॥
সর্ব্ব লোকে আবরিয়া থাকে সর্ব্বক্ষণ।
কৌতুক করয়ে যে রসিক দেবগণ॥
কোন দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সান্ধায়।
ছায়া দেখি সবে বলে এই চোর যায়॥
নরসিংহ নরসিংহ কেহ করে ধ্বনি।
অপরাজিতার স্তোত্র কারো মুখে শুনি॥
নানা মন্ত্রে কেহ দশ দিক বন্ধ করে।
উঠিল পরম কলবর শচী ঘরে॥

প্রভু দেখি গৃহের বাহিরে দেব যায়।
সবে বলে এই মতে আসে ও পলায়॥
কেহ বলে ধর ধর এই চোর যায়।
নৃসিংহ নৃসিংহ কেহ ডাকয়ে সদায়॥
কোন ওঝা বলে আজি এড়াইলি ভাল।
না জানিস নৃসিংহের প্রতাপ বিশাল॥
সেই খানে থাকি দেব হাসি অলক্ষিতে।
পরিপূর্ণ হইল মাসেক এই মতে॥
বালক উত্থান পর্ব্বে যত নারীগণ।
শচী সঙ্গে গঙ্গা স্নানে করিলা গমন॥
বাদ্য গীত কোলাহলে করি গঙ্গাস্নান।
আগে গঙ্গা পূজি তবে গেলা ষষ্ঠি স্থান॥
যথাবিধি পূজি সব দেবের চরণ।
আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নারীগণ॥
খই কলা তৈল সিঁদূর গুয়া পান।
সবারে দিলেন আয়ী করিয়া সম্মান॥
বালকেরে আশীষিয়া সর্ব্ব নারীগণ।
চলিলেন গৃহে বন্দি আইর চরণ॥
হেনমতে বৈসে প্রভু আপন লীলায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥
করাইতে চাহে প্রভু আপন কীর্ত্তন।
এতদর্থে করে প্রভু সম্মুখে রোদন॥
যত যত প্রবোধ করয়ে নারীগণ।
প্রভু পুনঃ পুনঃ করি করয়ে ক্রন্দন॥
হরি হরি বলি যদি ডাকে সর্ব্বজনে।
তবে প্রভু হাসি চান শ্রীচন্দ্রবদনে॥
জানিয়া প্রভুর চিত্ত সর্ব্বজন মেলি।
সদাই বলেন হরি দিয়া করতালি॥
আনন্দে করয়ে সবে হরিসংকীর্ত্তন।
হরিনামে পূর্ণ হৈল শচীর ভুবন॥

এইমতে বৈসে প্রভু জগন্নাথ-ঘরে।
গুপ্ত ভাবে গোপালের প্রায় কেলি করে॥
যে সময় যখন না থাকে কেহ ঘরে।
যে কিছু থাকয়ে ঘরে সকল বিথারে॥
বিথারিয়া সকল ফেলায় চারি ভিতে।
ঘরে সব তৈল দুগ্ধ মুদ্গ ঘোল ঘৃতে॥
জননী আইসে হেন জানিয়া আপনে।
শয়নে আছেন প্রভু করেন রোদনে॥
হরি হরি বলিয়া সান্ত্বনা করে মায়।
ঘরে দেখে সব দ্রব্য গড়াগড়ি যায়॥
কে ফেলিল সর্ব্বগৃহে ধান্য চালু মুদ্গ।
ভাণ্ডের সহিত দেখে ভাঙ্গা দধি দুগ্ধ॥
সবে চারি মাসের বালক আছে ঘরে।
কে ফেলিল হেন কেহ বুঝিতে না পারে॥
সব পরিজন আসি মিলিল তথায়।
মনুষ্যের চিহ্ন মাত্র কেহ নাহি পায়॥
কেহ বলে দানব আসিয়াছিল ঘরে।
রক্ষা লাগি শিশুরে নারিল লঙ্ঘিবারে॥
শিশু লঙ্ঘিবারে না পাইয়া ক্রোধ মনে।
অপচয় করি পলাইল নিজ স্থানে॥
মিশ্র জগন্নাথ দেখি চিত্তে বড় ধন্দ।
দৈব হেন জানি কিছু না বলিল মন্দ॥
দৈবে অপচয় দেখি দুইজনে চাহে।
বালক দেখিয়া কোন দুঃখ নাহি রহে॥
এই মত প্রতিদিন করেন কৌতুক।
নাম-করণের কাল হইল সম্মুখ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আদি বিদ্যাবান্।
সর্ব্ব বন্ধুগণের হইল উপস্থান॥
মিলিলা বিস্তর আসি পতিব্রতাগণ।
লক্ষ্মীপ্রায় দীপ্ত সবে সিন্দুর ভূষণ॥

নাম থুইবার সবে করেন বিচার।
স্ত্রীগণ বলয়ে এক অন্যে বলে আর ॥
ইহানে অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা পুত্র নাই।
শেষ যে জন্ময়ে তার নাম সে নিমাই ॥
বলেন বিদ্বান্ সব করিয়া বিচার।
এক নাম যোগ্য হয় থুইতে ইহার ॥
এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব্ব দেশে দেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল বৃষ্টি পাইল কৃষকে ॥
জগত হইল সুস্থ ইহান জনমে।
পূর্ব্বে যেন পৃথিবী ধরিব নারায়ণে ॥
অতএব ইঁহার শ্রীবিশ্বম্ভর নাম।
কুলদীপ কোষ্ঠিতেও লিখিল ইহান ॥
নিমাই যে বলিলেন পতিব্রতাগণ।
সেই নাম দ্বিতীয় ডাকিব সর্ব্বজন ॥
সর্ব্ব শুভক্ষণ নাম-করণ-সময়।
গীতা ভাগবত বেদ ব্রাহ্মণ পড়য় ॥
দেবগণে নরগণে একত্র মঙ্গল।
হরিধ্বনি শঙ্খ ঘণ্টা বাজয়ে সকল ॥
ধান্য পুথি খৈ কড়ি স্বর্ণ রজতাদি যত।
ধরিবার নিমিত্ত কৈলা উপনীত ॥
জগন্নাথ বলে শুন বাপ বিশ্বম্ভর।
যাহা চিত্তে লয় তাহা ধরহ সত্বর ॥
সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥
পতিব্রতাগণে জয় দেয় চারিভিত।
সবেই বলেন বড় হইবে পণ্ডিত ॥
কেহ বলে শিশু বড় হইবে বৈষ্ণব।
অল্পে সর্ব্ব শাস্ত্রের জানিবে অনুভব ॥
যে দিকে হাসিয়া প্রভু চান বিশ্বম্ভর।
আনন্দে সিঞ্চিত হয় তার কলেবর ॥
যে করয়ে কোলে সেই এড়িতে না জানে
দেবের দুর্লভ কোলে করে নারীগণে ॥
প্রভু যেই কান্দে সেইক্ষণে নারীগণ।
হাতে তালি দিয়া করে হরিসংকীর্ত্তন ॥
শুনিয়া নাচেন প্রভু কোলের উপরে।
বিশেষ সকল নারী হরিধ্বনি করে ॥
নিরবধি সবার বদনে হরিনাম।
ছলে বলায়েন প্রভু হেন ইচ্ছা তান ॥
তান ইচ্ছা বিনা কোন কর্ম্ম সিদ্ধ নহে।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কহে ॥
এইমতে করাইয়া নিজ সংকীর্ত্তন।
দিনে দিনে বাড়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
জানু পাতি চলে প্রভু পরম সুন্দর।
কটিতে কিঙ্কিণি বাজে অতি মনোহর ॥
পরম নির্ভয়ে সর্ব্ব অঙ্গনে বিহরে।
কিবা অগ্নি সর্প যাহা দেখে তাই ধরে ॥
এক দিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়।
ধরিলেন সর্প প্রভু বালক-লীলায় ॥
কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া।
ঠাকুর থাকিলা তার উপরে শুইয়া ॥
আথে ব্যথে সবে দেখি হায় হায় করে।
শুইয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে ॥
গরুড় গরুড় বলি ডাকে সর্ব্বজন।
পিতা মাতা আদি ভয়ে করয়ে ক্রন্দন ॥
চলিলা অনন্ত শুনি সবার ক্রন্দন।
পুনঃ ধরিবারে যান শ্রীশচীনন্দন ॥
ধরিয়া আনিয়া সবে করিলেন কোলে।
চিরজীবী হও করি নারীগণ বলে ॥
কেহ রক্ষা বান্ধে কেহ পড়ে স্বস্তিবাণী।
অঙ্গে কেহ দেয় বিষ্ণুপাদোদক আনি ॥

কেহ বলে বালকের পুনঃ জন্ম হৈল।
কেহ বলে জাতি-সর্প তেঞি না লঙ্ঘিল॥
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র সবারে চাহিয়া।
পুনঃ পুনঃ যায় সবে আনেন ধরিয়া॥
ভক্তি করি যে এ সব বেদগোপ্য শুনে।
সংসার ভুজঙ্গ তারে না করে লঙ্ঘনে॥
এই মত দিনে দিনে শ্রীশচীনন্দন।
হাঁটিয়া করয়ে প্রভু অঙ্গনে ভ্রমণ॥
জিনিয়া কন্দর্প কোটী সর্ব্বাঙ্গের রূপ।
চান্দের লাগয়ে সাধ দেখিতে সে মুখ॥
সুবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল কেশ।
কমল-নয়ন যেন গোপালের বেশ॥
আজানুলম্বিত ভুজ অরুণ অধর।
সকল লক্ষণযুক্ত বক্ষ পরিসর॥
সহজে অরুণ দেহ গৌর মনোহর।
বিশেষ অঙ্গুলি কর চরণ সুন্দর॥
বালক স্বভাবে প্রভু যবে চলি যায়।
রক্ত পড়ে হেন দেখি মায়ে ত্রাস পায়॥
দেখি শচী জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত।
নির্ধন তথাপি দোহে মহা আনন্দিত॥
কানাকানি করে দোহে নির্জ্জনে বসিয়া।
কোন মহাপুরুষ বা জন্মিল আসিয়া॥
হেন বুঝি সংসার দুঃখের হৈল অন্ত।
জন্মিল আমার ঘরে হেন গুণবন্ত॥
এমন শিশুর রীত কভু নাহি শুনি।
নিরবধি নাচে হাসে শুনি হরিধ্বনি॥
তাবৎ ক্রন্দন করে প্রবোধ না মানে।
বড় করি হরি ধ্বনি যাবৎ না শুনে॥
উষা কাল হইলে যতেক নারীগণ।
বালক বেড়িয়ে সবে করে সংকীর্ত্তন॥

হরি বলি নারীগণে দেয় করতালি।
নাচে গৌরসুন্দর বালক কুতুহলী॥
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় ধূসর।
উঠি হাসে জননীর কোলের উপর॥
হেন অঙ্গভঙ্গী করি নাচে গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া সবার হয় অতুল আনন্দ॥
হেনমতে শিশু ভাবে হরিসংকীর্ত্তন।
করায়েন প্রভু নাহি বুঝে কোন জন॥
নিরবধি ধায় প্রভু কি ঘর বাহিরে।
পরম চঞ্চল কেহ ধরিতে না পারে॥
একেশ্বর বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়।
খই কলা সন্দেশ যা দেখে তাই চায়॥
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম মোহন।
যে জন না চিনে সেহ দেয় ততক্ষণ॥
সবেই সন্দেশ কলা দেয়েন প্রভুরে।
পাইয়া সন্তোষে প্রভু আইসেন ঘরে॥
যে সকল স্ত্রীগণে গায়েন হরিনাম।
তা সবারে আনি সব করেন প্রদান॥
বালকের বুদ্ধি দেখি হাসে সর্ব্বজন।
হাতে তালি দিয়া হরি বলে অনুক্ষণ॥
কি বিহানে কি মধ্যাহ্নে কি রাত্রি সন্ধ্যায়।
নিরবধি বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়॥
নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ ঘরে।
প্রতিদিন কৌতুকে আপনে চুরি করে॥
কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে কারো ভাত খায়।
হাঁড়ি ভাঙ্গে যার ঘরে কিছুই না পায়॥
যার ঘরে শিশু থাকে তাহারে কান্দায়।
কেহ দেখিলেই মাত্র উঠিয়া পলায়॥
দৈবযোগে যদি কেহ পারে ধরিবারে।
তবে তার পায় ধরি করি পরিহারে॥

এবার ছাড়হ মোরে না আসিব আর।
আর যদি চুরি করোঁ দোহাই তোমার ॥
দেখিয়া শিশুর বুদ্ধি সবাই বিস্মিত।
কৃষ্ণ নহে কেহ সবে করেন পিরীত ॥
নিজ পুত্র হইতেও সবে স্নেহ করে।
দরশন মাত্রে সর্ব্ব চিত্তবৃত্ত হরে ॥
এই মত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
স্থির নহে এক ঠাঞি বুলয়ে সদায় ॥
এক দিন প্রভুরে দেখিয়া দুই চোরে।
যুক্তি করে কার শিশু বেড়ায় নগরে ॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি দিব্য অলঙ্কার।
হরিবারে দুই চোরে চিন্তে পরকার ॥
বাপ বাপ বলি এক চোরে লৈল কোলে।
এতক্ষণ কোথা ছিলে আর চোর বলে ॥
ঝাট ঘরে আইস বাপ বলে দুই চোরে।
হাসিয়া বলেন প্রভু চল যাই ঘরে ॥
আথে ব্যথে কোলে করি দুই চোরে ধায়।
লোকে বলে যার শিশু সেই লয়ে যায় ॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ লোক কেবা কারে চিনে।
মহা তুষ্ট চোর অলঙ্কার দরশনে ॥
কেহ মনে ভাবে মুঞি নিমু তাড়বালা।
এই মতে দুই চোরে খায় মনঃকলা ॥
দুই চোর চলি যায় নিজ মর্ম্ম স্থানে।
স্কন্ধের উপরে হাসি যান ভগবানে ॥
একজন প্রভুর সন্দেশ দেয় করে।
আর জনে বলে এই আইলাম ঘরে ॥
এই মত ভাণ্ডিয়া অনেক দূরে যায়।
হেথা যত আপ্তগণ চাহিয়া বেড়ায় ॥
কেহ কেহ বলে আইস আইস বিশ্বম্ভর।
কেহ ডাকে নিমাই করিয়া উচ্চৈঃস্বর ॥
পরম ব্যাকুল হইলেন সর্ব্বজন।
জল বিনা যেন হয় মৎস্যের জীবন ॥
সবে সর্ব্ব ভাবে লৈলা গোবিন্দ শরণ।
প্রভু লঞা যায় চোর আপন ভবন ॥
বৈষ্ণবী মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে।
জগন্নাথ ঘরে আইল নিজ ঘর জ্ঞানে ॥
চোর দেখে আইলাম নিজ মর্ম্ম স্থানে।
অলঙ্কার হরিতে হইলা সাবধানে ॥
চোর বলে নাম বাপ আইলাম ঘর।
প্রভু বলে হয় হয় নামাও সত্বর ॥
যেখানে সকলগণে মিশ্র জগন্নাথ।
বিষাদ ভাবেন সবে মাথে দিয়া হাত ॥
মায়ামুগ্ধ চোর ঠাকুরের সেই স্থানে।
স্কন্ধ হৈতে নামাইল নিজ ঘর জ্ঞানে ॥
নামিলেই মাত্র প্রভু গেল পিতৃকোলে।
মহানন্দ করি সবে হরি হরি বলে ॥
সবার হইল অনির্ব্বচনীয় রঙ্গ।
প্রাণ আসি দেহের হইল যেন সঙ্গ ॥
আপনার ঘর নহে দেখে দুই চোরে।
কোথা আসিয়াছি কিছু চিনিতে না পারে ॥
গণ্ডগোলে কেবা কারে অবধান করে।
চারিদিকে চাহি চোর পলাইল ডরে ॥
পরম অদ্ভুত দুই চোর মনে গণে।
চোর বলে ভেল্‌কি বা দিল কোন জনে ॥
চণ্ডী রাখিলেন আজি বলে দুই চোরে।
সুস্থ হৈয়া দুই চোর কোলাকুলি করে ॥
পরমার্থে দুই চোর মহা ভাগ্যবান।
নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলা উত্থান ॥
এথা সর্ব্বগণে মনে করেন বিচার।
কে আনিল দেহ বস্ত্র শিরে বান্ধি তার ॥

কেহ বলে দেখিলাম লোক দুই জন।
শিশু থুই কোন দিকে করিল গমন॥
আমি আনিয়াছি কোন জন নাহি বলে।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে পড়িলেন ভোলে॥
সবে জিজ্ঞাসেন বাপ কহত নিমাই।
কে তোমারে আনিল পাইয়া কোন ঠাঞি॥
প্রভু বলে আমি গিয়াছিনু গঙ্গাতীরে।
পথ হারাইয়া আমি বেড়াই নগরে॥
তবে দুই জন আমা কোলেতে করিয়া।
কোন্ পথে এই খানে থুইল আনিয়া॥
সবে বলে মিথ্যা কভু নহে সত্যবাণী।
দৈবে রাখে শিশু বুদ্ধে অনাথ আপনি॥
এই মত বিচার করেন সর্ব্বজনে।
বিষ্ণু-মায়া মোহে কেহ তত্ত্ব নাহি জানে॥
এই মত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
কে তাঁরে জানিতে পারে যদি না জানায়॥
বেদ-গোপ্য এ সব আখ্যান যেই শুনে।
তার দৃঢ় ভক্তি হয় চৈতন্য-চরণে॥
হেন মতে আছে প্রভু জগন্নাথ ঘরে।
অলক্ষিতে বহুবিধ স্বপ্রকাশ করে॥
একদিন ডাকি বলে বিপ্র পুরন্দর।
আমার পুস্তক আন বাপ বিশ্বম্ভর॥
বাপের বচন শুনি ঘরে ধায়া যায়।
রুনু ঝুনু করিয়ে নূপুর বাজে পায়॥
মিশ্র বলে কোথা শুনি নূপুরের ধ্বনি।
চতুর্দ্দিকে চায় দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী॥
আমার পুত্রের পায়ে নাহিক নূপুর।
কোথায় বাজিল বাদ্য নূপুর মধুর॥
কি অদ্ভুত দুই জনে মনে মনে গণে।
বচন না স্ফুরে দুই জনের বদনে॥
পুঁথি দিয়া প্রভু চলিলেন খেলাইতে।
আর অদ্ভুত দেখে গিয়া গৃহের মাঝেতে॥
সব গৃহে দেখে অপরূপ পদ চিহ্ন।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন॥
আনন্দিত দোঁহে দেখি অপূর্ব্ব চরণ।
দোঁহে হৈলা পুলকিত সজল নয়ন॥
পাদপদ্ম দেখি দোঁহে করে নমস্কার।
দোঁহে বলে নিস্তারিনু জন্ম নাহি আর॥
মিশ্র বলে শুন বিশ্বরূপের জননী।
ঘৃত পরমান্ন গিয়া রান্ধহ আপনি॥
ঘরে যে আছেন দামোদর শালগ্রাম।
পঞ্চগব্যে সকালে করাব তাঁনে স্নান॥
বুঝিলাম তিঁহো ঘরে বুলেন আপনি।
অতএব শুনিলাম নূপুরের ধ্বনি॥
এই মতে দুই জনে পরম হরিষে।
শালগ্রাম পূজা করে প্রভু মনে হাসে॥
আর এক কথা শুন পরম অদ্ভুত।
যে রঙ্গ করিলা প্রভু জগন্নাথসূত॥
পরম সুকৃতি এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণের উদ্দেশে করে তীর্থ পর্য্যটন॥
ষড়াক্ষর গোপাল মন্ত্রের উপাসন।
গোপাল নৈবেদ্য বিনা না করে ভোজন॥
দৈবে ভাগ্যবান তীর্থ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আসিয়া মিলিলা বিপ্র প্রভুর বাটীতে॥
কণ্ঠে বালগোপাল ভূষণ শালগ্রাম।
পরম ব্রহ্মণ্য তেজ অতি অনুপম॥
নিরবধি মুখে বিপ্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
অন্তরে গোবিন্দ-রসে দুই চক্ষু ঢুলে॥
দেখি জগন্নাথ মিশ্র তেজ সে তাহার।
সংভ্রমে উঠিয়া করিলেন নমস্কার॥

অতিথি-ব্যবহার ধর্ম্ম যেন মতে হয়।
সব করিলেন জগন্নাথ মহাশয়॥
আপনে করিলা তাঁর পাদ প্রক্ষালন।
বসিতে দিলেন আনি উত্তম আসন॥
সুস্থ হয়ে বসিলেন যদি বিপ্রবর।
তবে তানে মিশ্র জিজ্ঞাসেন কোথা ঘর॥
বিপ্র বলে আমি উদাসীন দেশান্তরী।
চিত্তের বিক্ষেপে মাত্র পর্য্যটন করি॥
প্রণতি করিয়া মিশ্র বলেন বচন।
জগতের ভাগ্যে সে তোমার পর্য্যটন॥
বিশেষতঃ আজি আমার পরম সৌভাগ্য।
আজ্ঞা দেহ রন্ধনের করি গিয়া কার্য্য॥
বিপ্র বলে কর মিশ্র যে ইচ্ছা তোমার।
হরিষে করিলা মিশ্র দিব্য উপহার॥
রন্ধনের স্থান উপস্করি ভালমতে।
দিলেন সকল সজ্জা রন্ধন করিতে॥
সন্তোষে ব্রাহ্মণবর করিয়া রন্ধন।
বসিলেন কৃষ্ণেরে করিতে নিবেদন॥
সর্ব্বভূত অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
মনে আছে বিপ্রেরে দিবেন দরশন॥
ধ্যান মাত্র করিতে লাগিলা বিপ্রবর।
সম্মুখে আইলা প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥
ধূলাময় সর্ব্ব অঙ্গ মূর্ত্তি দিগম্বর।
অরুণ নয়ন কর চরণ সুন্দর॥
হাসিয়া বিপ্রের অন্ন লইয়া শ্রীকরে।
এক গ্রাস খাইলেন দেখি বিপ্রবরে॥
হায় হায় করি ভাগ্যবন্ত বিপ্র ডাকে।
অন্ন চুরি করিলেক চঞ্চল বালকে॥
বসিয়া দেখেন জগন্নাথ মিশ্রবর।
ভাত খায় হাসে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥
ক্রোধে মিশ্র ধাইয়া যায়েন মারিবারে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া বিপ্র ধরিলেন করে॥
বলে বিপ্র মিশ্র তুমি বড় দেখি আর্য্য।
কোন্ জ্ঞান বালকের মারিয়া কি কার্য্য॥
ভাল মন্দ জ্ঞান যার থাকে তারে মারি।
আমার শপথ যদি মারহ উহারি॥
দুঃখে বসিলেন মিশ্র হস্ত দিয়া শিরে!
মাথা নাহি তুলে মিশ্র বচন না স্ফুরে॥
বিপ্র বলে মিশ্র দুঃখ না ভাবিহ মনে।
যে দিনে যে হয় তাহা ঈশ্বর সে জানে॥
ফল মূল আদি গৃহে যে থাকে তোমার।
আনি দেহ আজি তাহা করিব আহার॥
মিশ্র বলে মোকে যদি থাকে ভৃত্য জ্ঞান।
আর বার পাক কর করি দেও স্থান॥
গৃহে আছে রন্ধনের সকল সম্ভার।
পুনঃ পাক কর তবে সন্তোষ আমার॥
বলিতে লাগিলা যত বন্ধু ইষ্টগণ।
আমা সবা চাহ তবে করহ রন্ধন॥
বিপ্র বলে যেই ইচ্ছা তোমা সবাকার।
করিব রন্ধন সর্ব্বথায় পুনর্ব্বার॥
হরিষ হইলা সবে বিপ্রের বচনে।
স্থান উপস্করিলেন সবে ততক্ষণে॥
রন্ধনের সজ্জা আনি দিলেন ত্বরিতে।
চলিলেন বিপ্রবর রন্ধন করিতে॥
সবেই বলেন শিশু পরম চঞ্চল।
আর বার পাছে নষ্ট করয়ে সকল॥
রন্ধন ভোজন বিপ্র করেন যাবৎ।
আর বাড়ী লয়ে শিশু রাখহ তাবৎ॥
তবে শচী দেবী পুত্র কোলেতে করিয়া।
চলিলেন আর বাড়ী প্রভুরে লইয়া॥

সব নারীগণ বলে শুনরে নিমাই।
এমত করিয়া কি বিপ্রের অন্ন খাই॥
হাসিয়া বলেন প্রভু শ্রীচন্দ্রবদনে।
আমার কি দোষ বিপ্র ডাকিল আপনে॥
সবেই বলেন ওহে নিমাই ঢাঙ্গাতি॥
কি করিবে এবে যে তোমার গেল জাতি।
কোথাকার ব্রাহ্মণ কোন্ কুল কেবা চিনে।
তার ভাত খাই জাতি রাখিব কেমনে॥
হাসিয়া কহেন প্রভু আমি যে গোয়াল।
ব্রাহ্মণের অন্ন আমি খাই সর্ব্বকাল॥
ব্রাহ্মণের অন্নে কি গোপের জাতি যায়।
এত বলি হাসিয়া সবারে প্রভু চায়॥
ছলে নিজ তত্ত্ব প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
তথাপি না বুঝে কেহ হেন ইচ্ছা তান॥
সবেই হাসেন শুনি প্রভুর বচন।
বক্ষ হৈতে এড়িতে কাহার নাহি মন॥
হাসিয়া যায়েন প্রভু যে জনার কোলে॥
সেই জন আনন্দ-সাগর মাঝে বুলে॥
সেই বিপ্র পুনর্ব্বার করিয়া রন্ধন।
লাগিলেন বসিয়া করিতে নিবেদন॥
ধ্যানে বালগোপাল ভাবেন বিপ্রবর।
জানিলেন গৌরচন্দ্র চিত্তের ঈশ্বর॥
মোহিয়া সকল লোক অতি অলক্ষিতে।
আইলেন বিপ্র স্থানে হাসিতে হাসিতে॥
অলক্ষিতে এক মুষ্টি অন্ন লঞা করে।
খাইয়া চলিলা প্রভু দেখে বিপ্রবরে॥
হায় হায় করিয়া উঠিল বিপ্রবর।
ঠাকুর খাইয়া ভাত দিল এক রড়॥
সম্ভ্রমে উঠি মিশ্র হাতে বাড়ী লঞা।
ক্রোধে ঠাকুরেরে লৈয়া যায় ধাওয়াইয়া॥
মহাভয়ে প্রভু পলাইল এক ঘরে।
ক্রোধে মিশ্র পাছে থাকি তর্জ্জ গর্জ্জ করে॥
মিশ্র বলে আজি দেখ করোঁ তোর কার্য্য।
তোর মতে পরম অবোধ আমি আর্য্য॥
হেন মহাচোর শিশু কার ঘরে আছে।
এত বলি ক্রোধে মিশ্র ধায় প্রভু পাছে॥
সবে ধরিলেন যত্ন করিয়া মিশ্রেরে।
মিশ্র বলে এড় আজি মারিমু উহারে॥
সবেই বলেন মিশ্র তুমিত উদার।
উহারে মারিয়া কোন সাধুত্ব তোমার॥
ভাল মন্দ জ্ঞান নাহি উহার শরীরে।
পরম অবোধ যে এমন শিশু মারে॥
মারিলেই কোন বা শিখিবে হেন নয়।
স্বভাবেই শিশুর চঞ্চল মতি হয়॥
আথে ব্যথে আসি সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মিশ্রের ধরিয়া হাতে বলেন বচন॥
বালকের নাহি দোষ শুন মিশ্র রায়।
যে দিনে যে হবে তাহা হইবারে চায়॥
আজি কৃষ্ণ অন্ন নাহি লিখেন আমারে।
সবে এই মর্ম্ম কথা কহিল তোমারে॥
দুঃখে জগন্নাথ মিশ্র নাহি তুলে মুখ।
মাথা হেট করিয়া ভাবেন মনে দুঃখ॥
হেনই সময়ে বিশ্বরূপ ভগবান।
সেই স্থানে আইলেন মহাজ্যোতিঃ ধাম॥
সর্ব্ব অঙ্গ নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
চতুর্দ্দশ ভুবনেও নাহিক উপমা॥
স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত।
মূর্ত্তিভেদে জন্মিলা আপনে নিত্যানন্দ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রের অর্থ স্ফুরয়ে জিহ্বায়।
কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা মাত্র করয়ে সদায়॥

দেখিয়া অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মুগ্ধ হৈয়া এক দৃষ্টে চাহে ঘনে ঘন॥
বিপ্র বলে কার পুত্র এই মহাশয়।
সবেই বলেন এই মিশ্রের তনয়॥
শুনিয়া সন্তোষে বিপ্র কৈল আলিঙ্গন।
ধন্য পিতা মাতা যার এ হেন নন্দন॥
বিপ্রেরে করিয়া বিশ্বরূপ নমস্কার।
বসিয়া কহেন কথা অমৃতের ধার॥
শুভ দিন তার মহাভাগ্যের উদয়;
তুমি হেন অতিথি যাহার গৃহে হয়॥
জগত শোধিতে সে তোমার পর্য্যটন।
আত্মানন্দে পূর্ণ হয়ি করহ ভ্রমণ॥
ভাগ্য বড় তুমি হেন অতিথি আমার।
অভাগ্য বা কি কহিব উপাস তোমার॥
তুমি উপবাস করি থাক যার ঘরে।
সর্ব্বথা তাহার অমঙ্গল ফল ধরে॥
হরিষ পাইনু বড় তোমার দর্শনে।
বিষাদ পাইনু বড় এ সব শ্রবণে॥
বিপ্র বলে কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে।
ফল মূল কিছু আমি করিব ভোজনে॥
বনবাসী আমি অন্ন কোথায় বা পাই।
প্রায় আমি বনে ফল মূল মাত্র খাই॥
কদাচিত কোন দিবসে খাই অন্ন।
সেহ যদি নির্ব্বিরোধে হয় উপসন্ন॥
যে সন্তোষ পাইলাম তোমা দরশনে।
তাহাতেই কোটী কোটী করিল ভোজনে॥
ফল মূল নৈবেদ্য যে কিছু থাকে ঘরে।
তাহা আন গিয়া আজি করিব আহারে॥
উত্তর না করে কিছু মিশ্র জগন্নাথ।
দুঃখ ভাবে মিশ্র শিরে দিয়া দুই হাত॥
বিশ্বরূপ বলেন বলিতে বাসি ভয়।
সহজে করুণাসিন্ধু তুমি দয়ামন॥
পরদুঃখে কাতর স্বভাবে সাধুজন।
পরের আনন্দ সে বাড়ায় অনুক্ষণ॥
এতেক আপনে যদি নিরালস্য হৈয়া।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর রন্ধন করিয়া॥
তবে আজি আমার গোষ্ঠীর যত দুঃখ।
সকল ঘুচয়ে পাই পরানন্দ সুখ॥
বিপ্র বলে রন্ধন করিল দুই বার।
তথাপিও কৃষ্ণ না দিলেন খাইবার॥
তেঞি বুঝিলাম আজি নাহিক লিখন।
কৃষ্ণ ইচ্ছা নাহি হেন করহ যতন॥
কোটি ভক্ষ্য দ্রব্য যদি থাকে নিজ ঘরে।
কৃষ্ণ আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে॥
যে দিনে কৃষ্ণের যারে লিখন না হয়।
কোটি যত্ন করুক তথাপি সিদ্ধ নয়॥
নিশা দেড় প্রহর দুইও বা যায়।
ইহাতে কি আর পাক করিতে যুয়ায়॥
অতএব আজি যত্ন না করিবা আর।
ফল মূল কিছু মাত্র করিব আহার॥
বিশ্বরূপ বলেন নাহিক কোন দোষ।
তুমি পাক করিলে সে সবার সন্তোষ॥
এত বলি বিশ্বরূপ ধরিল চরণ।
সাধিতে লাগিলা সবে করিতে রন্ধন॥
বিশ্বরূপে দেখিয়া মোহিত বিপ্রবর।
করিব রন্ধন বিপ্র বলিলা উত্তর॥
সন্তোষে সবাই হরি বলিতে লাগিল।
স্থান উপস্কার সবে করিতে লাগিল॥
আথে ব্যথে স্থান উপস্করি সর্ব্বজনে।
রন্ধনের সামগ্রী আনিলা ততক্ষণে॥

চলিলেন বিপ্রবর করিতে রন্ধন।
শিশু আবরিয়া রহিলেন সর্ব্বজন ॥
পলাইয়া ঠাকুর আছেন যেই ঘরে।
মিশ্র বসিলেন সেই ঘরের দুয়ারে ॥
সবেই বলেন বান্ধ বাহিরে দুয়ার।
বাহির হইতে যেন নাহি পারে আর ॥
মিশ্র বলে ভাল ভাল এই যুক্তি হয়।
বান্ধিয়া দুয়ার সবে বাহিরে আছয় ॥
ঘরে থাকি স্ত্রীগণ বলেন চিন্তা নাই।
নিদ্রা গেল আর কিছু না জানে নিমাই ॥
এই মতে শিশু রাখিলেন সর্ব্বজন।
বিপ্রের হইল কতক্ষণেতে রন্ধন ॥
অন্ন উপস্করি সেই সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
ধ্যানে বসি কৃষ্ণেরে করিলা নিবেদন ॥
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
চিত্তে আছে বিপ্রেরে দিবেন দরশন ॥
নিদ্রা দেবী সবারে ঈশ্বর ইচ্ছায়।
মোহিলেন সবেই অচেষ্ট নিদ্রা যায় ॥
যে স্থানে করেন বিপ্র অন্ন নিবেদন।
আইলেন সেই স্থানে শ্রীশচীনন্দন ॥
বালক দেখিয়া বিপ্র বলে হায় হায়।
সবে নিদ্রা যায় কেহ শুনিতে না পায় ॥
প্রভু বলে অয়ে বিপ্র তুমিত উদার।
তুমি আমা ডাকি আন কি দোষ আমার ॥
মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি আসি তোমা স্থান ॥
আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব তুমি।
অতএব তোমারে দিলাম দেখা আমি ॥
সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ রূপ ॥
এক হস্তে নবনীত আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায় ॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার।
সর্ব্ব অঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার ॥
নবগুঞ্জা বেড়া শিখি পুচ্ছ শোভে শিরে।
চন্দ্রমুখে অরুণ অধর শোভা করে ॥
হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন কমল।
বৈজয়ন্তী মালা দোলে মকর কুণ্ডল ॥
চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্ন নূপুর।
নখমণি কিরণে তিমির গেল দূর ॥
অপূর্ব্ব কদম্ব বৃক্ষ দেখে সেই খানে।
বৃন্দাবন দেখে নাদ করে পক্ষিগণে ॥
গোপ গোপী গাভীগণ চতুর্দ্দিকে দেখে।
যত ধ্যান করে তত দেখে পরতকে ॥
অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখি সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িল তখন ॥
করুণা-সমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
শ্রীহস্ত দিলেন তার অঙ্গের উপর ॥
শ্রীহস্ত পরশে বিপ্র পাইলা চেতন।
আনন্দে হইল জড় না স্ফুরে বচন ॥
পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা বিপ্র যায় ভূমিতলে।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে মহা কুতূহলে ॥
কম্প স্বেদ পুলকে শরীর স্থির নহে।
নয়নের জলে যেন গঙ্গানদী বহে ॥
ক্ষণেকে ধরিয়া বিপ্র প্রভুর চরণ।
করিতে লাগিলা উচ্চ করিয়া ক্রন্দন ॥
দেখিয়া বিপ্রের আর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রেরে কিছু করিলা উত্তর ॥
প্রভু বলে শুন শুন অয়ে বিপ্রবর।
অনেক জন্মের তুমি আমার কিঙ্কর ॥

নিরবধি ভাব তুমি দেখিতে আমারে।
অতএব আমি দেখা দিলাম তোমারে॥

আর জন্মে এইরূপে নন্দ-গৃহে আমি।
দেখা দিলু তোমারে না স্মর তাহা তুমি॥

যবে আমি অবতীর্ণ হইলাম গোকুলে।
সেই জন্মে তুমি তীর্থ কর কুতূহলে॥

দৈবে তুমি অতিথি হইলা নন্দ-ঘরে।
এইমতে তুমি অন্ন নিবেদ আমারে॥

তাহাতেও এইমত করিয়া কৌতুক।
খাই তোর অন্ন দেখাইনু এই রূপ॥

এতেক আমার তুমি জন্মে জন্মে দাস।
দাস বিনু অন্য মোর না দেখে প্রকাশ॥

কহিলাম তোমারে এ সব গোপ্য কথা।
কার স্থানে ইহা নাহি কহিবে সর্ব্বথা॥

যাবৎ থাকয়ে মোর এই অবতার।
তাবৎ কহিলে কারে করিমু সংহার॥

সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
করাইমু সর্ব্বদেশে কীর্ত্তন-প্রচার॥

ব্রহ্মাদি যে প্রেমভক্তিযোগ বাঞ্ছা করে।
তাহা বিলাইমু সর্ব্ব প্রতি ঘরে ঘরে॥

কত দিন থাকি তুমি অনেক দেখিবা।
এ সব আখ্যান এবে কারে না কহিবা॥

হেন মতে ব্রাহ্মণেরে শ্রীগৌরসুন্দর।
কৃপা করি আশ্বাসিয়া গেলা নিজ ঘর॥

পূর্ব্ববৎ শুইয়া থাকিলা শিশু-ভাবে।
যোগনিদ্রা প্রভাবে কেহ নাহি জানে॥

অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখি সেই বিপ্রবর।
আনন্দে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর॥

সর্ব্ব অঙ্গে সেই অন্ন করিয়া লেপন।
কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র করেন ভোজন॥

নাচে গায় হাসে বিপ্র করয়ে হুঙ্কার।
জয় বাল-গোপাল বলয়ে বার বার॥

বিপ্রের হুঙ্কারে সবে পাইল চেতন।
আপনা সম্বরি বিপ্র কৈলা আচমন॥

নির্ব্বিঘ্নে ভোজন করেন বিপ্রবর।
দেখি সবে সন্তোষ হইল বহুতর॥

ঈশ্বর চিনিয়া সবে পাউক মোচন।
সবাকে কহিতে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ॥

ব্রহ্মা শিব যাহার নিমিত্ত কাম্য করে।
হেন প্রভু অবতরি আছে বিপ্র ঘরে॥

সে প্রভুরে লোক সব করে শিশু জ্ঞান।
কথা কহি সবেই পাউক পরিত্রাণ॥

প্রভু করিয়াছে নিবারণ এই ভয়ে।
আজ্ঞা ভঙ্গ ভয়ে বিপ্র কারো নাহি কহে॥

চিনিয়া ঈশ্বর বিপ্র সেই নবদ্বীপে।
রহিলেন গুপ্তভাবে ঈশ্বর সমীপে॥

ভিক্ষা করি বিপ্রবর প্রতি স্থানে স্থানে।
ঈশ্বরে আসিয়া দেখে প্রতি দিনে দিনে॥

বেদ-গোপ্য এ সকল মহাচিত্র কথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলয়ে সর্ব্বথা॥

আদিখণ্ড কথা যেন অমৃত শ্রবণ।
যহি শিশু-রূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ॥

সর্ব্বলোক-চূড়ামণি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
লক্ষ্মীকান্ত সীতাকান্ত শ্রীগৌরসুন্দর॥

ত্রেতাযুগে হইয়া যে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
নানা মত লীলা করি বধিলা রাবণ॥

হইলা দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ।
নানা মতে করিলেন ভূভার খণ্ডন॥

অনন্ত মুকুন্দ যারে সর্ব্ববেদে কয়।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সেই সুনিশ্চয়॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥
ইতি শ্রীআদিখণ্ডের চতুর্থোঽধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

হেনমতে ক্রীড়া করে গৌরাঙ্গ-গোপাল।
হাতে খড়ি দিবার হইল আসি কাল॥
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে মিশ্র পুরন্দর।
হাতে খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর॥
কিছু শেষে মিলিয়া সকল বন্ধুগণ।
কর্ণবেধ করিলেন শ্রীচূড়াকরণ॥
দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখি যায়।
পরম বিস্মিত হইয়া সর্ব্বজনে চায়॥
দিন দুই তিনেতে পড়িলা সর্ব্বফলা।
নিরন্তর লেখেন কৃষ্ণের নামমালা॥
রামকৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।
অহর্নিশি লিখেন পড়েন কুতূহলী॥
শিশুগণ সঙ্গে পড়ে বৈকুণ্ঠের রায়।
পরম সুকৃতি দেখে সর্ব্ব নদীয়ায়॥
কি মাধুরী করি প্রভু ক খ গ ঘ বলে।
তাহা শুনিতেই মাত্র সর্ব্ব জীব ভুলে॥
অদ্ভুত করেন ক্রীড়া শ্রীগৌরসুন্দর।
যখন যে চাহে সেই পরম দুষ্কর॥
আকাশে উড়িয়া যায় পক্ষী তাহা চায়।
না পাইলে কান্দিয়া ধূলায় গড়ি যায়॥
ক্ষণে চাহে আকাশের তারা চন্দ্রগণ।
হাত পাও আছাড়িয়া করয়ে ক্রন্দন॥
সান্ত্বনা করেন সবে করি নিজ কোলে।
স্থির নহে বিশ্বম্ভর দেহ দেহ বলে॥
সবে এক মাত্র আছে মহা প্রতিকার।
হরিনাম শুনিলে না কান্দে প্রভু আর॥
হাতে তালি দিয়া সবে বলে হরি হরি।
তখন সুস্থির হয় চাঞ্চল্য পাসরি॥
বালকের প্রতি সবে বলে হরিনাম।
জগন্নাথ গৃহে হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥
একদিন সবে হরি বলে অনুক্ষণ।
তথাপিহ প্রভু পুনঃ করেন ক্রন্দন॥
সবেই বলেন শুন বাপরে নিমাই।
ভাল করি নাচ এই হরিনাম গাই॥
না শুনে বচন কার করয়ে ক্রন্দন।
সবে বলে বল বাপ কান্দ কি কারণ॥
সবেই বলেন বাপ কি ইচ্ছা তোমার।
শ্রেষ্ঠ দ্রব্য আনি দিব না কান্দহ আর॥
প্রভু বলে যদি মোর প্রাণ রক্ষা চাহ।
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ॥
জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত।
এই দুই স্থানে আমার আছে অভিমত॥
একাদশী উপবাস আজি সে দোঁহার।
বিষ্ণু লাগি করিয়াছে যত উপহার॥
সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ।
তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াঙ॥
অসম্ভব শুনিয়া জননী করে খেদ।
হেন কথা কহে যেই নহে লোক বেদ॥
সবেই হাসেন শুনি শিশুর বচন।
সবে বলে দিব বাপ সম্বর ক্রন্দন॥
পরম বৈষ্ণব সেই দুই বিপ্রবর।
সন্তোষে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর॥

জগন্নাথ মিশ্র সহ অভেদ জীবন।
শুনিয়া শিশুর বাক্য বিপ্র দুই জন॥
দুই বিপ্র বলে মহা অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর এমত বুদ্ধি কভু নাহি শুনি॥
কেমতে জানিল আজি শ্রীহরি-বাসর।
কেমতে জানিল যে নৈবেদ্য বহুতর॥
বুঝিলাম এ শিশু পরম রূপবান্।
অতএব এ দেহে গোপাল অধিষ্ঠান॥
এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন॥
মনে ভাবি দুই বিপ্র সর্ব্ব উপহার।
আনিয়া দিলেন করি হরিষ অপার॥
দুই বিপ্র বলে বাপ খাও উপহার।
সকল কৃষ্ণের স্বার্থ হইল আমার॥
কৃষ্ণ কৃপা হইলে এমন বুদ্ধি হয়।
দাস বিনু অন্যের এ বুদ্ধি কভু নয়॥
ভক্তি বিনা চৈতন্য গোসাঞিঃ নাহি জানি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে গণি॥
হেন প্রভু বিপ্রশিশুরূপে ক্রীড়া করে।
চক্ষু ভরি দেখে জগন্নাথের কিঙ্করে॥
সন্তোষ হইলা সব পাই উপহার।
অল্প অল্প কিছু প্রভু খাইল সবার॥
হরিষে ভক্তের প্রভু উপহার খায়।
ঘুচিল সকল বায়ু প্রভুর ইচ্ছায়॥
হরি হরি হরিষে বলয়ে সর্ব্বজনে।
খায় আর নাচে প্রভু আপন কীর্ত্তনে॥
কতক ফেলে ভূমিতে কতক কার গায়।
এই মতে লীলা করে ত্রিদশের রায়॥
যে প্রভুরে সর্ব্ব বেদে পুরাণে বাখানে।
হেন প্রভু খেলে শচীদেবীর অঙ্গনে॥

ডুবিলা চাঞ্চল্য রসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সংহতি চপল যত দ্বিজের কোঙর॥
সবার সহিত গিয়া পড়ে নানা স্থানে।
ধরিয়া রাখিতে নাহি পারে কোন জনে।
অন্য শিশু দেখিলে যে করে কুতূহল।
সেই পরিহাস করে বাজায়ে কোন্দল॥
প্রভুর বালক সব জিনে প্রভু বলে।
অন্য শিশুগণ যত সব হারি চলে॥
ধূলায় ধূসর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
লিখন কালীর বিন্দু শোভে মনোহর॥
পড়িয়া শুনিয়া সর্ব্ব শিশুগণ সঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে মধ্যাহ্নে চলেন বহু রঙ্গে॥
মজ্জিয়া গঙ্গায় বিশ্বম্ভর কুতুহলী।
শিশুগণ সঙ্গে করে জল ফেলাফেলি॥
নদীয়ার সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে।
অসংখ্যাত লোক এক ঘাটে স্নান করে॥
কতক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী।
না জানি কতক শিশু মিলে তহি আসি॥
সবারে লইয়া প্রভু গঙ্গায় সাঁতারে।
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে নানা ক্রীড়া করে।
জল ক্রীড়া করে গৌরসুন্দর শরীর।
সবাকার গায়ে লাগে চরণের নীর॥
সবে মানা করে তবু নিষেধ না মানে।
ধরিতেও কেহ নাহি পারে এক স্থানে॥
পুনঃ পুনঃ সবারে করায় প্রভু স্নান।
কারে ছোঁয় কার অঙ্গে কুল্লোল প্রদান॥
না পাইয়া প্রভুর লাগালী বিপ্রগণে।
সবে চলিলেন তার জনকের স্থানে॥
শুন শুন ওহে মিশ্র পরম বান্ধব।
তোমার পুত্রের অপন্যায় শুন সব॥

ভালমতে করিতে না পারি গঙ্গাস্নান।
কেহ বলে জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান ॥
আরো বলে কারে ধ্যান কর এই দেখ।
কলিযুগে নারায়ণ মুঞি পরতেক ॥
কেহ বলে মোর শিব-লিঙ্গ করে চুরি।
কেহ বলে মোর লয়ে পলায় উত্তরী ॥
কেহ বলে পুষ্প দূর্ব্বা নৈবেদ্য চন্দন।
বিষ্ণু পূজিবার সজ্জা বিষ্ণুর আসন ॥
আমি করি স্নান হেথা বৈসে সে আসনে।
সব খাই পরি তবে করে পলায়নে ॥
আরো বলে তুমি কেনে দুঃখ ভাব মনে।
যার লাগি কৈলে সেই খাইল আপনে ॥
কেহ বলে সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া।
ডুব দিয়া লৈয়া যায় চরণে ধরিয়া ॥
কেহ বলে আমার না রহে সাজি ধুতি।
কেহ বলে আমার চোরায় গীতা পুথি ॥
কেহ বলে পুত্র অতি বালক আমার।
কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার ॥
কেহ বলে মোর পৃষ্ঠ দিয়া কান্ধে চড়ে।
মুঞিরে মহেশ বলি ঝাপ দিয়া পড়ে ॥
কেহ বলে বৈসে মোর পূজার আসনে।
নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণু পূজয়ে আপনে ॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে ॥
স্ত্রী বাসে পুরুষ বাস করয়ে বদল।
পরিবার বেলা সবে লজ্জায় বিকল ॥
পরম বান্ধব তুমি মিশ্র জগন্নাথ।
নিত্য এই মত করে কহিল তোমাত ॥
দুই প্রহরেও নাহি উঠে জল হৈতে।
দেহ বা তাহার ভাল থাকিবে কেমতে ॥

হেনকালে পার্শ্ববর্ত্তী যতেক বালিকা।
কোপ মনে আইলেন শচীদেবী যথা ॥
শচী সম্বোধিয়া সবে বলেন বচন।
শুন ঠাকুরাণী নিজ পুত্রের করম ॥
বসন করয়ে চুরি বলে অতি মন্দ।
উত্তর করিলে জল সহ করে দ্বন্দ্ব ॥
ব্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল ॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে ॥
অলক্ষিতে আসি কর্ণে বলে বড় বোল।
কেহ বলে মোর মুখে দিলেক কুল্লোল ॥
ওকড়ার বিচি দেয় কেশের ভিতরে।
কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে ॥
প্রতিদিন এই মত করে ব্যবহার।
তোমার নিমাই কিবা রাজার কুমার ॥
পূর্ব্বে শুনিলাম যেন নন্দের কুমার।
সেই মতে সব করে নিমাই তোমার ॥
দুঃখে বাপ মায়েরে বলিব যেই দিনে।
ততক্ষণে কোন্দল হইবে তোমা সনে ॥
নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল।
নদীয়ায় হেন কর্ম্ম কভু নহে ভাল ॥
শুনিয়া হাসেন মহাপ্রভুর জননী।
সবে কোলে করিয়া বলেন প্রিয়বাণী ॥
নিমাই আইলে আজি এড়িব বান্ধিয়া।
আর যেন উপদ্রব নাহি করে গিয়া ॥
শচীর চরণ ধূলি লঞা সবে শিরে।
তবে চলিলেন পুনঃ স্নান করিবারে ॥
যতেক চাপল্য প্রভু করে যার সনে।
পরমার্থে সবার সন্তোষ বড় মনে ॥

কৌতুকে কহিতে আইসেন মিশ্র স্থানে।
শুনি মিশ্র তর্জ্জে গর্জ্জে সদম্ভ বচনে॥
নিরবধি এ ব্যভার করয়ে সবার।
ভাল মতে গঙ্গাস্নান না দেয় করিবার॥
এই ঝাট যাঞা তার শাস্তি করিবারে।
সবে রাখিলেহ কেহ রাখিতে না পারে॥
ক্রোধ করি যখন চলিল মিশ্রবর।
জানিলা গৌরাঙ্গ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর॥
গঙ্গাজলে কেলি করে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্ব বালকের মধ্যে অতি মনোহর॥
কুমারিকা সবে বলে শুন বিশ্বম্ভর।
মিশ্র আইলেন এই পলাহ সত্বর॥
শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যায় ধরিবারে।
পলাইল ব্রাহ্মণ-কুমারী সব ডরে॥
সবারে শিখায় মিশ্র-স্থানে কহিবার।
স্নানে নাহি আইলেন তোমার কুমার॥
সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিয়া।
আমরাও আছি এই তাহার লাগিয়া॥
শিখাইয়া আর পথে প্রভু গেলা ঘর।
গঙ্গা ঘাটে আসিয়া মিলিল মিশ্রবর॥
আসিয়া গঙ্গার ঘাটে চারি দিকে চায়।
শিশুগণ মধ্যে পুত্র দেখিতে না পায়॥
মিশ্র জিজ্ঞাসেন বিশ্বম্ভর কতি গেল।
শিশুগণ বলে আজি স্নানে না আইল॥
সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিয়া।
সবে আছি এই তার অপেক্ষা করিয়া॥
চারি দিকে চাহে মিশ্র হাতে বাড়ী লঞা।
তর্জ্জ গর্জ্জ করে বড় লাগ না পাইয়া॥
কৌতুকে যাহারা নিবেদন কৈল গিয়া।
সেই সব বিপ্র পুনঃ বলয়ে আসিয়া॥
ভয় পাই বিশ্বম্ভর পলাইয়া ঘরে।
ঘরে চল তুমি কিছু বল পাছে তারে॥
আর বার আসি যদি চঞ্চলতা করে।
আমরাই ধরি দিব তোমার গোচরে॥
কৌতুকে সে কথা কহিলাম তোমা স্থানে।
তোমা বহি ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে॥
সে হেন নন্দন যার গৃহ মাঝে বসে।
কি করিতে পারে তার ক্ষুধা তৃষা শোকে॥
তুমি সে সেবিলা সত্য প্রভুর চরণ।
তার মহাভাগ্য যার এ হেন নন্দন॥
কোটি অপরাধ যদি বিশ্বম্ভর করে।
তবু তারে থুইবাও হৃদয় উপরে॥
জন্মে জন্মে কৃষ্ণ-ভক্ত এ সকল জন।
এ সব উত্তম বুদ্ধি ইহার কারণ॥
অতএব প্রভু নিজ সেবক সহিতে।
নানা ক্রীড়া করে কেহ না পারে বুঝিতে॥
মিশ্র বলে সেই পুত্র তোমা সবাকার।
যদি অপরাধ লহ শপথ আমার॥
তা সবার সঙ্গে মিশ্র করি কোলাকুলি।
গৃহে আইলেন মিশ্র হয়ে কুতূহলী॥
আর পথে ঘরে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাতেতে মোহন পুথি যেন শশধর॥
লিখন কালির বিন্দু শোভে গৌর অঙ্গ।
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গ॥
জননী বলিয়া প্রভু লাগিল ডাকিতে।
তৈল দেহ মোরে যাই স্নান করিতে॥
পুত্রের বচন শুনি শচী হরষিত।
কিছুই না দেখে অঙ্গে স্নানের উচিত॥
তৈল দিয়া শচীদেবী মনে মনে গণে।
বালিকারা কি বলিল কিবা দ্বিজগণে॥

লিখন কালির বিন্দু আছে সব অঙ্গে।
সেই বস্ত্র পরিধান সেই পুথি সঙ্গে॥
ক্ষণেকে আইলা জগন্নাথ মিশ্রবর।
মিশ্র দেখি কোলেতে উঠিলা বিশ্বম্ভর॥
সেই আলিঙ্গনে মিশ্র বাহ্য নাহি জানে।
আনন্দে পূর্ণিত হৈলা পুত্র দরশনে॥
মিশ্র দেখি সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ব্যাপিত।
স্নান চিহ্ন না দেখিয়া হইলা বিস্মিত॥
মিশ্র বলে বিশ্বম্ভর কি বুদ্ধি তোমার।
লোকেরে না দেহ কেন স্নান করিবার॥
বিষ্ণু পূজা সর্জ্জ কেন কর অপহার।
বিষ্ণু করিয়াও ভয় নাহিক তোমার॥
প্রভু বলে আজি আমি নাহি যাই স্নানে।
আমার সংহতিগণ গেল আগুয়ানে॥
সকল লোকেরে তারা করে অব্যভার।
না গেলেও সবে দোষ কহেন আমার॥
না গেলেও যদি দোষ কহেন আমার।
সত্য তবে করিব সবার অব্যভার॥
এত বলি হাসি প্রভু যান গঙ্গাস্নানে।
পুনঃ সেই মিলিলেন শিশুগণ সনে॥
বিশ্বম্ভর দেখি সবে আলিঙ্গন করি।
হাসয়ে সকল শিশু শুনিয়া চাতুরী॥
সবেই প্রশংসে ভাল নিমাই চতুর।
ভাল এড়াইলা আজি মারণ প্রচুর॥
জলকেলি করে প্রভু সব শিশু সনে॥
হেথা শচী জগন্নাথ মনে মনে গণে।
যে যে কহিলেন কথা সেহ মিথ্যা নহে॥
তবে কেন স্নান চিহ্ন কিছু নাহি দেহে॥
সেই মত অঙ্গে ধূলা সেই মত বেশ।
সেই পুথি সেই বস্ত্র সেই মত কেশ॥
এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রীবিশ্বম্ভর।
মায়ারূপে কৃষ্ণ বা জন্মিল মোর ঘর॥
কোন মহাপুরুষ বা কিছু নাই জানি।
হেন মতে চিন্তিতে আইলা দ্বিজমণি॥
পুত্র দরশনানন্দে ঘুচিল বিচার।
স্নেহে পূর্ণ হৈলা দোঁহে কিছু নাহি আর॥
যে দুই প্রহর প্রভু যায় পড়িবারে।
সেই দুই যুগ হই থাকে সে দোঁহারে॥
কোটি রূপে কোটি মুখে বেদে যদি কয়।
তবু এ দোহার ভাগ্য নাহি সমুচ্চয়॥
শচী জগন্নাথ পায়ে বহু নমস্কার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ পুত্ররূপে যার॥
এই মত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায়।
বুঝিতে না পারে কেহ তাঁহার মায়ায়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীআদিখণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীবিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণ।

জয় জয় মহা মহেশ্বর গৌরচন্দ্র।
জয় জয় বিশ্বম্ভর প্রিয় ভক্তবৃন্দ॥
জয় জগন্নাথ শচীপুত্র সর্ব্বপ্রাণ।
কৃপা দৃষ্টে প্রভু সব জীবে কর ত্রাণ॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
বাল্যলীলা ছলে করে প্রকাশ বিস্তর॥
নিরন্তর চপলতা করে সবা সনে।
মায়ে শিখালেও তবু প্রবোধ না মানে॥

শিখাইলে হয় আর দ্বিগুণ চঞ্চল।
গৃহে যাহা পায় তাহা ভাঙ্গয়ে সকল॥
ভয়ে আর কিছু না বলয়ে বাপ মায়।
স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে খেলায় লীলায়॥
আদিখণ্ড কথা যেন অমৃত শ্রবণ।
যহি শিশুরূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ॥
পিতা মাতা কাহারেও না করয়ে ভয়।
বিশ্বরূপ অগ্রজে দেখিলে নম্র হয়॥
প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান।
আজন্ম বিরক্ত সর্ব্ব গুণের নিধান॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে সকলে বাখানে বিষ্ণু-ভক্তি।
খণ্ডিতে তাহার ব্যাখ্যা নাহি কার শক্তি॥
শ্রবণে বদনে মনে সর্ব্বেন্দ্রিয় গণে।
কৃষ্ণভক্তি বিনু আর না বলে না শুনে॥
অনুজের দেখি অতি বিলক্ষণ-রীত।
বিশ্বরূপ মনে গণে হইয়া বিস্মিত॥
এ বালক কভু নহে প্রাকৃত ছাওয়াল।
রূপে আচরণে যেন শ্রীবাল-গোপাল॥
যত অমানুষী কর্ম্ম নিরবধি করে।
এ বুঝি খেলেন কৃষ্ণ এ শিশু শরীরে॥
এই মতে চিন্তে বিশ্বরূপ মহাশয়।
কাহারে না ভাঙ্গে তত্ত্ব স্বকর্ম্ম করয়॥
নিরবধি থাকে সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে।
কৃষ্ণ-কথা কৃষ্ণ-ভক্তি কৃষ্ণ-পূজা রঙ্গে॥
জগত প্রমত্ত ধন পুত্র বিদ্যা রসে।
দেখিলে বৈষ্ণব মাত্র সবে উপহাসে॥
আর্য্যা তর্জ্জা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া।
যতি সতি তপস্বীও যাইব মরিয়া॥
তারে বলি সুকৃতি যে দোলা ঘোড়া চড়ে।
দশ বিশ জন যার আগে পাছে চলে॥
এত যে গোসাঞি ভাবে করহ ক্রন্দন।
তবুত দারিদ্র্য দুঃখ না হয় খণ্ডন॥
ঘন ঘন হরি হরি বলি ছাড় ডাক।
ক্রুদ্ধ হয় গোসাঞি শুনিলে বড় ডাক॥
এইমত বলে কৃষ্ণ-ভক্তিশূন্য জনে।
শুনি মহা দুঃখ পায় ভাগবতগণে॥
কোথাও না শুনে কেহ কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দগ্ধ দেখে সকল সংসার অনুক্ষণ॥
দুঃখ বড় পায় বিশ্বরূপ ভগবান।
না শুনে অভীষ্ট কৃষ্ণচন্দ্রের আখ্যান॥
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
কৃষ্ণ-ভক্তি ব্যাখ্যা কার না আইসে জিহ্বায়॥
কুতর্ক ঘুষিয়া সব অধ্যাপক মরে।
ভক্তি হেন নাম নাহি জানয়ে সংসারে॥
অদ্বৈত আচার্য্য আদি যত ভক্তগণ।
জীবের কুমতি দেখি করয়ে ক্রন্দন॥
দুঃখে বিশ্বরূপ প্রভু মনে মনে গণে।
না দেখিব লোকমুখ চলি যাব বনে॥
উষাকালে বিশ্বরূপ করি গঙ্গাস্নান।
অদ্বৈত সভায় আসি হন উপস্থান॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বাখানেন কৃষ্ণভক্তি সার।
শুনিয়া অদ্বৈত সুখে করেন হুঙ্কার॥
পূজা ছাড়ি বিশ্বরূপে ধরি করে কোলে।
আনন্দে বৈষ্ণব সব হরি হরি বলে॥
কৃষ্ণানন্দে ভক্তগণ করে সিংহনাদ।
কার চিত্তে আর নাহি স্ফুরয়ে বিষাদ॥
বিশ্বরূপ ছাড়ি কেহ নাহি যায় ঘরে।
বিশ্বরূপ না আইসে আপন মন্দিরে॥
রন্ধন করিয়া শচী বলে বিশ্বম্ভরে।
তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে॥

মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত সভায়।
আইসেন অগ্রজের লবার ছলায়॥
আসিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যান্যে কহে কৃষ্ণ কথন মঙ্গল॥
আপন প্রস্তাব শুনি শ্রীগৌর-সুন্দর।
সবায়ে করেন শুভ-দৃষ্টি মনোহর॥
প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা॥
দিগম্বর সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
হাসিয়া অগ্রজ প্রতি করেন উত্তর॥
ভোজনে আইস ভাই ডাকয়ে জননী।
অগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনি॥
দেখি সে মোহনরূপ সর্ব্বভক্তগণ।
স্তকিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ॥
সমাধির প্রায় হইয়াছে ভক্তগণে।
কৃষ্ণের কথন কারু না আইসে বদনে॥
প্রভু দেখি ভক্ত মোহ স্বভাবেই হয়।
বিনি অনুভবেও দাসের চিত্তে লয়॥
প্রভু সে আপন ভক্তের চিত্তবৃত্ত হরে।
এ কথা বুঝিতে অন্য জনে নাহি পারে॥
এ রহস্য বিদিত কৈলেন ভাগবতে।
পরীক্ষিত শুনিলেন শুকদেব হৈতে॥
প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান।
শুক পরীক্ষিতের সংবাদ অনুপম॥
এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে।
শিশু সঙ্গে গৃহে গৃহে ক্রীড়া করি বুলে॥
জন্ম হইতে প্রভুরে সকল গোপীগণে।
নিজ পুত্র হইতেও স্নেহ করে মনে॥
যদ্যপি ঈশ্বর বুদ্ধে না জানে কৃষ্ণেরে।
স্বভাবেই পুত্র হৈতে বড় স্নেহ করে॥

শুনিয়া বিস্মিত বড় রাজা পরীক্ষিত।
শুক স্থানে জিজ্ঞাসেন হই পুলকিত॥
পরম অদ্ভুত কথা কহিলে গোসঞি।
ত্রিভুবনে এমত কোথাও শুনি নাই॥
নিজ পুত্র হৈতে পর তনয় কৃষ্ণেরে।
কহ দেখি স্নেহ কৈল কেমন প্রকারে॥
শ্রীশুক কহেন শুন রাজা পরীক্ষিত।
পরমাত্মা সর্ব্ব-দেহ বল্লভ বিদিত॥
আত্মা বিনে পুত্র বালক নহে বন্ধুগণ।
গৃহ হৈতে বাহির হইলা ততক্ষণ॥
অতএব পরমাত্মা সবার জীবন।
সেই পরমাত্মা এই শ্রীনন্দনন্দন॥
অতএব পরমাত্মা সবার কারণে।
কৃষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপীগণে॥
এহো কথা ভক্ত প্রতি অন্য প্রতি নহে।
অন্যথা জগতে কেহ স্নেহ না করয়ে॥
কংসাদির আত্মা কৃষ্ণ তবে হিংসে কেনে।
পূর্ব্ব অপরাধ আছে তাহার কারণে॥
সহজে শর্করা মিষ্ট সর্ব্বজনে জানে।
কেহ তিক্ত বাসে জিহ্বা দোষের কারণে॥
জিহ্বার সে দোষ শর্করার দোষ নাই।
অতএব সর্ব্ব মিষ্ট চৈতন্য গোসাঞি॥
এই নবদ্বীপেতে দেখিল সর্ব্বজনে।
তথাপি কেহ না জানিল ভক্ত বিনে॥
ভক্তের সে চিত্ত প্রভু হরে সর্ব্বথায়।
বিহরেন নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায়॥
মোহিয়া সবার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর।
অগ্রজ লইয়া চলিলেন নিজঘর॥
মনে মনে চিন্তয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
প্রাকৃত মানুষ কভু এ বালক নয়॥

সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রতি বলিলা অদ্বৈত।
কোন বস্তু এ বালক না জানি নিশ্চিত॥
প্রশংসিতে লাগিলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
অপূর্ব্ব শিশুর রূপ লাবণ্য কথন॥
নাম মাত্র বিশ্বরূপ চলিলেন ঘরে।
পুনঃ আইলেন শীঘ্র অদ্বৈত মন্দিরে॥
না ভায় সংসার-সুখ বিশ্বরূপ মনে।
নিরবধি থাকে কৃষ্ণ আনন্দ কীর্ত্তনে॥
গৃহে আইলেও গৃহ ব্যাভার না করে।
নিরবধি থাকে বিষ্ণু-গৃহের ভিতরে॥
বিবাহের উদ্যোগ করয়ে পিতামাতা।
শুনি বিশ্বরূপ বড় মনে পায় ব্যথা।
ছাড়িব সংসার বিশ্বরূপ মনে ভাবে।
চলিবাঙ বনে মাত্র এই মনে জাগে।
ঈশ্বরের চিত্তবৃত্ত ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কত দিনে॥
জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য।
চলিলা অনন্ত পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য॥
চলিলেন যদি বিশ্বরূপ মহাশয়।
শচী জগন্নাথ দগ্ধ হইলা হৃদয়॥
গোষ্ঠীসহ ক্রন্দন করয়ে উর্দ্ধরায়॥
ভাইর বিরহে মূর্চ্ছা গেলা গৌর-রায়॥
সে বিরহ বর্ণিতে বদনে নাহি পারি।
হইল ক্রন্দনময় জগন্নাথপুরী॥
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস দেখিয়া ভক্তগণ।
অদ্বৈতাদি সবে বহু করিলা ক্রন্দন॥
উত্তম মধ্যম যে শুনিল নদীয়ায়।
হেন নাহি যে শুনিয়া দুঃখ নাহি পায়॥
জগন্নাথ শচীর বিদীর্ণ হয় বুক।
নিরন্তর ডাকে বিশ্বরূপ বিশ্বরূপ॥

পুত্র শোকে মিশ্রচন্দ্র হইলা বিহ্বল।
প্রবোধ করয়ে বন্ধু বান্ধব সকল॥
স্থির হও মিশ্র দুঃখ না ভাবিহ মনে।
সর্ব্ব গোষ্ঠী উদ্ধারিল সেই মহাজনে॥
গোষ্ঠীতে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস।
ত্রিকোটি কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস॥
হেন কর্ম্ম করিলেন নন্দন তোমার।
সফল হইল বিদ্যা সকল তাহার॥
আনন্দ বিশেষ আরো করিতে জুয়ায়।
এত বলি সকলে ধরয়ে হাতে পায়॥
এই কুলভূষণ তোমার বিশ্বম্ভর।
এই পুত্র হইবে তোমার বংশধর॥
ইহা হৈতে সর্ব্ব দুঃখ ঘুচিবে তোমার।
কোটি পুত্রে কি করিবে এ পুত্র যাহার॥
এই মত সবে বুঝায়েন বন্ধুগণ।
তথাপি মিশ্রের দুঃখ না হয় খণ্ডন॥
যে তে মতে ধৈর্য্য করে মিশ্র মহাশয়।
বিশ্বরূপ গুণ স্মরি ধৈর্য্য পাসরয়॥
মিশ্র বলে এই পুত্র রহিবেক ঘরে।
ইহাতে প্রমাণ মোর না লয় অন্তরে॥
দিলেন কৃষ্ণ সে পুত্র নিলেন কৃষ্ণ সে।
যে কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা হইব সেই সে॥
স্বতন্ত্র জীবের তিলার্দ্ধেক শক্তি নাঞি।
দেহেন্দ্রিয় কৃষ্ণ সমর্পিল তোমা ঠাঞি॥
এইরূপ জ্ঞানযোগে মিশ্র মহাধীর।
অল্পে অল্পে চিত্তবৃত্তি করিলেন স্থির॥
হেনমতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
নিত্যানন্দ স্বরূপের অভেদ শরীর॥
যে শুনয়ে বিশ্বরূপ প্রভুর সন্ন্যাস।
কৃষ্ণভক্তি হয় তার খণ্ডে কর্ম্ম-ফাঁস॥

বিশ্বরূপ সন্ন্যাস শুনিয়া ভক্তগণ।
হরিষ বিষাদ সবে ভাবে অনুক্ষণ॥
যে বা ছিল স্থান কৃষ্ণ-কথা কহিবার।
তাহা কৃষ্ণ হরিলেন আমা সবাকার॥
আমরাও না রহিব চলি যাঙ বনে।
এ পাপীষ্ঠ লোক মুখ না দেখি যেখানে॥
পাষণ্ডীর বাক্য জ্বালা সহিব বা কত।
নিরন্তর অসৎপথে সর্ব্বলোক রত॥
কৃষ্ণ হেন নাম নাহি শুনি কার মুখে।
সকল সংসার ডুবি মরে মিথ্যা সুখে॥
বুঝাইলে কেহ কৃষ্ণ-পথ নাহি লয়।
উলটিয়া আরও সে উপহাস করয়॥
কৃষ্ণ-ভক্তি তোমার হইল কোন সুখ।
মাগিয়া সে খায় আর বাড়ে যত দুঃখ॥
যোগ্য নহে এ সব লোকের সনে বাস॥
বনে চলি যাঙ বলি সবে ছাড়ে শ্বাস॥
প্রবোধেন সবারে অদ্বৈত মহাশয়।
পাইবা পরমানন্দ সবেই নিশ্চয়॥
এবে বড় বাসি মুঞি হৃদয়ে উল্লাস।
হেন বুঝি কৃষ্ণচন্দ্র করিলা প্রকাশ॥
সবে কৃষ্ণ গাও গিয়া পরম হরিষে।
এথাই দেখিবে কৃষ্ণ কথক দিবসে॥
তোমা সবা লঞা হৈব কৃষ্ণের বিলাস।
তবে সে অদ্বৈত হঙ শুদ্ধ কৃষ্ণদাস॥
কদাচিত যাহা না পায় শুক বা প্রহ্লাদ।
তো সবার ভৃত্যেতে সে পাইবে প্রসাদ॥
শুনি অদ্বৈতের অতি অমৃত বচন।
পরম আনন্দে হরি বলে ভক্তগণ॥
হরি বলি ভক্তগণ করয়ে হুঙ্কার।
সুখময় চিত্তবিত্ত হইল সবার॥

শিশু সঙ্গে ক্রীড়া করে শ্রীগৌরসুন্দর।
হরিধ্বনি শুনি যায় বাড়ীর ভিতর॥
কি কার্য্যে আইলা বাপ বলে ভক্তগণে।
প্রভু বলে তোমরা ডাকিলে মোরে কেনে॥
এত বলি প্রভু শিশু সঙ্গে ধাই যায়।
তথাপি না জানে কেহ প্রভুর মায়ায়॥
যে অবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
তদবধি প্রভু কিছু হইলা সুস্থির॥
নিরবধি থাকে পিতা মাতার সমীপে।
দুঃখ পাসরয় যেন জননী জনকে॥
খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি পড়ে।
তিলার্দ্ধেক পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে॥
একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়।
আর বার উলটিয়া সবারে ঠেকায়॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব বুদ্ধি সবেই প্রশংসে।
সবে বলে ধন্য পিতা মাতা হেন বংশে॥
সন্তোষে কহেন সবে জগন্নাথ স্থানে।
তুমিত কৃতার্থ মিশ্র এ হেন নন্দনে॥
এমত সুবুদ্ধি শিশু নাহি ত্রিভুবনে।
বৃহস্পতি জিনিয়া হইবে অধ্যয়নে॥
শুনিলেই সর্ব্ব অর্থ আপনে বাখানে।
তান ফাকি বাখানিতে নারে কোন জনে॥
শুনিয়া পুত্রের গুণ জননী হরিষ।
মিশ্র পুনরপি বড় হয় বিমরিষ॥
শচী প্রতি বলে জগন্নাথ মিশ্রবর।
এই পুত্র না রহিবে সংসার ভিতর॥
এই মত বিশ্বরূপ পড়ি সর্ব্বশাস্ত্র।
জানিল সংসার সত্য নহে তিল মাত্র॥
সর্ব্ব শাস্ত্র মর্ম্ম জানি বিশ্বরূপ ধীর।
অনিত্য সংসার হৈতে হইলা বাহির॥

এই যদি সর্ব্ব শাস্ত্রে হৈব জ্ঞানবান।
ছাড়িয়া সংসার সুখ করিব পয়ান॥
এই পুত্র সবে দুই জনের জীবন।
ইহা না দেখিলে দুই জনের মরণ॥
অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাঞি।
মূর্খ হৈয়া ঘরে মোর রহুক নিমাঞি॥
শচী বলে মূর্খ হইলে জীবেক কেমনে।
মূর্খেরে ত কন্যাও না দিবে কোন জনে॥
মিশ্র বলে তুমিত অবোধ বিপ্রসুতা।
হর্ত্তা কর্ত্তা সেই কৃষ্ণ সবার রক্ষিতা॥
জগত পোষণ করে জগতের নাথ।
পাণ্ডিত্য পোষয়ে কিবা কহিল তোমাত॥
কিবা মূর্খ কি পণ্ডিত যাহারে যেখানে।
কন্যা লিখিয়াছে কৃষ্ণ সে হৈব আপনে॥
কুল বিদ্যা আদি উপলক্ষণ সকল।
সবারে পোষয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্ব বল॥
সাক্ষাতেই এই কেন না দেখ আমাত।
পড়িয়াও আমার কেন ঘরে নাহি ভাত॥
ভালমতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নারে।
সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে॥
অতএব বিদ্যা আদি না করে পোষণ।
কৃষ্ণ সে সবার করে পোষণ পালন॥

অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
আরাধিত গোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ॥

অনায়াসে মরণ জীবন দৈন্য বিনে।
কৃষ্ণ সেবিলে সে হয় নহে বিদ্যাধনে॥
কৃষ্ণ কৃপা বিনে নহে দুঃখের মোচন।
থাকিল বা বিদ্যা কুল কোটি কোটি ধন॥
যার গৃহে আছয়ে উত্তম উপভোগ।
তারে কৃষ্ণ দিয়াছেন কোন মহারোগ॥
কিছু বিলসিতে নারে দুঃখে পড়ি মরে।
যার নাহি তাহা হৈতে দুঃখী বলি তারে॥
এতেকে জানিহ থাকিলেও কিছু নহে।
যার যেমন কৃষ্ণ আজ্ঞা সেই সত্য হয়ে॥
এতেক না কর চিন্তা পুত্র প্রতি তুমি।
কৃষ্ণ পুষিবেন পুত্র কহিলাম আমি॥
যাবৎ শরীরে প্রাণ আছয়ে আমার।
তাবৎ তিলেক দুঃখ নাহিক উহার॥
আমার সবারে কৃষ্ণ আছেন রক্ষিতা।
কিবা চিন্তা তুমি যার মাতা পতিব্রতা॥
পড়িয়া নাহিক কার্য্য বলিল তোমারে।
মূর্খ হই পুত্র মোর রহু মাত্র ঘরে॥
এত বলি পুত্রেরে ডাকিলা মিশ্রবর।
মিশ্র বলে শুন বাপ আমার উত্তর॥
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক তোমার।
ইহাতে অন্যথা কর শপথ আমার॥
যে তোমার ইচ্ছা বাপ তাই দিব আমি।
গৃহে বসি পরম মঙ্গলে থাক তুমি॥
এত বলি মিশ্র চলিলেন কার্য্যান্তর।
পড়িতে না পায় আর প্রভু বিশ্বম্ভর॥
নিত্য ধর্ম্ম সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গ পায়।
না লঙ্ঘে জনক বাক্য পড়িতে না যায়॥
অন্তরে দুঃখিত প্রভু বিদ্যারস ভঙ্গে।
পুনঃ প্রভু উদ্ধত হইলা শিশু সঙ্গে॥
কিবা নিজ ঘরে প্রভু কিবা পর ঘরে।
যাহা পায় তাহা ভাঙ্গে অপচয় করে॥
নিশা হইলেও প্রভু না আইসে ঘরে।
সর্ব্ব রাত্রি শিশু সঙ্গে নানা ক্রীড়া করে॥
কম্বলে ঢাকিয়া অঙ্গ দুই শিশু মেলি।
বৃষ প্রায় হইয়া চলেন কুতূহলী॥

যার বাড়ী কলাবন দেখি থাকে দিনে।
রাত্রি হৈলে বৃষরূপে ভাঙ্গয়ে আপনে॥
গরু জ্ঞানে গৃহস্থ করয়ে হায় হায়।
জাগিলে গৃহস্থ শিশু সংহতি পলায়॥
কারো ঘরে দ্বার দিয়া বান্ধয়ে বাহিরে।
লঘী গুর্ব্বী গৃহস্থে করিতে নাহি পারে॥
কে বান্ধিল দুয়ার করয়ে হায় হায়।
জাগিলে গৃহস্থ প্রভু উঠিয়া পলায়॥
এই মত রাত্রি দিনে ত্রিদশের রায়।
শিশুগণ সঙ্গে ক্রীড়া করেন সদায়।
যতেক চাপল্য করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তথাপিও মিশ্র কিছু না করে উত্তর॥
একদিন মিশ্র চলিলেন কার্য্যান্তর।
পড়িতে না পায় প্রভু ক্রোধিত অন্তর॥
বিষ্ণু নৈবেদ্যের যত বর্জ্য হাণ্ডিগণ।
বসিলেন প্রভু হাঁড়ি করিয়া আসন॥
এ বড় নিগূঢ় কথা শুন এক মনে।
কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধি হয় ইহার শ্রবণে॥
বর্জ্য হাঁড়িগণ সব করি সিংহাসন।
তথি বসি হাসে গৌরসুন্দর-বদন॥
লাগিল হাঁড়ির কালি সর্ব্ব গৌর-অঙ্গে।
কনক পুতলি যেন লেপিয়াছে গন্ধে॥
শিশুগণ জানাইল গিয়া শচী স্থানে।
নিমাঞি বসিয়া আছে হাঁড়ির আসনে॥
মায়ে আসি দেখিয়া করেন হায় হায়।
এ স্থানেতে বাপ বসিবারে না যুয়ায়॥
বর্জ্য হাঁড়ি ইহা সব পরশিলে স্নান।
এতদিনে তোমার এ না জন্মিল জ্ঞান॥
প্রভু বলে তোরা মোরে না দিস্ পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্রে জানিবে কেমতে॥

মূর্খ আমি না জানিয়ে ভাল মন্দ স্থান।
সর্ব্বত্র আমার হয় অদ্বিতীয় জ্ঞান॥
এত বলি হাসে বর্জ্য হাঁড়ির আসনে।
দত্তাত্রেয় ভাব প্রভু হইলা তখনে॥
মায়ে বলে তুমি যে বসিলা মন্দ স্থানে।
এবে তুমি পবিত্র হইবা কেমনে॥
প্রভু বলে মাতা তুমি বড় শিশুমতি।
অপবিত্র স্থানে কভু মোর নহে স্থিতি॥
যথা মোর স্থিতি সেই সর্ব্ব পুণ্যস্থান।
গঙ্গা আদি সর্ব্ব তীর্থ তহি অধিষ্ঠান॥
আমার সে কাল্পনিক শুচি বা অশুচি।
স্রষ্টার কি দোষ আছে মনে ভাব বুঝি॥
লোক বেদ মতে যদি অশুদ্ধ বা হয়।
আমি পরশিলেও কি অশুদ্ধতা রয়॥
এ সব হাঁড়িতে মূলে নাহিক দূষণ।
তুমি যাতে বিষ্ণু লাগি করিলা রন্ধন॥
বিষ্ণুর রন্ধন-স্থালী কভু দুষ্ট নয়।
এ হাঁড়ি পরশে আর স্থান শুদ্ধ হয়॥
এতেকে আমার বাস নহে মন্দ স্থানে।
সবার শুদ্ধতা মোর পরশ কারণে॥
বাল্যভাবে সর্ব্বতত্ত্ব কহি প্রভু হাসে।
তথাপি না বুঝে কেহ তাঁর মায়াবশে॥
সবেই হাসেন শুনি শিশুর বচন।
স্নান আসি কর শচী বলেন তখন॥
না আইসেন প্রভু সেইখানে বসি আছে।
শচী বলে ঝাট আয় বাপ জানে পাছে॥
প্রভু বলে যদি মোরে না দেহ পড়িতে।
তবে মুঞি না যাইমু কহিল তোমাতে॥
সবেই ভর্ৎসেন ঠাকুরের জননীরে।
সবে বলে কেন নাহি দেহ পড়িবারে॥

যত্ন করি কেহ নিজ বালক পড়ায়।
কত ভাগ্যে পড়িতে আপনে শিশু চায়॥
কোন শত্রু হেন বুদ্ধি দিল বা তোমারে।
ঘরে মূর্খ করি পুত্র রাখিবার তরে॥
ইহাতে শিশুর দোষ তিলার্দ্ধেক নাঞি।
সবেই বলেন বাপ আইস নিমাঞি॥
আজি হৈতে তুমি যদি না পাও পড়িতে।
তবে অপচয় তুমি কর ভাল মতে॥
না আইসে প্রভু সেইখানে বসি হাসে।
সুকৃতি সকল সুখসিন্ধু মাঝে ভাসে॥
আপনে ধরিয়া শিশু আনিলা জননী।
হাসে গৌরচন্দ্র যেন ইন্দ্রনীলমণি॥
তত্ত্ব কহিলেন প্রভু দত্তাত্রেয় ভাবে।
না বুঝিল কেহ বিষ্ণু-মায়ার প্রভাবে॥
স্নান করাইল লঞা শচী পুণ্যবতী।
হেন কালে আইলেন মিশ্র মহামতি॥
মিশ্র স্থানে শচী সব কহিলেন কথা।
পড়িতে না পায় পুত্র মনে ভাবে ব্যথা॥
সবেই বলেন মিশ্র তুমিত উদার।
কার বোলে পুত্র নাহি দেহ পড়িবার॥
যে করিবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই সত্য হয়।
চিন্তা পরিহরি দেহ পড়িতে নির্ভয়॥
ভাগ্য সে বালক চাহে আপনে পড়িতে।
ভাল দিনে যজ্ঞসূত্র দেহ ভাল মতে॥
মিশ্র বলে তোমরা পরম বন্ধুগণ।
তোমরা যে বল সেই আমার বচন॥
অলৌকিক দেখিয়া শিশুর সব কর্ম্ম।
বিস্ময় ভাবেন কেহ নাহি জানে মর্ম্ম॥
মধ্যে মধ্যে কোন জন বড় ভাগ্যবানে।
পূর্ব্বে কহি রাখিয়াছে জগন্নাথ স্থানে॥
প্রাকৃত বালক কভু এ বালক নহে।
যত্ন করি এ বালকে রাখহ হৃদয়ে॥
নিরবধি গুপ্তভাবে প্রভু কেলি করে।
বৈকুণ্ঠনায়ক নিজ অঙ্গণে বিহরে॥
পড়িতে আইলা প্রভু বাপের আদেশে।
হইলেন মহাপ্রভু আনন্দ বিশেষে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥
ইতি শ্রীআদিখণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পরলোক গমন।

জয় জয় কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।
জয় শচী জগন্নাথ গৃহ-শশধর॥
জয় জয় নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণ।
জয় জয় সংকীর্ত্তন ধর্ম্মের নিধান॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
হেনমতে মহাপ্রভু জগন্নাথ ঘরে।
নিগূঢ়ে আছেন কেহ চিনিতে না পারে॥
বাল্যক্রীড়া নাম যত আছে পৃথিবীতে।
সকল খেলায় প্রভু কে পারে কহিতে॥
বেদ দ্বারে ব্যক্ত হৈবে সকল পুরাণে।
কিছু শেষে শুনিব সকল ভাগ্যবানে॥
এইমতে গৌরচন্দ্র বাল্যরসে ভোলা।
যজ্ঞোপবীতের কাল আসিয়া মিলিলা॥
যজ্ঞসূত্র পুত্রেরে দিবারে মিশ্রবর।
বন্ধুবর্গ ডাকিয়া আনিলা নিজ ঘর॥

পরম হরিষে সবে আসিয়া মিলিলা।
যার যেন যোগ্য কার্য্য করিতে লাগিলা ॥
স্ত্রীগণেতে জয় দিয়া কৃষ্ণগুণ গায়।
নটগণে মৃদঙ্গ সানাই বংশী বায় ॥
বিপ্রগণে বেদ পড়ে ভাটে রায়বার।
শচীগৃহে হইল আনন্দ অবতার ॥
যজ্ঞসূত্র ধরিলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
শুভযোগ সকল আইল শচীঘর ॥
শুভমাস শুভদিন শুভক্ষণ ধরি।
ধরিলেন যজ্ঞসূত্র গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
শোভিল শ্রীঅঙ্গে যজ্ঞসূত্র মনোহর।
সূক্ষ্মরূপে সে শোভা বেড়িলা কলেবর ॥
হইলা বামনরূপ প্রভু গৌরচন্দ্র।
দেখিতে সবার বাড়ে পরম আনন্দ ॥
অপূর্ব্ব ব্রহ্মণ্য তেজ দেখি সর্ব্বগণে।
নরজ্ঞান আর কেহ নাহি করে মনে ॥
হাতে দণ্ড কান্ধে ঝুলি শ্রীগৌরসুন্দর।
ভিক্ষা করে প্রভু সব সেবকের ঘর ॥
যার যথাশক্তি ভিক্ষা সবাই সন্তোষে।
প্রভুর ঝুলিতে দিয়া নারীগণ হাসে ॥
দ্বিজপত্নী রূপধরি ব্রাহ্মণী রুদ্রাণী।
যত পতিব্রতা মুনিবর্গের গৃহিণী ॥
শ্রীবামনরূপ প্রভুর দেখিয়া সন্তোষে।
সবেই ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়া দিয়া হাসে ॥
প্রভুও করেন শ্রীবামনরূপ লীলা।
জীবের উদ্ধার লাগি এ সকল খেলা ॥
জয় জয় শ্রীবামনরূপ গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥
যে শুনে প্রভুর যজ্ঞসূত্রের গ্রহণ।
সে পায় চৈতন্যচন্দ্র-চরণে শরণ ॥

হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক শচী-ঘরে।
বেদের নিগূঢ় লীলা রসক্রীড়া করে ॥
ঘরে সর্ব্বশাস্ত্রের বুঝিয়া সমীহিত।
গোষ্ঠী-মাঝে প্রভুর পড়িতে হৈল চিত ॥
নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক শিরোমণি।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত যে হেন সান্দীপনী ॥
ব্যাকরণ শাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিৎ।
তাঁর ঠাঞি পড়িতে প্রভুর সমীহিত ॥
বুঝিলেন পুত্রের ইঙ্গিত মিশ্রবর।
পুত্র সঙ্গে গেলা গঙ্গাদাস দ্বিজ ঘর ॥
মিশ্র দেখি গঙ্গাদাস সম্ভ্রমে উঠিলা।
আলিঙ্গন করি এক আসনে বসিলা ॥
মিশ্র বলে পুত্র আমি দিল তোমা স্থানে।
পড়াইবা জানাইবা সকল আপনে ॥
গঙ্গাদাস বলে বড় ভাগ্য সে আমার।
পড়াইমু যত শক্তি আছয়ে আমার ॥
শিষ্য দেখি পরম আনন্দ গঙ্গাদাস।
পুত্র প্রায় করিয়া রখিলা নিজপাশ ॥
যত ব্যাখ্যা গঙ্গাদাস পণ্ডিত করেন।
সকৃৎ শুনিলে মাত্র ঠাকুর ধরেন ॥
গুরুর যতেক ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।
পুনর্ব্বার সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন ॥
সহস্র সহস্র শিষ্য পড়ে যত জন।
হেন কার শক্তি আছে দিবারে দূষণ ॥
দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত।
সর্ব্ব শিষ্য শ্রেষ্ঠ করি করিলা পূজিত ॥
যত পড়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে।
সবারেই ঠাকুর চালেন অনুক্ষণে ॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীকমলাকান্ত নাম।
কৃষ্ণানন্দ আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান ॥

সবারে চালেন প্রভু ফাকি জিজ্ঞাসিয়া।
শিশুজ্ঞানে কেহ কিছু না বলে হাসিয়া॥
এইমত প্রতিদিন পড়েন আসিয়া।
গঙ্গাস্নানে চলে নিজ বয়স্য লইয়া॥
পড়ুয়ার অন্ত নাহি নবদ্বীপপুরে।
পড়িয়া মধ্যাহ্নে সবে গঙ্গাস্নান করে॥
এক অধ্যাপকের সহস্র শিষ্যগণ।
অন্যান্যে কলহ করেন অনুক্ষণ॥
প্রথম বয়স প্রভু স্বভাব চঞ্চল।
পড়ুয়াগণের সহ করেন কোন্দল॥
কেহ বলে তোর গুরু কোন বুদ্ধি তার।
কেহ বলে এই দেখ আমি শিষ্য যার॥
এইমত অল্পে অল্পে হয় গালাগালি।
তবে জল ফেলাফেলি তবে দেয় বালি॥
তবে হয় মারামারি যে যাহারে পারে।
কর্দ্দম ফলিয়া কার গায়ে কেহ মারে॥
রাজার দোহাই দিয়া কেহ কারে ধরে।
মারিয়া পলায় কেহ গঙ্গার ওপারে॥
এত হুড়াহুড়ি করে পড়ুয়া সকল।
বালি কাদাময় সব হয় গঙ্গাজল॥
জল ভরিবারে নাহি পারে নারীগণ।
না পারে করিতে স্নান ব্রাহ্মণ সজ্জন॥
পরম চঞ্চল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
এইমত প্রভু প্রতি ঘাটে ঘাটে যায়॥
প্রতি ঘাটে পড়ুয়ার অন্ত নাহি পাই।
ঠাকুর কলহ করে প্রতি ঠাঞি ঠাঞি॥
প্রতি ঘাটে যায় প্রভু গঙ্গায় সাঁতারি।
এক ঘাটে দুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি॥
যত যত প্রামাণিক পড়ুয়ারগণ।
তারা বলে কলহ করহ কি কারণ॥
জিজ্ঞাসা করহ বুঝি কার কোন বুদ্ধি।
বৃত্তি পাঁজি টীকার যে জানে দেখি শুদ্ধি॥
প্রভু বলে ভাল ভাল এই কথা হয়।
জিজ্ঞাসুক আমারে যাহার চিত্তে লয়॥
কেহ বলে এত কেন কর অহঙ্কার।
প্রভু বলে জিজ্ঞাসহ যে চিত্তে তোমার॥
ধাতুসূত্র বাখানহ বলে সে পড়ুয়া।
প্রভু বলে বাখানি যে শুন মন দিয়া॥
সর্ব্বশক্তিসমন্বিত প্রভু ভগবান।
করিলেন সূত্র ব্যাখ্যা যে হয় প্রমাণ॥
ব্যাখ্যা শুনি সবে বলে প্রশংসা বচন।
প্রভু বলে এবে শুন করি যে খণ্ডন॥
যত ব্যাখ্যা কৈল তাহা দূষিব সকল।
প্রভু বলে স্থাপ এবে কার আছে বল॥
চমৎকার সবাই ভাবেন মনে মনে।
প্রভু বলে শুন এবে করি এ স্থাপনে॥
পুনঃ হেন ব্যাখ্যা করিলেন গৌরচন্দ্র।
সর্ব্ব মতে সুন্দর কোথাও নাহি মন্দ॥
যত সব প্রামাণিক পড়ুয়ারগণ।
সন্তোষে সবেই করিলেন আলিঙ্গন॥
পড়ুয়া সকল বলে আজি ঘরে যাও।
কালি যে জিজ্ঞাসি তাহা বলিবারে চাও॥
এইমত প্রতি দিন জাহ্নবীর জলে।
বৈকুণ্ঠনায়ক বিদ্যা-রসে খেলা খেলে॥
এই ক্রীড়া লাগিয়া সর্ব্বজ্ঞ বৃহস্পতি।
শিষ্য সহ নবদ্বীপে হইলা উৎপত্তি॥
জলক্রীড়া করে প্রভু শিশুগণ সঙ্গে।
ক্ষণে ক্ষণে গঙ্গার ওপার হয় রঙ্গে॥
বহু মনোরথ পূর্ব্বে আছিল গঙ্গার।
যমুনায় দেখি কৃষ্ণচন্দ্রের বিহার॥

কবে হইবেক মোর যমুনার ভাগ্য।
নিরবধি গঙ্গা এই বলিলেন বাক্য॥
যদ্যপিও গঙ্গা আজ ভবাদি বন্দিতা।
তথাপিও যমুনার পদ সে বাঞ্ছিতা॥
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জাহ্নবীর বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরন্তর॥
করি বহুবিধ ক্রীড়া জাহ্নবীর জলে।
গৃহে আইলেন গৌরচন্দ্র কুতূহলে॥
যথাবিধি করি প্রভু শ্রীবিষ্ণু পূজন।
তুলসীতে জল দিয়া করেন ভোজন॥
ভোজন করিয়া মাত্র প্রভু সেইক্ষণে।
পুস্তক লইয়া গিয়া বসেন নির্জ্জনে॥
আপনে করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী।
ভুলিলা পুস্তক-রসে সব দেব-মণি॥
দেখিয়া আনন্দে ভাসে মিশ্র মহাশয়।
রাত্রি দিবা হরিষে কিছু না জানয়॥
দেখিতে দেখিতে জগন্নাথ পুত্রমুখ।
নিতি নিতি পায় অনির্ব্বচনীয় সুখ॥
যেমতে পুত্রের রূপ করে মিশ্র পান।
সশরীরে সাযুজ্য হইল কিবা তান॥
সাযুজ্য বা কোন উপাধিক সুখ তানে।
সাযুজ্যাদি সুখ মিশ্র অল্প করি মানে॥
জগন্নাথ মিশ্র পায় বহু নমস্কার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ পুত্ররূপে যার॥
এই মত মিশ্রচন্দ্র দেখিতে পুত্রেরে।
নিরবধি ভাসে মিশ্র আনন্দ-সাগরে॥
কামদেব জিনিয়া প্রভু সে রূপবান।
প্রতি অঙ্গে অঙ্গে সে লাবণ্য অনুপম॥
ইহা দেখি মিশ্রচন্দ্র চিন্তেন অন্তরে।
ডাকিনী দানবে পাছে পুত্রে বল করে॥
ভয়ে মিশ্র পুত্র সমর্পয়ে কৃষ্ণ স্থানে॥
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র আড়ে থাকি শুনে॥
মিশ্র বলে কৃষ্ণ তুমি রক্ষিতা সবার।
পুত্র প্রতি শুভ-দৃষ্টি করিবে আমার॥
যে তোমার চরণ-কমল স্মৃতি করে।
কভু বিঘ্ন না আইসে তাহার মন্দিরে॥
তোমার স্মরণ-হীন যে যে পাপ-স্থান।
তথায় ডাকিনী ভূত প্রেত অধিষ্ঠান॥
আমি তোর দাস প্রভু যতেক আমার।
রাখিবা আপনে তুমি সকল তোমার॥
অতএব যত আছে বিঘ্ন বা সঙ্কট।
না আসুক কভু মোর পুত্রের নিকট॥
এইমত নিরবধি মিশ্র জগন্নাথ।
এক চিত্তে বর মাগে তুলি দুই হাত॥
দৈবে একদিন স্বপ্ন দেখি মিশ্রবর।
হরিষ বিষাদ বড় হইল অন্তর॥
স্বপ্ন দেখি স্তব পড়ি দণ্ডবত করে।
হে গোবিন্দ নিমাঞি রহুক মোর ঘরে॥
সবে এই বর কৃষ্ণ মাগি তোর ঠাঞি।
গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাঞি॥
শচী জিজ্ঞাসয়ে বড় হইয়া বিস্মিত।
এ সকল বর কেন মাগ আচম্বিত॥
মিশ্র বলে আজি মুই দেখিনু স্বপন।
নিমাঞি করেছে যেন শিখার মুণ্ডন॥
অদ্ভুত সন্ন্যাসীবেশ কহনে না যায়।
হাসে নাচে কান্দে কৃষ্ণ বলে সর্ব্বদায়॥
অদ্বৈত আচার্য্য আদি যত ভক্তগণ।
নিমাই বেড়িয়া সবে করেন কীর্ত্তন॥
কখন নিমাঞি বৈসে বিষ্ণুর খট্টায়।
চরণ লইয়া দেয় সবার মাথায়॥

চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ সহস্র বদন।
সবেই গায়েন জয় শ্রীশচীনন্দন॥
মহানন্দে চতুর্দ্দিকে সবে স্তুতি করে।
দেখিয়া আমার ভয়ে বাক্য নাহি স্ফুরে॥
কতক্ষণে দেখি কোটি কোটি লোক লৈয়া।
নিমাই বুলেন প্রতি নগরে নাচিয়া॥
লক্ষ কোটি লোক নিমাঞির পাছে ধায়।
ব্রহ্মাণ্ড পশিয়া সবে হরিধ্বনি গায়।
চতুর্দ্দিকে শুনি মাত্র নিমাঞির স্তুতি।
নীলাচলে যায় সর্ব্ব ভক্তের সংহতি॥
এই স্বপ্ন দেখি চিন্তা পাঙ সর্ব্বথায়।
বিরক্ত হইয়া পাছে পুত্র বাহিরায়॥
শচী বলে স্বপ্ন তুমি দেখিলা গোসাঞি।
চিন্তা না করিহ ঘরে রহিবে নিমাঞি॥
পুঁথি ছাড়ি নিমাঞি না জানে কোন কর্ম্ম।
বিদ্যারস তার হৈয়াছে সর্ব্ব ধর্ম্ম॥
এইমন পরম উদার দুই জন।
নানা কথা কহে পুত্র স্নেহের কারণ॥
হেনমতে কত দিন থাকি মিশ্রবর।
অন্তর্দ্ধান হৈলা নিত্য শুদ্ধ কলেবর॥
মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিলা বিস্তর।
দশরথ বিজয়ে যেন হন রঘুবর॥
দুর্ণিবার শ্রীগৌরচন্দ্রের আকর্ষণ।
অতএব রক্ষা হৈলা আয়ীর জীবন॥
দুঃখ বড় এ সকল বিস্তার করিতে।
দুঃখ হয় অতএব কহিল সংক্ষেপে॥
হেনমতে জননীর সঙ্গে গৌরহরি।
আছেন নিগূঢ়রূপে আপনা সম্বরি॥
পিতৃহীন বালক দেখিয়া শচী আই।
সেই পুত্র সেবা বহি আর কার্য্য নাই॥

দণ্ডেক না দেখে যদি আই গৌরচন্দ্র।
মূর্চ্ছা হয় আই দুই চক্ষে হঞা অন্ধ॥
প্রভুও মায়ের প্রীতি করে নিরন্তর।
প্রবোধেন তানে বলি আশ্বাস উত্তর॥
শুন মাতা মনে কিছু না চিন্তহ তুমি।
সকল তোমার আছে যদি আছি আমি॥
ব্রহ্মা মহেশ্বরের দুর্ল্লভ লোকে বলে।
তাহা আমি তোমারে আনিয়া দিব হেলে॥
শচীও দেখিতে গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ।
দেহ স্মৃতিমাত্র নাই থাকে কিসে দুঃখ॥
যার স্মৃতি মাত্রে সর্ব্ব পূর্ণ হয় কাম।
সে প্রভু যাহার পুত্ররূপে বিদ্যমান॥
তাহার কেমতে দুঃখ রহিবে শরীরে।
আনন্দ স্বরূপ করিলেন জননীরে॥
হেনমতে নবদ্বীপে বিপ্র-শিশুরূপে।
আছেন বৈকুণ্ঠনাথ স্বানুভাব সুখে॥
ঘরে মাত্র হয় দরিদ্রতার প্রকাশ।
আজ্ঞা যেন মহামহেশ্বরের বিলাস॥
কি থাকুক না থাকুক নাহিক বিচার।
কহিলেই না পাইলে রক্ষা নাহি আর॥
ধর দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলেন সেইক্ষণে।
আপনার অপচয় তাহা নাহি জানে॥
তথাপিও শচী যে চাহেন সেইক্ষণে।
নানা যত্নে দেন পুত্র স্নেহের কারণে॥
একদিন প্রভু চলিলেন গঙ্গাস্নানে।
তৈল আমলকি চাহিলেন মায়ের স্থানে॥
দিব্য মালা সুগন্ধি চন্দন দেহ মোরে।
গঙ্গাস্নান করি চাঙ গঙ্গা পূজিবারে॥
জননী কহেন বাপ শুন মন দিয়া।
ক্ষণেক অপেক্ষা কর মালা আনি গিয়া॥

আনি গিয়া যেই মাত্র শুনিল বচন।
ক্রোধে রুদ্র হইলেন শচীর নন্দন॥
এখনি যাইবা তুমি মালা আনিবারে।
এত বলি ক্রুদ্ধ হই প্রবেশিলা ঘরে॥
যতেক আছিল গঙ্গাজলের কলস।
আগে সব ভাঙ্গিলেন হই ক্রোধবশ॥
তৈল ঘৃত লবণ আছিল যাতে যাতে।
সর্ব্ব চূর্ণ করিলেন ঠেঙ্গা লই হাতে॥
ছোট বড় ঘরে যত ছিল ঘট নাম।
সব ভাঙ্গিলেন ইচ্ছাময় ভগবান॥
গড়াগড়ি যায় ঘরে তৈল ঘৃত দুগ্ধ।
তণ্ডুল কাপাস ধান্য লোণ বড়ি মুদ্‌গ॥
যতেক আছিল সিকা টানিয়া টানিয়া।
ক্রোধাবেশে ফেলে প্রভু ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া॥
বস্ত্র আদি যত কিছু পাইলেন ঘরে।
খান খান করি চিরি ফেলে দুই করে॥
সব ভাঙ্গি আর যদি নাহি অবশেষে।
তবে শেষে গৃহ প্রতি হৈল ক্রোধাবেশে॥
দোহাতিয় ঠেঙ্গা পাড়ে গৃহের উপরে।
হেন প্রাণ নাহি কার যে নিষেধ করে॥
ঘর দ্বার ভাঙ্গি শেষে বৃক্ষেরে দেখিয়া।
তাহার উপরে ঠেঙ্গা পাড়ে দোহাতিয়া॥
তথাপিও ক্রোধাবেশে ক্ষমা নাহি হয়।
শেষে পৃথিবীতে ঠেঙ্গা নাহি সমুচ্চয়॥
গৃহের উপান্তে শচী সশঙ্কিত হৈয়া।
মহাভয়ে আছেন যে হেন লুকাইয়া॥
ধর্ম্ম সংস্থাপক প্রভু ধর্ম্ম সনাতন।
জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন॥
এতাদৃশ ক্রোধ আর আছেন ব্যাপিয়া।
তথাপিও জননীরে না মারিল গিয়া॥

সকল ভাঙ্গিয়া শেষে আসিয়া অঙ্গণে।
গড়াগড়ি যাইতে লাগিয়া ক্রোধ মনে॥
শ্রীকনক-অঙ্গ হৈলা বালুকা বেষ্টিত।
সেই হৈলা মহা শোভা অকথ চরিত॥
কতক্ষণে মহাপ্রভু গড়াগড়ি দিয়া।
স্থির হই রহিলেন শয়ন করিয়া॥
সেই মতে দৃষ্টি কৈলা যোগ-নিদ্রা প্রতি।
পৃথিবীতে শুইয়াছে বৈকুণ্ঠের পতি॥
অনন্তের শ্রীবিগ্রহে যাঁহার শয়ন।
লক্ষ্মী যাঁর পাদপদ্ম সেবে অনুক্ষণ॥
চারিবেদে যে প্রভুরে করে অন্বেষণে।
সে প্রভু যায়েন নিদ্রা শচীর অঙ্গণে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে ভাসে।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করয়ে যার দাসে॥
ব্রহ্মা শিব আদি মত্ত যাঁর গুণ ধ্যানে।
হেন প্রভু নিদ্রা যান শচীর অঙ্গণে॥
এই মত মহাপ্রভু স্বানুভাবে ভাসে।
নিদ্রা যায় দেখি সর্ব্ব দেবে কান্দে হাসে॥
কতক্ষণে শচীদেবী মালা আনাইয়া।
গঙ্গা পূজিবার সজ্জা প্রত্যক্ষ করিয়া॥
ধীরে ধীরে পুত্রের শ্রীঅঙ্গে হস্ত দিয়া।
ধূলা ঝাড়ি তুলিতে লাগিল দেবী গিয়া॥
উঠ উঠ বাপ মোর হের মালা ধর।
আপন ইচ্ছায় গিয়া গঙ্গা-পূজা কর॥
ভাল হৈল বাপ যত ফেলিলা ভাঙ্গিয়া।
যাউক তোমার সব বালাই লইয়া॥
জননীর বাক্য শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলা করিতে স্নান লজ্জিত অন্তর॥
এথা শচী সর্ব্ব গৃহ করি উপস্কার।
রন্ধনের উদ্যোগ লাগিলা করিবার॥

যদ্যপিও প্রভু এত করে অপচয়।
তথাপি শচীর চিত্তে দুঃখ নাহি হয়॥
কৃষ্ণের চাপল্য যেন অশেষ প্রকারে।
যশোদায় সহিলেন গোকুল নগরে॥
এই মত গৌরাঙ্গের যত চঞ্চলতা।
সহিলেন অনুক্ষণ শচী জগন্মাতা॥
ঈশ্বরের ক্রীড়া জানি কহিতে কতেক।
এইমত চঞ্চলতা করেন যতেক॥
সকল সহেন আই কায় বাক্য মনে।
হইলেন আই যেন পৃথিবী আপনে॥
কতক্ষণে মহাপ্রভু করি গঙ্গাস্নান।
আইলেন গৃহে ক্রীড়াময় ভগবান॥
বিষ্ণুপূজা করি তুলসীরে জল দিয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥
ভোজন করিয়া প্রভু হই হর্ষ মন।
হাসিয়া তাম্বুল প্রভু করেন চর্ব্বণ॥
ধীরে ধীরে আই তবে বলিতে লাগিলা।
এত অপচয় বাপ কি কার্য্যে করিলা॥
ঘর দ্বার দ্রব্য যত সকল তোমার।
অপচয় তোমার সে কি দায় আমার॥
পড়িবারে তুমি বল এখনি যাইবা।
ঘরেতে সম্বল নাই কালি কি খাইবা॥
হাসে প্রভু জননীর শুনিয়া বচন॥
প্রভু বলে কৃষ্ণ পোষ্টা করিব পোষণ॥
এত বলি পুস্তক লইয়া প্রভু করে।
সরস্বতী পতি চলিলেন পড়িবারে॥
কতক্ষণ বিদ্যারস করি কুতুহলে।
জাহ্নবীর কুলে আইলেন সন্ধ্যাকালে॥
কতক্ষণ থাকি প্রভু জাহ্নবীর তীরে।
তবে পুনঃ আইলেন আপন মন্দিরে॥

জননীরে ডাক দিয়া আনিয়া নিভৃতে।
দিব্য স্বর্ণ তোলা দুই দিল তাঁর হাতে॥
দেখ মাতা কৃষ্ণ এই দিলেন সম্বল।
ইহা ভাঙ্গাইয়া ব্যয় করহ সকল॥
এত বলি মহাপ্রভু চলিলা শয়নে।
পরম বিস্মিত হই আই মনে গণে॥
কোথা হৈতে সুবর্ণ আনয়ে বার বার।
পাছে কোন প্রমাদ জন্মায় আসি আর॥
যেই মাত্র সম্বল সঙ্কোচ হয় ঘরে।
সেই এই মত সোণা আনে বারে বারে॥
কিবা ধার করে কিবা কোন সিদ্ধি জানে।
কোনরূপে কার সোণা আনে বা কেমনে॥
মহা অকৈতব আই পরম উদার।
ভাঙ্গাইতে দিতেও ডরায় বার বার॥
দশঠাঞি পাঁচঠাঞি দেখাইয়া আগে।
লোকে দেখাইয়া আই ভাঙ্গায়েন তবে॥
হেন মতে মহাপ্রভু সর্ব্ব সিদ্ধেশ্বর।
গুপ্তভাবে আছে নবদ্বীপের ভিতর॥
না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক এক ক্ষণ।
পড়েন গোষ্ঠিতে যেন প্রত্যক্ষ মদন॥
ললাটে শোভয়ে উর্দ্ধ তিলক সুন্দর।
শিরে শ্রীচাঁচর কেশ সর্ব্ব মনোহর॥
স্কন্ধে উপবীত ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত।
হাস্যময় শ্রীমুখ প্রসন্ন দিব্য দন্ত॥
কিবা সে অদ্ভুত দুই কমল নয়ন।
কিবা সে অদ্ভুত শোভে ত্রিকচ্ছ বসন॥
যেই দেখে সেই একদৃষ্টে রূপ চায়।
হেন নাহি ধন্য ধন্য বলি যে না যায়॥
হেন সে অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেন ঠাকুর।
শুনিয়া গুরুর হয় সন্তোষ প্রচুর॥

সকল সভার মধ্যে আপনে ধরিয়া।
বসায়েন গুরু সর্ব্ব প্রধান করিয়া॥
গুরু বলে বাপ তুমি মন দিয়া পড়।
ভট্টাচার্য্য হৈবা তুমি বলিলাম দৃঢ়॥
প্রভু বলে তুমি আশীর্ব্বাদ কর যারে।
ভট্টাচার্য্য পদ কোন দুর্ল্লভ তাহারে॥
যাহারে যে জিজ্ঞাসেন শ্রীগৌরসুন্দর।
হেন নাহি পড়ুয়া যে দিবেক উত্তর॥
আপনি করেন তবে সূত্রের স্থাপন।
শেষে আপনার ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন॥
কেহ যদি কোন মতে না পারে স্থাপিতে।
তবে সেই ব্যাখ্যা প্রভু করেন সুরীতে॥
কিবা স্নানে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে।
নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে॥
এই মতে আছেন ঠাকুর বিদ্যারসে।
প্রকাশ না করে জগতের দিন দোষে॥
হরিভক্তিশূন্য হৈল সকল সংসার।
অসৎ সঙ্গ অসৎ পথ বহি নাহি আর॥
নানারূপে পুত্রাদির মহোৎসব করে।
দেহ গেহ ব্যতিরিক্ত আর নাহি স্ফুরে॥
মিথ্যা সুখে দেখি সব লোকের আদর।
বৈষ্ণবের গণ দুঃখ ভাবেন অন্তর॥
কৃষ্ণ বলি সর্ব্বগণে করেন ক্রন্দন।
এ সব জীবেরে কৃপা কর নারায়ণ॥
হেন দেহ পাইয়া কৃষ্ণে নাহি রতি।
কতকাল গিয়া আর ভুঞ্জিবে দুর্গতি॥
যে নর-শরীর লাগি দেবে কাম্য করে।
তাহা ব্যর্থ যায় মিথ্যা সুখেতে বিহরে॥
কৃষ্ণ-যাত্রা মহোৎসব পর্ব্ব নাহি করে।
বিবাহাদি কর্ম্মে সে আনন্দ করি মরে॥

তোমার সে জীব প্রভো তুমি ত রক্ষিতা।
কি বলিব আমরা তুমি সে সর্ব্ব পিতা॥
এইমত ভক্তগণ সভার কুশল।
চিন্তেন গায়েন কৃষ্ণচন্দ্রের মঙ্গল॥
এখন শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান।
সূত্ররূপে কহি কিছু মহিমা তাহান॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥
ইতি আদিখণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীনিত্যানন্দ চরিত।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির বন্ধু॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্রের জীবন ধন প্রাণ।
জয় শ্রীনিবাস গদাধরের নিধান॥
জয় জগন্নাথ-শচী-পুত্র বিশ্বম্ভর।
জয় জয় ভক্তবৃন্দ প্রিয় অনুচর॥
পূর্ব্বে প্রভু শ্রীঅনন্ত শ্রীচৈতন্য আজ্ঞায়।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন লীলায়॥
হাড়ো ওঝা নামে পিতা মাতা পদ্মাবতী।
একচাকা নামে গ্রাম গৌড়েশ্বর তথি॥
শিশু হইতে সুস্থির সুবুদ্ধি গুণবান।
জিনিয়া কন্দর্প কোটি লাবণ্যের ধাম॥
সেই হৈতে রাঢ়ে হইল সর্ব্ব সুমঙ্গল।
দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য দোষ খণ্ডিল সকল॥
যে দিনে জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র।
রাঢ়ে থাকি হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইল হুঙ্কারে।
মূর্চ্ছাগত হৈল যেন সকল সংসারে॥
কত লোক বলিলেক হইল বজ্রপাত।
কত লোক মানিলেক পরম উৎপাত॥
কত লোক বলিলেক জানিল কারণ।
গৌড়েশ্বর গোসাঞির হইল গর্জ্জন॥
এইমত সর্ব্ব লোক নানা কথা গায়।
নিত্যানন্দে কেহ নাহি চিনিল মায়ায়॥
হেনমতে আপনা লুকাই নিত্যানন্দ।
শিশুগণ সঙ্গে খেলা করেন আনন্দ॥
শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে।
শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বিনা আর নাহি স্ফুরে॥
দেবসভা করেন মিলিয়া শিশুগণে।
পৃথিবীর রূপে কেহ করে নিবেদনে॥
তবে পুথি লঞা সবে নদীতীরে যায়।
শিশুগণ মেলি স্তুতি করে উৰ্দ্ধরায়॥
কোন শিশু লুকাইয়া উৰ্দ্ধ করি বোলে।
জন্মিবাঙ গিয়া আমি মথুরা গোকুলে॥
কোন দিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া।
বসুদেব দৈবকীর করায়েন বিয়া॥
বন্দিঘর করিয়া অনন্ত নিশাভাগে।
কৃষ্ণ জন্ম করায়েন কেহ নাহি জাগে॥
গোকুল সৃজিয়া তথি আনেন কৃষ্ণেরে।
মহামায়া দিলা লঞা ভাণ্ডিলা কংসেরে॥
কোন শিশু সাজায়েন পুতনার রূপে।
কেহ স্তন পান করে উঠি তার বুকে॥
কোন দিন শিশু সঙ্গে নলখড়ি দিয়া।
শকট গড়িয়া তাহা ফেলেন ভাঙ্গিয়া॥
নিকটে বসয়ে যত গোয়ালার ঘরে।
অলক্ষিতে শিশু সঙ্গে গিয়া চুরি করে॥
তাঁরে ছাড়ি শিশুগণ নাহি যায় ঘরে।
রাত্রি দিন নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে॥
যাহার বালক তারা কিছু নাহি বলে।
সবে স্নেহ করিয়া রাখেন লঞা কোলে॥
সবে বলে না দেখি এমত কৃষ্ণ-খেলা।
কেমনে জানিল শিশু এত কৃষ্ণলীলা॥
কোন দিন পত্রের গড়িয়া নাগগণ।
জলে যায় লইয়া সকল শিশুগণ॥
ঝাপ দিয়া পড়ে কেহ অচেষ্ট হইয়া।
চৈতন্য করায় পাছে আপনি আসিয়া॥
কোন দিন তালবনে শিশুগণ লৈয়া।
শিশু সঙ্গে তাল খায় ধনুক মারিয়া॥
শিশু সঙ্গে গোষ্ঠে গিয়া নানা ক্রীড়া করে।
বক অঘ বৎস করিয়া তাহা মারে॥
বিকালে আইসে ঘর গোষ্ঠীর সহিতে।
শিশুগণ সঙ্গে শৃঙ্গ বাহিতে বাহিতে॥
কোন দিন করে গোবর্দ্ধন-ধারণ লীলা।
বৃন্দাবন রচি কোন দিন করে খেলা॥
কোন দিন করে গোপীর বসন হরণ।
কোন দিন করে যজ্ঞপত্নী দরশন॥
কোন শিশু নারদ কাচয়ে দাড়ি দিয়া।
কংস স্থানে মন্ত্র কহে নিভৃতে বসিয়া॥
কোন দিন কোন শিশু অক্রূরের বেশে।
লঞা যায় রাম কৃষ্ণ কংসের নিদেশে॥
আপনি যে গোপীভাবে করেন ক্রন্দন।
নদী বহে হেন সব দেখে শিশুগণ॥
বিষ্ণু-মায়া মোহে কেহ লখিতে না পারে।
নিত্যানন্দ সঙ্গে সব বালক বিহরে॥
মধুপুরী রচিয়া ভ্রমেণ শিশু সঙ্গে।
কেহ হয় মালি কেহ মালা পরে রঙ্গে॥

কুব্জা-বেশ করি গন্ধ পরে কারো স্থানে।
ধনুক ধরিয়া ভাঙ্গে করিয়া গর্জ্জনে॥
কুবলয় চানুর মুষ্টিক মল্ল মারি।
কংস করি কাহারে পাড়েন চুলে ধরি॥
কংস বধ করিয়া নাচয়ে শিশু সঙ্গে।
সর্ব্ব লোক দেখি হাসে বালকের রঙ্গে॥
এইমত যত যত অবতার লীলা।
সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা॥
কোন দিন নিত্যানন্দ হইয়া বামন।
বলিরাজা করি চলে তাহার ভবন॥
বৃদ্ধ কাচে শুক্ররূপে কেহ মানা করে।
ভিক্ষা লই চড়ে প্রভু শেষে তার শিরে॥
কোন দিন নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে।
বানরের রূপ সব শিশুগণে ধরে॥
ভেরাণ্ডার গাছ কাটি ফেলায়েন জলে।
শিশুগণ মেলি জয় রঘুনাথ বলে॥
শ্রীলক্ষ্মণ রূপ প্রভু ধরিয়া আপনে।
ধনু ধরি কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে॥
আরেরে বানরা মোর প্রভু দুঃখ পায়।
প্রাণ না লইমু যদি তবে ঝাট আয়॥
ঋষভ পর্ব্বতে মোর প্রভু পায় দুঃখ।
নারীগণ লৈয়া বেটা তুমি কর সুখ॥
কোন দিন ক্রুদ্ধ হয়ে পরশুরামেরে।
মোর দোষ নাহি বিপ্র পলাহ সত্বরে॥
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু হয় সেইরূপ।
বুঝিতে না পারে শিশু মানয়ে কৌতুক॥
পঞ্চ বানরের রূপে বুলে শিশুগণ।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসয়ে প্রভু লইয়া লক্ষ্মণ॥
কে তোরা বানর সব বুল বনে বনে।
আমি রঘুনাথ ভৃত্য বল মোর স্থানে॥
তারা বলে আমরা বালির ভয়ে বুলি।
দেখাও শ্রীরামচন্দ্র লই পদধূলী॥
তা সবারে কোলে করি আইসে লইয়া
শ্রীরাম চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া॥
ইন্দ্রজিত বধ লীলা কোন দিন করে।
কোন দিন আপনে লক্ষ্মণ ভাবে হারে॥
বিভীষণ করিয়া আনেন রাম স্থানে।
লঙ্কেশ্বর অভিষেক করেন তাহানে॥
কোন শিশু বলে মুঞি আইনু রাবণ।
শক্তিশেল হানি এই সম্বর লক্ষ্মণ॥
এত বলি পদ্মপুষ্প মারিল ফেলিয়া।
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু পড়িল ঢলিয়া॥
মূর্চ্ছিত হইলা প্রভু লক্ষ্মণের ভাবে।
জাগায়েন ছাওয়াল সব তবু নাহি জাগে॥
পরমার্থে ধাতু নাহি সকল শরীরে।
কান্দয়ে সকল শিশু হাত দিয়া শিরে॥
শুনি পিতা মাতা ধাই আইলা সত্বরে।
দেখয়ে পুত্রের ধাতু নাহিক শরীরে॥
মূর্চ্ছিত হইলা দোঁহে পড়িল ভূমিতে।
দেখি সর্ব্ব লোক আসি হইলা বিস্মিতে॥
সকল বৃত্তান্তে কহিলেন শিশুগণ।
কেহ বলে বুঝিলাম ভাবের কারণ॥
পূর্ব্বে দশরথ ভাবে এক নটবর।
রাম বনবাসী শুনি এড়েন কলেবর॥
কেহ বলে কাচ কাচিয়াছে এ ছাওয়াল।
হনুমান ঔষধ দিলে হইবেক ভাল॥
পূর্ব্বে প্রভু শিখাইয়া ছিলেন সবারে।
পড়িলে তোমরা বেড়ি কান্দহ আমারে॥
ক্ষণেক বিলম্বে পাঠাইহ হনুমান।
নাকে দিলে ঔষধ আসিবে মোর প্রাণ॥

নিজ ভাবে প্রভু মাত্র হইলা অচেতন।
দেখি বড় বিকল হৈলা শিশুগণ ॥
ছন্ন হইলেন সব শিক্ষা নাহি স্ফুরে।
উঠ ভাই বলি মাত্র কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
লোক মুখে শুনি কথা হইল স্মরণ।
হনূমান কাছে শিশু চলিল তখন ॥
আর এক শিশু পথে তপস্বীর বেশে।
ফল মূল দিয়া হনূমানেরে আশ্বাসে ॥
রহ বাপ ধন্য কর আমার আশ্রম।
বড় ভাগ্যে আসি মিলে তোমা হেন জন ॥
হনূমান বলে কার্য্য গৌরবে চলিব।
আসিবারে চাহি রহিবারে না পারিব ॥
শুনিয়াছ রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ।
শক্তিশেলে তাঁরে মূর্চ্ছা করিল রাবণ ॥
অতএব যাই আমি গন্ধমাদন।
ঔষধ আনিলে রহে তাঁহার জীবন ॥
তপস্বী বলয়ে যদি যাইবা নিশ্চয়।
স্নান করি কিছু খাই করহ বিজয় ॥
নিত্যানন্দ শিক্ষায় বালকে কথা কয়।
বিস্মিত হইয়া সর্ব্বলোকে রহি চায় ॥
তপস্বীর বোলে সরোবরে গেলা স্নানে।
জলে থাকি আর শিশু ধরিল চরণে ॥
কুম্ভীরের রূপ ধরি যায় জলে লঞা।
হনূমান শিশু আনে কুলেতে টানিয়া ॥
কতক্ষণে রণ করি জিনিয়া কুম্ভীর।
আসি দেখে হনূমান আর মহাবীর ॥
আর এক শিশু ধরি রাক্ষসের কাচ।
হনূমানে খাইবারে যায় তার পাছ ॥
কুম্ভীর জিনিলে মোরে জিনিবা কেমনে।
তোমা খাঙ তবে কে জীয়াবে লক্ষ্মণে ॥
হনূমান বলে তোর রাবণ কুকুর।
তারে নাহি বস্তু বুদ্ধি তুঞি পালা দূর ॥
এই মত দুই জনে হয় গালাগালি।
শেষে হয় চুলাচুলি তবে কিলাকিলি ॥
কতক্ষণ সে কৌতুক জিনিয়া রাক্ষস।
গন্ধমাদনে আসি হইলা প্রবেশ ॥
তঁহি গন্ধর্ব্বের বেশ ধরি শিশুগণ।
তা সবার সঙ্গে যুদ্ধ হয় কতক্ষণ ॥
যুদ্ধে পরাজয় করি গন্ধর্ব্বের গণ।
শির করি আনিলেন গন্ধমাদন ॥
আর এক শিশু তহি বৈদ্যরূপ ধরি।
ঔষধ দিলেন নাকে শ্রীরাম সঙরি ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু উঠিলা তখনে।
দেখি পিতা মাতা আদি হাসে সর্ব্বজনে ॥
কোলে করিলেন লঞা হাড়াই পণ্ডিত।
সকল বালক হইলেন হরষিত ॥
সবে বলে বাপ ইহা কোথায় শিখিলা।
হাসি বলে প্রভু মোর এ সকল লীলা ॥
প্রথম বয়সে প্রভু অতি সুকুমার।
কোল হৈতে কারো চিত্ত নাহি এড়িবার ॥
সর্ব্বলোক পুত্র হৈতে বড় স্নেহ বাসে।
চিনিতে না পারে কেহ বিষ্ণুমায়া বশে ॥
হেন মতে শিশুকাল হৈতে নিত্যানন্দ।
কৃষ্ণলীলা বিনা আর না করে আনন্দ ॥
পিতা মাতা গৃহ ছাড়ি সর্ব্ব শিশুগণ।
নিত্যানন্দ সংহতি বেড়ান সর্ব্বক্ষণ ॥
সে সব শিশুর পায়ে বহু নমস্কার।
নিত্যানন্দ সঙ্গে যার এমত বিহার ॥
এইমত ক্রীড়া করি নিত্যানন্দ রায়।
শিশু হৈতে কৃষ্ণলীলা আর নাহি ভায় ॥

অনন্তের লীলা কেবা পারে কহিবারে।
তাহান কৃপায় যেন মত স্ফুরে যারে॥
হেনমতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে॥
তীর্থ-যাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।
তবে শেষে আইলেন চৈতন্য গোচর॥
নিত্যানন্দ তীর্থ-যাত্রা শুন আদিখণ্ডে।
যে প্রভুরে নিন্দে দুষ্ট পাপীষ্ঠ পাষণ্ডে॥
যে প্রভু করিলা সর্ব্ব জগত উদ্ধার।
করুণা-সমুদ্র যাহা বহি নাহি আর॥
যাহার কৃপায় জানি চৈতন্যের তত্ত্ব।
যে প্রভুর দ্বারে ব্যক্ত চৈতন্য-মহত্ত্ব॥
শুন শ্রীচৈতন্য প্রিয়তমের কথন।
যেমতে করিলা তীর্থ-মণ্ডলী ভ্রমণ॥
প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর।
তবে বৈদ্যনাথ বনে গেলা একেশ্বর॥
গয়া গিয়া কাশী গেলা শিব-রাজধানী।
যঁহি ধারা বহে গঙ্গা উত্তরবাহিনী॥
গঙ্গা দেখি বড় সুখী নিত্যানন্দ রায়।
স্নান করে পান করে আর্ত্তি নাহি যায়॥
প্রয়াগে করিলা মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান।
তবে মথুরায় গেলা পূর্ব্ব জন্ম-স্থান॥
যমুনা-বিশ্রাম ঘাটে করি জলকেলি।
গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে বুলেন কুতূহলী॥
বৃন্দাবন আদি যত দ্বাদশ বন।
একে একে প্রভু সব করেন ভ্রমণ॥
গোকুলে নন্দের ঘর বসতি দেখিয়া।
বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া॥
তবে প্রভু মদনগোপাল নমস্করি।
চলিলা হস্তিনাপুর পাণ্ডবের পুরী॥
ভক্তস্থান দেখি প্রভু করেন ক্রন্দন।
না বুঝে তৈর্থিক ভক্তি-শূন্যের কারণ॥
বলরাম কীর্ত্তি দেখি হস্তিনানগরে।
ত্রাহি হলধর বলি নমস্কার করে॥
তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ।
সমুদ্রে করিলা স্নান হইলা আনন্দ॥
সিদ্ধপুর গেলা যথা কপিলের স্থান।
মৎস্য তীর্থে মহোৎসবে করিলা অন্নদান॥
শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী গেলা নিত্যানন্দ।
দেখি হাসে দুই গণে মহা মহা দ্বন্দ্ব॥
কুরুক্ষেত্রে পুণ্যোদক বিন্দু-সরোবর।
প্রভাসে গেলেন সুদর্শন তীর্থবর॥
ত্রিতকূপ মহাতীর্থ গেলেন বিশালা।
তবে ব্রহ্মতীর্থে চক্রতীর্থেতে চলিলা॥
প্রতিস্রোতা গেলা প্রভু প্রাচী সরস্বতী।
নৈমিষারণ্যে তবে গেলা মহামতি॥
তবে গেলা নিত্যানন্দ অযোধ্যা নগর।
রাম জন্মভূমি দেখি কান্দিল বিস্তর॥
তবে গেলা গুহক-চণ্ডাল-রাজ্য যথা।
মহামূর্চ্ছা নিত্যানন্দ পাইলেন তথা॥
গুহক চণ্ডালে মাত্র হইলা স্মরণ।
তিন দিন হইলা আনন্দে অচেতন॥
যে যে বনে আছিলা ঠাকুর রামচন্দ্র।
দেখিয়া বিরহে গড়ি যায় নিত্যানন্দ॥
তবে গেলা সরযূ কৌশিক মুনি স্থান।
তবে গেলা পৌলস্ত্য আশ্রম পুণ্যস্থান॥
গোমতী গণ্ডকী শোণ তীর্থে স্নান করি।
তবে গেলা মহেন্দ্র-পর্ব্বত-চূড়োপরি॥
পরশুরামেরে তথা করি নমস্কার।
তবে গেলা গঙ্গা-জন্মভূমি হরিদ্বার॥

পম্পা ভীমরথী গেলা সপ্ত গোদাবরী।
বেণুতীর্থে পিপাসায় মর্জ্জন আচরি ॥
কার্ত্তিক দেখিয়া নিত্যানন্দ মহামতি।
শ্রীপর্ব্বত গেলা যথা মহেশ-পার্ব্বতী ॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরূপে মহেশ-পার্ব্বতী।
সেই শ্রীপর্ব্বতে দোঁহে করেন বসতি ॥
নিজ ইষ্টদেব চিনিলেন দুই জন।
অবধৌতরূপে করে তীর্থ পর্য্যটন ॥
পরম সন্তোষে দোঁহে অতিথি দেখিয়া।
পাক করিলেন দেবী হরষিত হৈয়া ॥
পরম আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে।
হাসি নিত্যানন্দ দোঁহে করে নমস্কারে ॥
কি অন্তর কথা হৈল কৃষ্ণ সে জানেন।
তবে নিত্যানন্দ প্রভু দ্রাবিড়ে গেলেন ॥
দেখিয়া বেঙ্কটনাথ কাম-কোষ্ঠীপুরী।
কাঞ্চী-হরিদ্বার গিয়া গেলেন কাবেরী ॥
তবে গেলা শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্যস্থান।
তবে করিলেন হরিক্ষেত্রেরে পয়ান ॥
ঋষভ পর্ব্বতে গেলা দক্ষিণ-মথুরা।
কৃতমালা তাম্রপর্ণী যমুনা উত্তরা ॥
মলয় পর্ব্বত গেলা অগস্ত্য আলয়।
তাহারাও হৃষ্ট হৈলা দেখি মহাশয় ॥
তা সবার অতিথি হইলা নিত্যানন্দ।
বদরিকাশ্রমে গেলা পরম আনন্দ ॥
কতদিন নর-নারায়ণের আশ্রমে।
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম নির্জ্জনে ॥
তবে নন্দীগ্রামে গেলা ব্যাসের আলয়।
ব্যাস চিনিলেন বলরাম মহাশয় ॥
সাক্ষাত হইয়া ব্যাস আতিথ্য করিলা।
প্রভুও ব্যাসেরে দণ্ডপ্রণত হইলা ॥

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু বসিয়াছে বৌদ্ধগণ ॥
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহ উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে ॥
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া ॥
তবে প্রভু আইলেন কন্যকা-নগর।
দুর্গাদেবী দেখি গেলা দক্ষিণ-সাগর ॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা শ্রীঅনন্তপুরে।
তবে গেলা পঞ্চ-অপ্সরার সরোবরে ॥
গোকর্ণাখ্য গেলা প্রভু শিবের মন্দিরে।
কুলাচলে ত্রিগর্ত্তকে বুলে ঘরে ঘরে ॥
দ্বৈপায়নী আর্য্যা দেখি নিত্যানন্দ রায়।
নির্ব্বিন্ধ্যা পায়োষ্ণী তাপী ভ্রমেণ লীলায় ॥
রেমা মাহেস্বতী পুরী মল্লতীর্থ গেলা।
সপাবক দিয়া প্রভু প্রতীচী চলিলা ॥
এইমত অভয় পরমানন্দ রায়।
ভ্রমে নিত্যানন্দ ভয় নাহিক কাহায় ॥
নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ।
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে কে বুঝে সে রস ॥
এইমত নিত্যানন্দ প্রভুর ভ্রমণ।
দৈবে মাধবেন্দ্র-সহ হৈল দরশন ॥
মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময় কলেবর।
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর ॥
কৃষ্ণরস বিনু আর নাহিক আহার।
মাধবেন্দ্রপুরী-দেহে কৃষ্ণের বিকার ॥
যার শিষ্য মহাপ্রভু আচার্য্য গোঁসাই।
কি কহিব আর তাঁর প্রেমের বড়াই ॥
মাধবপুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ।
ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা হইল নিস্পন্দ ॥

নিত্যানন্দ দেখি মাত্র শ্রীমাধবপুরী।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈঞা আপনা পাসরি॥
ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।
শ্রীগৌরচন্দ্র কহিয়াছেন বার বার॥
দোঁহে মূর্চ্ছা হইলেন দোঁহা দরশনে।
কান্দয়ে ঈশ্বরপুরী আদি শিষ্যগণে॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি দুইজন।
অন্যান্যে গলা ধরি করেন ক্রন্দন॥
বালু গড়ি যায় দুই প্রভু প্রেমরসে।
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-প্রেমের আবেশে॥
প্রেমনদী বহে দুই প্রভুর নয়নে।
পৃথিবী হইল সিক্ত ধন্য হেন মানে॥
কম্প অশ্রু পুলক ভাবের অন্ত নাঞি।
দুই দেহে বিহরয়ে চৈতন্য গোসাঞি॥
নিত্যানন্দ বলে তীর্থ করিলাম যত।
সম্যক তাহার ফল পাইলাম তত॥
নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন॥
মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দ করি কোলে।
উত্তর না স্ফুরে রুদ্ধ-কণ্ঠ প্রেম-জলে॥
হেন প্রীত হইলেন মাধবেন্দ্রপুরী।
বক্ষ হৈতে নিত্যানন্দ বাহির না করি॥
ঈশ্বরপুরী ব্রহ্মানন্দপুরী আদি যত।
সর্ব্বশিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত॥
সবে যত মহাজন সম্ভাষা করেন।
কৃষ্ণ-প্রেম কাহার শরীরে না দেখেন॥
সবেই পায়েন দুঃখ জন সম্ভাষিয়া।
অতএব বন সবে ভ্রমেণ দেখিয়া॥
অন্যান্য সে সব দুঃখের হৈল নাশ।
অন্যান্য দেখি কৃষ্ণ-প্রেমের প্রকাশ॥

কত দিন নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র সঙ্গে।
ভ্রমেণ শ্রীকৃষ্ণ-কথা পরানন্দ রঙ্গে॥
মাধবেন্দ্র কথা অতি অদ্ভুত কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন॥
অহর্নিশ কৃষ্ণপ্রেম মদ্যপের প্রায়।
হাসে কান্দে হৈ হৈ করে হায় হায়॥
নিত্যানন্দ মহামত্ত গোবিন্দের রসে।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে অট্ট অট্ট হাসে॥
দোঁহার অদ্ভুত ভাব দেখি শিষ্যগণ।
নিরবধি হরি বলি করয়ে কীর্ত্তন॥
রাত্রি দিন কেহ নাহি জানে তত্ত্বরসে।
কত কাল যায় কেহ ক্ষণ নাহি বাসে॥
মাধবেন্দ্র সঙ্গে যত হইল আখ্যান।
কে জানয়ে তাহা কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ॥
মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ ছাড়িতে না পারে।
নিরবধি নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে॥
মাধবেন্দ্র বলে প্রেম না দেখিল কোথা।
সেই মোর সর্ব্বতীর্থ হেন প্রেম যথা॥
জানিল কৃষ্ণের কৃপা আছে আমার প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন-বন্ধু পাইনু সংহতি॥
যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ বৈকুণ্ঠাদি ময়॥
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইব কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে॥
এইমত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ প্রতি।
অহর্নিশ বলেন করেন রতি মতি॥
মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরু-বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়॥

এইমত অন্যান্যে দুই মহামতি।
কৃষ্ণ-প্রেমে না জানেন কোথা দিবা রাতি॥
কতদিন মাধবেন্দ্র সঙ্গে নিত্যানন্দ।
থাকিয়া চলিলা শেষে যথা সেতুবন্ধ॥
মাধবেন্দ্র চলিলা সরযূ দেখিবারে।
কৃষ্ণাবেশে কেহ নিজ দেহ নাহি স্মরে॥
অতএব জীবনের রক্ষা সে বিরহে।
বাহ্য থাকিলে কি সে বিচ্ছেদে প্রাণ রহে॥
নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র দুই দরশন।
যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণ-প্রেম-ধন॥
হেনমতে নিত্যানন্দ ভ্রমে প্রেমরসে।
সেতুবন্ধে আইলেন কতক দিবসে॥
ধনু তীর্থে স্নান করি গেলা রামেশ্বর।
তবে প্রভু আইলেন বিজয়ানগর॥
মায়াপুরী অবন্তী দেখিয়া গোদাবরী।
আইলেন জিওড়-নৃসিংহ দেবপুরী॥
ত্রিমল্ল দেখিয়া কূর্ম্মনাথ পুণ্যস্থান।
শেষে নীলাচল-চন্দ্র দেখিতে পয়ান॥
আইলেন নীলাচল-চন্দ্রের নগরে।
ধ্বজ দেখি মাত্র মূর্চ্ছা হইলা শরীরে॥
দেখিলেন চতুর্ব্বূহ রূপ জগন্নাথ।
প্রকট পরমানন্দ ভক্তবর্গ সাথ॥
দেখি মাত্র হইলেন পুলকে মূর্চ্ছিতে।
পুনঃ বাহ্য হয় পুনঃ পড়ে পৃথিবীতে॥
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু আছাড় হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার॥
এইমত নিত্যানন্দ থাকি নীলাচলে।
দেখি গঙ্গাসাগর আইলা কুতূহলে॥
তাঁর তীর্থযাত্রা সব কে পারে কহিতে।
কিছু লিখিলাম মাত্র তাঁর কৃপা হৈতে॥

এইমত তীর্থ ভ্রমি নিত্যানন্দ রায়।
পুনর্ব্বার আসিয়া মিলিলা মথুরায়॥
নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি।
কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবা রাতি॥
আহার নাহিক কদাচিত দুগ্ধ পান।
সেহ অযাচিত যদি কেহ করে দান॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্তভাবে।
ইহা নিত্যানন্দ স্বরূপের মনে জাগে॥
আপন ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিব যবে।
আমি গিয়া করিমু আপন সেবা তবে॥
এই মানসিক করি নিত্যানন্দ রায়।
মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায়॥
নিরবধি বিহরয়ে কালিন্দীর জলে।
শিশু সঙ্গে বৃন্দাবনে ধূলা খেলা খেলে॥
যদ্যপিও নিত্যানন্দ ধরে সর্ব্বশক্তি।
তথাপিও কারে দিতে না পারেন ভক্তি॥
যবে গৌরচন্দ্র প্রভু করিব প্রকাশ।
তাঁহার আজ্ঞায় ভক্তি দানের বিলাস॥
কেহ কিছু না করে চৈতন্য-আজ্ঞা বিনে।
ইহাতে অল্পতা নাহি পায় প্রভুগণে॥
কি অনন্ত কিবা শিব অজাদি দেবতা।
চৈতন্য-আজ্ঞায় হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা॥
ইহাতে যে পাপীগণ মনে দুঃখ পায়।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্ব্বথায়॥
সাক্ষাতেই দেখ সবে এই ত্রিভুবনে।
নিত্যানন্দ দ্বারা পাইলেন প্রেমধনে॥
চৈতন্যের আদি ভক্ত নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের রস বৈসে যাঁহার জিহ্বায়॥
অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কয়।
তাঁরে ভজিলে সে চৈতন্যে ভক্তি হয়॥

আদিদেব জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য মহিমা স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
চৈতন্য কৃপায় হয় নিত্যানন্দে রতি।
নিত্যানন্দ জানিলে আপদ যায় কতি॥
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥
কেহ বলে নিত্যানন্দ যেন বলরাম।
কেহ বলে চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম॥
কিবা যতী নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তবু সেই পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে॥
কোন চৈতন্যের লোক নিত্যানন্দ প্রতি।
মন্দ বলে হেন দেখ সে কেবল স্তুতি॥
নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব সকল।
তবে সে কলহ দেখ সব কুতূহল॥
ইথে এক জনের হইয়া পক্ষ সে।
অন্য জনে নিন্দা করে ক্ষয় যায় সে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপে সে নিন্দা না লওয়ায়।
তার পথে থাকিলে সে গৌরচন্দ্র পায়॥
হেন দিন হৈব কি চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ॥
সর্ব্বভাবে স্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ।
তাঁর হইয়া ভজি যেন প্রভু গৌরচন্দ্র॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের স্থানে ভাগবত।
জন্মে জন্মে পড়িবাঙ এই অভিমত॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র।
দিলাও মিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ॥
তথাপিও এই কৃপা কর মহাশয়।
তোমাতে তাহাতে যেন চিত্ত বিত্ত রয়॥
তোমার পরম ভক্ত নিত্যানন্দ রায়।
বিনা তুমি দিলে তাঁরে কেহ নাহি পায়॥
বৃন্দাবন আদি করি ভ্রমে নিত্যানন্দ।
যাবত না আপনে প্রকাশে গৌরচন্দ্র॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের তীর্থ পর্য্যটন।
যেহ ইহা শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি আদিখণ্ডে শ্রীনিতাইচাঁদ বাল্যলীলা তীর্থযাত্রা কথনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

নবম অধ্যায়।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম বিবাহ।

জয় জয় গৌরচন্দ্র মহামহেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় নিত্য কলেবর॥
জয় শ্রীগোবিন্দ দ্বারপালকের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥
জয় জয় জগন্নাথ-পুত্র বিপ্ররাজ।
জয় হউ তোর যত শ্রীভক্ত সমাজ॥
জয় জয় কৃপাসিন্ধু কমললোচন।
হেন কৃপা কর তোর যশে রহু মন॥
আদিখণ্ডে শুন ভাই চৈতন্যের কথা।
বিদ্যার বিলাস প্রভু করিলেন যথা॥
হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
রাত্রি দিন বিদ্যারসে নাহি অবসর॥
উষাকালে সন্ধ্যা করি ত্রিদশের নাথ।
পড়িতে চলেন সর্ব্ব শিষ্যগণ সাথ॥

আসিয়া বৈসেন গঙ্গাদাসের সভায়।
পক্ষ প্রতিপক্ষ প্রভু করেন সদায়॥
প্রভু স্থানে পুথি নাহি চিন্তয়ে যে জন।
তাহারে সে প্রভু কদর্থেন অনুক্ষণ॥
পড়িয়া বসেন প্রভু পুথি চিন্তাইতে।
যার যত গণ লৈয়া বৈসে নানা ভিতে॥
না চিন্তে মুরারি গুপ্ত পুথি প্রভু স্থানে।
অতএব প্রভু কিছু চালয়ে তাহানে॥
যোগপট্ট ছাঁদে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বৈসেন সভার মধ্যে করি বীরাসন॥
চন্দনের শোভে ঊর্দ্ধ তিলক সুভাতি।
মুকুতা গঞ্জয়ে শ্রীদশনের জ্যোতিঃ॥
গৌরাঙ্গসুন্দর বেশ মদনমোহন।
ষোড়শ বৎসর প্রভু প্রথমযৌবন॥
বৃহস্পতি জিনিয়া পাণ্ডিত্য পরকাশ।
স্বতন্ত্রয়ে পুথি চিন্তে তারে করে হাস॥
প্রভু বলে ইথে আছে কোন বড় জন।
আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন॥
সন্ধি কার্য্য না জানিয়া কোন কোন জনা।
আপনে চিন্তয়ে পুথি প্রবোধে আপনা॥
অহঙ্কার করি লোক ভালে মূর্খ হয়।
যেবা জানে তার ঠাঞি পুথি না চিন্তয়॥
শুনয়ে মুরারি গুপ্ত আটোপ টঙ্কার।
না বলয়ে কিছু কার্য্য করে আপনার॥
তথাপিও প্রভু তারে চালেন সদায়।
সেবক দেখিয়া বড় সুখী দ্বিজরায়॥
প্রভু বলে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী কর দড়॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি।
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥
মনে মনে চিন্ত তুমি কে বুঝিবে ইহা।
ঘরে যাহ তুমি রোগী দৃঢ় কর গিয়া॥
রুদ্র অংশ মুরারি পরম খরতর।
তথাপি নহিল ক্রোধ দেখি বিশ্বম্ভর॥
প্রত্যুত্তর দিলে কেনে বড়ত ঠাকুর।
সবারেই চাল দেখি গর্ব্বহ প্রচুর॥
সূত্রবৃত্তি পাঁজি টীকা কত হেন কর।
আমা জিজ্ঞাসিয়া কিনা পাইলে উত্তর॥
বিনা জিজ্ঞাসিয়া বল কি জানিস তুঞি।
ঠাকুর ব্রাহ্মণ তুমি কি বলিব মুঞি॥
প্রভু বলে ব্যাখ্যা কর আজি যে পড়িলা।
ব্যাখ্যা করে গুপ্ত প্রভু খণ্ডিতে লাগিলা॥
গুপ্ত বলে এক অর্থ প্রভু বলে আর।
প্রভু ভৃত্যে কেহ কারে নারে জিনিবার॥
প্রভুর প্রভাবে গুপ্ত পরম পণ্ডিত।
মুরারির ব্যাখ্যা শুনি হন হরষিত॥
সন্তোষে দিলেন তার অঙ্গে পদ্মহস্ত।
মুরারির দেহ হৈল আনন্দ সমস্ত॥
চিন্তয়ে মুরারি গুপ্ত আপন হৃদয়।
প্রাকৃত মনুষ্য কভু এ পুরুষ নয়॥
এতাদৃশ পাণ্ডিত্য কি মনুষ্যের হয়।
হস্তস্পর্শে দেহ হৈল পরানন্দময়॥
চিন্তিলে ইহার স্থানে কিছু লজ্জা নাঞি।
এমত সুবুদ্ধি সর্ব্ব নবদ্বীপে নাঞি॥
সন্তোষিত হইয়া বলেন বৈদ্যবর।
চিন্তিব তোমার স্থানে শুন বিশ্বম্ভর॥
ঠাকুর সেবকে এই মত করি রঙ্গ।
গঙ্গাস্নানে চলিলেন লৈয়া সব সঙ্গ॥
গঙ্গাস্নান করিয়া চলিলা প্রভু ঘরে।
এইমত বিদ্যারসে ঈশ্বর বিহরে॥

মুকুন্দ সঞ্জয় বড় মহা-ভাগ্যবান।
যাহার আলয় বিদ্যা-বিলাসের স্থান ॥
তাহার পুত্রেরে প্রভু আপনে পড়ায়।
তাহারাও তাঁর প্রতি ভক্ত সর্ব্বথায় ॥
বড় চণ্ডীমণ্ডপ আছয়ে তার ঘরে।
চতুর্দ্দিকে বিস্তর পড়ুয়া তায় ধরে ॥
গোষ্ঠি করি তাহাই পড়ান দ্বিজরাজ।
সেই স্থানে গৌরাঙ্গের বিদ্যার সমাজ ॥
কতরূপে ব্যাখ্যা করে কত বা খণ্ডন।
অধ্যাপক প্রতি সে আক্ষেপ সর্ব্বক্ষণ ॥
প্রভু কহে সন্ধি কার্য্য নাহিক যাহার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার ॥
হেন জন দেখি ফাকি বলুক আমার।
তবে জানি ভট্ট মিশ্র পদবী সবার ॥
এই মত বৈকুণ্ঠনায়ক বিদ্যারসে।
ক্রীড়া করে চিনিতে না পারে কোন দাসে ॥
কিছুমাত্র দেখি আই পুত্রের যৌবন।
বিবাহের কার্য্য মনে চিন্তে অনুক্ষণ ॥
দৈবে সেই নবদ্বীপে এক সুব্রাহ্মণ।
বল্লভ আচার্য্য নাম জনকের সম ॥
তার কন্যা আছে যেন লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
নিরবধি বিপ্র তার চিন্তে যোগ্যপতি ॥
দৈবে লক্ষ্মী একদিন গেলা গঙ্গাস্নানে।
গৌরচন্দ্র হেনই সময়ে সেই খানে ॥
নিজ লক্ষ্মী চিনিয়া হাসিলা গৌরচন্দ্র।
লক্ষ্মীও বন্দিলা মনে প্রভু পদদ্বন্দ্ব ॥
হেনমতে দোঁহা চিনি দোঁহা ঘর গেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের খেলা ॥
ঈশ্বর-ইচ্ছায় বিপ্র বনমালী নাম।
সেই দিন গেলা তিঁহো শচীদেবী-স্থান ॥

নমস্করি আইরে বসিল দ্বিজবর।
আসন দিলেন আই করিয়া আদর ॥
আইরে বলেন তবে বনমালী আচার্য্য।
পুত্র বিবাহের কেন না চিন্তহ কার্য্য ॥
বল্লভ আচার্য্য কুলে শীলে সদাচারে।
নির্দ্দোষে বৈসেন নবদ্বীপের ভিতরে ॥
তার কন্যা লক্ষ্মী প্রায় রূপে শীলে মানে।
সে সম্বন্ধ কর যদি ইচ্ছা হয় মনে ॥
আই বলে পিতৃহীন বালক আমার।
জীউক পড়ুক আগে তবে কার্য্য আর ॥
আইর কথায় বিপ্র রস না পাইয়া।
চলিলেন বিপ্র কিছু দুঃখিত হইয়া ॥
দৈবে পথে দেখা হৈল গৌরচন্দ্র সঙ্গে।
তারে দেখি আলিঙ্গন কৈল প্রভু রঙ্গে ॥
প্রভু বলে কহ গিয়াছিলে কোন ভিতে।
দ্বিজ বলে তোমার জননী সম্ভাষিতে ॥
তোমার বিবাহ লাগি বলিলাম তানে।
না জানি শুনিয়া শ্রদ্ধা না করিল কেনে ॥
শুনি তার বচন ঈশ্বর মৌন হৈলা।
হাসি তারে সম্ভাষিয়া মন্দিরে আইলা ॥
জননীরে হাসিয়া বলেন সেইক্ষণে।
আচার্য্যেরে সম্ভাষা না করিলা কেনে ॥
পুত্রের ইঙ্গিত পাই শচী হরষিতা।
আর দিনে বিপ্রে আনি কহিলেন কথা ॥
শচী বলে বিপ্র কালি যে কহিলা তুমি
শীঘ্র তাহা করহ বলিল এই আমি ॥
আইর চরণ-ধূলী লইয়া ব্রাহ্মণ।
সেইক্ষণে চলিলেন বল্লভ-ভবন ॥
বল্লভ আচার্য্য দেখি সম্ভ্রমে তাহানে।
বহুমান করি বসাইলেন আসনে ॥

আচার্য্য বলেন শুন আমার বচন।
কন্যা বিবাহের এবে কর সুলগন॥
মিশ্র পুরন্দর পুত্র নাম বিশ্বম্ভর।
পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের সাগর॥
তোমার কন্যার যোগ্য সেই মহাশয়।
কহিলাম এই কর যদি চিত্ত লয়॥
শুনিয়া বল্লভাচার্য্য বলেন হরিষে।
স হেন কন্যার পতি মিলি ভাগ্যবশে॥
কৃষ্ণ যদি সুপ্রসন্ন হয়েন আমারে।
অথবা কমলা গৌরী সন্তুষ্ট কন্যারে॥
তবে সে সে হেন আসি মিলিবে জামতা।
অবিলম্বে তুমি ইহা করহ সর্ব্বথা॥
সবে এক বচন বলিতে লজ্জা পাই।
আমি সে নির্ধন কিছু দিতে শক্তি নাই॥
কন্যা মাত্র দিব পঞ্চ হরিতকী দিয়া।
এই আজ্ঞা সবে তুমি আনিবে মাগিয়া॥
বল্লভ মিশ্রের বাক্য শুনিয়া আচার্য্য।
সন্তোষে আইলা সিদ্ধি করি সব কার্য্য॥
সিদ্ধি কথা আসিয়া কহিলা আই স্থানে।
সকল হইল কার্য্য কর শুভক্ষণে॥
আপ্ত লোক শুনি সবে হরষিত হৈলা।
সবেই উদ্যোগ আসি করিতে লাগিলা॥
অধিবাস লগ্ন করিলেন শুভ দিনে।
নৃত্য গীত নানা বাদ্য গায় নটগণে॥
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ করে বেদধ্বনি।
মধ্যে চন্দ্র সম বসিলেন দ্বিজমণি॥
ঈশ্বরের গন্ধমালা দিয়া শুভক্ষণে।
অধিবাস করিলেন আত্মবর্গগণে॥
দিব্য গন্ধ চন্দন তাম্বুল মালা দিয়া।
ব্রাহ্মণগণেরে তুষিলেন হৃষ্ট হৈয়া॥

বল্লভ আচার্য্য আসি যথাবিধি রূপে।
অধিবাস করাইয়া গেলেন কৌতুকে॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু করি স্নান দান।
পিতৃগণে পূজিলেন করিয়া সম্মান॥
নৃত্য গীতে বাদ্যে মহা উঠিল মঙ্গল॥
চতুর্দ্দিকে লেহ দেহ শুনি কোলাহল॥
কত বা মিলিল আসি পতিব্রতাগণ।
কতেক বা ইষ্ট মিত্র ব্রাহ্মণ সজ্জন॥
খই কলা সিন্দুর তাম্বুল তৈল দিয়া।
স্ত্রীগণেরে আই তুষিলেন হর্ষ হঞা॥
দেবগণ দেব-বধূগণ নররূপে।
প্রভুর বিবাহে আসিয়াছেন কৌতুকে।
বল্লভ আচার্য্য এই মত বিধি ক্রমে।
করিলেন দেব-পিতৃ-কার্য্য হর্ষ মনে॥
তবে প্রভু শুভক্ষণে গোধুলি সময়ে।
যাত্রা করি আইলেন মিশ্রের আলয়ে॥
প্রভু আইলেন মাত্র মিশ্র গোষ্ঠী সনে।
আনন্দ সাগরে মগ্ন হৈলা সবে মনে॥
সম্ভ্রমে আসন দিয়া যথাবিধিরূপে।
জামাতারে বসাইলা পরম কৌতুকে।
শেষে সর্ব্ব অলঙ্কারে করিয়া ভূষিত।
লক্ষ্মী কন্যা আনিলেন প্রভুর সমীপ॥
হরিধ্বনি সর্ব্বলোকে লাগিলা করিতে।
তুলিলেন সবে লক্ষ্মী পৃথিবী হইতে॥
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি সপ্তবার।
যোড় হস্তে রহিলেন করি নমস্কার॥
তবে শেষে হৈল পুষ্পমালা ফেলাফেলী।
লক্ষ্মী নারায়ণ দোঁহে মহা কুতূহলী॥
দিব্য মালা দিয়া লক্ষ্মী প্রভুর চরণে।
নমস্করি করিলেন আত্ম সমর্পণে॥

সর্ব্ব দিকে মহা জয় জয় হরিধ্বনি।
উঠিল পরমানন্দ আর নাহি শুনি॥
হেনমতে শ্রীমুখচন্দ্রিকা করি রসে।
বসিলেন প্রভু লক্ষ্মী করি বাম পাশে॥
প্রথম বয়স প্রভু জিনিয়া মদন।
বাম পাশে লক্ষ্মী বসিলেন সেইক্ষণ॥
কি শোভা কি সুখ সে হইল মিশ্র ঘরে।
কোন্ জন তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে॥
তবে শেষে বল্লভ করিতে কন্যাদান।
বসিলেন যে হেন ভীষ্মক বিদ্যমান॥
যে চরণে পাদ্য দিয়া শঙ্কর ব্রহ্মার।
জগত সৃজিতে শক্তি হইল সবার॥
হেন পাদপদ্মে পাদ্য দিলা বিপ্রবর।
বস্ত্র মাল্য চন্দনে ভূষিয়া কলেবর॥
যথাবিধি রূপে কন্যা করি সমর্পণ।
আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলা ব্রাহ্মণ॥
তবে যত কিছু কুল ব্যবহার আছে।
পতিব্রতাগণ তাহা করিলেন পাছে॥
সে রাত্রি তথায় থাকি তবে আর দিনে।
নিজ গৃহে আইলা মহাপ্রভু লক্ষ্মী সনে॥
লক্ষ্মীর সহিত প্রভু চড়িয়া দোলায়।
আইসেন দেখিতে সকল লোক ধায়॥
গন্ধ মাল্য অলঙ্কার মুকুট চন্দন।
কজ্জলে উজ্জ্বল দুই লক্ষ্মী নারায়ণ॥
সর্ব্ব লোক দেখি মাত্র ধন্য ধন্য বলে।
বিশেষে স্ত্রীগণ অতি পড়িলেন ভোলে॥
কতকাল এ ধা ভাগ্যবতী হরগৌরী।
নিষ্কপটে সেবিলেন কত ভক্তি করি॥
অল্প ভাগ্যে কন্যার কি হেন স্বামী মিলে।
এই হরগৌরী হেন বুঝি কেহ বলে॥
কেহ বলে ইন্দ্রশচী রতি বা মদন।
কোন নারী বলে এই লক্ষ্মীনারায়ণ॥
কোন নারীগণ বলে যেন সীতারাম।
দোলাপরি শোভিয়াছে অতি অনুপম॥
এই মত নানারূপ বলে নারীগণে।
শুভ দৃষ্টে সবে দেখে লক্ষ্মী-নারায়ণে॥
হেনমতে নৃত্য গীতে বাদ্য কোলাহলে।
নিজ গৃহে প্রভু আইলেন সন্ধ্যাকালে॥
তবে শচীদেবী বিপ্র পত্নীগণ লঞা।
পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন হৃষ্ট হঞা॥
দ্বিজ আদি যত জাতি নট বাজনীয়া।
সবারে তুষিলা ধন বস্ত্র বাক্য দিয়া॥
যে শুনয়ে প্রভুর বিবাহ পুণ্য কথা।
তাহার সংসার বন্ধ না হয় সর্ব্বথা॥
প্রভু পার্শ্বে লক্ষ্মীর হইল অবসান।
শচী-গৃহে হইল পরম জ্যোতিঃধাম॥
নিরবধি দেখে শচী কি ঘর বাহিরে।
পরম অদ্ভুত রূপ লিখিতে না পারে॥
কখন পুত্রের পাশে দেখে অগ্নিশিখা।
উলটিয়া চাহিতে না পায় আর দেখা॥
কমল পুষ্পের গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে পায়।
পরম বিস্মিত আই চিন্তেন সদায়॥
আই চিন্তে বুঝিলাম কারণ ইহার।
এ কন্যায় অধিষ্ঠান আছে কমলার॥
অতএব জ্যোতিঃ দেখি পদ্মগন্ধ পাই।
পূর্ব্ব প্রায় দারিদ্র্য দুঃখ তত নাই॥
এই লক্ষ্মীবধূ আসি গৃহে প্রবেশিলে।
কোথা হৈতে না জানি আসিয়া সব মিলে॥
এইরূপ নানামত কথা আই কয়।
ব্যক্ত হইয়াও প্রভু ব্যক্ত নাহি হয়॥

ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কার।
কিরূপে করেন কোন কালের বিহার॥
ঈশ্বরেও আপনারে না জানায়ে যবে।
লক্ষ্মীও জানিতে শক্তি না ধরেন তবে॥
এই সব শাস্ত্রে বেদে পুরাণে বাখানে।
যারে তান কৃপা হয় সেই জানে তানে॥
এই মতে গুপ্ত ভাবে আছে দ্বিজরাজ।
অধ্যয়ন বিনা আর নাহি কোন কাজ॥
জিনিয়া কন্দর্প কোটী রূপ মনোহর।
প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্য সুন্দর॥
আজানুলম্বিত ভুজ কমল-নয়ন।
অধরে তাম্বুল দিব্য বাস পরিধান॥
সর্ব্বদায় পরিহাস মূর্ত্তি বিদ্যাবলে।
সহস্র পড়ুয়া সঙ্গে যবে প্রভু চলে॥
সর্ব্ব নবদ্বীপ ভ্রমে নবদ্বীপ-পতি।
পুস্তকের রূপে করে প্রিয়া সরস্বতী॥
নবদ্বীপে হেন নাহি পণ্ডিতের নাম।
যে আসিয়া বুঝিবেক প্রভুর ব্যাখ্যান॥
সবে এক গঙ্গাদাস মহা ভাগ্যবান।
যার ঠাঞি প্রভু করে বিদ্যার আদান॥
সকল সংসার দেখি বলে ধন্য ধন্য।
এ নন্দন যাহার তাহার কোন দৈন্য॥
যতেক প্রকৃতি দেখে মদন সমান।
পাষণ্ডী দেখয়ে যেন যম বিদ্যমান॥
পণ্ডিত সকল দেখে যেন বৃহস্পতি।
এই মত দেখে সবে যার যেন মতি॥
দেখি বিশ্বম্ভর রূপ সকল বৈষ্ণব।
হরিষ বিষাদ হই মনে ভাবে সব॥
হেন দিব্য শরীরে না হয় কৃষ্ণ-রস।
কি করিবে বিদ্যায় হইলে কালবশ॥

মোহিত বৈষ্ণব সব প্রভুর মায়ায়।
দেখিয়াও তবু কেহ দেখিতে না পায়॥
সাক্ষাতেও প্রভু দেখি কেহ কেহ বলে।
কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা ভোলে॥
শুনিয়া হাসেন প্রভু সেবকের বাক্য।
প্রভু বলে তোমরা শিক্ষাও মোর ভাগ্য॥
হেনমতে প্রভু গোঙায়েন বিদ্যারসে।
সেবকে চিনিতে নারে অন্য জন কিসে॥
চতুর্দ্দিগ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
চাটীগ্রাম-নিবাসীও অনেক তথায়।
পড়েন বৈষ্ণব সব রহেন গঙ্গায়॥
সবেই জন্মিয়াছেন প্রভুর আজ্ঞায়।
সবেই বিরক্ত কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বথায়॥
অন্যান্যে মিলি সবে পড়িয়া শুনিয়া।
করেন গোবিন্দ-চর্চ্চা নিভৃতে বসিয়া॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত।
মুকুন্দের গানে দ্রবে সকল মহান্ত॥
বিকাল হইলে আসি ভাগবতগণ।
অদ্বৈত সভায় সবে হয়েন মিলন॥
যেইমাত্র মুকুন্দ গায়েন কৃষ্ণগীত।
হেন নাহি জানি কেবা পড়ে কোন ভীত॥
কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নৃত্য করে।
গড়াগড়ি যায় কেহ বস্ত্র না সম্বরে॥
হুঙ্কার করয়ে কেহ মালসাট মারে।
কেহ গিয়া মুকুন্দের দুই পায়ে ধরে॥
এই মতে উঠয়ে পরমানন্দ সুখ।
না জানে বৈষ্ণব সব আর কোন দুঃখ॥
প্রভুও মুকুন্দ প্রতি বড় সুখী মনে।
দেখিলেই মুকুন্দেরে ধরেন আপনে॥

প্রভু জিজ্ঞাসেন ফাকি বাখানে মুকুন্দ।
প্রভু বলে কিছু নহে বড় লাগে ধন্দ॥
মুকুন্দ পণ্ডিত বড় প্রভুর প্রভাবে।
পক্ষ প্রতিপক্ষ করি প্রভু সনে লাগে॥
এইমত প্রভু নিজ সেবক চিনিয়া।
জিজ্ঞাসেন ফাকি সবে যায়েন হারিয়া॥
শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাকি জিজ্ঞাসেন।
মিথ্যা বাক্য ব্যয় ভয়ে সবে পলায়েন॥
সহজে বিরক্ত সবে শ্রীকৃষ্ণের রসে।
কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা বিনু আর কিছু নাহি বাসে॥
দেখিলেই প্রভু মাত্র ফাকি সে জিজ্ঞাসে।
প্রবোধিতে নারে কেহ হাসে উপহাসে॥
যদি কেহ দেখে প্রভু আইসেন দূরে।
সবে পলায়েন ফাকি জিজ্ঞাসের ডরে॥
কৃষ্ণ-কথা শুনিতেই সবে ভালবাসে।
ফাকি বিনু প্রভু কৃষ্ণ-কথা না জিজ্ঞাসে॥
রাজপথে প্রভু আইসেন একদিন।
পড়ুয়ার সঙ্গে মহা উদ্ধতের চিন॥
মুকুন্দ যায়েন গঙ্গা-স্নান করিবারে।
প্রভু দেখে আড়ে পলাইলা কত দূরে॥
দেখি প্রভু জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের স্থানে।
এ বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে॥
গোবিন্দ বলেন আমি না জানি পণ্ডিত।
আর কোন কার্য্যে বা চলিল কোন ভিত॥
প্রভু বলে জানিলাম যে লাগি পলায়।
বহির্ম্মুখ সম্ভাষা করিতে না জুয়ায়॥
এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র।
পাঁজি বৃত্তি টীকা আমি বাখানি যে মাত্র॥
আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন।
অতএব আমা দেখি করে পলায়ন॥

সন্তোষে পাড়েন গালি প্রভু মুকুন্দেরে।
ব্যপদেশে প্রকাশ করেন আপনারে॥
প্রভু বলে আরে বেটা কত দিন থাক।
পলাইলে কোথা মোর এড়াইবে পাক॥
হাসি বলে প্রভু আগে পড় কত দিন।
তবে সে দেখিবে মোর বৈষ্ণবের চিন॥
এমন বৈষ্ণব মুঞি হইমু সংসারে।
অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥
শুন ভাই সব এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইব মুঞি সর্ব্ব বিলক্ষণ॥
আমারে দেখিয়া এবে যে সব পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণ-কীর্ত্তি গায়॥
এতেক বলিয়া প্রভু চলিলা হাসিতে।
ঘরে গেলা নিজ শিষ্যগণের সহিতে॥
এইমত রঙ্গ করে বিশ্বম্ভর রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥
হেনমতে ভক্তগণে নদীয়ায় বৈসে।
সকল নদীয়া মত্ত ধন পুত্র রসে॥
শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস।
কেহ বলে সব পেট পুষিবার আশ॥
কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
উদ্ধতের প্রায় নৃত্য কোন ব্যবহার॥
কেহ বলে কতরূপ পড়িল ভাগবত।
নাচিব কাঁদিব হেন না দেখিল পথ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত চারি ভাইর লাগিয়া।
নিদ্রা নাই যাই ভাই ভোজন করিয়া॥
ধীরে ধীরে কৃষ্ণ বলিলে কি পুণ্য নহে।
নাচিলে গাইলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে॥
এইমত যত পাপ পাষণ্ডীর গণ।
দেখিলেই বৈষ্ণব করেন সংকথন॥

শুনিলা বৈষ্ণব সব মহাতুঃখ পায়।
কৃষ্ণ বলি সবেই কাঁদেন উর্দ্ধরায়॥
কতদিনে এ সব তুঃখের হইবে নাশ।
জগতেরে কৃষ্ণচন্দ্র করহ প্রকাশ॥
সকল বৈষ্ণব মিলি অদ্বৈতের স্থানে।
পাষণ্ডীর বচন করেন নিবেদনে॥
শুনিয়া অদ্বৈত হন রুদ্র অবতার।
সংহারিমু সব বলি করয়ে হুঙ্কার॥
আসিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর।
দেখিবা কি হয় এই নদীয়া ভিতর॥
করাইমু কৃষ্ণ সর্ব্ব নয়নগোচর।
তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
আর দিন কত গিয়া থাক ভাই সব।
এথাই দেখিবা সব কৃষ্ণ অনুভব॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি ভাগবতগণ।
তুঃখ পাসরিয়া সবে করেন কীর্ত্তন॥
উঠিল কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল।
অদ্বৈত সহিত সবে হইলা বিহ্বল॥
পাষণ্ডীর বাক্য-জ্বালা সব গেল দূর।
এই মত পুলকিত নবদ্বীপপুর॥
অধ্যয়ন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
নিরবধি জননীর আনন্দ বাড়ায়॥
হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী।
আইলেন অতি অলক্ষিত বেশ ধরি॥
কৃষ্ণরসে পরম বিহ্বল মহাশয়।
একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি দয়াময়॥
তার বেশে তারে কেহ চিনিতে না পারে।
দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত-মন্দিরে॥
যেখানে অদ্বৈত সেবা করেন বসিয়া।
সম্মুখে বসিলা বড় সঙ্কোচিত হইয়া॥

বৈষ্ণবের তেজঃ বৈষ্ণবেরে না লুকায়।
পুনঃ পুনঃ অদ্বৈত তাহার পানে চায়॥
অদ্বৈত বলেন বাপ তুমি কোন জন।
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী তুমি হেন লয় মন॥
বলেন ঈশ্বরপুরী আমি শূদ্রাধম।
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ॥
বুঝিয়া মুকুন্দ এই কৃষ্ণের চরিত।
গাইতে লাগিলা অতি প্রেমের সহিত॥
যেইমাত্র শুনিলেন মুকুন্দের গীতে।
পড়িলা ঈশ্বরপুরী ঢলি পৃথিবীতে॥
নয়নের জলে অন্ত নাহিক তাহান।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে প্রেম-ধারার পয়ান॥
আস্তে ব্যস্তে অদ্বৈত তুলিলা নিজ কোলে।
সিঞ্চিত হইল অঙ্গ নয়নের জলে॥
সম্বরণ নহে প্রেম পুনঃ পুনঃ বাড়ে।
সন্তোষে মুকুন্দ উচ্চ করি শ্লোক পড়ে॥
দেখিয়া বৈষ্ণব সব প্রেমের বিকার।
অতুল আনন্দ মনে জন্মিল সবার॥
পাছে সবে জানিলেন শ্রীঈশ্বরপুরী।
প্রেম দেখি সবেই সঙরে হরি হরি॥
এই মত ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপপুরে।
অলক্ষিতে বুলেন চিনিতে কেহ নারে॥
দৈবে একদিন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
পড়াইয়া আইসেন আপনার ঘর॥
পথে দেখা হইল ঈশ্বরপুরী সনে।
ভৃত্য দেখি প্রভু নমস্করিলা আপনে॥
অতি অনির্ব্বচনীয় ঠাকুর সুন্দর।
সর্ব্বমতে সর্ব্ব বিলক্ষণ গুণধর॥
যদ্যপিও তাঁর মর্ম্ম কেহ নাহি জানে।
তথাপি সাধ্বস করে দেখি সর্ব্বজনে॥

চাহেন ঈশ্বরপুরী প্রভুর শরীর।
সিদ্ধ-পুরুষের প্রায় পরম গম্ভীর॥
জিজ্ঞাসেন তোমার কি নাম বিপ্রবর।
কি পুঁথি পড়াও পড় কোন স্থানে ঘর॥
শেষে সবে বলিলেন নিমাই পণ্ডিত।
তুমি সে বলিয়া বড় হৈলা হরষিত॥
ভিক্ষা নিমন্ত্রণ প্রভু করিলেন তানে।
মহাদরে গৃহে লই চলিলা আপনে॥
কৃষ্ণের নৈবেদ্য শচী করিলেন গিয়া।
ভিক্ষা করি বিষ্ণু-গৃহে বসিলা আসিয়া॥
কৃষ্ণের প্রস্তাব সব কহিতে লাগিলা।
কহিতে কৃষ্ণের কথা অবশ হইলা॥
অপূর্ব্ব প্রেমের ধারা দেখিয়া সন্তোষ।
না প্রকাশে আপন লোকের দিন দোষ॥
মাস কত গোপীনাথ আচার্য্যের ঘরে।
রহিলা ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপপুরে॥
সবে বড় উল্লাসিত দেখিতে তাহানে।
প্রভুও দেখিতে নিত্য চলেন আপনে॥
গদাধর পণ্ডিতের দেখি প্রেমজল।
বড় প্রীত বাসে তারে বৈষ্ণব সকল॥
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত বড় মনে।
ঈশ্বরপুরীও স্নেহ করেন তাহানে॥
গদাধর পণ্ডিতের আপনার কৃত।
পুথি পড়ায়েন নাম কৃষ্ণলীলামৃত॥
পড়াইয়া পড়িয়া ঠাকুর সন্ধ্যাকালে।
ঈশ্বরপুরীরে নমস্করিবারে চলে॥
প্রভু দেখি শ্রীঈশ্বরপুরী হরষিত।
প্রভু হেন না জানেন তবু বড় প্রীত॥
হাসিয়া বলেন তুমি পরম পণ্ডিত।
আমি পুথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত॥
সকল বলিবা কথা থাকে কোন দোষ।
ইহাতে আমার বড় পরম সন্তোষ॥
প্রভু বলে ভক্ত-বাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দোষ দেখে সেই পাপীজন॥
ভক্তের কবিত্ব যেতে মতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়॥
মূর্খ বলে বিষ্ণায় বিষ্ণবে বলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণবীর॥

তথাহি।

মুর্খো বদতি বিষ্ণায় বুধো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়স্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥

ইহাতে যে দোষ দেখে তাহার সে দোষ।
ভক্তের বর্ণন মাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥
অতএব তোমার সে প্রেমের বর্ণন।
ইহাতে দুষিবে কোন্ সাহসিক জন॥
শুনিয়া ঈশ্বরপুরী প্রভুর উত্তর।
অমৃত সিঞ্চিত হইল সর্ব্ব কলেবর॥
পুনঃ হাসি বলেন তোমার দোষ নাঞি।
অবশ্য বলিবা দোষ থাকে যেই ঠাঞি॥
এইমত প্রতিদিন প্রভু তান সঙ্গে।
বিচার করেন দুই চারি দণ্ড রঙ্গে॥
একদিন প্রভু তান কবিত্ব শুনিয়া।
হাসি দুষিলেন ধাতু না লাগে বলিয়া॥
প্রভু বলে এ ধাতু আত্মনেপদী নয়।
বলিয়া চলিলা প্রভু আপন আলয়॥
ঈশ্বরপুরীও সর্ব্ব শাস্ত্রেতে পণ্ডিত।
বিদ্যারস বিচারেও বড় হরষিত॥
প্রভু গেলে সেই ধাতু করেন বিচার।
সিদ্ধান্ত করেন তহি অশেষ প্রকার॥

সেই ধাতু করেন আত্মনেপদী নাম।
আর দিন প্রভু গেলে করেন ব্যাখ্যান॥
যে ধাতু পরস্মৈপদী বলি গেলা তুমি।
তাহা এই সাধিল আত্মনেপদী আমি॥
ব্যাখ্যান শুনিয়া প্রভু পরম সন্তোষ।
ভৃত্য জয় নিমিত্ত না দেন আর দোষ॥
সর্ব্বকাল প্রভু বাড়ায়েন ভৃত্য জয়।
এ তান স্বভাব সকল বেদে কয়॥
এই মত কত দিন বিদ্যারস-রঙ্গে।
আছিলা ঈশ্বরপুরী গৌরচন্দ্র সঙ্গে॥
ভক্তি-রসে চঞ্চল একত্র নহে স্থিতি।
পর্য্যটনে চলিলা পবিত্র করি ক্ষিতি॥
যে শুনয়ে ঈশ্বরপুরীর পুণ্য কথা।
তার বাস হয় কৃষ্ণ-পাদপদ্ম যথা॥
যত প্রেম মাধবেন্দ্রপুরীর শরীরে।
সন্তোষে দিলেন সব ঈশ্বরপুরীরে॥
পাইয়া গুরুর প্রেম কৃষ্ণের প্রসাদে।
ভ্রমেণ ঈশ্বরপুরী অতি নির্ব্বিরোধে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে
নবমোঽধ্যায়॥ ৯॥

দশম অধ্যায়।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় হউক প্রভুর যতেক অনুচর॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
পুস্তক লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর॥
যত অধ্যাপক প্রভু চালেন সবারে।
প্রবোধিতে শক্তি কোন জন নাহি ধরে॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র সবে বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য্য প্রতিও নাহিক তৃণ জ্ঞান॥
স্বানুভাবানন্দে করে নগর ভ্রমণ।
সংহতি পরম ভাগ্যবন্ত শিষ্যগণ॥
দৈবে পথে মুকুন্দের সঙ্গে দরশন।
হস্তে ধরি প্রভু তানে বলেন বচন॥
আমারে দেখিয়া তুমি কি কার্য্যে পলাও।
আজি আমা প্রবোধিয়া বিনা দেখি যাও॥
মনে ভাবে মুকুন্দ জিনিব কেমনে।
ইহার অভ্যাস মাত্র সবে ব্যাকরণে॥
ঠেকাইমু আজি জিজ্ঞাসিয়া অলঙ্কার।
মোর সঙ্গে যেন গর্ব্ব না করেন আর॥
লাগিলা জিজ্ঞাসা মুকুন্দের প্রভু সনে।
প্রভু খণ্ডে যত অর্থ মুকুন্দ বাখানে॥
মুকুন্দ বলেন ব্যাকরণ শিশু শাস্ত্র।
বালকেতে ইহার বিচার করে মাত্র॥
অলঙ্কার বিচার করিব তোমা সনে।
প্রভু কহে বুঝ তোমার যেবা লয় মনে॥
বিষম বিষম যত কবিত্ব প্রচার।
পড়িয়া মুকুন্দ জিজ্ঞাসয়ে অলঙ্কার॥
সর্ব্বশক্তিময় গৌরচন্দ্র অবতার।
খণ্ড খণ্ড করি দোষে সব অলঙ্কার॥
মুকুন্দ স্থাপিতে নারে প্রভুর খণ্ডন।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু বলেন বচন॥
আজি ঘরে গিয়া ভালমতে পুথি চাহ।
কালি বুঝাবাঙ ঝাট আসিবারে চাহ॥
চলিলা মুকুন্দ লই চরণের ধূলী।
মনে মনে চিন্তয়ে মুকুন্দ কুতূহলী॥

মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা।
হেন শাস্ত্র নাহি যে অভ্যাস নাহি যথা॥
এমত সুবুদ্ধি কৃষ্ণভক্ত হয় যবে।
তিলেক ইহার সঙ্গ না ছাড়ি যে তবে॥
এই মতে বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
ভ্রমিতে দেখেন আর দিনে গদাধর॥
হাসি দুই হাতে প্রভু রাখিল ধরিয়া।
ন্যায় পড় তুমি আমা যাও প্রবোধিয়া॥
জিজ্ঞাসিহ গদাধর বলয়ে বচন।
প্রভু বলে কহ দেখি মুক্তির লক্ষণ॥
শাস্ত্র অর্থ যেন গদাধর বাখানিলা।
প্রভু বলেন ব্যাখ্যা করিতে না জানিলা॥
গদাধর বলে আত্যন্তিক দুঃখ নাশ।
ইহারেই শাস্ত্রে কহে মুক্তির প্রকাশ॥
নানারূপে দোষে প্রভু সরস্বতী-পতি।
হেন নাহি তার্কিক যে করিবেক স্থিতি॥
হেন জন নাহিক যে প্রভু সনে বলে।
গদাধর ভাবে আজি বর্ত্তি পলাইলে॥
প্রভু বলে গদাধর আজি যাহ ঘর।
কালি বুঝিবাঙ তুমি আসিবে সত্বর॥
নমস্করি গদাধর চলিলেন ঘরে।
ঠাকুর ভ্রমেণ সর্ব্ব নগরে নগরে॥
পরম পণ্ডিত জ্ঞান হইল সবার।
সবেই করেন দেখি সংভ্রম অপার॥
বিকালে ঠাকুর সর্ব্ব পড়ুয়ার সঙ্গে।
গঙ্গাতীরে আসিয়া বসেন মহারঙ্গে॥
সিন্ধুসুতা সেবিত প্রভুর কলেবর।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদন-সুন্দর॥
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া বৈসেন শিষ্যগণ।
মধ্যে শাস্ত্র বাখানেন শ্রীশচীনন্দন॥
বৈষ্ণব সকল যথা সন্ধ্যাকাল হৈলে।
আসিয়া বৈসেন গঙ্গাতীরে কুতুহলে॥
দূরে থাকি প্রভুর ব্যাখ্যান সব শুনে।
হরিষ বিষাদ সবে ভাবে মনে মনে॥
কেহ বলে হেন রূপ হেন বিদ্যা যার।
না ভজিলে কৃষ্ণ নহে কিছু উপকার॥
সবেই বলেন ভাই ইহানে দেখিয়া।
ফাকি জিজ্ঞাসার ভয়ে যাই পলাইয়া॥
কেহ বলে দেখা হইলে না দেন এড়িয়া।
মহাদানী প্রায় যেন রাখেন ধরিয়া॥
কেহ বলে ব্রাহ্মণের শক্তি অমানুষী।
কোন মহাপুরুষ বা হয় হেন বাসী॥
যদ্যপিও নিরন্তর বাখানেন ফাকি।
তথাপি সন্তোষ বড় পাঙ ইহা দেখি॥
মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাঞি।
কৃষ্ণ না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই॥
অন্যান্যে সবেই সাধেন সেবা প্রতি।
সবে বলে ইহান হউক কৃষ্ণে রতি॥
দণ্ডবত হই সবে পড়িলা গঙ্গারে।
সর্ব্ব ভাগবত মেলি আশীর্ব্বাদ করে॥
হেন কর কৃষ্ণ জগন্নাথের নন্দন।
তোর রসে মত্ত হয় ছাড়ি অন্য মন॥
নিরবধি প্রেম ভাবে ভজুক তোমারে।
হেন সঙ্গ কৃষ্ণ দেহ আমা সবাকারে॥
অন্তর্যামী প্রভু চিত্ত জানেন সবার।
শ্রীবাসাদি দেখিলেই করে নমস্কার॥
ভক্ত আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়।
ভক্ত আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণে ভক্তি হয়॥
কেহ কেহ সাক্ষাতেও প্রভু দেখি বলে।
কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা ভোলে॥

কেহ বলে হের দেখ নিমাঞি পণ্ডিত।
বিদ্যায় কি লাভ কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত॥
পড়ে কেনে লোক কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥
হাসি বলে প্রভু বড় ভাগ্য সে আমার।
তোমরা শিখাও মোরে কৃষ্ণভক্তি সার॥
তুমি সব যার কর শুভানুসন্ধান।
মোর চিত্তে হেন লয় সেই ভাগ্যবান॥
কত দিন পড়াইয়া মোর চিত্ত আছে।
চলিমু বুঝিয়া ভাল বৈষ্ণবের কাছে॥
এত বলি হাসে প্রভু সেবকের সনে।
প্রভুর মায়ায় কেহ প্রভুরে না চিনে॥
এই মত ঠাকুর সবার চিত্ত হরে।
হেন নাহি যে জন অপেক্ষা নাহি করে॥
এই মত ক্ষণে প্রভু বৈসে গঙ্গাতীরে।
কখন ভ্রমেণ প্রতি নগরে নগরে॥
প্রভু দেখিলেই মাত্র নগরীয়াগণ।
পরম আদর করি বন্দেন চরণ॥
নারীগণ দেখি বলে এই ত মদন।
স্ত্রীলোকে পাউক জন্মে জন্মে হেন ধন॥
পণ্ডিতে দেখয়ে বৃহস্পতির সমান।
বৃদ্ধ আদি পাদপদ্মে করয়ে প্রণাম॥
যোগিগণে দেখে যেন সিদ্ধ কলেবর।
দুষ্ট জন দেখে যেন মহা ভয়ঙ্কর॥
দিবসেক যারে প্রভু করেন সম্ভাষ।
বন্দি প্রায় হয় যেন পরে প্রেম-ফাঁস॥
বিদ্যারসে যত প্রভু করে অহঙ্কার।
শুনেন তথাপি প্রীত প্রভুরে সবার॥
যবনেও প্রভু দেখি করে বড় প্রীত।
সর্ব্বভূত কৃপালুতা প্রভুর চরিত॥

পড়ায় বৈকুণ্ঠনাথ নবদ্বীপপুরে।
মুকুন্দ-সঞ্জয় ভাগ্যবন্তের দুয়ারে॥
পক্ষ প্রতিপক্ষ সূত্র খণ্ডন স্থাপন।
বাখানে অশেষরূপে শচীর নন্দন॥
গোষ্ঠীসহ মুকুন্দ-সঞ্জয় ভাগ্যবান।
ভাসয়ে আনন্দে মর্ম্ম না জানয়ে তান॥
বিদ্যা জয় করিয়া ঠাকুর যায় ঘরে।
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে॥
এক দিন বায়ু পথে মান্দ্য করি ছল।
প্রকাশেন প্রেমভক্তি বিকার সকল॥
আচম্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বোলে।
গড়াগড়ি যায় হাসে ঘর ভাঙ্গি ফেলে॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে মালসাট পুরে।
সম্মুখে দেখয়ে যারে তাহারেই মারে॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি হয়।
হেন মূর্চ্ছা হয় লোকে দেখি পায় ভয়॥
শুনিলেন বন্ধুগণ বায়ুর বিকার।
ধাইয়া আসিয়া সবে করে প্রতিকার॥
বুদ্ধিমন্ত খান আর মুকুন্দ-সঞ্জয়।
গোষ্ঠীসহ আইলেন প্রভুর আলয়॥
বিষ্ণুতৈল নারায়ণতৈল দেন শিরে।
সবে করে প্রতিকার যার সেই স্ফুরে॥
আপন ইচ্ছায় প্রভু নানা কর্ম্ম করে।
সে কেমনে সুস্থ হইবেক প্রতিকারে॥
সর্ব্ব অঙ্গে কম্প প্রভু করে আস্ফালন।
হুঙ্কার শুনিয়ে ভয় পায় সর্ব্বজন॥
প্রভু বোলে মুঞি সর্ব্ব লোকের ঈশ্বর।
মুঞি বিশ্বধর মোর নাম বিশ্বম্ভর॥
মুঞি সেই মোরে ত না চিনে কোন জনে।
এত বলি লড় দেই ধরে সর্ব্ব জনে॥

আপনা প্রকাশ প্রভু করে বায়ু ছলে।
তথাপি না বুঝে কেহ তাঁর মায়া বলে॥
কেহ বলে হইল দানব অধিষ্ঠান।
কেহ বলে হেন বুঝি ডাকিনীর কাম॥
কেহ বলে সদাই করেন বাক্য ব্যয়।
অতএব হৈল বায়ু জানিহ নিশ্চয়॥
এই মত সর্ব্ব জনে করেন বিচার।
বিষ্ণুমায়া মোহে তত্ত্ব না জানিয়া তাঁর॥
বহুবিধ পাকতৈল সবে দেন শিরে।
তৈল দ্রোণে থুই তৈল দেন কলেবরে॥
তৈল দ্রোণে ভাসে প্রভু হাসে খলখল।
সত্য যেন মহাবায়ু করিয়াছে বল॥
এই মত আপন ইচ্ছায় লীলা করি।
স্বাভাবিক হইলা প্রভু বায়ু পরিহরি॥
সর্ব্বগণে উঠিল আনন্দ হরিধ্বনি।
কেবা কারে বস্ত্র দেয় হেন নাহি জানি॥
সর্ব্ব লোকে শুনিয়া হইলা হরষিত।
সবে বলে জীউ জীউ এ হেন পণ্ডিত॥
এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥
প্রভুকে দেখিয়া সব ত্রিদশের গণ।
সবে বলে ভজ বাপ কৃষ্ণের চরণ॥
ক্ষণেকে নাহিক বাপ অনিত্য শরীর।
তোমারে কি শিখাইব তুমি মহাধীর॥
হাসি প্রভু সবারে করিয়া নমস্কার।
পড়াইতে চলে শিষ্য সংহতি অপার॥
মুকুন্দ-সঞ্জয় পুণ্যবন্তের মন্দিরে।
পড়ায়েন প্রভু চণ্ডীমণ্ডপ ভিতরে॥
পরম সুগন্ধি পাকতৈল প্রভু শিরে।
কোন পুণ্যবন্ত দেয় প্রভু ব্যাখ্যা করে॥
চতুর্দ্দিকে শোভে পুণ্যবন্ত শিষ্যগণ।
মাঝে প্রভু ব্যাখ্যা করে জগত জীবন॥
সে শোভার মহিমা কহিতে না পারি।
উপমা কি দিব কোন জনে বা বিচারি॥
হেন বুঝি যেন সনকাদি শিষ্যগণ।
নারায়ণ বেড়ি যেন বদরিকাশ্রম॥
তা সবা লইয়া যেন সে প্রভু পড়ায়।
হেন বুঝি সেই লীলা করে গৌররায়॥
সেই বদরিকাশ্রমবাসী নারায়ণ।
নিশ্চয় জানিহ এই শচীর নন্দন॥
অতএব শিষ্য সঙ্গে সেই লীলা করে।
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে॥
পড়াইয়া প্রভু দুই প্রহর হইলে।
তবে শিষ্যগণ লঞা গঙ্গাস্নানে চলে॥
গঙ্গাজলে বিহার করিয়া কতক্ষণ।
গৃহে আসি করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পূজন॥
তুলসীর জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি।
ভোজনে বসিলা গিয়া বলি হরি হরি॥
লক্ষ্মী দেন অন্ন খান বৈকুণ্ঠের পতি।
নয়ন ভরিয়া দেখে আই পুণ্যবতী॥
ভোজন অন্তরে করি তাম্বুল চর্ব্বণ।
শয়ন করেন লক্ষ্মী সেবেন চরণ॥
কতক্ষণ যোগ নিদ্রা প্রতি দৃষ্টি দিয়া।
পুনঃ প্রভু চলিলেন পুস্তক লইয়া॥
নগরে আসিয়া করে বিবিধ বিলাস।
সবার সহিত করে হাসিয়া সম্ভাষ॥
যদ্যপি প্রভুর কেহ তত্ত্ব নাহি জানে।
তথাপি সাধ্বস করে দেখি সর্ব্বজনে॥
নগরে ভ্রমণ করে শ্রীশচী-নন্দন।
দেবের দুর্ল্লভ বস্তু দেখে সর্ব্ব জন॥

উঠিলেন প্রভু তন্তুবায়ের দুয়ারে।
দেখিয়া সম্ভ্রমে তন্তুবায় নমস্করে ॥
ভাল বস্ত্র আন প্রভু বলয়ে বচন।
তন্তুবায় বস্ত্র আনিলেন সেইক্ষণ ॥
প্রভু বলে এ বস্ত্রের কি মূল্য লইবা।
তন্তুবায় বলে তুমি আপনে যে দিবা ॥
মূল্য করি বলে প্রভু এবে কড়ি নাই।
তাঁতি বলে দশ পক্ষে দিবা যে গোসাঞি ॥
বস্ত্র লইয়া পর তুমি পরম সন্তোষে।
পাছে তুমি কড়ি মোরে দিও সমাবেশে ॥
তন্তুবায় প্রতি প্রভু শুভদৃষ্টি করি।
উঠিলেন গিয়া প্রভু গোয়ালার পুরী।
বসিলেন মহাপ্রভু গোপের দুয়ারে।
ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে প্রভু পরিহাস করে।
প্রভু বলে আরে বেটা দধি দুগ্ধ আন।
আজি তোর ঘরের লইব মহাদান ॥
গোপ-বৃন্দে দেখে যেন সাক্ষাৎ মদন।
সম্ভ্রমে দিলেন আনি উত্তম আসন ॥
প্রভু সঙ্গে গোপগণ করে পরিহাস।
মামা মামা বলি সবে করেন সম্ভাষ ॥
কেহ বলে চল মামা ভাত খাই গিয়া।
কোন গোপ কান্ধে করি যায় ঘরে লৈয়া ॥
কেহ বলে আমার ঘরের যত ভাত।
পূর্ব্বে যে খাইলে মনে নাহিক তোমাত ॥
সরস্বতী সত্য কহে গোপ নাহি জানে।
হাসে মহাপ্রভু গোপগণের বচনে ॥
দুগ্ধ ঘৃত দধি সর সুন্দর নবনী।
সন্তোষে প্রভুরে সব গোপে দেয় আনি ॥
গোয়ালা-কুলের প্রভু প্রসন্ন হইয়া।
গন্ধ-বণিকের ঘরে উঠিলেন গিয়া ॥
সম্ভ্রমে বণিক করে চরণে প্রণাম।
প্রভু বলে আরে ভাই ভাল গন্ধ আন ॥
দিব্য গন্ধ বণিক আনিল ততক্ষণ।
কি মূল্য লইবা বলে শ্রীশচী-নন্দন ॥
বণিক বলয়ে তুমি জান মহাশয়।
তোমা স্থানে মূল্য কি বলিতে যুক্তি হয় ॥
আজি গন্ধ পরি ঘরে যাহত ঠাকুর।
কালি যদি গায়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর ॥
ধুইলেও যদি গায়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে।
তবে কড়ি দিও মোরে যেই চিত্তে পড়ে ॥
এত বলি আপনে প্রভুর সর্ব্ব অঙ্গে।
গন্ধ দেয় বণিক না জানি কোন রঙ্গে ॥
সর্ব্ব ভূত হৃদয় আকর্ষে সর্ব্ব মন।
সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ নহে কোন জন ॥
বণিকেরে অনুগ্রহ করি বিশ্বম্ভর।
উঠিলেন গিয়া প্রভু মালাকার ঘর ॥
পরম অদ্ভুত রূপ দেখি মালাকার।
আদরে আসন দিয়া করে নমস্কার ॥
প্রভু বলে ভাল মালা দেহ মালাকার।
কড়ি পাতি লাগে কিছু নাহিক আমার ॥
সিদ্ধ পুরুষের প্রায় দেখি মালাকার।
মালী বলে কিছু দায় নাহিক তোমার ॥
এত বলি মালা দিলা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে।
হাসে মহাপ্রভু সর্ব্ব পড়ুয়ার সঙ্গে ॥
মালাকার প্রতি প্রভু শুভদৃষ্টি করি।
উঠিলা তাম্বুলী ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
তাম্বুলী দেখয়ে রূপ মদনমোহন।
চরণের ধূলি লই দিলেন আসন ॥
তাম্বুলী বলয়ে বড় ভাগ্য সে আমার।
কোন্ ভাগ্যে তুমি আমা ছারের দুয়ার ॥

এত বলি আপনে সে পরম সন্তোষে।
দিলেন তাম্বুল আনি প্রভু দেখি হাসে॥
প্রভু বলে কড়ি বিনা কেনে গুয়া দিলা।
তাম্বুলী বলয়ে চিত্তে হেনই লইলা॥
হাসে প্রভু তাম্বুলীর শুনিয়া বচন।
পরম সন্তোষে করে তাম্বুল চর্ব্বণ॥
দিব্য চূর্ণ কর্পূরাদি যত অনুকূল।
শ্রদ্ধা করি দিল তার নাহি নিল মূল॥
তাম্বুলীরে অনুগ্রহ করি গৌররায়।
হাসিয়া হাসিয়া সর্ব্ব নগরে বেড়ায়॥
মধুপুরী প্রায় যেন নবদ্বীপপুরী।
এক জাতি লক্ষ লক্ষ কহিতে না পারি॥
প্রভুর বিহার লাগি পূর্ব্বেই বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥
পূর্ব্বে যেন মধুপুরী করিলা ভ্রমণ।
সেই লীলা করে এবে শচীর নন্দন॥
তবে গৌর গেলা শঙ্খবণিকের ঘরে।
দেখি শঙ্খবণিক সম্ভ্রমে নমস্করে॥
প্রভু বলে দিব্য শঙ্খ আন দেখি ভাই।
কেমনে বা নিব শঙ্খ কড়িপাতি নাই॥
দিব্য শঙ্খ শাখারি আনিয়া সেইক্ষণে।
প্রভুর শ্রীহস্তে দিয়া করিল প্রণামে॥
শঙ্খ লই ঘরে তুমি চলহ গোসাঞি।
পাছে কড়ি দিহ, না দিলেও দায় নাঞি॥
তুষ্ট হইয়া প্রভু শঙ্খবণিক বচনে।
চলিলেন হাসি শুভদৃষ্টি করি তানে॥
এই মত নবদ্বীপে যত নাগরীয়া।
সবার মন্দিরে প্রভু বুলেন ভ্রমিয়া॥
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিও নাগরিকগণ।
পায় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের চরণ॥

তবে ইচ্ছাময় গৌরচন্দ্র ভগবান।
সর্ব্বজ্ঞের ঘরে প্রভু করিলা পয়ান॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ সেই সর্ব্বজান।
বিনয় সম্ভ্রম করি করিলা প্রণাম॥
প্রভু বলে তুমি সর্ব্ব জান ভাল শুনি।
বল দেখি অন্য জন্মে কি ছিলাম আমি॥
ভাল বলি সর্ব্বজ্ঞ সুকৃতি চিন্তে মনে।
জপিতে গোপাল মন্ত্র দেখে সেইক্ষণে॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ শ্যাম।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে মহাজ্যোতিঃ ধাম॥
নিশাভাগে প্রভুরে দেখেন বন্দিঘরে।
পিতা মাতা দেখয়ে সম্মুখে স্তুতি করে॥
সেইক্ষণে দেখে পিতা পুত্র লইয়া কোলে।
সেই রাত্রে থুইলেন আনিয়া গোকুলে॥
পুনঃ দেখে মোহন দ্বিভুজ দিগম্বরে।
কটিতে কিঙ্কিণী নবনীত দুই করে॥
নিজ ইষ্টমন্ত্র যাহা চিন্তে অনুক্ষণ।
সর্ব্বজ্ঞ দেখয়ে সেই সকল লক্ষণ॥
পুনঃ দেখে ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন।
চতুর্দ্দিকে যন্ত্র গীত গায় গোপীগণ॥
দেখিয়া অদ্ভুত চক্ষু মেলি সর্ব্বজন।
গৌরাঙ্গে চাহিয়া পুনঃ পুনঃ করে ধ্যান॥
সর্ব্বজ্ঞ কহয়ে শুন শ্রীবাল গোপাল॥
কে আছিলা দ্বিজ এই দেখাও সকল॥
তবে দেখে ধনুর্দ্ধর দুর্ব্বাদলশ্যাম।
বীরাসনে প্রভুরে দেখয়ে সর্ব্বজান॥
পুনঃ দেখে প্রভুরে প্রলয় জলমাঝে।
অদ্ভুত বরাহ-মূর্ত্তি দন্তে পৃথ্বী সাজে॥
পুনঃ দেখে প্রভুরে নৃসিংহ অবতার॥
মহাউগ্র রূপ ভক্তবৎসল অপার॥

পুনঃ দেখে তাঁহারে বামনরূপ ধরি।
বলি যজ্ঞ ছলিতে আছেন মায়া করি॥
পুনঃ দেখে মৎস্যরূপে প্রলয়ের জলে।
করিতে আছেন জলক্রীড়া কুতূহলে॥
সুকৃতি সর্ব্বজ্ঞ পুনঃ দেখয়ে প্রভুরে।
মত্ত হলধর রূপ শ্রীমূষল করে॥
পুনঃ দেখে জগন্নাথ-মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞান।
মধ্যে শোভে সুভদ্রা দক্ষিণে বলরাম॥
এইমত ঈশ্বর-তত্ত্ব দেখে সর্ব্বজ্ঞান।
তথাপি না বুঝে কিছু হেন মায়া তান॥
চিন্তয়ে সর্ব্বজ্ঞ মনে হইয়া বিস্মিত।
হেন বুঝি এ ব্রাহ্মণ মহা মন্ত্রবিৎ॥
অথবা দেবতা কোন আসিয়া কৌতুকে।
পরীক্ষিতে আমারে বা ছলে বিপ্ররূপে॥
অমানুষী তেজ দেখি বিপ্রের শরীরে।
সর্ব্বজ্ঞ করিয়া কিবা কদর্থে আমারে॥
এতেক চিন্তিতে প্রভু বলিলা হাসিয়া।
কে আমি কি দেখ কেন না কহ ভাঙ্গিয়া॥
সর্ব্বজ্ঞ বলয়ে তুমি চলহ এখনে।
বিকালে বলিব মন্ত্র জপি ভাল মনে॥
ভাল ভাল বলি প্রভু হাসিয়া চলিলা।
তবে প্রিয় শ্রীধরের মন্দিরে আইলা॥
শ্রীধরেরে বড় প্রভু প্রসন্ন অন্তরে।
নানা ছলে প্রভু আইলেন তান ঘরে॥
বাক্ কাব্য পরিহাস শ্রীধরের সঙ্গে।
দুই চারি দণ্ড প্রভু করি চলে রঙ্গে॥
প্রভু দেখি শ্রীধর করিয়া নমস্কার।
শ্রদ্ধা করি আসন দিলেন বসিবার॥
পরম সুশান্ত শ্রীধরের ব্যবসায়।
প্রভু বিহরেন যেন উদ্ধতের প্রায়॥

প্রভু বলে শ্রীধর তুমি সে অনুক্ষণ।
হরি হরি বল তবে দুঃখ কি কারণ॥
লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি।
অন্ন বস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি॥
শ্রীধর বলেন উপবাস ত না করি।
ছোট হউক বড় হউক বস্ত্র দেখ পরি॥
প্রভু বলে দেখিলাম গাঁঠি দশ ঠাঞি।
ঘরে বল এই দেখিতেছি খড় নাই॥
দেখ এই চণ্ডী বিষহরিরে পুজিয়া।
কেন ঘরে খায় পরে সব নাগরিয়া॥
শ্রীধর বলেন বিপ্র বলিলা উত্তম।
তথাপি সবার কাল যায় এক সম॥
রত্ন ঘরে থাকে রাজা দিব্য খায় পরে।
পক্ষিগণ থাকে দেখ বৃক্ষের উপরে॥
কাল পুনঃ সবার সমান এক যায়।
সবে নিজ কর্ম্ম ভুঞ্জে আপন ইচ্ছায়॥
প্রভু বলে তোমার বিস্তর আছে ধন।
তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন॥
তাহা মুই বিদিত করিমু কত দিনে।
তবে দেখি তুমি লোক ভাণ্ডিবা কেমনে॥
শ্রীধর বলেন ঘরে চলহ পণ্ডিত।
তোমায় আমায় দ্বন্দ্ব না হয় উচিত॥
প্রভু বলে আমি তোমা না ছাড়ি এমনে।
কি আমারে দিবা তাহা বল এইক্ষণে॥
শ্রীধর বলেন আমি খোলা বেচে খাই।
ইহাতে কি দিব তাহা বলহ গোসাঞি॥
প্রভু বলে যে তোমার পোতা ধন আছে।
সে থাকুক এখন পাইব তাহা পাছে॥
এবে কলা মূলা থোড় দেহ কড়ি বিনে।
দিলে আমি কন্দল না করি তোমা সনে॥

মনে ভাবে শ্রীধর উদ্ধত বিপ্র বড়।
কোন দিন আমারে কিলায় পাছে দড়॥
মারিলেও ব্রাহ্মণের কি করিতে পারি।
কড়ি বিনা প্রতি দিন দিবারেও নারি॥
তথাপি বলে ছলে যে লয় ব্রাহ্মণে।
সে আমার ভাগ্য বটে দিব প্রতি দিনে॥
চিন্তিয়া শ্রীধর বলে শুনহ গোসাঞি।
কড়ি পাতি তোমার কিছুই দায় নাঞি॥
থোড় কলা মূলা খোলা দিব এই মনে।
সবে আর কলহ না কর আমা সনে॥
প্রভু বলে ভাল ভাল আর দ্বন্দ্ব নাঞি।
তবে থোড় কলা মূলা ভাল যেন পাই॥
তাহার খোলায় নিত্য করেন ভোজন।
যার থোড় কলা মূলা হয় শ্রীব্যঞ্জন॥
শ্রীধরের গাছে যেই লাউ ধরে চালে।
তাহা খায় প্রভু দুগ্ধ মরিচের ঝালে॥
প্রভু বলে আমারে কি বাসহ শ্রীধর।
তাহা কহিলেই আমি চলি যাই ঘর॥
শ্রীধর বলেন তুমি বিপ্র বিষ্ণু অংশ।
প্রভু বলে না জানিলা আমি গোপবংশ॥
তুমি আমা দেখ যেন ব্রাহ্মণ ছাওয়াল।
আমি আপনারে বাসি যে হেন গোওয়াল॥
হাসেন শ্রীধর শুনি প্রভুর বচন।
না চিনিল নিজ প্রভু মায়ার কারণ॥
প্রভু বলে শ্রীধর তোমারে কহি তত্ত্ব।
আমা হৈতে তোর সব গঙ্গার মাহাত্ম্য॥
শ্রীধর বলেন ওহে পণ্ডিত নিমাঞি।
গঙ্গা করিয়াও কি তোমার ভয় নাই॥
বয়স বাড়িলে লোক কত স্থির হয়।
তোমার চাপল্য আর দ্বিগুণ বাড়য়॥

এইমত শ্রীধরের সঙ্গে রঙ্গ করি।
আইলেন নিজ গৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
বিষ্ণুদ্বারে বসিলেন গৌরাঙ্গসুন্দর।
চলিলা পড়ুয়াবর্গ যার যথা ঘর॥
দেখি প্রভু পৌর্ণমাসী চন্দ্রের উদয়।
বৃন্দাবনচন্দ্র ভাব হইল হৃদয়॥
অপূর্ব্ব মুরলীধ্বনি লাগিলা করিতে।
আই বিনা আর কেহ না পায় শুনিতে॥
ত্রিভুবন মোহন মুরলী শুনি আই।
আনন্দ মগনে মূর্চ্ছা গেলা সেই ঠাঞি॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই স্থির করি মন।
অপূর্ব্ব মুরলীধ্বনি করেন শ্রবণ॥
যেখানে বসিয়া আছে গৌরাঙ্গসুন্দর।
সেই দিকে শুনিলেন বাঁশী মনোহর॥
অদ্ভুত শুনিয়া আই আইলা বাহিরে।
দেখে পুত্র বসিয়াছে বিষ্ণুর দুয়ারে॥
আর নাহি পায়েন শুনিতে বংশীনাদ।
পুত্রের হৃদয়ে দেখে আকাশের চাঁদ॥
পুত্র-বক্ষে দেখে চন্দ্রমণ্ডল সাক্ষাতে।
বিস্মিত হইয়া আই চাহে চারি ভিতে॥
এইমত কত ভাগ্যবতী শচী আই।
যত দেখে প্রকাশ তাহার অন্ত নাঞি॥
কোন দিন নিশাভাগে শচী আই শুনে।
গীত বাদ্য যন্ত্র বায় কত শত জনে॥
বহুবিধ মুখবাদ্য নৃত্য পদতল।
যেন মহা রাসক্রীড়া শুনেন বিশাল॥
কোন দিন দেখে সর্ব্ব রাত্রি ঘর দ্বার।
জ্যোতির্ম্ময় বহি কিছু না দেখেন আর॥
কোন দিন দেখে অতি দিব্য নারীগণ।
লক্ষ্মী প্রায় সবে হস্তে পদ্ম বিভূষণ॥

কোন দিন দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ।
দেখি পুনঃ আর নাহি পায় দরশন॥
আইর এ সব দৃষ্টি কিছু চিত্র নহে।
বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী বেদে যারে কহে॥
আই যারে সকৃত করেন দৃষ্টিপাতে।
সেই হয় অধিকারী এ সব দেখিতে॥
হেন মতে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বনমালী।
আছে গূঢ়রূপে নিজানন্দে কুতূহলী॥
যদ্যপি এতেক প্রভু আপনা প্রকাশে।
তথাপিও চিনিতে না পারে কোন দাসে॥
হেন সে উধাও প্রভু করেন কৌতুকে।
তেমত উদ্ধত আর নাহি নবদ্বীপে॥
যখনে যে রূপে লীলা করেন ঈশ্বর।
সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তার নাহিক সোসর॥
যুদ্ধ-লীলা প্রতি ইচ্ছা উপজে যখন।
অস্ত্র শিক্ষা বীর আর না থাকে তেমন॥
কাম-লীলা করিতে যখন ইচ্ছা হয়।
লক্ষার্ব্বুদ বনিতা সে করেন বিজয়॥
ধন বিলসিতে সে যখন ইচ্ছা হয়।
পূজার ঘরেতে হয় নিধি কোটিময়॥
এমন উদ্ধত গৌরসুন্দর এখনে।
এই প্রভু বিরক্ত ধর্ম্ম লভিতা যখনে॥
সে বিরক্তি ভক্তিও কোথায় ত্রিভুবনে।
অন্যে কি সম্ভবে তাহা ব্যক্ত সর্ব্ব জনে॥
এই মত ঈশ্বর রস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
সবে সেবকেরে হারে সে তাহার ধর্ম্ম॥
একদিন প্রভু আইসেন রাজ-পথে।
সাত পাঁচ পড়ুয়া প্রভুর চারি ভিতে॥
ব্যবহারে রাজ-যোগ্য বস্ত্র পরিধান।
অঙ্গে পীতবস্ত্র শোভে কৃষ্ণের সমান॥
অধরে তাম্বুল কোটি-চন্দ্র শ্রীবদন।
লোকে বলে মূর্ত্তিমন্ত এই কি মদন॥
ললাটে তিলক ঊর্দ্ধ পুস্তক শ্রীকরে।
দৃষ্টিমাত্রে পদ্ম-নেত্রে সর্ব্ব পাপ হরে॥
স্বভাবেই চঞ্চল পড়ুয়াবর্গ সঙ্গে।
বাহু দোলাইয়া প্রভু আইসেন রঙ্গে॥
দৈবে পথে আইসেন পণ্ডিত শ্রীবাস।
প্রভু দেখি মাত্র তান হৈল মহা হাস॥
তারে দেখি প্রভু করিলেন নমস্কার।
চিরজীবী হও বলে শ্রীবাস উদার॥
হাসিয়া শ্রীবাস বলে কহ দেখি শুনি।
কতি চলিয়াছ উদ্ধতের চূড়ামণি॥
কৃষ্ণ না ভজিয়ে কাল কি কার্য্যে গোঙাও।
রাত্রি দিন নিরবধি কেন বা পড়াও॥
পড়ে লোক কেন কৃষ্ণ-ভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥
এতেকে সর্ব্বদা ব্যর্থ না গোঙাও কাল।
পড়িলা ত এবে কৃষ্ণ ভজহ সকল॥
হাসি বলে মহাপ্রভু শুনহ পণ্ডিত।
তোমার কৃপায় সেহ হইব নিশ্চিত॥
এত বলি মহাপ্রভু হাসিয়া চলিলা।
গঙ্গাতীরে আসি শিষ্য সহিতে বসিলা॥
গঙ্গাতীরে বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া বসিলা শিষ্যগণ॥
কোটি মুখে সে শোভা ত না পারি কহিতে।
উপমাও তার নাহি দেখি ত্রিজগতে॥
চন্দ্র তারাগণ বা বলিব তাহা নয়।
সকলঙ্ক তার কলা ক্ষয় বৃদ্ধি হয়॥
সর্ব্বকাল পরিপূর্ণ এ প্রভুর কলা।
নিষ্কলঙ্ক তেঞি সে উপমা দূর গেলা॥

বৃহস্পতি উপমাও দিতে না জুয়ায়।
তিঁহো একপক্ষ দেবগণের সহায়॥
এ প্রভু সবার পক্ষ সহায় সবার।
অতএব সে দৃষ্টান্ত না হয় ইহাঁর॥
কামদেব উপমা দিব সে ইহার নয়।
তিঁহো চিত্তে জাগিলে চিত্তের ক্ষোভ হয়॥
এ প্রভু জাগিলে চিত্তে সর্ব্ববন্ধ ক্ষয়।
পরম নির্ম্মল প্রভু প্রসন্ন চিত্ত হয়॥
এই মত সকল দৃষ্টান্ত যোগ্য নয়।
সবে এক উপমা দেখি যে চিত্তে লয়॥
কালিন্দীর তীরে যেন শ্রীনন্দ-কুমার।
গোপবৃন্দ মধ্যে বসি করিলা বিহার॥
সেই গোপবৃন্দ লই সেই কৃষ্ণচন্দ্র।
বুঝি দ্বিজরূপে গঙ্গাতীরে করে রঙ্গ॥
গঙ্গাতীরে যে জন দেখয়ে প্রভুর মুখ।
সেই পায় অতি অনির্ব্বচনীয় সুখ॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ অতি বিলক্ষণ।
গঙ্গাতীরে কাণাকাণি করে সর্ব্বজন॥
কেহ বলে এত তেজ মানুষের নয়।
কেহ বলে এ ব্রাহ্মণ বিষ্ণু-অংশ হয়॥
কেহ বলে বিপ্র-রাজা হইবেক গৌড়ে।
সেই এই হেন বুঝি কখন না নড়ে॥
রাজশ্রী রাজ-চিহ্ন দেখি এ সকল।
এইমত বলে যার যত বুদ্ধি বল॥
অধ্যাপক প্রতি সব কটাক্ষ করিয়া।
ব্যাখ্যা করে প্রভু গঙ্গাসমীপে বসিয়া॥
হয় ব্যাখ্যা নয় করে নয় করে হয়।
সকল খণ্ডিয়া শেষে সকল স্থাপয়॥
প্রভু বলে তারে আমি বলি যে পণ্ডিত।
একবার ব্যাখ্যা করে আমার সহিত॥
সেই বাক্য ব্যাখ্যান করিয়ে আর বার।
আমা প্রবোধিবে হেন দেখি শক্তি কার॥
এই মত ঈশ্বর ব্যঞ্জেন অহঙ্কার।
সর্ব্ব গর্ব্ব চূর্ণ হয় শুনিয়া সবার॥
কত বা প্রভুর শিষ্য তার অন্ত নাই।
কত বা মণ্ডলী হই পড়ে ঠাঞি ঠাঞি॥
প্রতিদিন দশ বিশ ব্রাহ্মণকুমার।
আসিয়া প্রভুর পায় করে নমস্কার॥
পণ্ডিত আমরা পড়িবাঙ তোমা স্থানে।
কিছু জানি হেন কৃপা করিবা আপনে॥
ভাল ভাল হাসি প্রভু বলেন বচন।
এই মত প্রতিদিন বাড়ে শিষ্যগণ॥
গঙ্গাতীরে শিষ্য সঙ্গে মণ্ডলী করিয়া।
বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি আছেন বসিয়া॥
চতুর্দ্দিগে দেখে সব ভাগ্যবন্ত লোক।
সর্ব্ব নবদ্বীপে প্রভু প্রভাবে অশোক॥
সে আনন্দ যে যে ভাগ্যবন্ত দেখিলেক।
কোন জন আছে তার ভাগ্য বলিবেক॥
সে আনন্দ দেখিলেক যে সুকৃতি জন।
তারে দেখিলেও খণ্ডে সংসার বন্ধন॥
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখনে।
হইলাম বঞ্চিত সে সুখ দরশনে॥
তথাপিও এই কৃপা কর গৌরচন্দ্র।
সে লীলা মোহার স্মৃতি হউক জন্ম জন্ম॥
সপার্ষদে তুমি নিত্যানন্দ যথা যথা।
লীলা কর মুঞি যেন ভৃত্য হঙ তথা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্র জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গ নগর ভ্রমণং দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

একাদশ অধ্যায়।

দিগ্বিজয়ীর পরাজয়।

জয় জয় দ্বিজকুল-দীপ গৌরচন্দ্র।
জয় জয় ভক্তগোষ্ঠী-হৃদয় আনন্দ ॥
জয় জয় দ্বারপাল গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥
জয় অধ্যাপক-শিরোরত্ন বিপ্ররাজ।
জয় জয় চৈতন্যের ভকত-সমাজ ॥
হেন মতে বিদ্যা-রসে শ্রীগৌরাঙ্গনাথ।
বৈসেন সবার করি বিদ্যা গর্ব্বপাত ॥
যদ্যপিও নবদ্বীপ পণ্ডিত-সমাজ।
কোট্যর্ব্বুদ অধ্যাপক নানা শাস্ত্র-সাজ॥
ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র বা আচার্য্য।
অধ্যাপনা বিনা কার আর নাহি কার্য্য ॥
যদ্যপিও সবেই স্বতন্ত্র সবে জয়ী।
শাস্ত্র-চর্চ্চা হৈলে ব্রহ্মারও নাহি সহি ॥
প্রভু যত নিরবধি আক্ষেপ করেন।
পরস্পর সাক্ষাতেও সবেই শুনেন ॥
তথাপিও হেন জন নাহি প্রভু প্রতি।
দ্বিরুক্তি করিতে কার নাহি শক্তি কতি ॥
হেন সে সাধ্বস জন্মে প্রভুরে দেখিয়া।
সবেই যায়েন এক দিগে নম্র হৈয়া ॥
যদি বা কাহারে প্রভু করেন সম্ভাষ।
সেই জন হয় যেন অতি বড় দাস ॥
প্রভুর পাণ্ডিত্য-বুদ্ধি শিশুকাল হৈতে।
সবেই জানেন গঙ্গাতীরে ভাল মতে ॥
কোন রূপে কেহ প্রবোধিতে নাহি পারে।
ইহাও সবার চিত্তে জাগয়ে অন্তরে ॥
প্রভু দেখি স্বভাবেই জন্ময়ে সাধ্বস।
অতএব প্রভু দেখি সবে হয় বশ ॥
তথাপিও হেন তান মায়ার বড়াই।
বুঝিবারে পারে তারে হেন জন নাই ॥
তিঁহো যদি না করেন আপনা বিদিত।
তবে তানে কেহ নাহি জানে কদাচিৎ ॥
তেঁহো পুণ্য নিত্য সুপ্রসন্ন সর্ব্ববীত।
তাহান মায়ায় পুনী সবে বিমোহিত ॥
হেন মতে সবারে মোহিয়া গৌরচন্দ্র।
বিদ্যা-রসে নবদ্বীপে করে প্রভুরঙ্গ ॥
হেনকালে তথা এক মহাদিগ্বিজয়ী।
আইল পরম অহঙ্কার-যুক্ত হই ॥
সরস্বতী-মন্ত্রের একান্ত উপাসক।
মন্ত্র জপি সরস্বতী করিলেক বশ ॥
বিষ্ণু-ভক্তি স্বরূপিণী বিষ্ণু-বক্ষ-স্থিতা।
মূর্ত্তি ভেদে রমা সরস্বতী জগন্মাতা ॥
ভাগ্যবশে ব্রাহ্মণেরে প্রত্যক্ষ হইলা।
ত্রিভুবন দিগ্বিজয়ী করি বর দিলা ॥
যার দৃষ্টি-পাত মাত্রে হয় বিষ্ণু-ভক্তি।
দিগ্বিজয়ী বর বা তাহান কোন শক্তি ॥
পাই সরস্বতীর সাক্ষাৎ বর দান।
সংসার জিনিয়া বিপ্র বুলে স্থানে স্থান ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র জিহ্বায় আইসে নিরন্তর।
হেন নাহি জগতে যে দিবেক উত্তর ॥
যার কক্ষা মাত্র নাহি বুঝে কোন জনে।
দিগ্বিজয়ী হই বুলে সর্ব্ব স্থানে স্থানে ॥
শুনিলেন বড় নবদ্বীপের মহিমা।
পণ্ডিত-সমাজ যত তার নাহি সীমা ॥
পরম সমৃদ্ধ অশ্ব-গজ-যুক্ত হই।
সবা জিনি নবদ্বীপে গেলা দিগ্বিজয়ী ॥
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি পণ্ডিত-সভায়।
মহাধ্বনি উপজিল সর্ব্ব নদীয়ায় ॥

সর্ব্ব রাজ্য দেশ জিনি জয়-পত্র লই।
নবদ্বীপে আসিয়াছে এক দিগ্বিজয়ী॥
সরস্বতীর বর-পুত্র শুনি সর্ব্ব জনে।
পণ্ডিত সবার বড় চিন্তা হইল মনে॥
জম্বুদ্বীপে যত আছে পণ্ডিতের স্থান।
সবা জিনি নবদ্বীপ জগতে বাখান॥
হেন স্থান দিগ্বিজয়ী যাইব জিনিয়া।
সংসারেই অপ্রতিষ্ঠা ঘুষিব শুনিয়া॥
যুঝিতে বা কার শক্তি আছে তার সনে।
সরস্বতী বর যারে দিলেন আপনে॥
সরস্বতী বক্তা যার জিহ্বায় আপনে।
মনুষ্যে কি বাদে কভু পারে তার সনে॥
সহস্র সহস্র মহা মহা ভট্টাচার্য্য।
সবেই চিন্তেন মনে ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য॥
চতুর্দ্দিকে সবেই করেন কোলাহল।
বুঝিবাঙ এই যত যার বিদ্যাবল॥
এ সব বৃত্তান্ত যত পড়ুয়ার-গণে।
কহিলেন নিজ গুরু গৌরাঙ্গের স্থানে॥
এক দিগ্বিজয়ী সরস্বতী বশ করি।
সর্ব্বত্র জিনিয়া বুলে জয়-পত্র ধরি॥
হস্তী ঘোড়া দোলা লোক অনেক সংহতি।
সম্প্রতি আসিয়া হইল নবদ্বীপে স্থিতি॥
নবদ্বীপে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী চায়।
নহে জয়-পত্র মাগে সকল সভায়॥
শুনি শিষ্যগণের বচন গৌরমণি।
হাসিয়া কহিতে লাগিলেন তত্ত্ববাণী॥
শুন ভাই সব এই কহি তত্ত্ব-কথা।
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা॥
যে যে গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার।
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার॥

ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ॥
হৈহয় নহুষ বাণ নরক রাবণ।
মহা-দিগ্বিজয়ী শুনিয়াছ যে যে জন॥
বুঝ দেখি কার গর্ব্ব চূর্ণ নাহি হয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বর অহঙ্কার নাহি সয়॥
এতেকে তাহার যত বিদ্যা অহঙ্কার।
দেখিবে এথাই সব হইব সংহার॥
এত বলি হাসি প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে।
সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আইলেন রঙ্গে॥
গঙ্গাজল স্পর্শ করি গঙ্গা নমস্করি।
বসিলেন শিষ্য সঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
অনেক মণ্ডলী হই সর্ব্ব শিষ্যগণ।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে পরম শোভন॥
ধর্ম্মকথা শাস্ত্রকথা অশেষ কৌতুকে।
গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন প্রভু সুখে॥
কাহাকে না কহি মনে ভাবেন ঈশ্বরে।
দিগ্বিজয়ী জিনিবাঙ কেমন প্রকারে॥
এ বিপ্রের হইয়াছে মহা-অহঙ্কার।
জগতে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নাহি আর॥
সভা মধ্যে জয় যদি করিয়ে ইহারে।
মৃত্যু তুল্য হইবেক সংসার ভিতরে॥
লাঘবতা বিপ্রেরে করিবে সর্ব্ব-লোকে।
লুটিবে সর্ব্বস্ব বিপ্র মরিবেক শোকে॥
দুঃখ না পাইবে বিপ্র গর্ব্ব হৈব ক্ষয়।
বিরলে সে করিবাঙ দিগ্বিজয়ী জয়॥
এই মত ঈশ্বর চিন্তিতে সেই ক্ষণে।
দিগ্বিজয়ী নিশাতে আইলা সেই স্থানে॥
পরম নির্ম্মল নিশা পূর্ণ-চন্দ্রবতী।
কিবা শোভা হইয়া আছেন ভাগীরথী॥

ধানশী রাগঃ।

শিষ্য সঙ্গে গঙ্গাতীরে আছেন ঈশ্বর।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ সর্ব্ব মনোহর ॥ ধ্রু ॥

হাস্যযুক্ত শ্রীচন্দ্র-বদন অনুক্ষণ।
নিরন্তর দিব্য-দৃষ্টি দুই শ্রীনয়ন ॥
মুক্তা জিনি শ্রীদশন অরুণ অধর।
দয়াময় সুকোমল সর্ব্ব কলেবর ॥
সুবলিত শ্রীমস্তকে শ্রীচাঁচর কেশ।
সিংহ-গ্রীব গজ-স্কন্ধ বিলক্ষণ বেশ ॥
সুপ্রকাণ্ড শ্রীবিগ্রহ সুন্দর হৃদয়।
যজ্ঞসূত্ররূপে তহি অনন্ত বিজয় ॥
শ্রীললাটে উর্দ্ধ সুতিলক মনোহর।
আজানু-লম্বিত দুই শ্রীভুজ সুন্দর ॥
যোগ-পট্ট ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বাম উরু মাঝে থুই দক্ষিণ চরণ ॥
করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
হয় নয় করে নয় করেন প্রমাণ ॥
অনেক মণ্ডলী হই সর্ব্ব শিষ্যগণ।
চতুর্দ্দিকে বসিয়া আছেন সুশোভন ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া দিগ্বিজয়ী সুবিস্মিত।
মনে ভাবে এই বুঝি নিমাইপণ্ডিত ॥
অলক্ষিতে সেই স্থানে থাকি দিগ্বিজয়ী।
প্রভুর সৌন্দর্য্য চাহে এক দৃষ্টি হই ॥
শিষ্য স্থানে জিজ্ঞাসিল কি নাম ইহান।
শিষ্য বলে নিমাঞি পণ্ডিত খ্যাতিমান ॥
তবে গঙ্গা নমস্করি সেই বিপ্রবর।
আইলেন ঈশ্বরের সভার ভিতর ॥
তারে দেখি প্রভু কিছু ঈষৎ হাসিয়া।
বসিতে বলিলা অতি আদর করিয়া ॥
পরম নিঃশঙ্ক দেহ দিগ্বিজয়ী আর।
তবু প্রভু দেখিয়া সাধ্বস হৈল তার ॥
ঈশ্বর-স্বভাব-শক্তি সেইমত হয়।
দেখিতেই মাত্র তার সাধ্বস জন্মায় ॥
সাত পাঁচ কথা প্রভু কহি বিপ্র সঙ্গে।
জিজ্ঞাসিতে তাঁরে কিছু আরম্ভিলা রঙ্গে ॥
প্রভু কহে তোমার কবিত্বের নাহি সীমা।
হেন নাহি যাহা তুমি না কর বর্ণনা ॥
গঙ্গার মহিমা কিছু করহ পঠন।
শুনিয়া সবার হউক পাপ বিমোচন ॥
শুনি সেই দিগ্বিজয়ী প্রভুর বচন।
সেইক্ষণে করিবারে লাগিলা বর্ণন ॥
দ্রুত যে লাগিলা বিপ্র করিতে বর্ণনা।
কতরূপে বলে তার কে করিবে সীমা ॥
শত মেঘে শুনি যেন করয়ে গর্জ্জন।
এইমত কবিত্বের দাস্তর্য্য পঠন ॥
জিহ্বায় আপনি সরস্বতী অধিষ্ঠান।
যে বলয়ে সেই হয় অত্যন্ত প্রমাণ ॥
মনুষ্যের শক্তি তাহা বুঝিবেক কে।
হেন বিদ্যাবন্ত নাহি দুষিবেক যে ॥
সহস্র সহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ।
অবাক্ হইলা সবে শুনিয়া বর্ণন ॥
রাম রাম অদ্ভুত স্মরেণ শিষ্যগণ।
মনুষ্যের এমত কি স্ফুরয়ে কথন ॥
জগতে অদ্ভুত যত শব্দ অলঙ্কার।
সেই বই কবিত্বের বর্ণন নাহি আর ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে মহা-বিশারদ যে যে জন।
হেন শব্দ তাহারাও বুঝিতে বিষম ॥
এইমত প্রহর ক্ষণেক দিগ্বিজয়ী।
অদ্ভুত পড়য়ে তথাপি অন্ত নাই ॥

পড়ি যদি দিগ্বিজয়ী হৈলা অবসর।
তবে হাসি বলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর॥
তোমার যে শব্দের গ্রন্থন অভিপ্রায়।
তুমি বিনে বুঝাইলে বুঝা নাহি যায়॥
এতেক আপনে কিছু করহ ব্যাখ্যান।
যে শব্দে যে বল তুমি সেই সুপ্রমাণ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব মনোহর।
ব্যাখ্যা করিবারে লাগিলেন বিপ্রবর॥
ব্যাখ্যা করিলেই মাত্র প্রভু সেইক্ষণে।
দুষিলেন আদি মধ্য অন্তে তিন স্থানে॥
প্রভু বলে এ সকল শব্দ অলঙ্কার।
শাস্ত্রমতে শুদ্ধ হৈতে বিষম অপার॥
তুমি বা দিয়াছ কোন অভিপ্রায় করি।
বল দেখি কহিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
এত বড় সরস্বতী-পুত্র দিগ্বিজয়ী।
সিদ্ধান্ত না স্ফুরে কিছু বুদ্ধি গেল কহি॥
সাত পাঁচ বলে বিপ্র প্রবোধিতে নারে।
যেই বলে তাই দোষে গৌরাঙ্গ-সুন্দরে॥
সকল প্রতিভা পলাইল কোন স্থানে।
আপনে না বুঝে বিপ্র কি বলে আপনে॥
প্রভু বলে এ থাকুক পড় কিছু আর।
পড়িতেও পূর্ব্বমত শক্তি নাহি তার॥
কোন চিত্র তাহা সম্মোহন প্রভু স্থানে।
বেদেও পায়েন মোহ যার বিদ্যমানে॥
আপনে অনন্ত চতুর্ম্মুখ পঞ্চানন।
যা সবার দৃষ্টে হয় অনন্ত ভুবন॥
তাঁহারাও পায়েন মোহ যার বিদ্যমানে।
কোন চিত্র সে বিপ্রের মোহ প্রভু স্থানে॥
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত যোগমায়া।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোহে যা সবার ছায়া॥
তাহারা পায়েন মোহ যার বিদ্যমানে।
অতএব পাছে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥
বেদকর্ত্তা শেষে মোহ পায় যার স্থানে।
কোন চিত্র দিগ্বিজয়ী মোহ বা তাহানে॥
মনুষ্যে এ কার্য্য সব অসম্ভব বড়।
তেঞি বলি তাঁর সকল কার্য্য দড়॥
মূলে যত কিছু কর্ম্ম করেন ঈশ্বরে।
সকল নিস্তার হেতু দুঃখিত জীবেরে॥
দিগ্বিজয়ী যদি পরাজয়ে প্রবেশিলা।
শিষ্যগণে হাসিবারে উদ্যত হইলা॥
সবারেই প্রভু করিলেন নিবারণ।
বিপ্র প্রতি বলিলেন মধুর বচন॥
আজি চল তুমি শুভ কর বাসা প্রতি।
কালি বিচারিব সব তোমার সংহতি॥
তুমিও হইলা শ্রান্ত অনেক পড়িয়া।
নিশাও অনেক যায় শুই থাক গিয়া॥
এইমত প্রভুর কোমল ব্যবসায়।
যাহারে জিনেন সেই দুঃখ নাহি পায়॥
সেই নবদ্বীপে যত অধ্যাপক আছে।
জিনিয়া সবারে তোষে মহাপ্রভু পাছে॥
চল আজি ঘরে গিয়া বসি পুথি চাহ।
কালি যে জিজ্ঞাসি তাহা বলিবারে চাহ॥
জিনিয়াও কাহার না করে তেজ ভঙ্গ।
সবেই পায়েন প্রীতি হেন তান সঙ্গ॥
অতএব নবদ্বীপে যতেক পণ্ডিত।
সবার প্রভুর প্রতি মনে বড় প্রীত॥
শিষ্যগণ সংহতি চলিলা প্রভু ঘর।
দিগ্বিজয়ী হৈলা বড় লজ্জিত অন্তর॥
দুঃখিত হইয়া বিপ্র চিন্তে মনে মনে।
সরস্বতী মোরে বর দিলেন আপনে॥

ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা দর্শন।
বৈশেষিক বেদান্তে নিপুণ যত জন ॥
হেন জন না দেখিল সংসার ভিতরে।
জিনিতে কি দায় মোর সনে কক্ষ করে ॥
শিশু-শাস্ত্র ব্যাকরণ পড়ায়ে ব্রাহ্মণ।
সে মোহারে জিনে হেন বিধির ঘটন ॥
সরস্বতীর বর অন্যথা দেখি হয়।
এ মোহার চিত্তে বড় লাগিল সংশয় ॥
দেবী স্থানে মোর বা জন্মিল কোন দোষ।
অতএব হৈল মোর প্রতিভা সঙ্কোচ ॥
অবশ্য ইহার আজি বুঝিব কারণ।
এত বলি মন্ত্র জপে বসিলা ব্রাহ্মণ ॥
মন্ত্র জপি দুঃখে বিপ্র শয়ন করিলা।
স্বপ্নে সরস্বতী বিপ্র সম্মুখে আইলা ॥
কৃপা দৃষ্টে ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণের প্রতি।
কহিতে লাগিলা অতি গোপ্য সরস্বতী ॥
সরস্বতী বলেন শুনহ বিপ্রবর।
বেদ-গোপ্য কহি এই তোমার গোচর ॥
কার স্থানে কহ যদি এ সকল কথা।
তবে তুমি শীঘ্র হৈবা অল্পায়ু সর্ব্বথা ॥
যার ঠাঞি তোমার হইল পরাজয়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ সেই সুনিশ্চয় ॥
আমি যার পাদ-পদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসী ॥

তথাহি।

দ্বিতীয় স্কন্ধে নারদ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

বিলজ্জমানয়া যস্য-স্থাতুমীক্ষা পথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকথন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ ॥*

আমি সে বুলিয়ে বিপ্র তোমার জিহ্বায়।
তাহার সম্মুখে শক্তি না বসে আমায় ॥
আমার কি দায় শেষ দেব ভগবান।
সহস্র বদনে বেদ যে করে ব্যাখ্যান ॥
অজ ভব আদি যার উপাসনা করে।
হেন শেষ মোহ মানে যাহার গোচরে ॥
পরব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণই বৈসে সবার হৃদয় ॥
ভক্তি জ্ঞান বিদ্যা শুভ অশুভাদি যত।
দৃষ্যাদৃষ্য তোমারে বা কহিবাঙ কত ॥
সকল প্রলয় হয় শুন যাহা হৈতে।
সেই প্রভু বিপ্ররূপে দেখিলা সাক্ষাতে ॥
ব্রহ্মা আদি যত দেখ সুখ দুঃখ পায়।
সকল জানিহ বিপ্র ইহান আজ্ঞায় ॥
মৎস্য কূর্ম্ম আদি যত শুন অবতার।
এই প্রভু বিনা বিপ্র কিছু নাই আর ॥
অই সে বরাহ-রূপে ক্ষিতি স্থাপয়িতা।
অই সে নৃসিংহ-রূপে প্রহ্লাদ রক্ষিতা ॥
অই সে বামন-রূপী বলির জীবন।
যার পাদ-পদ্ম হইতে গঙ্গার জনম ॥
অই সে হইলা অবতীর্ণ অযোধ্যায়।
বধিল রাবণ দুষ্ট অশেষ লীলায় ॥
উহাকে সে বসুদেব নন্দ-পুত্র বলি।
এবে বিপ্র-পুত্র বিদ্যা-রসে কুতূহলী ॥
বেদেও কি জানেন উহান অবতার।
জানাইলে জানয়ে অন্যথা শক্তি কার ॥
যত কিছু মন্ত্র তুমি জপিলে আমার।
দিগ্বিজয়ী পদ ফল না হয় তাহার ॥

* যে মায়া শ্রীভগবানের দর্শন পথে উপস্থিত হইলেই বিলজ্জমানা হইয়া দূরে পলায়ন করেন, সেই মায়া দ্বারা বিমোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধিব্যক্তিগণ "আমার ও আমি" ইত্যাদি বলিয়া প্রলাপ করিয়া থাকে।

মন্ত্র জপের ফল এবে সে পাইলা।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সাক্ষাতে দেখিলা ॥
যাহ শীঘ্র বিপ্র তুমি ইহান চরণে।
দেহ গিয়া সমর্পণ করহ উহানে ॥
স্বপ্ন হেন না মানিহ এসব বচন।
মন্ত্র-বশে কহিলাম বেদ-সঙ্গোপন ॥
এত বলি সরস্বতী হৈলা অন্তর্দ্ধান।
জাগিলেন বিপ্রবর মহা ভাগ্যবান ॥
জাগিয়াই মাত্র বিপ্রবর সেইক্ষণে।
চলিলেন অতি উষা-কালে প্রভু স্থানে ॥
প্রভুরে আসিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ হৈলা।
প্রভুও বিপ্রেরে কোলে করিয়া তুলিলা ॥
প্রভু বলে কেন ভাই একি ব্যবহার।
বিপ্র বলে কৃপাদৃষ্টি যে হেন তোমার ॥
প্রভু বলে দিগ্বিজয়ী হইয়া আপনে।
তবে তুমি আমারে এমত কর কেনে ॥
দিগ্বিজয়ী বলেন শুনহ বিপ্ররাজ।
তোমা ভজিলে সে সিদ্ধি হয় সর্ব্বকাজ ॥
কলিযুগে বিপ্ররূপে তুমি নারায়ণ।
তোমারে চিনিতে শক্তি ধরে কোন জন ॥
তখনি আমার চিত্তে জন্মিল সংশয়।
তুমি জিজ্ঞাসিলে মোর বাক্য না স্ফুরয় ॥
তুমি যে অগর্ব্ব ইহা সর্ব্ব বেদে কহে।
তাহা সত্য দেখিল অন্যথা কভু নহে ॥
তিনবার আমারে করিলে পরাভব।
তথাপি আমার তুমি রাখিলে গৌরব ॥
এহ কি ঈশ্বর-শক্তি বিনে অন্যে হয়।
অতএব তুমি নারায়ণ সুনিশ্চয় ॥
গৌড় তিরহুত দিল্লী কাশী আদি করি।
গুজরাট বিজয়-নগর কাঞ্চীপুরী ॥
হেলঙ্গ তৈলঙ্গ উড্র দেশ আর কত।
পণ্ডিতের সমাজ সংসারে আছে যত ॥
দুষিবে আমার বাক্য সে থাকুক দূরে।
বুঝিতেই কোন জনে শক্তি নাহি ধরে ॥
হেন আমি তোমা স্থানে সিদ্ধান্ত করিতে।
না পারিনু সব বুদ্ধি গেল কোন ভিতে ॥
এহ কর্ম্ম তোমার আশ্চর্য্য কিছু নহে।
সরস্বতী-পতি তুমি দেবী মোরে কহে ॥
বড় শুভ লগ্নে আইলাম নবদ্বীপে।
তোমা দেখিলাঙ ডুবিঞাঙ ভব-কূপে ॥
অবিদ্যা-বাসনা-বন্ধে মোহিত হইয়া।
বেড়াঙ পাসরি তত্ত্ব আপনা বঞ্চিয়া ॥
দৈব ভাগ্যে পাইলাঙ তোমা দরশনে।
এবে কৃপা-দৃষ্টে মোরে করহ মোচনে ॥
পর উপকার ধর্ম্ম স্বভাব তোমার।
তোমা বিনে শরণা-দয়াল নাহি আর ॥
হেন উপদেশ মোরে কহ মহাশয়।
আর যেন দুর্ব্বাসনা চিত্তে নাহি হয় ॥
এই মত কাকুর্ব্বাদ অনেক করিলা।
স্তুতি করে দিগ্বিজয়ী অতি নম্র হৈয়া ॥
শুনিয়া বিপ্রের কাকু শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া তাহানে কিছু করিলা উত্তর ॥
শুন দ্বিজবর তুমি মহা ভাগ্যবান।
সরস্বতী যাহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান ॥
দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বর ভজিতে সেই বিদ্যা সত্য কহে ॥
মন দিয়া বুঝ দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে ॥
এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি।
করেন ঈশ্বর সেবা দৃঢ় চিত্ত করি ॥

এতেক ছাড়িয়া বিপ্র সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ গিয়া ভজহ সকাল॥
যাবত মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবত সেবহ কৃষ্ণ হইয়া নিশ্চয়॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ-পাদ-পদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়॥
মহা উপদেশ এই কহিল তোমারে।
সবে বিষ্ণু অনন্ত ভক্তি সত্য সংসারে॥
এত বলি মহাপ্রভু সন্তোষিত হৈয়া।
আলিঙ্গন করিলেন দ্বিজেরে ধরিয়া॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
বিপ্রের হইল সব বন্ধ বিমোচন॥
প্রভু বলে বিপ্র সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ সর্ব্ব-ভূতে দয়া করি॥
যে কিছু তোমারে কহিলেন সরস্বতী।
সে সকল কিছু না কহিবা কাহা প্রতি॥
বেদ-গুহ্য কহিলে হয় পরমায়ু ক্ষয়।
পরলোকে তার মন্দ জানিহ নিশ্চয়॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সেই বিপ্রবর।
প্রভুরে করিয়া দণ্ড প্রণাম বিস্তর॥
পুনঃ পুনঃ পাদ-পদ্ম করিয়া বন্দন।
মহা কৃতকৃত্য হই চলিলা ব্রাহ্মণ॥
প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তি বিরক্তি বিজ্ঞান।
সেইক্ষণে বিপ্র-দেহে হৈলা অধিষ্ঠান॥
কোথা গেল ব্রাহ্মণের দিগ্বিজয়ী দম্ভ।
তৃণ হৈতে অধিক হইলা বিপ্র নম্র॥
হস্তী ঘোড়া দোলা ধন যতেক সম্ভার।
পাত্রসাৎ করিয়া সর্ব্বস্ব আপনার॥
চলিলেন দিগ্বিজয়ী হইয়া অসঙ্গ।
হেন মত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রঙ্গ॥

তাহান কৃপার স্বভাব এই ধর্ম্ম।
রাজ্য-পদ ছাড়ি করে ভিক্ষুকের কর্ম্ম॥
কলিযুগে তার সাক্ষী শ্রীদবিরখাস।
রাজ্য-সুখ ছাড়ি যার অরণ্যে বিলাস॥
যে বিভব নিমিত্ত জগতে কাম্য করে।
পাইয়াও কৃষ্ণ-দাস তাহা পরিহরে॥
তাবৎ রাজ্যাদি পদ সুখ করি মানে।
ভক্তি-সুখ মহিমা যাবৎ নাহি জানে॥
রাজ্যাদি সুখের কথা সে থাকুক দূরে।
মোক্ষ সুখ অল্প মানে কৃষ্ণ-অনুচরে॥
ঈশ্বরের শুভদৃষ্টি বিনা কিছু নহে।
অতএব ঈশ্বর ভজন বেদে কহে॥
হেনমতে দিগ্বিজয়ী পাইলা মোচন।
হেন গৌর-সুন্দরের অদ্ভুত কথন॥
দিগ্বিজয়ী জিনিলেন শ্রীগৌর-সুন্দরে।
শুনিলেন এই সব নদীয়া-নগরে॥
সকল লোকের হৈল মহাশ্চর্য্য জ্ঞান।
নিমাঞি পণ্ডিত হয় মহা বিদ্যাবান॥
দিগ্বিজয়ী হারিয়া চলিল যার ঠাঞি।
এত বড় পণ্ডিত আর কোথা শুনি নাঞি॥
সার্থক করেন গর্ব্ব নিমাঞি পণ্ডিত।
এবে সে তাহান বিদ্যা হইল বিদিত॥
কেহ বলে এ ব্রাহ্মণ ন্যায় যদি পড়ে।
ভট্টাচার্য্য হয় তবে কখন না নড়ে॥
কেহ কেহ বলে ভাই মিলে সর্ব্ব জনে।
বাদী-সিংহ বলি পদবী দিব তানে॥
হেন সে তাহার অতি মায়ার বড়াই।
এত দেখিলাও জানিবারে শক্তি নাই॥
এইমত সর্ব্ব নবদ্বীপে সর্ব্বজনে।
প্রভুর সৎকীর্ত্তি সবে ঘোষে সর্ব্বক্ষণে॥

নবদ্বীপ-বাসীর চরণে নমস্কার।
এ সকল লীলা দেখিবারে শক্তি যার॥
যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ী জয়।
কোথায় তাহার পরাভব নাহি হয়॥
বিদ্যা-রস গৌরাঙ্গের অতি মনোহর।
ইহা যেই শুনে হয় তাঁর অনুচর॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে দিগ্বিজয়ী
উদ্ধারো নামঃ একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

বঙ্গদেশ বিজয়।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় নিত্য কলেবর॥
জয় জয় শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রের জীবন।
জয় শ্রীপরমানন্দপুরী-প্রাণধন॥
জয় জয় সর্ব্ব বৈষ্ণবের ধন প্রাণ।
কৃপা-দৃষ্টে কর প্রভু সর্ব্ব জীবে ত্রাণ॥
আদিখণ্ড কথা ভাই শুন এক মনে।
বিপ্র-রূপে কৃষ্ণ বিহরিলেন যেমনে॥
হেনমতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক সর্ব্বক্ষণ।
বিদ্যা-রসে বিহরেন লঞা শিষ্যগণ॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে প্রতি নগরে নগরে।
শিষ্যগণ সঙ্গে বিদ্যা-রসে ক্রীড়া করে॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে সর্ব্ব লোকে হৈল ধ্বনি।
নিমাইপণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি॥
বড় বড় বিষয়ী সকল দোলা হৈতে।
নামিয়া করেন নমস্কার বহুমতে॥
প্রভু দেখি মাত্র জন্মে সবার সাধ্বস।
নবদ্বীপে হেন নাহি যে না হয় বশ॥
নবদ্বীপে যারা যত ধর্ম্ম কর্ম্ম করে।
ভোজ্য বস্ত্র অবশ্য পাঠায় প্রভু ঘরে॥
প্রভু সে পরম ব্যয়ী ঈশ্বর ব্যভার।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার॥
দুঃখিত দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি।
অন্ন বস্ত্র কড়িপাতি দেন গৌরহরি॥
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সবাকারে॥
কোন দিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।
সবা নিমন্ত্রেণ প্রভু হইয়া হরিষ॥
সেইক্ষণে কহি পাঠায়েন জননীরে।
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে॥
ঘরে কিছু নাই আই চিন্তে মনে মনে।
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা হইবে কেমনে॥
চিন্তিতেই হেন নাহি জানি কোন জনে।
সকল সম্ভার আনি দেই সেইক্ষণে॥
তবে লক্ষ্মী-দেবী গিয়া পরম সন্তোষে।
রান্ধেন বিশেষ তবে প্রভু আসি বৈসে॥
সন্ন্যাসীগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া।
তুষ্ট করি পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া॥
এইমত যতেক অতিথি আসি হয়।
সবারেই জিজ্ঞাসা করেন কৃপাময়॥
গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিক্ষায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম্ম॥
গৃহস্থ হইয়া যদি অতিথি না করে।
পশুপক্ষী হইতে অধম বলি তারে॥

যার বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট দোষে।
সেহ তৃণ জল ভূমি দিবেক সন্তোষে॥

তথাহি।

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্‌চতুর্থী চ সুনৃতাং।
এতান্যপি সতাং গেহে নচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

সত্য বাক্য কহিবেক করি পরিহার।
তথাপি আতিথ্য শূন্য না হয় তাহার॥
অকৈতবে চিত্ত সুখে যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি অতিথিরে ভক্তি॥
অতএব অতিথিরে আপনে ঈশ্বরে।
জিজ্ঞাসা করেন অতি পরম আদরে॥
সেই সব অতিথি পরম ভাগ্যবান।
লক্ষ্মী-নারায়ণ যারে করে অন্ন দান॥
যার অন্নে ব্রহ্মাদির আশা অনুক্ষণ।
হেন সে অদ্ভুত তাহা খায় যে যে জন॥
কেহ কেহ ইতিমধ্যে কহে অন্য কথা।
সে অন্নের যোগ্য অন্য না হয় সর্ব্বথা॥
ব্রহ্মা শিব শুক ব্যাস নারদাদি করি।
সুর সিদ্ধ আদি যত স্বচ্ছন্দ বিহারি॥
লক্ষ্মী-নারায়ণ অবতীর্ণ নবদ্বীপে।
জানি সবে আইসেন ভিক্ষুকের রূপে॥
অন্যথা সে স্থানে যাইবার শক্তি কার।
ব্রহ্মাদিও বিনা কি সে অন্ন পায় আর॥
কেহ বলে দুঃখিত তারিতে অবতার।
সর্ব্ব মতে দুঃখিতের করেন নিস্তার॥
ব্রহ্মা আদি দেবতার অঙ্গ প্রতি অঙ্গ।
সর্ব্বদা তাহারা ঈশ্বরের নিত্যসঙ্গ॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা তাঁন এই অবতারে।
ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ দিমু সকল জীবেরে॥

অতএব দুঃখিতেরে ঈশ্বর আপনে।
নিজ গৃহে অন্ন দেন উদ্ধার কারণে॥
একেশ্বর লক্ষ্মী-দেবী করেন রন্ধন।
তথাপিও পরম আনন্দ-যুক্ত মন॥
লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শচী ভাগ্যবতী।
দণ্ডে দণ্ডে আনন্দ বিশেষ বাড়ে অতি॥
উষা-কাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহ-কর্ম্ম।
আপনে করেন সব এই তাঁর ধর্ম্ম॥
দেব-গৃহে করেন যত স্বস্তিক মণ্ডলী।
শঙ্খ চক্র লিখেন হইয়া কুতূহলী॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ সুবাসিত জল।
ঈশ্বর-পূজার সজ্জা করেন সকল॥
নিরবধি তুলসীর করেন সেবন।
ততোধিক শচীর সেবায় তান মন॥
লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শ্রীগৌর-সুন্দর।
মুখে কিছু না বলেন সন্তোষ অন্তর॥
কোন দিন লই লক্ষ্মী প্রভুর চরণ।
বসিয়া থাকেন পদ-তলে অনুক্ষণ॥
অদ্ভুত দেখেন শচী পুত্র পদ-তলে।
মহা জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি পঞ্চ-শিখা জ্বলে॥
কোন দিন পদ্ম-গন্ধ পাই শচী আই।
ঘর দ্বার সর্ব্বত্র ব্যাপিত অন্ত নাই॥
হেন মতে লক্ষ্মী-নারায়ণ নবদ্বীপে।
কেহ নাহি চিনেন আছেন গূঢ়রূপে॥
তবে কতদিনে ইচ্ছাময় ভগবান।
বঙ্গদেশ দেখিতে হইল ইচ্ছা তান॥
তবে প্রভু জননীরে বলিলেন বাণী।
কতদিন প্রবাস করিব মাতা আমি॥
লক্ষ্মী প্রতি কহিলেন শ্রীগৌর-সুন্দর।
মায়ের সেবন তুমি কর নিরন্তর॥

তবে প্রভু কত আপ্ত শিষ্যবর্গ লৈয়া।
চলিলেন বঙ্গদেশে হরষিত হৈয়া ॥
যে যে জনে দেখে প্রভু চলিয়া আসিতে।
সেই আর দৃষ্টি নাহি পারে সম্বরিতে ॥
স্ত্রীলোকে দেখিয়া বলে এ পুত্র যাহার।
ধন্য তার জন্ম তার পায়ে নমস্কার ॥
যেই ভাগ্যবতী হেন পাইলেক পতি।
স্ত্রী-জন্ম সার্থক করিলেন সেই সতী ॥
এই মত পথে যত দেখে স্ত্রী পুরুষে।
পুনঃ পুনঃ সবে ব্যাখ্যা করেন সন্তোষে ॥
দেবেও করেন কাম্য যে প্রভু দেখিতে।
যে তে জনে হেন প্রভু দেখে কৃপা হৈতে ॥
হেন মতে শ্রীগৌর-সুন্দর ধীরে ধীরে।
কত দিনে আইলেন পদ্মাবতী তীরে ॥
পদ্মাবতী নদীর তরঙ্গ শোভা অতি।
উত্তম পুলিন যেন উপবন তথি ॥
দেখি পদ্মাবতী প্রভু মহা কুতূহলে।
গণ সহ স্নান করিলেন সেই জলে ॥
ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেই দিন হৈতে।
যোগ্য হৈলা সর্ব্ব লোক পবিত্র করিতে ॥
পদ্মাবতী নদী অতি দেখিতে সুন্দর।
তরঙ্গ পুলিন স্রোত অতি মনোহর ॥
পদ্মাবতী দেখি প্রভু পরম হরিষে।
সেই স্থানে রহিলেন তার ভাগ্য-বশে ॥
যেন ক্রীড়া করিলেন জাহ্নবীর জলে।
শিষ্যগণ সহিত পরম কুতূহলে ॥
সেই ভাগ্য এবে পাইলেন পদ্মাবতী।
প্রতি দিন প্রভু জল-ক্রীড়া করে তথি ॥
বঙ্গদেশে গৌরচন্দ্র করিলা প্রবেশ।
অদ্যাপিও সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ ॥
পদ্মাবতী-তীরে রহিলেন গৌরচন্দ্র।
শুনি সর্ব্ব লোক বড় হইল আনন্দ ॥
নিমাঞি পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি।
আসিয়া আছেন সর্ব্ব দিকে হৈল ধ্বনি ॥
ভাগ্যবন্ত যত আছে সকল ব্রাহ্মণ।
উপায়ণ হস্তে আইলেন সেইক্ষণ ॥
সবে আসি প্রভুরে করিয়া নমস্কার।
বলিতে লাগিলা অতি করি পরিহার ॥
আমা সবাকার অতি ভাগ্যোদয় হৈতে।
তোমার বিজয় আসি হৈল এ দেশেতে ॥
অর্থ-বৃত্তি লই সর্ব্ব গোষ্ঠীর সহিতে।
যার স্থানে নবদ্বীপে যাইব পড়িতে ॥
হেন নিধি অনায়াসে আপনে ঈশ্বরে।
আনিয়া দিলেন আমা সবার গোচরে ॥
মূর্ত্তিমন্ত তুমি বৃহস্পতি অবতার।
তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর ॥
বৃহস্পতি দৃষ্টান্ত তোমার যোগ্য নয়।
ঈশ্বরের অংশ তুমি হেন মনে হয় ॥
অন্যথা ঈশ্বর বিনে এমত পাণ্ডিত্য।
অন্যের না হয় প্রভু লয় চিত্ত বিত্ত ॥
এবে এক নিবেদন করিয়ে তোমারে।
বিদ্যা দান কর কিছু আমা সবাকারে ॥
উদ্দেশে আমরা সবে তোমার টিপ্পনী।
লই পড়ি পড়াই শুনহ দ্বিজমণি ॥
সাক্ষাতেও শিষ্য কর আমা সবাকারে।
থাকুক তোমার শিষ্য সকল সংসারে ॥
হাসি প্রভু সবা প্রতি করিয়া আশ্বাস।
কত দিন বঙ্গদেশে করিলা বিলাস ॥
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিও সেই বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য সংকীর্ত্তন করে স্ত্রী পুরুষে ॥

মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপীগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদর ভরণ লাগি পাপীষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করি আপনারে কেহ বলে॥
কোন পাপীগণ ছাড়ি কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্ম-দৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র কাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপীষ্ঠ আপনারে বলায় গোপাল।
অতএব তারে সবে বলেন শিয়াল॥
শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধমে বলে সেই ছার শোচ্যতর॥
দুই বাহু তুলি এই বলি সত্য করি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-নাথ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
যার নাম স্মরণে সমস্ত বন্ধ ক্ষয়।
যার দাস স্মরণেও সর্ব্বত্রে বিজয়॥
সকল ভুবনে দেখ যার যশ গায়।
বিপথ ছাড়িয়া ভজ হেন প্রভুর পায়॥
হেন মতে শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ গৌরচন্দ্র।
বিদ্যা-রসে করে প্রভু বঙ্গদেশে রঙ্গ॥
সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথাই।
হেন নাহি জানি কে পড়য়ে কোন ঠাঞি॥
শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া।
নিমাঞি পণ্ডিত স্থানে পড়িবাঙ গিয়া॥
হেন কৃপা-দৃষ্টে প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
দুই মাসে সবেই হইল বিদ্যাবান॥
কত শত শত জন পদবী লভিয়া।
ঘরে যার আর কত আইসে শুনিয়া॥
এই মতে বিদ্যা-রসে বৈকুণ্ঠের পতি।
বিদ্যা-রসে বঙ্গ-দেশে করিলেন স্থিতি॥
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী প্রভুর বিরহে।
অন্তরে দুঃখিতা দেবী কাহারে না কহে॥
নিরবধি করে দেবী আইর সেবন।
প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন॥
নামে সে অন্ন মাত্র পরিগ্রহ করে।
ঈশ্বর বিচ্ছেদে বড় দুঃখিতা অন্তরে॥
একেশ্বর সর্ব্ব রাত্রি করেন ক্রন্দন।
চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষ্মী না পায়েন কোন ক্ষণ॥
ঈশ্বর বিচ্ছেদ লক্ষ্মী না পারি সহিতে।
ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে॥
নিজ প্রাকৃত দেহ থুই পৃথিবীতে।
চলিলেন প্রভু পাশে অতি অলক্ষিতে॥
প্রভু পাদ-পদ্ম লক্ষ্মী ধরিয়া হৃদয়।
ধ্যানে গঙ্গা-তীরে দেবী করিলা বিজয়॥
এখানে শচীর দুঃখ না পারি কহিতে।
কাষ্ঠ দ্রবে আইর সে ক্রন্দন শুনিতে॥
সে সকল দুঃখ রসনা না পারে বর্ণিতে।
অতএব কিছু কহিলাম সূত্রমতে॥
সাধুগণ শুনি বড় হইল দুঃখিত।
সবে আসি কার্য্য করিলেন যথোচিত॥
ঈশ্বর থাকিয়া কত দিন বঙ্গদেশে।
আসিতে হইল ইচ্ছা নিজ-গৃহ বাসে॥
তবে গৃহে প্রভু আসিবেন হেন শুনি।
যার যত শক্তি সবে ধন দিলা আনি॥
সুবর্ণ রজত জল-পাত্র দিব্যাসন।
সুরঙ্গ কম্বল বহু প্রকার বসন॥
উত্তম পদার্থ যার যত ছিল ঘরে।
সবেই সন্তোষে আনি দিলেন প্রভুরে॥

প্রভুও সবার প্রতি কৃপা-দৃষ্টি করি।
পরিগ্রহ করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
সন্তোষে সবার স্থানে হইয়া বিদায়।
নিজ গৃহে চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥
অনেক পড়ুয়া সব প্রভুর সহিতে।
চলিলেন প্রভু স্থানে তথাই পড়িতে॥
হেনই সময়ে এক সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
অতি সার-গ্রাহি নাম মিশ্র তপন॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নিরূপিতে নারে।
হেন জন নাহি তথা জিজ্ঞাসিবে তারে॥
নিজ ইষ্টমন্ত্র সদা জপে রাত্র দিনে।
সোয়াস্তি নাহিক চিত্তে সাধনাঙ্গ বিনে॥
ভাবিতে চিন্তিতে এক দিন রাত্রি শেষে।
সুস্বপ্ন দেখিল দ্বিজ নিজ ভাগ্যবশে॥
সম্মুখে আসিয়া এক দেব-মূর্ত্তিমান।
ব্রাহ্মণেরে কহে গুপ্ত-চরিত্র আখ্যান॥
শুন শুন ওহে দ্বিজ পরম সুধীর।
চিন্তা না করিহ আর মন কর স্থির॥
নিমাঞি পণ্ডিত পাশ করহ গমন।
তিঁহো কহিবেন তোমা সাধ্য-সাধন॥
মনুষ্য নহেন তিঁহো নর-নারায়ণ।
নর-রূপে লীলা তাঁর জগত কারণ॥
বেদ-গোপ্য এ সকল না কহিবে কারে।
কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম জন্মান্তরে॥
অন্তর্দ্ধান হৈলা দেব ব্রাহ্মণ জাগিলা।
সুস্বপ্ন দেখিয়া বিপ্র কান্দিতে লাগিলা॥
অহো ভাগ্য মানি পুনঃ চেতন পাইয়া।
সেইক্ষণে চলিলেন প্রভু ধেয়াইয়া॥
বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌর-সুন্দর।
শিষ্যগণ সহিত পরম মনোহর॥

আসিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে।
যোড়-হস্তে দাণ্ডাইল সবার সদনে॥
বিপ্র বলে আমি অতি দীন-হীন জন।
কৃপা-দৃষ্টে কর মোর সংসার মোচন॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি আমা প্রতি কহিবা আপনি॥
বিষয়াদি সুখ মোর চিত্তে নাহি লয়।
কিসে জুড়াইবে প্রাণ কহ দয়াময়॥
প্রভু বলে বিপ্র তোমার ভাগ্যের কি কথা।
কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ সেই সে সর্ব্বথা॥
ঈশ্বর ভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগ ধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি পরচার॥
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম রাখি ক্ষিতি তলে।
স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজ স্থানে চলে॥

তথাহি।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

তথাহি।

আসন বর্ণা স্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোহনু যুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণাতাং গতঃ॥

কলিযুগ ধর্ম্ম হয় নাম সংকীর্ত্তন।
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ॥

তথাহি।

সত্যে ধ্যায়তে বিষ্ণু স্ত্রেতায়া যযতৈমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌতদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ॥

অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥

শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটি নাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

তথাহি।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

অথ মহা-মন্ত্র।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
এই শ্লোক নাম বলি লয় মহা-মন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥
প্রভুর শ্রীমুখে শিক্ষা শুনি বিপ্রবর।
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করয়ে বহুতর॥
মিশ্র কহে আজ্ঞা হয় আমি সঙ্গে আসি।
প্রভু কহে তুমি শীঘ্র যাও বারাণসী॥
তথাই আমার সঙ্গে হইবে মিলন।
কহিব সকল তত্ত্ব সাধ্য সাধন॥
এত বলি প্রভু তারে দিলা আলিঙ্গন।
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ হইল ব্রাহ্মণ॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
পরানন্দ সুখ পাইল ব্রাহ্মণ তখন॥
বিদায় সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
সুস্বপ্ন বৃত্তান্ত কহে গোপনে বসিয়া॥
শুনি প্রভু কহে সত্য যে হয় উচিত।
আর কারে না কহিবা এ সব চরিত॥

পুনঃ নিষেধিল প্রভু সযত্ন করিয়া।
হাসিয়া উঠিলা শুভক্ষণ লগ্ন পাঞা॥
হেন মতে প্রভু বঙ্গদেশ ধন্য করি।
নিজ গৃহে আইলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
ব্যবহারে অর্থ বৃত্তি অনেক লইয়া।
সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রভু উত্তরিলা গিয়া॥
দণ্ডবৎ কৈলা প্রভু জননী চরণে।
অর্থ বৃত্তি সকল দিলেন তাঁর স্থানে॥
সেইক্ষণে প্রভু শিষ্যগণের সহিতে।
চলিলেন শীঘ্র গঙ্গা মার্জ্জন করিতে॥
সেইক্ষণে গেলা আই করিতে রন্ধন।
অন্তরে দুঃখিতা আছে সর্ব্ব পরিজন॥
শিক্ষা গুরু প্রভু সর্ব্ব গণের সহিতে।
গঙ্গারে হইলা দণ্ডবৎ বহু মতে॥
কতক্ষণ জাহ্নবীতে করি জল খেলা।
স্নান করি গঙ্গা দেখি গৃহেতে আইলা॥
তবে প্রভু যথোচিত নিত্য কর্ম্ম করি।
ভোজনে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
সন্তোষে বৈকুণ্ঠ-নাথ ভোজন করিয়া।
বিষ্ণু-গৃহ-দ্বারে প্রভু বসিলা আসিয়া॥
তবে আপ্তবর্গ আইলেন সম্ভাষিতে।
সবেই বেড়িয়া বসিলেন চারি ভিতে॥
সবার সহিত প্রভু হাস্য কথা রঙ্গে।
কহিলেন যেমত আছিলা বঙ্গে রঙ্গে॥
বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া॥
দুঃখ-রস হইবেক জানি আপ্তগণ।
লক্ষ্মীর বিজয় কেহ না করে কথন॥
কতক্ষণ থাকিয়া সকল আপ্তগণ।
বিদায় হইয়া গেলা যার যে ভবন॥

বসিয়া করেন প্রভু তাম্বুল চর্ব্বণ।
নানা হাস্য পরিহাস্য করেন কথন ॥
শচীদেবী অন্তরে দুঃখিতা হই ঘরে।
আছেন না আইসেন পুত্রের গোচরে ॥
আপনি চলিলা প্রভু জননী সম্মুখে।
দুঃখিত বদন প্রভু জননীরে দেখে ॥
জননীরে বলে প্রভু মধুর বচন।
দুঃখিত তোমারে মাতা দেখি কি কারণ ॥
কুশলে আইনু আমি দূর দেশ হৈতে।
কোথা তুমি মঙ্গল করিবা ভাল মতে ॥
আর তোমা দেখি অতি দুঃখিতা বদন।
সত্য কহ দেখি মাতা ইহার কারণ ॥
শুনিয়া পুত্রের বাক্য আই অধো-মুখে।
কান্দে মাত্র উত্তর না করে কিছু দুঃখে ॥
প্রভু বলে মাতা আমি জানিল সকল।
তোমার বধুর কিছু বুঝি অমঙ্গল ॥
তবে সবে কহিলেন শুনহ পণ্ডিত।
তোমার ব্রাহ্মণী গঙ্গা পাইলা নিশ্চিত ॥
পত্নীর বিজয় শুনি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
ক্ষণেক রহিলা প্রভু হেট মাথা করি ॥
প্রিয়ার বিরহ দুঃখ করিয়া স্বীকার।
তুষ্টি হই রহিলেন সর্ব্ব বেদ সার ॥
লোকানুকরণ দুঃখ ক্ষণেক করিয়া।
কহিতে লাগিলা নিজ ধৈর্য্য চিত্ত হৈয়া ॥
প্রভু বলে মাতা দুঃখ ভাব কি কারণে।
ভবিতব্য যে আছে তা খণ্ডিবে কেমনে ॥
এই মত কাল গতি কেহ কার নহে।
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে ॥
ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর ॥

অতএব যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায়।
হইল সে আর কোন কার্য্য দুঃখ তায় ॥
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি।
তার বড় আর বা কে আছে ভাগ্যবতী ॥
এই মত প্রভু জননীরে প্রবোধিয়া।
রহিলেন নিজ কৃত্যে আপ্তগণ লৈয়া ॥
শুনিয়া প্রভুর অতি অমৃত বচন।
সবার হইল সর্ব্ব দুঃখ বিমোচন ॥
হেন মতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৌরহরি।
কৌতুকে আছেন বিদ্যা-রসে ক্রীড়া করি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে বঙ্গদেশ।
বিজয়ো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

দ্বিতীয় বিবাহ বর্ণন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদ-দ্বন্দ ॥
গোষ্ঠীর সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥
হেন মতে মহাপ্রভু বিদ্যার আবেশে।
আছে গূঢ়রূপে কারে না করে প্রকাশে ॥
সন্ধ্যা-বন্ধনাদি প্রভু করি উষাকালে।
নমস্করি জননীরে পড়াইতে চলে ॥
অনেক জন্মের ভৃত্য মুকুন্দ-সঞ্জয়।
পুরুষোত্তম দাস হন যাহার তনয় ॥

প্রতিদিন সেই ভাগ্যবন্তের আলয়।
পড়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয়॥
চণ্ডী-গৃহে গিয়া প্রভু বসেন প্রথমে।
তবে শেষে শিষ্যগণ আইসেন ক্রমে॥
ইতিমধ্যে কদাচিত কেহ কোন দিনে।
কপালে তিলক না করিয়া থাকে ভ্রমে॥
ধর্ম্ম সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব্ব ধর্ম্ম।
লোক-রক্ষা লাগি প্রভু না লঙ্ঘেন কর্ম্ম॥
হেন লজ্জা তাহারে দেয়েন সেইক্ষণে।
সে আর না আইসে কভু সন্ধ্যা করি বিনে॥
প্রভু বলে কেনে ভাই কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেন কি যুক্তি ইহার॥
তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপাল শ্মশান সদৃশ বেদে বলে॥
বুঝিলাম আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা।
আজি ভাই তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা॥
চল সন্ধ্যা কর গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার।
সন্ধ্যা করি তবে সে আসিহ পড়িবার॥
এই মত প্রভুর যতেক শিষ্যগণ।
সবেই অত্যন্ত নিজ-ধর্ম্মপরায়ণ॥
এতেক উদ্ধত প্রভু করেন কৌতুকে।
হেন নাহি যারে না চালেন নানা রূপে॥
সবে পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস।
স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন এক পাশ॥
বিশেষে চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া॥
ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বলে হয় হয়।
তুমি কোন দেশী তাহা কহত নিশ্চয়॥
পিতা মাতা আদি করি যতেক তোমার।
বল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার॥
আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়।
তবে গোল কর কোন যুক্তি ইথে হয়॥
যত তত বলে প্রভু প্রবোধ না মানে।
নানা মত কদর্থেন সে-দেশী বচনে॥
তাবৎ চালেন শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর।
যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর॥
মহা-ক্রোধে কেহ লই যায় খেদাড়িয়া।
লাগালি না পায় যায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া॥
কেহ বা ধরিয়া কোঁচা শিকদার স্থানে।
লৈয়া যায় মহা-ক্রোধে ধরিয়া দেয়ানে॥
তবে শেষে আসিয়া প্রভুর সখাগণে।
সমঞ্জস করাইয়া চলে সেই ক্ষণে॥
কোন দিন থাকি কোন বাঙ্গালেরে আড়ে।
বাওয়াস ভাঙ্গিয়া তান পলায়েন ডরে॥
এই মত চাপল্য করেন সবা সনে।
সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে॥
স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ-নাগর হেন স্তব নাহি বলে॥
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে।
তথাপিও স্বভাব সে গায় বুধ জনে॥
হেন মতে শ্রীমুকুন্দ-সঞ্জয়-মন্দিরে।
বিদ্যা-রসে শ্রীবৈকুণ্ঠ-নায়ক বিহরে॥
চতুর্দ্দিকে শোভে শিষ্যগণের মণ্ডলী।
মধ্যে পড়ায়েন প্রভু মহা-কুতূহলী॥
বিষ্ণু-তৈল শিরে দিতে আছে কোন দাসে।
অশেষ প্রকারে ব্যাখ্যা করেন নিজ রসে॥
উষা-কাল হৈতে দুই প্রহর অবধি।
পড়াইয়া গঙ্গা-স্নানে চলে গুননিধি॥

নিশার অর্দ্ধেক এইমত প্রতি দিনে।
পড়ায়েন চিন্তয়েন সবারে আপনে ।।
অতএব প্রভু স্থানে বর্ষেক পড়িয়া।
পণ্ডিত হয়েন সবে সিদ্ধান্ত জানিয়া ।।
হেন মতে বিদ্যা-রসে আছেন ঈশ্বর।
বিবাহের কার্য্য শচী চিন্তে নিরন্তর ।।
সর্ব্ব নবদ্বীপে শচী নিরবধি মনে।
পুত্রের সদৃশ কন্যা চাহে অনুক্ষণে ।।
সেই নবদ্বীপে বসে মহা-ভাগ্যবান।
দয়াশীল স্বভাব শ্রীসনাতন নাম ।।
অকৈতব উদার পরম বিষ্ণু-ভক্ত।
অতিথি সেবন-পর উপকারে রত ।।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মহা-বংশ-জাত।
পদবী রাজ-পণ্ডিত সর্ব্বত্র বিখ্যাত ॥
ব্যবহারেও পরম সম্পন্ন একজন
অনায়াসে অনেকের করেন পোষণ ॥
তাঁর কন্যা আছেন পরম সু-চরিতা।
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-প্রায় সেই জগন্মাতা ।।
শচীদেবী তাঁরে দেখিলেন যেই ক্ষণে।
এই কন্যা পুত্র-যোগ্য বুঝিলেন মনে ॥
শিশু হৈতে দুই তিন বার গঙ্গাস্নান।
পিতৃ মাতৃ বিষ্ণু-ভক্তি বিনে নাহি আন ॥
আইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতি দিনে দিনে।
নম্র হই নমস্কার করেন চরণে ॥
আইও করেন মহা-প্রীতে আশীর্ব্বাদ।
যোগ্য-পতি কৃষ্ণ তোমার করুন প্রসাদ ॥
গঙ্গাস্নানে আই মনে করেন কামনা।
এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা ॥
রাজ-পণ্ডিতের ইচ্ছা সর্ব্ব গোষ্ঠী-সনে।
প্রভুরে করিতে কন্যা-দান নিজ মনে ॥

দৈবে শচী কাশীনাথ পণ্ডিতেরে আনি।
বলিলেন তাঁরে বাপ শুন এক বাণী ॥
রাজ-পণ্ডিতেরে কহ ইচ্ছা থাকে তান।
আমার পুত্রেরে করুন কন্যা-দান ॥
কাশীনাথ পণ্ডিত চলিলা সেইক্ষণে।
দুর্গা কৃষ্ণ বলি রাজ-পণ্ডিত ভবনে ॥
কাশীনাথ দেখি রাজ-পণ্ডিত আপনে।
বসিতে আসন আনি দিলেন সম্ভ্রমে ॥
পরম গৌরবে বিধি করে যথোচিত।
কি কার্য্যে আইলা ভাই জিজ্ঞাসে পণ্ডিত ॥
কাশীনাথ বলেন আছয়ে এক কথা।
চিত্ত লয় যদি তবে করহ সর্ব্বথা ॥
বিশ্বম্ভর পণ্ডিতেরে তোমার দুহিতা।
দান কর এ সম্বন্ধ উচিত সর্ব্বথা ॥
তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্য পতি।
তাঁহার উচিত কন্যা এই মহা-সতী ॥
যেন কৃষ্ণ-রুক্মিণী এ অনন্য উচিত।
সেই মত বিষ্ণুপ্রিয়া-নিমাঞি পণ্ডিত ॥
শুনি বিপ্র পত্নী আদি আপ্তবর্গ সবে।
লাগিলা করিতে যুক্তি দেখি কে কি কহে ॥
সবে বলিলেন আর কি কার্য্য বিচারে।
সর্ব্বথা এ কর্ম্ম গিয়া করহ সত্বরে ॥
তবে রাজ-পণ্ডিত হইয়া হর্ষ-মতি।
বলিলেন কাশীনাথ পণ্ডিতের প্রতি ॥
বিশ্বম্ভর পণ্ডিতেরে করে কন্যা দান।
করিব সর্ব্বথা বিপ্র ইথে নাহি আন ॥
ভাগ্য থাকে যদি সর্ব্ব বংশের আমার।
তবে হেন সু-সম্বন্ধ হইবে কন্যার ॥
চল তুমি তথা যাই কহ সর্ব্ব কথা।
আমি পুনী দঢ়াইনু করিব সর্ব্বথা ।।

শুনিয়া সন্তোষে কাশীনাথ মিশ্রবর।
সকল কহিল আসি শচীর গোচর॥
কার্য্য-সিদ্ধি শুনি আই সন্তোষ হইলা।
সকল উদ্যোগ তবে করিতে লাগিলা॥
প্রভুর বিবাহ শুনি সর্ব্ব শিষ্যগণ।
সবেই হইলা অতি পরানন্দ মন॥
প্রথমে বলিলা বুদ্ধিমন্ত মহাশয়।
মোর ভার এ বিবাহে যত লাগে ব্যয়॥
মুকুন্দ সঞ্জয় বলে শুন সখা ভাই।
তোমার সকল ভার মোর কিছু নাই॥
বুদ্ধিমন্ত খান বলে শুন সর্ব্ব ভাই।
বামনিঞা সজ্জ এ বিবাহে কিছু নাঞি॥
এ বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন।
রাজ-কুমারের মত লোকে দেখে যেন॥
তবে সবে মিলি শুভ-দিন শুভ-ক্ষণে।
অধিবাস লগ্ন করিলেন হর্ষ মনে॥
বড় বড় চন্দ্রাতপ সব টাঙ্গাইয়া।
চতুর্দ্দিগে রুইলেন কদলি আনিয়া॥
পূর্ণ-ঘট দীপ ধান্য দধি আম্র-সার।
যতেক মঙ্গল-দ্রব্য আছয়ে প্রচার॥
সকল একত্রে আনি করি সমুচ্চয়।
সর্ব্বভূমি করিলেন আলিপনা-ময়॥
যতেক বৈষ্ণব আর যতেক ব্রাহ্মণ।
নবদ্বীপে আছয়ে যতেক সুসজ্জন॥
সবারেই নিমন্ত্রণ করিলা সকালে।
অধিবাসে গুয়া আসি খাইবা বিকালে॥
অপরাহ্ন কাল মাত্র হইল আসিয়া।
বাদ্য আসি করিতে লাগিল বাজানিয়া॥
মৃদঙ্গ সানাই জয়ঢাক করতাল।
নানাবিধ বাদ্য-ধ্বনি উঠিল বিশাল॥
ভাটগণে করিতে লাগিলা রায়বার।
পতিব্রতা-গণে করে জয় জয়কার॥
প্রিয়গণে লাগিল করিতে জয়ধ্বনি।
মধ্যে আসি বসিলা দ্বিজেন্দ্র-কুল-মণি॥
চতুর্দ্দিগে বসিলেন ব্রাহ্মণ মণ্ডলী।
সবেই হইলা চিত্তে মহা-কুতুহলী॥
তবে গন্ধ চন্দন তাম্বুল দিব্যমালা।
ব্রাহ্মণগণেরে সবে দিবারে লাগিলা॥
শিরে মালা সর্ব্ব অঙ্গে লেপীয়া চন্দনে।
এক বাটা তাম্বুল সে দেন এক জনে॥
বিপ্র-কুল নদীয়া বিপ্রের অন্ত নাই।
কত যায় কত আইসে অবধি না পাই॥
তথি মধ্যে লোভীষ্ঠ অনেক জন আছে।
একবার লৈয়া পুনঃ আর কাচ কাচে॥
আর বার আসি মহা লোকের গহলে।
চন্দন গুবাক মালা নিয়া নিয়া চলে॥
সবেই আনন্দে মত্ত কে কাহারে চিনে।
প্রভুও হাসিয়া আজ্ঞা করিলা আপনে॥
সবারে চন্দন মালা দেহ তিন বার।
চিন্তা নাহি ব্যয় কর যে ইচ্ছা যাহার॥
একবার নিয়া যে যে লয় আর বার।
এ আজ্ঞায় তাহারা কৈলেন প্রতিকার॥
পাছে কেহ চিনিয়া বিপ্রেরে মন্দ বলে।
পরমার্থে দোষ হয় শাঠ্য করি নিলে॥
বিপ্র-প্রিয় প্রভুর চিত্তের এই কথা।
তিনবার দিলে পূর্ণ হইবে সর্ব্বথা॥
তিনবার পাই সবে হরষিত মন।
শাঠ্য করি আর নাহি লয় কোন জন॥
এই মত মালায় চন্দনে গুয়া পানে।
হইল অনন্তময় কেহ নাহি জানে॥

মনুষ্যে পাইল যত সে থাকুক দূরে।
পৃথিবীতে পড়িল কত দিতে মনুষ্যেরে॥
সেই যদি প্রাকৃত লোকের ঘরে হয়।
তাহাতেই তার পাঁচ বিভা নির্ব্বাহয়॥
সকল লোকের চিত্তে হইল উল্লাস।
সবে বলে ধন্য ধন্য ধন্য অধিবাস॥
লক্ষেশ্বর দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে।
হেন অধিবাস নাহি করে কার বাপে॥
এমত চন্দন মালা দিব্য গুয়া পান।
অকাতরে কেহ কভু নাহি করে দান॥
তবে রাজ-পণ্ডিত আনন্দ চিত্ত হইয়া।
আইলেন অধিবাস সামগ্রী লইয়া॥
বিপ্রবর্গ আপ্তবর্গ করি নিজ সঙ্গে।
বহুবিধ বাদ্য নৃত্য গীত মহারঙ্গে॥
বেদবিধি পূর্ব্বকে পরম হর্ষ মনে।
ঈশ্বরেরে গন্ধ-স্পর্শ কৈলা শুভক্ষণে॥
ততক্ষণে মহা জয় জয় হরি-ধ্বনি।
করিতে লাগিলা সবে মহা-স্তুতি বাণী॥
পতিব্রতাগণে দেই জয় জয়কার।
বাদ্য গীতে হৈল মহানন্দ অবতার॥
হেনমতে করি অধিবাস শুভ-কাজ।
গৃহে চলিলেন সনাতন বিপ্র-রাজ॥
এই মতে গিয়া ঈশ্বরের আপ্ত-গণে।
লক্ষ্মীর করিলা অধিবাস শুভক্ষণে॥
আর যত কিছু লোকে লোকাচার বলে।
দোঁহারাই সব করিলেন কুতুহলে॥
তবে সুপ্রভাতে প্রভু করি গঙ্গা-স্নান।
আগে বিষ্ণু পূজি গৌর-চন্দ্র ভগবান॥
তবে শেষে সর্ব্ব আপ্তগণের সহিতে।
বসিলেন নান্দি-মুখ কর্ম্মাদি করিতে॥

বাদ্য নৃত্য গীতে হৈল মহা-কোলাহল।
চতুর্দ্দিগে জয় জয় উঠিল মঙ্গল॥
পূর্ণ-ঘট ধান্য দধি দীপ আম্র-সার।
স্থাপিলেন ঘরে দ্বারে অঙ্গণে অপার॥
চতুর্দ্দিগে নানা বর্ণে উড়য়ে পতাকা।
কদলী করবী বান্ধিলেন আম্র-পাতা॥
তবে আই পতিব্রতা-গণ লই সঙ্গে।
লোকাচার করিতে লাগিলা মহা-রঙ্গে॥
আগে গঙ্গা পূজিয়া পরম হর্ষ মনে।
তবে বাদ্য বাজনে গেলেন ষষ্ঠী স্থানে॥
ষষ্ঠী পূজি তবে বন্ধু মন্দিরে মন্দিরে।
লোকাচার করিয়া আইল নিজ ঘরে॥
তবে খই কলা তৈল তাম্বুল সিন্দুরে।
দিয়া দিয়া পূর্ণ করিলেন স্ত্রীগণেরে॥
ঈশ্বরের প্রভাবে দ্রব্য হৈল অসংখ্যাত।
শচীও সবারে দেন বার পাঁচ সাত॥
তৈলে স্নান করিলেন সর্ব্ব নারীগণে।
হেন নাহি পরিপূর্ণ নহিল যে জনে॥
এই মত মহানন্দ লক্ষ্মীর ভবনে।
লক্ষ্মীর জননী করিলেন হর্ষ মনে॥
শ্রীরাজ পণ্ডিত অতি চিত্তের উল্লাসে।
সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করি মহানন্দে ভাসে॥
সর্ব্ব-বিধি কর্ম্ম করি শ্রীগৌর-সুন্দর।
বসিলেন খানিক হইয়া অবসর॥
তবে সব ব্রাহ্মণেরে ভোজ্য বস্ত্র দিয়া।
করিলেন সন্তোষ পরম নম্র হইয়া॥
যে যে মত পাত্র যার যে যে যোগ্য দান।
এই মত করিলেন সবার সম্মান॥
মহা-প্রীতে আশীর্ব্বাদ করি বিপ্রগণ।
গৃহে চলিলেন সবে করিতে ভোজন॥

অপরাহ্ন বেলা আসি লাগিল হইতে।
প্রভুর সবাই বেশ লাগিলা করিতে॥
চন্দনে লেপিত করি সকল শ্রীঅঙ্গ।
মধ্যে মধ্যে সর্ব্বত্র দিলেন তথি গন্ধ॥
অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি করি ললাটে চন্দন।
তথি মধ্যে গন্ধের তিলক সুশোভন॥
অদ্ভুত মুকুট শোভে শ্রীশির উপর।
সুগন্ধি মালায় পূর্ণ হৈল কলেবর॥
দিব্য সূক্ষ্ম পীত বস্ত্র ত্রিকচ্ছ বিধানে।
পরাইয়া কাজ্জল দিলেন শ্রীনয়নে॥
ধান্য দূর্ব্বা সূত্র করে করিয়া বন্ধন।
ধরিতে দিলেন রম্ভা মঞ্জরী দর্পণ॥
সুবর্ণ কুণ্ডল দুই শ্রুতিঃমূলে দোলে।
নানা রত্ন-হার বান্ধিলেন বাহু-মূলে॥
এই মত যে যে শোভা করে যে যে অঙ্গে।
সকল ঘটনা সব করিলেন রঙ্গে॥
ঈশ্বরের মুর্ত্তি দেখি যত নর নারী।
মুগ্ধ হইলেন সবে আপনা পাসরি॥
প্রহরেক বেলা আছে হেনই সময়।
সবেই বলেন শুভ করহ বিজয়॥
প্রহরেক সর্ব্ব নবদ্বীপে বেড়াইয়া।
কন্যা ঘরে যাইবেন গোধুলি করিয়া॥
তবে দিব্য দোলা করি বুদ্ধিমন্ত খান।
হরিষে আনিয়া করিলেন উপস্থান॥
বাদ্য গীতে উঠিল পরম কোলাহল।
বিপ্রগণে করে বেদ-ধ্বনি সুমঙ্গল॥
ভাটগণে পড়িতে লাগিলা রায়বার।
সর্ব্ব-দিগে হইল আনন্দ অবতার॥
তবে প্রভু জননীরে প্রদক্ষিণ করি।
বিপ্রগণে নমস্করি সর্ব্ব মান্য ধরি॥
দোলায় বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়।
সর্ব্বদিগে উঠিল মঙ্গল জয় জয়॥
নারীগণে দিতে লাগিলেন জয়কার।
শুভ-ধ্বনি বিনা কোনদিগে নাহি আর॥
প্রথমে বিজয় করিলেন গঙ্গা-তীরে।
পূর্ণ-চন্দ্র দেখিলেন শিরের উপরে॥
সহস্র সহস্র দ্বীপ লাগিল জ্বলিতে।
নানাবিধ বাজি সব লাগিল করিতে॥
আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্ত খাঁর।
চলিলা দোসারি হই যত পাটোয়ার॥
নানা বর্ণে পতাকা চলিলা তার পাছে।
বিদূষক সকল চলিলা নানা কাচে॥
নর্ত্তক বা না জানি কতেক সম্প্রদায়।
পরম উল্লাসে দিব্য নৃত্য করি যায়॥
জয়-ঢাক বীর-ঢাক মৃদঙ্গ কাহাল।
পটহ দগড় শঙ্খ বংশী করতাল॥
বরগোঁ শিঙ্গা পঞ্চ-শব্দী বাদ্য কত।
কে লিখিবে বাদ্য-ভাণ্ড বাজি যার যত॥
লক্ষ লক্ষ শিশু বাদ্য-ভাণ্ডের ভিতরে।
রঙ্গে নাচি যায় দেখি হাসেন ঈশ্বরে॥
সে মহা-কৌতুক দেখি শিশুর কি দায়।
জ্ঞানবান সবে লজ্জা ছাড়ি নাচি যায়॥
প্রথমে আসিয়া গঙ্গা-তীরে কতক্ষণ।
করিলেন নৃত্য গীত আনন্দ বাজন॥
তবে পুষ্প-বৃষ্টি করি গঙ্গা নমস্করি।
ভ্রমেন কৌতুকে সর্ব্ব নবদ্বীপ-পুরী॥
দেখি অতি অমানুষী সকল সম্ভার।
সর্ব্ব লোক চিত্তে মহা পায় চমৎকার॥
বড় বড় বিভা দেখিয়াছি লোকে বলে।
এমত বিবাহ নাহি দেখি কোন কালে॥

এই মত স্ত্রী পুরুষে প্রভুরে দেখিয়া।
আনন্দে ভাসয়ে দেখি সকল নদীয়া।।
সবে যার রূপবতী কন্যা আছে ঘরে।
সেই সব বিপ্র সবে বিমরিষ করে।।
হেন বরে কন্যা নাহি পারিলাম দিতে।
আপনার ভাগ্য নাই হইবে কি মতে।।
নবদ্বীপ-বাসীর চরণে নমস্কার।
এ সব আনন্দ দেখিবার শক্তি যার।।
এই মত রঙ্গে প্রভু নগরে নগরে।
ভ্রমেন কৌতুকে সর্ব্ব নবদ্বীপ-পুরে।।
গোধূলী সময় আসি প্রবেশ হইতে।
আইলেন রাজ-পণ্ডিতের মন্দিরেতে।।
মহা-জয় জয়কার হইল লাগিতে।
দুই বাদ্যভাণ্ড বাদে লাগিল বাজিতে।।
পরম সম্ভ্রমে রাজ-পণ্ডিত আসিয়া।
দোলা হৈতে কোলে করি বসাইল লৈয়া।
পুষ্প-বৃষ্টি করিলেন সন্তোষে আপনে।
জামাতা দেখিয়া হর্ষে কেহ নাহি জানে।।
তবে বরণের সব সামগ্রী আনিয়া।
জামাতারে দিতে বিপ্র বসিলা আসিয়া।।
পাদ্য অর্ঘ আচমনী বস্ত্র অলঙ্কার।
যথা বিধি দিয়া কৈল বরণ ব্যভার।।
তবে তান পত্নী নারীগণের সহিতে।
মঙ্গলবিধান আসি লাগিলা করিতে।।
ধান্য দূর্ব্বা দিলেন প্রভুর শ্রীমস্তকে।
আরতি করিলা সপ্ত-ঘৃতের প্রদীপে।।
খই কড়ি ফেলি করিলেন জয়কার।
এই মত যত কিছু করি লোকাচার।।
তবে সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া।
লক্ষ্মী-দেবী আনিলেন আসনে ধরিয়া।।

তবে হর্ষে প্রভুর সকল আপ্তগণে।
প্রভুরেও তুলিলেন ধরিয়া আসনে।।
তবে মধ্যে অন্তঃপট করি লোকাচারে।
সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে।।
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি সাত বার।
রহিলেন সম্মুখে করিয়া নমস্কার।।
তবে পুষ্প ফেলাফেলি লাগিল হইতে।
দুই বাদ্যভাণ্ড মহা লাগিল বাজিতে।।
চতুর্দ্দিকে স্ত্রী পুরুষে করে জয়ধ্বনি।
আনন্দে আসিয়া অবতরিলা আপনি।।
আগে লক্ষ্মী জগন্মাতা প্রভুর চরণে।
মালা দিয়া করিলেন আত্ম সমর্পণে।।
তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া।।
তবে লক্ষ্মী নারায়ণে পুষ্প ফেলাফেলি।
করিতে লাগিলা দুই মহা-কৌতূহলী।।
ব্রহ্মাদি দেবতা সব অলক্ষিত-রূপে।
পুষ্পবৃষ্টি লাগিলেন করিতে কৌতুকে।।
আনন্দ বিবাদ লক্ষ্মী-গণে প্রভু-গণে।
উচ্চ করি বর কন্যা তোলে হর্ষ-মনে।।
ক্ষণে জিনে প্রভু-গণে ক্ষণে লক্ষ্মী-গণে।
হাসি হাসি প্রভুরে বলয়ে সর্ব্ব জনে।।
ঈষৎ হাসিলা প্রভু সুন্দর শ্রীমুখে।
দেখি সর্ব্ব লোক ভাসে সদানন্দ সুখে।।
সহস্র সহস্র মহাতাপ-দীপ জ্বলে।
কর্ণে কিছু নাহি শুনি বাদ্য কোলাহলে।।
শ্রীমুখ-চন্দ্রিকা মহা-বাদ্য জয়-ধ্বনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ড পশিলেক হেন শুনি।।
হেন মতে শ্রীমুখ-চন্দ্রিকা করি রঙ্গে।
বসিলেন শ্রীগৌর-সুন্দর লক্ষ্মী সঙ্গে।।

তবে রাজ-পণ্ডিত পরম হর্ষ মনে।
বসিলেন করিবারে কন্যা সম্প্রদানে॥
পাদ্য অর্ঘ আচমনী যথা বিধিমতে।
ক্রিয়া করি লাগিলেন সংকল্প করিতে॥
বিষ্ণু-প্রীতে কাম্য করি শ্রীলক্ষ্মীর পিতা।
প্রভুর শ্রীহস্তে সমর্পিলেন দুহিতা॥
তবে দিব্য ধেনু ভূমি শয্যা দাসী দাস।
অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস॥
লক্ষ্মী বসাইলেন প্রভুর বাম-পাশে।
হোম-কর্ম্ম করিতে লাগিল তবে শেষে॥
বেদাচার লোকাচার যত কিছু আছে।
সব করি বর কন্যা ঘরে নিলা পাছে॥
ভোজন করিয়া সুখে রাত্রি সুমঙ্গলে।
লক্ষ্মী কৃষ্ণ একত্র রহিলা কুতূহলে॥
সনাতন পণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে।
যে সুখ হইল তাহা কে পারে কহিতে॥
নগ্নজিত জনক ভীষ্মক জাম্বুবন্ত।
পূর্ব্বে যে তাহারা হেন হইল ভাগ্যবন্ত॥
সেই ভাগ্যে এবে গোষ্ঠী সহ সনাতন।
পাইলেন পূর্ব্ব বিষ্ণু-সেবার কারণ॥
তবে রাত্রি প্রভাতে যে ছিল লোকাচার।
সকল করিলা সর্ব্ব ভুবনের সার॥
অপরাহ্নে গৃহে আসিবার হৈল কাল।
বাদ্য গীত নৃত্য হইতে লাগিল বিশাল॥
চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি লাগিল হইতে।
নারীগণে জয়কার লাগিলেন দিতে॥
বিপ্রগণে আশীর্ব্বাদ লাগিল করিতে।
যাত্রা-যোগ্য শ্লোক সবে লাগিলা পড়িতে॥
ঢাক পটহ সানাঞি বরগোঁ করতাল।
অন্যে অন্যে বাদ্য করি বাজায় বিশাল॥

তবে প্রভু নমস্করি সর্ব্ব মান্য-গণে।
লক্ষ্মী সঙ্গে দোলায় করিলা আরোহণে॥
হরি হরি বলি সবে করি জয়ধ্বনি।
চলিলেন লয়ে তবে দ্বিজ-কুলমণি॥
পথে যত লোক দেখে চলিয়া আসিতে।
ধন্য ধন্য সবেই প্রশংসে বহু মতে॥
স্ত্রীগণে দেখিয়া বলে এই ভাগ্যবতী।
কত জন্ম সেবিলেন কমলা-পার্ব্বতী॥
কেহ বলে এই হেন বুঝি হরগৌরী।
কেহ বলে হেন বুঝি কমলা-শ্রীহরি॥
কেহ বলে হেন বুঝি কামদেব-রতি।
কেহ বলে ইন্দ্র-শচী লয় মোর মতি॥
কেহ বলে হেন বুঝি রামচন্দ্র-সীতা।
এই মত বলে যত সুকৃতি বনিতা॥
হেন ভাগ্যবন্ত স্ত্রী পুরুষ নদীয়ার।
এ সব সম্পত্তি দেখিবার শক্তি যার॥
লক্ষ্মী-নারায়ণের মঙ্গল দৃষ্টিপাতে।
সুখময় সর্ব্ব লোক হৈল নবদ্বীপে॥
নৃত্য গীত বাদ্য পুষ্প বর্ষিতে বর্ষিতে।
পরম আনন্দে আইলেন সর্ব্ব পথে॥
তবে শুভক্ষণে প্রভু সকল মঙ্গলে।
আইলেন গৃহে লক্ষ্মী কৃষ্ণ কুতূহলে॥
তবে আই পতিব্রতাগণ সঙ্গে লৈয়া।
পুত্র-বধূ ঘরে আনিলেন হৃষ্ট হৈয়া॥
গৃহে আসি বসিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ।
জয়ধ্বনি-ময় হৈল সকল ভুবন॥
কি আনন্দ হৈল সেই অকথ্য-কথন।
সে মহিমা কোন জনে করিবে বর্ণন॥
যাঁহার মূর্ত্তির বিভা দেখিলে নয়নে।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত যায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥

সে প্রভুর বিভা লোক দেখয়ে সাক্ষাৎ।
তেঞিও তার নাম দয়াময় দীননাথ ॥
তবে যত নট ভাট ভিক্ষুক সবারে।
তুষিলেন বস্ত্রে ধনে বচনে প্রকারে ॥
বিপ্রগণে আপ্তগণে সবারে প্রত্যক্ষে।
আপনে ঈশ্বর বস্ত্র দিলেন কৌতুকে ॥
বুদ্ধিমন্ত খানে প্রভু দিলা আলিঙ্গন।
তাহার আনন্দ অতি অকথ্য কথন ॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব এই কহে বেদ ॥
দণ্ডেকে এ সব লীলা যত হইয়াছে।
শত বর্ষে তাহা কে বর্ণিবে হেন আছে ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা ধরি শিরে।
সূত্র মাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে ॥
এ সব ঈশ্বর-লীলা যে পড়ে যে শুনে।
সে অবশ্য বিহরয়ে গৌরচন্দ্র সনে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥
ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে দ্বিতীয়
বিবাহ বর্ণন ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রীহরিদাস মহিমা বর্ণন।

জয় জয় দীনবন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জয় লক্ষ্মীকান্ত সবার ঈশ্বর ॥
জয় জয় ভক্ত-রক্ষা হেতু অবতার।
জয় সর্ব্বকাল-সত্য কীর্ত্তন বিহার ॥
ভক্ত-গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥
আদিখণ্ড কথা অতি অমৃতের ধার।
যহি গৌরাঙ্গের সব মোহন-বিহার ॥
হেন মতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক নবদ্বীপে।
গৃহস্থ হইয়া পড়ায়েন দ্বিজরূপে ॥
প্রেম-ভক্তি প্রকাশ নিমিত্ত অবতার।
তাহা কিছু না করেন ইচ্ছা সে তাঁহার ॥
অতি পরমার্থ-শূন্য সকল সংসার।
তুচ্ছ রস বিষয়ে সে আদর সবার ॥
গীতা ভাগবত বা পড়ায় যে যে জন।
তাহারাও না বলয়ে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ॥
হাতে তালি দিয়া সে সকল ভক্তগণ।
আপনা আপনি মেলি করেন কীর্ত্তন ॥
তাহাতেও উপহাস করয়ে সবারে।
ইহারা কি কার্য্যে ডাক ছাড়ে উচ্চৈঃস্বরে ॥
আমি ব্রহ্ম আমাতেই বসে নিরঞ্জন।
দাস প্রভু ভেদ বা করয়ে কি কারণ ॥
সংসারী সকল বুলে মাগিয়া খাইতে।
ডাকিয়া বলেন হরি লোক জানাইতে ॥
এ গুলার ঘর দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।
এই যুক্তি করে সব নদীয়া মিলিয়া ॥
শুনিয়া পায়েন দুঃখ সর্ব্ব ভক্তগণ।
সম্ভাষা করেন হেন নাহি কোন জন ॥
শূন্য দেখি ভক্তগণ সকল সংসার।
হা কৃষ্ণ বলিয়া দুঃখ ভাবেন অপার ॥
হেন কালে তথায় আইলা হরিদাস।
শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তি যার বিগ্রহ প্রকাশ ॥
এবে শুন হরিদাস ঠাকুরের কথা।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা ॥

বূঢ়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস।
সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্ত্তন প্রকাশ॥
কত দিন থাকিয়া আইলা গঙ্গাতীরে।
আসিয়া রহিলা ফুলিয়ায় শান্তিপুরে॥
পাইয়া তাঁহার সঙ্গ আচার্য্য গোসাঞি।
হুঙ্কার করেন আনন্দের অন্ত নাই॥
হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতদেব সঙ্গে।
ভাসেন গোবিন্দ-রস-সমুদ্র তরঙ্গে॥
নিরবধি হরিদাস গঙ্গা তীরে তীরে।
ভ্রমেণ কৌতুকে কৃষ্ণ বলি উচ্চৈঃস্বরে॥
বিষয় সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণ-নামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য॥
ক্ষণেক গোবিন্দ নামে নাহিক বিরক্তি।
ভক্তিরসে অনুক্ষণ হয় নানা মূর্ত্তি॥
কখন করেন নৃত্য আপনা আপনি।
কখন করেন মত্তসিংহ প্রায় ধ্বনি॥
কখন বা উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন।
অট্ট অট্ট মহা হাস্য হাসেন কখন॥
কখন গর্জ্জেন অতি হুঙ্কার করিয়া।
কখন মূর্চ্ছিত হই থাকেন পড়িয়া॥
ক্ষণে অলৌকিক শব্দ বলেন ডাকিয়া।
ক্ষণে তাই বাখানেন উত্তম করিয়া॥
অশ্রুপাত রোমহর্ষ হাস্য মূর্চ্ছা ঘর্ম্ম।
কৃষ্ণভক্তি বিকারের যত আছে মর্ম্ম॥
প্রভু হরিদাস মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে।
সকল আসিয়া তার শ্রীবিগ্রহে মিলে॥
হেন সে আনন্দ ধারা তিতে সর্ব্ব অঙ্গ।
অতি পাষণ্ডীও দেখি পায় মহারঙ্গ॥
কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গে শ্রীপুলকাবলি।
ব্রহ্মা শিব দেখিয়া হয়েন কুতূহলী॥

ফুলিয়া গ্রামের যত ব্রাহ্মণ সকল।
সবেই তাহানে দেখি হইলা বিহ্বল॥
সবার তাহানে বড় জন্মিল বিশ্বাস।
ফুলিয়ায় রহিলেন প্রভু হরিদাস॥
গঙ্গা-স্নান করি নিরবধি হরিনাম।
উচ্চ করি লইয়া বুলেন সর্ব্ব স্থান॥
কাজি গিয়া মুল্লুকের অধিপতি স্থানে
কহিলেক সকল তাহার বিবরণে॥
যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার॥
পাপীর বচন শুনি সেই পাপমতি।
ধরিয়া আনিল তানে অতি শীঘ্রগতি॥
কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়।
যবনের কি দায় কালের নাহি ভয়॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া চলিলা সেই ক্ষণে।
মুলুক-পতির আগে দিলা দরশনে॥
হরিদাস ঠাকুরের শুনি আগমন।
হরিষে বিষাদে হৈল যত সুসজ্জন॥
বড় বড় লোক যত আছে বন্দি ঘরে।
তারা সব হৃষ্ট হৈলা শুনিয়া অন্তরে॥
পরম বৈষ্ণব হরিদাস মহাশয়।
তারে দেখি বন্দী দুঃখ পাইবেক ক্ষয়॥
রক্ষক লোকেরে সবে সাধন করিয়া।
রহিলেন বন্দিগণ একদৃষ্ট হৈয়া॥
আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন।
সর্ব্ব মনোহর মুখচন্দ্র অনুপম॥
ভক্তি করি সবে করিলেন নমস্কার।
সবার হইল কৃষ্ণ-ভক্তির বিকার॥
তা সবার ভক্তি দেখি ঠাকুর হরিদাস।
বন্দি সব দেখিয়া হইল কৃপা হাস॥

থাক থাক এখন আছহ যেনরূপে।
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ করি হাসেন কৌতুকে॥
না বুঝিয়া তাহান সে দুর্জ্ঞেয় বচন।
বন্দি সব হৈলা কিছু বিষাদিত মন॥
তবে পাছে কৃপাযুক্ত হই হরিদাস।
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ কহে করিয়া প্রকাশ॥
আমি তোমা সবারে যে কৈল আশীর্ব্বাদ।
তার অর্থ না বুঝিয়া ভাবহ বিষাদ॥
মন্দ আশীর্ব্বাদ আমি কখন না করি।
মন দিয়া সবে ইহা বুঝহ বিচারি॥
এবে কৃষ্ণপ্রীতে তোমা সবাকার মন।
যেন আছে এই মত থাকু সর্ব্বক্ষণ॥
এবে নিত্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের চিন্তন।
সবে মেলি করিতে থাকহ অনুক্ষণ॥
এবে হিংসা নাহি কিছু প্রজার পীড়ন।
কৃষ্ণ বলি কাকুর্ব্বাদ করহ চিন্তন॥
আর বার গিয়া সে বিষয়ে প্রবর্ত্তিলে।
সবে ইহা পাসরিবে গেলে দুষ্ট মেলে॥
সেই সব অপরাধ হবে পুনর্ব্বার।
বিষয়ের ধর্ম্ম এই শুন কথাসার॥
বন্দি থাক হেন আশীর্ব্বাদ নাহি করি।
বিষয় পাসর অহর্নিশ বল হরি॥
ছলে করিলাম আমি এই আশীর্ব্বাদ।
তিলার্দ্ধেক না ভাবিহ তোমরা বিষাদ।
সর্ব্ব জীব প্রতি দয়া দর্শন আমার।
কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হউক তোমার সবার॥
চিন্তা নাহি দিন দুই তিনের ভিতরে।
বন্ধন ঘুচিবে এই কহিল তোমারে॥
বিষয়েতে থাক কিবা থাক যথা তথা।
এই বুদ্ধি কভু না পাসরিহ সর্ব্বথা॥

বন্দি সকলের করি শুভানুসন্ধান।
আইলেন মুলুকের অধিপতি স্থান॥
অতি মনোহর তেজ দেখিয়া তাহান।
পরম গৌরবে বসিবারে দিল স্থান॥
আপনে জিজ্ঞাসে তারে মুলুকের পতি।
কেন ভাই তোমার কিরূপ দেখি মতি।
কত ভাগ্যে দেখি তুমি হঞাছ যবন।
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা ছাড় হই তুমি মহাবংশ-জাত॥
জাতি ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পরলোকে কেমনে বা পাইবা নিস্তার॥
না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কালিমা উচ্চার॥
শুনি মায়া মোহিতের বাক্য হরিদাস।
অহো বিষ্ণুমায়া বলি হৈল মহা হাস॥
বলিতে লাগিল তারে মধুর উত্তর।
শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর॥
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুতে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেই মত কর্ম্ম করে সকল ভুবন॥
সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে।
বলেন সকল মাত্র নিজ শাস্ত্র মতে॥
যে ঈশ্বর সে পুনী সবার ভাব লয়।
হিংসা করিলেও সে তাহার হিংসা হয়॥
এতেকে আমারে সে ঈশ্বরে যে হেন।
লওয়াইয়াছে চিত্তে করি আমি তেন॥

হিন্দুকুলে কেহ হেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥
হিন্দু বা কি করে তারে যার যেই কর্ম্ম।
আপনেই মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম্ম॥
সয়াসার এবে তুমি করহ বিচার।
যদি দোষ থাকে শাস্তি করহ আমার॥
হরিদাস ঠাকুরের সুসত্য বচন।
শুনিয়া সন্তোষ হৈল সকল যবন॥
সবে এক পাপী কাজী মুলুকপতিরে।
বলিতে লাগিলা শাস্তি করহ ইহারে।
এই দুষ্ট আর দুষ্ট করিবে অনেক।
যবনকুলে অমহিমা আনিবেক।
এতেকে ইহার শাস্তি কর ভাল মতে।
নহে বা আপন শাস্ত্র বলুক মুখেতে॥
পুনঃ বলে মুলুকের পতি আরে ভাই।
আপনার শাস্ত্র বল তবে চিন্তা নাই॥
অন্যথা করিব শাস্তি সব কাজীগণে।
বলিলাম পাছে আর লঘু হৈবা কেনে॥
হরিদাস বলেন যে করান ঈশ্বরে।
তাহা বহি আর কেহ করিতে না পারে॥
অপরাধ অনুরূপ যার যেই ফল।
ঈশ্বরে সে করে ইহা জানিহ কেবল॥
খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥
শুনিয়া তাহার বাক্য মুলুকের পতি।
জিজ্ঞাসিল এবে কি করিবা ইহা প্রতি॥
কাজি বলে বাইশ বাজারে বেড়ি মারি।
প্রাণ লহ আর কিছু বিচার না করি॥
বাইশ বাজারে মারিলেহ যদি জীয়ে।
তবে জানি জ্ঞানি সব সাচা কথা কহে॥
পাইক সকলে ডাকি তর্জ্জ করি কহে।
এমত মারিবে যেন প্রাণ নাহি রহে॥
যবন হইয়া যেহ হিন্দুয়ানি করে।
প্রাণান্ত হইলে শেষে এ পাপেতে তরে॥
পাপীর বচনে সেহ পাপী আজ্ঞা দিল।
দুষ্টগণে আসি হরিদাসেরে ধরিল॥
বাজারে বাজারে সব বেড়ি দুষ্টগণে।
মারয়ে নির্জ্জীব করি মহাক্রোধ মনে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরণ করেন হরিদাস।
নামানন্দে দেহে দুঃখ না হয় প্রকাশ॥
দেখি হরিদাস দেহে অত্যন্ত প্রহার।
সুজন সকল দুঃখ ভাবেন অপার॥
কেহ বলে অনিষ্ট হইবে সর্ব্ব রাজ্য।
সে নিমিত্তে সুজনেরে করে হেন কার্য্য॥
রাজা উজিরেরে কেহ শাপে ক্রোধ মনে।
মারামারি করিতেও উঠে কোন জনে॥
কেহ গিয়া যবনগণের পায়ে ধরে।
কিছু দিব অল্প করি মারহ উহারে॥
তথাপিহ দয়া নাহি জন্মে পাপীগণে।
বাজারে বাজারে মারে মহাক্রোধ মনে॥
কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে।
অল্প দুঃখ না জন্ময়ে এতেক প্রহারে॥
অসুর প্রহারে যেন প্রহ্লাদ বিগ্রহে।
কোন দুঃখ না পাইল সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥
এই মত যবনের অশেষ প্রহারে।
দুঃখ না জন্মায় হরিদাস ঠাকুরেরে॥
হরিদাস স্মরণেও এ দুঃখ সর্ব্বথা।
ছিণ্ডে সেইক্ষণে হরিদাসের কি কথা॥
সবে যে সকল পাপীগণে তাঁরে মারে।
তার লাগি দুঃখ মাত্র ভাবেন অন্তরে॥

এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ॥
এই মত পাপীগণ নগরে নগরে।
প্রহার করয়ে হরিদাস ঠাকুরেরে॥
দৃঢ় করি মারে তারা প্রাণ লইবারে।
মনস্মৃতি নাহি হরিদাস ঠাকুরেরে॥
বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে।
মনুষ্যের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে॥
দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে।
বাইশ বাজারে মারিলাঙ যে ইহারে॥
মরেও না আরও দেখি হাসে ক্ষণে ক্ষণে।
এ পুরুষ পীর বা সবেই ভাবে মনে॥
যবন সকল বলে ওহে হরিদাস।
তোমা হৈতে আমা সবার হইবেক নাশ॥
এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার।
কাজি প্রাণ লইবেক আমা সবাকার॥
হাসিয়া বলেন হরিদাস মহাশয়।
আমি জীলে তোমা সবার মন্দ যদি হয়॥
তবে আমি মরি এই দেখ বিদ্যমান।
এত বলি আবিষ্ট হইলা করি ধ্যান॥
সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত প্রভু হরিদাস।
হইলেন আবিষ্ট কোথাও নাহি শ্বাস॥
দেখিয়া যবনগণ বিস্ময় হইল।
মুলুক-পতির দ্বারে লইয়া ফেলিল॥
মাটি লঞা দেহ বলে মুলুকের পতি।
কাজি কহে তবেত পাইবে ভাল গতি॥
বড় হই যেন করিলেক নীচ কর্ম্ম।
অতএব ইহারে জুয়ায় সেই ধর্ম্ম॥
মাটি দিলে পরকালে হইবেক ভাল।
গাঙ্গে ফেল যেন দুঃখ পায় চিরকাল॥

কাজির বচনে সব ধরিয়া যবনে।
গাঙ্গে ফেলাইতে সবে তোলে গিয়া তানে॥
গাঙ্গে নিতে তোলে যদি যবন সকল।
বসিলেন হরিদাস পরম নিশ্চল॥
ধ্যানানন্দে বসিলা ঠাকুর হরিদাস।
বিশ্বম্ভর দেহে আসি করিলা প্রকাশ॥
বিশ্বম্ভর অধিষ্ঠান হইল শরীরে।
কার শক্তি আছে হরিদাসে নাড়িবারে॥
মহা-বলবন্ত সব চতুর্দ্দিগে ঠেলে।
মহা-স্তম্ভ-প্রায় প্রভু আছেন নিশ্চলে॥
কৃষ্ণানন্দ-সুধাসিন্ধু মধ্যে হরিদাস।
মগ্ন হৈয়াছেন বাহ্য নাহিক প্রকাশ॥
কিবা অন্তরীক্ষে কিবা পৃথিবী গঙ্গায়।
না জানেন হরিদাস আছেন কোথায়॥
প্রহ্লাদের যে-হেন স্মরণ কৃষ্ণ-ভক্তি।
সেই মত হরিদাস ঠাকুরের শক্তি॥
হরিদাস ঠাকুরের কিছু চিত্র নহে।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাহার হৃদয়ে॥
রাক্ষসের বন্ধন যে-হেন হনুমান।
ইচ্ছা করি লইলেন ব্রহ্মার শরণ॥
এই মত হরিদাস যবন-প্রহার।
জগতের শিক্ষা লাগি করিলা স্বীকার॥
অশেষ দুর্গতি হয় যদি যায় প্রাণ।
তথাপিও বদনে না ছাড়ি হরি-নাম॥
অন্যথা গোবিন্দ হেন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে হরিদাসেরে লঙ্ঘিতে॥
সত্য সত্য হরিদাস পূর্ব্ব-বিপ্রবর।
চৈতন্য-চন্দ্রের মহা-মুখ্য অনুচর॥
দেখিয়া অদ্ভুত শক্তি সকল যবন।
সবার খণ্ডিল হিংসা ভাল হৈল মন॥

পীর জ্ঞান করি সবে কৈল নমস্কার।
সকল যবনগণ পাইল নিস্তার॥
কতক্ষণে বাহ্য পাইলেহ হরিদাস।
মুলুক-পতিরে চাহি হৈল মহা-হাস॥
সম্ভ্রমে মুলুক-পতি যুড়ি দুই কর।
বলিতে লাগিলা কিছু বিনয় উত্তর॥
সত্য সত্য জানিলাম তুমি মহা-পীর।
এক জ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির॥
যোগী জ্ঞানী সব যত মুখে মাত্র বলে।
তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহা-কুতূহলে॥
তোমারে দেখিতে মুঞি আইনু এথারে।
সব দোষ মহাশয় ক্ষমিবে আমারে॥
সকল তোমার সম শত্রু মিত্র নাই।
তোমা চিনে হেন জন ত্রিভুবনে নাই॥
চল তুমি শুভ কর আপন ইচ্ছায়।
গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জ্জন গোফায়॥
আপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথা তথা।
যে তোমার ইচ্ছা তাই করহ সর্ব্বথা॥
হরিদাস ঠাকুরের চরণ দেখিলে।
উত্তমের কি দায় যবন দেখি ভুলে॥
এত ক্রোধে আনিলেক মারিবার তরে।
পীর জ্ঞান করি যার পায়ে পাছে ধরে॥
যবনেরে কৃপা-দৃষ্টি করিয়া প্রকাশ।
ফুলিয়ায় আইলা ঠাকুর হরিদাস॥
উচ্চ করি হরিনাম লইতে লইতে।
আইলেন হরিদাস ব্রাহ্মণ সভাতে॥
হরিদাসে দেখি ফুলিয়ার বিপ্রগণ।
সবেই হইলা অতি পরানন্দ মন॥
হরিধ্বনি বিপ্রগণ লাগিলা করিতে।
হরিদাস লাগিলেন আনন্দে নাচিতে॥
অদ্ভুত অনন্ত হরিদাসের বিকার।
অশ্রু কম্প হাস্য মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার॥
আছাড় খায়েন হরিদাস প্রেমরসে।
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ মহানন্দে ভাসে॥
স্থির হই ক্ষণেক বসিলা হরিদাস।
বিপ্রগণ বসিলেন বেড়ি চারি পাশ॥
হরিদাস বলেন শুনহ বিপ্রগণ।
দুঃখ না ভাবিহ কিছু আমার কারণ॥
প্রভু নিন্দা আমি যে শুনিল অপার।
তার শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার॥
ভাল হৈল ইথে বড় পাইনু সন্তোষ।
অল্প শাস্তি করি ক্ষমিলেন বড় দোষ॥
কুম্ভিপাক হয় বিষ্ণু-নিন্দার শ্রবণে।
তাহা আমি বিস্তর শুনিল পাপ-কাণে॥
যোগ্য শাস্তি করিলেন ঈশ্বর তাহার।
হেন পাপ আর যেন নহে পুনর্ব্বার॥
হেন মতে হরিদাস বিপ্রগণ সঙ্গে।
নির্ভয়ে করেন সংকীর্ত্তন মহা-রঙ্গে॥
তাহারেও দুঃখ দিল যে সব যবনে।
সবংশে উচ্ছন্ন তারা হৈল কত দিনে॥
তবে হরিদাস গঙ্গা-তীরে গোফা করি।
থাকেন বিরলে অহর্নিশ কৃষ্ণ-স্মরি॥
তিন লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ।
গোফা হৈল তাঁর যেন বৈকুণ্ঠ-ভুবন॥
মহা-নাগ বৈসে সেই গোফার ভিতরে।
তার জ্বালা প্রাণী মাত্র সহিতে না পারে॥
হরিদাস ঠাকুরেরে সম্ভাষণ করিতে।
যতেক আইসে কেহ না পারে রহিতে॥
পরম বিষের জ্বালা সবেই পায়েন।
হরিদাস পুনী ইহা কিছু না জানেন॥

বসিয়া করেন যুক্তি সর্ব্ব বিপ্রগণে।
হরিদাস আশ্রমে এতেক জ্বালা কেনে॥
সেই ফুলিয়ায় বৈসে মহা-বৈদ্যগণ।
তারা আসি জানিলেক সর্পের কারণ॥
বৈদ্য বলিলেক এই গোফার তলায়।
মহা এক নাগ আছে তাহার জ্বালায়॥
রহিতে না পারে কেহ কহিল নিশ্চয়।
হরিদাস সত্বরে চলুন অন্যাশ্রয়॥
সর্পের সহিত বাস কভু যুক্তি নয়।
চল সবে কহি গিয়া তাহার আশ্রয়॥
তবে সবে আসি হরিদাস ঠাকুরেরে।
কহিল বৃত্তান্ত সেই গোফা ছাড়িবারে॥
মহা-নাগ বসে এই গোফার ভিতরে।
তাহার জ্বালায় কেহ রহিতে না পারে॥
অতএব এ স্থানে রহিতে যোগ্য নয়।
অন্য স্থানে আসি তুমি করহ আশ্রয়॥
হরিদাস বলেন অনেক দিন আছি।
কোন জ্বালাবিষ্ট এ গোফায় নাহি বাসী॥
সবে দুঃখ তোমরা যে না পার সহিতে।
এতেক চলিব কালি আমি যে সে ভিতে॥
সত্য যদি ইহাতে থাকেন মহাশয়।
তিঁহো যদি কালি না ছাড়েন এ আলয়॥
তবে আমি কালি ছাড়ি যাইব সর্ব্বথা।
চিন্তা নাহি তোমরা বলহ কৃষ্ণ-গাথা॥
এই মত কৃষ্ণ-কথা মঙ্গল কীর্ত্তনে।
থাকিতে অদ্ভুত অতি হৈল সেইক্ষণে॥
হরিদাস ছাড়িবেন শুনিয়া বচন।
মহা-নাগ স্থান ছাড়িলেন সেইক্ষণ॥
গর্ত্ত হৈতে উঠি সর্প সন্ধ্যার প্রবেশে।
সবেই দেখেন চলিলেন অন্য দেশে॥

পরম অদ্ভুত সর্প মহা-ভয়ঙ্কর।
পীত নীল শুক্ল বর্ণ পরম সুন্দর॥
মহামণি জ্বলিতেছে মস্তক উপরে।
দেখি ভয়ে বিপ্রগণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরে॥
সর্প সে চলিয়া গেল জ্বালা নাহি আর।
বিপ্রগণ হইলেন সন্তোষ অপার॥
দেখি হরিদাস ঠাকুরের মহাশক্তি।
বিপ্রগণে জন্মিল বিশেষ তারে ভক্তি॥
হরিদাস ঠাকুরের এ কোন প্রভাব।
যার বাক্য মাত্র স্থান ছাড়িলেক নাগ॥
যার দৃষ্টি মাত্র ছাড়ে অবিদ্যা-বন্ধন।
কৃষ্ণ না লঙ্ঘেন হরিদাসের বচন॥
আর এক শুন তান অদ্ভুত আখ্যান।
নাগরাজ যে মহিমা কহিলা তাহান॥
এক দিন বড় এক লোকের মন্দিরে।
সর্প-ক্ষত ডঙ্ক নাচে বিবিধ প্রকারে॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা গীত তার মন্ত্র-ঘোরে।
ডঙ্ক বেড়ি সবেই গায়েন উচ্চৈঃস্বরে॥
দৈবগতি তথায় আইলা হরিদাস।
ডঙ্ক-নৃত্য দেখেন হইয়া এক পাশ॥
মনুষ্য শরীরে নাগ-রাজ মন্ত্র-বলে।
অধিষ্ঠান হইয়া নাচয়ে কুতূহলে॥
কালিদহে করিলেন যে নাট্য ঈশ্বরে।
সেই গীত গায়েন কারুণ্য উচ্চৈ স্বরে॥
শুনি নিজ প্রভুর মহিমা হরিদাস।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই কোথা নাহি শ্বাস॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই করিয়া হুঙ্কার।
আনন্দে লাগিলা নৃত্য করিতে অপার॥
হরিদাস ঠাকুরের আবেশ দেখিয়া।
এক ভিত হই ডঙ্ক রহিলেন গিয়া॥

গড়াগড়ি যায়েন ঠাকুর হরিদাস।
অদ্ভুত পুলক অশ্রু কম্পের প্রকাশ॥
রোদন করেন হরিদাস মহাশয়।
শুনিয়া প্রভুর গুণ হইলা তন্ময়॥
হরিদাসে বেড়ি সবে গায়েন হরিষে।
যোড় হস্তে রহি ডঙ্ক দেখে এক পাশে॥
ক্ষণেক রহিল হরিদাসের আবেশ।
পুনঃ আসি ডঙ্ক নৃত্যে করিলা প্রবেশ॥
হরিদাস ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
সবেই হইলা অতি আনন্দ বিশেষ॥
যেখানে পড়য়ে তাঁর চরণের ধূলি।
সবেই লেপেন অঙ্গে হই কুতূহলী॥
আর এক ঢঙ্গ-বিপ্র থাকি সেইখানে।
মুঞিও নাচিমু আজি গণে মনে মনে॥
বুঝিলাম নাচিলেই অবোধ বর্ব্বরে।
অল্প মনুষ্যেরেও পরম ভক্তি করে॥
এত ভাবি সেই ক্ষণে আছাড় খাইয়া।
পড়িল যে-হেন মহা-অচেষ্ট হইয়া॥
যেই মাত্র পড়িল ডঙ্কের নৃত্য-স্থানে।
মারিতে লাগিলা ডঙ্ক মহাক্রোধ মনে॥
আশে পাশে ঘাড়ে মুড়ে বেতের প্রহার।
নির্ঘাত মারয়ে ডঙ্ক রক্ষা নাহি আর॥
বেতের প্রহারে দ্বিজ জর্জ্জর হইয়া।
বাপ বাপ বলি শেষে গেল পলাইয়া॥
তবে ডঙ্ক নিজ সুখে নাচিলা বিস্তর।
সবার জন্মিল বড় বিস্ময় অন্তর॥
যোড়-হস্তে সবে জিজ্ঞাসেন ডঙ্ক-স্থানে।
কহ দেখি এ বিপ্রেরে মারিলে বা কেনে॥
হরিদাস নাচিতে বা যোড়-হস্তে কেনে।
রহিলা এ সব কথা কহত আপনে॥
তবে সেই ডঙ্ক-মুখে বিষ্ণু-ভক্ত নাগ।
কহিতে লাগিলা হরিদাসের প্রভাব॥
তোমরা যে জিজ্ঞাসিলে এ বড় রহস্য।
যদ্যপি অকথ্য তবু কহিব অবশ্য॥
হরিদাস ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
তোমরা যে ভক্তি বড় করিলা বিশেষ॥
তাহা দেখি ও ব্রাহ্মণ রহস্য করিয়া।
পড়িলা আশ্চর্য্য বুদ্ধে আছাড় খাইয়া॥
আমার কি নৃত্য-সুখ ভঙ্গ করিবারে।
তাহার আশ্চর্য্য কোন জনে শক্তি ধরে॥
হরিদাস সঙ্গে স্পর্দ্ধা মিথ্যা করিবারে।
অতএব শাস্তি বহু করিল উহারে॥
বড়-লোক করি লোক জানুক আমারে।
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম কর্ম্ম করে॥
এ সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণ-ভক্তি পাই॥
এই যে দেখিলা নাচিলেন হরিদাস।
ও নৃত্য দেখিলে সর্ব্ব বন্ধ হয় নাশ॥
হরিদাস নৃত্যে কৃষ্ণ নাচেন আপনে।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় ও নৃত্য দর্শনে॥
উহার যে যোগ্য পদ হরিদাস নাম।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র হৃদয়ে উহান॥
সর্ব্ব-ভূত-বৎসল সবার উপকারী।
ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতি-জন্ম অবতরী॥
উঞি সে নিরপরাধ বিষ্ণু বৈষ্ণবেতে।
স্বপ্নেও উহান দৃষ্টি না যায় বিপথে॥
তিলার্দ্ধ উহান সঙ্গ যে জীবের হয়।
সে অবশ্য পায় কৃষ্ণ-পাদ-পদ্মাশ্রয়॥
ব্রহ্মা শিব হরিদাস হেন ভক্ত সঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ॥

জাতি কুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণু-ভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্ব-শাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥
এই সব বেদ-বাক্য সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥
প্রহ্লাদ যে হেন দৈত্য কপি হনুমান।
এই মত হরিদাস নীচ জাতি নাম॥
হরিদাস-স্পর্শ-বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মার্জ্জন॥
স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্ব জীবের অনাদি কর্ম্ম-পাশ॥
হরিদাস-আশ্রয় করিবে যেই জন।
তারে দেখিলেও খণ্ডে সংসার-বন্ধন॥
শত বর্ষে শত মুখে উহান মহিমা।
কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীমা॥
ভাগ্যবন্ত তোমরা সে তোমা সবা হৈতে।
উহার মহিমা কিছু আইল মুখেতে॥
সকৃত যে বলিবেক হরিদাস-নাম।
সত্য সত্য সেই যাইবেক কৃষ্ণ-ধাম॥
এত বলি মৌন হইলেন নাগরাজ।
তুষ্ট হইলেন শুনি সজ্জন-সমাজ॥
হেন হরিদাস ঠাকুরের অনুভাব।
কহিয়া আছেন পূর্ব্বে শ্রীবৈষ্ণব-নাগ॥
সবার পরম প্রীতি হরিদাস প্রতি।
নাগ-মুখে শুনি হরষিত হৈল অতি॥
হেন মতে বৈসেন ঠাকুর হরিদাস।
গৌরচন্দ্র না করেন ভক্তির প্রকাশ॥

সর্ব্ব দিকে বিষ্ণু-ভক্তিশূন্য সর্ব্ব জন।
উদ্দেশ না জানে কেহ কেন সংকীর্ত্তন॥
কোথায় নাহিক বিষ্ণু-ভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সবেই করয়ে পরিহাস॥
আপনা আপনি সব সাধুগণ মেলি।
গায়েন শ্রীকৃষ্ণ-নাম দিয়া করতালি॥
তাহাতেও দুষ্টগণ মহাক্রোধ করে।
পাষণ্ডী পাষণ্ডী মেলি ব্যঙ্গিয়াই মরে॥
এ বামুন গুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সবা হৈতে হবে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ॥
এ বামুন গুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবক-কীর্ত্তন করি নানা ছল পাতে॥
গোসাঞির শয়ন বরিষা চারি মাস।
ইহাতে কি জুয়ার ডাকিতে বড় ডাক॥
নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিব দেশে ইথে দ্বিধা নাই॥
কেহ বলে যদি ধান্য কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এ গুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥
কেহ বলে একাদশী নিশি জাগরণ।
করিব গোবিন্দ-নাম করি উচ্চারণ॥
প্রতি দিন উচ্চারণ করিয়া কি কাজ।
এইরূপে বলে যত মধ্যস্থ-সমাজ॥
দুঃখ পায় শুনিয়া সকল ভক্তগণ।
তথাপি না ছাড়ে কেহ হরি-সংকীর্ত্তন॥
ভক্তিযোগে লোকের দেখিয়া অনাদর।
হরিদাসও দুঃখ বড় পায়েন অন্তর॥
তথাপিও হরিদাস উচ্চ স্বর করি।
বলেন প্রভুর সংকীর্ত্তন মুখ ভরি॥
ইহাতেও অত্যন্ত দুষ্কৃতি পাপীগণ।
না পারে শুনিতে উচ্চ হরি-সংকীর্ত্তন॥

হরিনদী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন।
হরিদাসে দেখি ক্রোধে বলয়ে বচন॥
ওহে হরিদাস একি ব্যভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার॥
মনে মনে জপিবা এই সে ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন শাস্ত্রে কয়॥
কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে।
এইত পণ্ডিত-সভা বলহ ইহাতে॥
হরিদাস বলেন ইহার যত তত্ত্ব।
তোমরা সে জান হরিনামের মাহাত্ম্য॥
তোমরা সবার মুখে শুনিয়া সে আমি।
বলিতেছি বলিবাও যেবা কিছু জানি॥
উচ্চ করি লইলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ ত না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয়॥
বিপ্র বলে উচ্চ নাম করিলে উচ্চার।
শতগুণ ফল হয় কি হেতু ইহার॥
হরিদাস বলেন শুনহ মহাশয়।
যে তত্ত্ব ইহার বেদে ভাগবতে কয়॥
সর্ব্ব শাস্ত্র স্ফুরে হরিদাসের শ্রীমুখে।
লাগিলা করিতে ব্যাখ্যা কৃষ্ণানন্দ সুখে॥
শুন বিপ্র সকৃত শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু পক্ষী কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম॥

তথাহি শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে সুদর্শন বচনং।

যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান শ্রোতৄনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদাহি তে॥

অনুবাদ।

জনৈক সর্প শ্রীকৃষ্ণের বামপাদ স্পর্শে সর্পদেহ হইতে মুক্ত হইয়া স্তব করিতেছেন "হে অচ্যুত! তোমার এমনি মহিমা যে, যে ব্যক্তি তোমার নাম উচ্চারণ করে সে তো পবিত্র হয়ই, যাঁহারা সেই নাম শ্রবণ পর্য্যন্ত করেন তাঁহারাও উদ্ধার হয়েন। তোমার নাম গ্রহণেরই এতাদৃশ মহিমা, দর্শন ও পাদস্পর্শণ দ্বারা যে কি গতি তাহা আর কি বলিব!"

পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে॥
জপিলে সে কৃষ্ণ-নাম আপনি সে তরে।
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে।
শত গুণ ফল হয় সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে॥
জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ-সংকীর্ত্তনকারী।
শত-গুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি॥
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ-সংকীর্ত্তন।
জন্তু মাত্র শুনিয়া পায় বিমোচন॥
জিহ্বা পাইয়াও নর-বিনা সর্ব্ব প্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণ-নাম হেন ধ্বনি॥
ব্যর্থ-জন্মা তাহারা নিস্তরে যাহা হৈতে।
বল দেখি কোন দোষ সে কর্ম্ম করিতে॥
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ সংকীর্ত্তনে॥

তথাহি শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদবাক্যং।

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুণাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতি চ॥

অনুবাদ।

হরিনাম যিনি জপ করেন তাঁহা অপেক্ষা যিনি হরিনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন তিনি শতগুণে শ্রেষ্ঠ—এই বাক্য

যুক্তিযুক্ত; কেন না জপকারী কেবল স্বয়ংই পবিত্র হন, আর উচ্চৈঃস্বরে জপকারী শ্রোতৃবৃন্দকে পর্য্যন্ত পবিত্র করেন।

সেই বিপ্র শুনি হরিদাসের কথন।
বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা-দুর্ব্বচন॥
দরশন-কর্ত্তা এবে হৈল হরিদাস।
কালে কালে বেদ-পথ হয় দেখি নাশ॥
যুগ-শেষে শূদ্রে বেদ করিবে বাখানে।
এখনই তাহা দেখি শেষে আর কেনে॥
এইরূপে আপনারে প্রকট করিয়া।
ঘরে ঘরে ভাল ভোগ খাইস বুলিয়া॥
যে ব্যাখ্যা করিলি তুঞি এ যদি না লাগে।
তবে তোর নাক কাণ কাটি তোর আগে॥
শুনিয়া বিপ্রাধমের বচন হরিদাস।
হরি বলি ঈষৎ হইল কিছু হাস॥
প্রত্যুত্তর আর কিছু তারে না করিয়া।
চলিলেন উচ্চ করি কীর্ত্তন গাইয়া॥
যেবা পাপী-সভাসদ সেহ পাপমতি।
উচিত উত্তর কিছু না করিল ইথি॥
এ সকল রাক্ষস ব্রাহ্মণ নাম মাত্র।
এই সব লোক যম যাতনার পাত্র॥
কলিযুগে সকল রাক্ষস বিপ্র-ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥

তথাহি বরাহপুরাণে।

রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রহ্মকুলেষু বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কুলান্॥

অনুবাদ।

রাক্ষসগণ কলিযুগকে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। তাহারা জাত হইয়া যথার্থ শ্রোত্রিয় কুলজাত ব্রাহ্মণগণকে ব্যথা প্রদান করিয়া থাকে।

এ সব বিপ্রের স্পর্শ কথা নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥

তথাহি পদ্মপুরাণে সুদর্শনং প্রতি মহাদেব বাক্যং।

কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ॥

অনুবাদ।

আর বেশী কথা কি, যাহারা ব্রাহ্মণ হইয়াও অবৈষ্ণব, তাঁহাদের সহিত আলাপ বা স্পর্শ ভ্রমক্রমেও কথন করিবে না অর্থাৎ তাহারা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেও পুণ্য যায় ক্ষয়॥
সে বিপ্রাধমের কত দিবস থাকিয়া।
বসন্তে নাসিকা তার পড়িল খসিয়া॥
হরিদাস ঠাকুরেরে বলিলেক যেন।
কৃষ্ণ সে তাহার শাস্তি করিলেন তেন॥
বিষয়েতে মগ্ন জগত দেখি হরিদাস।
দুঃখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ছাড়েন নিশ্বাস॥
কত দিনে বৈষ্ণব দেখিতে ইচ্ছা করি।
আইলেন হরিদাস নবদ্বীপ-পুরী॥
হরিদাসে দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
হইলেন অতিশয় পরানন্দ মন॥
আচার্য্য গোসাঞি হরিদাসেরে পাইয়া।
রাখিলেন প্রাণ হইতে অধিক করিয়া॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রীতি হরিদাস প্রতি।
হরিদাস করেন সবারে ভক্তি অতি॥
পাষণ্ডী সকলে যত দেই বাক্য জ্বালা।
অন্যান্যে তাহা সব কহিতে লাগিলা॥
গীতা ভাগবত লই সর্ব্ব ভক্তগণ।
অন্যান্যেতে বিচারে থাকেন সর্ব্বক্ষণ॥

যে জনে পড়য়ে শুনে এসব আখ্যান।
তাহারে মিলিব গৌরচন্দ্র-ভগবান॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥
ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীহরিদাস
মহিমা প্রসঙ্গ চতুর্দ্দশোধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

গয়া-ভূমি গমন।

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর-মহেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় নিত্য-কলেবর॥
জয় জয় সর্ব্ব বৈষ্ণবের ধন প্রাণ।
কৃপা দৃষ্টে কর প্রভু সর্ব্ব জীবে ত্রাণ॥
আদিখণ্ড কথা ভাই শুন সাবধানে।
শ্রীগৌরসুন্দর গয়া চলিলা যেমনে॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
অধ্যাপক-শিরোমণি-রূপে করে বাস॥
চতুর্দ্দিকে পাষণ্ড বাড়য়ে গুরুতর।
ভক্তিযোগ নাম হইল শুনিতে দুষ্কর॥
মিথ্যা রসে দেখি অতি লোকের আদর।
ভক্ত সব দুঃখ বড় ভাবেন অন্তর॥
প্রভু সে আবিষ্ট হই আছেন অধ্যয়নে।
ভক্ত সবে দুঃখ পায় দেখেন আপনে॥
নিরবধি বৈষ্ণবেরে সব দুষ্টগণে।
নিন্দা করি বুলে তাহা শুনেন আপনে॥
চিত্তে ইচ্ছা হৈল আত্ম প্রকাশ করিতে।
ভাবিলেন আগে আসি গিয়া গয়া হৈতে॥
ইচ্ছাময় শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান।
গয়া ভূমি দেখিতে ইচ্ছা হইল তাহান॥
শাস্ত্র-বিধিমত শ্রাদ্ধ-কর্ম্মাদি করিয়া।
যাত্রা করি চলিলা অনেক শিষ্য লঞা॥
জননীর আজ্ঞা লই মহা হর্ষ মনে।
চলিলেন মহাপ্রভু গয়া দরশনে॥
সর্ব্ব দেশ গ্রাম করি পুণ্য তীর্থময়।
শ্রীচরণ হইল গয়া দেখিতে বিজয়॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম বাক্য শাস্ত্রকথা কাব্যরসে।
মন্দারে আইলা প্রভু কতক দিবসে॥
দেখিয়া মন্দার-মধুসূদন তথায়।
ভ্রমিলেন সকল পর্ব্বত সুলীলায়॥
এইমত কত পথ আসিতে আসিতে।
আর দিন জ্বর প্রকাশিলেক দেহেতে॥
প্রাকৃত লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
লোক-শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর॥
মধ্য-পথে জ্বর প্রকাশিলেক ঈশ্বরে।
শিষ্যগণ হইলেন চিন্তিত অন্তরে॥
পথে রহি করিলেন বহু প্রতিকার।
তথাপি না ছাড়ে জ্বর হেন ইচ্ছা তাঁর॥
তবে প্রভু ব্যবস্থিলা ঔষধ আপনে।
সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে বিপ্র-পাদোদক পানে॥
বিপ্র-পাদোদকের মহিমা বুঝাইতে।
পান করিলেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে॥
বিপ্র-পাদোপক পান করিয়া ঈশ্বর।
সেইক্ষণে সুস্থ হৈলা আর নাহি জ্বর॥
ঈশ্বরে যে করে বিপ্র পাদোদক পান।
এ তাঁন স্বভাব বেদ পুরাণ প্রমাণ॥

তথাহি শ্রীগীতায়াং।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং

যে তাঁহার দাস্য-পদ ভাবে নিরন্তর ॥
তাহার অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর ॥
অতএব নাম তাঁর সেবক-বৎসল।
আপনে হারিয়া বাড়ায়েন ভৃত্য-বল ॥
সর্ব্বত্র রক্ষক হেন প্রভুর চরণে।
বল দেখি কেমতে ছাড়িব ভক্তগণ ॥
হেনমতে করি প্রভু জ্বরের বিনাশ।
পুনঃ পুনা তীর্থে আসি হইলা প্রকাশ ॥
স্নান করি পিতৃদেব করিয়া অর্চ্চন।
গয়াতে প্রবিষ্ট হৈলা শ্রীশচীনন্দন ॥
গয়া-তীর্থ-রাজে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়া।
নমস্করিলেন প্রভু শ্রীকর যুড়িয়া ॥
ব্রহ্মকুণ্ডে আসি প্রভু করিলেন স্নান।
যথোচিত কৈলা পিতৃদেবের সম্মান ॥
তবে আইলেন চক্রবেড়ের ভিতরে।
পাদপদ্ম দেখিবারে চলিলা সত্বরে ॥
বিপ্রগণে বেড়িয়াছে শ্রীচরণ-স্থান।
শ্রীচরণে মালা যেন দেউল প্রমাণ ॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কার।
কত পড়িয়াছে লেখা জোখা নাহি তার ॥
চতুর্দ্দিকে দিব্যরূপ ধরি বিপ্রগণ।
করিতেছে পাদপদ্ম প্রভাব বর্ণন ॥
কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিলা যে চরণ।
যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন ॥
বলি-শিরে আবির্ভাব হৈল যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন ॥
তিলার্দ্ধেক যে চরণ ধ্যান কৈলে মাত্র।
যম তার না হয়েন অধিকার পাত্র ॥
যোগেশ্বর সবার দুর্লভ যে চরণ।
সেই এই দেখ সব ভাগ্যবন্ত জন ॥
যে চরণে ভাগিরথী হইল প্রকাশ।
নিরবধি হৃদয়ে না ছাড়ে যারে দাস ॥
অনন্ত শয্যায় অতি প্রিয় যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন ॥
চরণ প্রভাব শুনি বিপ্রগণ মুখে।
আবিষ্ট হইলা প্রভু প্রেমানন্দ সুখে ॥
অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম-নয়নে।
লোমহর্ষ কম্প হৈল চরণ দর্শনে ॥
সর্ব্ব জগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র।
প্রেম-ভক্তি প্রকাশের করিলা আরম্ভ ॥
অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে।
পরম অদ্ভুত সব দেখে বিপ্রগণে ॥
দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সেইক্ষণে।
আইলেন ঈশ্বর ইচ্ছায় সেই স্থানে ॥
ঈশ্বরপুরীরে দেখি শ্রীগৌরসুন্দর।
নমস্করিলেন প্রভু করিয়া আদর ॥
ঈশ্বরপুরীও গৌরচন্দ্রেরে দেখিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন মহা হর্ষ হঞা ॥
দোঁহার বিগ্রহ দোঁহাকার প্রেম-জলে।
সিঞ্চিত হইলা প্রেমানন্দ কুতূহলে ॥
প্রভু বলে গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার ॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তারে পিতৃগণ।
সেও যারে পিণ্ড দেয় তরে সেই জন ॥
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ব বন্ধ হয় বিমোচন ॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল প্রধান ॥
সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধার আমারে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে ॥

কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান॥
বলেন ঈশ্বরপুরী শুনহ পণ্ডিত।
তুমিত ঈশ্বর অংশ জানিমু নিশ্চিত॥
যে তোমার পাণ্ডিত্য যে চরিত্র তোমার।
এহ কি ঈশ্বর-অংশ বহি হয় আর॥
যেন আজি আমি শুভ স্বপ্ন দেখিলাম।
সাক্ষাতে তাহার ফল এই পাইলাম॥
সত্য কহি পণ্ডিত তোমার দরশনে।
পরানন্দ সুখ যেন পাই অনুক্ষণে॥
যদবধি তোমা দেখিয়াছি নদীয়ায়।
তদবধি চিত্তে আর কিছু নাহি ভায়॥
সত্য এই কহি ইথে অন্য কিছু নাই।
কৃষ্ণ-দরশন সুখ তোমা দেখি পাই॥
শুনি প্রিয় ঈশ্বরপুরীর সত্য বাক্য।
হাসিয়া বলেন প্রভু বড় মোর ভাগ্য॥
এই মত কত আর কৌতুক সম্ভাষ।
যত হৈল তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস॥
তবে প্রভু তার স্থানে অনুমতি লইয়া।
তীর্থ-শ্রাদ্ধ করিবারে বসিলা আসিয়া॥
ফল্গু-তীর্থে করি বালুকার পিণ্ডদান।
তবে গেলা গিরিশৃঙ্গে প্রেত-গয়া স্থান।
প্রেত-গয়ায় শ্রাদ্ধ করি শ্রীশচীনন্দন।
দক্ষিণায় বাক্যে তুষিলেন বিপ্রগণ॥
তবে উদ্ধারিয়া পিতৃগণ সম্ভাষিয়া।
দক্ষিণ মানসে চলিলেন হর্ষ হইয়া॥
তবে চলিলেন প্রভু শ্রীরাম-গয়ায়।
রাম অবতারে শ্রাদ্ধ করিলা যথায়॥
এই অবতারে সেই স্থানে শ্রাদ্ধ করি।
তবে যুধিষ্ঠির-গয়া গেলা গৌরহরি॥
পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির পিণ্ড দিলেন তথায়।
সেই প্রীতে তথা শ্রাদ্ধ কৈলা গৌররায়।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া সকল বিপ্রগণ।
শ্রাদ্ধ করায়েন সবে পড়ায়ে বচন॥
শ্রাদ্ধ করি প্রভু পিণ্ড ফেলে যেই জলে
গয়ালি ব্রাহ্মণ সব ধরি ধরি গিলে॥
দেখিয়া হাসেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
সে সব বিপ্রের যত খণ্ডিল বন্ধন॥
উত্তর মানসে প্রভু পিণ্ড দান করি।
ভীম-গয়া করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
শিব-গয়া ব্রহ্ম-গয়া আদি যত আছে।
সব করি ষোড়শ-গয়ায় গেলা পাছে॥
ষোড়শ-গয়ায় প্রভু ষোড়শী করিয়া।
সবারে দিলেন পিণ্ড শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া॥
তবে মহাপ্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে করি স্নান।
গয়া-শিরে আসি করিলেন পিণ্ড দান॥
দিব্য মালা-চন্দন প্রভু শ্রীহস্তে লইয়া।
বিষ্ণুপদ চিহ্ন পূজিলেন হৃষ্ট হইয়া॥
এইমত সর্ব্বস্থানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া।
বাসায় চলিলা বিপ্রগণে সন্তোষিয়া॥
তবে মহাপ্রভু কতক্ষণে সুস্থ হৈয়া।
রন্ধন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥
রন্ধন সম্পূর্ণ হৈল হেনই সময়।
আইলেন শ্রীঈশ্বরপুরী মহাশয়॥
প্রেম-যোগে কৃষ্ণ-নাম বলিতে বলিতে।
আইলেন প্রভু স্থানে ঢুলিতে ঢুলিতে॥
রন্ধন এড়িয়া প্রভু পরম সম্ভ্রমে।
নমস্করি তাঁরে বসাইলেন আসনে॥
হাসিয়া বলেন পুরী শুনহ পণ্ডিত।
ভালই সময় হইলাম উপনীত॥

প্রভু বলে যবে হৈল ভাগ্যের উদয়।
এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর মহাশয়॥
হাসিয়া বলেন পুরী তুমি কি খাইবে।
প্রভু বলে আমি অন্ন রান্ধিবাঙ সবে।
পুরী বলে কি কার্য্যে করিবে আর পাক।
যে অন্ন আছয়ে তাই কর দুই ভাগ॥
হাসিয়া বলেন প্রভু যদি আমা চাও।
যে অন্ন হৈয়াছে তাহা তুমি সব খাও॥
তিলার্দ্ধেকে আর অন্ন রান্ধিবাঙ আমি।
না কর সঙ্কোচ কিছু ভিক্ষা কর তুমি॥
তবে প্রভু আপনার অন্ন তাঁরে দিয়া।
আর অন্ন রান্ধিতে লাগিলা হৃষ্ট হইয়া॥
হেন কৃপা প্রভুর ঈশ্বরপুরী প্রতি।
পুরীর নাহিক কৃষ্ণ ছাড়া অন্য মতি॥
শ্রীহস্তে আপনে প্রভু করে পরিবেশন।
পরানন্দ সুখে পুরী করেন ভোজন॥
সেই ক্ষণে রমাদেবী অতি অলক্ষিতে।
প্রভুর নিমিত্তে অন্ন রান্ধিলা ত্বরিতে॥
তবে প্রভু আগে তাঁরে ভিক্ষা করাইয়া।
আপনেও ভোজন করিলা হর্ষ হৈয়া॥
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে প্রভুর ভোজন।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণ-প্রেম-ধন॥
তবে প্রভু ঈশ্বরপুরীর সর্ব্ব অঙ্গে।
আপন শ্রীহস্তে লেপিলেন দিব্য গন্ধে॥
যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বরপুরীরে।
তাহা বর্ণিবারে কোন জন শক্তি ধরে॥
আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য-ভগবান।
দেখিলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান॥
প্রভু বলে কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বরপুরীর যে গ্রামে অবতার॥

কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেই স্থানে।
আর শব্দ নাহিক ঈশ্বরীপুরী বিনে॥
সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্ব্বাসে বান্ধি এক ঝুলি॥
প্রভু বলে ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ॥
হেন ঈশ্বরের প্রীত ঈশ্বরপুরীরে।
ভক্তেরে বাড়াতে প্রভু সব শক্তি ধরে॥
প্রভু বলে গয়া করিতে যে আইলাম।
সত্য হইল ঈশ্বরপুরীরে দেখিলাম॥
আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরী স্থানে।
মন্ত্র-দীক্ষা চাহিলেন মধুর বচনে॥
পুরী বলে মন্ত্র বা বলিয়া কোন কথা।
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা॥
তবে তার স্থানে শিক্ষা গুরু নারায়ণ।
করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ॥
তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে।
প্রভু বলে দেহ আমি দিলাম তোমারে॥
হেন শুভ দৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ-প্রেমের সাগরে॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীঈশ্বরপুরী।
প্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি॥
দোঁহার নয়ন-জলে দোঁহার শরীর।
সিঞ্চিত হইলা প্রেমে কেহ নহে স্থির॥
হেন মতে ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করি।
কত দিন গয়ায় রহিলা গৌরহরি॥
আত্ম প্রকাশের আসি হইল সময়।
দিনে দিনে বাড়ে প্রেম-ভক্তির বিজয়॥
একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নিভৃতে।
নিজ ইষ্টমন্ত্র ধ্যান লাগিলা করিতে॥

ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
করিতে লাগিলা প্রভু রোদন ডাকিয়া॥
কৃষ্ণরে বাপরে মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥
পাইনু ঈশ্বর মোর কোন দিকে গেলা।
শ্লোক পড়ি পড়ি প্রভু কান্দিতে লাগিলা॥
প্রেম-ভক্তি রসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধূলায় ধূসর॥
আর্ত্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা গেলা বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া মোহারে॥
যে প্রভু আছিলা অতি পরম গভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির॥
গড়াগড়ি যায়েন কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
ভাসিলেন নিজ ভক্তি বিরহ সাগরে॥
তবে কতক্ষণে আসি সর্ব্ব শিষ্যগণে।
সুস্থ করিলেন আসি অশেষ যতনে॥
প্রভু বলে তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না যাইমু সংসার ভিতরে॥
মথুরা দেখিতে আমি চলিব সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥
নানা রূপে সর্ব্ব শিষ্যগণে প্রবোধিয়া।
স্থির করি রাখিলেন সবাই মিলিয়া॥
ভক্তিরসে মগ্ন হই বৈকুণ্ঠের পতি।
চিত্তে সোয়াস্তি না পায়েন রহিবেন কতি॥
কাহারে না বলি প্রভু কত রাত্রি শেষে।
মথুরাতে চলিলেন প্রেমের আবেশে॥
কৃষ্ণরে বাপরে মোর পাইমু কোথায়।
এই মত বলিয়া যায়েন গৌররায়॥
কত দূর যাইতে শুনেন দিব্য বাণী।
এখনে মথুরা না যাইবা দ্বিজমণি॥
যাইবার কাল আছে যাইবা তখনে।
নবদ্বীপে নিজ গৃহে চলহ এখনে॥
তুমি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লোক নিস্তারিতে।
অবতীর্ণ হইয়াছ সবার সহিতে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় করিয়া কীর্ত্তন।
জগতেরে বিলাইবা প্রেম-ভক্তি ধন॥
ব্রহ্মা শিব সনকাদি যে রসে বিহ্বল।
মহাপ্রভু অনন্ত গায়েন যে মঙ্গল॥
তাহা তুমি জগতেরে দিবার কারণে।
অবতীর্ণ হইয়াছ জানহ আপনে॥
সেবক আমরা তবু চাহি কহিবার।
অতএব কহিলাম চরণে তোমার॥
আপনার বিধাতা আপনে তুমি প্রভু।
তোমার যে ইচ্ছা সে লঙ্ঘন নহে কভু॥
অতএব মহাপ্রভু চল তুমি ঘর।
বিলম্বে দেখিবা আসি মথুরা-নগর॥
শুনিয়া আকাশ-বাণী শ্রীগৌরসুন্দর।
নিবৃত্তি পাইলা হৈলা হরিষ অন্তর॥
বাসায় আসিয়া সর্ব্ব শিষ্যের সহিতে।
নিজ গৃহে চলিলেন ভক্তি প্রকাশিতে॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়।
দিনে দিনে বাড়ে প্রেম-ভক্তির উদয়॥
আদিখণ্ড কথা পরিপূর্ণ এই হৈতে।
মধ্যখণ্ড-কথা এবে শুন ভাল মতে॥
যে বা শুনে ঈশ্বরের গয়ার বিজয়।
গৌরচন্দ্র প্রভু তারে মিলিব হৃদয়॥
কৃষ্ণ-যশ শুনিতে সে কৃষ্ণ-সঙ্গ পাই।
ঈশ্বরের সঙ্গ তার কভু ত্যাগ নাই॥
অন্তর্যামি নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্য-চরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥

তাহান কৃপায় লিখি চৈতন্যের কথা।
স্বতন্ত্র ইহাতে শক্তি নাহিক সর্ব্বথা॥
কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায়।
এই মত গৌরচন্দ্র মোরে যে বলায়॥
চৈতন্য-কথার আদি অন্ত নাহি জানি।
যে তে মতে চৈতন্যের যশ যে বাখানি॥
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি যায়॥
এই মত চৈতন্য-যশের অন্ত নাই।
যার যত শক্তি কৃপা সবে তাই গাই॥

তথাহি। নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণ—
স্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ॥

অর্থাৎ যে পাখীর যেরূপ শক্তি সে আকাশে সেইরূপ উপরে উঠে। পণ্ডিতেরাও সেইরূপ নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে বিষ্ণুর গতি বা লীলা বর্ণনা করিয়া থাকে।

সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চান্দেরে॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
কেহ বলে প্রভু নিত্যানন্দ বলরাম।
কেহ বলে চৈতন্যের মহা-প্রিয়ধাম॥
কেহ বলে মহা-তেজীয়ান্ অধিকারী।
কেহ বলে কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥
কিবা যতী নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
সে চরণ-ধন মোর রহুক হৃদয়ে॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-জীবন।
তোমার চরণ মোর হউক শরণ॥
তোমার হইয়া যেন গৌরচন্দ্র গাঙ।
জন্মে জন্মে যেন তোমার সংহতি বেড়াঙ॥
যে শুনয়ে আদিখণ্ডে চৈতন্যের কথা।
তাহারে শ্রীগৌরচন্দ্র মিলিব সর্ব্বথা॥
ঈশ্বরপুরীর স্থানে হইয়া বিদায়।
গৃহে আইলেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥
শুনি সব নবদ্বীপ হৈল আনন্দিত।
প্রাণ আসি দেহে যেন হৈল উপনীত॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্র জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

আদিখণ্ড্যে লীলাবাদান্ যে শৃণ্বন্তি মহাত্মনঃ।
সর্ব্বাপরাধনির্মুক্তাস্তে ভবন্তি সুনিশ্চিতম্॥
যে পঠন্তি মহাত্মানো বিলিখন্তি চ সাদরং।
প্রলয়েঽপি চ তেষাং বৈ তিষ্ঠত্যেষা হরেঃ স্মৃতিঃ॥
জন্মাবধিগয়াভূমিগমনে যৎ কথোদয়ং।
তৎ কথ্যতে বিজ্ঞজনেনাদিখণ্ডস্য লক্ষণং॥

অর্থাৎ যে সকল মহাত্মা আদিখণ্ডস্থ লীলাবাদ শ্রবণ করেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার অপরাধ হইতে নির্মুক্ত হয়েন। যাহারা এই সকল লীলাবাদ পাঠ করেন বা বিশিষ্টভাবে লিখিয়া রাখেন প্রলয়েও তাঁহাদের এই হরিস্মৃতি বর্ত্তমান থাকে। জন্মাবধি গয়াভূমি গমন পর্য্যন্ত কথাসমূহই আদি-খণ্ডের কথা-লক্ষণ বলিয়া বিজ্ঞজনগণ দ্বারা কথিত হইয়াছে।

ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে গয়াভূমি
গমনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণঃ॥ ১৫॥

—

শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

মধ্যখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ।
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥ (১)

জয় জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
জয় বিশ্বম্ভর-প্রিয় বৈষ্ণব-সমাজ॥
জয় গৌরচন্দ্র ধর্ম্ম-সেতু মহা-ধীর।
জয় সংকীর্ত্তন-ময় সুন্দর শরীর॥
জয় নিত্যানন্দের বান্ধব ধন প্রাণ।
জয় গদাধর-অদ্বৈতের প্রেমধাম॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-প্রিয়-অতিশয়।
জয় বক্রেশ্বর-কাশীশ্বরের হৃদয়॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি-প্রিয়বন্ধু-নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥
মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড॥
মধ্যখণ্ড কথা ভাই শুন এক চিতে।
সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল যেন মতে॥
গয়া করি আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
পরিপূর্ণ ধ্বনি হৈল নদীয়া-নগর॥
ধাইলেন যত সব আপ্তবর্গ আছে।
কেহ আগে কেহ মাঝে কেহ অতি পাছে॥
যথাযোগ্য করে প্রভু সবারে সম্ভাষ।
বিশ্বম্ভরে দেখি সবার হইলা উল্লাস॥
আগুবাড়ি সবে আনিলেন নিজ ঘরে।
তীর্থকথা সবারে কহেন বিশ্বম্ভরে॥
প্রভু বলে তোমা সবাকার আশীর্ব্বাদে।
গয়া-ভূমি দেখিয়া আইনু নির্ব্বিরোধে॥
পরম সুনম্র হই প্রভু কথা কয়।
সবে তুষ্ট হৈলা দেখি প্রভুর বিনয়॥
শিরে হস্ত দিয়া কেহ চিরজীবী করে।
সর্ব্ব অঙ্গে হস্ত দিয়া কেহ মন্ত্র পড়ে॥
কেহ বক্ষে হস্ত দিয়া করে আশীর্ব্বাদ।
গোবিন্দ শীতলানন্দ করুন প্রসাদ॥
হইলা আনন্দময় শচী-ভাগ্যবতী।
পুত্র দেখি হরিষে না জানে আছে কতি॥
লক্ষ্মীর জনককুলে আনন্দ উঠিল।
পতি-মুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর দুঃখ গেল॥
সকল বৈষ্ণবগণ হরিষ হইলা।
দেখিতেও সেইক্ষণে কেহ কেহ গেলা॥
সবাকারে করি প্রভু বিনয় সম্ভাষ।
বিদায় দিলেন সবে গেলা নিজবাস॥
বিষ্ণুভক্ত গুটি দুই চারি প্রভু লইয়া।
রহস্য কথা কহিবারে বসিলেন গিয়া॥

---

(১) ইহার বঙ্গানুবাদ আদিখণ্ড প্রথম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

প্রভু বলে বন্ধু সব শুন কহি কথা।
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব দেখিলাঙ যথা যথা॥
গয়ার ভিতর মাত্র হইলাঙ প্রবেশ।
প্রথমেই শুনিলাম মঙ্গল বিশেষ॥
সহস্র সহস্র বিপ্র পড়ে বেদধ্বনি।
দেখ দেখ বিষ্ণু-পাদোদক-তীর্থ খানি॥
পূর্ব্বে কৃষ্ণ যবে কৈলা গয়ায় গমন।
সেই স্থানে রহি প্রভু ধুইলা চরণ॥
যার পাদোদক লাগি গঙ্গার মাহাত্ম্য।
শিরে ধরি শিব জানে পাদোদক-তত্ত্ব॥
সে চরণ-উদক-প্রভাবে সেই স্থান।
জগতে হইল পাদোদক-তীর্থ নাম॥
পাদপদ্ম-তীর্থের লইতে প্রভু নাম।
অঝরে ঝরয়ে দুই কমল নয়ান॥
শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর।
কৃষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥
ভরিল পুষ্পের বন মহাপ্রেম জলে।
মহাশ্বাস ছাড়ি প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে॥
পুলকে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর।
স্থির নহে প্রভু কম্প-ভরে থর থর॥
শ্রীমান্ পণ্ডিত আদি যত ভক্তগণ।
দেখেন অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-প্রেমের ক্রন্দন॥
চতুর্দ্দিকে নয়নে বহয়ে প্রেমধার।
গঙ্গা যেন আসিয়া করিলা অবতার॥
মনে মনে সবেই চিন্তেন চমৎকার।
এমত ইহারে কভু নাহি দেখি আর॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে।
কি বিভব পথে বা হইল দরশনে॥
বাহ্য-দৃষ্টি প্রভুর হইল কতক্ষণে।
শেষে প্রভু সম্ভাষা করিলা সবা সনে॥

প্রভু কহে বন্ধু সব আজি ঘরে যাহ।
কালি যথা বলি তথা আসিবারে চাহ॥
তোমা সবা সহিত নিভৃত এক স্থানে।
মোর দুঃখ সকল করিব নিবেদনে॥
কালি সবে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারির ঘরে।
তুমি আর সদাশিব আসিহ সত্বরে॥
সম্ভাষ করিয়া সবে করিলা বিদায়।
যথা কার্য্যে রহিলেন বিশ্বম্ভর রায়॥
নিরবধি কৃষ্ণাবেশ প্রভুর শরীরে।
মহা বিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে॥
বুঝিতে না পারে আই পুত্রের চরিত।
তথাপিহ পুত্র দেখি মহা আনন্দিত॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি প্রভু করয়ে ক্রন্দন।
আই দেখে অশ্রুজলে ভরিল অঙ্গন॥
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলয়ে ঠাকুর।
বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে প্রচুর॥
কিছু নাহি বুঝে আই কোন বা কারণ।
করযোড়ে গেলা আই গোবিন্দ-শরণ॥
আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় হইল উল্লাস॥
প্রেম-বৃষ্টি করিতে প্রভুর শুভারম্ভ।
স্নান ধূলী-যাত্রা যথা ভাগবতবৃন্দ॥
যে সব বৈষ্ণব গেলা প্রভুর দর্শনে।
সম্ভাষা করিলা প্রভু তা সবার সনে॥
কালি শুক্লাম্বর ঘরে মিলিবে আসিয়া।
মোর দুঃখ নিবেদিমু নিভৃতে বসিয়া॥
হরিষে পূর্ণিত হৈলা শ্রীমান্ পণ্ডিত।
দেখিয়া অদ্ভুত প্রেম মহা হরষিত॥
যথাকৃত্য করি উষা-কালে সাজি লৈয়া।
চলিলা তুলিতে পুষ্প হরষিত হৈয়া॥

এক কুন্দ গাছ আছে শ্রীবাস-মন্দিরে।
কুন্দরূপে কিবা কল্পতরু অবতারে॥
যতেক বৈষ্ণব তোলে তুলিতে না পারে।
অক্ষয় অনন্ত পুষ্প সর্ব্বক্ষণ ধরে॥
উষাকালে উঠিয়া সকল ভক্তগণ।
পুষ্প তুলিবারে আসি হইলা মিলন॥
সবেই তোলেন পুষ্প কৃষ্ণ-কথা-রসে।
গদাধর গোপীনাথ রামাঞি শ্রীবাসে॥
হেনই সময়ে আসি শ্রীমান পণ্ডিত।
হাসিতে হাসিতে আসি হইলা বিদিত॥
সবেই বলেন আজি বড় দেখি হাস্য।
শ্রীমান কহেন আছে কারণ অবশ্য॥
কহ দেখি বলিলেন ভাগবতগণ।
শ্রীমান পণ্ডিত বলে শুনহ কারণ॥
পরম অদ্ভুত কথা মহা অসম্ভব।
নিমাই পণ্ডিত হৈল পরম বৈষ্ণব॥
গয়া হৈতে আইলেন সকল কুশলে।
শুনি আমি সম্ভাষিতে গেলাম বিকালে॥
পরম বিরক্ত রূপ সকল সম্ভাষ।
তিলার্দ্ধেক উদ্ধতের নাহিক প্রকাশ॥
নিভৃতে কহিতে লাগিলেন কৃষ্ণ-কথা।
যে যে স্থানে দেখিলেন যে অপূর্ব্ব যথা॥
পাদপদ্ম-তীর্থের লইতে মাত্র নাম।
নয়নের জলে সব পূর্ণ হৈল স্থান॥
সর্ব্ব অঙ্গে মহা কম্প পুলকে পূর্ণিত।
হা কৃষ্ণ বলিয়া মাত্র পড়িলা ভুমিত॥
সর্ব্ব অঙ্গে ধাতু নাহি হইল মূর্চ্ছিত।
কতক্ষণে বাহ্যদৃষ্টি হইল চমকিত॥
শেষে যে বলিয়া কৃষ্ণ কান্দিতে লাগিলা।
হেন বুঝি গঙ্গাদেবী আসিয়া মিলিলা॥
যে ভক্তি দেখিল আমি তাহার নয়নে।
তাহারে মনুষ্য-বুদ্ধি নাহি আর মনে॥
সবে এই কথা কহিলেন বাহ্য হৈলে।
শুক্লাম্বর ঘরে কালি মিলিবে সকালে॥
তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত মুরারি।
তোমা সবা-স্থানে দুঃখ করিব গোহারি॥
পরম মঙ্গল এই কহিলাম কথা।
অবশ্য কারণ ইথে আছয়ে সর্ব্বথা॥
শ্রীমানের বচন শুনিয়া ভক্তগণে।
হরি বলি মহাধ্বনি করিলা তখনে॥
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার।
গোত্র বাড়াউন কৃষ্ণ আমা সবাকার॥ (১)
আনন্দে করেন সবে কৃষ্ণ-সংকথন।
উঠিল মধুর ধ্বনি শ্রবণ কীর্ত্তন॥
তথাস্তু তথাস্তু বলে ভাগবতগণ।
সবেই ভজুক কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ॥
হেনমতে পুষ্প তুলি ভাগবতগণ।
পূজা করিবারে সবে করিলা গমন॥
শ্রীমান পণ্ডিত চলিলেন গঙ্গাতীরে।
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি তাহার মন্দিরে॥
শুনিয়া এ সব কথা প্রভু গদাধর।
শুক্লাম্বর-গৃহ-প্রতি চলিলা সত্বর॥
"কি আখ্যান কৃষ্ণের কহেন শুনি গিয়া।"
থাকিলেন শুক্লাম্বর-গৃহে লুকাইয়া॥
সদাশিব মুরারি শ্রীমান শুক্লাম্বর।
মিলিলা সকল যত প্রেম-অনুচর॥

---

(১) শ্রাদ্ধ সময়ে পিণ্ডদান কালে আশীর্ব্বাদ বচন, ইহার অর্থ 'এই যে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বৈষ্ণবগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন।

হেনই সময়ে বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
আসিয়া বসিলা যথা বৈষ্ণব-সমাজ॥
পরম আনন্দে সবে করেন সম্ভাষ।
প্রভুর নাহিক বাহ্য-দৃষ্টি পরকাশ॥
দেখিলেন মাত্র প্রভু ভাগবতগণ।
পড়িতে লাগিলা শ্লোক ভক্তির লক্ষণ॥
পাইনু ঈশ্বর মোর কোন দিকে গেলা।
এত বলি স্তম্ভ কোলে করিয়া পড়িলা॥
ভাঙ্গিল গৃহের স্তম্ভ প্রভুর আবেশে।
কৃষ্ণ কোথা বলিয়া পড়িলা মুক্ত-কেশে॥
প্রভু পড়িলেন মাত্র হা কৃষ্ণ বলিয়া।
ভক্ত সব পড়িলেন ঢলিয়া ঢলিয়া॥
গৃহের ভিতরে মূর্চ্ছা গেল গদাধর।
কেবা কোন দিকে পড়ে নাহি পরাপর॥
সবেই হইলা কৃষ্ণ-আনন্দে মূর্চ্ছিত।
গঙ্গার কূলেতে ঘর জাহ্নবী বিস্মিত॥
কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥
কৃষ্ণরে প্রভুরে মোর কোন দিকে গেলা।
এত বলি প্রভু পুনঃ ভূমিতে পড়িলা॥
কৃষ্ণ-প্রেমে কান্দে প্রভু শচীর নন্দন।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি কান্দে ভাগবতগণ॥
আছাড়ের সমুচ্চয় নাহিক শ্রীঅঙ্গে।
না জানে ঠাকুর কিছু নিজ প্রেমরঙ্গে॥
উঠিল মঙ্গল কৃষ্ণ-প্রেমের ক্রন্দন।
প্রেমময় হৈল শুক্লাম্বরের ভবন॥
স্থির হই ক্ষণেকে বসিয়া বিশ্বম্ভর।
তথাপি আনন্দ-ধারা বহে নিরন্তর॥
প্রভু বলে কোন জন গৃহের ভিতর।
ব্রহ্মচারী বলেন তোমার গদাধর॥
হেট মাথা করিয়া কান্দেন গদাধর।
দেখিয়া সন্তোষ বড় প্রভু বিশ্বম্ভর॥
প্রভু বলে গদাধর তুমি সে সুকৃতি।
শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ়মতি॥
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা রসে।
পাইনু অমূল্য-নিধি গেল দীন দোষে॥
এত বলি ভূমিতে পড়িলা বিশ্বম্ভর।
ধূলায় লোটায় সর্ব্বসেব্য কলেবর॥
পুনঃ পুনঃ হয় বাহ্য পুনঃ পুনঃ পড়ে।
দৈবে রক্ষা পায় নাক মুখ সে আছাড়ে॥
মেলিতে না পারে দুই চক্ষু প্রেম-জলে।
সবে এক কৃষ্ণ কৃষ্ণ শ্রীবদনে বলে॥
ধরিয়া সবার গলা কান্দে বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভাই সব বল নিরন্তর॥
প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে ভক্তগণ।
কার মুখে আর কিছু না স্ফুরে বচন॥
প্রভু বলে মোর দুঃখ করহ খণ্ডন।
আনি দেহ মোরে নন্দ-গোপেন্দ্র-নন্দন॥
এত বলি শ্বাস ছাড়ি পুনঃ পুনঃ কান্দে।
লোটায় ভূমিতে কেশ তাহা নাহি বান্ধে॥
এই সুখে সর্ব্বদিন গেল ক্ষণ প্রায়।
কথঞ্চিৎ সবা প্রতি হইলা বিদায়॥
গদাধর সদাশিব শ্রীমান্ পণ্ডিত।
শুক্লাম্বর আদি যত হইলা বিস্মিত॥
যে যে দেখিলেন প্রেম সবাই অবাক্য।
অপূর্ব্ব দেখিয়া কার দেহে নাহি বাহ্য॥
বৈষ্ণব-সমাজে সবে আইলা হরিষে।
আনুপূর্ব্বে কহিলেন অশেষ বিশেষে॥
শুনিয়া সকল মহাভাগবতগণ।
হরি হরি বলি সবে করেন ক্রন্দন॥

শুনিয়া অপূর্ব্ব প্রেম সবেই বিস্মিত।
কেহ বলে ঈশ্বর বা হইলা বিদিত॥
কেহ বলে নিমাই পণ্ডিত ভাল হৈলে।
পাষণ্ডীর মুণ্ড ছিণ্ডিবারে পারি হেলে॥
কেহ বলে হইবেক কৃষ্ণের রহস্য।
সর্ব্বথা সন্দেহ আছে জানিবা অবশ্য॥
কেহ বলে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গ হৈতে।
কিবা দেখিলেন কৃষ্ণ প্রকাশ গয়াতে॥
এই মতে আনন্দে সকল ভক্তগণ।
নানা জনে নানা কথা করেন কথন॥
সবে মেলি করিতে লাগিলা আশীর্ব্বাদ।
হউক হউক সত্য কৃষ্ণের প্রসাদ॥
আনন্দে লাগিলা সবে করিতে কীর্ত্তন।
কেহ গায় কেহ নাচে করিয়া ক্রন্দন॥
হেনমতে ভক্তগণ আছেন হরিষে।
ঠাকুর আবিষ্ট হই আছেন নিজ রসে॥
কথঞ্চিৎ বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
চলিলেন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ঘর॥
গুরুর করিলা প্রভু চরণ বন্দন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া গুরু কৈলা আলিঙ্গন॥
গুরু বলে বাপ ধন্য তোমার জীবন।
পিতৃকুল মাতৃকুল করিলা মোচন॥
তোমার পড়ুয়া সব তোমার অবধি।
পুথি কেহ নাহি মেলে ব্রহ্মা বলে যদি॥
এখনে আইলা তুমি সবার প্রকাশ।
কালি হৈতে পড়াইবা আজি চল বাস॥
গুরু নমস্করিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে পড়ুয়া বেষ্টিত শশধর॥
আইলেন শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয়ের ঘরে।
আসিয়া বসিলা চণ্ডীমণ্ডপ ভিতরে॥

গোষ্ঠী সঙ্গে মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্ত।
যে হইল আনন্দ তাহার নাহি অন্ত॥
পুরুষোত্তম সঞ্জয়েরে প্রভু কৈল কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তার নয়নের জলে॥
জয়কার দিতে লাগিলেন নারীগণ।
পরম আনন্দ হৈল মুকুন্দ ভবন॥
শুভ দৃষ্টিপাত প্রভু করি সবাকারে।
আইলেন মহাপ্রভু আপন মন্দিরে॥
আসিয়া বসিলা বিষ্ণু-গৃহের দুয়ারে।
প্রীতি করি বিদায় দিলেন সবাকারে॥
যে যে জন আইসেন প্রভু সম্ভাষিতে।
প্রভুর চরিত্র কেহ না পারে বুঝিতে॥
পূর্ব্ব বিদ্যা ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন।
পরম বিরক্ত প্রায় থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
পুত্রের চরিত্র শচী কিছুই না বুঝে।
পুত্রের মঙ্গল লাগি গঙ্গা-বিষ্ণু পূজে॥
স্বামী নিল কৃষ্ণচন্দ্র নিল পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সবে মাত্র আছে একজন॥
অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ এই দেহ বর।
সুস্থ চিত্তে মোর গৃহে রহু বিশ্বম্ভর॥
লক্ষ্মীরে আনিয়া পুত্র সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়॥
নিরবধি শ্লোক পড়ি করয়ে রোদন।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ॥
কখন কখন যেবা হুঙ্কার করয়।
ডরে পলায়েন লক্ষ্মী, শচী পায় ভয়॥
রাত্রে নিদ্রা নাহি প্রভুর কৃষ্ণানন্দ রসে।
বিরহে না পায় স্বাস্থ্য উঠে পড়ে বৈসে॥
ভিন্ন লোক দেখিলে করেন সম্বরণ।
উষাকালে গঙ্গাস্নানে করয়ে গমন॥

আইলেন প্রভু মাত্র করি গঙ্গাস্নান।
পড়ুয়া বর্গের আসি হৈল উপস্থান॥
কৃষ্ণ বিনা ঠাকুরের না আইসে বদনে।
পড়ুয়া-সকল ইহা কিছুই না জানে॥
অনুরোধে প্রভু বসিলেন পড়াইতে।
পড়ুয়া সবার স্থানে প্রকাশ করিতে॥
হরি বলি পুথি মেলিলেন শিষ্যগণ।
শুনিয়া আনন্দ হইলা শ্রীশচীনন্দন॥
বাহ্য নাহি প্রভুর শুনিয়া হরিধ্বনি।
শুভ দৃষ্টি সবারে করিলা দ্বিজমণি॥
আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
সূত্র বৃত্তি টীকায় সকল হরিনাম॥
প্রভু বলে সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্ব শাস্ত্রে কৃষ্ণ বহি না বলয়ে আন॥
হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ ভব আদি সব কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে।
বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য বচনে॥
আগম বেদান্ত আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণপদ ভক্তিধন॥
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥
করুণা-সাগর কৃষ্ণ জগত-জীবন।
সেবক-বৎসল নন্দগোপের নন্দন॥
হেন কৃষ্ণ-নামে যার নাহি রতি মতি।
পড়িয়াও সর্ব্ব শাস্ত্র তাহার দুর্গতি॥
দরিদ্র অধমে যদি লয় কৃষ্ণ-নাম।
সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণ-ধাম॥
এই মত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যার সেই দুঃখ পায়॥

কৃষ্ণের ভজনা ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্র মর্ম্ম নাহি জানে॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে॥
পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারে খারে।
কৃষ্ণ মহা মহোৎসবে বঞ্চিল তাহারে॥
পুতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তি দান।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি লোকে করে অন্য মন॥
অঘাসুর হেন পাপী যে কৈল মোচন।
কোন দুঃখে ছাড়ে লোক তাঁহার কীর্ত্তন॥
যে কৃষ্ণের নামে হয় জগত পবিত্র।
না বলে দুঃখিত জীব তাহার চরিত্র॥
যে কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল।
তাহা ছাড়ি নৃত্য গীতে করয়ে মঙ্গল॥
অজামিল নিস্তারিল যে কৃষ্ণের নামে।
ধন কুল বিদ্যা মদে তাহা নাহি জানে॥
শুন ভাই সব সত্য আমার বচন।
ভজহ অমূল্য কৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম ধন॥
যে চরণ সেবিতে লক্ষ্মীর অভিলাষ।
যে চরণ সেবিয়া শঙ্কর শুদ্ধ দাস॥
যে চরণ হইতে জাহ্নবী পরকাশ।
হেন পাদ-পদ্ম ভাই সবে কর আশ॥
দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে।
খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে॥
পরং ব্রহ্ম বিশ্বম্ভর শব্দ মূর্ত্তিময়।
যে শব্দে যে বাখানেন সেই সত্য হয়॥
মোহিত পড়ুয়া সব শুনে এক মনে।
প্রভুও বিহ্বল হই আপনা বাখানে॥
সহজেই শব্দ মাত্র কৃষ্ণ সত্য কহে।
ঈশ্বর যে বাখানিব কিছু চিত্র নহে॥

ক্ষণেকে হইলা বাহ্য দৃষ্টি বিশ্বম্ভর।
সলজ্জিত হই কিছু কহয়ে উত্তর॥
আজি আমি কোন মত সূত্র বাখানিল।
পড়ুয়া সকল বলে কিছু না বুঝিল॥
যত কিছু শব্দে বাখানহ কৃষ্ণ মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র॥
হাসি বলে বিশ্বম্ভর শুন সব ভাই।
পুথি বান্ধ আজি সবে গঙ্গাস্নানে যাই॥
বান্ধিলা পুস্তক সবে প্রভুর বচনে।
গঙ্গাস্নানে চলিলেন গৌরচন্দ্র সনে॥
গঙ্গাজলে কেলি করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সমুদ্রের মাঝে যেন পূর্ণ শশধর॥
গঙ্গাজলে কেলি করে বিশ্বম্ভর রায়।
পরম সুকৃতি সব দেখে নদীয়ায়॥
ব্রহ্মাদির অভিলাষ যে রূপ দেখিতে।
হেন প্রভু বিপ্র-রূপে খেলে পৃথিবীতে॥
গঙ্গা-ঘাটে স্নান করে যে সকল জন।
সবাই চাহেন গৌরচন্দ্রের বদন॥
অন্য অন্য সর্ব্ব জন করিল কথন।
ধন্য পিতা মাতা যার এ হেন নন্দন॥
প্রভুর পরশে গঙ্গার বাড়িল উল্লাস।
আনন্দে করেন দেবী তরঙ্গ-প্রকাশ॥
তরঙ্গের ছলে নৃত্য করেন জাহ্নবী।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার পদযুগ-সেবী॥
চতুর্দ্দিকে প্রভুরে বেড়িয়া জহ্নুসুতা।
তরঙ্গের ছলে জল দেই অলক্ষিতা॥
বেদে মাত্র এ সব লীলার মর্ম্ম জানে।
কিছু শেষে ব্যক্ত হইল সকল পুরাণে॥
স্নান করি আইলেন গৃহে বিশ্বম্ভর।
চলিলা পড়ুয়াবর্গ যথা যার ঘর॥

বস্ত্র পরিবর্ত্ত করি ধুইলা চরণ।
তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেচন॥
যথাবিধি করি প্রভু গোবিন্দ-পূজন।
আসিয়া বসিলা গৃহে করিতে ভোজন॥
তুলসীর মঞ্জরী সহিত দিব্য অন্ন।
মায়ে আনি সম্মুখে করিলা উপসন্ন॥
বিশ্বক-সেনেরে তবে করি নিবেদন।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডনাথ করয়ে ভোজন॥
সম্মুখে বসিলা শচী জগতের মাতা।
ঘরের ভিতরে দেখে লক্ষ্মী-পতিব্রতা॥
মায়ে বলে বাপ আজি কি পুঁথি পড়িলা।
কাহার সহিত কিবা কন্দল করিলা॥
প্রভু বলে আজি পড়িলাম কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণ-চরণ-কমল-গুণধাম॥
সত্য কৃষ্ণ-নাম গুণ শ্রবণ কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন॥
সেই শাস্ত্র সত্য কৃষ্ণভক্তি কহে যায়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়॥

তথাহি জৈমিন-ভারতে চাশ্বমেধিকে পর্ব্বণি—
যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎশাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥ (১)

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে।
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎ পথে চলে॥
কপিলের ভাবে প্রভু জননীর স্থানে।
যে কহিল তাহি প্রভু কহয়ে এখানে॥
শুন শুন মাতা কৃষ্ণভক্তির প্রভাব।
সর্ব্ব ভাবে কর মাতা কৃষ্ণে অনুরাগ॥

---

(১) যে শাস্ত্রে বা পুরাণে হরিভক্তির বর্ণন দৃষ্ট হয় না, স্বয়ং ব্রহ্মা সে শাস্ত্রের বক্তা হইলেও তাহ শ্রোতব্য নহে।

কৃষ্ণ সেবকের মাতা কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস॥
গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্ম বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক মাতা কিছুই না জানে॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥
চিত্ত দিয়া শুন মাতা জীবের যে গতি।
না ভজিলে কৃষ্ণ পায় যতেক দুর্গতি॥
মরিয়া মরিয়া পুনঃ পায় গর্ভবাস।
সর্ব্ব অঙ্গে হয় পূর্ব্ব পাপের প্রকাশ॥
কটু অম্ল লবণ জননী যত খায়।
অঙ্গে গিয়ে লাগে তার মহামোহ পায়॥
মাংসময় অঙ্গ কৃমিকুলে বেড়ি খায়।
ঘুচাইতে নাহি শক্তি মরয়ে জ্বালায়॥
নড়িতে না পারে তপ্ত পঞ্জরের মাঝে।
তবে প্রাণ রহে তার ভবিতব্য কাজে॥
কোন অতি পাতকীর জন্ম নাহি হয়।
গর্ভে গর্ভে হয় পুনঃ উৎপত্তি প্রলয়॥
শুন শুন মাতা জীবতত্ত্বের সংস্থান।
সাত মাসে জীবের গর্ভেতে হয় জ্ঞান॥
তখন সে সঙরিয়া করে অনুতাপ।
স্তুতি করে কৃষ্ণের ছাড়িয়া ঘনশ্বাস॥
রক্ষ কৃষ্ণ জগতজীবের প্রাণনাথ।
তোমা বই জীব দুঃখ নিবেদিব কাত॥
যে করয়ে বন্দী প্রভু ছাড়ায় সেই সে।
সহজে মৃতেরে প্রভু মায়া কর কিসে॥
মিথ্যা ধন পুত্র-রসে গোঙালুঁ জনম।
না ভজিলাম তোমার দুই অমূল্য চরণ॥
যে পুত্র কৈলাম পোষণ অশেষ বিকর্ম্মে।
কোথা বা সে সব গেল মোর এই কর্ম্মে॥

এখন এ দুঃখে মোরে কে করিবে পার।
তুমি সে এখন বন্ধু করিবা উদ্ধার॥
এতেকে জানিনু সত্য তোমার চরণ।
রক্ষ প্রভু কৃষ্ণ তোর লইনু শরণ॥
তুমি হেন কল্পতরু ঠাকুর ছাড়িয়া।
ভুলিলাম অসৎ পথে প্রমত্ত হইয়া॥
উচিত তাহার এই যোগ্য শাস্তি হয়।
করিলাঙ এবে কৃপা কর মহাশয়॥
এই কৃপা কর যেন তোমা না পাসরি।
যেখানে সেখানে কেনে জন্মিয়া না মরি॥
সেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার।
যথা নাহি বৈষ্ণব জনের অবতার॥
যেখানে তোমার যাত্রা মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (৫।১৯।২৪)।

ন যত্র বৈকুণ্ঠ-কথা-সুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশ-মখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥ (১)

গর্ভবাস দুঃখ প্রভু এহ মোর ভাল।
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্ব্বকাল॥

(১) যে স্থলে নিখিলকুণ্ঠা-বিবর্জ্জিত শ্রীভগবানের কথারূপঅমৃতনিঃসন্দিনী নিঝরিণী পরিলক্ষিত না হয়, যে স্থলে সেই ভাগবত কথাবলম্বী ভাগবত সাধুগণ বিরাজ না করেন, অপিচ যে স্থলে যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনাদি মহোৎসব দৃষ্ট হয় না, তাদৃশস্থলে স্বয়ং ব্রহ্মার আবাস স্থান-যোগ্য হইলেও তাদৃশস্থলে বাস করা উচিত নয়। (এই শ্লোকের সুরেশ পদের অর্থ—স্বামিকৃত টীকায় ব্রহ্মা,—কিন্তু শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার লিখিয়াছেন "ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চায়"।

তোর পাদ-পদ্মে স্মরণ নাহি যথা।
হেন কৃপা কর কভু না ফেলিবা তথা॥
এইমত দুঃখ প্রভু কোটি কোটি জন্ম।
পাইমু বিস্তর প্রভু সব মোর কর্ম্ম॥
সে দুঃখ বিপদ প্রভু রহু বার বার।
যদি তোর স্মৃতি থাকে সর্ব্ব দেব নার॥
হেন কর এবে কৃষ্ণ দাস্য-পদ দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া॥
বারেক করহ যদি এ দুঃখেতে পার।
তবে তোমা বই প্রভু না গাইমু আর॥
এই মত গর্ভবাসে পোড়ে অনুক্ষণ।
তাহা ভালবাসে কৃষ্ণ-স্মৃতির কারণ
স্তবের প্রভাবে গর্ভে দুঃখ নাহি পায়।
কালে পড়ে পৃথিবীতে আপন ইচ্ছায়॥
শুন শুন মাতঃ জীবতত্ত্বের সংস্থান।
ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় অগেয়ান॥
মূর্চ্ছাগত হয় ক্ষণে ক্ষণে কান্দে হাসে।
কহিতে না পারে দুঃখ-সাগরেতে ভাসে॥
কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের মায়ায়।
কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত দুঃখ পায়॥
কত দিনে কাল বশে হয় বুদ্ধি জ্ঞান।
ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণ সেই ভাগ্যবান॥
অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ দুষ্ট সঙ্গ করে।
পুনঃ সেই মত গর্ভবাসে ডুবি মরে॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমোবিশতি পূর্ব্ববৎ॥ (১)

শ্রীভাগবত। ৩৩১।৩২।

অপর গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে :--

অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনং।
অনারাধিতগোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ॥ (২)

অনায়াসে মরণ জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণেরে ভজিলে হয়, কৃষ্ণের স্মরণে॥
এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধুসঙ্গ করি।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা মুখে বল হরি॥
ভক্তিহীন কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়।
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন পরহিংসা যায়॥
কপিলের ভাবে প্রভু মায়েরে শিখায়।
শুনিতে সে বাক্য শচী আনন্দে মিলায়॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
কৃষ্ণ বিনা প্রভু আর কিছু না বাখানে॥
আপ্তমুখে এ কথা শুনিয়া ভক্তগণ।
সর্ব্বগণে বিতর্ক ভাবেন অনুক্ষণ॥
কিবা কৃষ্ণ প্রকাশ হইলা সে শরীরে।
কিবা সাধু সঙ্গে কিবা পূর্ব্ব সংস্কারে॥
এই মত মনে সবে করেন বিচার।
সুখময় চিত্তবৃত্তি হইল সবার॥
খণ্ডিল ভক্তের দুঃখ পাষণ্ডীর নাশ।
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর হইলা প্রকাশ॥
বৈষ্ণব-আবেশে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণময় জগত দেখেন নিরন্তর॥
অহর্নিশ শুনেন শ্রবণে কৃষ্ণ-নাম।
বদনে বলয়ে কৃষ্ণচন্দ্র অবিরাম॥

---

(১) সৎপথে অবস্থান করিয়াও যদি কোন শিশ্নোদর-পরায়ণ অসৎ লোকদিগের সঙ্গে বিচরণ করে তবে তাহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অন্ধতম নরকে প্রবেশ করে।

(২) অপিচ যেজন শ্রীগোবিচরণ আরাধনা না করেন, তাহার পক্ষে অনয়াসে মরণ এবং বিনা দৈন্যে জীবন যাপন করা কখনও সম্ভবপর হয় না। এই শ্লোকটী শ্রীভাগবতের নহে।

যে প্রভু আছিলা ভোলা মহাবিদ্যা রসে।
এবে কৃষ্ণ বিনা আর কিছু নাহি বাসে॥
পড়ুয়ার বর্গ সব অতি উষাকালে।
পড়িবার নিমিত্ত আসিয়া সবে মিলে॥
পড়াইতে গিয়া বৈশে ত্রিদশের রায়।
কৃষ্ণকথা বিনা কিছু না আইসে জিহ্বায়॥
সমাম্নায় সিদ্ধবর্ণ বলে শিষ্যগণ।
প্রভু বলে সর্ব্ব বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ॥
শিষ্য বলে বর্ণসিদ্ধ হইল কেমনে।
প্রভু বলে কৃষ্ণ-দৃষ্টিপাতের কারণে॥
শিষ্য বলে পণ্ডিত উচিত ব্যাখ্যা কর।
প্রভু বলে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মর॥
কৃষ্ণের ভজন কহি সম্যক আম্নায়।
আদি অন্ত মধ্যে কৃষ্ণ-ভজন বুঝায়॥
শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা হাসে শিষ্যগণ।
কেহ বলে হেন বুঝি বায়ুর কারণ॥
শিষ্যবর্গ বলে কর কেমত ব্যাখ্যান।
প্রভু বলে যেন হয় শাস্ত্রের প্রমাণ॥
প্রভু কহে যদি নাহি বুঝহ এখনে।
বিকালে সকল বুঝাইব ভাল মনে॥
আমিহ বিরলে গিয়া বসি পুথি চাই।
বিকালে সকল যেন হই এক ঠাঁঞি॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব শিষ্যগণ।
কৌতুকে পুস্তক বান্ধি করিলা গমন॥
সর্ব্ব শিষ্য গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে।
কহিলেন যত সব ঠাকুর বাখানে॥
এবে যত বাখানেন নিমাঞি পণ্ডিত।
শব্দ সনে বাখানেন কৃষ্ণ সমীহিত॥
গয়া হৈতে যাবত আসিয়াছেন ঘরে।
তদবধি কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা আন নাহি স্ফুরে॥
সর্ব্বদা বলেন কৃষ্ণ পুলকিত অঙ্গ।
ক্ষণে হাস হুঙ্কার ক্ষণেক বহু রঙ্গ॥
প্রতি শব্দে ধাতু সূত্র একত্র করিয়া।
প্রতিদিন কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা করেন বসিয়া॥
এবে তার বুঝিবারে না পারি চরিত।
কি করিব আমি সব বলহ পণ্ডিত॥
উপাধ্যায়-শিরোমণি বিপ্র গঙ্গাদাস।
শুনিয়া সবার বাক্য উপজিল হাস॥
ওঝা বলে ঘরে যাহ আসিহ সকালে।
আজি আমি শিখাইব তাঁহারে বিকালে॥
ভাল মত করি যেন পড়ায়েন পুঁথি।
আসিহ বিকালে আজি তাহার সংহতি॥
পরম হরিষে সবে বাসায় চলিলা।
বিশ্বম্ভর সঙ্গে সবে বিকালে আইলা॥
গুরুর চরণ-ধূলি প্রভু লয় শিরে।
বিদ্যালাভ হউক গুরু আশীর্ব্বাদ করে॥
গুরু বলে বাপ বিশ্বম্ভর শুন বাক্য।
ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন নহে অল্প ভাগ্য॥
মাতামহ যার চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
বাপ যার জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর॥
উভয় কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার।
তুমিও পরম যোগ্য বিখ্যাত টীকার॥
অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্তি হয়।
বাপ মাতামহ কি তোমার ভক্ত নয়॥
ইহা জানি ভাল মতে কর অধ্যয়ন।
অধ্যয়ন হইলে সে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ॥
ভদ্রাভদ্র মূর্খ দ্বিজ জানিব কেমনে।
ইহা জানি কৃষ্ণ বল কর অধ্যয়নে॥
ভালমতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পড়াও।
ব্যতিরিক্ত অর্থ কর মোর মাথা খাও॥

প্রভু বলে তোমার দুই চরণ প্রসাদে।
নবদ্বীপে কেহ মোরে না পারে বিবাদে॥
আমি যে বাখানি সূত্র করিয়া খণ্ডন।
নবদ্বীপে তাহা স্থাপিবেক কোন জন॥
নগরে বসিয়া এই পড়াইমু গিয়া।
দেখি কার শক্তি আছে দুষুক আসিয়া॥
হরিষ হইলা গুরু শুনিয়া বচন।
চলিলা গুরুর করি চরণ বন্দন॥
গঙ্গাদাস পণ্ডিত চরণে নমস্কার।
বেদপতি সরস্বতী-পতি শিষ্য যার॥
আর কিবা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সাধ্য।
যার শিষ্য চতুর্দ্দশ-ভুবন-আরাধ্য॥
চলিলা পড়ুয়া সঙ্গে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তারকা বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর॥
বসিলা আসিয়া নগরীয়ার দুয়ারে।
যাহার চরণ লক্ষ্মী-হৃদয় উপরে॥
যোগপট্ট ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
সূত্রের করয়ে প্রভু খণ্ডন স্থাপন॥
প্রভু বলে সন্ধি-কার্য্য জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার॥
শব্দ জ্ঞান নাহি যার সে তর্ক বাখানে।
আমারেতো প্রবোধিতে নারে কোন জনে॥
যে আমি খণ্ডন করি যে করি স্থাপন।
দেখি তাহা অন্যথা করুক কোন জন॥
এই মত বলে বিশ্বম্ভর বিশ্বনাথ।
প্রত্যুত্তর করিবেক হেন শক্তি কাত॥
গঙ্গা দেখিবারে যত অধ্যাপক যায়।
শুনিয়া সবার অহঙ্কার চূর্ণ হয়॥
কার শক্তি আছে বিশ্বম্ভরের সমীপে।
সিদ্ধান্ত দিবেক হেন আছে নবদ্বীপে॥

এই মত আবেশে বাখানে বিশ্বম্ভর।
চারি দণ্ড রাত্রি তবু নাহি অবসর॥
দৈবে আর এক নগরিয়ার দুয়ারে।
এক মহাভাগ্যবান আছে বিপ্রবরে॥
রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তার নাম।
প্রভুর পিতার সঙ্গে জন্ম এক গ্রাম॥
তিন পুত্র তার কৃষ্ণপদে মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ জীব যদুনাথ-কবিচন্দ্র॥
ভাগবতে পরম আদর দ্বিজবর।
ভাগবত শ্লোক পড়ে করিয়া আদর॥

তথাহি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে,—২৩।২২।
শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্॥ (১)

ভক্তিযোগে শ্লোক পড়ে পরম সন্তোষে।
প্রভুর কর্ণেতে আসি করিল প্রবেশে॥
ভক্তির প্রভাব মাত্র শুনিল থাকিয়া।
সেইক্ষণে পড়িলেন মূর্চ্ছিত হইয়া॥
সকল পড়ুয়াবর্গ বিস্মিত হইলা।
ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য-দৃষ্টিরে আইলা॥
বাহ্য পাই বোল বোল বলে বিশ্বম্ভর।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধরণী উপর॥

(১) যজ্ঞপত্নীগণ দেখিলেন,—তিনি শ্যামকান্তি—সুবর্ণ-সুন্দর পীতাম্বর; বনমালা, ময়ূর পুচ্ছ, গৈরকাদি ধাতু ও প্রবাল সমূহে তাঁহার বেশ নট-সদৃশ; তিনি এক হস্ত অনুগত সহচরের স্কন্ধদেশে স্থাপন করিয়াছেন, অপর হস্তে একটি লীলা-কমল সঞ্চালিত করিতেছেন; তাঁহার কর্ণে দুইটি কমল, কপোল কুঞ্চিত কুন্তল এবং মুখপঙ্কজে বিরাজিত।

প্রভু বলে বোল বোল বলে বিপ্রবর।
উঠিল সমুদ্র-কৃষ্ণ-সুখ মনোহর॥
লোচনের জলে হৈল পৃথিবী সিঞ্চিত।
অশ্রু কম্প পুলক সকল সুবিদিত॥
দেখে বিপ্রবর তার পরম আনন্দ।
পড়ে ভক্তি শ্লোক ভক্তি সঙ্গে করি রঙ্গ॥
দেখিয়া তাহার ভক্তি-যোগের পঠন।
তুষ্ট হই প্রভু তা'রে দিলা আলিঙ্গন॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠনায়কের আলিঙ্গন।
প্রেমে পূর্ণ রত্নগর্ভ হইলা তখন॥
প্রভুর চরণ ধরি রত্নগর্ভ কান্দে।
বন্দি হইলেন দ্বিজ চৈতন্যের ফান্দে॥
পুনঃ পুনঃ পড়ে শ্লোক প্রেমযুক্ত হৈয়া।
বোল বোল বলে প্রভু হুঙ্কার করিয়া॥
দেখিয়া সবার হৈল অপরূপ জ্ঞান।
নগরিয়া দেখি সবে করে পরণাম॥
না পড়িহ আর বলিলেন গদাধর।
সবে বেড়ি বসিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর॥
ক্ষণেকে হইল বাহ্যদৃষ্টি গৌররায়।
কি বল কি বল প্রভু জিজ্ঞাসে সদায়॥
প্রভু বলে কি চাঞ্চল্য করিলাম আমি।
পড়ুয়া সকল বলে কৃতকৃত্য তুমি॥
কি বলিতে পারি আমা সবার শকতি।
আপ্ত গুণে নিবারিল না করিহ স্তুতি॥
বাহ্য পাই বিশ্বম্ভর আপনা সম্বরে।
সর্ব্বগণে চলিলেন গঙ্গা দেখিবারে॥
গোষ্ঠীর সহিত বসিলেন গঙ্গাতীরে।
গঙ্গা নমস্করি গঙ্গাজল নিলা শিরে॥
যমুনার তীরে যেন বেড়ি গোপীগণ।
নানা রস করিলেন নন্দের নন্দন॥
সেইমত শচীর নন্দন গঙ্গাতীরে।
ভক্তের সহিত কৃষ্ণ-প্রসঙ্গে বিহরে॥
কতক্ষণে সবারে বিদায় দিল ঘরে।
বিশ্বম্ভর চলিলেন আপন মন্দিরে॥
ভোজন করিয়া সর্ব্ব-ভুবনের নাথ।
যোগনিদ্রা প্রতি করিলেন দৃষ্টিপাত॥
পোহাইল নিশি সর্ব্ব পড়ুয়ারগণ।
আসিয়া বসিলা পুঁথি করিতে চিন্তন॥
ঠাকুর আইলা ঝাঁট করি গঙ্গাস্নান।
বসিয়া করেন প্রভু পুস্তক ব্যাখ্যান॥
প্রভুর না স্ফুরে কৃষ্ণ ব্যতিরেকে আন।
শব্দ মাত্র কৃষ্ণভক্তি করয়ে ব্যাখ্যান॥
পড়ুয়া সকলে বলে ধাতু সংজ্ঞা কার।
প্রভু বলে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যার॥
ধাতু-সূত্র বাখানি শুনহ ভাইগণ।
দেখি কার শক্তি আছে করুক খণ্ডন॥
যত দেখ রাজা দিব্য দিব্য কলেবর।
কনক ভূষিত গন্ধ চন্দনে সুন্দর॥
যম লক্ষ্মী বচনে যাহারে লোকে কয়।
ধাতু বিনে শুন তার যে অবস্থা হয়॥
কোথা যায় সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য চলিয়া।
কেহ ভস্ম হয় কারে এড়েন পুতিয়া॥
সর্ব্ব দেহে ধাতু রূপে বৈসে কৃষ্ণ শক্তি।
তাহা সনে কর স্নেহ তাহানে সে ভক্তি॥
ভ্রম-রসে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা।
হয় নয় ভাই সব বুঝ মন দিয়া॥
এবে যারে নমস্করি করি মান্য জ্ঞান।
ধাতু গেলে তারে পরশিলে করি স্নান॥
যে বাপের কোলে পুত্র থাকে মহা সুখে।
ধাতু গেলে সেই পুত্র অগ্নি দেই মুখে॥

ধাতু সংজ্ঞা কৃষ্ণ-শক্তি বল্লভ সবার।
দখি ইহা দুস্তুক আছয়ে শক্তি কার॥
এমত পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি।
হেন কৃষ্ণে ভাই সব কর দৃঢ় ভক্তি॥
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ-নাম।
অহনিশ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ কর ধ্যান॥
যাহার চরণে দূর্ব্বা জল দিলে মাত্র।
কভু নহে যম তার অধিকার পাত্র॥
অঘ বক পুতনারে যে কৈল মোচন।
ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন চরণ॥
পুত্র বুদ্ধি অজামিল যাহার স্মরণে।
চলিল বৈকুণ্ঠ ভজ সে কৃষ্ণ চরণে॥
যাহার চরণ সেবি শিব দিগম্বর।
যে চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর॥
যে চরণ-মহিমা অনন্ত গুণ গায়।
দন্তে তৃণ করি ভজ হেন কৃষ্ণ-পায়॥
যাবৎ আছয়ে জীব দেহেতে আসক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণ পাদ-পদ্মে ভক্তি॥
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ প্রাণধন।
চরণে ধরিয়া বলি কৃষ্ণে দেহ মন॥
দাস্য ভাবে কহে প্রভু আপন মহিমা।
হইল প্রহর দুই তবু নাহি সীমা॥
মোহিত পড়ুয়া সব শুনে এক মনে।
দ্বিরুক্তি করিতে কার না আইসে বদনে॥
সে সব কৃষ্ণের দাস জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ যারে পড়ায়েন সে কি অন্য হয়॥
কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
চাহিয়া সবার মুখ লজ্জিত অন্তর॥
প্রভু বলে ধাতু সূত্র বাখানিল কেন।
পড়ুয়া সকল বলে সত্য অর্থ যেন॥

যে শব্দে যে অর্থ তুমি করিলে বাখান।
কার বাপে তাহা করিবারে পারে আন॥
যতেক বাখান তুমি সব সত্য হয়।
সবে সে উদ্দেশে পড়ি তার অর্থ নয়॥
প্রভু বলে কহ দেখি আমারে সকল।
বায়ু বা আমারে করিয়াছে যে বিহ্বল॥
সূত্ররূপে কোন বৃত্তি করি যে বাখান।
শিষ্যবর্গ বলে সবে এক হরিনাম॥
সূত্র বৃত্তি টীকা যে বাখান কৃষ্ণ মাত্র
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র॥
ভক্তির শ্রবণে যে তোমার আসি হয়।
তাহাতে তোমারে কভু নর জ্ঞান নয়॥
প্রভু বলে কোনরূপ দেখহ আমার॥
পড়ুয়া সকলে বলে যত চমৎকার॥
যে কম্প যে অশ্রু যে বা পুলক তোমার।
আমরাত কভু কোথা দেখি নাহি আর॥
কালি তুমি পুঁথি যবে চিন্তহ নগরে।
তখন পড়িল শ্লোক এক বিপ্রবরে॥
ভাগবত শ্লোক শুনি হইলা মুচ্ছিত।
সর্ব্ব অঙ্গে নাহি প্রাণ আমরা বিস্মিত॥
চৈতন্য পাইয়া পুনঃ যে কৈলে ক্রন্দন।
গঙ্গা যেন আসিয়া হৈল আগমন॥
শেষে বা যে কম্প আসি হইল তোমার।
শত জন সমর্থ না হয় ধরিবার॥
আপাদমস্তক হৈল পুলকে উন্নতি।
লালা ঘর্ম্ম ধুলায় ব্যাপিত গৌরমূর্ত্তি॥
অপূর্ব্ব ভাবয়ে যত দেখে সর্ব্ব জন।
সবেই বলেন এ পুরুষ নারায়ণ॥
কেহ বলে ব্যাস শুক নারদ প্রহ্লাদ।
তা সবার সমযোগ্য এমত প্রসাদ॥

সবে মেলি ধরিলেন করিয়া শকতি।
ক্ষণেকে তোমার আসি বাহ্য হৈল মতি ॥
এ সব বৃত্তান্ত তুমি কিছুই না জান।
আর কথা কহি তাহা চিত্ত দিয়া শুন ॥
দিন দশ ধরি কর যতেক ব্যাখ্যান।
সর্ব্ব শব্দে কৃষ্ণ-ভক্তি আর কৃষ্ণ-নাম ॥
দশ দিন ধরিয়া যে পাঠ বাদ হয়।
তাবত আমারে কহিবারে না জুড়ায় ॥
শব্দের অশেষ অর্থ তোমার গোচর।
হাসিতে যে বাখান তা কে দিবে উত্তর ॥
পড়ুয়া সকলে বলে বাখান উচিত।
সত্য কৃষ্ণ সকল শাস্ত্রের সমীহিত ॥
অধ্যয়ন উক্তি সে সকল শাস্ত্র সার।
তবে যে না লই দোষ আমা সবাকার ॥
মূলে যে বাখান তুমি জানিবা সেই সে।
তাহাতে না লয় চিত্ত নিজ কর্ম্ম দোষে ॥
পড়ুয়ার বাক্যে তুষ্ট হইলা ঠাকুর।
কহিতে লাগিলা কৃপা করিয়া প্রচুর ॥
প্রভু বলে ভাই সব কহিলা সুসত্য।
আমার এ সব কথা অন্যত্র অকথ্য ॥
কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সবে দেখ ভাই সেই বলে সর্ব্বথায় ॥
যত শুন শ্রবণে সকল কৃষ্ণনাম।
সকল ভুবন দেখ গোবিন্দের ধাম ॥
তোমা সবা স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার ॥
তোমা সবাকার যার স্থানে চিত্ত লয়।
তার স্থানে পড় আমি দিলাম নির্ভয় ॥
কৃষ্ণ বিনে আর বাক্য না স্ফুরে আমার।
সত্য আমি কহিলাম চিত্ত আপনার ॥

এই বোল মহাপ্রভু সবারে কহিয়া।
দিলেন পুস্তকে ডোর অশ্রুযুক্ত হৈয়া ॥
শিষ্যগণ বলেন করিয়া নমস্কার।
আমরাও করিলাম সংকল্প তোমার ॥
তোমার স্থানেতে যে পড়িলাম আমি সব।
আন স্থানে করিব কি গ্রন্থ অনুভব ॥
গুরুর বিচ্ছেদে দুঃখে সর্ব্ব শিষ্যগণ।
কহিতে লাগিলা সবে করিয়া ক্রন্দন ॥
তোমার মুখুতে যত শুনিল ব্যাখ্যান।
জন্মে জন্মে হৃদয়ে রহুক সেই ধ্যান ॥
কার স্থানে গিয়া আর কিবা পড়িবাঙ।
সেই ভাল তোমা হৈতে যত জানিলাম ॥
এত বলি প্রভুরে করিয়া হাত-যোড়।
পুস্তকে দিলেন সব শিষ্যগণ ডোর ॥
হরি বলি শিষ্যগণ করিলেন ধ্বনি।
সবা কোলে করিয়া কান্দেন দ্বিজমণি ॥
শিষ্যগণ ক্রন্দন করেন অধোমুখে।
ডুবিলেন শিষ্যগণ পরানন্দ সুখে ॥
রুদ্ধ-কণ্ঠ হইলেন সর্ব্ব শিষ্যগণ।
আশীর্ব্বাদ করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
দিবসেক আমি যদি হই কৃষ্ণদাস।
তবে সিদ্ধ হবে তো সবার অভিলাষ ॥
তোমরা সকলে লহ কৃষ্ণের শরণ।
কৃষ্ণ-নামে পূর্ণ হউক সবার বদন ॥
নিরবধি শ্রবণে শুনহ কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ-হউক তোমা সবাকার ধন প্রাণ ॥
যে পড়িলে সেই ভাল আর কার্য্য নাই।
সবে মেলি কৃষ্ণ বলিবাঙ এক ঠাঞি ॥
কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সবার।
তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার ॥

প্রভুর অমৃত বাক্য শুনি শিষ্যগণ।
পরমানন্দময় হইল ততক্ষণ॥
সে সব শিষ্যের পায় মোর নমস্কার।
চৈতন্যের শিষ্যত্বে হইল ভাগ্য যার॥
সে সব কৃষ্ণের দাস জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ যারে পড়ায়েন সে কি অন্য হয়॥
সে বিদ্যা-বিলাস দেখিলেন যে যে জন।
তারেও দেখিলে হয় বন্ধ বিমোচন॥
হইল পাপীষ্ঠ জন্ম না হইল তখনে।
হইলাম বঞ্চিত সে সুখ দরশনে॥
তথাপিও এই কৃপা কর মহাশয়।
সে বিদ্যা-বিলাস মোর রহুক হৃদয়॥
পড়াইলা নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায়।
অদ্যাপিও চিহ্ন আছে সর্ব্ব নদীয়ায়॥
চৈতন্য-লীলার আদি অবধি না হয়।
আবির্ভাব তিরোভাব এই বেদে কয়॥
এই মতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস।
সংকীর্ত্তন আরম্ভ সে করিলা প্রকাশ॥
চতুর্দ্দিকে অশ্রুকণ্ঠে কান্দে শিষ্যগণ।
সদয় হইয়া প্রভু বলেন বচন॥
পড়িলাম শুনিলাম যতদিন ধরি।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর পরিপূর্ণ করি॥
শিষ্যগণ বলেন কেমন সংকীর্ত্তন।
আপনে শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥

কেদার-রাগঃ।

হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নম।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

দিশা দেখাইয়া প্রভু হাত তালি দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া॥
আপন কীর্ত্তন নাথ করেন কীর্ত্তন।
চৌদিকে বেড়িয়া গায় সব শিষ্যগণ॥
আবিষ্ট হইলা প্রভু নিজ নাম রসে।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় আবেশে॥
বোল বোল বলি প্রভু চতুর্দ্দিকে পড়ে।
পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে আছাড়ে॥
গণ্ডগোল শুনি সব নদীয়া নগর।
ধাইয়া আইলা সব ঠাকুরের ঘর॥
নিকটে বসয়ে যত বৈষ্ণবের ঘর।
কীর্ত্তন শুনিয়া সবে আইলা সত্বর॥
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
পরম অপূর্ব্ব সবে ভাবে মনে মন॥
পরম সন্তোষ সবে হইলা অন্তরে।
এবে সংকীর্ত্তন হৈল নদীয়া নগরে॥
এমন দুর্ল্লভ ভক্তি আছয়ে জগতে।
নয়ন সফল হয় এ ভক্তি দেখিতে॥
যত ঔদ্ধত্যের সীমা এই বিশ্বম্ভর।
প্রেম দেখিলাম নারদাদির দুষ্কর॥
হেন উদ্ধতের যদি হেন ভক্তি হয়।
না বুঝি কৃষ্ণের ইচ্ছা এ বা কিবা লয়॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্য বিশ্বম্ভর রায়।
সবে প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলয়ে সদায়॥
বাহ্য হইলেও বাহ্য কথা নাহি কয়।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের গলা ধরিয়া কান্দয়॥
সবে মেলি ঠাকুরের স্থির করাইয়া।
চলিলা বৈষ্ণব সব মহানন্দ হৈয়া॥
কোন কোন পড়ুয়া সকল প্রভু সঙ্গে
উদাসীন পথ লইলেন প্রেম রঙ্গে॥
আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ।
সকল ভক্তের দুঃখ হইল বিনাশ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
সংকীর্ত্তনারম্ভ প্রথমোঽধ্যায়॥ ১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকমনন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥ (১)
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্।

জয় জয় জগত-মঙ্গল গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব॥
ভক্ত-গোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
ঠাকুরের প্রেম দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
পরম বিস্মিত হইল সবাকার মন॥
পরম সন্তোষে সবে অদ্বৈতের স্থানে।
সবে কহিলেন যত হৈল দরশনে॥
ভক্তিযোগ প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
অবতারিয়াছে প্রভু জানেন সকল॥
তথাপি অদ্বৈত-তত্ত্ব বুঝনে না যায়।
সেইক্ষণে প্রকাশিয়া তখনি লুকায়॥

শুনিয়া অদ্বৈত বড় হরিষ হইলা।
পরম আবিষ্ট হই কহিতে লাগিলা॥
মোর আজিকার কথা শুন ভাই সব।
নিশিতে দেখিল আমি কিছু অনুভব॥
গীতার পাঠের অর্থ ভাল না বুঝিয়া।
থাকিলাম দুঃখ ভাবি উপোস করিয়া॥
কতক রাত্রেতে মোরে বলে এক জন।
উঠহ আচার্য্য ঝাট করহ ভোজন॥
এই পাঠ এই অর্থ কহিল তোমারে।
উঠিয়া ভোজন কর পূজহ আমারে॥
আর কেন দুঃখ ভাব পাইবা সকল।
যে লাগি সংকল্প কৈলা সে হৈল সফল॥
যত উপবাস কৈলে যত আরাধন।
যতেক করিলা কৃষ্ণ বলিয়া ক্রন্দন॥
যা আনিতে ভুজ তুলি প্রতিজ্ঞা করিলা।
সে প্রভু তোমার এবে বিদিত হইলা॥
সর্ব্ব দেশে হইবেক কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
ঘরে ঘরে নগরে নগরে অনুক্ষণ॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ভক্তি যতেক যতেক।
তোমার প্রসাদে এবে সবে দেখিবেক॥
এই শ্রীবাসের ঘরে যতেক বৈষ্ণব।
ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ দেখিবেক অনুভব॥
ভোজন করহ তুমি আমার বিদায়।
আর বার আসিবাঙ ভোজন বেলায়॥
চক্ষু মেলি চাহি দেখি এই বিশ্বম্ভর।
দেখিতে দেখিতে মাত্র হইলা অন্তর॥
কৃষ্ণের চরিত্র কিছু না পারি বুঝিতে।
কোনরূপে প্রকাশ বা করেন কাহাতে॥
ইহার অগ্রজ পূর্ব্বে বিশ্বরূপ নাম।
আমার সঙ্গে গীতা আসি করিত ব্যাখ্যান॥

---

(১) অর্থাৎ এই যে দিনের পর দিন যাইতেছে, হে হরে তোমায় না দেখিয়া এই সকল দিন বৃথা যাইতেছে। হে করুণৈক সিন্ধো, অনাথ বন্ধু। বল দেখি তোমায় না দেখিয়া এই দিনগুলি আমি কেমন করিয়া যাপন করিব?

এই শিশু পরম মধুর রূপবান।
ভাইকে ডাকিতে আইসেন মোর স্থান॥
চিত্ত বিত্ত হরে শিশু সুন্দর দেখিয়া।
আশীর্ব্বাদ করি ভক্তি হউক বলিয়া॥
আভিজাত্য আছে বড় মানুষের পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী তাহার দৌহিত্র॥
আপনিও সর্ব্বগুণে পরম পণ্ডিত।
উহার কৃষ্ণেতে ভক্তি হইতে উচিত॥
বড় সুখী হইলাম এ কথা শুনিয়া।
আশীর্ব্বাদ কর সবে তথাস্তু বলিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হউক সবারে।
কৃষ্ণ নামে পূর্ণ হউ সকল সংসারে॥
যদি সত্য বস্তু হয় তবে এই খানে।
সবে আসিবেন এই ব্রাহ্মণের স্থানে॥
আনন্দে অদ্বৈত করে পরম হুঙ্কার।
সকল বৈষ্ণব করে জয় জয়কার॥
হরি হরি বলি ডাকে বদন সবার।
উঠিল কীর্ত্তনরূপ কৃষ্ণ অবতার॥
কেহ বলে নিমাঞি পণ্ডিত ভাল হৈলে।
তবে সংকীর্ত্তন করি মহাকুতূহলে॥
আচার্য্যের প্রণতি করিয়া ভক্তগণ।
আনন্দে চলিলা করি হরি সংকীর্ত্তন॥
প্রভু সঙ্গে যাহার যাহার দেখা হয়।
পরম আদর করি সবে সম্ভাষয়॥
প্রাতঃকালে চলে প্রভু যবে গঙ্গাস্নানে।
বৈষ্ণব সবার সঙ্গে হয় দরশনে॥
শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্করে।
প্রীত হঞা ভক্তগণ আশীর্ব্বাদ করে॥
তোমার হউক ভক্তি কৃষ্ণের চরণে।
মুখে কৃষ্ণ বল কৃষ্ণ শুনহ শ্রবণে॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজিলে বাপ সব সত্য হয়।
কৃষ্ণ না ভজিলে রূপ বিদ্যা কিছু নয়॥
কৃষ্ণ সে জগৎপিতা কৃষ্ণ সে জীবন।
দৃঢ় করি ভজ বাপ কৃষ্ণের চরণ॥
আশীর্ব্বাদ শুনিয়া প্রভুর বড় সুখ।
সবারে চাহেন প্রভু তুলিয়া শ্রীমুখ॥
তোমরা সে কহ সত্য করি আশীর্ব্বাদ।
তোমরা বা কেন অন্য করিবে প্রসাদ॥
তোমরা সে পার কৃষ্ণ ভজন দিবারে।
দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥
তোমরা যে আমারে শিখাও বিষ্ণুধর্ম্ম।
তেঞি বুঝি আমার উত্তম আছে কর্ম্ম॥
তোমা সবা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।
এত বলি কারু পায়ে ধরে সেই ঠাঞি॥
নিঙাড়য়ে বস্ত্র কারু করিয়া যতনে।
ধুতি বস্ত্র তুলি কারু দেন ত আপনে॥
কুশ গঙ্গামৃত্তিকা কাহার দেন করে।
ঝারি বহি কোন দিন চলে কার ঘরে॥
সকল বৈষ্ণবগণ হায় হায় করে।
কি কর কি কর তবু করে বিশ্বম্ভরে॥
এইমত প্রতি দিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপন দাসের হয় আপনে কিঙ্কর॥
কোন ধর্ম্ম সেবকের প্রভু নাহি করে।
সেবকের লাগি নিজ ধর্ম্ম পরিহরে॥
সকল সুহৃদ্ কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে।
এতেক কৃষ্ণের কেহ দ্বেষ্য যোগ্য নহে॥
তাহা পরিহরে কৃষ্ণ ভক্তের কারণে।
তার সাক্ষী দুর্য্যোধন কংসের মরণে॥
কৃষ্ণের করয়ে সেবা ভক্তের স্বভাব।
ভক্ত লাগি কৃষ্ণের সকল অনুভাব॥

কৃষ্ণেরে বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তিরসে।
তার সাক্ষী সত্যভামা দ্বারকা নিবাসে॥
সেই প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর বিশ্বম্ভর।
গূঢ়রূপে আছে নবদ্বীপের ভিতর॥
চিনিতে না পারে কেহ প্রভু আপনার।
যা সবার লাগিয়া হইলা অবতার॥
কৃষ্ণ ভজিবারে যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস॥
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে।
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে॥
সাজি বহে ধুতি বহে লজ্জা নাহি করে।
সম্ভ্রমে বৈষ্ণবগণ হাতে আসি ধরে॥
দেখি বিশ্বম্ভরের বিনয় ভক্তগণ।
অকৈতবে আশীর্ব্বাদ করে সর্ব্বক্ষণ॥
ভজ কৃষ্ণ স্মর কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ॥
বলহ বলহ কৃষ্ণ হও কৃষ্ণ দাস।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ হউন প্রকাশ॥
কৃষ্ণ বহি আর নাহি স্ফুরুক তোমার।
তোমা হইতে দুঃখ যাউ আমা সবাকার॥
যে অধম লোক সব কীর্ত্তনেরে হাসে।
তোমা হৈতে তাহারা ডুবুক কৃষ্ণরসে॥
যেন তুমি শাস্ত্রে সব জিনিলে সংসার।
তেন কৃষ্ণ ভজ কর পাষণ্ডী সংহার॥
তোমার প্রসাদে যেন আমরা সকল।
সুখে কৃষ্ণ পাই নাচি হইয়া বিহ্বল॥
হস্ত দিয়া প্রভুর অঙ্গেতে ভক্তগণ।
আশীর্ব্বাদ করে দুঃখ করি নিবেদন॥
এই নবদ্বীপে বাপ যত অধ্যাপক।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে সবে হয় বক॥

কি সন্ন্যাসী কি তপস্বী কিবা জ্ঞানী যত।
বড় বড় এই নবদ্বীপে আছে কত॥
কেহ না বাখানে বাপ কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
না করুক ব্যাখ্যা আর নিন্দে সর্ব্বক্ষণ॥
যতেক পাপীষ্ঠ শ্রোতা সেই বাক্য ধরে।
তৃণ জ্ঞান কেহ আমা সবারে না করে॥
সন্তাপে পোড়য়ে বাপ দেহ সবাকার।
কোথাও না শুনি কৃষ্ণ-কীর্ত্তন সঞ্চার॥
এখন প্রসন্ন কৃষ্ণ হইল সবারে।
এ পথে প্রবিষ্ট করি দিলেন তোমারে॥
তোমা হৈতে হইবেক পাষণ্ডীর ক্ষয়।
মনেতে আমরা ইহা বুঝিনু নিশ্চয়॥
চিরজীবী হও তুমি লহ কৃষ্ণনাম।
তোমা হৈতে ব্যক্ত হউ কৃষ্ণ গুণগ্রাম॥
ভক্ত আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়।
ভক্ত আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥
শুনিয়া ভক্তের দুখ প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রকাশ হইতে চিত্ত হইল সত্বর॥
প্রভু কহে তুমি সব কৃষ্ণের দয়িত।
তোমরা যে বল সেই হইব নিশ্চিত॥
ধন্য মোর জীবন তোমরা বল ভাল।
তোমরা বাখানিলে আসিতে নারে কাল॥
কোন ছার হয় পাপ পাষণ্ডীর গণ।
সুখে গিয়া কর কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তন॥
ভক্তদুঃখ প্রভু কভু সহিতে না পারে।
ভক্তলাগি সর্ব্বত্রে কৃষ্ণের অবতারে॥
এত বুঝি তোমরা আনহ কৃষ্ণচন্দ্র।
নবদ্বীপে করাইবা বৈকুণ্ঠ আনন্দ॥
তোমা সবা হৈতে হইব জগত উদ্ধার।
করাইবা তোমরা কৃষ্ণের অবতার॥

সেবক করিয়া মোরে সবাই জানিবা।
এই বর মোরে কভু না পরিহরিবা॥
সবার চরণ ধূলি লয় বিশ্বম্ভর।
আশীর্ব্বাদ সবেই করেন বহুতর॥
গঙ্গাস্নান করিয়া চলিলা সবে ঘর।
প্রভু চলিলেন তবে হাসিয়া অন্তর॥
আপন ভক্তের দুঃখ শুনিয়া ঠাকুর।
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর॥
সংহারিমু বলি সব করয়ে হুঙ্কার।
মুঞি সেই মুঞি সেই বলে বার বার॥
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়।
লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায়॥
এইমত হৈলা প্রভু বৈষ্ণব আবেশ।
শচী না বুঝয়ে কোন ব্যাধি বা বিশেষ॥
স্নেহ বিনে শচী কিছু নাহি আনে আর।
সবারে কহেন বিশ্বম্ভরের ব্যভার॥
বিধাতা যে স্বামীনিল নিল পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন॥
তাহার কিরূপ মতি বুঝনে না যায়।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥
আপনা আপনি কহে মনে মনে কথা।
ক্ষণে বলে ছিণ্ড ছিণ্ড পাষণ্ডীর মাথা॥
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর ডালে চড়ে।
নামিলে লোচন ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে॥
দন্ত কড়মড়ি করে মালসাট মারে।
গড়াগড়ি যায় কিছু বচন না স্ফুরে॥
নাহি দেখে শুনে লোক কৃষ্ণের বিকার।
বায়ু জ্ঞান করি লোক বলে বান্ধিবার॥
শচী মুখে শুনি যে যে দেখিবারে ধায়।
বায়ু জ্ঞান করি লোক হাসিয়া পলায়॥
আস্তে ব্যস্তে মায়ে গিয়া আনয়ে ধরিয়া।
লোক বলে পূর্ব্ব বায়ু জন্মিল আসিয়া॥
কেহ বলে তুমি ত অবোধ ঠাকুরাণী।
আর বা ইহার বার্ত্তা জিজ্ঞাসিহ কেনি॥
পূর্ব্বাকার বায়ু আসি জন্মিল অন্তরে।
দুই পায়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে॥
খাইবারে দেহ ডাব নারিকেল জল।
যাবৎ উন্মাদ বায়ু নাহি করে বল॥
কেহ বলে ইথে অল্প ঔষধে কি করে।
শিবাঘৃত প্রয়োগে সে এ বায়ু নিস্তারে॥
পাক তৈল শিরে দিয়া করাইবা স্নান।
যাবৎ প্রবল নাহি হইয়াছে জ্ঞান॥
পরম উদার শচী জগতের মাতা।
যার মুখে যেই শুনে কহে সেই কথা॥
চিন্তায় ব্যাকুল আয়ী কিছুই না জানে।
গোবিন্দ শরণে গেলা কায় বাক্য মনে॥
শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবের সবাকার স্থান।
লোক দ্বারা শচী করিলেন নিবেদন॥
একদিন গেলা তথা শ্রীবাসপণ্ডিত।
উঠি নমস্কার প্রভু করি সাবহিত॥
ভক্ত দেখি প্রভুর বাড়িল ভক্তি ভাব।
লোম-হর্ষ অশ্রুপাত কম্প অনুরাগ॥
তুলসীরে আছিলা করিতে প্রদক্ষিণে।
ভক্ত দেখি প্রভু মূর্চ্ছা পাইল তখনে॥
বাহ্য পাই কতক্ষণে লাগিলা কান্দিতে।
মহা কম্প কভু স্থির না পারে হইতে॥
অদ্ভুত দেখিয়া শ্রীনিবাস মনে গণে।
মহা ভক্তিযোগ বায়ু বলে কোন জনে॥
বাহ্য পাই প্রভু বলে পণ্ডিতের স্থানে।
কি বুঝ পণ্ডিত তুমি মোহার বিধানে॥

কেহ বলে মহাবায়ু বান্ধিবার তরে।
পণ্ডিত তোমার চিত্তে কি লয় আমারে॥
হাসি বলে শ্রীবাস পণ্ডিত ভাল বাই।
তোমার যেমত বাই তাহা আমি চাই॥
মহা ভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে॥
এতেক শুনিল যদি শ্রীবাসের মুখে।
শ্রীবাসেরে আলিঙ্গন কৈলা বড় সুখে॥
সকলে বলয়ে বায়ু আশ্বাসিলে তুমি।
আজি বড় কৃতকৃত্য হইলাম আমি॥
যদি তুমি বায়ু হেন বলিতা আমারে।
প্রবেশিতাম আজি মুঞি গঙ্গার ভিতরে॥
শ্রীবাস বলেন যে তোমার ভক্তিযোগ।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি বাঞ্ছয়ে এ ভোগ॥
সবে মেলি এক ঠাই করিব কীর্ত্তন।
যেতে কেনে না বলে পাষণ্ডী পাপীগণ॥
শচী প্রতি শ্রীনিবাস বলিলা বচন।
চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন॥
বায়ু নহে কৃষ্ণভক্তি বলিল তোমারে।
ইহা বুঝিবারে নাহি অন্য জন পারে॥
ভিন্ন জন স্থানে কিছু কথা না কহিবা।
অনেক কৃষ্ণের যদি রহস্য দেখিবা॥
এতেক কহিয়া শ্রীনিবাস গেলা ঘর।
বায়ু জ্ঞান দূর হৈল শচীর অন্তর॥
তথাপিও অন্তর দুঃখিতা শচী হয়।
বাহিরায় পুত্র পাছে এই মনে ভয়॥
এইমতে আছে প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥
একদিন প্রভু গদাধর করি সঙ্গে।
অদ্বৈত দেখিতে প্রভু চলিলেন রঙ্গে॥
অদ্বৈত দেখিল গিয়া প্রভু দুই জন।
বসিয়া করেন জল তুলসী সেবন॥
দুই ভুজ আস্ফালিয়া বলে হরি হরি।
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে আপনা পাসরি॥
মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার।
ক্রোধ দেখি যেন মহারুদ্র অবতার॥
অদ্বৈত দেখিবা মাত্র প্রভু বিশ্বম্ভর।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই পৃথিবী উপর॥
ভক্তিযোগ প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
এই মোর প্রাণনাথ জানিল সকল॥
কতি যাবে চোর আজি বলে মনে মনে।
এতদিন চুরি করি বুল এই খানে॥
অদ্বৈতের ঠাঞি তোর না লাগে চোরাই।
চোরের উপরে চুরি করিব এথাই॥
চুরির সময় এবে বুঝিয়া আপনে।
সর্ব্ব পূজার সর্জ্জ লই নামিলা তখনে॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনি লই সেই ঠাঞি।
চৈতন্য চরণ পূজে আচার্য্য গোসাঞি॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ চরণ উপরি।
পুনঃ পুনঃ এই শ্লোক পড়ি নমস্করি॥

তথাহি।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ (৭)

পুনঃ পুনঃ শ্লোক পড়ি পড়য়ে চরণে
চিনিয়া আপন প্রভু করয়ে ক্রন্দনে॥

---

(৭) প্রহ্লাদ কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি ব্রহ্মণ্যদেব এবং গো-ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল সাধক—সমগ্র জগতেরও মঙ্গল সাধক; আর গোপালন তোমার একটী লীলা, এইজন্য তোমার একটী নাম গোবিন্দ; তোমাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

পাখালিল দুই পদ নয়নের জলে।
যোড়হস্ত করি দাণ্ডাইল পদতলে॥
হাসি বলে গদাধর জিহ্বা কামড়ায়।
বালকেরে গোসাঞি এমত না জুড়ায়॥
হাসয়ে অদ্বৈত গদাধরের বচনে।
গদাধর বালক জানিবা কত দিনে॥
চিত্তে বড় বিস্ময় হইলা গদাধর।
হেন বুঝি অবতীর্ণ হইলা ঈশ্বর॥
কতক্ষণে বিশ্বম্ভর প্রকাশিয়া বাহ্য।
দেখেন আবেশময় অদ্বৈত আচার্য্য॥
আপনারে লুকায়েন প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে স্তুতি করে যুড়ি দুই কর॥
নমস্কার করি তার পদধূলি লয়
আপনার দেহ প্রভু তারে নিবেদয়॥
অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
তোমার সে আমি হেন জানিহ নিশ্চয়॥
ধন্য হইলাম আমি দেখিল তোমায়।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফূরয়॥
তুমি সে করিতে পার ভববন্ধ নাশ।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বদা প্রকাশ॥
ভক্তে বাড়াইতে নিজ ঠাকুর সে জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করেন আপনে॥
মনে বলে অদ্বৈত কি কর ভারি ভুরি।
চোরের উপরে আগে করিয়াছি চুরি॥
হাসিয়া অদ্বৈত কিছু করিলা উত্তর।
সবা হৈতে তুমি মোর বড় বিশ্বম্ভর॥
কৃষ্ণ-কথা কৌতুকে থাকিব এই ঠাঞি।
নিরন্তর যেন তোমা দেখিবারে পাই॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
তোমার সহিত কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতে॥

অদ্বৈতের বাক্য শুনি পরম হরিষে।
স্বীকার করিয়া চলিলেন নিজ বাসে॥
জানিলা অদ্বৈত হৈল প্রভুর প্রকাশ।
পরীক্ষিতে চলিলেন শান্তিপুর বাস॥
সত্য যদি প্রভু হয় মুই হঙ দাস।
তবে মোরে বান্ধিয়া আনিবে নিজ পাশ॥
অদ্বৈতের চিত্ত বুঝিবার শক্তি কার।
যার শক্তি কারণে চৈতন্য অবতার॥
এ সব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
সদ্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত॥
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর প্রতি দিনে দিনে।
সংকীর্ত্তন করে সর্ব্ব বৈষ্ণবের সনে॥
সবে বড় আনন্দিত দেখি বিশ্বম্ভর॥
লখিতে না পারে কেহ আপন ঈশ্বর॥
সর্ব্ব বিলক্ষণ তাঁর পরম আবেশ।
দেখিয়া সবার চিত্তে সন্দেহ বিশেষ॥
যখন প্রভুর হয় আনন্দ আবেশ।
কি কহিব তাহা সবে পারে প্রভু শেষ॥
শতেক জনেও কম্প ধরিবারে নারে।
নয়নে বহয়ে শত শত নদী ধারে॥
কনক পনস যেন পুলকিত অঙ্গ।
খল খল অট্ট অট্ট হাসে বহু রঙ্গ॥
ক্ষণে হয় আনন্দে মূর্চ্ছিত প্রহরেক।
বাহ্য হৈলে না বলেন কৃষ্ণ ব্যতিরেক॥
হুঙ্কার শুনিতে দুই শ্রবণ বিদরে।
তাঁর অনুগ্রহে তান ভক্তগণ তরে॥
সর্ব্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি ক্ষণে ক্ষণে হয়।
ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীতময়॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সব ভাগবতগণে।
নর জ্ঞান আর কেহ না করয়ে মনে॥

কেহ বলে এ পুরুষ অংশ অবতার।
কেহ বলে এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার॥
কেহ বলে শুক বা প্রহ্লাদ বা নারদ।
কেহ বলে হেন বুঝি খণ্ডিল আপদ॥
যত সব ভাগবতবর্গের গৃহিণী।
তারা বলে কৃষ্ণ আসি জন্মিলা আপনি॥
কেহ বলে এই বুঝি প্রভু অবতার।
এই মত মনে সব করেন বিচার॥
বাহ্য হইলেও প্রভু সবা গলা ধরি।
যে ক্রন্দন করে তাহা কহিতে না পারি॥
কোথা গেলে পাইমু সে মুরলীবদন।
বলিতে ছাড়য়ে শ্বাস করয়ে ক্রন্দন॥
স্থির হই প্রভু সব আপ্তগণ স্থানে।
প্রভু বলে মোর দুঃখ করো নিবেদনে॥
প্রভু বলে মোহার দুঃখের অন্ত নাই।
পাইয়াও হারাইনু জীবন কানাই॥
সবার সন্তোষ হৈল রহস্য শুনিতে।
শ্রদ্ধা করি সবে বসিলেক চারি ভিতে॥
কানাঞির নাট্যশালা নামে এক গ্রাম।
গয়া হৈতে আসিতে দেখিনু সেই স্থান॥
তমাল-শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা সহিত কুন্তল মনোহর॥
বিচিত্র ময়ুর পুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মণিগণ লখিতে না পারি॥
হাতেতে মোহন বাঁশী পরম সুন্দর।
চরণে নুপুর শোভে অতি মনোহর॥
নীলস্তম্ভ জিনি ভুজ রত্ন অলঙ্কার।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার॥
কি কহিব সে পীত ধটির পরিধান।
মকর কুণ্ডল শোভে কমল নয়ন॥
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইয়া কোন ভিতে॥
কি রূপে কহেন কথা শ্রীগৌরসুন্দরে।
তার কৃপা বিনা কেহ বুঝিতে না পারে॥
কহিতে কহিতে মূর্চ্ছা গেল বিশ্বম্ভর।
পড়িয়া হা কৃষ্ণ বলি পৃথিবী উপর॥
আথে ব্যাথে ধয়ে সবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
স্থির করি ঝাড়িলেন শ্রীঅঙ্গের ধূলি॥
স্থির হইলেও প্রভু স্থির নাহি হয়।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলিয়া কান্দয়॥
ক্ষণেকে হইলা স্থির শ্রীগৌরসুন্দর।
স্বভাবে হইলা অতি নম্র কলেবর॥
পরম সন্তোষ চিত্ত হইল সবার।
শুনিয়া প্রভুর ভক্তি-কথার প্রচার॥
সবে বলে আমরা সবার বড় পুণ্য।
তুমি হেন সঙ্গে সবে হইলাম ধন্য॥
তুমি যার সঙ্গ তার বৈকুণ্ঠে কি করে।
তিলেকে তোমার সঙ্গে-ফল ধরে॥
অনুপাল্য তোমার আমরা সব জন।
সবার নায়ক হই করহ কীর্ত্তন॥
পাষণ্ডীর বাক্যে দগ্ধ শরীর সকল।
এ তোমার প্রেম-জলে করহ শীতল॥
সন্তোষে সবার প্রতি করিয়া আশ্বাস।
চলিলেন মত্ত সিংহ প্রায় নিজ বাস॥
গৃহে আইলেও নাহি ব্যভার প্রস্তাব।
নিরন্তর আনন্দ আবেশ আবির্ভাব॥
কত বা আনন্দ ধারা বহে শ্রীনয়নে।
চরণের গঙ্গা কিবা আইলে বদনে॥
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ মাত্র প্রভু বলে।
আর কোন কথা নাহি পায় জিজ্ঞাসিলে॥

যে বৈষ্ণবে ঠাকুর দেখেন বিদ্যমানে।
তাহারেই জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণ কোন স্থানে ॥
বলিয়া ক্রন্দন প্রভু করে অতিশয়।
যে জানে যে মত সেই মত প্রবোধয় ॥
একদিন তাম্বুল লইয়া গদাধর।
হরিষে আইলা তিঁহো প্রভুর গোচর ॥
গদাধরে দেখি প্রভু করেন জিজ্ঞাসা।
কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীত-বাসা ॥
সে আর্ত্তি দেখিতে সর্ব্ব হৃদয় বিদরে।
কি বলিব গদাধর বচন না স্ফুরে ॥
সম্ভ্রমে বলেন গদাধর মহাশয়।
নিরবধি থাকে কৃষ্ণ তোমার হৃদয় ॥
হৃদয়ে আছেন কৃষ্ণ বচন শুনিয়া।
আপন হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া ॥
আথে ব্যথে গদাধর ধরি দুই হাতে।
স্থির করি প্রবোধি রাখিলা নানা মতে ॥
এই আসিবেন কৃষ্ণ স্থির হও খানি।
গদাধর বলে আই দেখেন আপনি ॥
বড় তুষ্ট হৈলা আই গদাধর প্রতি।
এমত সুস্থির বুদ্ধি নাহি দেখি কতি।
মুঞি ভয়ে নাহি পারি সম্মুখ হইতে।
শিশু হই কেন প্রবোধিল ভালমতে ॥
আই বলে বাপ তুমি সর্ব্বদা থাকিবা।
ছাড়িয়া উহার সঙ্গ কোথা না যাইবা ॥
অদ্ভুত প্রভুর প্রেম-যোগ দেখি আই।
পুত্র হেন জ্ঞান আর কিছু মনে নাই ॥
মনে ভাবে আই এ পুরুষ নর নহে।
মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে ॥
নাহি জানি আসিয়াছে কোন মহাশয়।
ভয়ে আই প্রভুর সম্মুখ নাহি হয় ॥

সর্ব্ব ভক্তগণ সন্ধ্যা সময় হইলে।
আসিয়া প্রভুর গৃহে অল্পে অল্পে মিলে ॥
ভক্তিযোগ সহিত যে সব শ্লোক হয়।
পড়িতে লাগিলা শ্রীমুকুন্দ মহাশয় ॥
পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্য ধ্বনি।
শুনিলেই আবিষ্ট হয়েন দ্বিজমণি ॥
হরিবোল বলি প্রভু লাগিলা গর্জ্জিতে।
চতুর্দ্দিকে পড়ে কেহ না পারে ধরিতে ॥
শ্বাস হাস কম্প স্বেদ পুলক গর্জ্জন।
এক বারে সর্ব্ব ভাব দিলা দরশন ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সুখে গায় ভক্তগণ।
ঈশ্বরের প্রেমাবেশ নহে সম্বরণ ॥
সর্ব্ব নিশা যায় যেন মুহূর্ত্তেক প্রায়।
প্রভাতে বা কথঞ্চিৎ প্রভু বাহ্য পায় ॥
এই মত নিজ গৃহে শ্রীশচীনন্দন।
নিরবধি নিশি দিশি করেন কীর্ত্তন ॥
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন প্রকাশ।
সকল ভক্তের দুঃখ হয় দেখি নাশ ॥
হরিবোল বলি ডাকে শ্রীশচীনন্দন।
ঘন ঘন পাষণ্ডীর হয় জাগরণ ॥
নিদ্রা সুখ ভঙ্গে বহির্ম্মুখ ক্রুদ্ধ হয়।
যার যেন মত ইচ্ছা বলিয়া মরয় ॥
কেহ বলে এ গুলার হইল কি বাই।
কেহ বলে রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই ॥
কেহ বলে গোসাঞি রুষিব বড় ডাকে।
এ গুলার সর্ব্বনাশ হৈব এই পাকে ॥
কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
পরম উদ্ধত হেন সবার ব্যাভার॥
কেহ বলে কিসের কীর্ত্তন কেবা জানে।
এত পাক করে এই শ্রীবাসা বামুনে ॥

মাগিয়া খাইতে লাগি মিলি চারি ভাই।
কৃষ্ণ বলি ডাক ছাড়ে যেন মহা-বাই॥
মনে মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয়।
বড় করি ডাকিলে কি পুণ্য উপজয়॥
কেহ বলে আরে ভাই পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের লাগি হৈল দেশের উচ্ছাদ॥
আজি মুঞি দেয়ানে শুনিল সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নৌ আইসে এথা॥
শুনিলেন নদীয়ায় কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরি আনিবারে হৈল রাজার আদেশ॥
যে সে দিকে পলাইবে শ্রীবাস পণ্ডিত।
আমা সবা লৈয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত।
তখনি বলিনু মুঞি হইয়া মুখর।
শ্রীবাসের ঘর ফেলি গঙ্গার ভিতর॥
তখন না কৈলে ইহা পরিহাস জ্ঞানে।
সর্ব্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে॥
কেহ বলে আমরা সবার কোন দায়।
শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিব যে আসিয়া চায়॥
এই মত কথা হৈল নগরে নগরে।
রাজনৌকা আসিবে বৈষ্ণব ধরিবারে॥
বৈষ্ণব-সমাজ সব এ কথা শুনিলা।
গোবিন্দ স্মরিয়া সবে ভয় নিবারিলা॥
যে করিব কৃষ্ণচন্দ্র সেই সত্য হয়।
সে প্রভু থাকিতে কোন্ অধমের ভয়॥
শ্রীবাস পণ্ডিত বড় পরম উদার।
যেই কথা শুনেঁ সেই প্রত্যয় তাঁহার॥
যবনের রাজ্য দেখি মনে হৈল ভয়।
জানিলেন গৌরচন্দ্র ভক্তের হৃদয়॥
প্রভু অবতীর্ণ নাহি জানে ভক্তগণ।
জানাইতে আরম্ভিলা শ্রীশচীনন্দন॥

নির্ভয় বেড়ায় মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদন সুন্দর॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়াছেন সুগন্ধি চন্দন।
অরুণ অধরে শোভে কমল নয়ন॥
চাঁচর চিকুর শোভে পূর্ণচন্দ্র মুখ।
স্কন্ধে উপবীত শোভে মনোহর রূপ॥
দিব্য বস্ত্র পরিধান অধরে তাম্বুল।
কৌতুকে গেলেন প্রভু ভগীরথী কূল॥
সুকৃতি যতেক তারা দেখিতে হরিষ।
যতেক পাষণ্ডী সব তারা বিমরিষ॥
এত ভয় শুনিয়াও নাহি ভয় পায়।
রাজার কুমার হেন নগরে বেড়ায়॥
আর জন বলে ভাই বুঝিলাম থাক।
যতেক দেখায় সব পলাবার পাক॥
নির্ভয়ে চাহেন চারি দিকে বিশ্বম্ভর।
গঙ্গার সুন্দর স্রোতে পুলিন সুন্দর॥
গাভী এক যুথ দেখে পুলিনেতে চরে।
হাম্বারব করি আইসে জল খাইবারে॥
ঊর্দ্ধপুচ্ছ করি কেহ চতুর্দ্দিকে ধায়।
কেহ যুঝে কেহ শুয়ে কেহ জল খায়॥
দেখিয়া গর্জ্জয়ে প্রভু করি হুহুঙ্কার।
মুঞি সেই মুঞি সেই বোলে বারে বার॥
এই মতে ধাই গেলা শ্রীবাসের ঘরে।
কি করিস শ্রীবাসিয়া বলে অহঙ্কারে॥
নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে।
পুনঃ পুনঃ লাথি মারে তাহার দুয়ারে॥
কাহারে পূজিস করিস কার ধ্যান।
যাহারে পূজহ তারে দেখ বিদ্যমান॥
জ্বলন্ত অনল যেন শ্রীবাসপণ্ডিত।
হইল সমাধি ভঙ্গ চাহে চারি ভিত॥

দেখে বীরাসনে বসিয়াছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর ॥
গর্জ্জিতে আছয়ে যেন মত্ত সিংহ সার।
বাম কক্ষে তালি দিয়া করিয়ে হুঙ্কার ॥
দেখিয়া হইল কম্প শ্রীবাস শরীরে।
স্তব্ধ হৈল শ্রীবাস কিছুই না স্ফুরে ॥
ডাকিয়া বলয়ে প্রভু আরে শ্রীনিবাস।
এত দিন না জানিস আমার প্রকাশ ॥
তোর উচ্চ সংকীর্ত্তনে নাড়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইনু সর্ব্ব পরিবারে ॥
নিশ্চিন্তে আছহ তুমি আমারে আনিয়া।
শান্তিপুর গেল নাড়া মোহারে জানাইয়া ॥
সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই পড় মোর স্তব ॥
প্রভুরে দেখিয়া প্রেমে কাঁদে শ্রীনিবাস।
ঘুচিল অন্তর ভয় পাইয়া আশ্বাস।
হরিষে পুলিত হৈল সর্ব্ব কলেবর।
দাণ্ডাইয়া স্তুতি করে যুড়ি দুই কর ॥
সহজে পণ্ডিত বড় মহা-ভাগবত।
আজ্ঞা পাঞা স্তুতি করে যেন অভিমত ॥
ভাগবতে আছে ব্রহ্মমোহ পদ্যগণ।
সেই শ্লোক পড়ি স্তুতি করেন প্রথম ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে,—১০।১৪।১
নৌমীড্যতেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপঙ্গজায় ॥ (৮)

বিশ্বম্ভর চরণে আমার নমস্কার।
নবঘন পীতাম্বর বসন যাহার ॥
শচীর নন্দন পায়ে মোর নমস্কার।
নব-গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাহার ॥
গঙ্গাদাস শিষ্যপদে মোর নমস্কার।
কোটি চন্দ্র জিনিরূপ বদন যাহার ॥
বনমালা করে দধি ওদন যাহার।
জগন্নাথ পুত্র পায়ে মোর নমস্কার ॥
শৃঙ্গ বেত্র বেণু চিহ্ন ভূষণ যাহার।
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার ॥
ব্রহ্মা স্তবে স্তুতি করে প্রভুর চরণে।
স্বচ্ছন্দে বলয়ে যত আইসে বদনে ॥
চারি বেদে যারে ঘোষে নন্দের কুমার
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার ॥
তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি যজ্ঞেশ্বর।
তোমার চরণোদকে গঙ্গা তীর্থবর ॥
জানকী-জীবন তুমি তুমি নরসিংহ।
অজ ভব আদি তব চরণের ভৃঙ্গ ॥
তুমি সে বেদান্ত বেদ তুমি নারায়ণ।
তুমি সে ছলিলা বলি হইয়া বামন ॥
তুমি হয়গ্রীব তুমি জগত-জীবন।
তুমি নীলাচল-চন্দ্র সবার কারণ ॥

---

(৮) বিভো! নবনীরদের ন্যায় তোমার দেহ,—বিদ্যুদ্দামের ন্যায় তোমার বসন; গুঞ্জ পুঞ্জ বিনির্ম্মিত দুইটি কর্ণভূষণ ও ময়ুরপুচ্ছ বিরচিত চূড়ায় তোমার বদন মণ্ডল সমধিক দীপ্তি বিকাশ করিতেছে; তুমি অরণ্যজাত নানাবর্ণের পত্র-পুষ্পে গ্রথিত মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছ; কেবল বা দধি মিশ্রিত অন্নের গ্রাস, আর বেত্র, বেণু ও শৃঙ্গ, এই সকলই তোমার অসাধারণ লক্ষণ—এই সকলই তোমার সৌন্দর্য্য; তোমার চরণ যুগল অতি কোমল; তুমি; পশুপালক নন্দের নন্দন, আর স্তবের যোগ্যও একমাত্র তুমি অতএব তোমাকেই পাইবার জন্য, আমি তোমাকেই স্তব করি।

তোমার মায়ায় কার নাহি ভয় ভঙ্গ।
কমলা না জানে যার সনে এক রঙ্গ ॥
সঙ্গী সখা ভাই সব সর্ব্ব মতে সেবে।
হেন প্রভু মোহ মানে অন্য জন কে ॥
মিথ্যা গৃহবাসে মোরে পাড়িয়াছ ভোলে।
তোমা না জানিয়ে মোর জন্ম গেল হেলে ॥
নানা মায়া করি তুমি আমারে বঞ্চিলা।
সাজি ধুতি আদি করি সকলি বহিলা ॥
তাতে মোর ভয় নাহি শুন প্রাণনাথ।
তুমি হেন প্রভু মোরে হইলা সাক্ষাৎ ॥
আজি মোর সকল দুঃখের হৈল নাশ।
আজি মোর দিবস হইল পরকাশ ॥
আজি মোর জন্ম কর্ম্ম সকল সফল।
আজি মোর উদয় সকল সুমঙ্গল ॥
আজি মোর গৃহকুল হইল উদ্ধার।
আজি সে বসতি ধন্য হইল আমার ॥
আজি মোর নয়ন ভাগ্যের নাহি সীমা।
তাহা দেখি যাহার চরণ সেবে রমা ॥
বলিতে আবিষ্ট হৈল পণ্ডিত শ্রীবাস।
ঊর্দ্ধ বাহু করি কান্দে ছাড়ি ঘন শ্বাস ॥
গড়াগড়ি যায় ভাগ্যবন্ত শ্রীনিবাস।
দেখিয়া অপূর্ব্ব গৌরচন্দ্র পরকাশ ॥
কি অদ্ভুত সুখ হৈল শ্রীবাস শরীরে।
ডুবিলেন বিপ্রবর আনন্দ সাগরে ॥
হাসিয়া শুনেন প্রভু শ্রীবাসের স্তুতি।
সদয় হইয়া বলে শ্রীবাসের প্রতি ॥
স্ত্রী পুত্র আদি যত তোমার বাড়ীর।
দেখুক আমার রূপ করহ বাহির ॥
সস্ত্রীক হইয়া পূজ চরণ আমার।
বর মাগ যেন ইচ্ছা মনেতে তোমার ॥

প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা শ্রীবাস পণ্ডিত।
সর্ব্ব পরিবার সঙ্গে আইলা ত্বরিত ॥
বিষ্ণু পূজা নিমিত্ত যতেক পুষ্প ছিল।
সকল প্রভুর পায়ে সাক্ষাতেই দিল ॥
গন্ধ পুষ্পে ধূপ দীপে পূজি শ্রীচরণ।
সস্ত্রীক হইয়া বিপ্র করেন ক্রন্দন ॥
ভাই পত্নী দাস দাসী সকল লইয়া।
শ্রীবাস করেন কাকু চরণে পড়িয়া ॥
শ্রীনিবাস-প্রিয়কারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ দিলেন সর্ব্ব শিরের উপর ॥
অলক্ষিতে বুলে প্রভু সবার মাথায়।
হাসি বলে মোহে চিত্ত হউক সবায় ॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীনিবাস সম্বরিয়া বলেন উত্তর ॥
অহে শ্রীনিবাস কিছু মনে ভয় পাও।
শুনি তোমা ধরিতে আইসে রাজ নাও ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত জীব বৈসে।
সবার প্রেরক আমি আপনার বশে ॥
মুই যদি বোলঙ সেই রাজার শরীরে।
তবে সে বলিব সেহ ধরিবার তরে ॥
যদি বা এমত নহে স্বতন্ত্র হইয়া।
ধরিবারে বলে তবে মুঞি চাঙ ইহা ॥
মুঞি আগে গিয়া সর্ব্ব নৌকায় চড়িমু।
এই মত গিয়া রাজা গোচর হইমু ॥
মোরে দেখি রাজা কি বসিব বীরাসনে।
বিহ্বল করিয়া না পড়িমু সেই খানে ॥
যদি বা এমত নহে স্বতন্ত্র হইয়া।
জিজ্ঞাসিব মোরে তবে মুঞি চাহোঁ ইহা ॥
নতুবা এমত নহে জিজ্ঞাসিব মোরে।
সেহ মোর আবিষ্ট কহিঙ শুন তোরে ॥

শুন শুন অহে রাজা সত্য মিথ্যা জান।
যতেক বল না কাজি সব তোর আন॥
হস্তী ঘোড়া পশু পক্ষী যত তোর আছে।
সকল আনহ রাজা আপনার কাছে॥
এবে হেন আজ্ঞা কর সকল কাজিরে।
আপনায় শাস্ত্র কহি কান্দাও সবারে॥
না পারিল তারা যদি এতেক করিতে।
তবে সে আপনা ব্যক্ত করিমু রাজাতে॥
সংকীর্ত্তন মানা কর এ গুলার বোলে।
যত তার শক্তি এই দেখিল সকলে॥
মোর শক্তি দেখ এবে নয়ন ভরিয়া।
এত বলি মত্ত হস্তী আনিমু ধরিয়া॥
হস্তী ঘোড়া মৃগ পক্ষী একত্র করিয়া।
সেই খানে কান্দাইমু শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া॥
রাজার যতেক গণ রাজার সহিতে।
সবা কান্দাইমু কৃষ্ণ বলি ভাল মতে॥
ইহাতে বা অপ্রত্যয় বাস তুমি মনে।
সাক্ষাতেই করোঁ এই দেখ বিদ্যমানে॥
সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃ-সুতা নাম নারায়ণী॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যার ধ্বনি।
চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী॥
সর্ব্বভূত অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ চান্দ।
আজ্ঞা কৈল নারায়ণী কৃষ্ণ বলি কান্দ॥
চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত চরিত।
হা কৃষ্ণ বলিয়া মাত্র পড়িল ভূমিত॥
অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হইল স্থল নয়নের জলে॥
হাসিয়া হাসিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
এখন তোমার কি ঘুচিল সব ডর॥

মহাবক্তা শ্রীনিবাস সর্ব্বতত্ত্ব জানে।
আস্ফালিয়া দুই ভুজ বলে প্রভু স্থানে॥
কালরূপী তোমার বিগ্রহ ভগবানে।
যখন সকল সৃষ্টি সংহারিয়া আনে॥
তখন না করোঁ ভয় তোর নাম বলে।
এখন কিসের ভয় তুমি মোর ঘরে॥
বলিয়া আবিষ্ট হৈলা পণ্ডিত শ্রীবাস।
গোষ্ঠির সহিত দেখে প্রভুর প্রকাশ॥
চারি বেদে যারে দেখিবারে অভিলাষ।
তাহা দেখে শ্রীবাসের যত দাসী দাস॥
কি বলিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
যাহার চরণ ধুলি সংসার পবিত্র॥
কৃষ্ণ অবতার যেন বসুদেব ঘরে।
যতেক বিহার সব নন্দের মন্দিরে॥
জগন্নাথ ঘরে হইল এই অবতার।
শ্রীবাস পণ্ডিত গৃহে যতেক বিহার॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় পণ্ডিত শ্রীবাস।
তার বাড়ী গেলে মাত্র সবার উল্লাস॥
অনুভাবে যারে স্তুতি করে বেদ মুখে।
শ্রীবাসের দাস দাসী তারে দেখে সুখে॥
এতেকে বৈষ্ণব সেবা পরম উপায়।
অবশ্য মিলয়ে কৃষ্ণ বৈষ্ণব কৃপায়॥
শ্রীবাসেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
না কহ এ সব কথা কাহার গোচর॥
বাহ্য পাই বিশ্বম্ভর লজ্জিত অন্তর।
আশ্বাসিয়া শ্রীবাসেরে গেলা নিজ ঘর॥
সুখময় হৈলা তবে শ্রীবাস পণ্ডিত।
পত্নী বধু ভাই দাস দাসীর সহিত॥
শ্রীবাস করিলা স্তুতি দেখিয়া প্রকাশ।
ইহা যেই শুনে সেই হয় কৃষ্ণদাস॥

অন্তর্যামীরূপ বলরাম ভগবান।
আজ্ঞা কৈলা চৈতন্যের গাইতে আখ্যান॥
বৈষ্ণবের পায় মোর এই নমস্কার।
জন্ম জন্ম প্রভু মোর হউ হলধর॥
নরসিংহ যত্নসিংহ যেন নাম ভেদ।
এইমত জানি নিত্যানন্দ বলদেব॥
চৈতন্য-চান্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ বলাই।
এবে অবধূতচন্দ্র করি যারে গাই॥
মধ্যখণ্ড কথা ভাই শুন এক চিতে।
বৎসরেক কীর্ত্তন করিল যেন মতে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীনিত্যানন্দ মিলন।

জয় জয় সর্ব্ব প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় নিত্যানন্দ গদাধরের ঈশ্বর॥
জয় অদ্বৈতাদি ভক্তের অধীন।
ভক্তিদান দিয়া প্রভু উদ্ধারহ দীন॥
এই মত নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ভক্তি সুখে ভাসে লই সর্ব্ব পরিকর॥
প্রাণ হেন সকল সেবক আপনার।
কৃষ্ণ বলি কান্দে গলা ধরিয়া সবার॥
দেখিয়া প্রভুর প্রেম সর্ব্ব দাসগণ।
চতুর্দ্দিকে প্রভু বেড়ি করয়ে ক্রন্দন॥
আছুক দাসের কার্য্য সে প্রেম দেখিতে।
শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণ ঘামিলা যে ভূমিতে॥
ছাড়ি ধন পুত্র গৃহ সর্ব্ব ভক্তগণ।
অহর্নিশ প্রভু সঙ্গে করেন কীর্ত্তন॥
হইলেন গৌরচন্দ্র কৃষ্ণ-ভক্তিময়।
যখন যেরূপ শুনে সেইমত হয়॥
দাস্যভাবে প্রভু যবে করেন রোদন
হইল প্রহর দুই গঙ্গা আগমন॥
যবে হাসে তবে প্রভু প্রহরেক হাসে।
মুচ্ছিত হইলে প্রহরেক নাহি শ্বাসে॥
ক্ষণে হয় স্বানুভাব দম্ভ করি বৈসে।
মুঞি সেই মুঞি সেই বলি বলি হাসে॥
কোথা গেল নাড়া বুড়া যে আনিল মোরে।
বিলাইমু ভক্তি রস প্রতি ঘরে ঘরে॥
সেইক্ষণে কৃষ্ণরে বাপরে বলি কান্দে।
আপনার কেশ আপনার পায়ে বান্ধে॥
অক্রুর ভাবের শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া।
ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে দণ্ডবৎ হইয়া॥
হইলেন মহাপ্রভু যে হেন অক্রুর।
সেই মত কথা কহে বাহ্য গেল দূর॥
মথুরায় চল নন্দ রামকৃষ্ণ লইয়া।
ধর্ম্মময় রাজ মহোৎসব দেখি গিয়া॥
এইমত নানাভাবে নানা কথা কয়।
দেখিয়া বৈষ্ণব সব আনন্দে ভাসয়॥
এক দিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনি।
গর্জ্জিয়া মুরারি ঘরে চলিলা আপনি॥
অন্তরে মুরারী গুপ্ত প্রতি বড় প্রেম।
হনুমান প্রতি প্রভু রামচন্দ্র যেন॥
মুরারীর ঘরে গেলা শ্রীশচীনন্দন।
সম্ভ্রমে করিলা গুপ্ত চরণ বন্দন॥

শূকর শূকর বলি প্রভু ঘরে যায়।
স্তম্ভিত মুরারি গুপ্ত চতুর্দ্দিকে চায়॥
বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইল বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে দেখেন জল ভাজন সুন্দর॥
বরাহ আকার প্রভু হৈলা সেইক্ষণে।
স্বানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে॥
গর্জ্জে যজ্ঞ-বরাহ প্রকাশে খুরচারি।
প্রভু বলে মোর স্তুতি করহ মুরারি॥
স্তব্ধ হৈলা মুরারি অপূর্ব্ব দরশনে।
কি বলিব মুরারি না আইসে বদনে॥
প্রভু বলে বোল বোল কিছু ভয় নাঞি।
এতদিন না জানিস মুঞি এই ঠাঞি॥
কম্পিত মুরারি কহে করিয়া মিনতি।
তুমি সে জানহ প্রভু তোমার যে স্তুতি॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার এক ফণে ধরে।
সহস্র বদন হই যারে স্তুতি করে॥
তবু নাহি পায় অন্ত সেই প্রভু কয়।
তোমার স্তবেতে আর কে সমর্থ হয়॥
যে বেদের মত করে সকল সংসার।
সেই বেদে সর্ব্ব তত্ত্ব না জানে তোমার॥
যত দেখি শুনি প্রভু অনন্ত ভুবনে।
তোমার লোমকূপে গিয়া মিলায় যখনে॥
হেন সদানন্দ তুমি যে কর যখনে।
বল দেখি বেদে তাহা জানিবে কেমনে॥
অতএব তুমি সে তোমারে জান মাত্র।
তুমি জানাইলে জানে তোর কৃপাপাত্র॥
তোমার স্তুতি যে মোর কোন অধিকার।
এত বলি কান্দে গুপ্ত করে নমস্কার॥
গুপ্ত বাক্যে তুষ্ট হইলা বরাহ-ঈশ্বর।
বেদ প্রতি ক্রোধ করি বলয়ে উত্তর॥

হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
এই মত বেদে করে মোরে বিড়ম্বন॥
কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে॥
সর্ব্ব যজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ ভব আদি গায় যাহার চরিত্র॥
পুণ্য পবিত্র পায় যে অঙ্গ পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥
শুনহ মুরারি গুপ্ত কহি মত সার।
বেদগুহ্য কহি এই তোমার গোচর॥
আমি যজ্ঞবরাহ সকল বেদ সার।
আমি সে করিনু পূর্ব্বে পৃথিবী উদ্ধার॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
ভক্ত জন লাগি দুষ্ট করিমু সংহার॥
সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর তথাপি সংহারোঁ॥
পুত্র কাটি আপনার সেবক লাগিয়া।
মিথ্যা নাহি কহি গুপ্ত শুন মন দিয়া॥
যে কালে করিনু মুঞি পৃথিবী উদ্ধার।
হইল ক্ষিতির গর্ভ পরশে আমার॥
হইল নরক নামে পুত্র মহাবল।
আপেনে পুত্রের ধর্ম্ম কহিল সকল॥
মহারাজা হইলেন আমার নন্দন।
দেব-দ্বিজ-গুরুভক্তি করেন পালন॥
দৈব দোষে তাহার হৈল দুষ্ট সঙ্গ।
বাণের সংসর্গে হইল ভক্তদ্রোহী সঙ্গ॥
সেবকের হিংসা মুই না পারোঁ সহিতে।
কাটিনু আপন পুত্র সেবক রাখিতে॥

জনমে জনমে তুমি সেবিয়াছ মোরে।
এতেক সকল তত্ত্ব কহিল তোমারে॥
শুনিয়া মুরারিগুপ্ত প্রভুর বচন।
বিহ্বল হইয়া গুপ্ত করেন ক্রন্দন॥
মুরারি সহিত গৌরচন্দ্র জয় জয়।
জয় যজ্ঞ-বরাহ সেবক-রক্ষাময়॥
এই মত সর্ব্ব সেবকের ঘরে ঘরে।
কৃপায় ঠাকুর জানায়েন আপনারে॥
চিনিয়া সকল ভৃত্য প্রভু আপনার।
পরানন্দময় চিত্ত হইল সবার॥
পাষণ্ডীরে আর কেহ ভয় নাহি করে।
হাটে ঘাটে সবে কৃষ্ণ গায় উচ্চস্বরে॥
প্রভু সঙ্গে মিলিয়া সকল ভক্তগণ।
মহানন্দে অহর্নিশ করয়ে কীর্ত্তন॥
মিলিয়া সকল ভক্ত বহি নিত্যানন্দ।
ভাই না দেখিয়া বড় দুঃখ গৌরচন্দ্র॥
নিরন্তর নিত্যানন্দ স্মরে বিশ্বম্ভর।
জানিলেন নিত্যানন্দ অনন্ত ঈশ্বর॥
প্রসঙ্গে শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান।
সূত্ররূপে জন্ম কর্ম্ম কিছু কহি তান॥
রাঢ়দেশে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
যহি জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান॥
গৌরেশ্বর নামে দেব আছে কত দূরে।
যারে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধর॥
সেই গ্রামে বৈসে বিপ্র হাড়াই পণ্ডিত।
মহা বিরক্তের প্রায় দয়ালু চরিত॥
তাঁর পত্নী পদ্মাবতী নাম পতিব্রতা।
পরম বৈষ্ণবীশক্তি সেই জগন্মাতা॥
পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি॥

সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ রায়।
সর্ব্বসুলক্ষণ দেখি নয়ন জুড়ায়॥
তান বাল্যলীলা আদি-খণ্ডেতে বিস্তর।
এথায় কহিলে হয় গ্রন্থ বহুতর॥
এই মত কতদিন নিত্যানন্দ রায়।
হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে আছেন লীলায়॥
গৃহ ছাড়িবারে প্রভু করিলেন মন।
না ছাড়ে জননী তাত দুঃখের কারণ॥
তিল মাত্র নিত্যানন্দ না দেখিলে মাতা।
যুগ প্রায় হেন বাসে ততোধিক পিতা॥
তিলমাত্র নিত্যানন্দ পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথাও হাড়াই ওঝা না যায় চলিয়া॥
কিবা কৃষি কর্ম্মে কিবা যজমান ঘরে।
কিবা হাটে কিবা বাটে যত কর্ম্ম করে॥
পাছে যদি নিত্যানন্দচন্দ্র চলি যায়।
তিলার্দ্ধে শতেকবার উলটিয়া চায়।
ধরিয়া ধরিয়া পুনঃ আলিঙ্গন করে।
ননীর পুতলা যেন মিলায়ে শরীরে॥
এইমত পুত্র সঙ্গে বুলে সর্ব্ব ঠাঞি।
প্রাণ হৈলা নিত্যানন্দ শরীর হাড়াই॥
অন্তর্যামি নিত্যানন্দ ইহা সব জানে।
পিতৃসুখ ধর্ম্ম পালিয়াছে পিতা সনে॥
দৈব একদিন এক সন্ন্যাসী সুন্দর।
আইলেন নিত্যানন্দ জনকের ঘর॥
নিত্যানন্দপিতা তানে ভিক্ষা করাইয়া।
রাখিলেন পরম আনন্দযুক্ত হঞা॥
সর্ব্ব রাত্রি নিত্যানন্দ পিতা তার সঙ্গে।
আছিলেন কৃষ্ণকথা কথন প্রসঙ্গে॥
গন্তুকাম সন্ন্যাসী হইলা উষাকালে।
নিত্যানন্দ পিতা প্রতি ন্যাসীবর বলে॥

ন্যাসী বলে এক ভিক্ষা আছয়ে আমার।
নিত্যানন্দ পিতা বলে যে ইচ্ছা তোমার॥
ন্যাসী বলে করিবাঙ তীর্থ পর্য্যটন।
সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ॥
এই যে সকল জ্যেষ্ঠ নন্দন তোমার।
কত দিন লাগি দেহ সংহতি আমার॥
প্রাণ অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে।
সর্ব্ব তীর্থ দেখিবেন বিবিধ বিধানে॥
শুনিয়া ন্যাসীর বাক্য শুদ্ধ বিপ্রবর।
মনে মনে চিন্তে বড় হইয়া কাতর॥
প্রাণ ভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী।
না দিলেও সর্ব্বনাশ হয় হেন বাসী॥
ভিক্ষুকের পূর্ব্বে মহাপুরুষ সকল।
প্রাণ দান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল॥
রামচন্দ্র পুত্র দশরথের জীবন।
পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র তানে করিল যাচন॥
যদ্যপিও রামবিনে রাজা নাহি জীয়ে।
তথাপিও দিলেন এই পুরাণেতে কহে॥
সেই ত বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে।
এ ধর্ম্ম সঙ্কটে কৃষ্ণ রক্ষা কর মোরে॥
দৈবে সেই বস্তু কেনে নহিব সে মতি।
অন্যথা লক্ষণ যার গৃহেতে উৎপত্তি॥
ভাবিয়া চলিলা বিপ্র ব্রাহ্মণীর স্থানে।
আনুপূর্ব্ব কহিলেন সব বিবরণে॥
শুনিয়া বলিল পতিব্রতা-জগন্মাতা।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই মোর কথা॥
আইলা সন্ন্যাসীর স্থানে নিত্যানন্দ পিতা।
ন্যাসীরে দিলেন পুত্র নোঙাইয়া মাথা॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে চলিলেন ন্যাসিবর।
হেন মতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর॥
নিত্যানন্দ গেলে মাত্র হাড়াই পণ্ডিত।
ভূমিতে পড়িয়া বিপ্র হইয়া মূর্চ্ছিত॥
সে বিলাপ ক্রন্দন কহিব কোন জনে।
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ তাহার শ্রবণে।
ভক্তিরসে জড় প্রায় হইয়া বিহ্বল।
লোকে বলে হাড়ো ওঝা হইল পাগল॥
তিন মাস না করিলা অন্নের গ্রহণ।
চৈতন্য প্রভাবে সবে রহিল জীবন॥
প্রভুকে না ছাড়ে যার হেন অনুরাগ।
বিষ্ণু বৈষ্ণবের এই অচিন্ত্য প্রভাব॥
স্বামীহীনা দেবহূতি জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কপিল প্রভু নিরপেক্ষ হইয়া॥
ব্যাস হেন বৈষ্ণব জনক ছাড়ি শুক।
চলিলা উলটি নাহি চাহিলেন মুখ॥
শচী হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই ন্যাসীমণি॥
পরমার্থে এই ত্যাগে ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে॥
এ সকল লীলা জীব উদ্ধার কারণে।
মহাকাষ্ঠ দ্রবে যেন ইহার শ্রবণে॥
যেন সীতা হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
নির্ভয়ে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে॥
হেনমতে গৃহ ছাড়ি নিত্যানন্দ রায়।
সানুভাবানন্দে তীর্থ করিয়া বেড়ায়॥
গয়া কাশী প্রয়াগ মথুরা দ্বারাবতী।
নর-নারায়ণাশ্রম গেলা মহামতী॥
বৌদ্ধালয় গিয়া গেলা ব্যাসের আলয়।
রঙ্গনাথ সেতুবন্ধ গেলেন মলয়॥
তবে অনন্তের পুর গেলা মহাশয়।
ভ্রমেণ নির্জ্জন বনে পরম নির্ভয়॥

গোমতী গণ্ডকী গেলা সরযূ কাবেরী।
অযোধ্যা দণ্ডকারণ্যে বুলেন বিহরি॥
ত্রিমল্ল বেঙ্কটনাথ সপ্ত গোদাবরী।
মহেশের স্থান গেলা কন্যাকা নগরী॥
রেমা মাহেস্বতী মল্ল তীর্থ হরিদ্বার।
যহি পূর্ব্বে অবতার হইল গঙ্গার॥
এইমত যত তীর্থ নিত্যানন্দ রায়।
সকল দেখিয়া পুনঃ আইলা মথুরায়॥
চিনিতে না পারে কেহ অনন্তের ধাম।
হুঙ্কার করয়ে দেখি পূর্ব্বজন্ম স্থান॥
নিরবধি বাল্যভাব আন নাহি স্ফুরে।
ধূলা খেলা খেলে বৃন্দাবনের ভিতরে॥
আহারের চেষ্টা নাহি করেন কোথায়।
বাল্যভাবে বৃন্দাবনে গড়াগড়ি যায়॥
কেহ নাহি বুঝে তান চরিত্র উদার।
কৃষ্ণরস বিনে আর না করে আহার॥
কদাচিত কোন দিন করে দুগ্ধ পান।
সেহ যদি অযাচিত কেহ করে দান॥
এইমতে বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র॥
নিরন্তর সংকীর্ত্তন পরম আনন্দ।
দুঃখ পায় প্রভু না দেখিয়া নিত্যানন্দ॥
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ।
যে অবধি লাগি করে বৃন্দাবনে বাস॥
জানিয়া আইলা ঝাট নবদ্বীপ পুরে।
আসিয়া রহিলা নন্দন আচার্য্যের ঘরে॥
নন্দন আচার্য্য মহাভাগবতোত্তম।
দেখি মহাতেজোরাশি যেন সূর্য্যসম॥
মহা অবধূত বেশ প্রকাণ্ড শরীর।
নিরবধি গভীরতা দেখি মহাধীর॥
অহর্নিশ বদনে বলয়ে কৃষ্ণ নাম।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম॥
নিজানন্দে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার।
মহামত্ত যেন বলরাম অবতার॥
কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন মনোহর।
জগত-জীবন হাস্য সুন্দর অধর॥
মুকুতা জিনিয়া শ্রীদশনের জ্যোতিঃ।
আয়ত অরুণ দুই লোচন সুভাতি॥
আজানুলম্বিত ভুজ সুপীবর বক্ষ।
চলিতে কোমল বড় পদযুগ দক্ষ॥
পরম কৃপায় করে সবারে সন্তোষ।
শুনিলে শ্রীমুখ বাক্য কর্ম্ম বন্ধ নাশ॥
আইলা নদীয়াপুরে নিত্যানন্দ রায়।
সকল ভুবনে জয় জয় ধ্বনি গায়॥
সে মহিমা বলে হেন কে আছে প্রচণ্ড।
যে প্রভু ভাঙ্গিল গৌরসুন্দরের দণ্ড॥
বণিক অধম মূর্খ যে করিল পার।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় নাম লইলে যার॥
পাইয়া নন্দনাচার্য্য হরষিত হঞা।
রাখিলেন নিজ গৃহে ভিক্ষা করাইয়া॥
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ চন্দ্র আগমন।
ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেম ধন॥
নিত্যানন্দ আগমন জানি বিশ্বম্ভর।
অনন্ত হরিষ প্রভু হইলা অন্তর॥
পূর্ব্ব ব্যাপদেশে সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে।
ব্যাঞ্জিয়া আছেন কেহ মর্ম্ম নাহি জানে॥
আরে ভাই দিন দুই তিনের ভিতরে।
কোন মহাপুরুষ এক আসিব এথারে॥
দৈবে সেই দিন বিষ্ণু পূজি গৌরচন্দ্র।
সত্বরে মিলিলা যথা বৈষ্ণবের বৃন্দ॥

সবাকার স্থানে প্রভু কহেন আপনে।
আজি আমি অপরূপ দেখিল স্বপনে॥
তালধ্বজ এক রথ সংসারের সার।
আসিয়া রহিল রথ আমার দুয়ার॥
তার মাঝে দেখি এক প্রকাণ্ড শরীর।
মহা এক স্তম্ভ স্কন্ধে গতি নহে স্থির॥
বেত্র বান্ধা এক কমণ্ডলু বাম হাতে।
নীল বস্ত্র পরিধান নীল বস্ত্র মাথে॥
বাম শ্রতিমূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র।
হলধর ভাব যেন বুঝি যে চরিত্র॥
এই বাড়ী নিমাঞি পণ্ডিতের হয় হয়।
দশ বার বিশ বার এই কথা কয়॥
মহা অবধূত বেশ পরম প্রচণ্ড।
আর কভু নাহি দেখি এমন উদ্দণ্ড॥
দেখিয়া সম্ভ্রম বড় পাইলাম আমি।
জিজ্ঞাসিল আমি কোন মহাজন তুমি॥
হাসিয়া আমারে বলে এই ভাই হয়।
তোমায় আমায় কালি হৈব পরিচয়॥
হরিষ বাড়িল শুনি তাহার বচন।
আপনারে বাসো মুঞি যেন সেই সম॥
কহিতে প্রভুর বাহ্য সব গেল দূর।
হলধর ভাবে প্রভু গর্জ্জয়ে প্রচুর॥
মদ আন মদ আন বলি প্রভু ডাকে।
হুঙ্কার শুনিতে যেন দুই কর্ণ ফাটে॥
শ্রীবাস পণ্ডিত বলে শুনহ গোসাঞি।
যে মদিরা চাহ তুমি সে তোমার ঠাঞি॥
তুমি যারে বিলাও সেই সে তাহা পায়।
কম্পিত ভকতগণ দূরে রহি চায়॥
মনে মনে চিন্তে সব বৈষ্ণবের গণ।
অবশ্য ইহার কিছু আছয়ে কারণ॥

আর্জ্জা তর্জ্জা পড়ে প্রভু অরুণ নয়ন।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ যেন সঙ্কর্ষণ॥
ক্ষণেকে হইয়া প্রভু স্বভাব চরিত্র।
স্বপ্ন অর্থ স্বভাবে বাখানে রাম মিত্র॥
হেন বুঝি মোর চিত্তে লয় এক কথা।
কোন মহাপুরুষেক আসিয়াছে এথা॥
পূর্ব্বে আমি বলিয়াছোঁ তোমা সবার স্থানে
কোন মহাজন সঙ্গে হৈব দরশনে॥
চল হরিদাস চল শ্রীবাস পণ্ডিত।
চাহ গিয়া দেখি কে আইসে কোন ভিত॥
দুই মহাভাগবত প্রভুর আদেশে।
সর্ব্ব নবদ্বীপে চাহি বুলয়ে হরিষে॥
চাহিতে চাহিতে কথা কহে দুই জনে।
যে বুঝি আইলা কিবা প্রভু সঙ্কর্ষণে॥
আনন্দে বিহ্বল দুই চাহিয়া বেড়ায়।
তিলার্দ্ধেক উদ্দেশ কোথাও নাহি পায়॥
সকল নদীয়া তিন প্রহর চাহিয়া।
আইলা প্রভুর স্থানে কাহো না দেখিয়া॥
নিবেদিল আসি দোঁহে প্রভুর চরণে।
উপাধিক কোথাও নহিল দরশনে॥
কি বৈষ্ণব কি সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ স্থল।
পাষণ্ডীর ঘর আদি দেখিল সকল॥
চাহিলাম সর্ব্ব নবদ্বীপ যার নাম।
সবে না চাহিল প্রভু গিয়া অন্য গ্রাম॥
দোহার বচন শুনি হাসে গৌরচন্দ্র।
ছলে বুঝাইল বড় গূঢ় নিত্যানন্দ॥
এই অবতারে কেহ গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়া পলায়॥
পূজয়ে গোবিন্দ যেন না মানে শঙ্কর।
এই পাপে অনেকে যাইব যম ঘর॥

বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যারে সে দেখিতে পারে॥
না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণু ভক্তি হয় তার বাদ॥
সর্ব্বথা শ্রীবাস আদি তাঁর তত্ত্ব জানে।
না হইল দেখা কোন কৌতুক কারণে॥
ক্ষণেকে ঠাকুর বলে ঈষৎ হাসিয়া।
আইস আমার সঙ্গে সবে দেখি গিয়া॥
উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে সর্ব্ব ভক্ত গণ॥
জয় কৃষ্ণ বলি সবে করিল গমন॥
সবা লঞা প্রভু নন্দন-আচার্য্যের ঘর।
জানিয়া উঠিলা গিয়া শ্রীগৌরসুন্দর॥
বসিয়াছে এক মহাপুরুষ রতন।
সবে দেখিলেন যেন কোটি সূর্য্যসম॥
অলক্ষিত আবেশ বুঝন নাহি যায়।
ধ্যান সুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায়॥
মহা ভক্তিযোগ প্রভু বুঝিয়া তাহার।
গণসহ বিশ্বম্ভর হৈলা নমস্কার॥
সম্ভ্রমে রহিলা সর্ব্বগণ দাণ্ডাইয়া।
কেহ কিছু না বলেন রহিল চাহিয়া॥
সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ প্রাণের ঈশ্বর॥

কেদার-রাগঃ।

বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি যেন মদন সমান।
দিব্য গন্ধমাল্য দিব্য বাস পরিধান॥
কি হয় কনক দ্যুতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চান্দের সাধ লাগে॥
মনোহর শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। ধ্রু।
ভকত জন সঙ্গে নগরে বেড়ায়॥
সে দন্ত দেখিতে কোথা মুকুতার দাম।
সে কেশ বন্ধন দেখি না রহে গেয়ান॥
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ন।
আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান॥
সে আজানু দুই ভুজ হৃদয় সুপীন।
তাহে শোভে সূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ॥
ললাটে বিচিত্র উর্দ্ধ তিলক সুন্দর।
আভরণ বিনা সর্ব্ব অঙ্গ মনোহর॥
কিবা হয় কোটি মণি সে নখে চাহিতে।
সে হাস্য দেখিতে কিবা করিব অমৃতে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥
ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু মিলনো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

নিত্যানন্দ মিলন।

নিত্যানন্দ সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন ঈশ্বর॥
হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
এক দৃষ্টি হই বিশ্বম্ভর রূপ চায়॥
রসনায় লিহে যেন দরশন পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকায়ে ঘ্রাণ॥
এই মত নিত্যানন্দ হইয়া স্তম্ভিত।
না বলে না করে কিছু সবেই বিস্মিত॥
বুঝিলেন সর্ব্ব প্রাণনাথ গৌররায়।
নিত্যানন্দ জানাইতে সৃজিল উপায়॥

ইঙ্গিতে শ্রীবাস প্রতি বলিলেন ঠারে।
ভাগবতের এক শ্লোক পাঠ করিবারে ॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝি শ্রীবাস পণ্ডিত।
কৃষ্ণ ধ্যান এক শ্লোক পড়িলা ত্বরিত ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে,—১০।২১।২৫
বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারম্
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ ॥ (৯)

শুনি মাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক উচ্চারণ।
পড়িল মূর্চ্ছিত হঞা নাহিক চেতন ॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
পড় পড় শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায় ॥
শ্লোক শুনি কতক্ষণে হইলা চেতন।
তবে প্রভু লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
পুনঃ পুনঃ শ্লোক শুনি বাড়য়ে উন্মাদ।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে হেন শুনি সিংহনাদ ॥
অলক্ষিত অন্তরীক্ষে পাড়য়ে আছাড়।
সবে মনে ভাবে কিবা চূর্ণ হৈল হাড় ॥
অন্যের কি দায় বৈষ্ণবের লাগে ভয়।
রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ সবে সঙরয় ॥

(৯) শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরপুচ্ছ রচিত চূড়া, উভয় কর্ণে কর্ণিকার কুসুম, কনক-সদৃশ কপিশ বা নীল-পীত-মিশ্রিত-বর্ণের বস্ত্র এবং পঞ্চবর্ণ-পুষ্পে গ্রথিত বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া, নটবরের ন্যায় নিজ অঙ্গ নিয়ত নব নব শোভার আবির্ভাবে সমধিক সমৃদ্ধ করিতে করিতে, আর অধর-সুধায় বেণুর রন্ধ্র সকল পরিপূর্ণ করিতে করিতে বৃন্দাবনে—যেখানে তাঁহার অসাধারণ চরণচিহ্ন সমূহ সকলকেই নিরতিশয় রতি বা আনন্দ সম্পাদন করিতেছে সেই বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন, এদিকে গোপগণ তাঁহার যশোগান করিতে থাকিলেন।

গড়াগড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে।
কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে ॥
বিশ্বম্ভর মুখ চাহি ছাড়ে ঘন শ্বাস।
অন্তর আনন্দ ক্ষণে ক্ষণে মহাহাস ॥
ক্ষণে নৃত্য ক্ষণে নত ক্ষণে বাহুতাল।
ক্ষণে জোড় জোড় লম্ফ দেই দেখি ভাল ॥
দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ উন্মাদ আনন্দ।
সকল বৈষ্ণব সঙ্গে কান্দে গৌরচন্দ্র ॥
পুনঃ পুনঃ বাড়ে সুখ অতি অনিবার।
ধরেন সবাই কেহ নারে ধরিবার ॥
ধরিতে নারিলা যদি বৈষ্ণব সকলে।
বিশ্বম্ভর লইলেন আপনার কোলে ॥
বিশ্বম্ভর কোলে মাত্র গেলা নিত্যানন্দ।
সমর্পিয়া প্রাণ তানে হইলা নিস্পন্দ ॥
যার প্রাণ তানে নিত্যানন্দ সমর্পিয়া।
আছেন প্রভুর কোলে অচেষ্ট হইয়া ॥
ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেমজলে।
শক্তিহত লক্ষ্মণ যে হেন রাম কোলে ॥
প্রেমভক্তি-বাণে মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ।
নিত্যানন্দ কোলে করি কাঁদে গৌরচন্দ্র ॥
কি আনন্দ বিরহ হইল দুই জনে।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
গৌরচন্দ্রে নিত্যানন্দে স্নেহের যে সীমা।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বহি নাহিক উপমা ॥
বাহ্য পাইলেন নিত্যানন্দ কতক্ষণে।
হরি ধ্বনি জয় ধ্বনি করে সর্ব্বগণে ॥
নিত্যানন্দ কোলে করি আছে বিশ্বম্ভর।
বিপরীত দেখি মনে হাসে গদাধর ॥
যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বম্ভর।
আজি তার গর্ব্ব চূর্ণ কোলের ভিতর ॥

নিত্যানন্দ প্রভাবের জ্ঞাতা গদাধর।
নিত্যানন্দ-জ্ঞাতা গদাধরের অন্তর ॥
নিত্যানন্দ দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ হৈল সবাকার মন ॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দোঁহা দেখি।
কেহ কিছু না বোলয়ে ঝরে মাত্র আঁখি ॥
দোঁহে দোঁহা দেখি বড় হরিষ হইলা।
দোঁহার নয়ন জলে পৃথিবী ভাসিলা ॥
বিশ্বম্ভর বলে শুভ দিবস আমার।
দেখিলাঙ ভক্তিযোগ চারিবেদ সার ॥
এ কম্প এ অশ্রু এ গর্জ্জন হুহুঙ্কার।
এহ কি ঈশ্বর শক্তি বহি হয় আর ॥
সকৃৎ এ ভক্তিযোগ নয়নে দেখিলে।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়েন কোন কালে ॥
বুঝিলাম ঈশ্বরের তুমি পূর্ণ শক্তি।
তোমা ভজিলে সে জীব পায় কৃষ্ণভক্তি ॥
তুমি কর চতুর্দ্দশ ভুবন পবিত্র।
অচিন্ত্য অগম্য গূঢ় তোমার চরিত্র ॥
তোমা দেখিবেক হেন আছে কোন জন।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণ প্রেমভক্তি ধন ॥
তিলার্দ্ধ তোমার সঙ্গ যে জনার হয়।
কোটি পাপ থাকিলেও তার মন্দ নয় ॥
বুঝিলাম কৃষ্ণ মোরে করিবে উদ্ধার।
তোমা হেন সঙ্গ আনি দিলেন আমার ॥
মহাভাগ্য দেখিলাম তোমার চরণ।
তোমা ভজিলে সে পাই কৃষ্ণ-প্রেম ধন ॥
আবিষ্ট হইয়া প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
নিত্যানন্দে স্তুতি করে নাহি অবসর ॥
নিত্যানন্দ চৈতন্যের অনেক আলাপ।
সব কথা ঠারে ঠোরে নাহিক প্রকাশ ॥

প্রভু বলে জিজ্ঞাসা করিতে করি ভয়।
কোন দিক হইতে শুভ করিলে বিজয় ॥
শিশুমতি নিত্যানন্দ পরম বিহ্বল।
বালকের প্রায় যেন বচন চঞ্চল ॥
এই প্রভু অবতীর্ণ জানিলেন মর্ম্ম।
করজোড় করি বলে হই বড় নম্র ॥
প্রভু করে স্তুতি শুনি লজ্জিত হইয়া।
ব্যপদেশে সর্ব্ব কথা কহেন ভাঙ্গিয়া ॥
নিত্যানন্দ বলে তীর্থ করিল অনেক।
দেখিল কৃষ্ণের স্থান যতেক যতেক ॥
স্থান মাত্র দেখি কৃষ্ণ দেখিতে না পাই।
জিজ্ঞাসা করিল তবে ভাল লোক ঠাঞি ॥
সিংহাসন সব কেনে দেখি আচ্ছাদিত।
কহ ভাই সব! কৃষ্ণ গেলা কোন ভিত ॥
তারা বলে কৃষ্ণ গিয়াছেন গৌড়দেশে।
গয়া করি গিয়াছেন কতেক দিবসে ॥
নদীয়ায় শুনি বড় হরি সংকীর্ত্তন।
কেহ বলে এথায় জন্মিলা নারায়ণ ॥
পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।
শুনিয়া আইল মুঞি পাতকি এথায় ॥
প্রভু বলে আমরা সকল ভাগ্যবান।
তুমি হেন ভক্তের হইল উপস্থান ॥
আজি কৃতকৃত্য হেন মানিল আমরা।
দেখিল যে তোমার আনন্দ বারি ধারা ॥
হাসিয়া মুরারি বলে তোমরা তোমরা।
উহাত না বুঝি কিছু আমরা সবারা ॥
শ্রীবাস বলেন উহা আমরা কি বুঝি ॥
মাধব শঙ্কর যেন দোঁহে দোঁহা পূজি।
গদাধর বলে ভাল বলিলা পণ্ডিত।
সেই বুঝি যেন রাম লক্ষ্মণ চরিত ॥

কেহ বলে দুইজন যেন দুই কাম।
কেহ বলে দুইজন যেন কৃষ্ণ রাম॥
কেহ বলে আমি কিছু বিশেষ না জানি।
কৃষ্ণ কোলে যেন শেষ আইলা আপনি॥
কেহ বলে দুই সখা যেন কৃষ্ণার্জ্জুন।
সেই মত দেখিলাম স্নেহ পরিপূর্ণ॥
কেহ বলে দুইজন বড় পরিচয়।
কিছুই না বুঝি সব ঠারে ঠোরে কয়॥
এই মত হরিষে সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ দরশনে করেন কথন॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দরশন।
ইহার শ্রবণে হয় বন্ধ বিমোচন॥
সঙ্গী সখা ভাই ছত্র শয়ন বাহন।
নিত্যানন্দ বহি অন্য নহে কোন জন॥
নানারূপে সেবে প্রভু আপন ইচ্ছায়।
যারে দেন অধিকার সেই জন পায়॥
আদি দেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা না জানয়ে সব॥
না জানিয়া নিন্দে তার চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাদ॥
চৈতন্যের প্রিয় দেহ নিত্যানন্দ রাম।
হউ মোর প্রাণনাথ এই মনস্কাম॥
তাহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে মতি।
তাহার আজ্ঞায় লিখি চৈতন্যের স্তুতি॥
রঘুনাথ যদুনাথ যেন নাম ভেদ।
এই মত ভেদ নিত্যানন্দ বলদেব॥
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥
যে বা গায় এই কথা হইয়া তৎপর।
সগোষ্ঠিরে তারে বর-দাতা বিশ্বম্ভর॥
জগতে দুর্ল্লভ বড় বিশ্বম্ভর নাম।
সেই প্রভু চৈতন্য সবার ধনপ্রাণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ মিলন নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্যাস পূজা।

জয় নবদ্বীপ-নবপ্রদীপ-
প্রভাবঃ পাষণ্ড গজৈকসিংহঃ।
স্বনামসংখ্যাজপসূত্রধারী
চৈতন্যচন্দ্রভগবন্মুরারিঃ (১০)

হেন মতে নিত্যানন্দ সঙ্গে কুতূহলে।
কৃষ্ণকথা-রসে সবে হইলা বিহ্বলে॥
সবে মহাভাগবত পরম উদার।
কৃষ্ণরসে মত্ত সবে করেন হুঙ্কার॥
হাসে প্রভু নিত্যানন্দ চারি দিকে দেখি।
বহয়ে আনন্দ ধারা সবাকার আঁখি॥
দেখিয়া আনন্দ মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিত্যানন্দ প্রতি কিছু করিলা উত্তর॥

---

(১০) নবদ্বীপের নব-প্রদীপ-প্রভাব স্বরূপ পাষণ্ডরূপ গজ দমনের কেশরী-বৎ বিক্রমশীল, স্বকীয় নাম সংখ্যার জপসূত্রধারী, কুৎসিত কলুষ দমনকারী ভগবান চৈতন্যদেবের জয় হউক।

"কেয়ং বা কুত আয়াতা
দৈবী নার্য্যুতে বাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তু—
র্নান্যা সেহাপি বিমোহিনী॥"

শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি।
ব্যাস-পূজা তোমার হইব কোন ঠাঞি॥
কালি হৈব পৌর্ণমাসী ব্যাসের পূজন।
আপনে বুঝিয়া বল যারে লয় মন॥
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইঙ্গিত।
হাতে ধরি আনিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত॥
হাসি বলে নিত্যানন্দ শুন বিশ্বম্ভর।
ব্যাস-পূজা এই মোর বামনার ঘর॥
শ্রীবাসের প্রতি বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর॥
পণ্ডিত বলেন প্রভু কিছু নহে ভার।
তোমার প্রসাদে সর্ব্ব ঘরেই আমার॥
বস্ত্র মুগ্দ যজ্ঞসূত্র ঘৃত গুয়া পান।
বিধিযোগ্য যত সর্জ্জ সব বিদ্যমান॥
পদ্ধতি পুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব।
কালি মহাভাগ্য ব্যাস পূজন দেখিব॥
প্রীত হৈলা মহাপ্রভু শ্রীবাসের বোলে।
হরি হরি ধ্বনি করে বৈষ্ণব সকলে॥
বিশ্বম্ভর বলে শুন শ্রীপাদ গোসাঞি।
শুভ কর সবে পণ্ডিতের ঘর যাই॥
আনন্দিত নিত্যানন্দ প্রভুর বচনে।
সেই ক্ষণে আজ্ঞা লই করিলা গমনে॥
সর্ব্বগণে চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
রামকৃষ্ণ বেড়ি যেন গোকুল কিঙ্কর॥
প্রবিষ্ট হইলা মাত্র শ্রীবাস মন্দিরে।
বড় কৃষ্ণানন্দ হৈল সবার শরীরে॥
কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়।
আপ্তগণ বিনা আর যাইতে না পায়॥
কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলা ঠাকুর।
উঠিল কীর্ত্তন ধ্বনি বাহ্য গেল দূর॥

ব্যাস-পূজা অধিবাস উল্লাস কীর্ত্তন।
দুই প্রভু নাচে বেড়ি গায় ভক্তগণ॥
চির দিবসের প্রেমে চৈতন্য নিতাই।
দোঁহে দোঁহা ধ্যান করি নাচে এক ঠাঞি॥
হুঙ্কার করয়ে কেহ কেহ বা গর্জ্জন।
কেহ মূর্চ্ছা যায় কেহ করয়ে ক্রন্দন॥
কম্প স্বেদ পুলক আনন্দ মূর্চ্ছা যত।
ঈশ্বরের বিকার কহিতে জানি কত॥
স্বানুভাবানন্দে নাচে প্রভু দুই জন।
ক্ষণে কোলাকোলি করি করয়ে ক্রন্দন॥
দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চায়।
পরম চতুর দোঁহে কেহ নাহি পায়॥
পরম আনন্দে দোঁহে গড়াগড়ি যায়।
আপনা না জানে দোঁহে আপন লীলায়॥
বাহ্য দূর হইল বসন নাহি রয়।
ধরয়ে বৈষ্ণবগণ ধরণ না যায়॥
যে ধরয়ে ত্রিভুবন কে ধরিব তারে।
মহামত্ত দুই প্রভু কীর্ত্তনে বিহরে॥
বোল বোল বলি ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর।
সিঞ্চিত আনন্দ জলে সর্ব্ব কলেবর॥
চির দিন নিত্যানন্দ পাই অভিলাষে।
বাহ্য নাহি আনন্দ সাগর মাঝে ভাসে॥
বিশ্বম্ভর নৃত্য করে অতি মনোহর।
নিজ শির লাগে গিয়া চরণ উপর॥
টলমল ভূমি নিত্যানন্দ পদতলে।
ভূমিকম্প হেন মানে বৈষ্ণব সকলে॥
এই মত আনন্দে নাচেন দুই নাথ।
সে উল্লাস কহিবারে শক্তি আছে কাত॥
নিত্যানন্দ প্রকাশিতে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বলরাম ভাবে উঠে খট্টার উপর॥

মহামত্ত হৈলা প্রভু বলরাম ভাবে।
মদ আন মদ আন বলি ঘন ডাকে॥
নিত্যানন্দ প্রতি বলে শ্রীগৌরসুন্দর।
ঝাট দেহ মোরে হল-মূষল সত্বর॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রভু নিত্যানন্দ।
করে দিলা কর পাতি নিলা গৌরচন্দ্র॥
কর দেখে কেহ আর কিছুই না দেখে।
কেহ বা দেখিল হল-মূষল প্রত্যক্ষে॥
যারে কৃপা করে সেই ঠাকুরে সে জানে।
দেখিলেও শক্তি নাহি কহিতে কথনে॥
এ বড় নিগূঢ় কথা কেহ মাত্র জানে।
নিত্যানন্দ ব্যক্ত সেই সর্ব্ব জন স্থানে॥
নিত্যানন্দ স্থানে হল-মূষল লইয়া।
বারুণী বারুণী প্রভু ডাকে মত্ত হঞা॥
কারো বুদ্ধি নাহি স্ফুরে না বুঝি উপায়।
অন্যান্যে সবার বদন সবে চায়॥
যুকতি করয়ে সবে মনেতে ভাবিয়া।
ঘট ভরি গঙ্গা জল সবে দিল নিয়া॥
সর্ব্বগণে দেই জল প্রভু করে পান।
সত্য যেন কাদম্বরী পীয়ে হেন জ্ঞান॥
চতুর্দ্দিকে রামস্তুতি পড়ে ভক্তগণ।
নাড়া নাড়া নাড়া প্রভু বলে অনুক্ষণ॥
সঘনে ঢুলায় শিব নাড়া নাড়া বোলে।
নাড়ার সন্দর্ভ কেহ না বুঝে সকলে॥
সবে বলিলেন প্রভু নাড়া বল কারে।
প্রভু বলে আইলুঁ মুঞি যাহার হুঙ্কারে॥
অদ্বৈত আচার্য্য বলি কথা কহ যার।
সেই নাড়া লাগি মোর এই অবতার॥
মোহারে আনিলা নাড়া বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
নিশ্চিন্তে থাকিল গিয়া হরিদাস লঞা॥

সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন পরচার॥
বিদ্যা ধন কুল জ্ঞান তপস্যার মদে।
মোর ভক্ত স্থানে যার আছে অপরাধে॥
সে অধম সবারে না দিব প্রেমযোগ।
নাগরিক প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ॥
শুনিয়া আনন্দে ভাসে সর্ব্ব ভক্তগণ।
ক্ষণেকে সুস্থির হৈলা শ্রীশচীনন্দন॥
কি চাঞ্চল্য করিলাঙ প্রভু জিজ্ঞাসয়।
ভক্ত সব বলে কিছু উপাধিক নয়॥
সবারে করেন প্রভু প্রেম আলিঙ্গন।
অপরাধ মোর না লইবা সর্ব্বক্ষণ॥
হাসে সব ভক্তগণ প্রভুর কথায়।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গড়াগড়ি যায়॥
সম্বরণ নহে নিত্যানন্দের আবেশ।
প্রেম-রসে বিহ্বল হইলা প্রভু শেষ॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে দিগম্বর।
বাল্য ভাবে পূর্ণ হৈল সর্ব্ব কলেবর॥
কোথায় থাকিল দণ্ড কোথা কমণ্ডলু।
কোথা বা বসন গেল নাহি আদি মূল॥
চঞ্চল হইলা নিত্যানন্দ মহাধীর।
আপনে ধরিয়া প্রভু করিলেন স্থির॥
চৈতন্যের বচন অঙ্কুশ সবে মানে।
নিত্যানন্দ মত্ত সিংহ আর নাহি জানে॥
স্থির হও কালি পূজিবারে চাহ ব্যাস।
স্থির করাইয়া প্রভু গেলা নিজবাস॥
ভক্তগণ চলিলেন আপনার ঘরে।
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাস মন্দিরে॥
কত রাত্রে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া।
নিজ দণ্ড কমণ্ডলু ফেলিলা ভাঙ্গিয়া॥

কে বুঝয়ে ঈশ্বরের চরিত্র অখণ্ড।
কেনে ভাঙ্গিলেন নিজ কমণ্ডলু দণ্ড॥
প্রভাতে উঠিয়া দেখে রামাই পণ্ডিত।
ভাঙ্গা দণ্ড কমণ্ডলু দেখিয়া বিস্মিত॥
পণ্ডিতের স্থানে কহিলেন ততক্ষণে।
শ্রীবাস বলেন যাও ঠাকুরের স্থানে॥
রামাইর মুখে শুনি আইলা ঠাকুর।
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর॥
দণ্ড লইলেন প্রভু শ্রীহস্তে তুলিয়া।
করিলেন গঙ্গা স্নান নিত্যানন্দ লৈয়া॥
শ্রীবাসাদি সবাই চলিলা গঙ্গা স্নানে।
দণ্ড থুইলেন প্রভু গঙ্গায় আপনে॥
চঞ্চল শ্রীনিত্যানন্দ না মানে বচন।
তবে একবার প্রভু করয়ে তর্জ্জন॥
কুম্ভীর দেখিয়া তারে ধরিবারে যায়।
গদাধর শ্রীনিবাস করে হায় হায়॥
সাঁতার গঙ্গার মাঝে নির্ভয় শরীর।
চৈতন্যের বাক্যে মাত্র কিছু হয় স্থির॥
নিত্যানন্দ প্রতি ডাকি বলে বিশ্বম্ভর।
ব্যাস-পূজা আজি তুমি করহ সত্বর॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য উঠিলা তখনে।
স্নান করি গৃহে আইলেন প্রভু সনে॥
আসিয়া মিলিলা সব ভাগবতগণ।
নিরবধি কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিছে কীর্ত্তন॥
শ্রীবাসপণ্ডিত ব্যাস-পূজার আচার্য্য।
চৈতন্যের আজ্ঞায় করেন সর্ব্ব কার্য্য॥
মধুর মধুর সবে করেন কীর্ত্তন।
শ্রীবাস মন্দির হৈল বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
সর্ব্ব-শাস্ত্র জ্ঞাতা সেই ঠাকুর পণ্ডিত।
করিলা সকল কার্য্য বিধি ও বোধিত॥
দিব্য গন্ধ সহিত সুন্দর বনমালা।
নিত্যানন্দ হাতে দিয়া কহিতে লাগিলা॥
শুন শুন নিত্যানন্দ এই মালা ধর।
বচন পড়িয়া ব্যাস দেবে নমস্কার॥
শাস্ত্র বিধি আছে মালা আপনে সে দিবা।
ব্যাস তুষ্ট হৈলে সর্ব্ব অভীষ্ট পাইবা॥
যত শুনে নিত্যানন্দ করে হয় হয়।
কিসের বচন পাঠ প্রবোধ না লয়॥
কিবা বলে ধীরে ধীরে বুঝান না যায়।
মালা হতে করি পুনঃ চারিদিকে চায়॥
প্রভুরে ডাকিয়া বলে শ্রীবাস উদার।
না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার॥
শ্রীব্যাসের বাক্য শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
ধাইয়া সম্মুখে প্রভু আইলা সত্বর॥
প্রভু বলে নিত্যানন্দ শুনহ বচন।
মালা দিয়া কর ঝাট ব্যাসের পূজন॥
দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভর।
মালা তুলি দিল তাঁর মস্তক উপর॥
চাঁচর চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল।
ছয় ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মুষল।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলা নিতাই বিহ্বল॥
ষড়্ভুজ দেখি মূর্চ্ছা পাইল নিতাই।
পড়িলা পৃথিবী তলে ধাতু মাত্র নাই॥
ভয় পাইলেন সব বৈষ্ণবের গণ।
রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ করেন স্মরণ॥
হুঙ্কার করেন জগন্নাথের নন্দন।
কক্ষে তালি দিয়া ঘন বিশাল গর্জ্জন॥
মূর্চ্ছা গেল নিত্যানন্দ ষড়্ভুজ দেখিয়া।
আপনে চৈতন্য তোলে গায় হাথ দিয়া॥

উঠ উঠ নিত্যানন্দ স্থির কর চিত।
সংকীর্ত্তন শুনহ—তোমার সমীহিত॥
যে কীর্ত্তন নিমিত্ত তোমার অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হৈল কিবা চাহ আর॥
তোমার সে প্রেম-ভক্তি তুমি ভক্তিময়।
বিনা তুমি দিলে কার ভক্তি নাহি হয়॥
আপনা সম্বরি উঠ নিজ জন চাহ।
যাহারে তোমার ইচ্ছা তাহারে বিলাহ॥
তিলার্দ্ধেক তোমারে যাহার দ্বেষ রহে।
ভজিলেও সে আমার প্রিয় কভু নহে॥
পাইলা চৈতন্য নিতাই প্রভুর বচনে।
হইলা আনন্দময় ষড়্ভুজ দর্শনে॥
যে অনন্ত হৃদয়ে বৈসেন গৌরচন্দ্র।
সেই প্রভু অবিস্ময় জান নিত্যানন্দ॥
ছয় ভুজ দৃষ্টি তানে কোন্ অদ্ভুত।
অবতার অনুরূপ এ সব কৌতুক॥
রঘুনাথ প্রভু যেন পিণ্ড দান কৈল।
প্রত্যক্ষ হইয়া তাহা দশরথ লইল॥
সে যদি অদ্ভুত তবে এ হয় অদ্ভুত।
নিশ্চয় যে এ সকল কৃষ্ণের কৌতুক॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের স্বভাব সর্ব্বথা।
তিলার্দ্ধেক দাস্য ভাব নাহিক অন্যথা॥
লক্ষ্মণের স্বভাব যে হেন অনুক্ষন।
সীতার বল্লভে দাস্য মন প্রাণ ধন॥
এই মত নিত্যানন্দ স্বরূপের মন।
চৈতন্যচন্দ্রের দাস্যে প্রীত অনুক্ষণ॥
যদ্যপিও অনন্ত ঈশ্বর নিরাশ্রয়।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু জগন্ময়॥
সর্ব্ব সৃষ্টি তিরোভাব যে সময়ে হয়।
তখন অনন্তরূপ সত্য বেদে কয়॥
তথাপিও শ্রীঅনন্ত দেবের স্বভাব।
নিরবধি প্রেম দাস্য ভাবে অনুরাগ॥
যুগে যুগে প্রতি অবতারে অবতারে।
স্বভাব তাহার দাস্য বুঝহ বিচারে॥
শ্রীলক্ষ্মণ অবতারে অনুজ হইয়া।
নিরবধি সেবেন অনন্ত দাস্য পাইয়া॥
অন্ন পানি নিদ্রা ছাড়ি শ্রীরাম চরণ।
সেবিয়াও আকাঙ্ক্ষা না পূরে অনুক্ষণ॥
জ্যেষ্ঠ হইয়াও বলরাম অবতারে।
দাস্য যোগ কভু না ছাড়িলেন অন্তরে॥
স্বামী করি শব্দে সে বলেন কৃষ্ণ প্রতি
ভক্তি বিনা কখন না হয় অন্য মতি॥
সেই প্রভু আপনে অনন্ত মহাশয়।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু জানহ নিশ্চয়॥
ইহাতে যে নিত্যানন্দ বলরাম প্রতি।
ভেদ দৃষ্টি হেন করে সেই মূঢ়মতি॥
সেবা বিগ্রহের প্রতি অনাদর যার।
বিষ্ণু স্থানে অপরাধ সর্ব্বথা তাহার॥
ব্রহ্মা-মহেশ্বর-বন্দ্য যদ্যপি কমলা।
তবু তাঁর স্বভাব চরণ সেবা খেলা॥
সর্ব্ব শক্তি সমন্বিত শেষ ভগবান।
তথাপি স্বভাব ধর্ম্ম সেবা সে তাহান॥
অতএব তাঁহার যে স্বভাব কহিতে।
সন্তোষ পায়েন প্রভু সকল হইতে॥
ঈশ্বরের স্বভাব কেবল ভক্ত বশ।
বিশেষ প্রভুর মুখে শুনিতে'এ যশ॥
স্বভাব কহিতে বিষ্ণু বৈষ্ণবের প্রীত।
অতএব বেদে কহে স্বভাব চরিত॥
বিষ্ণু বৈষ্ণবের তত্ত্ব যে কহে পুরাণে।
সেই মত লিখি আমি পুরাণ প্রমাণে॥

নিত্যানন্দ স্বরূপের এই বাক্য মন।
চৈতন্য ঈশ্বর, মুঞি তাঁর একজন॥
অহর্নিশ শ্রীমুখে নাহিক অন্য কথা।
মুঞি তার মোর তেঁহ ঈশ্বর সর্ব্বথা॥
চৈতন্যের সঙ্গে যে মোহারে স্তুতি করে।
সেই সে মোহার ভৃত্য পাইবেক মোরে॥
আপনে করিয়াছেন ষড়্ভুজ দর্শন।
তান প্রীতে কহি তান এ সব কথন॥
পরমার্থে নিত্যানন্দ তাহান হৃদয়ে।
দোঁহে দোঁহা দেখিতে আছেন সুনিশ্চয়ে॥
তথাপিহ অবতার অনুরূপ খেলা।
করেন ঈশ্বর সেবা কে বুঝিবে লীলা॥
সেহ যে স্বীকার প্রভু করয়ে আপনে।
তাহা গায় বর্ণে বেদে ভারত পুরাণে॥
যে কর্ম্ম করয়ে প্রভু সেই হয় বেদ।
তাই গায় সর্ব্ব বেদে ছাড়ি সর্ব্ব ভেদ॥
ভক্তিযোগ বিনা ইহা বুঝন না যায়।
জানে জন কত গৌরচন্দ্রের কৃপায়॥
নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব সকল।
তবে যে কলহ দেখ সব কুতূহল॥
ইহা না বুঝিয়া কোন কোন বুদ্ধি নাশ।
এক বন্দে আর নিন্দে যাইবেক নাশ॥

তথাহি নারদীয়ে।

অভ্যর্চ্চয়িত্বা প্রতিমাসু বিষ্ণুং
নিন্দন্ জনে সর্ব্বগতং তমেব।
অভ্যর্চ্চ্যপাদৌ হি দ্বিজস্য মূর্দ্ধ্নি (১১)
দ্রুহন্নিবাজ্ঞো নরকং প্রযাতি॥

(১১) যদি কোন ব্যক্তি প্রতিমাসমূহে যথাবিধি বিষ্ণুর অর্চ্চনা করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জনগণের প্রতি অপরাধ আচরণে বিরত না হয়, তাহা হইলে সেই অপরাধে সে সেই সর্ব্বব্যাপীর প্রতিই অপরাধী হইয়া থাকে। সুতরাং যদি কেহ বিহিত বিধানে কোন ব্রাহ্মণের চরণ পূজা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মস্তকের উপর দ্রোহাচরণ করে, তদ্দ্বারা তাহার যেমন নরক বাস হয়, সেই মূর্খও সেইরূপ নিরয়-গামী হইয়া থাকে।

বৈষ্ণব হিংসার কথা সে থাকুক দূরে।
সহজে জীবের যে অধমে পীড়া করে॥
বিষ্ণু পূজিয়াও যে প্রজার পীড়া করে।
পূজাও নিষ্ফলে যায় আর দুঃখে মরে॥
সর্ব্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু না জানিয়া।
বিষ্ণু-পূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া॥
এক হস্তে যেন বিপ্র চরণ পাখালে।
আর হস্তে ঢেলা মারে মাথায় কপালে॥
এ সব লোকের কি কুশল কোন ক্ষণে।
হইয়াছে হইবেক বুঝ ভাবি মনে॥
যত পাপ হয় প্রজা জনেরে হিংসিলে।
তার শত গুণ হয় বৈষ্ণব নিন্দিলে॥
শ্রদ্ধা করি মূর্ত্তি পূজে ভক্ত না আদরে।
মূর্খ নীচ পতিতেরে দয়া নাহি করে॥
এক অবতার ভজে না ভজয়ে আর।
কৃষ্ণ রঘুনাথে করে ভেদ ব্যবহার॥
বলরাম শিব প্রতি প্রীত নাহি করে।
ভক্তাধম শাস্ত্রে কহে এ সব জনেরে॥

তথাহি।

অর্চ্চয়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। (১২)
নতদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

প্রসঙ্গে কহি যে ভক্তাধমের লক্ষণ।
পূর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ ষড়্ভুজ দর্শন॥

(১২) যিনি শ্রীহরির প্রীতি সম্পাদনের নিমিত্ত, শ্রদ্ধা-সহকারে কেবল প্রতিমাতেই তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার ভক্ত এবং অপরাপর জীবসমূহে তাহা করেন না, সেই ভক্তকেই প্রাকৃত বলিয়া মনে করা যায়।

এই নিত্যানন্দের ষড়্‌ভুজ দরশন।
ইহা যে শুনয়ে তার বন্ধ বিমোচন॥
বাহ্য পাই নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন।
মহানদী বহে দুই কমল নয়ন॥
সবা প্রতি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
পূর্ণ হৈল ব্যাসপূজা করহ কীর্ত্তন॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সবে আনন্দিত।
চৌদিকে উঠিল কৃষ্ণধ্বনি আচম্বিত॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র নাচে এক ঠাঞি।
মহামত্ত দুই ভাই কার বাহ্য নাই॥
সকল বৈষ্ণব হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
ব্যাসপূজা মহোৎসব মহাকুতূহল॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ গড়ি যায়।
সবাই চরণ ধরে যে যাহার পায়॥
চৈতন্য প্রভুর মাতা জগতের আই।
নিভৃতে বসিয়া রঙ্গ দেখেন তথাই॥
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ দেখেন যখনে।
দুই জন মোর পুত্র হেন বাসে মনে॥
ব্যাস-পূজা মহোৎসব পরম উদার।
অনন্ত প্রভু সে পারে ইহা বর্ণিবার॥
সূত্র করি কহি কিছু চৈতন্যচরিত।
যে তে মতে কৃষ্ণ গাইলেই হয় হিত॥
দিন অবশেষ হৈল ব্যাসপুজা রঙ্গে।
নাচেন বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্ভর সঙ্গে॥
পরম আনন্দে মত্ত ভাগবতগণ।
হা কৃষ্ণ বলিয়া সবে করেন ক্রন্দন॥
এই মতে নিজ ভক্তিযোগ প্রকাশিয়া।
স্থির হৈলা বিশ্বম্ভর সর্ব্বগণ লঞা॥
ঠাকুর পণ্ডিত প্রতি বলে বিশ্বম্ভর।
ব্যাসের নৈবেদ্য সব আনহ সত্বর॥
ততক্ষণে আনিলেন সর্ব্ব উপহার।
আপনেই প্রভু হস্তে দিলেন সবার॥
প্রভুর হস্তের দ্রব্য পাই ততক্ষণ।
আনন্দে ভোজন করে ভাগবতগণ॥
যতেক আছিল সেই বাড়ীর ভিতরে।
সবারে ডাকিয়া প্রভু দিল নিজ করে॥
ব্রহ্মাদি পাইয়া যাহা ভাগ্য হেন মানে।
তাহা পায় বৈষ্ণবের দাস দাসীগণে॥
এ সব কৌতুক যত শ্রীবাসের ঘরে।
এতেক শ্রীবাস ভাগ্য কে বলিতে পারে॥
এই মত নানা দিনে নানা সে কৌতুকে।
নবদ্বীপে হয়, নাহি জানে সর্ব্ব লোকে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥
ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে ব্যাসপূজা নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অদ্বৈত মিলন।

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভৃত্যাস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে।
জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য সর্ব্বপ্রিয়াণাম্॥

জয় জয় জগত-জীবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব॥
জয় জয় জগৎ-মঙ্গল বিশ্বম্ভর।
জয় জয় জয় গৌরচন্দ্রের কিঙ্কর॥

জয় শ্রীপরমানন্দ পুরীর জীবন।
জয় দামোদর স্বরূপের প্রাণধন ॥
জয় রূপ সনাতন প্রিয় মহাশয়।
জয় জগদীশ গোপীনাথের হৃদয় ॥
জয় জয় দ্বারপাল গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥
হেনমতে নিত্যানন্দ সঙ্গে গৌরচন্দ্র।
ভক্তগণ লৈয়া করে সংকীর্ত্তন রঙ্গ ॥
এখন শুনহ অদ্বৈতের আগমন।
মধ্যখণ্ডে যে মতে হইল দরশন ॥
একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর আবেশে।
রামাইরে আজ্ঞা করিলেন পূর্ণ রসে ॥
চলহ রামাই তুমি অদ্বৈতের বাস।
তার স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ ॥
যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন।
যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন ॥
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার আসি হইলা প্রকাশ ॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
আপনে আসিয়া ঝাট কর বিবর্ত্তন ॥
নির্জ্জনে কহিও নিত্যানন্দ আগমন।
যে কিছু দেখিলা তারে কহিও কথন ॥
আমার পূজার সর্ব্ব উপহার লঞা।
ঝাট আসিবারে বল সস্ত্রীক হইয়া ॥
শ্রীবাস অনুজ রাম আজ্ঞা শিরে ধরি।
সেইক্ষণে চলিলা সঙরি হরি হরি ॥
আনন্দে বিহ্বল পথ না জানে রামাই।
শ্রীচৈতন্য আজ্ঞা লই গেলা সেই ঠাঞি ॥
আচার্য্যের নমস্করি রামাইপণ্ডিত।
কহিতে না পারে কথা আনন্দে পূর্ণিত।
সর্ব্বজ্ঞ অদ্বৈত ভক্তিযোগের প্রভাবে।
আইল প্রভুর আজ্ঞা জানিয়াছে আগে ॥
রামাই দেখিয়া হাসি বলেন বচন।
বুঝি আজ্ঞা হৈল আমা নিবার কারণ ॥
করযোড় করি বলে রামাই পণ্ডিত।
সকল জানিয়া আছ চলহ ত্বরিত ॥
আনন্দে বিহ্বল হঞা আচার্য্য গোসাঞি।
হেন নাহি জানে আছে দেহ কোন ঠাঞি ॥
কে বুঝয়ে অদ্বৈতের চরিত্র গহন।
জানিয়াও নানা মত করয়ে কথন ॥
কোথা বা গোসাঞি আইল মানুষ ভিতরে।
কোন শাস্ত্রে বলে নদীয়ায় অবতরে ॥
মোর ভক্তি অধ্যাত্ম বৈরাগ্য জ্ঞান মোর।
সকল জানয়ে শ্রীনিবাস ভাই তোর ॥
অদ্বৈতের চরিত্র রামাই ভাল জানে।
উত্তর না করে কিছু হাসে মনে মনে ॥
এইমত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল দুষ্কৃতির কার্য্য বাদ ॥
পুনঃ বলে কহ কহ রামাই পণ্ডিত।
কি কারণে তোমার গমন আচম্বিত ॥
বুঝিলেন আচার্য্য হইলা শান্ত চিত।
তখন কান্দিয়া কহে রামাই পণ্ডিত ॥
যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন ॥
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার আসি হইলা প্রকাশ ॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
তোমার সে আজ্ঞা করিবারে বিবর্ত্তন ॥
ষড়ঙ্গ পূজার বিধি যোগ্য সজ্জ লঞা।
প্রভুর আজ্ঞায় চল সস্ত্রীক হইয়া ॥

নিত্যানন্দ স্বরূপের হৈল আগমন।
প্রভুর দ্বিতীয় দেহ তোমার জীবন ॥
তুমি সে জানহ তারে মুঞি কি কহিমু।
ভাগ্য থাকে মোর তবে একত্র দেখিমু ॥
রামাইর মুখে যবে এতেক শুনিলা।
তখনে তুলিয়া বাহু কান্দিতে লাগিলা ॥
কান্দিয়া হইলা মূর্চ্ছা আনন্দ সহিত।
দেখিয়া সকল গণ হইলা বিস্মিত ॥
ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য করয়ে হুঙ্কার।
আনিলোঁ আনিলোঁ বলি প্রভু আপনার ॥
মোর লাগি প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া।
এত বলি কান্দে পুনঃ ভূমিতে পড়িয়া ॥
অদ্বৈত গৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা।
প্রভুর প্রকাশ শুনি কান্দে আনন্দিতা ॥
অদ্বৈতের তনয় অচ্যুতানন্দ নাম।
পরম বালক সেই কান্দে অবিরাম ॥
কান্দেন অদ্বৈত পত্নী পুত্রের সহিত।
অনুচর সব বেড়ি কাঁদে চারি ভিত ॥
কেবা কোন দিকে কাঁদে নাহি পরাপর।
কৃষ্ণ প্রেম-ময় হৈল অদ্বৈতের ঘর ॥
স্থির হয় অদ্বৈত—হইতে নারে স্থির।
ভাবাবেশে নিরবধি দোলায় শরীর ॥
রামাইয়েরে বলে প্রভু কি বলিলা মোরে।
রামাই বলেন ঝাট চলিবার তরে ॥
অদ্বৈত বলয়ে শুন রামাই পণ্ডিত।
মোর প্রভু হয় তবে মোহার প্রতীত ॥
আপন ঐশ্বর্য্য যদি মোহারে দেখায়।
শ্রীচরণ তুলি দেই মোহার মাথায় ॥
তবে সে জানিমু মোর হয় প্রাণনাথ।
সত্য সত্য এই মুঞি কহিল তোমাত ॥
রামাই বলেন প্রভু মুঞি কি কহিমু।
যদি মোর ভাগ্য থাকে নয়নে দেখিমু ॥
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই সে তাঁহার।
তোমার নিমিত্ত প্রভু এই অবতার ॥
হইলা অদ্বৈত তুষ্ট রামের বচনে।
শুভ যাত্রা উদ্যোগ করিলা ততক্ষণে ॥
পত্নীরে বলিলা ঝাট হও সাবধান।
লইয়া পূজার সর্জ্জ চল আগুয়ান ॥
পতিব্রতা সেই চৈতন্যের তত্ত্ব জানে।
গন্ধ মাল্য ধূপ বস্ত্র অশেষ বিধানে ॥
ক্ষীর দধি সর ননী কর্পূর তাম্বুল।
লইয়া চলিলা যত সব অনুকূল ॥
সপত্নীকে চলিলা অদ্বৈত মহাপ্রভু।
রামাইয়ে নিষেধে ইহা না কহিবা কভু ॥
না আইলা আচার্য্য তুমি বলিবা বচন।
দেখ মোরে প্রভু তবে কি বলে তখন ॥
গুপ্তে থাকোঁ মুঞি নন্দন আচার্য্যের ঘরে।
না আইল বলি তুমি করিবা গোচরে ॥
সবার হৃদয়ে বৈসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত সঙ্কল্প চিত্তে হইল গোচর ॥
আচার্য্যের আগমন জানিয়া আপনে।
ঠাকুর পণ্ডিত গৃহে চলিলা তখনে ॥
প্রিয় যত চৈতন্যের নিজ ভক্তগণ।
প্রভুর ইচ্ছায় সব মিলিলা তখন ॥
আবেশিত চিত্ত প্রভুর সবাই বুঝিয়া।
সশঙ্কে আছেন সবে নীরব হইয়া ॥
হুঙ্কার করয়ে প্রভু ত্রিদশের রায়।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টায় ॥
নাড়া আইসে নাড়া আইসে বলে বার বার।
নাড়া চাহে মোর ঠাকুরালি দেখিবার ॥

নিত্যানন্দ জানে সব প্রভুর ইঙ্গিত।
বুঝিয়া মস্তকে ছত্র ধরিলা ত্বরিত॥
গদাধর বুঝি দেয় কর্পূর তাম্বুল।
সর্ব্ব জনে করে সেবা যেন অনুকূল॥
কেহ পড়ে স্তুতি কেহ কোন সেবা করে।
হেনই সময়ে আসি রামাই গোচর॥
নাহি কহিতেই প্রভু বলে রামাইরে।
মোরে পরীক্ষিতে নাড়া পাঠাইল তোরে॥
নাড়া আইসে—বলি প্রভু মস্তক ঢুলায়।
জানিয়াও মোরে নাড়া চালয়ে সদায়॥
এথাই রহিলা নন্দনাচার্য্যের ঘরে।
মোরে পরীক্ষিতে নাড়া পাঠাইল তোরে॥
আন গিয়া শীঘ্র তুমি হেথাই তাহানে।
প্রসন্ন শ্রীমুখে আমি বলিল আপনে॥
আনন্দে চলিলা পুনঃ রামাই পণ্ডিত।
সকল অদ্বৈত স্থানে করিলা বিদিত॥
শুনিয়া আনন্দে ভাসে অদ্বৈত আচার্য্য।
আইলা প্রভুর স্থানে সিদ্ধ হইল কার্য্য॥
দূরে থাকি দণ্ডবৎ করিতে করিতে।
সস্ত্রীকে আইসে স্তব পড়িতে পড়িতে॥
পাইয়া নির্ভয় পদ আইলা সম্মুখে।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অপরূপ বেশ দেখে॥

শ্রীরাগঃ।

জিনিয়া কন্দর্প কোটি লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কনক সুন্দর কলেবর॥
প্রসন্ন বদন কোটি চন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর॥
দুই বাহু কোটি কনকের স্তম্ভ যিনি।
তহি দিব্য আভরণ রত্নের খিচনি॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মহামণি শোভে বক্ষে।
মকর কুণ্ডল বৈজয়ন্তী মালা দেখে॥
কোটি মহাসূর্য্য যিনি তেজে নাহি অন্ত।
পাদপদ্মে হেমছত্র ধরয়ে অনন্ত॥
কিবা নখ কিবা মণি না পারি চিনিতে।
ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে॥
কিবা প্রভু কিবা গণ কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ম্ময় বহি কিছু নাহি দেখে আর॥
দেখে পড়িয়াছে চারি পঞ্চ ছয় মুখ।
মহা ভয়ে স্তুতি করে নারদাদি শুক॥
মকর বাহন রথ এক বরাঙ্গনা।
দণ্ড পরণামে আছে যেন গঙ্গা সমা॥
তবে দেখে স্তুতি করে সহস্র বদন।
চারিদিগে দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ॥
উলটিয়া চাহে নিজ চরণের তলে।
সহস্র সহস্র দেব পড়ি কৃষ্ণ বলে॥
যে পূজার সময়ে যে দেব ধ্যান করে
তাই দেখে চারিদিকে চরণের তলে॥
দেখিয়া সম্ভ্রমে দণ্ড পরণাম ছাড়ি।
উঠিলা অদ্বৈত অদ্ভুত দেখি বড়ি॥
দেখে সহস্র ফণাধর মহা নাগগণ।
ঊর্দ্ধবাহু স্তুতি করে তুলি সব ফণ॥
অন্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্য রথ।
গজ হংস অশ্বে নিরোধিল বায়ুপথ॥
কোটি কোটি নাগ বধূ সজল নয়নে।
কৃষ্ণ বলি স্তুতি করে দেখে বিদ্যমানে॥
ক্ষিতি অন্তরীক্ষ স্থান নাহি অবকাশে।
দেখে পড়িয়াছে মহা ঋষিগণ পাশে॥
মহা ঠাকুরাল দেখি পাইল সংভ্রম।
পতি পত্নী কিছু বলিবারে নাহি ক্ষম॥

পরম সদয় মতি প্রভু বিশ্বম্ভর।
চাহিয়া অদ্বৈত প্রতি করিলা উত্তর ॥
তোমার সংকল্প লাগি অবতীর্ণ আমি।
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি ॥
শুইয়া আছিনু ক্ষীর সাগর ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ হইল মোর তোমার হুঙ্কারে ॥
দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে।
আমারে আনিলে সব জীব উদ্ধারিতে ॥
যতেক দেখিলে চতুর্দ্দিগে মোর গণ।
সবার হইল জন্ম তোমার কারণ ॥
যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে।
তোমা হতে তাহা দেখিবেক সর্ব্ব জনে ॥

রামকিরি রাগঃ।

এতেক প্রশ্রয় বাক্য প্রভুর শুনিয়া।
উর্দ্ধবাহু করি কান্দে সস্ত্রীক হইয়া ॥
আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ।
আজি সে সফল কৈল যত অভিলাষ ॥
আজি মোর জন্ম কর্ম্ম সকল সফল।
সাক্ষাতে দেখিনু তোর চরণ যুগল ॥
ঘোষে মাত্র চারি বেদে যারে নাহি দেখে।
হেন তুমি মোর লাগি হৈলা পরতেকে ॥
মোর কিছু শক্তি নাহি তোমার করুণা।
তোমা বহি জীব উদ্ধারিবে কোন জনা ॥
বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসেন আচার্য্য।
প্রভু বলে তোমার পূজার কর কার্য্য ॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পরম হরিষে।
চৈতন্য চরণ পূজে অশেষ বিশেষে ॥
প্রথমে চরণ ধুই সুবাসিত জলে।
শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে ঢালে ॥

চন্দনে ডুবাই দিব্য তুলসী মঞ্জরী।
অর্ঘ্যের সহিত দিল চরণ উপরি ॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ পঞ্চ উপচার।
পূজা করে প্রেম জলে বহে মহা ধার ॥
পঞ্চশিখা জ্বালি পুনঃ করে বন্দাপনা।
শেষে জয় জয় ধ্বনি করয়ে ঘোষণা ॥
করিয়া চরণ পূজা ষোড়শোপচারে।
আর বার বস্ত্র দিল মাল্য অলঙ্কারে ॥
শাস্ত্র দৃষ্টে পূজা করি পটল বিধানে।
এই শ্লোক পড়ি করে দণ্ড পরিণামে ॥

তথাহি।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

এই শ্লোক পড়ি আগে নমস্কার করি।
শেষে স্তুতি করে নানা শাস্ত্র অনুসারি ॥
জয় জয় সর্ব্ব প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসাগর ॥
জয় জয় ভকত বচন সত্যকারী।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা অবতারি ॥
জয় জয় সিন্ধুসুতা রূপ মনোরম।
জয় জয় শ্রীবৎস কৌস্তুভ বিভূষণ ॥
জয় জয় হরে কৃষ্ণ মন্ত্রের প্রকাশ।
জয় জয় নিজ ভক্তি গ্রহণ বিলাস ॥
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্ত শয়ন।
জয় জয় জয় সর্ব্ব জীবের শরণ ॥
তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি নারায়ণ।
তুমি মৎস্য তুমি কূর্ম্ম তুমি সনাতন ॥
তুমি সে বরাহ প্রভু তুমি সে বামন।
তুমি কর যুগে যুগে দেবের পালন ॥

তুমি রক্ষকুলহন্তা জানকী-জীবন।
তুমি প্রভু বরদাতা অহল্যা মোচন ॥
তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি কৈলে অবতার।
হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ নাম যার ॥
সর্ব্বদেব চূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ।
তুমি সে ভোজন কর নীলাচল মাঝ ॥
তোমারে সে চারি বেদে বুলে অন্বেষিয়া।
তুমি এথা আসি রহিয়াছ লুকাইয়া ॥
লুকাইতে বড় প্রভু তুমি মহাবীর।
ভক্তজনে তোমা ধরি করয়ে বাহির ॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে তোমার অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমা বই নাহি আর ॥
এই তোর দুই খানি চরণ কমল।
ইহার সে রসে গৌরী শঙ্কর বিহ্বল ॥
এই সে চরণ রমা সেবে এক মনে।
ইহার সে যশ গায় সহস্র বদনে ॥
এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে সদায়।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে ইহার যশ গায় ॥
সত্য লোক আক্রমিল এই সে চরণে।
বলী শির ধন্য হৈল ইহার অর্পণে ॥
এই সে চরণ হৈতে গঙ্গা অবতার।
শঙ্কর ধরিল শিরে মহাবেগ যার ॥
কোটি বৃহস্পতি জিনি অদ্বৈতের বুদ্ধি।
ভালমতে জানে সেই চৈতন্যের শুদ্ধি ॥
বর্ণিতে চরণ ভাসে নয়নের জলে।
পড়িলা দীঘল দুই চরণের তলে ॥
সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত মাথায় ॥
চরণ অর্পণ শিরে করিল যখন।
জয় জয় মহাধ্বনি হইল তখন ॥

অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে হইলা বিহ্বল।
হরি হরি বলি সবে করে কোলাহল ॥
গড়াগড়ি যায় কেহ মালসাট মারে।
কার গলা ধরি কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
সস্ত্রীকে অদ্বৈত হৈলা পূর্ণ মনোরথ।
পাইয়া চরণ শিরে পূর্ব্ব অভিমত ॥
অদ্বৈতেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
আরে নাড়া আমার কীর্ত্তনে নৃত্য কর ॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত গোসাঞি।
নানা ভক্তিযোগে নৃত্য করে সেই ঠাঞি ॥
উঠিল কীর্ত্তন ধ্বনি অতি মনোহর।
নাচেন অদ্বৈত গৌরচন্দ্রের গোচর ॥
ক্ষণে বা বিশাল নাচে ক্ষণে বা মধুর।
ক্ষণে বা দশনে তৃণ করয়ে প্রচুর ॥
ক্ষণে ঘুরে উঠে ক্ষণে পড়ি গড়ি যায়।
ক্ষণে ঘনশ্বাস ছাড়ি ক্ষণে মূর্চ্ছা পায় ॥
যে কীর্ত্তন যখন শুনয়ে সেই হয়।
এক ভাবে স্থির নহে আনন্দে নাচয় ॥
অবশেষে আসি সবে রহে দাস্যভাবে।
বুঝন না যায় সেই অচিন্ত্য প্রভাবে ॥
ধাইয়া ধাইয়া যায় ঠাকুরের পাশে।
নিত্যানন্দ দেখিয়া ভ্রুকুটি করি হাসে ॥
হাসি বলে ভাল হৈল আইলা নিতাই।
এতদিন তোমার লাগালি নাহি পাই ॥
যাইবে কোথায় আজি রাখিমু বান্ধিয়া।
ক্ষণে বলে প্রভু ক্ষণে বলে মাতালিয়া ॥
অদ্বৈত চরিত্রে হাসে নিত্যানন্দ রায়।
এক মূর্ত্তি দুই ভাগ কৃষ্ণের লীলায় ॥
পূর্ব্বে বলিয়াছি নিত্যানন্দ নানারূপে।
চৈতন্যের সেবা করে অশেষ কৌতুকে ॥

কোন রূপে কহে কোন রূপে করে ধ্যান।
কোন রূপে ছত্র-শয্যা কোন রূপে গান ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত অভেদ করি জান।
এই অবতারে জানে যত ভাগ্যবান্ ॥
যে কিছু কলহ লীলা দেখহ দোঁহার।
সে সব অচিন্ত্য রঙ্গ ঈশ্বর ব্যাভারে ॥
সে না বুঝে বেদের কলহ এক পক্ষ ধরে।
এক বন্দে আর নিন্দে সেই জন মরে ॥
অদ্বৈতের নৃত্য দেখি বৈষ্ণব সকল।
আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলা বিহ্বল ॥
হইল প্রভুর আজ্ঞা রহিবার তরে।
ততক্ষণে রহিলেন আজ্ঞা করি শিরে ॥
আপন গলার মালা অদ্বৈতেরে দিয়া।
বর মাগ বর মাগ বলেন হাসিয়া ॥
শুনিয়া অদ্বৈত কিছু না করে উত্তর।
মাগ মাগ পুনঃ পুনঃ বলে বিশ্বম্ভর ॥
অদ্বৈত বলয়ে আর কি মাগিমু বর।
যে বর চাহিমু তাহা পাইমু সকল ॥
তোমারে সাক্ষাৎ করি আপনে নাচিলোঁ।
চিত্তের অভীষ্ট যত সকল পাইলোঁ ॥
কি চাহিমু প্রভু কিবা শেষ আছে আর।
সাক্ষাতে দেখিমু প্রভু তোর অবতার।
কি চাহিমু কিবা নাহি জানহ আপনে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য দরশনে ॥
মাথা ঢুলাইয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তোমার নিমিত্তে এই হইল গোচর ॥
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন-পরচার।
মোর যশে নাচে যেন সকল সংসার ॥
ব্রহ্মা শিব নারদাদি যারে তপ করে।
হেন ভক্তি বিলাইমু বলিমু তোমারে ॥
অদ্বৈত বলয়ে যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা ॥
বিদ্যা ধন কুল আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জন বাধে ॥
সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
আচণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ লৈয়া ॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি করিলা হুঙ্কার।
প্রভু বলে সত্য যে তোমার অঙ্গীকার ॥
এই সব বাক্যে সাক্ষী সকল সংসার।
মূর্খ নীচ প্রতি কৃপা হইলা তাঁহার ॥
চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণ গানে।
ভট্ট মিশ্র চক্রবর্ত্তী সবে নিন্দা জানে ॥
গ্রন্থ পড়ি মুখ মুড়ি কার বুদ্ধি নাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ ॥
অদ্বৈতের বলে প্রেম পাইল জগতে।
এ সকল কথা কহি মধ্যখণ্ড হৈতে ॥
চৈতন্যে অদ্বৈতে যত হৈল প্রেম কথা।
সকল জানেন সরস্বতী জগন্মাতা ॥
সেই ভগবতী সর্ব্ব জনের জিহ্বায়।
অনন্ত হইয়া চৈতন্যের যশ গায় ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥
সস্ত্রীকে আনন্দ হৈলা আচার্য্য গোসাঞি।
অভিমত পাই রহিলেন সেই ঠাঞি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
শ্রীঅদ্বৈত মিলনং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

নাচেরে চৈতন্য গুণনিধি।
অসাধনে চিন্তামণি হাতে দিল বিধি ॥ ধ্রু ॥
জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব প্রাণ।
জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈতের প্রেমধাম ॥
জয় শ্রীজগদানন্দ শ্রীগর্ভ জীবন।
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রাণধন ॥
জয় জগদীশ গোপীনাথের ঈশ্বর।
জয় হউক যত গৌরচন্দ্র অনুচর ॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায় ॥
অদ্বৈত লইয়া সব বৈষ্ণবমণ্ডল।
মহা নৃত্য গীত করে কৃষ্ণ কোলাহল ॥
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব আর নাহি স্ফুরে ॥
আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায় ॥
এবে শুনহ বিদ্যানিধির আগমন।
পুণ্ডরীক নাম শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ॥
প্রাচ্য ভূমি চাটিগ্রাম ধন্য করিবারে।
তথা তানে অবতীর্ণ করিলা ঈশ্বরে ॥
নবদ্বীপে করিলেন ঈশ্বর প্রকাশ।
বিদ্যানিধি না দেখিয়া ছাড়ে প্রভু শ্বাস ॥
নৃত্য করি উঠিয়া বসিলা গৌররায়।
পুণ্ডরীক বাপ বলি কান্দে উর্দ্ধরায় ॥
পুণ্ডরীক আরে মোর বাপরে বন্ধুরে।
কবে তোমা দেখিব আরে রে বাপরে ॥
হেন চৈতন্যের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি।
হেন সব ভক্ত প্রকাশিল গৌরনিধি ॥
প্রভু যে ক্রন্দন করে তান নাম লইয়া।
ভক্ত সব কেহ কিছু না বুঝেন ইহা ॥
সবে বলে পুণ্ডরীক বলেন কৃষ্ণরে।
বিদ্যানিধি নাম শুনি সবেই বিচারে ॥
কোন প্রিয় ভক্ত ইহা সবে বুঝিলেন।
বাহ্য হৈলে প্রভু স্থানে সবে বলিলেন ॥
কোন ভক্ত লাগি প্রভু করহ ক্রন্দন।
সত্য আমা সবা প্রতি করহ কথন ॥
আমা সবার ভাগ্য হউক তানে জানি।
তার জন্ম কর্ম্ম কোথা কহ প্রভু শুনি ॥
প্রভু বলে তোমরা সকলে ভাগ্যবান।
শুনিতে হইল ইচ্ছা তাহার আখ্যান ॥
পরম অদ্ভুত তাঁর সকল চরিত্র।
তাঁর নাম শ্রবণেও সংসার পবিত্র ॥
বিষয়ীর প্রায় তাঁর পরিচ্ছদ সব।
চিনিতে না পারে কেহ তিঁহো যে বৈষ্ণব ॥
চাটিগ্রামে জন্ম বিপ্র পরম পণ্ডিত।
পরম স্বধর্ম্ম সর্ব্ব লোক অপেক্ষিত ॥
কৃষ্ণভক্তি সিন্ধু মাঝে ভাসে নিরন্তর।
অশ্রু কম্প পুলক বেষ্টিত কলেবর ॥
গঙ্গাস্নান না করেন পদস্পর্শ ভয়ে।
গঙ্গা দরশন করে নিশার সময়ে ॥
গঙ্গাতে যে সব লোক করে অনাচার।
কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশ-সংস্কার ॥
এ সকল দেখিয়া পায়েন মনে ব্যথা।
এতেকে দেখেন গঙ্গা নিশায় সর্ব্বথা ॥
বিচিত্র বিশ্বাস আর এক শুন তান।
দেবার্চ্চন পূর্ব্বে করে গঙ্গাজল পান ॥
তবে সে করেন পূজা আদি নিত্য কর্ম্ম।
ইহা সর্ব্ব পণ্ডিতেরে বুঝায়েন ধর্ম্ম ॥

চাটিগ্রামে আছেন, এথায়ও বাড়ী আছে।
আসিবেন সংপ্রতি দেখিবা কিছু পাছে ॥
তাঁরে শীঘ্র কেহই চিনিতে না পারিবা।
দেখিলে বিষয়ী জ্ঞান মাত্র সে করিবা ॥
তাঁরে না দেখিয়া আমি স্বস্তি নাহি পাই।
সবে তাঁরে আকর্ষিয়া আনহ এথাই ॥
কহি তাঁর কথা প্রভু আবিষ্ট হইলা।
পুণ্ডরীক বাপ বলি কান্দিতে লাগিলা ॥
মহা উচ্চৈঃস্বরে প্রভু রোদন করেন।
তাঁহার ভক্তির তত্ত্ব তিনি সে জানেন ॥
ভক্ততত্ত্ব চৈতন্য গোসাঞি মাত্র জানে।
সেই ভক্ত জানে যারে কহেন আপনে ॥
ঈশ্বরের আকর্ষণ হৈল তাঁর প্রতি।
নবদ্বীপে আসিতে তাঁহার হৈল মতি ॥
অনেক সেবক সঙ্গে অনেক সম্ভার।
অনেক ব্রাহ্মণ সঙ্গে শিষ্য ভক্ত তাঁর ॥
আসিয়া রহিলা নবদ্বীপে গূঢ়রূপে।
পরম ভোগীর প্রায় সর্ব্বলোকে দেখে ॥
বৈষ্ণব সমাজে ইহা কেহ নাহি জানে।
সবে মাত্র মুকুন্দ জানিলা সেইক্ষণে ॥
শ্রীমুকুন্দ বেজ ওঝা তাঁর তত্ত্ব জানে।
এক সঙ্গে মুকুন্দের জন্ম চাটিগ্রামে ॥
বিদ্যানিধি আগমন জানিয়া গোসাঞি।
যে আনন্দ হইল তাহার অন্ত নাই ॥
কোন বৈষ্ণবেরে প্রভু না কহে ভাঙ্গিয়া।
পুণ্ডরীক আছেন বিষয়ী প্রায় হৈয়া ॥
যত কিছু তাঁর প্রেম-ভক্তির মহত্ত্ব।
মুকুন্দ জানেন আর বাসুদেব দত্ত ॥
মুকুন্দের বড় প্রিয় শ্রীগদাধর।
একান্ত মুকুন্দ তাঁর সঙ্গে অনুচর ॥

যথাকার যে বার্ত্তা কহেন আসি সব।
আজি এথা আইলা এক অদ্ভুত বৈষ্ণব ॥
গদাধর পণ্ডিত শুনহ সাবধানে।
বৈষ্ণব দেখিতে যে বাঞ্ছহ তুমি মনে ॥
অদ্ভুত বৈষ্ণব আজি দেখাব তোমারে।
সেবক করিয়া যেন স্মরহ আমারে ॥
শুনি গদাধর বড় হরিষ হইলা।
সেইক্ষণে কৃষ্ণ বলি দেখিতে চলিলা ॥
বসিয়া আছেন বিদ্যানিধি মহাশয়।
সম্মুখে হইল গদাধরের বিজয়।
গদাধরপণ্ডিত করিলা নমস্কার।
বসাইলা আসনে করিয়া পুরস্কার ॥
জিজ্ঞাসিলা বিদ্যানিধি মুকুন্দের স্থানে।
কিবা নাম ইহার থাকেন কোন স্থানে ॥
বিষ্ণুভক্তি তেজময় দেখি কলেবর।
আকৃতি প্রকৃতি দুই পরম সুন্দর ॥
মুকুন্দ বলেন শ্রীগদাধর নাম।
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত ভাগ্যবান ॥
মাধব মিশ্রের পুত্র কহি ব্যবহারে।
সকল বৈষ্ণব প্রীতি বাসেন ইহারে ॥
ভক্তি পথে রত সঙ্গ ভক্তের সহিতে।
শুনিয়া তোমার নাম আইলা দেখিতে ॥
শুনি বিদ্যানিধি বড় সন্তোষিত হৈলা।
পরম গৌরবে সম্ভাষিবারে লাগিলা ॥
বসিয়া আছেন পুণ্ডরীক মহাশয়।
রাজপুত্র যেন করিয়াছেন বিজয় ॥
দিব্য খট্টা হিঙ্গুলে পিতলে শোভা করে।
দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে ॥
তহিঁ দিব্য শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্ম বাসে।
পট্ট নেত বালিস শোভয়ে চারি পাশে ॥

বড় ঝারি ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত।
দিব্য পিতলের বাটা পাকা পান তাত ॥
দিব্য আলবাটি দুই শোভে দুই পাশে।
পান খায়, গদাধর দেখি দেখি হাসে ॥
দিব্য ময়ুরের পাখা লই দুই জনে।
বাতাস করিতে আছে দেহে সর্ব্বক্ষণে ॥
চন্দনের ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র তিলক কপালে।
গন্ধের সহিত তথি ফাগু বিন্দু মিলে ॥
কি কহিব সে বা কেশ ভারের সংস্কার।
দিব্য গন্ধ আমলকি বহি নাহি আর ॥
ভক্তির প্রভাবে দেহ মদন সমান।
যে না চিনে তার হয় রাজপুত্র জ্ঞান ॥
সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা সায়বান্।
বিষয়ীর প্রায় যেন ব্যভার সংস্থান ॥
দেখিয়া বিষয়ী রূপ দেব গদাধর।
সন্দেহ বিশেষ কিছু জন্মিল অন্তর ॥
আজন্ম বিরক্ত গদাধর মহাশয়।
বিদ্যানিধি প্রতি কিছু জন্মিল সংশয় ॥
ভালত বৈষ্ণব সব বিষয়ীর বেশ।
দিব্য ভোগ দিব্য বাস দিব্য গন্ধ কেশ ॥
শুনিয়া ত তান ভক্তি আছিল ইহানে।
আছিল যে ভক্তি সেহ গেল দরশনে ॥
বুঝি গদাধর চিত্ত শ্রীমুকুন্দানন্দ।
বিদ্যানিধি প্রকাশিতে করিলা আরম্ভ ॥
কৃষ্ণের প্রসাদে গদাধর অগোচর।
কিছু নাহি আবেদ্য কৃষ্ণের মায়াধর ॥
মুকুন্দ সুস্বর বড় কৃষ্ণের গায়ন।
পড়িলেন শ্লোক ভক্তি মহিমা বর্ণন ॥
রাক্ষসী পুতনা শিশু খাইতে নির্দ্দয়া।
ঈশ্বরে বধিতে গেলা কালকূট লইয়া ॥
তাহারেও মাতৃ পদ দিলেন ঈশ্বরে।
না ভজে অবোধ জীবে হেন দয়ালেরে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াঽপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥
পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপি সদ্গতিম্॥ (১৩)

শুনিলেন মাত্র ভক্তিযোগের বর্ণন।
বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
নয়নে অপূর্ব্ব বহে শ্রীআনন্দ ধার।
যেন গঙ্গা দেবীর হইল অবতার ॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
এককালে হইল সবার অবতার ॥
বোল বোল বলি মহা লাগিল গর্জ্জিতে।
স্থির হইতে না পারিল পড়িলা ভূমিতে ॥
লাথি আছাড়ের ঘায়ে যতেক সম্ভার।
ভাঙ্গিল সকল, রক্ষা নাহি কার আর ॥
কোথা গেল দিব্য বাটা দিব্য গুয়া পান।
কোথা গেল ঝারি যাতে করে জল পান।
কোথায় পড়িল গিয়া শয্যা পদাঘাতে।
প্রেমাবেশে দিব্যবস্ত্র চিরে দুই হাতে ॥
কোথা গেল বা সে দিব্য কেশের সংস্কার।
ধূলায় লোটায় করে ক্রন্দন অপার ॥

---

(১৩) অহো! বকাসুর-ভগিনী পুতনা যাঁহাকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে স্তনদ্বয়ে সংলিপ্ত কালকুট পান করাইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও সেই অসাধ্বী যাঁহার নিকট হইতে ধাত্রীজনযোগ্য গতিই লাভ করিয়াছে, বল দেখি, তিনি ভিন্ন আর কোন্ দয়ালুর শরণাপন্ন হইব?

শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর মোর কৃষ্ণ মোর প্রাণ।
মোরে সে করিলে কাষ্ঠ পাষাণ সমান॥
অনুতাপ করিয়া কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
মুই সে বঞ্চিত হৈনু হেন অবতারে॥
মহা গড়াগড়ি দিয়া যে পাড়ে আছাড়।
সবে মনে জানে যেন চূর্ণ হইল হাড়॥
হেন সে হইল কম্প ভাবের বিকারে।
দশ জনে ধরিলেও ধরিতে না পারে॥
বস্ত্র শয্যা ঝারি বাটি সকল সম্ভার।
পদাঘাতে সব গেল কিছু নাহি আর॥
সেবক সকল যে করিল সম্বরণ।
সকল রহিল সেই ব্যবহার ধন॥
এইমত কতক্ষণ প্রেম প্রকাশিয়া।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই থাকিলা পড়িয়া॥
তিল মাত্র ধাতু নাহি সকল শরীরে।
ডুবিলেন বিদ্যানিধি আনন্দ-সাগরে॥
দেখি গদাধর মহা হইলা বিস্মিত।
তখন সে মনে বড় হইল চিন্তিত॥
হেন মহাশয়ে আমি অবজ্ঞা করিনু।
কোন বা অশুভক্ষণে দেখিতে আইনু।
মুকুন্দেরে পরম সন্তোষে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁর প্রেমানন্দ জলে॥
মুকুন্দ আমার তুমি কৈলে বন্ধু কার্য্য।
দেখাইলে ভক্তি, বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য॥
এমত বৈষ্ণব কি আছেন ত্রিভুবনে।
ত্রিলোক পবিত্র হয় ভক্তি দরশনে॥
আজি আমি এড়াইনু পরম সঙ্কট।
সেহো যে কারণ তুমি আছিলা নিকট॥
বিষয়ীর পরিচ্ছদ দেখিয়া উহান।
বিষয়ী বৈষ্ণব মোর চিত্তে হৈল জ্ঞান॥
বুঝিয়া আমার চিত্ত তুমি মহাশয়।
প্রকাশিলা পুণ্ডরীক ভক্তির উদয়॥
যত খানি আমি করিয়াছি অপরাধ।
ততখানি করাইবে চিত্তের প্রসাদ॥
এ পথে প্রবিষ্ট যত সব ভক্তগণে।
উপদেষ্টা অবশ্য করেন এক জনে॥
এ পথেতে আমি উপদেষ্টা নাহি করি।
ইহানেই স্থানে মন্ত্র উপদেশ ধরি॥
ইহানে অবজ্ঞা যত করিয়াছি মনে।
শিষ্য হৈলে সব দোষ ক্ষমিবে আপনে॥
এই ভাবি গদাধর মুকুন্দের স্থানে।
দীক্ষা করিবার কথা কহিলেন তানে॥
শুনিয়া মুকুন্দ বড় সন্তোষ হইলা।
ভাল ভাল বলি বড় শ্লাঘিতে লাগিলা॥
প্রহর দুইতে বিদ্যানিধি মহাবীর।
বাহ্য পাই বসিলেন হইয়া সুস্থির॥
গদাধর পণ্ডিতের নয়নের জল।
অন্ত নাহি ধারা অঙ্গ তিতিল সকল॥
দেখিয়া সন্তোষ বিদ্যানিধি মহাশয়।
কোলে করি থুইলেন আপন হৃদয়॥
পরম সম্ভ্রমে রহিলেন গদাধর।
মুকুন্দ কহেন তাঁর মনের উত্তর॥
ব্যবহারে ঠকুরাল দেখিয়া তোমার।
পূর্ব্বে কিছু চিত্ত দোষ জন্মিল উহার॥
এবে তার প্রায়শ্চিত্ত চিন্তিল আপনে।
মন্ত্র দীক্ষা করিবেন তোমারই স্থানে॥
বিষ্ণু ভক্ত বিরক্ত শৈশবে বুদ্ধিযুত।
মাধব মিশ্রের কুল নন্দন উচিত॥
শিশু হৈতে ঈশ্বরের সঙ্গে অনুচর।
গুরু-শিষ্য-যোগ্য পুণ্ডরীক-গদাধর॥

আপনে বুঝিয়া চিত্তে এক শুভ দিনে।
নিজ ইষ্ট মন্ত্র দীক্ষা করাহ ইহানে॥
শুনিয়া হাসেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।
আমারেত মহারত্ন মিলাইল বিধি॥
করাইমু ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই।
বহু জন্ম ভাগ্যে সে এমত শিষ্য পাই॥
এই যে আইসে শুক্ল-পক্ষের দ্বাদশী।
সর্ব্ব শুভ লগ্ন ইথি মিলিবেক আসি॥
ইহাতে সংকল্প সিদ্ধি হইবে তোমার।
শুনি গদাধর হর্ষে হৈলা নমস্কার॥
সে দিন মুকুন্দ সঙ্গে হইয়া বিদায়।
আইলেন গদাধর যথা গৌররায়॥
বিদ্যানিধি আগমন শুনি বিশ্বম্ভর।
অনন্ত হরিষ প্রভু হইল অন্তর॥
বিদ্যানিধি মহাশয় অলক্ষিতরূপে।
রাত্রি করি আইলেন প্রভুর সমীপে॥
সর্ব্ব সঙ্গ ছাড়ি একেশ্বর মাত্র হৈয়া।
প্রভু দেখিমাত্র পড়িলেন মূর্চ্ছা হৈয়া॥
দণ্ডবৎ প্রভুরে না পারিলা করিতে।
আনন্দে মূর্চ্ছিতা হঞা পড়িলা ভূমিতে॥
ক্ষণেক চৈতন্য পাই করিলা হুঙ্কার।
কান্দে পুনঃ আপনাকে করিলা ধিক্কার॥
কৃষ্ণ রে পরাণ মোর, কৃষ্ণ, মোর বাপ।
মুঞি অপরাধিরে কতেক দেহ তাপ॥
সর্ব্ব জগতেরে বাপ উদ্ধার করিলে।
সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলে॥
বিদ্যানিধি হেন কোন বৈষ্ণব না চিনে।
সবেই কান্দেন মাত্র তাহার ক্রন্দনে॥
নিজ প্রিয়তম জানি শ্রীভক্তবৎসল।
সংভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈলা বিশ্বম্ভর॥
পুণ্ডরীক বাপ বলি কান্দেন ঈশ্বর।
বাপ দেখিলাম আজি নয়নগোচর॥
তখনে সে জানিলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
বিদ্যানিধি গোসাঞির হৈল আগমন॥
তখন সে হৈল সব বৈষ্ণব রোদন।
পরম অদ্ভুত তাহা না যায় বর্ণন॥
বিদ্যানিধি বক্ষে করি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেম-জলে সিঞ্চিলেন তার কলেবর॥
প্রিয়তম প্রভুর জানিয়া ভক্তগণে।
প্রীতিময় আত্মতা সবার হইল তানে॥
বক্ষ হৈতে বিদ্যানিধি না ছাড়ে ঈশ্বরে।
লীন হৈলা প্রভু যেন তাহার শরীরে॥
প্রহরেক গৌরচন্দ্র আছেন নিশ্চলে।
তবে প্রভু বাহ্য পাই ডাকি হরি বোলে॥
আজি কৃষ্ণ বাঞ্ছা সিদ্ধি করিলা আমার।
আজি পাইলাঙ সর্ব্ব মনোরথ পার॥
সকল বৈষ্ণব সঙ্গে করিলা মিলন।
পুণ্ডরীক লইয়া সবে করেন কীর্ত্তন॥
ইহার পদবী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।
প্রেম-ভক্তি বিলাইতে গড়িলেন বিধি॥
এইমত তার গুণ বর্ণিয়া বর্ণিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে হরি বলে শ্রীভুজ তুলিয়া॥
প্রভু বলে আজি শুভ প্রভাত আমার॥
আজি মহামঙ্গল সে বাসি আপনার॥
নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাম শুভক্ষণে।
দেখিলাম প্রেমনিধি সাক্ষাৎ নয়নে॥
শ্রীপ্রেমনিধির আসি হৈল বাহ্যজ্ঞান।
তখন সে প্রভু চিনি করিলা প্রণাম॥
অদ্বৈত দেবের আগে করি নমস্কারে।
যথাযোগ্য প্রেম-ভক্তি করিলা সবারে॥

পরম সন্তোষ হৈল সর্ব্বভক্তগণে।
হেন প্রেমনিধি পুণ্ডরীক দরশনে॥
ক্ষণেকে যে হৈল প্রেম-ভক্তি আবির্ভাব।
তাহা বর্ণিবার পাত্র ব্যাস মহাভাগ॥
গদাধর আজ্ঞা মাগিলেন প্রভু স্থানে।
পুণ্ডরীক মুখে মন্ত্র গ্রহণ কারণে॥
না জানিয়া উহান অগম্য ব্যবহার।
চিত্তে অবজ্ঞা হইয়াছিল আমার॥
এতেকে উহান আমি হইলাম শিষ্য।
শিষ্য অপরাধ গুরু ক্ষমিবে অবশ্য॥
গদাধর বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
শীঘ্র কর শীঘ্র কর বলিতে লাগিলা॥
তবে গদাধর দেব প্রেমনিধি স্থানে।
মন্ত্র দীক্ষা করিলেন সন্তোষে আপনে॥
কি কহিব আর পুণ্ডরীকের মহিমা।
গদাধর শিষ্য যার ভক্তির এই সীমা॥
কহিলাম কিছু বিদ্যানিধির আখ্যান।
এই মোর কাম্য যেন দেখা পাঙ তান॥
যোগ্য গুরু শিষ্য পুণ্ডরীক গদাধর।
দুই কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয় কলেবর॥
পুণ্ডরীক গদাধর দুইর মিলন।
যে পড়ে যে শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

অষ্টম অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব প্রাণ।
জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈতের প্রেম ধাম॥
জয় শ্রীজগদানন্দ শ্রীগর্ভ জীবন।
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রাণধন॥
জয় জগদীশ গোপীনাথের ঈশ্বর।
জয় হউ যত গৌরচন্দ্র অনুচর॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায়॥
অদ্বৈত লইয়া সর্ব্ব বৈষ্ণবমণ্ডল।
মহা নৃত্য গীত করে কৃষ্ণ কোলাহল॥
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব আর নাহি স্ফুরে॥
আপনে তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়॥
নিত্যানন্দ অনুভব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ সেবা করে যেন পুত্র মাতা॥
একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত।
বসিয়া কহেন কথা কৃষ্ণের চরিত॥
পণ্ডিতেরে পরীক্ষয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর।
এই অবধুত কেন রাখ নিরন্তর॥
কোন জাতি কোন কুল কিছুই না জানি।
পরম উদার তুমি বলিলাম আমি॥
আপনার জাতিকুল যদি রক্ষা চাও।
তবে ঝাট এই অবধুতেরে ঘুচাও॥
ঈষৎ হাসিয়া বলে শ্রীবাস পণ্ডিত।
আমারে পরীক্ষা প্রভু এ নহে উচিত॥
দিনেক যে তোমা ভজে সে আমার প্রাণ।
নিত্যানন্দ তোর দেহ মো হতে প্রমাণ॥

মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
জাতি প্রাণ ধন যদি মোর নাশ করে॥
তথাপি মোহার চিত্তে নহিব অন্যথা।
সত্য সত্য তোমারে কহিল এই কথা॥
এতেক শুনিল যদি শ্রীবাসের মুখে।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু উঠে তার বুকে॥
প্রভু বলে কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস।
নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতই বিশ্বাস॥
মোর গোপ্য নিত্যানন্দ জানিলা সে তুমি।
তোমারে সন্তুষ্ট হঞা বর দিব আমি॥
যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে।
তথাপিও দারিদ্র তোর নহিবেক ঘরে॥
বিড়াল কুক্কুর আদি তোমার বাড়ীর।
সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির॥
নিত্যানন্দ সমর্পিল আমি তোমার স্থানে।
সর্ব্বমতে সংবরণ করিবা আপনে॥
শ্রীবাসেরে বর দিয়া প্রভু গেলা ঘর।
নিত্যানন্দ ভ্রমে সব নদীয়া নগর॥
ক্ষণেকে গঙ্গার মাঝে এড়েন সাঁতার।
মহাস্রোতে লই যায় সন্তোষ অপার॥
বালক সবার সঙ্গে ক্ষণে ক্রীড়া করে।
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস মুরারির ঘরে॥
প্রভুর বাড়ীতে ক্ষণে যায়েন ধাইয়া।
বড় স্নেহ করে আই তাহানে দেখিয়া॥
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায় আই করে পলায়ন॥
একদিন আই কিছু দেখিল স্বপনে।
নিভৃতে কহিলা পুত্র বিশ্বম্ভর স্থানে॥
নিশি অবশেষে মুঞি দেখিনু স্বপন।
তুমি আর নিত্যানন্দ এই দুই জন॥
বৎসর পাঁচের দুই ছাওয়াল হইয়া।
মারামারি করি দোঁহে বেড়াও ধাইয়া॥
দুই জনে সান্ধাইলা গোসাঞির ঘরে।
রাম কৃষ্ণ লই দোঁহে হইলা বাহিরে॥
তার হাতে কৃষ্ণ তুমি লই বলরাম।
চারি জনে মারামারি মোর বিদ্যমান॥
রাম কৃষ্ণ ঠাকুর বলয়ে ক্রুদ্ধ হৈয়া।
কে তোরা ঢাঙ্গাতি দুই বাহিরাও গিয়া॥
এ বাড়ী এ ঘর সব আমা দোঁহাকার।
এ সন্দেশ দধি দুগ্ধ যত উপহার॥
নিত্যানন্দ বলয়ে সে কাল গেল বয়ে।
যে কালে খাইলে দধি নবনী লুটিয়ে॥
ঘুচিল গোয়ালা হৈল বিপ্র অধিকার।
আপনা চিনিয়া সব ছাড় উপহার॥
প্রীতে যদি না ছাড়িবা খাইবে মারণ।
লুটিয়া খাইলে বা রাখিবে কোন জন॥
রাম কৃষ্ণ বলে আজি মোর দোষ নাই।
বান্ধিয়া এড়িমু দুই ঢঙ্গ এই ঠাঞি॥
দোহাই কৃষ্ণের যদি আজি কর আন।
নিত্যানন্দ প্রতি তর্জ্জ গর্জ্জ করে রাম॥
নিত্যানন্দ বলে তোর কৃষ্ণের কি ডর।
গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর আমার ঈশ্বর॥
এই মতে কলহ করহ চারি জন।
কাড়াকাড়ি করি সব করয়ে ভোজন॥
কাহার হাতের কেহ কাড়ি লই খায়।
কাহার মুখের কেহ মুখ দিয়া খায়॥
জননী বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে।
অন্ন দেহ মাতা মোরে ক্ষুধা বড় করে॥
এতেক বলিতে মুঞি চেতন পাইনু।
কিছু না বুঝিনু মুঞি তোমারে কহিনু॥

হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর শুনিয়া স্বপন।
জননীর প্রতি বলে মধুর বচন॥
বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা।
আর কার ঠাঞি পাছে কহ এই কথা॥
আমার ঘরের মূর্ত্তি পরতেক বড়।
মোর চিত্তে তোমার স্বপ্নেতে হৈল দড়॥
মুঞি দেখো বারে বারে নৈবেদ্যের সাজে।
আধা আধি না থাকে না কহোঁ কারে লাজে॥
তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল॥
হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্ন কথা শুনে॥
বিশ্বম্ভর বলে মাতা শুনহ বচন।
নিত্যানন্দ আনি শীঘ্র করাহ ভোজন॥
পুত্রের বচনে শচী হরিষ হইলা।
ভিক্ষার সামগ্রী যত করিতে লাগিলা॥
নিত্যানন্দ স্থানে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
নিমন্ত্রণ গিয়া তানে করিলা সত্বর॥
আমার বাড়ীতে আজি গোসাঞির ভিক্ষা।
চঞ্চলতা না করিবা করাইল শিক্ষা॥
কর্ণ ধরি নিত্যানন্দ বিষ্ণু বিষ্ণু বলে।
চঞ্চলতা করে যত পাগল সকলে॥
যে বুঝিয়ে মোরে তুমি বাসহ চঞ্চল।
আপনার মত তুমি দেখহ সকল॥
এত বলি দুই জন হাসিতে হাসিতে।
কৃষ্ণ কথা কহি কহি আইলা বাড়ীতে॥
হাসিয়া বসিলা এক ঠাঁই দুই জন।
গদাধর আদি আর পরমাপ্তগণ॥
ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে গেলা করিতে ভোজন॥

বসিলেন দুই প্রভু করিতে ভোজন।
কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
এই মত দুই প্রভু করয়ে ভোজন।
সেই ভাব সেই প্রেম সেই দুই জন॥
পরিবেশন করে আই মনের সন্তোষে।
ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা দুই জন হাসে॥
আবার আসিয়া আই দুই জনে দেখে।
বৎসর পাঁচের শিশু দেখে পরতেকে॥

শ্রীরাগঃ।

কৃষ্ণ শুক্ল বর্ণ দেখে দুই মনোহর।
দুই জন চতুর্ভুজ দুই দিগম্বর॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মূষল।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ দেখে মকর কুণ্ডল॥
আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে।
সকৃত দেখিয়া আর দেখিতে না পায়ে॥
পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা পৃথিবীর তলে।
তিতিল বসন সব নয়নের জলে॥
অন্নময় সর্ব্ব ঘর হইল তখনে।
অপূর্ব্ব দেখিয়া শচী বাহ্য নাহি জানে॥
আথে ব্যথে মহাপ্রভু আচমন করি।
গায়ে হাত দিয়া জননীরে তোলে ধরি॥
উঠ উঠ মাতা তুমি স্থির কর চিত।
কেন বা পড়িলা পৃথিবীতে আচম্বিত॥
বাহ্য পাই আই আথে ব্যথে কেশ বান্ধে।
না বলয়ে কিছু আই গৃহ মধ্যে কান্দে॥
মহা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কম্প সর্ব্ব গায়।
প্রেমে পরিপূর্ণা হৈলা কিছু নাহি ভায়॥
ঈশান করিলা সব গৃহ উপস্কার।
যত ছিল অবশেষে সকল তাহার॥

সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ লোক মধ্যে মহা ভাগ্যবান॥
এই মত অনেক কৌতুক প্রতিদিনে।
মর্ম্মী ভৃত্য বহি ইহা কেহ নাহি জানে॥
এইমত গৌরচন্দ্র নবদ্বীপ মাঝে।
কীর্ত্তন করেন সব ভকত সমাজে॥
যত যত স্থানে সব পার্ষদ জন্মিলা।
অল্পে অল্পে সবে নবদ্বীপেরে আইলা॥
সবে জানিলেন ঈশ্বরের অবতার।
আনন্দ স্বরূপ চিত্ত হইল সবার॥
প্রভুর প্রকাশ দেখি বৈষ্ণব সকল।
অভয় পরমানন্দে হইল বিহ্বল॥
প্রভুও সবারে দেখে প্রাণের সমান।
সবাই প্রভুর পারিষদের প্রধান॥
বেদে যারে নিরবধি করে অন্বেষণ।
সে প্রভু সবারে করে প্রেম আলিঙ্গন॥
নিরন্তর সবার মন্দিরে প্রভু যায়।
চতুর্ভুজ ষড়ভুজাদি বিগ্রহ দেখায়॥
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস মুরারির ঘরে।
আচার্য্য রত্নের ক্ষণে চলেন মন্দিরে॥
নিরবধি নিত্যানন্দ থাকেন সংহতি।
প্রভু নিত্যানন্দের বিচ্ছেদ নাহি কতি॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের বাল্য নিরন্তর।
সর্ব্বভাবে আবেশিত প্রভু বিশ্বম্ভর॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ বামন নরসিংহ।
ভাগ্য অনুরূপ দেখে চরণের ভৃঙ্গ॥
কোন দিন গোপীভাবে করেন রোদন।
কারে বলি রাত্রি দিন নাহিক স্মরণ॥
কোন দিন উদ্ধব অক্রূর ভাব হয়।
কোন দিন রাম ভাবে মদিরা যাচয়॥

কোন দিন চতুর্ম্মুখ ভাবে বিশ্বম্ভর।
ব্রহ্ম স্তব পড়ি পড়ে পৃথিবী উপর॥
কোন দিন প্রহ্লাদ ভাবেতে স্তুতি করে।
এইমত প্রভু ভক্তি-সাগরে বিহরে॥
দেখিয়া আনন্দে ভাসে শচী জগন্মাতা।
বাহিরায় পুত্র পাছে এই মন কথা॥
আই বলে বাপ গিয়া কর গঙ্গাস্নান।
প্রভু বলে বল মাতা জয় কৃষ্ণ রাম॥
যত কিছু করে শচী পুত্রের উত্তর।
কৃষ্ণ বহি কিছু নাহি বলে বিশ্বম্ভর॥
অচিন্ত্য আবেশ সেই বুঝন না যায়।
যখন যে হয় সেই অপূর্ব্ব দেখায়॥
একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডম্বুর বাজায় গায় শিবের কথন॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাহয়ে শীবের গীত বেড়ি নৃত্য করে॥
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্কর মূর্ত্তি দিব্য জটাধর॥
এক লম্ফে উঠি তার স্কন্ধের উপর।
হুঙ্কার করিয়া বলে মুঞি সে শঙ্কর॥
কেহ দেখে জটা শিঙ্গা ডমরু বাজায়।
বোল বোল মহাপ্রভু বলয়ে সদায়॥
সে মহাপুরুষে যত শিব গীত গাইল।
পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল॥
সেই সে গাইল শিব নিরপরাধে।
গৌরচন্দ্র আরোহণ কৈল তার কান্ধে॥
বাহ্য পাই নাম্বিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপনে দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর॥
কৃতার্থ হইয়া সেই পুরুষ চলিল।
হরিধ্বনি সর্ব্বগণে মঙ্গল উঠিল॥

জয় পাই উঠে কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ।
ঈশ্বর সহিত সর্ব্ব দাসের বিলাস ॥
প্রভু বলে ভাই সব শুন মন্ত্র সার।
রাত্রি কেনে মিথ্যা যায় আমা সবাকার ॥
আজি হৈতে নিবন্ধিত করহ সকল।
নিশায় করিব সবে কীর্ত্তন মঙ্গল ॥
সংকীর্ত্তন করিয়া সকল গণ সনে।
ভক্তিস্বরূপিণী গঙ্গা করিব মজ্জনে ॥
জগত উদ্ধার হউ শুনি কৃষ্ণনাম।
পরমার্থে তোমরা সবার ধন প্রাণ ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের হৈল শুনিয়া উল্লাস।
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন বিলাস ॥
শ্রীবাস মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্ত্তন।
কোন দিন হয় চন্দ্রশেখর ভবন ॥
নিত্যানন্দ গদাধর অদ্বৈত শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি মুরারি হিরণ্য হরিদাস ॥
গঙ্গাদাস বনমালী বিজয় নন্দন।
জগদানন্দ বুদ্ধিমন্ত খান নারায়ণ ॥
কাশীশ্বর বাসুদেব রাম গরুড়াই।
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ সকল তথাই ॥
গোপীনাথ জগদীশ শ্রীমান শ্রীধর।
সদাশিব বক্রেশ্বর শ্রীগর্ভ শুক্লাম্বর ॥
ব্রহ্মানন্দ পুরুষোত্তম সঞ্জয়াদি যত।
অনন্ত চৈতন্য ভৃত্য নাম জানি কত ॥
সবাই প্রভুর নৃত্যে থাকেন সংহতি।
পারিষদ বহি আর কেহ নাহি তথি ॥
প্রভুর হুঙ্কার আর নিশা হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি ॥
শুনিয়া পাষণ্ড সব মরয়ে বল্গিয়া।
নিশায় এগুলা খায় মদিরা আনিয়া ॥
এগুলা সকলে মধুমতী সিদ্ধি জানে।
রাত্রি করি মন্ত্র জপি পঞ্চ কন্যা আনে ॥
চারি প্রহর নিশা নিদ্রা যাইতে না পাই।
বোল বোল হুহুঙ্কার শুনিয়া সদাই ॥
বল্গিয়া মরয়ে যত পাষণ্ডীর গণ।
আনন্দে কীর্ত্তন করে শ্রীশচীনন্দন ॥
শুনিলে কীর্ত্তন মাত্র প্রভুর শরীরে।
বাহ্য নাহি থাকে পড়ে পৃথিবী উপরে ॥
হেন সে আছাড় প্রভু পড়েন নির্ভর।
পৃথ্বী হয় খণ্ড খণ্ড সবে পায়ে ডর ॥
সে কমল শরীরে আছাড় বড় দেখি।
গোবিন্দ স্মরয়ে আই মুদি দুই আঁখি ॥
প্রভু সে আছাড় খায় বৈষ্ণব আবেশে।
তথাপিহ আই দুঃখ পায় স্নেহবশে ॥
আছাড়ের আই না জানেন প্রতিকার।
এই বোল বলে কাকু করিয়া অপার ॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দেহ এই বর।
যে সময়ে আছাড় খায়েন বিশ্বম্ভর ॥
মুঞি যেন তাহা নাহি জানো সে সময়।
হেন কৃপা কর মোরে কৃষ্ণ মহাশয় ॥
যদ্যপি পরমানন্দে তাঁর নাহি দুঃখ।
তথাপিহ না জানিল মোর বড় দুঃখ ॥
আইর চিত্তের ইচ্ছা জানি গৌরচন্দ্র।
সেই মত তাঁহারে দিলেন পরানন্দ ॥
যতক্ষণ প্রভু করে হরি-সংকীর্ত্তন।
আইর না থাকে কিছু বাহ্য ততক্ষণ ॥
প্রভুর আনন্দে নৃত্যে নাহি অবসর।
রাত্রি দিনে বেড়ি গায় সব অনুচর ॥
কোন দিন প্রভুর মন্দিরে ভক্তগণ।
সবেই গায়েন নাচে শ্রীশচীনন্দন ॥

কখন ঈশ্বরভাবে প্রভুর প্রকাশ।
কখন রোদন করে বলে মুঞি দাস ॥
চিত্ত দিয়া শুন ভাই প্রভুর বিকার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সম নাহিক যাহার ॥
যেমতে করেন নৃত্য প্রভু গৌরচন্দ্র।
তেমতে মহানন্দে গায় ভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীহরি বাসরে হরি-কীর্ত্তন-বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ ॥
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তন ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ ॥
উষাকাল হইতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর।
যুথে যুথে হৈল যত গায়ন সুন্দর ॥
শ্রীবাসপণ্ডিত লঞা এক সম্প্রদায়।
মুকুন্দ লইয়া আর জন কত গায় ॥
লইয়া গোবিন্দ দত্ত আর কত জন।
গৌরচন্দ্র নৃত্যে সবে করেন কীর্ত্তন ॥
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলি ॥
গদাধর আদি যত সজল নয়নে।
আনন্দে বিহ্বল হৈল প্রভুর কীর্ত্তনে ॥
শুনহ চল্লিশ পদ প্রভুর কীর্ত্তন।
যে বিকারে নাচে প্রভু জগত জীবন ॥

ভাটিয়ারী রাগঃ।

চৌদিকে গোবিন্দধ্বনি শচীর নন্দন নাচে রঙ্গে।
বিহ্বল হইয়া সব পারিষদ সঙ্গে ॥

হরি ও রাম। ধ্রু।

যখন কান্দয়ে প্রভু প্রহরেক কান্দে।
লোটায় ভূমিতে কেশ তাহা নাহি বান্ধে ॥
সে ক্রন্দন দেখি হেন কোন কাষ্ঠ আছে।
না পড়ে বিহ্বল হয়ে সে প্রভুর পাছে ॥
যখন হাসয়ে প্রভু মহা অট্টহাস।
সেই হয় প্রহরেক আনন্দ বিলাস ॥
দাস্যভাবে প্রভু নিজ মহিমা না জানে।
জিনিল জিনিল বলি উঠে ঘনে ঘনে ॥

তথাহি।

জিতং জিতমিতি অতিহর্ষেণ কদাচিদ্‌যুক্তো।
বদতি তদনুকরণং করোতি জিতং জিতমিতি ॥

ক্ষণে ক্ষণে আপনে যে গায় উচ্চধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি ॥
ক্ষণে ক্ষণে হয় অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের ভর।
ধরিতে সমর্থ কেহ নহে অনুচর ॥
ক্ষণে হয় তূলা হৈতে অত্যন্ত পাতল।
হরিষ করিয়া কান্ধে বুলয়ে সকল ॥
প্রভুরে করিয়া কান্ধে ভাগবতগণ।
পূর্ণানন্দ হই করে অঙ্গনে ভ্রমণ ॥
যখনই হয় প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কর্ণমূলে সবে হরি বলে অতি ভীত ॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গে হয় মহাকম্প।
মহা শীতে বাজে যেন বালকের দন্ত ॥
ক্ষণে ক্ষণে মহাস্বেদ হয় কলেবরে।
মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে ॥
কখন বা দেখি অঙ্গ জ্বলন্ত অনল।
দিতে মাত্র মলয়জ শুকায় সকল ॥
ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত বহয়ে মহাশ্বাস।
সম্মুখ ছাড়িয়া সবে হয় একপাশ ॥
ক্ষণে যায় সবার চরণ ধরিবারে।
পলায় বৈষ্ণবগণ চারিদিগে ডরে ॥
ক্ষণে নিত্যানন্দ অঙ্গে পৃষ্ঠ দিয়া বসে।
চরণ তুলিয়া সবাকারে চাহি হাসে ॥

বুঝিয়া ইঙ্গিত সব ভাগবতগণ।
লুটয়ে চরণ ধূলি অপূর্ব্ব রতন ॥
আচার্য্য গোসাঞি বলে আরে আরে চোরা।
ভাঙ্গিল সকল তোর ভারি ভুরি মোরা ॥
মহানন্দে বিশ্বম্ভর গড়াগড়ি যায়।
চারিদিকে ভক্তগণ কৃষ্ণ গুণ গায় ॥
যখন উদ্দণ্ড প্রভু নাচে বিশ্বম্ভর।
পৃথিবী কম্পিত হয় সবে পায় ডর ॥
কখনো বা মধুর নাচয়ে বিশ্বম্ভর।
যেন দেখি নন্দের নন্দর নটবর ॥
কখনো বা করে কোটি সিংহের হুঙ্কার।
কর্ণ রক্ষা হেতু সবে অনুগ্রহ তাঁর ॥
পৃথিবীর আলগ হইয়া ক্ষণে যায়।
কেহ বা দেখয়ে কেহ দেখিতে না পায় ॥
ভাবাবেশে পাকল লোচনে যারে চায়।
মহাত্রাস পায় সেই হাসিয়া পলায় ॥
কৃষ্ণাবেশে চঞ্চল হইয়া বিশ্বম্ভর।
নাচেন বিহ্বল হঞা নাহি পরাপর ॥
ভাবাবেশে একবার ধরে যার পায়।
আর বার পুনঃ তার উঠয়ে মাথায় ॥
ক্ষণে যার গলা ধরি করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণেকে তাহার কান্ধে করে আরোহণ ॥
ক্ষণে হয় বাল্যভাবে পরম চঞ্চল।
মুখ বাদ্য বায় যেন ছাওয়াল সকল ॥
চরণ নাচায় ক্ষণে খল খল হাসে।
জানুগতি চলে ক্ষণে বালক আবেশে ॥
ক্ষণে ক্ষণে হয় ভাব ত্রিভঙ্গসুন্দর।
প্রহরেক সেইমতে আছে বিশ্বম্ভর ॥
ক্ষণে ধ্যান করে ক্ষণে মুরলীর ছন্দ।
সাক্ষাৎ দেখিয়ে যেন বৃন্দাবনচন্দ্র ॥

বাহ্য পাই দাস্যভাবে করয়ে ক্রন্দন।
দন্তে তৃণ করি চাহে চরণ সেবন ॥
চক্রাকৃতি হই ক্ষণে প্রহরেক ফিরে।
আপন চরণ গিয়া লাগে নিজ শিরে ॥
যখন যে ভাব হয় সেই অদভুত।
নিজ নামানন্দে নাচে জগন্নাথ সুত ॥
ঘন ঘন হিক্কা হয় সর্ব্ব অঙ্গ নড়ে।
না পারে হইতে স্থির পৃথিবীতে পড়ে ॥
গৌরবর্ণ দেহ ক্ষণে নানাবর্ণ দেখি।
ক্ষণে ক্ষণে দুই গুণ হয় দুই আঁখি ॥
অলৌকিক হঞা প্রভু বৈষ্ণব আবেশে।
যে বলিতে যোগ্য নহে তাও প্রভু ভাষে ॥
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি প্রভু করি বলে।
এ বেটা আমার দাস ধরে তার চুলে ॥
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি ধরয়ে চরণ।
তার বক্ষে উঠি করে চরণ অর্পণ ॥
প্রভুর আনন্দ দেখি ভাগবতগণ।
অন্যান্য গলা ধরি করয়ে ক্রন্দন ॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা।
আনন্দে গায়েন কৃষ্ণ সবে হই ভোলা ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বায় শঙ্খ করতাল।
সংকীর্ত্তন সঙ্গে সব হইলা মিশাল ॥
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ।
চৌদিগের অমঙ্গল যায় সব নাশ ॥
এ কোন অদ্ভুত যার সেবকের নৃত্য।
সর্ব্ববিঘ্ন নাশ হয় জগত পবিত্র ॥
সে প্রভু আপনে নাচে আপনার নামে।
ইহার কি ফল কিবা বলিব পুরাণে ॥
চতুর্দ্দিগে শ্রীহরি মঙ্গল সংকীর্ত্তন।
মাঝে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন ॥

যার নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যার যশে নাচে শিব সে নাচে আপনে॥
যার নামে বাল্মিকী হইলা তপোধন।
যার নামে অজামিল পাইল মোচন॥
যার নাম শ্রবণে সংসার বন্ধ ঘুচে।
হেন প্রভু অবতরি কলিযুগে নাচে॥
যার নাম লই শুক নারদ বেড়ায়।
সহস্র-বদন প্রভু যার গুণ গায়॥
সর্ব্ব মহা প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সে প্রভু নাচয়ে দেখে যত ভাগ্যবান॥
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম তখন না হইল।
হেন মহা মহোৎসব দেখিতে না পাইল॥
কলিযুগ প্রশংসিল শ্রীভাগবতে।
এই অভিপ্রায় তার জানি ব্যাস সুতে॥
নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণের তাল শুনি অতি মনোহর॥
ভাব ভরে মালা নাহি রহয়ে গলায়।
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের পায়॥
কতি গেলা গরুড়ের আরোহণ সুখ।
কতি গেলা শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম রূপ॥
কোথায় রহিল সুখ অনন্ত শয়ন।
দাস্যভাবে ধুলি লুটি করয়ে রোদন॥
কোথায় রহিল বৈকুণ্ঠের সুখভার।
দাস্য সুখে সব সুখ পাসরিল তার॥
কতি গেল রমার বদন দৃষ্টি সুখ।
বিরহী হইয়া কান্দে তুলি বাহু মুখ॥
শঙ্কর নারদ আদি যার দাস্য পাঞা।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য তিরস্করি ভ্রমে দাস হঞা॥
সেই প্রভু আপনার দন্তে তৃণ করি।
দাস্য যোগ মাগে সব সুখ পরিহরি॥
হেন দাস্য যোগ ছাড়ি আর যেবা চায়।
অমৃত ছাড়িয়া যেন বিষ লাগি ধায়॥
সে বা কেন ভাগবত পড়ে বা পড়ায়।
ভক্তির প্রভাব নাহি যাহার জিহ্বায়॥
শাস্ত্রের না জানি মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে॥
এইমত শাস্ত্র বহে অর্থ নাহি জানে।
অধম সভায় অর্থ অধম বাখানে॥
বেদে ভাগবতে কহে দাস্য বড় ধন।
দাস্য লাগি রমা অজ ভবের যতন॥
চৈতন্যের বাক্যে যার নাহিক প্রমাণ।
চৈতন্য নাহিক তার কি বলিব আন॥
দাস্যভাবে নাচে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
চৌদিকে কীর্ত্তনধ্বনি অতি মনোহর॥
শুনিতে শুনিতে ক্ষণে হয় মুরছিত।
তৃণ করে তখনে অদ্বৈত উপনীত॥
আপাদ মস্তক তৃণে নিছিয়া লইয়া।
নিজ শিরে থুই নাচে ভ্রুকুটি করিয়া॥
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি সবার তরাস।
নিত্যানন্দ গদাধরে দুই জনে হাস॥
নাচে প্রভু গৌরচন্দ্র জগত জীবন।
আবেশের অন্ত নাহি হয় ঘনেঘন॥
যাহা নাহি দেখি শুনি শ্রীভাগবতে।
হেন সব বিকার প্রকাশে শচী-সুতে॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গ হয় স্তম্ভাকৃতি।
তিলার্দ্ধেক নোঙাইতে নাহিক শকতি॥
সেই অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে হেন মত হয়।
অস্থিমাত্র নাহি যেন নবনীত ময়॥
কখন দেখি যে অঙ্গ গুণ দুই তিন।
কখন স্বভাব হৈতে অতিশয় ক্ষীণ॥

কখন বা মত্ত যেন ঢুলি ঢুলি যায়।
হাসিয়া দোলার অঙ্গ আনন্দ সদায়॥
সকল বৈষ্ণবে প্রভু দেখি একে একে।
ভাবাবেশে পূর্ব্ব নাম ধরি ধরি ডাকে॥
হলধর শিব শুক নারদ প্রহ্লাদ।
রমা অজ উদ্ধব বলিয়া করে নাদ॥
এই মত সবা দেখি নানা মত বলে।
যেবা যেই বস্তু তাহা প্রকাশয়ে ছলে॥
অপরূপ কৃষ্ণাবেশ অপরূপ নৃত্য।
আনন্দে নয়ন ভরি দেখে সব ভৃত্য॥
পূর্ব্বে যেই সান্ডাইল বাড়ীর ভিতরে।
সেই মাত্র দেখে অন্যে প্রবেশিতে নারে॥
প্রভুর আজ্ঞায় দৃঢ় লাগিয়াছে দ্বার।
প্রবেশিতে নারে অন্য লোক নদীয়ার॥
ধাইয়া আইসে লোক কীর্ত্তন শুনিয়া।
প্রবেশিতে নারে কহে দ্বারেতে রহিয়া॥
সহস্র সহস্র লোক কলরব করে।
কীর্ত্তন দেখিব ঝাট ঘুচাহ দুয়ারে॥
যতেক বৈষ্ণব সব কীর্ত্তনের রসে।
না জানে আপন দেহ অন্য জন কিসে॥
যতেক পাষণ্ডী সব না পাইয়া দ্বার।
বাহিরে থাকিয়া মন্দ বলয়ে অপার॥
কেহ বলে এগুলা সকল মাগি খায়।
চিনিলে পাইবে লাজ দ্বার না ঘুচায়॥
কেহ বলে সত্য সত্য এই সে উত্তর।
নহিলে কেমনে ডাকে এ অষ্ট প্রহর॥
কেহ বলে আরে ভাই মদিরা আনিয়া।
সবে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া॥
কেহ বলে ভাল ছিল নিমাই পণ্ডিত।
তার কেন নারায়ণ কৈল হেন চিত॥

কেহ বলে হেন বুঝি পূর্ব্ব অসংস্কার।
কেহ বলে সঙ্গদোষ হইল তাহার॥
নিয়ামক বাপ নাহি তাতে আছে বাই।
এতদিনে সঙ্গদোষে ঠেকিল নিমাই॥
কেহ বলে পাসরিল সব অধ্যয়ন।
মাসেক না চাহিলে হয় অবৈয়াকরণ॥
কেহ বলে আরে ভাই সব হেতু পাইল।
দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল॥
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধ মাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ॥
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।
এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ॥
কেহ বলে কালি হউক যাইব দেয়ানে।
কাঁকালে বান্ধিয়া সব নিব জনে জনে॥
যে না ছিল রাজ্য দেশে আনিয়া কীর্ত্তন।
দুর্ভিক্ষ হইল সব গেল চিরন্তন॥
দেবে হরিলেক বৃষ্টি জানিহ নিশ্চয়।
ধান্য মরি গেল কড়ি উৎপন্ন না হয়॥
খানি থাক শ্রীবাসের কালি করোঁ কার্য্য।
কালি বা কি করে দেখো অদ্বৈত্য আচার্য্য॥
কোথা হৈতে আসি নিত্যানন্দ অবধূত।
শ্রীবাসের ঘরে থাকি করে এত রূপ॥
এই মতে নানারূপে দেখায়েন ভয়।
আনন্দে বৈষ্ণব সব কিছু না শুনয়॥
কেহ বলে ব্রাহ্মণের নহে নৃত্য ধর্ম্ম।
পড়িয়াও এগুলা করয়ে হেন কর্ম্ম॥
কেহ বলে এ গুলা দেখিতে না জুয়ায়।
এ গুলার সম্ভাষে সকল কীর্ত্তি যায়॥

ও নৃত্য কীৰ্ত্তন যদি ভাল লোক দেখে।
সেহ এই মত হয় দেখ পরতেকে ॥
পরম সুবুদ্ধি ছিল নিমাই পণ্ডিত।
এ গুলার সঙ্গে তার হেন হৈল চিত ॥
কেহ বলে আত্মা বিনা সাক্ষাৎ করিয়া।
ডাকিলে কি কাৰ্য্য হয় না জানিল ইহা ॥
আপন শরীর মাঝে আছে নিরঞ্জন।
ঘরে হারাইয়া ধন চাহে গিয়া বন ॥
কেহ বলে কোন কাৰ্য্য পরেরে চর্চ্চিয়া।
চল সবে ঘর যাই কি কাৰ্য্য দেখিয়া ॥
কেহ বলে না দেখিল নিজ কৰ্ম্ম দোষে।
সে সব সুকৃতি তা সবারে বলি কিসে ॥
সকল পাষণ্ডী তারা এক চাপ হঞা।
এহো সেই গণ হেন বুঝি যায় ধাঞা ॥
ও কীৰ্ত্তন না দেখিলে কি হইবে মন্দ।
শত শত বেড়ি যেন করে মহাদ্বন্দ ॥
কোন জপ কোন তপ কোন তত্ত্বজ্ঞান।
তাহা না দেখিয়ে করি নিজ কৰ্ম্ম ধ্যান ॥
চাল কলা দুগ্ধ দধি একত্র করিয়া।
জাতি নাশ করি খায় একত্র হইয়া ॥
পরিহাসে আসি সবে দেখিবার তরে।
দেখি ও পাগল গুলা কোন কৰ্ম্ম করে ॥
এতেক বলিয়া সবে চলিলেন ঘরে।
এক যায় আর আসি বাজায় দুয়ারে ॥
পাষণ্ডী পাষণ্ডী যেই দুই দেখা হয়।
গলাগলি করি সব হাসিয়া পড়য় ॥
পুনঃ ধরি লই যায় যেবা নাহি দেখে।
কেহ বা নিবৃত্ত হয় কার অনুরোধে ॥
কেহ বলে ভাই এই দেখিল শুনিল।
নিমাঞি লইয়া সব পাগল হইল ॥

দুৰ্দ্দৈব উঠিয়াছে শ্রীবাসের বাড়ী।
দুর্গোৎসবে যেন সাড়ি দেই হুড়াহুড়ি ॥
হই হই, হায় হায়, এই মাত্র শুনি।
ইহা সবা হৈতে হৈল অযশ কাহিনী ॥
মহা মহা ভট্টাচাৰ্য্য সহস্র হেথায়।
হেন ডাঙ্গাইত গুলা বসে নদীয়ায় ॥
শ্রীবাস বামনারে এই নদীয়া হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি কালি নিয়া ফেলাইমু স্রোতে ॥
ও ব্রাহ্মণ ঘুচাইলে গ্রামের কুশল।
অন্যথা যবনে গ্রামে করিবেক বল ॥
এইমত পাষণ্ডী করয়ে কোলাহল।
তথাপিহ মহাভাগ্যবন্ত সে সকল ॥
প্রভু সঙ্গে একত্র জন্মিলা এক গ্রামে।
দেখিলেক শুনিলেক সেই সব বিধানে ॥
চৈতন্যের গণ সব মত্ত কৃষ্ণ-রসে।
বহির্ম্মুখ বাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে ॥
জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।
অহর্নিশ গায় সবে হই কুতূহলী ॥
অহর্নিশ ভক্ত সঙ্গে নাচে বিশ্বম্ভর।
শ্রান্তি নাহি কারো সব নিত্য কলেবর ॥
বৎসরেক নাম মাত্র কত যুগ গেল।
চৈতন্য আনন্দে কেহ কিছু না জানিল ॥
যেন মহা-রাস-ক্রীড়া কত যুগ গেল।
তিলার্দ্ধেক হেন সব গোপিকা মানিল ॥
এই মত অচিন্ত্য কৃষ্ণের পরকাশ।
ইহা জানে ভাগ্যবন্ত চৈতন্যের দাস ॥
এই মতে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিশি অবশেষ মাত্র এ এক প্রহর ॥
শালগ্রাম শিলা সব নিজ কোলে করি।
উঠিলা চৈতন্যচন্দ্র খট্টার উপরি ॥

মড় মড় করে খট্টা বিশ্বম্ভর ভরে।
আথে ব্যথে নিত্যানন্দ খট্টা স্পর্শ করে॥
অনন্তের অধিষ্ঠান হইল খট্টায়।
না ভাঙ্গিল খট্টা দোলে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
চৈতন্য আজ্ঞায় স্থির হইল কীর্ত্তন।
কহে আপনার তত্ত্ব করিয়া গর্জ্জন॥
কলিযুগে মুঞি কৃষ্ণ মুঞি নারায়ণ।
মুঞি সেই ভগবান দৈবকী নন্দন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি মাঝে মুই নাথ।
যত গাও সেই মুঞি তোরা মোর দাস॥
তো সবার লাগিয়া আমার অবতার।
তোরা যেই দেহ সেই আমার আহার॥
আমারে সে দিয়াছ সব উপহার।
শ্রীবাস বলেন প্রভু সকল তোমার॥
প্রভু বলে মুঞি ইহা খাইমু সকল।
অদ্বৈত বলয়ে প্রভু বড়ই মঙ্গল॥
করে করে প্রভুরে যোগায় সব দাসে।
আনন্দে ভোজন করে প্রভু নিজাবেশে॥
দধি খায় দুগ্ধ খায় নবনীত খায়।
আর কি আছয়ে আন বলয়ে সদায়॥
বিবিধ সন্দেশ খায় শর্করা ম্রক্ষিত।
শুদ্ধ নারিকেল জল শস্যের সহিত॥
কদলক চিপিটক ভর্জ্জিত তণ্ডুল।
আর আন পুনঃ বলে খাইয়া বহুল॥
ব্যবহারে দুই শত জনের আহার।
নিমিষে খাইয়া বলে কি আছয়ে আর॥
প্রভু বলে আন আন এথা কিছু নাঞি।
ভক্ত সব ত্রাস পাই সঙরে গোসাঞি॥
করযোড় করি সব কয় ভয় বাণী।
তোমার মহিমা প্রভু আমরা কি জানি॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে যাহার উদরে।
তারে কি করিব এই ক্ষুদ্র উপহারে॥
প্রভু বলে ক্ষুদ্র নহে ভক্ত উপহার।
ঝাট আন ঝাট আন কি আছয়ে আর॥
কর্পূর তাম্বুল আছে শুনহ গোসাঞি।
প্রভু বলে তাই দেহ কিছু চিন্তা নাঞি॥
আনন্দ হইল ভয় গেল সবাকার।
যোগায় তাম্বুল সবে যার অধিকার॥
হরিষে তাম্বুল যোগায়েন সর্ব্ব দাসে।
হস্ত পাতি লয় প্রভু সবা চাহি হাসে॥
দুই চক্ষু পাক দিয়া করয়ে হুঙ্কার।
নাড়া নাড়া নাড়া প্রভু বলে বারবার॥
মহাশাস্তি কর্ত্তা হেন ভক্ত সব দেখে।
হেন শক্তি নাহি কার হইব সম্মুখে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শিরে ধরে ছাতি।
যোড়করে অদ্বৈত সম্মুখে করে স্তুতি॥
মহা ভয়ে যোড়হাতে সব ভক্তগণ।
হেট মাথা করি চিন্তে চৈতন্য চরণ॥
এ ঐশ্বর্য্য শুনিতে যাহার হয় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য শ্রীমুখ॥
যেখানে যে আছে সে আছয়ে সেইখানে।
তদূর্দ্ধ হইতে কেহ নারে আজ্ঞা বিনে॥
বর মাগ বলে অদ্বৈতের মুখ চাহি।
তোর লাগি অবতার মোর এই ঠাঞি॥
এই মত সব ভক্ত দেখিয়া দেখিয়া।
মাগ মাগ বলে প্রভু হাসিয়া হাসিয়া॥
এইমত প্রভু নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে।
দেখি ভক্তগণ সুখ-সিন্ধু মাঝে ভাসে॥
অচিন্ত্য চৈতন্য রঙ্গ বুঝনে না যায়।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য করি পুনঃ মূর্চ্ছা পায়॥

বাহ্য প্রকাশিয়া পুনঃ করয়ে ক্রন্দন।
দাস্যভাব প্রকাশ করয়ে অনুক্ষণ॥
গলা ধরি কান্দে সব বৈষ্ণব দেখিয়া।
সবারে সম্ভাষে ভাই বান্ধব বলিয়া॥
লখিতে না পারে কেহ হেন মায়া করে।
ভৃত্য বিনা তাঁর তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে॥
প্রভুর চরিত্র দেখি হাসে ভক্তগণ।
সবাই বলেন অবতীর্ণ নারায়ণ॥
কতক্ষণ থাকি প্রভু খট্টার উপর।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা শ্রীগৌরসুন্দর॥
ধাতু মাত্র নাহি পড়িলেন পৃথিবীতে।
দেখি সব পারিষদ লাগিল কান্দিতে॥
সর্ব্ব ভক্তগণে যুক্তি করিতে লাগিল।
আমা সবা ছাড়িয়া বা ঠাকুর চলিলা॥
যদি প্রভু এমত নিষ্ঠুর ভাব করে।
আমরাও এইক্ষণে ছাড়িব শরীরে॥
এতেক চিন্তিতে সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি।
বাহ্য প্রকাশিয়া করে মহা হরিধ্বনি॥
সর্ব্বগণে উঠিল আনন্দ কোলাহল।
না জানি কে কোন দিগে হইল বিহ্বল॥
এইমত আনন্দ হয় নবদ্বীপ পুরে।
প্রেমরসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে॥
এ সকল পুণ্য কথা যে করে শ্রবণ।
ভক্ত সঙ্গে গৌরচন্দ্রে রহে তার মন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

নবম অধ্যায়।

গৌরনিধি সন্ন্যাসী বেশ ধারী।
অখিল ভুবন অধিকারী॥ ধ্রু॥
জয় জগন্নাথ শচীনন্দন-চৈতন্য।
জয় গৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন ধন্য॥
জয় নিত্যানন্দ গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈত শ্রীবাস প্রাণধন॥
জয় শ্রীজগদানন্দ হরিদাস প্রাণ।
জয় বক্রেশ্বর পুণ্ডরীক প্রেমধাম॥
জয় বাসুদেব শ্রীগর্ভের প্রাণনাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥
ভক্ত গোষ্ঠি সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
মধ্যখণ্ড কথা ভাই শুন এক চিত্তে।
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র বিহরে যেমতে॥
এবে শুন চৈতন্যের মহা পরকাশ।
যহি সর্ব্ব বৈষ্ণবের সিদ্ধি অভিলাষ॥
সাত প্রহরিয়া ভাব লোকে খ্যাতি যার।
যহি প্রভু হইলেন সর্ব্ব অবতার॥
অদ্ভুত ভোজন যহি অদ্ভুত প্রকাশ।
জনে জনে বিষ্ণুভক্তি দানের বিলাস॥
রাজ রাজেশ্বর অভিষেক সেই দিনে।
করিলেন প্রভুরে সকল ভক্তগণে॥
একদিন মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ঘর॥
সঙ্গে নিত্যানন্দচন্দ্র পরম বিহ্বল।
অল্পে অল্পে ভক্তগণ মিলিলা সকল॥
আবেশিত চিত্ত মহাপ্রভু গৌররায়।
পরম ঐশ্বর্য্য করি চতুর্দ্দিগে চায়॥

প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ।
উচ্চস্বরে চতুর্দ্দিগে করেন কীর্ত্তন॥
অন্য অন্য দিন প্রভু নাচে দাস্যভাবে।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য প্রকাশিয়া পুনঃ ভাঙ্গে॥
সকল ভক্তের ভাগ্যে এ দিন নাচিতে।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে॥
আর সব দিনে প্রভু ভাব প্রকাশিয়া।
বৈসেন বিষ্ণুর খাটে যেন না জানিয়া॥
সাত প্রহরিয়া ভাবে ছাড়ি সর্ব্ব মায়া।
বসিলা প্রহর সাত প্রভু ব্যক্ত হৈয়া॥
যোড়হস্তে সমুখে সকল ভক্তগণ।
রহিলেন পরম আনন্দযুক্ত মন॥
কি অদ্ভুত সন্তোষের হইল প্রকাশ।
সবাই বাসেন যেন বৈকুণ্ঠ বিলাস॥
প্রভুও বসিলা যেন বৈকুণ্ঠের নাথ।
তিলার্দ্ধেক মায়া মাত্র নাহিক কোথাত॥
আজ্ঞা হৈল বল মোর অভিষেক গীত।
শুনি গায় ভক্তগণ হই হরষিত॥
অভিষেক শুনি প্রভু মস্তক ঢুলায়।
সবারে করেন কৃপাদৃষ্টি অমায়ায়॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ।
অভিষেক করিতে সবার হৈল মন॥
সর্ব্ব ভক্তগণে বহি আনে গঙ্গাজল।
আগে ছাকিলেন দিব্য বসনে সকল॥
শেষে শ্রীকর্পূর চতুঃসম আদি দিয়া।
সর্জ্জ করিলেন সবে প্রেমযুক্ত হৈয়া॥
মহা জয় জয়ধ্বনি শুনি চারিভিতে।
অভিষেক মন্ত্র সবে লাগিলা পড়িতে॥
সর্ব্বারাধ্য নিত্যানন্দ জয় জয় বলি।
প্রভুর শ্রীশিরে জল দিয়া কুতূহলী॥
অদ্বৈত শ্রীবাস আদি যতেক প্রধান।
পড়িয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র করায়েন স্নান॥
গৌরাঙ্গের ভক্ত সব মহা মন্ত্রবীত।
মন্ত্র পড়ি জল ঢালে হই হরষিত॥
মুকুন্দাদি গায় অভিষেক সুমঙ্গল।
কেহ কান্দে কেহ নাচে আনন্দে বিহ্বল॥
পতিব্রতাগণ করে জয় জয়কার।
আনন্দ স্বরূপ দেহ হইল সবার॥
বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
ভৃত্যগণ জল ঢালে শিরের উপর॥
নাম মাত্র অষ্টোত্তর শত ঘট জল।
সহস্র ঘটেও অন্ত না পাই সকল॥
দেবতা সকলে ধরি নরের আকৃতি।
গুপ্তে অভিষেক করে হইয়ে সুকৃতি॥
যার পাদপদ্মে জলবিন্দু দিলে মাত্র।
সেই ধ্যানে সাক্ষাতে কে দিতে আছে পাত্র॥
তথাপিহ তারে নাহি যমদণ্ড হয়।
হেন প্রভু সাক্ষাতে সবার জল লয়॥
শ্রীবাসের দাস দাসীগণে আনে জল।
প্রভু স্নান করে ভক্ত সেবার এই ফল॥
জল আনে এক ভাগ্যবতী দুঃখী নাম।
আপনে ঠাকুর দেখি বলে আন আন॥
আপনে ঠাকুর তার ভক্তিযোগ দেখি।
দুঃখী নাম ঘুচাইয়া থুইলেন সুখী॥
নানা বেদ মন্ত্র পড়ি সর্ব্ব ভক্তগণ।
স্নান করাইয়া অঙ্গ করিলা মার্জ্জন॥
পরিধান করাইয়া নূতন বসন।
শ্রীঅঙ্গে লেপিয়া দিব্য সুগন্ধি চন্দন॥
বিষ্ণু খট্টা পাতিলেন উপস্কার করি।
বসিলেন প্রভু নিজ খট্টার উপরি॥

ছত্র ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ রায়।
কোন ভাগ্যবন্ত রহি চামর ঢুলায়॥
পূজার সামগ্রী লই সর্ব্ব ভক্তগণ।
পূজিতে লাগিলা নিজ প্রভুর চরণ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী গন্ধপুষ্প ধূপ।
প্রদীপ নৈবেদ্য বস্ত্র যথা অনুরূপ॥
যজ্ঞ-সুত্র যথাশক্তি বস্ত্র অলঙ্কারে।
পূজিলেন করিয়া ষোড়শ উপচারে॥
চন্দনে করিয়া লিপ্ত তুলসী মঞ্জরী।
পুনঃ পুনঃ দেন সবে চরণ উপরি॥
দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রের বিধিমতে।
পূজা করি সবে স্তব লাগিলা পড়িতে॥
অদ্বৈতাদি আসি যত পার্ষদ প্রধান।
পড়িলা চরণে করি দণ্ড পরণাম॥
প্রেমনদী বহে সর্ব্বগণের নয়নে।
স্তুতি করে সবে প্রভু অমায়ায় শুনে॥
জয় জয় জয় সর্ব্ব জগতের নাথ।
তপ্ত জগতেরে কর শুভ দৃষ্টিপাত॥
জয় আদিহেতু জয় জনক সবার।
জয় জয় সংকীর্ত্তনারম্ভ অবতার॥
জয় জয় বেদ-ধর্ম্ম সাধু জন ত্রাণ।
জয় জয় আব্রহ্ম স্তম্ভের মূল প্রাণ॥
জয় জয় পতিতপাবন গুণসিন্ধু।
জয় জয় পরম শরণ দীনবন্ধু॥
জয় জয় ক্ষীরসিন্ধু মধ্যে গোপবাসী।
জয় জয় ভক্ত হেতু প্রকট বিলাসী॥
জয় জয় অচিন্ত্য অগম্য আদি তত্ত্ব।
জয় জয় পরম কোমল শুদ্ধ সত্ত্ব॥
জয় জয় বিপ্রকুল পাবন ভূষণ।
জয় বেদ ধর্ম্ম আদি সবার জীবন॥

জয় জয় অজামিল পতিতপাবন।
জয় জয় পুতনা দুষ্কৃতি বিমোচন॥
জয় জয় অদোষ—দরশী রমাকান্ত।
এই মত স্তুতি করে সকল মহান্ত॥
পরম প্রকট রূপ প্রভুর প্রকাশ।
দেখি পরমানন্দে ডুবিলেন সর্ব্ব দাস॥
সর্ব্ব মায়া ঘুচাইয়া প্রভু গৌরচন্দ্র।
শ্রীচরণ দিলেন পূজয়ে ভক্তবৃন্দ॥
দিব্য গন্ধ আনি কেহ লেপে শ্রীচরণে।
তুলসী কমলে মেলি পূজে কোন জনে॥
কেহ রত্ন সুবর্ণ রজত অলঙ্কার।
পাদপদ্মে দিয়া দিয়া করে নমস্কার॥
পট্ট নেত শুক্ল নীল সুপীত-বসন।
পাদপদ্মে দিয়া নমস্করে সর্ব্বজন॥
নানাবিধ ধাতু পাত্র দেই সর্ব্বজনে।
না জানি কতেক আসি পড়ে শ্রীচরণে॥
যে চরণ পূজিবারে সবার ভাবনা।
অজ রমা শিরে করে যে লাগি কামনা॥
বৈষ্ণবের দাস দাসীগণে তাহা পূজে।
এই মত ফল হয় বৈষ্ণব যে ভজে॥
দুর্ব্বা ধান্য তুলসী লইয়া সর্ব্বজনে।
পাইয়া অভয় সবে দেন শ্রীচরণে॥
নানাবিধ ফল আনি দেন শ্রীচরণে।
গন্ধপুষ্প চন্দন কেহ ঢালে শ্রীচরণে॥
কেহ পূজে করিয়া ষোড়শ উপচারে।
কেহ বা ষড়ঙ্গ মতে যেন স্ফুরে যারে॥
কস্তুরি কুঙ্কুম শ্রীকর্পূর ফাগুধূলী।
সবে শ্রীচরণে দেই হই কুতূহলী॥
চম্পক মল্লিকা কুন্দ কদম্ব মালতী।
নানা পুষ্পে শোভে শ্রীচরণ নখ পাঁতি॥

পরম প্রকাশ বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।
কিছু দেহ খাই প্রভু চাহেন আপনি॥
হস্ত পাতে প্রভু দেখে সর্ব্ব ভক্তগণ।
যে যে মতে দেয় সব করেন ভোজন॥
কেহ দেই কদলক কেহ দিব্য মুদগ।
কেহ দধি ক্ষীর বা নবনী কেহ দুগ্ধ॥
প্রভুর শ্রীহস্তে দেই সব ভক্তগণ।
অমায়ায় মহাপ্রভু করেন ভোজন॥
ধাইলা সকল গণ নগরে নগরে।
কিনিয়া উত্তম দ্রব্য আনেন সত্বরে॥
কেহ দিব্য নারিকেল উপস্কার করি।
শর্করা সহিত দেই শ্রীহস্ত উপরি॥
নানাবিধ প্রকার সন্দেশ দেই আনি।
শ্রীহস্তে লইয়া প্রভু খায়েন আপনি॥
কেহ দেয় জম্বু বা কর্কটিকা ফল।
কেহ দেয় ইক্ষু কেহ দেয় গঙ্গাজল॥
দেখিয়া প্রভুর অতি আনন্দ প্রকাশ।
দশবার পাঁচবার দেয় এক দাস॥
শত শত জনে বা কতেক দেয় জল।
মহা যোগেশ্বর পান করেন সকল॥
সহস্র সহস্র ভাণ্ডে দধি ক্ষীর দুগ্ধ।
সহস্র সহস্র কান্দি কলা কত মুদগ॥
কতেক বা সন্দেশ কতেক ফল মূল।
কতেক সহস্র বাটী কর্পূর তাম্বুল॥
কি অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশিলা গৌরচন্দ্র।
কেমতে খায়েন নাহি জানে ভক্তবৃন্দ॥
ভক্তের পদার্থ প্রভু খায়েন সন্তোষে।
খাইয়া সবার জন্ম কর্ম্ম কহে শেষে॥
ততক্ষণে সে ভক্তের হয় যে স্মরণ।
সন্তোষে আছাড় খায় করিয়া ক্রন্দন॥

শ্রীবাসেরে বলে আরে পড়ে তোর মনে।
ভাগবত শুনিলা যে দেবানন্দ স্থানে॥
পদে পদে ভাগবত প্রেম রসময়।
শুনিয়া দ্রবিল অতি তোমার হৃদয়॥
উচ্চস্বর করি তুমি লাগিলা কান্দিতে।
বিহ্বল হইয়া তুমি পড়িলা ভূমিতে॥
অবোধ পড়ুয়া ভক্তিযোগ না বুঝিয়া।
বলয়ে কান্দয়ে কেন না বুঝিল ইহা॥
বাহ্য নাহি জান তুমি প্রেমের বিকারে।
পড়ুয়া তোমারে নিল বাহির দুয়ারে॥
দেবানন্দে ইথে না করিল নিবারণ।
গুরু যথা অজ্ঞ সেই মত শিষ্যগণ॥
বাহির দুয়ারে তোমা এড়িল টানিয়া।
তবে তুমি আইলা পরম দুঃখ পাঞা॥
দুঃখ পাই মনে তুমি বিরলে বসিলা।
আর বার ভাগবত চাহিতে লাগিলা॥
দেখিয়া তোমার দুঃখ শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে।
আবির্ভাব হইলাম তোমার দেহেতে॥
তবে আমি এই তোর হৃদয়ে বসিয়া।
কাঁদাইনু সে আমার প্রেম-যোগ দিয়া॥
আনন্দ হইল দেহ শুনি ভাগবত।
সব তিতি স্থান হৈল বরিষার মত॥
অনুভব পাইয়া বিহ্বল শ্রীনিবাস।
গড়াগড়ি যায় কান্দে বহে ঘনশ্বাস॥
এই মত অদ্বৈতাদি যতেক বৈষ্ণব।
সবারে দেখিয়া করায়েন অনুভব॥
আনন্দ সাগরে মগ্ন সব ভক্তগণ।
বসিয়া করেন প্রভু তাম্বুল ভোজন॥
কোন ভক্ত নাচে কেহ করে সংকীর্ত্তন।
কেহ বলে জয় জয় শ্রীশচীনন্দন॥

কদাচিত যে ভক্ত না থাকে সেই স্থানে।
আজ্ঞা করি প্রভু তারে আনায় আপনে॥
কিছু দেহ খাই বলি পাতেন শ্রীহস্ত।
যেই যাহা দেন তাহা খায়েন সমস্ত॥
খাইয়া বলেন প্রভু তোর মনে আছে।
অমুক নিশায় আমি বসি তোর কাছে॥
বৈদ্যরূপে তোর জ্বর করিলাম নাশ।
শুনিয়া বিহ্বল হঞা পড়ে সেই দাস॥
গঙ্গাদাসে দেখি বলে তোর মনে জাগে।
রাজভয়ে পলাইস যবে নিশাভাগে॥
সর্ব্ব পরিবার সনে আসি খেয়াঘাটে।
কোথাও নাহিক নৌকা পড়িলা শঙ্কটে॥
রাত্রি শেষ হৈল তুমি নৌকা না পাইয়া।
কান্দিতে লাগিলা অতি দুঃখিত হইয়া॥
মোর আগে যবনে স্পর্শিবে পরিবার।
গঙ্গা প্রবেশিতে মন হইল তোমার॥
তবে আমি নৌকা নিয়া খেয়ারির রূপে।
গঙ্গায় বাহিয়া যাই তোমার সমীপে॥
তবে তুমি নৌকা দেখি সন্তোষ হইয়া।
অতিশয় প্রীতি করি কহিতে লাগিলা॥
আরে ভাই আমারে রাখহ এইবার।
জাতি প্রাণ ধন দেই সকল তোমার॥
রক্ষা কর পরিকর সঙ্গে কর পার।
এক তঙ্কা এক জোড় বক্সিস তোমার॥
তবে তোমা সঙ্গে পরিকর করি পার।
তবে নিজ বৈকুণ্ঠে গেলাম আর বার॥
শুনি ভাসে গঙ্গাদাস আনন্দ সাগরে।
হেন লীলা করে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দরে॥
গঙ্গায় হইতে পার চিন্তিলে আমারে।
মনে পড়ে পার আমি করিল তোমারে॥

শুনিয়া মূর্চ্ছিত দাস গড়াগড়ি যায়।
এই মত কহে প্রভু অতি অমায়ায়॥
বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
চন্দন মালায় পরিপূর্ণ কলেবর॥
কোন প্রিয়তম করে শ্রীঅঙ্গে ব্যজন।
শ্রীকেশ সংস্কার করে অতি প্রিয়তম॥
তাম্বুল যোগায় কোন অতি প্রিয় ভৃত্য।
কেহ বামে কেহ বা সমুখে করে নৃত্য॥
এই মত সকল দিবস পূর্ণ হৈল।
সন্ধ্যা আসি পরম কৌতুকে প্রবেশিল॥
ধূপ দীপ লইয়া সকল ভক্তগণ।
অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন শ্রীচরণ॥
শঙ্খ ঘণ্টা করতাল মন্দিরা মৃদঙ্গ।
বাজায়েন বহুবিধ উঠিল আনন্দ॥
অমায়ায় বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র।
কিছু নাহি বলে যত করে ভক্তবৃন্দ॥
নানাবিধ পুষ্প সবে পাদপদ্মে দিয়া।
ত্রাহি প্রভু বলি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
কেহ কাকু করে কেহ করে জয়ধ্বনি।
চতুর্দ্দিকে আনন্দ ক্রন্দন মাত্র শুনি॥
কি অদ্ভুত সুখ হৈল নিশার প্রবেশে।
যে আইসে সেই যেন বৈকুণ্ঠে প্রবেশে॥
প্রভুর হইল মহা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
যোড়হস্তে সমুখে রহিল সর্ব্ব দাস॥
ভক্ত অঙ্গে অঙ্গ দিয়া পাদপদ্ম মেলি।
লীলায় আছেন গৌর-সিংহ কুতূহলী॥
বড় সুখী হইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
যোড়হস্তে রহিলেন সব অনুচর॥
সাত প্রহরিয়া ভাবে সর্ব্ব জনে জনে।
অমায়ায় প্রভু কৃপা করেন আপনে॥

আজ্ঞা হৈল শ্রীধরের ঝাট গিয়া আন।
আসিয়া দেখুক মোর প্রকাশ বিধান॥
নিরবধি ভাবে মোরে বড় দুঃখ পাঞা।
আসিয়া দেখুক মোরে ঝাট আন গিয়া॥
নগরের অন্তে গিয়া থাকহ বসিয়া।
যে মোরে ডাকয়ে তারে আনহ ধরিয়া॥
ধাইলে বৈষ্ণবগণ প্রভুর বচনে।
আজ্ঞা লই গেলা সেই শ্রীধর ভবনে॥
সেই শ্রীধরের কিছু শুনহ আখ্যান।
খোলার পসরা করি রাখে নিজ প্রাণ॥
একবার খোলা গাছি কিনিয়া আনয়।
খানি খানি করি তাহা কাটিয়া বেচয়॥
তাহাতে যে কিছু হয় দিবসে উপায়।
তার অর্দ্ধ গঙ্গায় নৈবেদ্য লাগি যায়॥
অর্দ্ধেক সওয়ায় হয় নিজ প্রাণ রক্ষা।
এই মত হয় বিষ্ণু-ভক্তির পরীক্ষা॥
মহা সত্যবাদী তিঁহো যেন যুধিষ্ঠির।
যার যেই মূল্য বলে না হয় বাহির॥
মধ্যে মধ্যে যেবা জন তার তত্ত্ব জানে।
তাহার বচনে মাত্র দ্রব্যখানি কিনে॥
এই মত নবদ্বীপে আছে মহাশয়।
খোলা বেচা জ্ঞান করি কেহ না চিনয়॥
চারি প্রহর রাত্রি নাহি কৃষ্ণনামে।
সর্ব্ব রাত্রি হরি বলে দীর্ঘল আহ্বানে॥
যতেক পাষণ্ডী বলে শ্রীধরের ডাকে।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই দুই কর্ণ ফাটে॥
মহা চাসা বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল হঞা রাত্রি জাগি মরে॥
এই মত পাষণ্ডী মরয়ে মন্দ বলি।
নিজ কার্য্য করয়ে শ্রীধর কুতূহলী॥
হরি বলি ডাকিতে যে আছয়ে শ্রীধরে।
নিশাভাগে প্রেমযোগে ডাকে উচ্চস্বরে॥
অর্দ্ধ পথ ভক্তগণ গেল মাত্র ধাঞা।
শ্রীধরের ডাক শুনে তথাই থাকিয়া॥
ডাক অনুসারে গেলা ভাগবতগণ।
শ্রীধরেরে ধরিয়া লইলা ততক্ষণ॥
চল চল মহাশয় প্রভু দেখ গিয়া।
আমরা কৃতার্থ হই তোমা পরশিয়া॥
শুনিয়া প্রভুর নাম শ্রীধর মূর্চ্ছিত।
আনন্দে বিহ্বল হই পড়িলা ভূমিত॥
আথে ব্যথে ভক্তগণ লইলা তুলিয়া।
বিশ্বম্ভর আগে নিল আলগ করিয়া॥
শ্রীধর দেখিয়া প্রভু প্রসন্ন হইলা।
আয় আয় শ্রীধর বোলে ডাকিতে লাগিলা॥
বিস্তর করিয়া আছ মোর আরাধন।
বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলা জীবন॥
এই জন্মে মোর সেবা করিলা বিস্তর।
তোমার খোলায় অন্ন খাই নিরন্তর॥
তোমার হস্তের দ্রব্য খাই নিরন্তর।
পাসরিলা আমা সঙ্গে যে কৈলা উত্তর॥
যখন করিলা প্রভু বিদ্যার বিলাস।
পরম উদ্ধত হেন যখন প্রকাশ॥
সেই কালে গূঢ়রূপে শ্রীধরের সঙ্গে।
খোলা কেনা বেচা ছলে কৈল বহু রঙ্গে॥
প্রতিদিন শ্রীধরের পসরাতে গিয়া।
থোড় কলা মূল খোলা আঁনেন কিনিয়া॥
প্রতিদিন চারি দণ্ড কলহ করিয়া।
তবে সে কিনয়ে দ্রব্য অর্দ্ধ মূল্য দিয়া॥
সত্যবাদী শ্রীধর যথার্থ মূল্য বলে।
অর্দ্ধ মূল্য দিয়া প্রভু নিজ হস্তে তোলে॥

উঠিয়া শ্রীধর দাস করে কাড়াকাড়ি।
এই মত শ্রীধর ঠাকুরে হুড়াহুড়ি॥
প্রভু বলে কেন ভাই শ্রীধর তপস্বী।
অনেক তোমার অর্থ আছে হেন বাসী॥
আমার হাতের দ্রব্য লহ যে কাড়িয়া।
এতদিন কে আমি না জানিস ইহা॥
পরম ব্রহ্মণ্য যে শ্রীধর ক্রুদ্ধ নয়।
বদন দেখিয়া সর্ব্ব দ্রব্য কাড়ি লয়॥
মদনমোহন রূপ গৌরাঙ্গসুন্দর।
ললাটে তিলক শোভে উর্দ্ধ মনোহর॥
ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল।
প্রকৃতি নয়ন দুই পরম চঞ্চল॥
শুক্ল যজ্ঞ-সূত্র শোভে বেড়িয়া শরীরে।
সূক্ষ্মরূপে অনন্ত যে হেন কলেবরে॥
অধরে তাম্বুল হাসে শ্রীধরে চাহিয়া।
আর বার খোলা লয় আপনে তুলিয়া॥
শ্রীধর বলেন শুন ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
ক্ষমা কর মোরে মুঞি তোমার কুকুর॥
প্রভু বলে জানি তুমি পরম চতুর।
খোলা বেচা অর্থ তোমার আছয়ে প্রচুর॥
আর কি পসরা নাহি শ্রীধর যে বলে।
অল্প কড়ি দিয়া তথা কিন পাত খোলে॥
প্রভু বলে যোগানিয়া আমি নাহি ছাড়ি।
থোড় কলা দিয়া মোরে তুমি লহ কড়ি॥
রূপ দেখি মুগ্ধ হই শ্রীধর যে হাসে।
গালি পাড়ে বিশ্বম্ভর পরম সন্তোষে॥
প্রত্যহ গঙ্গারে দ্রব্য দেহত কিনিয়া।
আমারে বা কিছু দিলে মূল্যেতে ছাড়িয়া॥
যে গঙ্গা পূজহ তুমি আমি তার পিতা।
সত্য সত্য তোমারে কহিল এই কথা॥
কর্ণে হস্ত দেই শ্রীধর শ্রীবিষ্ণু বিষ্ণু বলে।
উদ্ধত দেখিয়া তারে দেই পাত খোলে॥
এই মত প্রতি দিনে করেন কন্দল।
শ্রীধরের জ্ঞানে বিপ্র পরম চঞ্চল॥
শ্রীধর বলেন মুঞি হারিনু তোমারে।
কড়ি বিনু কিছু দিমু ক্ষমা কর মোরে॥
একখণ্ড খোলা দিমু একখণ্ড থোড়।
একখণ্ড কলা মূল আর দোষ মোর॥
প্রভু বলে ভাল ভাল আর নাহি দায়।
শ্রীধরের খোলে প্রভু প্রত্যহ অন্ন খায়॥
ভক্তের পদার্থ প্রভু হেন মতে খায়।
কোটি হৈলে অভক্তের উলটি না চায়॥
এই লীলা করিব চৈতন্য প্রভু পাছে।
ইহার কারণে সে শ্রীধরে খোলা বেচে॥
এই লীলা লাগিয়া শ্রীধরে বেচে খোলা।
কে বুঝিতে পারে বিষ্ণু বৈষ্ণবের লীলা॥
বিনা প্রভু জানাইলে কেহ নাহি জানে।
সেই কথা প্রভু করাইলা সঙরণে॥
প্রভু বলে শ্রীধর দেখহ রূপ মোর।
অষ্টসিদ্ধি দান আজি করি দেও তোর॥
মাথা তুলি চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর।
তমাল শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর॥
হাতেতে মোহন বংশী দক্ষিণে বলরাম।
মহা জ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিদ্যমান॥
কমলা তাম্বুল দেই হাতের উপরে।
পঞ্চমুখ চতুর্ম্মুখ আগে স্তুতি করে॥
মহা ফণী ছত্র ধরে শিরের উপরে।
সনক নারদ শুক দেখে স্তুতি করে॥
প্রকৃতি স্বরূপ সব যোড়হস্ত করি।
স্তুতি করে চতুর্দ্দিগে পরম সুন্দরী॥

দেখি মাত্র শ্রীধর হইলা সুবিস্মিত।
সেই মত ঢুলিয়া পড়িলা পৃথিবীত ॥
উঠ উঠ শ্রীধর প্রভুর আজ্ঞা হৈল।
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীধর চৈতন্য পাইল ॥
প্রভু বলে শ্রীধর আমারে কর স্তুতি।
শ্রীধর বলয়ে প্রভু মুঞি মূঢ়মতি ॥
কোন স্তুতি জানো মুঞি কি মোর শকতি।
প্রভু বলে তোর বাক্য মাত্র মোর স্তুতি ॥
প্রভুর আজ্ঞায় জগন্মাতা সরস্বতী।
প্রবেশিলা জিহ্বায় শ্রীধর করে স্তুতি ॥
জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় জয় নবদ্বীপ পুরন্দর ॥
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি নাথ।
জয় জয় শচী পুণ্যবতী গর্ভজাত ॥
জয় জয় বেদগোপ্য জয় দ্বিজরাজ।
যুগে যুগে ধর্ম্ম পাল করি নানা সাজ ॥
গূঢ়রূপে সাম্ভাইলা নগরে নগরে।
বিনা তুমি জানাইলে কে জানিতে পারে।
তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম তুমি ভক্তি জ্ঞান।
তুমি শাস্ত্র তুমি বেদ তুমি সর্ব্বধ্যান ॥
তুমি সিদ্ধি তুমি বুদ্ধি তুমি ভোগ যোগ ॥
তুমি শ্রদ্ধা তুমি দয়া তুমি মোহ লোভ।
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি অগ্নি জল।
তুমি সূর্য্য তুমি বায়ু তুমি ধন বল ॥
তুমি ভক্তি তুমি মুক্তি তুমি অজ ভব।
তুমি বা হইবে কেন তোমারই যে সব ॥
পূর্ব্বে মোর স্থানে তুমি আপনে বলিলা।
তোর গঙ্গা দেখ মোর চরণ সলিলা ॥
তবু মোর পাপ চিত্তে নহিল স্মরণ।
না জানিল মুই তোমার অমূল্য চরণ ॥
যে তুমি করিলা ধন্য গোকুল নগর।
এখন হইলা নবদ্বীপ পুরন্দর ॥
রাখিয়া বেড়াও ভক্তি শরীর ভিতরে।
হেন ভক্তি নবদ্বীপে হইল বাহিরে ॥
ভক্তিযোগে ভীষ্ম তোমা জিনিল সমরে।
ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিল তোমারে ॥
ভক্তিযোগে তোমারে বেচিল সত্যভামা।
ভক্তিবশে তুমি কান্ধে কৈলে গোপরমা ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি বহে যারে মনে।
সে তুমি শ্রীদাম গোপ বহিলা আপনে ॥
যাহা হতে আপনার পরাভব হয়।
সেই বড় গোপ্য লোকে কাহারে না কয় ॥
ভক্তি লাগি সর্ব্ব স্থানে পরাভব পাঞা।
জিনিয়া বেড়াও তুমি ভক্তি লুকাইয়া ॥
সে মায়া হইল চূর্ণ আর নাহি লাগে।
হের দেখ সকল ভুবনে ভক্তি মাগে ॥
সে কালে হারিলা জন দুই তিন স্থানে।
এ কালে বান্ধিব তোমা সর্ব্ব জনে জনে ॥
মহাশুদ্ধা সরস্বতী শ্রীধরের শুনি।
বিস্ময় পাইলা সর্ব্ব বৈষ্ণবাগ্র গণি ॥
প্রভু বলে শ্রীধর বাছিয়া মাগ বর।
অষ্ট সিদ্ধি দিমু আজি তোমার গোচর ॥
শ্রীধর বলেন প্রভু আর ভাড়াইবা।
থাকহ নিশ্চিন্তে তুমি আর না পারিবা ॥
প্রভু বলে দরশন মোর ব্যর্থ নয়।
অবশ্য পাইবে বর যেই চিত্তে লয় ॥
মাগ মাগ পুনঃ পুনঃ বলে বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর বলয়ে প্রভু দেহ এই বর ॥
যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলা পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ ॥

যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল।
মোর প্রভু হউক তাঁর চরণ যুগল॥
বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে শ্রীধরে।
দুই বাহু তুলি কান্দে মহা উচ্চৈঃস্বরে॥
শ্রীধরের ভক্তি দেখি বৈষ্ণব সকল।
অন্যান্যে কান্দেন সব হইয়া বিহ্বল॥
হাসি বলে বিশ্বম্ভর শুনহ শ্রীধর।
এক মহারাজ্যে করোঁ তোমারে ঈশ্বর॥
শ্রীধর বলয়ে মুঞি কিছুই না চাও।
হেন কর প্রভু যেন তোর নাম গাও॥
প্রভু বলে শ্রীধর আমার তুমি দাস।
এতেকে দেখিলে তুমি আমার প্রকাশ॥
এতেকে তোমার মতি ভেদ না হইল।
বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আমি দিল॥
জয় জয় ধ্বনি হৈল বৈষ্ণবমণ্ডলে।
শ্রীধর পাইল বর শুনিল সকলে॥
ধন নাহি জন নাহি নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য॥
কি করিবে বিদ্যা ধন রূপ যশ কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥
কলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটিকল্পে কোটিশ্বরে না দেখিবে তাহা॥
অহঙ্কার দ্রোহ মাত্র বিষয়েতে আছে।
অধঃপাত ফল তার না জানয়ে পাছে॥
দেখি মূর্খ দরিদ্র যে সুজনেরে হাসে।
কুম্ভিপাকে যায় সেই নিজ কর্ম্মদোষে॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি দেখয়ে দুর্গতি॥
খোলাবেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী।
ভক্তিমাত্র নিল অষ্ট সিদ্ধিকে উপেক্ষি॥

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥
বিষয় মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥
ভাগবত পড়িয়াও কার বুদ্ধি নাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ॥
শ্রীধর পাইল বর করিয়া স্তবন।
ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥
প্রেম-ভক্তি হয় প্রভু চরণারবিন্দে।
সেই কৃষ্ণ পায় যে বৈষ্ণব নাহি নিন্দে॥
নিন্দায় নাহিক কার্য্য সবে পাপ লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা মহা মহা ভাগ॥
অনিন্দুক হই যে সকৃত কৃষ্ণ বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে॥
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই নমস্কার।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ হউক মোর প্রাণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

দশম অধ্যায়।

মোর বঁধুয়া। গৌরগুণ নিধিয়া॥ ধ্রু॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর।
জয় জয় নিত্যানন্দ অনাদি ঈশ্বর॥
হেনমতে প্রভু শ্রীধরেরে বর দিয়া।
নাড়া নাড়া নাড়া বলে মস্তক ঢুলাইয়া॥

প্রভু বলে আচার্য্য মাগহ নিজ কার্য্য।
যে মাগিল তা পাইল বলয়ে আচার্য্য॥
হুঙ্কার করয়ে জগন্নাথের নন্দন।
হেন শক্তি নাহি কারো বলিতে বচন॥
মহা পরকাশ প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
গদাধর যোগায় তাম্বুল প্রভু খায়॥
ধরণী-ধরেন্দ্র নিত্যানন্দ ধরে ছত্র।
সমুখে অদ্বৈত আদি সব মহাপাত্র॥
মুরারিরে আজ্ঞা হৈল মোর রূপ দেখ।
মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেক॥
দুর্ব্বাদলশ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
বীরাসনে বসিয়াছে মহা ধনুর্দ্ধর॥
জানকী লক্ষ্মণ দেখে বামেতে দক্ষিণে।
চৌদিগে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে॥
আপন প্রকৃতি বাসে যে হেন বানর।
সকৃত দেখিয়া মূর্চ্ছা পাইল বৈদ্যবর॥
মূর্চ্ছিত হইয়া বৈদ্য মুরারি পড়িলা।
চৈতন্যের ফাঁদে গুপ্ত মুরারি বাঁধিলা॥
ডাকি বলে বিশ্বম্ভর আরেরে বানরা।
পাসরিলি তোরে পোড়াইল সীতা-চোরা॥
তুমি তার পুরি পুড়ি কৈলে বংশ ক্ষয়।
সেই প্রভু আমি তোরে দিল পরিচয়॥
উঠ উঠ মুরারি আমার তুমি প্রাণ।
আমি সেই রাঘবেন্দ্র তুমি হনুমান॥
সুমিত্রানন্দন দেখ তোমার জীবন।
যারে জীয়াইলে আনি গন্ধমাদন॥
জানকীর চরণে করহ নমস্কার।
যার দুঃখ দেখি তুমি কান্দিলা অপার॥
চৈতন্যের বাক্যে গুপ্ত চৈতন্য পাইলা।
দেখিয়া সকলে প্রেমে কান্দিতে লাগিলা॥

শুষ্ক কাষ্ঠ দ্রবে শুনি গুপ্তের ক্রন্দন।
বিশেষে দ্রবিলা সব ভাগবতগণ॥
পুনরপি মুরারিরে বলে বিশ্বম্ভর।
যে তোমার অভিমত মাগি লহ বর॥
মুরারি বলয়ে প্রভু আর নাহি চাও।
হেন কর প্রভু যেন তোর গুণ গাও॥
যে তে ঠাই প্রভু কেনে জন্ম নহে মোর।
তথাই তথাই যেন স্মৃতি হয় তোর॥
জন্ম জন্ম তোমার যে সব প্রভু দাস।
ত সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস॥
তুমি প্রভু মুই দাস ইহা নাহি যথা।
হেন সত্য কর প্রভু না ফেলিহ তথা॥
সপার্ষদে তুমি যথা কর অবতার।
তথাই তথাই দাস হইব তোমার॥
প্রভু বলে সত্য সত্য এই বর দিল।
মহা মহা জয়ধ্বনি ততক্ষণে হইল॥
মুরারির প্রতি সব বৈষ্ণবের প্রীত।
সর্ব্বভূতে কৃপালুতা মুরারি চরিত॥
যে তে স্থান মুরারির যদি সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্ব তীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥
মুরারির প্রভাব বলিতে শক্তি কার।
মুরারির বল্লভ সকল অবতার॥
ঠাকুর চৈতন্য বলে শুন সর্ব্বজন।
সকৃত মুরারি নিন্দা করে যেইজন॥
কোটি গঙ্গাস্নানে তার নাহিক নিস্তার।
গঙ্গা হরি নামে তারে করিবে সংহার॥
মুরারি বসয়ে গুপ্তে উহার হৃদয়ে।
এতেকে মুরারি গুপ্ত নাম যোগ্য হয়ে॥
মুরারিরে কৃপা দেখি ভাগবতগণ।
প্রেমযোগে কৃষ্ণ বলি করেন রোদন॥

মুরারিরে কৃপা কৈল শ্রীচৈতন্য রায়।
ইহা যেই শুনে সেই প্রেমভক্তি পায়॥
মুরারি শ্রীধর কান্দে সমুখে পড়িয়া।
প্রভুও তাম্বুল খায় গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া॥
হরিদাস প্রতি প্রভু সদয় হইয়া।
মোরে দেখ হরিদাস বলে ডাক দিয়া॥
এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি সেই জাতি মোর দঢ়॥
পাপিষ্ঠ যবনে তোমা বড় দিল দুঃখ।
তাহা সঙরিতে মোর বিদরয়ে বুক॥
শুন শুন হরিদাস তোমারে যখনে।
নগরে নগরে মারি বেড়ায় যবনে॥
দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি করে।
নামিনু বৈকুণ্ঠ হৈতে সবা কাটিবারে॥
প্রাণান্ত করিয়া তোমা মারয়ে সকলে।
তুমি মনে চিন্ত তাহে সবার কুশলে॥
আপনে মারণ খাও তাহা নাহি লেখ।
তখনও তা সবারে ভাল মনে দেখ॥
তুমি ভাল চিন্তিলে না করোঁ মুঞি বল।
মোর চক্র তোমা লাগি হৈল বিফল॥
কাটিতে না পাড়োঁ তোর সঙ্কল্প লাগিয়া।
তোর পৃষ্ঠে পড়োঁ তোর মারণ দেখিয়া॥
তোমার মারণ নিজ অঙ্গে করি লও।
এই তার সাক্ষী আছে মিছা নাহি কও॥
যেবা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে।
শীঘ্র আইনু তোর দুঃখ না পারোঁ সহিতে॥
তোমারে চিনিল মোর নাড়া ভালমতে।
সর্ব্বভাবে মোরে বন্দী করিলা অদ্বৈতে॥
ভক্ত বাড়াইতে নিজ ঠাকুর সে জানে।
কি না বলে কি না করে ভক্তের কারণে॥
জ্বলন্ত অনল প্রভু ভক্ত লাগি খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে॥
হেন কৃষ্ণ ভক্ত দুঃখে না পায় সন্তোষ।
সেই সব পাপীরে লাগিল দৈব দোষ॥
ভক্তের মহিমা ভাই দেখ চক্ষু ভরি।
কি বলিব হরিদাস প্রীতি গৌরহরি॥
প্রভু মুখে শুনি মহা করুণ বচন॥
মূর্চ্ছিত পড়িলা হরিদাস ততক্ষণ॥
বাহ্য দূর গেল ভূমিতলে হরিদাস।
আনন্দে ডুবিল তিলার্দ্ধেক নাহি শ্বাস॥
প্রভু বলে উঠ উঠ মোর হরিদাস।
মনোরথ ভরি দেখ আমার প্রকাশ॥
বাহ্য পাই হরিদাস প্রভুর বচনে।
কোথা রূপ দরশন করয়ে ক্রন্দনে॥
সকল অঙ্গনে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
মহাশ্বাস বহে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥
মহাবেশ হৈল হরিদাসের শরীরে।
চৈতন্য করয়ে স্থির তবু নহে স্থিরে॥
বাপ বিশ্বম্ভর প্রভু জগতের নাথ।
পাতকীরে কর কৃপা পড়িল তোমাত॥
নিগুর্ণ অধম সর্ব্ব জাতি বহিষ্কৃত।
মুঞি কি বলিব প্রভু তোমার চরিত॥
দেখিলে পাতক মোরে পরশিলে স্নান।
মুঞি কি বলিব প্রভু তোমার আখ্যান॥
এক সত্য করিয়াছ আপন বদনে।
যে জন তোমার করে চরণ স্মরণে॥
কীট তুল্য হয় যদি তারে নাহি ছাড়।
ইহাতে অন্যথা হৈলে নরেন্দ্রেরে পাড়॥

এহ বল নাহি মোর স্মরণ বিহীন।
স্মরণ করিলে মাত্র রাখ তুমি দীন॥
সভামধ্যে দ্রৌপদী করিতে বিবসন।
আনিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন দুঃশাসন॥
সঙ্কটে পড়িয়া কৃষ্ণা তোমা সঙরিলা।
স্মরণ প্রভাবে তুমি বস্ত্রে প্রবেশিলা॥
স্মরণ প্রভাবে বস্ত্র হইল অনন্ত।
তথাপিহ না জানিল সে সব দুরন্ত॥
কোনকালে পার্ব্বতীরে ডাকিনীর গণে।
বেড়িয়া খাইতে কৈল তোমার স্মরণে॥
স্মরণ প্রভাবে তুমি আবির্ভূত হঞা।
করিলা সবার শাস্তি বৈষ্ণবী তারিয়া॥
হেন তোমা স্মরণ বিহীন মুঞি পাপ।
মোরে তোর চরণে স্মরণ দেহ বাপ॥
বিষ সর্প অগ্নি জলে পাথরে বান্ধিয়া।
ফেলিল প্রহ্লাদে দুষ্ট হিরণ্য ধরিয়া॥
প্রহ্লাদ করিল তোমার চরণ স্মরণ।
স্মরণ প্রভাবে সর্ব্ব দুঃখ বিমোচন॥
কার বা ভাঙ্গিল দন্ত কার তেজ নাশ।
স্মরণ প্রভাবে তুমি হইলা প্রকাশ॥
পাণ্ডু পুত্র সঙরিল দুর্ব্বাসার ভয়ে।
অরণ্যে প্রত্যক্ষ হৈল হইয়া সদয়ে॥
চিন্তা নাহি যুধিষ্ঠির হের দেখ আমি।
আমি দিব মুনি ভিক্ষা বসি থাক তুমি॥
অবশেষে এক শাক আছিল হাঁড়িতে।
সন্তোষে খাইল নিজ সেবক রাখিতে॥
স্নানে সব ঋষির উদর মহা ফুলে।
সেই মতে ঋষি সব পলাইলা ডরে।
স্মরণ প্রভাবে পাণ্ডুপুত্রের মোচন।
এ সব কৌতুক তোর স্মরণ কারণ॥

অখণ্ড পরম ধর্ম্ম এই সবাকার।
তেঞি চিত্র নহে ইহা সবার উদ্ধার॥
অজামিল স্মরণের মহিমা অপার।
সর্ব্ব ধর্ম্ম হীন তাহা বহি নাহি আর॥
দূত ভয়ে পুত্র স্নেহে দেখি পুত্র মুখ।
সঙরিল পুত্র নাম নারায়ণ রূপ॥
সেই সঙরণে সব খণ্ডিল আপদ।
তেঞি চিত্র নহে ভক্ত স্মরণ সম্পদ॥
হেন তোর চরণ স্মরণ হীন মুঞি।
তথাপিহ প্রভু মোরে না ছাড়িল তুঞি॥
তোমা দেখিবারে মোর কোন অধিকার।
এক বহি প্রভু কিছু না চাহিমু আর॥
প্রভু বলে বল বল সকল তোমার।
তোমারে অদেয় কিছু নাহিক আমার॥
করযোড় করি বলে প্রভু হরিদাস।
মুঞি অল্প ভাগ্য প্রভু করোঁ বড় আশ॥
তোমার চরণ ভজে যে সকল দাস।
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস॥
সেই সে ভজন মোর হউ জন্ম জন্ম।
সেই অবশেষ মোর ক্রিয়া কুল ধর্ম্ম॥
তোমার স্মরণ হীন পাপ জন্ম মোর।
সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর॥
এই মোর অপরাধ হেন চিত্তে লয়।
মহা পদ চাহয়ে যে মোহার যোগ্য নয়॥
প্রভুরে নাথরে মোর বাপ বিশ্বম্ভর।
মৃত মুঞি মোর অপরাধ ক্ষমা কর॥
শচীর নন্দন বাপ কৃপা কর মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত ঘরে॥
প্রেম ভক্তিময় হৈলা প্রভু হরিদাস।
পুনঃ পুনঃ করে কাকু না পুরয়ে আশ॥

প্রভু বলে শুন শুন মোর হরিদাস।
দিবসেক যে তোমার সঙ্গে কৈল বাস॥
তিলার্দ্ধেক তুমি যার সঙ্গে কহ কথা।
সে অবশ্য আমা পাবে নাহিক অন্যথা॥
তোমাকে যে করে শ্রদ্ধা আমাকে সে করে।
নিরবধি আছি আমি তোমার শরীরে॥
তুমি হেন সেবকে আমার ঠাকুরাল।
তুমি আমা হৃদয়ে বান্ধিলা সর্ব্বকাল॥
মোর স্থানে মোর সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে।
বিনা অপরাধে ভক্তি দিল তোরে দানে॥
হরিদাস প্রতি বর দিলেন যখন।
জয় জয় মহাধ্বনি উঠিল তখন॥
জাতি কুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে॥
প্রেমধন আর্ত্তি বিনা না পায় কৃষ্ণেরে॥
যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥
এই তার প্রমাণ যবন হরিদাস।
ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ দেখিল পরকাশ॥
যে পাপীষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে॥
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥
হরিদাস স্তুতি বর শুনে যেই জন।
অবশ্য মিলিব তারে কৃষ্ণ প্রেমধন॥
এ বচন মোর নহে সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ভক্ত্যাখ্যান শুনিলে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥
মহাভক্ত হরিদাস জয় জয় জয়।
হরিদাস পরশনে সর্ব্ব পাপক্ষয়॥
কেহ বলে চতুর্ম্মুখ যেন হরিদাস।
কেহ বলে যেন প্রহ্লাদের পরকাশ॥
সর্ব্ব মতে মহাভাগবত হরিদাস।
চৈতন্য গোষ্ঠির সঙ্গে যাহার বিলাস॥
ব্রহ্মা শিব বাঞ্ছে হরিদাস হেন সঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ॥
হরিদাস স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥
স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্ব জীবের অনাদি কর্ম্মপাশ॥
প্রহ্লাদ যে হেন দৈত্য কপি হনুমান।
এই মত হরিদাস নীচ জাতি নাম॥
হরিদাস কান্দে কান্দে মুরারি শ্রীধর।
হাসিয়া তাম্বুল খায় প্রভু বিশ্বম্ভর॥
বসি আছে মহাজ্যোতি খট্টার উপরে।
মহাজ্যোতি নিত্যানন্দ ছত্র ধরে শিরে॥
অদ্বৈতের ভীতে চাহি হাসিয়া হাসিয়া।
মনের বৃত্তান্ত তার কহে প্রকাশিয়া॥
শুন শুন আচার্য্য তোমারে নিশাভাগে।
ভোজন করাইল আমি তাহা মনে জাগে॥
যখন আমার নাহি হয় অবতার।
আমারে আনিতে শ্রম করিলা অপার॥
গীতা শাস্ত্র পড়াও বাখান ভক্তি মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র॥
যে শ্লোকের অর্থে নাহি পাও ভক্তিযোগ।
শ্লোকেরে না দেহ দোষ ছাড় সর্ব্ব ভোগ॥
দুঃখ পাই শুতি থাক করি উপবাস।
তবে আমি তোমা স্থানে হই পরকাশ॥
তোমার উপাসে হয় মোর উপবাস।
তুমি মোরে যেই দেহ সেই মোর গ্রাস॥
তিলার্দ্ধ তোমার দুঃখ আমি নাহি সহি।
স্বপ্নে আমি তোমার সহিত কথা কহি।
উঠ উঠ আচার্য্য শ্লোকের অর্থ শুন।
এই অর্থ এই পাঠ নিঃসন্দেহ জান॥

উঠিয়া ভোজন কর না কর উপাস।
তোমার লাগিয়া আমি করিব প্রকাশ॥
সন্তোষে উঠিয়া তুমি করহ ভোজন।
আমি বলি তুমি যেন মানহ স্বপন॥
এই মত যেই যেই পাঠে দ্বিধা হয়।
স্বপনের কথা প্রভু প্রত্যক্ষ কহয়॥
যত রাত্রি স্বপ্ন হয় যে দিনে যে ক্ষণে
যত শ্লোক সব প্রভু কহিলা আপনে॥
ধন্য ধন্য অদ্বৈতের ভক্তির মহিমা।
ভক্তি শক্তি কি বলিব এই তার সীমা॥
প্রভু বলে সর্ব্ব পাঠ কহিল তোমারে।
এক পাঠ নাহি কহি আজি কহি তোরে॥
সম্প্রদায় অনুরোধে যবে মন্দ পড়ে।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্ত এই পাঠ নরে॥
আজি তোরে সত্য কহি ছাড়িয়া কপট।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্ত এই সত্য পাঠ॥

তথাহি।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমাল্লোকে সর্ব্বমাবৃত তিষ্ঠতি॥ (১)

অতি গুপ্ত পাঠ আমি কহিল তোমারে।
তোমা বহি পাত্র কেবা আছে কহিবারে॥
চৈতন্যের গুপ্ত শিষ্য আচার্য্য গোসাঞি।
চৈতন্যের সর্ব্ব ব্যাখ্যা আচার্য্যের ঠাঞি॥
শুনিয়া আচার্য্য প্রেমে কান্দিতে লাগিলা।
পাইয়া মনের কথা মহানন্দে ভোলা॥

অদ্বৈত বলয়ে আর কি বলিব মুঞি।
এই মোর মহত্ব যে মোর নাথ তুঞি॥
আনন্দে বিহ্বল হৈলা আচার্য্য গোসাঞি।
প্রভুর প্রকাশ দেখি বাহ্য কিছু নাঞি॥
এ সব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
অধঃপাত হয় তার জানিহ নিশ্চিত॥
মহাভাগবতে বুঝে অদ্বৈতের ব্যাখ্যা।
আপনে চৈতন্য যারে করাইল শিক্ষা।
বেদে যেন নানামত করয়ে কথন।
এইমত আচার্য্যের দুর্জ্ঞেয় বচন॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার।
জানিহ ঈশ্বর সঙ্গে ভেদ নাহি যার॥
শরতের মেঘ যেন পরভাগ্যে বর্ষে।
সর্ব্বত্র না করে বৃষ্টি নাহি তার দোষে॥

তথাহি।

গিরয়োমুমুচুস্তোয়ংকচিন্ন মুমুচুঃ শিবং।
যথা জ্ঞানামৃতংকালে জ্ঞানিনোদদতেনদাঃ॥ (২)

এই মত অদ্বৈতের কিছু দোষ নাঞি।
ভাগ্যাভাগ্য বুঝি ব্যাখ্যা করে সেই ঠাঞি॥
চৈতন্য চরণ সেবা অদ্বৈতের কাজ।
ইহাতে প্রমাণ সব বৈষ্ণব সমাজ॥
সর্ব্ব ভাগবতের বচন অনাদরী।
অদ্বৈতের সেবা করে নহে প্রিয়করী॥
চৈতন্যেতে মগ্ন মহেশ্বর বুদ্ধি যার।
সেই সে অদ্বৈত-ভক্ত অদ্বৈত তাহার॥

(১) সকল দিকেই যাঁহার পাণি ও চরণ, সকল দিকেই যাহার নয়ন, মস্তক ও বদন, আর সকল দিকেই যাহার শ্রবণ, তিনিই পরমাত্ম বস্তু, তিনি ইহলোকে সকল আবৃত করিয়া রহিয়াছেন।

(২) যেমন জ্ঞানিগণ জ্ঞানামৃত দান করেন, আবার দান করেনও না, এইরূপে শরৎকালে গিরিরাজি কোন স্থানে সুনির্ম্মল সলিল মোচন করেন, আবার কোন স্থানে তাহা করেন না।

সর্ব্ব প্রভু গৌরচন্দ্র ইহারে না লয়।
অক্ষয় অদ্বৈত সেবা ব্যর্থ তার হয়॥
শিরচ্ছেদি ভক্তি যেন করে দশানন।
না মানয়ে রঘুনাথ শিবের কারণ॥
অন্তরে ছাড়িল শিব সে না জানে ইহা।
সেবা ব্যর্থ হৈল মৈল সবংশে পুড়িয়া॥
ভাল মন্দ শিবে কিছু ভাঙ্গিয়া না কয়।
যার বুদ্ধি থাকে সেই চিত্তে বুঝি লয়॥
এই মত অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া।
বোলায় অদ্বৈত-ভক্ত চৈতন্য নিন্দিয়া॥
না বলে অদ্বৈত কিছু স্বভাব কারণে।
না ধরে বৈষ্ণব বাক্য মরে ভাল মনে॥
যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্ব সিদ্ধি।
হেন চৈতন্যের কিছু না জানয়ে শুদ্ধি॥
ইহা বলিতেই আইসে ধাঞা মারিবারে।
মহামায়া বলবতী কি বলিব তারে॥
প্রভুর যে অহঙ্কার ইহা নাহি জানে।
অদ্বৈতেরে প্রভু গৌরচন্দ্র নাহি মানে॥
পূর্ব্বে যে আখ্যান হৈল সেই সত্য হয়।
যাহাতে প্রতীত যার নাহি তার ক্ষয়॥
যত যত শুন যার যতেক বাড়াঞি।
চৈতন্যের সেবা হৈতে আর কিছু নাঞি॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু যারে কৃপা করে।
যার যেন ভাগ্য ভক্তি সেই সে আদরে॥
অহর্নিশ লওয়ায় ঠাকুর নিত্যানন্দ।
বল ভাই সব মোর প্রভু গৌরচন্দ্র॥
চৈতন্য স্মরণ করি আচার্য্য গোসাঞি।
নিরবধি কান্দে আর কিছু স্মৃতি নাই॥
ইহা দেখি চৈতন্যেতে যার ভক্তি নয়।
তাহার আলাপে হয় সুকৃতির ক্ষয়॥

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বুদ্ধে যে অদ্বৈত গায়।
সেই সে বৈষ্ণব জন্ম জন্ম কৃষ্ণ পায়॥
অদ্বৈতের সেই সে একান্ত প্রিয়তর।
এ মর্ম্ম না জানে যত অধম কিঙ্কর।
সবার ঈশ্বর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ কথায় অদ্বৈতেরে প্রীতি বহুতর॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্ব্বথা॥
অদ্বৈতেরে বলিয়া গীতার সত্য পাঠ।
বিশ্বম্ভর লুকাইল ভক্তির কপাট॥
শ্রীভুজ তুলিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সবে মোরে দেখ মাগ যার যেই বর॥
আনন্দিত হইলা সবে প্রভুর বচনে।
যার যেই ইচ্ছা মাগে তাহার কারণে॥
অদ্বৈত বলয়ে প্রভু মোর এই বর।
মূর্খ নীচ দরিদ্রেরে অনুগ্রহ কর॥
কেহ বলে মোর বাপে না দেয় আসিবারে।
তার চিত্ত ভাল হউক দেহ এই বরে॥
কেহ বলে শিষ্য প্রতি কেহ পুত্র প্রতি।
কেহ ভার্য্যা কেহ ভৃত্য যার যথা রতি॥
কেহ বলে আমার হউক গুরু-ভক্তি।
এই মত বর মাগে যার যেই যুক্তি॥
ভক্ত বাক্য সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া হাসিয়া সবাকারে দেন বর॥
মুকুন্দ আছেন অন্তঃপটের বাহিরে।
সম্মুখ হইতে শক্তি মুকুন্দ না ধরে॥
মুকুন্দ সবার প্রিয় পরম মহান্ত।
ভালমতে জানে সেই সবার বৃত্তান্ত॥
নিরবধি কীর্ত্তন করয়ে প্রভু শুনে।
কোন জন না বুঝে তথাপি দণ্ড কেনে॥

ঠাকুর নাহিক ডাকে আসিতে না পারে।
দেখিয়া জন্মিল দুঃখ সবার অন্তরে॥
শ্রীবাস বলেন শুন জগতের নাথ।
মুকুন্দ কি অপরাধ করিল তোমাত॥
মুকুন্দ তোমার প্রিয় আমা সবার প্রাণ।
কেবা নাহি দ্রবে শুনি মুকুন্দের গান॥
ভক্তিপরায়ণ সর্ব্বদিগে সাবধান।
অপরাধ না দেখিয়া কর অপমান॥
যদি অপরাধ থাকে তার শাস্তি কর।
আপনার দাসে কেনে দূরে পরিহর॥
তুমি না ডাকিলে নারে সমুখ হইতে।
দেখুক তোমারে প্রভু বল ভাল মতে॥
প্রভু বলে হেন বাক্য কভু না বলিবা।
ও বেটার লাগি মোরে কভু না সাধিবা॥
খড় লয় জাঠি লয় পূর্ব্বে যে শুনিলা।
এই বেটা সেই হয় কেহ না চিনিলা॥
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয় ক্ষণে জাঠি মারে।
খড় ও জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলে আর বার।
বুঝিতে তোমার শক্তি কার অধিকার॥
আমরা ত মুকুন্দের দোষ নাহি দেখি।
তোমার অভয় পাদপদ্ম তার সাক্ষী॥
প্রভু বলে ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি তথাই মিশায়॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি দন্তে॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সান্তায়।
নাহি মানে ভক্তি জাঠি মারয়ে সদায়॥
ভক্তি হইতে বড় আছে যে ইহা বাখানে।
নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে॥

ভক্তি স্থানে ইহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশন বাদ॥
মুকুন্দ শুনয়ে সব বাহিরে থাকিয়া।
না পাইব দরশন শুনিলেন ইহা॥
গুরু উপরোধে পূর্ব্বে না মানিনু ভক্তি।
সব জানে মহাপ্রভু চৈতন্যের শক্তি॥
মনে চিন্তে মুকুন্দ পরম ভাগবত।
এ দেহ রাখিতে মোর না হয় যুকত॥
অপরাধী শরীর ছাড়িব আজি আমি।
দেখিব কতেক কালে ইহা নাহি জানি॥
মুকুন্দ বলেন শুন ঠাকুর শ্রীবাস।
কভু কি দেখিমু মুঞি বল প্রভু পাশ॥
কান্দয়ে মুকুন্দ দুই অঝর নয়নে।
মুকুন্দের দুঃখে কান্দে ভাগবত গণে॥
প্রভু বলে আর যদি কোটি জন্ম হয়।
তবে মোর দরশন পাইবে নিশ্চয়॥
শুনিল নিশ্চয় প্রাপ্তি প্রভুর শ্রীমুখে।
মুকুন্দ সিঞ্চিত হৈলা পরানন্দ সুখে॥
পাইব পাইব বলি করে মহা নৃত্য।
প্রেমেতে বিহ্বল হইলা চৈতন্যের ভৃত্য॥
মহানন্দে মুকুন্দ নাচয়ে সেইখানে।
দেখিবেন হেন বাক্য শুনিয়া শ্রবণে॥
মুকুন্দ দেখিয়া প্রভু হাসে বিশ্বম্ভর।
আজ্ঞা হৈল মুকুন্দেরে আনহ সত্বর॥
সকল বৈষ্ণব ডাকে আইসহ মুকুন্দ।
না জানে মুকুন্দ কিছু পাইয়া আনন্দ॥
প্রভু বলে মুকুন্দ ঘুচিল অপরাধ।
আইস আমারে দেখ ধরহ প্রসাদ॥
প্রভুর আজ্ঞাতে সবে আনিল ধরিয়া।
পড়িল মুকুন্দ মহাপুরুষ দেখিয়া॥

প্রভু বলে উঠ উঠ মুকুন্দ আমার।
তিলার্দ্ধেক অপরাধ নাহিক তোমার॥
সঙ্গদোষ তোমার সকল হৈল ক্ষয়।
তোর স্থানে আমার হইল পরাজয়॥
কোটি জন্মে পাবে হেন বলিলাম আমি।
তিলার্দ্ধেকে সব তাহা ঘুচাইলে তুমি॥
অব্যর্থ আমার বাক্য তুমি সে জানিলা।
তুমি আমা সর্ব্বকাল হৃদয়ে বান্ধিলা॥
আমার গায়ন তুমি থাক আমা সঙ্গে।
পরিহাস পাত্র সঙ্গে আমি কৈল রঙ্গে॥
সত্য যদি তুমি কোটি অপরাধ কর।
সে সকল মিথ্যা তুমি মোর প্রিয় দড়॥
ভক্তিময় তোমার শরীর মোর দাস।
তোমার জিহ্বায় মোর নিরন্তর বাস॥
প্রভুর আশ্বাস শুনি কান্দয়ে মুকুন্দ।
ধিক্কার করিয়া আপনারে বলে মন্দ॥
ভক্তি না মানিনু মুঞি এই ছার মুখে।
দেখিলেই ভক্তিশূন্য কি পাইব সুখে॥
বিশ্বরূপ তোমার দেখিল দুর্য্যোধন।
যাহা দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ॥
দেখিয়াও সবংশে মরিল দুর্য্যোধন।
না পাইল সুখ ভক্তি-শূন্যের কারণ॥
হেন ভক্তি না মানিল আমি ছার মুখে।
দেখিলে কি হৈব আর মোর প্রেম সুখে॥
যখনে চলিলা তুমি রুক্মিণী হরণে।
দেখিল নরেন্দ্র তোমা গরুড় বাহনে॥
মহা অভিষেক রাজরাজেশ্বর নাম।
দেখিল নরেন্দ্র সব জ্যোতির্ম্ময় ধাম॥
ব্রহ্মাদি দেখিতে যাহা করে অভিলাষ।
বিদর্ভ নগরে তাহা করিলা প্রকাশ॥
তাহা দেখি মরে সব নরেন্দ্রের গণ।
না পাইল সুখ ভক্তি-শূন্যের কারণ॥
সর্ব্ব যজ্ঞময় রূপ কারুণ্য শূকর।
আবির্ভাব হৈলা তুমি জলের ভিতর॥
অনন্ত পৃথিবী লাগি আছয়ে দশনে।
যে প্রকাশ দেখিতে বেদের অন্বেষণে॥
দেখিলেক হিরণ্য অপূর্ব্ব দরশন।
না পাইল সুখ ভক্তি-শূন্যের কারণ॥
আর মহাপ্রকাশ দেখিল তার ভাই।
মহা গোপ্য হৃদয়ে শ্রীকমলার ঠাঞি॥
অপূর্ব্ব নৃসিংহরূপ কহে ত্রিভুবনে।
তাহা দেখি মরে ভক্তি-শূন্যের কারণে॥
হেন ভক্তি মোর ছারমুখে না মানিল।
এ বড় অদ্ভুত মুখ খসি না পড়িল॥
কুব্জা যজ্ঞপত্নী পুরনারী মালাকার।
কোথায় দেখিল তারা প্রকাশ তোমার।
ভক্তিযোগে তোমারে পাইল তারা সব।
সেইখানে মরে কংস দেখি অনুভব॥
হেন ভক্তি মোর ছার মুখে না মানিল।
এই বড় কৃপা তোর তথাপি রহিল॥
যে ভক্তি প্রভাবে শ্রীঅনন্ত মহাবলি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধরে হই কুতূহলী॥
সহস্র ফণার এক ফণে বিন্দু যেন।
যশে মত্ত প্রভু নাহি জানে আছে হেন॥
নিরাশ্রয়ে পালন করেন সবাকার।
ভক্তিযোগ প্রভাবে এ সব অধিকার॥
হেন ভক্তি না মানিনু মুঞি পাপ মতি।
অশেষ জন্মেও মোর নাহি ভাল গতি॥
ভক্তিযোগে গৌরীপতি হইলা শঙ্কর।
ভক্তিযোগে নারদ হইল মুনিবর॥

বেদ ধর্ম্ম যোগে নানা শাস্ত্র করি ব্যাস।
তিলার্দ্ধেক চিত্তে নাহি বাসয়ে প্রকাশ॥
মহা গোপ্য ভক্তিযোগ বলিলা সংক্ষেপে।
সবে এই অপরাধ চিত্তের বিক্ষেপে॥
নারদের বাক্যে ভক্তি করিলা বিস্তারে।
তবে মনোদুঃখ গেল তারিল সংসারে।
কীট হয়ে না মানিমু মুঞি হেন ভক্তি।
আর তোমা দেখিবারে আছে মোর শক্তি॥
বাহু তুলি কাঁদয়ে মুকুন্দ মহাদাস।
শরীর চলয়ে হেন বহে মহাশ্বাস॥
সহজ একান্ত ভক্তি কি কহিব সীমা।
চৈতন্য প্রিয়ের মাঝে যাহার গণনা॥
মুকুন্দের খেদ দেখি প্রভু বিশ্বম্ভর।
লজ্জিত হইয়া কিছু করেন উত্তর॥
মুকুন্দের ভক্তি মোর বড় প্রিয়করী।
যথা যথা গায় তথা আমি অবতরী॥
তুমি যত কহিলে সকল সত্য হয়।
ভক্তি বিনা আমারে দেখিলে কিছু নয়॥
এই তোরে সত্য কহো বড় প্রিয় তুমি।
বেদ মুখে বলিয়াছি যেই কিছু আমি॥
যে যে কর্ম্ম কৈলে হয় যে যে দিব্যগতি।
তাহা ঘুচাইতে পারে কাহার শকতি॥
মুঞি পারোঁ সকল অন্যথা করিবারে।
সর্ব্ববিধি উপরে মোহার অধিকারে॥
মুঞি সত্য করিয়াছোঁ আপনার মুখে।
মোর ভক্তি বিনা কারো কর্ম্ম নহে সুখে॥
ভক্তি না মানিলে হয় মোর মর্ম্ম দুঃখ।
মোর দুঃখে ঘুচে তার দরশন সুখ॥
রজকেও দেখিল মাগিল তার ঠাঞি।
তথাপি বঞ্চিত হৈল যাতে প্রেম নাঞি॥
আমা দেখিবারে সেই কত তপ কৈল।
কত কোটি দেহ সেই রজক ছাড়িল॥
পাইলেক মহা ভাগ্যে মোর দরশন।
না পাইল সুখ ভক্তি-শূন্যের কারণ॥
ভক্তি-শূন্য জনে মুঞি না করি প্রসাদ।
মোর দরশন সুখ তার হয় বাদ॥
ভক্তি স্থানে অপরাধ কৈলে ঘুচে ভক্তি।
ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন শক্তি॥
যতেক কহিলা তুমি সব মোর কথা।
তোমার মুখেতে কেনে আসিব অন্যথা॥
ভক্তি বিলাইমু মুই বলিল তোমারে।
আগে প্রেম ভক্তি দিল তোর কণ্ঠস্বরে॥
যত দেখ আছে মোর বৈষ্ণব-মণ্ডল।
শুনিলে তোমার গান দ্রবয়ে সকল॥
আমার যেমন তুমি বল্লভ একান্ত।
এই মত হউক তোরে সকল মহান্ত॥
যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার।
তথায় গায়েন তুমি হইও আমার॥
মুকুন্দেরে এত যদি বর দান কৈল।
মহা জয় জয়ধ্বনি তখনি হইল॥
হরিবোল হরিবোল জয় জগন্নাথ।
হরিবলি নিবেদয় যুড়ি দুই হাত॥
মুকুন্দের স্তুতি বর শুনে যেই জন।
সেহ মুকুন্দের সনে হইব গায়ন॥
এ সব চৈতন্য কথা বেদের নিগূঢ়।
সুবুদ্ধি মানয়ে ইহা না মানয়ে মূঢ়॥
শুনিলে এ সব কথা যার হয় সুখ।
অবশ্য দেখিব সেই চৈতন্যের মুখ॥
এই মত যত যত ভক্তের মণ্ডল।
যেই কৈল স্তুতি বর পাইল সকল॥

শ্রীবাস পণ্ডিত অতি মহা মহোদার।
অতএব তান গৃহে এ সব বিহার॥
যার যেন মত ইষ্ট প্রভু আপনার।
যেই দেখে বিশ্বম্ভর সেই অবতার॥
মহা মহা পরকাশ ইহারে সে বলি।
এই মত করে গৌরচন্দ্র কুতূহলী॥
এই মত দিনে দিনে প্রভুর প্রকাশ।
সপত্নীকে দেখে সব চৈতন্যের দাস॥
দেহ সনে নির্ব্বিশেষে যে হয়েন দাস।
সেই সে দেখিতে পায় এ সব বিলাস॥
সেই নবদ্বীপে আর কত কত আছে।
তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী মাঝে মাঝে॥
যাবৎকাল গীতা ভাগবত সবে পড়ে।
কেহ বা পড়ায় কারো ধর্ম্ম নাহি নড়ে॥
কেহ কেহ বিগ্রহ কিছুই নাহি লয়।
বৃথা আকুমার ধর্ম্মে শরীর শোষয়॥
সেইখানে হেন বৈকুণ্ঠের সুখ হৈল।
বৃথা অভিমানী একজন না দেখিল॥
শ্রীবাসের দাস দাসী যাহারে দেখিল।
শাস্ত্র পড়িয়াও কেহ তাহা না জানিল॥
মুরারি গুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
কেহ মাথা মুড়াইয়া তাহা না দেখিল॥
ধনে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥
সেই নবদ্বীপে হেন প্রকাশ হইল।
যত ভট্টাচার্য্য একজনে না জানিল॥
দুষ্কৃতির সরোবরে কভু জল নহে।
এমন প্রকাশে কি বঞ্চিত জীব হয়ে॥
অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যখনে যাহারে করে দৃষ্টি অধিকারে॥
সেই দেখে আর দেখিবারে শক্তি নাই।
নিরন্তর ক্রীড়া করে চৈতন্য গোসাঞি॥
যে মন্ত্রেতে যে বৈষ্ণব ইষ্ট ধ্যান করে।
সেই মত দেখয়ে ঠাকুর বিশ্বম্ভরে॥
দেখাইয়া আপনে শিখায় সবাকারে।
এ সকল কথা ভাই শুনে পাছে আরে॥
জন্ম জন্ম তোমরা পাইলে মোর সঙ্গ।
তোমা সবা ভৃত্যেও দেখিব মোর রঙ্গ॥
আপন গলার মালা দিলা সবাকারে।
চর্ব্বিত তাম্বুল আজ্ঞা হইল সবারে॥
মহানন্দে খায় সবে হরষিত হৈয়া।
কোটিচন্দ্র শারদ মুখের দ্রব্য পাঞা॥
ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃ সুতা বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান॥
পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ।
সকল বৈষ্ণব তারে করে আশীর্ব্বাদ॥
ধন্য ধন্য এই সে সেবিল নারায়ণ।
বালিকা স্বভাবে ধন্য ইহার জীবন॥
খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয় নারায়ণী।
কৃষ্ণের পরমানন্দে কান্দ দেখি শুনি॥
হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব।
কৃষ্ণ বলি কান্দে অতি বালিকা স্বভাব॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে এই ধ্বনি।
গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী॥
যারে যেন আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য।
সে আসিয়া অবিলম্বে হয় উপসন্ন॥
এ সব বচনে যার নাহিক প্রতীত।
সদ্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত॥

অদ্বৈতের প্রিয় প্রভু চৈতন্য ঠাকুর।
ইথে অদ্বৈতের বড় মহিমা প্রচুর ॥
চৈতন্যের প্রিয় দেহ ঠাকুর নিতাই।
এই সে মহিমা জান চারি বেদে গাই ॥
চৈতন্যের ভক্ত বলি নাহি যার নাম।
যদি সেবা বস্তু তবে তৃণের সমান ॥
নিত্যানন্দ কহে মুঞি চৈতন্যের দাস।
অহর্নিশ আর প্রভু না করে প্রকাশ ॥
তাহার কৃপায় হয় চৈতন্যেতে রতি।
নিত্যানন্দ ভজিলে আপদ নাহি কতি ॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর ॥
ধরণী ধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ প্রভু গৌরচন্দ্র আমারে শরণ ॥
বলরাম প্রীতে গাই চৈতন্য চরিত।
কর বলরাম প্রভু জগতের হিত ॥
চৈতন্যের দাস্য বই নিতাই না জানে।
চৈতন্যের দাস্য নিত্যানন্দ করে দানে ॥
নিত্যানন্দ কৃপায় সে গৌরচন্দ্র চিনি।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে ভক্তি-তত্ত্ব জানি ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দ রায়।
সবে নিত্যানন্দ স্থানে ভক্তি-পদ পায় ॥
কোন পাকে যদি করে নিত্যানন্দে হেলা।
আপনে চৈতন্য বলে সেই জন গেলা ॥
আদি দেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা না জানয়ে সব ॥
কাহারে না করে নিন্দা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে ॥
নিন্দায় নাহিক লভ্য সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
সবার সম্মান ভাগবত-ধর্ম্ম হয় ॥

মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
মহা নিম্ব হেন বাসে যতেক পাষণ্ড ॥
কেহ যেন শর্করায় নিম্ব স্বাদু পায়।
তার দৈব শর্করার স্বাদু নাহি যায় ॥
এই মত চৈতন্যের পরানন্দ যশ।
শুনিতে না পায় সুখ হই দৈব বশ ॥
সন্ন্যাসীও যদি নাহি মানে গৌরচন্দ্র।
জানিহ সে খল জন জন্ম জন্ম অন্ধ ॥
পক্ষি-মাত্র যদি বলে চৈতন্যের নাম।
সেহ সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম ॥
জয় গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের জীবন।
তোর নিত্যানন্দ মোর হউক প্রাণধন ॥
যার যার সঙ্গে তুমি করিলা বিহার।
সে সব গোষ্ঠীর পায়ে মোর নমস্কার ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

রাগ-মল্লার।

নিধি গৌরাঙ্গ কোথা হৈতে আইলা প্রেমসিন্ধু।
অনাথের নাথ প্রভু পতিত জনের বন্ধু ॥ ধ্রু ॥
জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজকুল সিংহ।
জয় হউ তোর যত চরণের ভৃঙ্গ ॥
জয় শ্রীপরমানন্দ পুরীর জীবন।
জয় দামোদর স্বরূপের প্রাণধন ॥

জয় রূপ সনাতন প্রিয় মহাশয়।
জয় জগদীশ গোপীনাথের হৃদয়॥
হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে নহে সর্ব্ব নয়ন-গোচর॥
নবদ্বীপে মধ্যখণ্ডে কৌতুক অনন্ত।
ঘরে বসি দেখয়ে শ্রীবাস ভাগ্যবন্ত॥
নিষ্কপটে প্রভুরে সেবিল শ্রীনিবাস।
গোষ্ঠী সঙ্গে দেখে প্রভুর মহা পরকাশ॥
শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
বাপ বলি শ্রীবাসেরে করয়ে পীরিতি॥
অহর্নিশ বাল্য-ভাব বাহ্য নাহি জানে।
নিরবধি মালিনীর করে স্তনপানে॥
কভু নাহি দুগ্ধ পরশিলে মাত্র হয়।
এ সব অচিন্ত্য শক্তি মালিনী দেখয়॥
চৈতন্যের নিবারণে কারে নাহি কহে।
নিরবধি শিশু-রূপ মালিনী দেখয়ে॥
প্রভু বিশ্বম্ভর বলে শুন নিত্যানন্দ।
কাহার সহিত পাছে কর তুমি দ্বন্দ্ব॥
চঞ্চলতা না করিবা শ্রীবাসের ঘরে।
শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ সঙরে॥
আমার চাঞ্চল্য তুমি কভু না পাইবা।
আপনার মত তুমি কারে না বাসিবা॥
বিশ্বম্ভর বলে আমি তোমা ভাল জানি।
নিত্যানন্দ বলে দোষ কহ দেখি শুনি॥
হাসি বলে গৌরচন্দ্র কি দোষ তোমার।
সব ঘরে অন্ন বৃষ্টি কর অবতার॥
নিত্যানন্দ বলে প্রভু পাগলে সে করে।
এ ছলায় ঘরে ভাত না দিবে আমারে॥
আমারে না দিয়া ভাত সুখে তুমি খাও।
অপকীর্ত্তি আর কেন বলিয়া বেড়াও॥
প্রভু বলে তোমার অপকীর্ত্তে লাজ পাই।
সেই সে কারণে আমি তোমারে শিখাই॥
হাসি বলে নিত্যানন্দ বড় ভাল ভাল।
চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবা সর্ব্বকাল॥
নিশ্চয় বুঝিলা তুমি আমি সে চঞ্চল।
এত বলি প্রভু চাহি হাসে খল খল॥
আনন্দে না জানে বাহ্য কোন কর্ম্ম করে।
দিগম্বর হই বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে॥
যোড়ে যোড়ে লম্ফ দিয়া হাসিয়া হাসিয়া।
সকল অঙ্গনে বুলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া॥
গদাধর শ্রীনিবাস আর হরিদাস।
শিক্ষার প্রসাদে সবে দেখে দিগ্‌বাস॥
ডাকি বলে বিশ্বম্ভর এ কি কর কর্ম্ম।
গৃহস্থের ঘরেতে এমন নহে ধর্ম্ম॥
এখনি বলিলা তুমি আমি কি পাগল।
এইক্ষণে নিজ বাক্য ঘুচিল সকল॥
যার বাহ্য নাহি তার বচনে কি লাজ।
নিত্যানন্দ ভাসয়ে আনন্দ-সিন্ধু মাঝ॥
আপনে ধরিয়া প্রভু পরায় বসন।
এমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের কথন॥
চৈতন্যের বচন অঙ্কুশ সবে মানে।
নিত্যানন্দ মত্তসিংহ আর নাহি জানে॥
আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়॥
নিত্যানন্দ অনুভব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ সেবা করে যেন পুত্র মাতা॥
একদিন পিতলের বাটী নিল কাকে।
উড়িয়া চলিল কাক যে বনেতে থাকে॥
অদৃশ্য হইয়া কাক কোন রাজ্যে গেল।
মহা চিন্তা মালিনীর চিত্তেতে জন্মিল॥

বাটী থুই সেই কাক আইল আর বার।
মালিনী দেখয়ে শূন্য বদন তাহার॥
মহা তীব্র ঠাকুর পণ্ডিত ব্যবহার।
শ্রীকৃষ্ণের ঘৃত পাত্র হইল অপহার॥
শুনিলে প্রমাদ হবে হেন মনে গণি।
নাহিক উপায় কিছু কান্দয়ে মালিনী॥
হেনকালে নিত্যানন্দ আইলা সেই স্থানে।
দেখয়ে মালিনী কান্দে নাহিক কারণে॥
হাসি বলে নিত্যানন্দ কান্দ কি কারণ।
কোন দুঃখ বল সব করিব খণ্ডন॥
মালিনী বলয়ে শুন শ্রীপাদ গোসাঞি।
ঘৃত পাত্র কাকে লই গেল কোন ঠাঞি॥
নিত্যানন্দ বলে মাতা চিন্তা পরিহর।
আমি দিব বাটী তুমি ক্রন্দন সম্বর॥
কাক প্রতি হাসি প্রভু বলয়ে বচন।
কাক তুমি বাটী ঝাট্ আনহ এখন॥
সবার হৃদয়ে নিত্যানন্দের বসতি।
তার আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কাহার শকতি॥
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা কাক উড়ি যায়।
শোকাকুলী মালিনী কাকের দিকে চায়॥
ক্ষণেকে উঠিয়া কাক অদৃশ্য হইল।
বাটী মুখে করি পুনঃ সেইখানে আইল॥
আনিয়া থুইল বাটী মালিনীর স্থানে।
নিত্যানন্দ প্রভাব মালিনী ভাল জানে॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলা অপূর্ব্ব দেখিয়া।
নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি করে দাণ্ডাইয়া॥
যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন।
যে জন পালন করে সকল ভুবন॥
যমের ঘরেতে হৈতে যে আনিতে পারে।
কাক স্থানে বাটি আনে কি মহত্ব তারে॥
যাঁহার মস্তকোপরি অনন্ত ভুবন।
লীলায় না জানে ভব করয়ে পালন॥
অনাদি অবিদ্যা ধ্বংস হয় যাঁর নামে।
কি মহত্ব বাটি সে আনিল কাক স্থানে॥
যে তুমি লক্ষ্মণ রূপে পূর্ব্ব বনবাসে।
নিরন্তর রক্ষক আছিলা সীতা পাশে॥
তথাপিও মাত্র তুমি সীতার চরণ।
ইহা বহি সীতা নাহি দেখিলে কেমন॥
তোমার সেবনে রাবণের বংশ নাশ।
সে তুমি যে বাটি আন এ কোন প্রকাশ।
যাহার চরণে পূর্ব্বে কালিন্দী আসিয়া।
স্তবন করিল মহা প্রভাব জানিয়া॥
চতুর্দ্দশ ভুবন পালন শক্তি যার।
কাক স্থানে বাটি আনি কি মহত্ব তার॥
তথাপি তোমার কার্য্য অল্প নাহি হয়।
যেই কর সেই সত্য চারি বেদে কয়॥
হাসে নিত্যানন্দ তান শুনিয়া স্তবন।
বাল্য ভাবে বলে মুঞি করিব ভোজন॥
নিত্যানন্দ দেখিলে তাহার স্তন ঝরে।
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ স্তন পান করে॥
এই মত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের চরিত।
আমি কি বলিব সব জগতে বিদিত॥
করয়ে দুর্জ্ঞেয় কর্ম্ম অলৌকিক যেন।
যে জানয়ে তত্ত্ব সে মানয়ে সত্য হেন॥
অহর্নিশ ভাবাবেশ পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নদীয়ায় বুলে জ্যোতির্ম্ময় ধাম॥
কিবা যোগী নিত্যানন্দ কিবা তত্ত্বজ্ঞানী।
যাহার যেমত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি॥
যে সে কেন নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে।
তবু সে চরণ ধন রহুক হৃদয়ে॥

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥
এইমত আছে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
নিরবধি আপনে গৌরাঙ্গ রক্ষা করে॥
একদিন নিজ গৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বসি আছে লক্ষ্মী সঙ্গে পরম সুন্দর॥
যোগায় তাম্বুল লক্ষ্মী পরম হরিষে।
প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রি দিশে॥
যখন থাকয়ে লক্ষ্মী সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর॥
মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া॥
হেনকালে নিত্যানন্দ আনন্দ-বিহ্বল।
আইলা প্রভুর বাড়ী পরম চঞ্চল॥
বাল্যভাবে দিগম্বর রহিলা দাণ্ডাইয়া।
কাহারে না করে লাজ পরানন্দ পাইয়া॥
প্রভু বলে নিত্যানন্দ কেনে দিগম্বর।
নিত্যানন্দ হয় হয় করয়ে উত্তর॥
প্রভু বলে নিত্যানন্দ পরহ বসন।
নিত্যানন্দ বলে আজি আমার গমন॥
প্রভু বলে নিত্যানন্দ ইহা কেনে করি।
নিতাই বলেন আর খাইতে না পারি॥
প্রভু বলে এক কহি কহ কেনে আর।
নিতাই বলেন আমি গেনু দশবার॥
ক্রুদ্ধ হঞা বলে প্রভু মোর দোষ নাঞি।
নিত্যানন্দ বলে প্রভু এথা নাহি আই॥
প্রভু কহে কৃপা করি পরহ বসন।
নিত্যানন্দ বলে আমি করিব ভোজন॥
চৈতন্য আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ রায়।
এক শুনে আর বলে হাসিয়া বেড়ায়॥

আপনে উঠিয়া প্রভু পরায় বসন।
বাহ্য নাহি হাসে পদ্মাবতীর নন্দন॥
নিত্যানন্দ চরিত্র দেখিয়া আই হাসে।
বিশ্বরূপ পুত্র হেন মনে মনে বাসে॥
সেই মত বচন শুনয়ে সব মুখে।
মাঝে মাঝে সেইরূপ আই মাত্র দেখে॥
কাহারে না কহে আই পুত্র-স্নেহ করে।
সম স্নেহ করে নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরে॥
বাহ্য পাই নিত্যানন্দ পরিল বসন।
সন্দেশ দিলেন আই করিতে ভোজন॥
আই স্থানে পঞ্চ ক্ষীর-সন্দেশ পাইয়া।
এক খায় আর চারি ফেলে ছড়াইয়া॥
হায় হায় বলে আই কেন ফেলাইলা।
নিত্যানন্দ বলে কেনে এক ঠাঞি দিলা॥
আই বলে আর নাহি তবে কি খাইবা।
নিত্যানন্দ বলে চাই অবশ্য পাইবা॥
ঘরের ভিতরে আই অপরূপ দেখে।
সেই চারি সন্দেশ দেখয়ে পরতেকে॥
আই বলে সে সন্দেশ কোথায় পড়িল।
ঘরের ভিতরে কোন প্রকারে আইল॥
ধূলা ঘুচাইয়া সেই সন্দেশ লইয়া।
হরিষে আইলা আই অপূর্ব্ব দেখিয়া॥
আসি দেখে নিত্যানন্দ সেই লাড়ু খায়।
আই বলে বাপ ইহা পাইলা কোথায়॥
নিত্যানন্দ বলে যাহা ছড়াঞা ফেলিনু।
তোর দুঃখ দেখি তাই চাহিয়া আনিনু॥
অদ্ভুত দেখিয়া আই মনে মনে গণে।
নিত্যানন্দ মহিমা না জানে কোন জনে॥
আই বলে নিত্যানন্দ কেন মোরে ভাঁড়।
জানিল ঈশ্বর তুমি মোরে মায়া ছাড়॥

বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায় আই করে পলায়ন॥
এইমত নিত্যানন্দ চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল দুষ্কৃতির কার্য্য বাধ॥
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যে পাপীষ্ঠ জন।
গঙ্গাও তাহারে দেখি করে পলায়ন॥
বৈষ্ণবের অধিরাজ অনন্ত ঈশ্বর।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শেষ মহীধর॥
যেতে কেন নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে।
তবুও সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে॥
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম।
মোর প্রভু নিত্যানন্দ হউ বলরাম॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

হেন লীলা নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর সঙ্গে।
নবদ্বীপে দুই জনে করে বহু রঙ্গে॥
কৃষ্ণানন্দে অলৌকিক নিত্যানন্দ রায়।
নিরবধি বালকের প্রায় ব্যবসায়॥
সবারে দেখিয়া প্রীত মধুর সম্ভাষ।
আপনা আপনি নৃত্য বাদ্য গীত হাস॥
স্বানুভাবানন্দে ক্ষণে করেন হুঙ্কার।
শুনিলে অপূর্ব্ব বুদ্ধি জন্ময়ে সবার॥
বর্ষাতে গঙ্গায় ঢেউ কুম্ভিরে বেষ্টিত।
তাহাতে ভাসয়ে তিলার্দ্ধেক নাহি ভীত॥
সর্ব্বলোক দেখি তবে করে হায় হায়।
তথাপি ভাসেন হাসি নিত্যানন্দ রায়॥
অনন্তের ভাবে প্রভু ভাসেন গঙ্গায়।
না বুঝিয়া সর্ব্বলোক করে হায় হায়॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত বা হয়েন কোন ক্ষণ।
তিন চারি দিবসেও না হয় চেতন॥
এইমত আর কত অচিন্ত্য কথন।
অনন্ত মুখেতে নারি করিতে বর্ণন॥
দৈবে একদিন যথা প্রভু বসে আছে।
আইলেন নিত্যানন্দ ঈশ্বরের কাছে॥
বাল্যভাবে দিগম্বর হাস্য শ্রীবদনে।
সর্ব্বদা আনন্দ ধারা বহে শ্রীনয়নে॥
নিরবধি এই বলি করেন হুঙ্কার।
মোর প্রভু নিমাই পণ্ডিত নদীয়ার॥
হাসে প্রভু দেখি তান মূর্ত্তি দিগম্বর।
মহা জ্যোতির্ম্ময় তনু দেখিতে সুন্দর॥
আথে ব্যথে প্রভু নিজ মস্তকের বাস।
পরাইয়া থুইলেন তথাপিও হাস॥
আপনে লেপিলা তান অঙ্গ দিব্য গন্ধে।
শেষে মাল্য পরিপূর্ণ দিলেন শ্রীঅঙ্গে॥
বসিতে দিলেন নিজ সম্মুখে আসন।
স্তুতি করে প্রভু শুনে সর্ব্ব ভক্তগণ॥
নমো নিত্যানন্দ তুমি রূপ নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ রাম মূর্ত্তিমন্ত॥
নিত্যানন্দ পর্য্যটন ভোজন বেভার।
নিত্যানন্দ বিনা কিছু নাহিক তোমার॥
তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা।
পরম সুসত্য তুমি যথা কৃষ্ণ তথা॥
চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহামতি।
যে বলেন যে করেন সর্ব্বত্র সম্মতি॥

প্রভু বলে এক খানি কৌপীন তোমার।
দেহ ইহা বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার॥
এত বলি প্রভু তার কৌপীন আনিয়া।
ছোট করি চিরিলেন অনেক করিয়া॥
সকল বৈষ্ণব মণ্ডলীরে জনে জনে।
খানি খানি করি প্রভু দিলেন আপনে॥
প্রভু বলে এ বস্ত্র বান্ধহ সবে শিরে।
অন্যের কি দায় ইহা বাঞ্ছে যোগেশ্বরে॥
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে হয় বিষ্ণু-ভক্তি।
জানিহ কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণ-শক্তি॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানন্দ বহি নাই।
সঙ্গী সখা শয়ন ভূষণ বন্ধু ভাই॥
বেদের অগম্য নিত্যানন্দের চরিত্র।
সর্ব্ব জীব জনক রক্ষক সর্ব্ব মিত্র॥
ইহার ব্যভার সব কৃষ্ণ রসময়।
ইহানে সেবিলে কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি হয়॥
ভক্তি করি ইহান কৌপীন বান্ধ শিরে।
মহা যত্নে ইহা পূজা কর গিয়া ঘরে॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সর্ব্ব ভক্তগণ।
পরম আদরে শিরে করিলা বন্ধন॥
প্রভু বলে শুনহ সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ পাদোদক করহ গ্রহণ॥
করিলেই মাত্র এই পাদোদক পান।
কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হয় ইথে নাহি আন॥
আজ্ঞা পাই সবে নিত্যানন্দের চরণ।
পাখালিয়া পাদোদক করয়ে গ্রহণ॥
পাঁচবার সাতবার একজনে খায়।
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসয়ে সদায়॥
আপনে বসিয়া মহাপ্রভু গৌররায়।
নিত্যানন্দ পাদোদক কৌতুকে লোটায়॥

সবে নিত্যানন্দ পাদোদক করি পান।
মত্ত প্রায় হরি বলি করয়ে আহ্বান॥
কেহ বলে আজি ধন্য হইল জীবন।
কেহ বলে আজি সব খণ্ডিল বন্ধন॥
কেহ বলে আজি হইলাম কৃষ্ণদাস।
কেহ বলে আজ ধন্য দিবস প্রকাশ॥
কেহ বলে পাদোদক বড় স্বাদু লাগে।
এখনও মুখের মিষ্টতা নাহি ভাঙ্গে॥
কি সে নিত্যানন্দ পাদোদকের প্রভাব।
পান মাত্রে সবে হৈলা চঞ্চল স্বভাব॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ গড়ি যায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন কেহ করয়ে সদায়॥
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে ভক্তগণ॥
ক্ষণেকে শ্রীগৌরচন্দ্র করিয়া হুঙ্কার।
উঠিয়া লাগিল নৃত্য করিতে অপার॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ উঠিলা ততক্ষণে।
নৃত্য করে দুই প্রভু বেড়ি ভক্তগণে॥
কার গায়ে কেবা পড়ে কেবা কারে ধরে।
কেহ কার চরণের ধূলি লয় শিরে॥
কেবা কার গলা ধরি করয়ে রোদন।
কেবা কোন রূপ করে না যায় বর্ণন॥
প্রভু করিয়াও কারো কিছু ভয় নাঞি।
প্রভু ভৃত্য সকলে নাচয়ে এক ঠাঞি॥
নিত্যানন্দ চৈতন্য করিয়া কোলাকুলি।
আনন্দে নাচেন দুই প্রভু কুতূহলী॥
পৃথিবী কম্পিতা নিত্যানন্দ পদতালে।
দেখিয়া আনন্দে সর্ব্বগণে হরি বলে॥
প্রেমরসে মত্ত দুই বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
নাচেন লইয়া সব প্রেম অনুচর॥

এই মত সর্ব্ব দিন প্রভু নৃত্য করি।
বসিলেন সর্ব্বগণ সঙ্গে গৌরহরি ॥
হাতে তিন তালি দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
সবারে কহেন অতি অমায়া উত্তর ॥
প্রভু বলে এই নিত্যানন্দ স্বরূপেরে।
যে করয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা সে করে আমারে ॥
ইহান চরণ শিব ব্রহ্মার বন্দিত।
অতএব ইহানে করিহ সবে প্রীত ॥
তিলার্দ্ধেক ইহানে যাহার দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥
ইহান বাতাস লাগিবেক যার গায়।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িবে সর্ব্বথায় ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব ভক্তগণ।
মহা জয় জয় ধ্বনি করিল তখন ॥
ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
তার স্বামী হয় গৌরচন্দ্র ভগবান ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের এ সকল কথা।
যে দেখিল সে তাঁহারে জানয়ে সর্ব্বথা ॥
এই মত কত নিত্যানন্দের প্রভাব।
জানে যত চৈতন্যের প্রিয় মহাভাগ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ সর্ব্ব সেব্য কলেবর ॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে নহে সর্ব্ব নয়ন গোচর ॥
লোক দেখে পূর্ব্ব যেন নিমাঞি পণ্ডিত।
অতিরিক্ত আর কিছু না দেখে চরিত ॥
যখন প্রবিষ্ট হয় সেবকের মেলে।
তখন ভাসেন সেই মত কুতূহলে ॥
যার যেন ভাগ্য তেন তাহারে দেখায়।
বাহির হইলে সব আপনা লুকায় ॥
একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি ॥
শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥
ইহা বহি আর না বলাবে না বলিবা।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা ॥
আজ্ঞা শুনি হাসে সব বৈষ্ণব মণ্ডল।
অন্যথা করিতে আজ্ঞা কার আছে বল ॥
হেন আজ্ঞা যাহা নিত্যানন্দ শিরে বহে।
ইথে অপ্রতীত যার সে সুবুদ্ধি নহে ॥
করয়ে অদ্বৈত সেবা চৈতন্য না মানে।
অদ্বৈত তাহারে সংহারিবে ভাল মনে ॥
আজ্ঞা শিরে করি নিত্যানন্দ হরিদাস।
ততক্ষণে চলিলেন পথে আসি হাস ॥
আজ্ঞা পাই দুই জনে বুলে ঘরে ঘরে।
বল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্ণেরে ॥

কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই এক মন॥
এই মত নদীয়ায় প্রতি ঘরে ঘরে।
বুলিয়া বেড়ান দুই জগত ঈশ্বরে॥
দোহান সন্ন্যাসী বেশ যান ঘরে ঘরে।
আথে ব্যথে আসি ভিক্ষা নিমন্ত্রণ করে॥
নিত্যানন্দ হরিদাস বলে এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
এই বোল বলি দুই জন চলি যায়।
যে হয় সুজন সেই বড় সুখ পায়॥
অপরূপ শুনি লোক দু জনার মুখে।
নানা জনে নানা কথা কহে নানা সুখে॥
করিব করিব কেহ বলয়ে সন্তোষে।
কেহ বলে ক্ষিপ্ত দুইজন মন্ত্র দোষে॥
যে গুলা চৈতন্য নৃত্যে না পাইল দ্বার।
তার বাড়ী গেলে মাত্র বলে মার মার॥
তোমরা পাগল হৈলা দুষ্ট সঙ্গ দোষে।
আমা সবা পাগল করিতে আইস কিসে॥
ভব্য সভ্য লোক সব হইল পাগল।
নিমাই পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল॥
কেহ বলে এ দুজন কিবা চোর চর।
ছল করি চর্চ্চিয়া বুলয়ে ঘরে ঘর॥
এমত প্রকট কেন করিবে সুজনে।
আর বার আসে যদি লইব দেয়ানে॥
শুনি শুনি নিত্যানন্দ হরিদাস হাসে।
চৈতন্যের আজ্ঞা বলে না পায় তরাসে॥
এই মত ঘরে ঘরে বুলিয়া বুলিয়া।
প্রতি দিন বিশ্বম্ভর স্থানে কহে গিয়া॥
একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।
মহা দস্যু প্রায় দুই মদ্যপ বিশাল॥
সে দুই জনার কথা কহিতে অপার।
তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর॥
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকা চুরি পর গৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ॥
দিয়ানে না দেয় দেখা বোলায় কোটাল।
মদ্য মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল॥
দুই জন পথে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
যাহারেই পায় সেই তাহারে কিলায়॥
দূরে থাকি পথে লোক সব দেখে রঙ্গ।
সেইখানে নিত্যানন্দ হরিদাস সঙ্গ॥
ক্ষণে দুই জনে প্রীত ক্ষণে ধরে চুলে।
চকার বকার শব্দ উচ্চ করি বলে॥
নদীয়ার বিপ্রের করিমু জাতি নাশ।
মদ্যের বিক্ষেপে কারে করয়ে আশ্বাস॥
সর্ব্ব পাপ সেই দুই শরীরে জন্মিল।
বৈষ্ণবের নিন্দা পাপ সবে না হইল॥
অহর্নিশ মদ্যপের সঙ্গে রঙ্গে থাকে।
নহিল বৈষ্ণব নিন্দা এই সব পাকে॥
যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র হয়।
সর্ব্ব ধর্ম্ম থাকিলেও তার হয় ক্ষয়॥
সন্ন্যাসী সভায় যদি হয় নিন্দা কর্ম্ম।
মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম॥
মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোন কালে।
পর চর্চ্চকের গতি কভু নাহি ভালে॥
দুই জনে কিলাকিলি গালাগালি করে।
নিত্যানন্দ হরিদাস দেখে থাকি দূরে॥
লোক স্থানে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে আপনে।
কোন জাতি দুই জন এ মত বা কেনে॥
লোক বলে গোসাঞি ব্রাহ্মণ দুই জন।
দিব্য পিতা মাতা মহাকুলেতে উৎপন্ন॥

সর্ব্বকাল নদীয়ায় পুরুষে পুরুষে।
তিলার্দ্ধেকো দোষ নাহি এ দোহার বংশে॥
এই দুই গুণবন্ত পাসরিল ধর্ম্ম।
জন্ম হইতে করয়ে এমত পাপকর্ম্ম॥
ছাড়িল গোষ্ঠিয়া বড় দুর্জ্জন দেখিয়া।
মদ্যপের সঙ্গে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া॥
এই দুই দেখি সব নদীয়া ডরায়।
পাছে কারো কোন দিন বসতি পোড়ায়॥
হেন পাপ নাহি যাহা করে দুই জন।
ডাকা চুরি মদ্য মাংস করয়ে ভোজন॥
শুনি নিত্যানন্দ বড় কারুণ্য হৃদয়।
দুইয়ের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥
পাতকী তারিতে প্রভু কৈলে অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর॥
লুকাইয়া করে প্রভু আপনা প্রকাশ।
প্রভাব না দেখে লোকে করে উপহাস॥
এ দুইয়ের প্রভু যদি অনুগ্রহ করে।
তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে॥
তবে হও নিত্যানন্দ চৈতন্যের দাস।
এ দুইয়েরে করোঁ যদি চৈতন্য প্রকাশ॥
এখন যেমন মত্ত আপনা না জানে।
এই মত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে॥
মোর প্রভু বলি যদি কান্দে দুই জন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্য্যটন॥
যে যে জন এ দুয়ের ছায়া পরশিয়া।
বস্ত্রের সহিত গঙ্গাস্নান করে গিয়া॥
সেই সব জন যদি এ দোঁহারে দেখি।
গঙ্গাস্নান হেন মানে তবে মোরে লিখি।
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা অপার।
পতিতের ত্রাণ লাগি যার অবতার॥
এতেক চিন্তিয়া প্রভু হরিদাস প্রতি।
বলে হরিদাস দেখ দোঁহার দুর্গতি॥
ব্রাহ্মণ হইয়া হেন দুষ্ট ব্যবহার।
এ দোঁহার যম ঘরে নাহিক নিস্তার॥
প্রাণান্তে মারিল তোমা যবনের গণে।
তাহারও করিলে তুমি ভাল মনে মনে॥
যদি তুমি শুভানুসন্ধান কর মনে।
তবে সে উদ্ধার পায় এই দুই জনে॥
তোমার সঙ্কল্প প্রভু না করে অন্যথা।
আপনে কহিলা প্রভু এই তত্ত্ব কথা॥
প্রভুর প্রভাব সব দেখুক সংসার।
চৈতন্য করিল হেন দুইর উদ্ধার॥
যেন গায় অজামিল উদ্ধার পুরাণে।
সাক্ষাতে দেখুক এবে এ তিন ভুবনে॥
নিত্যানন্দ তত্ত্ব হরিদাস ভাল জানে।
পাইল উদ্ধার দুই জানিলেন মনে॥
হরিদাস প্রভু বলে শুন মহাশয়।
তোমার যে ইচ্ছা সেই প্রভুর নিশ্চয়॥
আমারে ভাণ্ডাও যেন পশুরে ভাণ্ডাও।
আমারে সে তুমি পুনঃ পুনঃ যে শিখাও॥
হাসি নিত্যানন্দ তানে করি আলিঙ্গন।
অত্যন্ত কোমল হই বলেন বচন॥
প্রভুর যে আজ্ঞা লই আমরা বেড়াই।
তাহা কহি এই দুই মদ্যপের ঠাঞি॥
সবারে ভজিতে কৃষ্ণ প্রভুর আদেশ।
তার মধ্যে অতিশয় পাপীরে বিশেষ॥
বলিবার ভার মাত্র আমা দোঁহাকার।
বলিলে না লয় যবে সেই ভার তাঁর॥
বলিতে প্রভুর আজ্ঞা সে দুয়ের স্থানে।
নিত্যানন্দ হরিদাস করিলা গমনে॥

সাধু লোকে মানা করে নিকটে না যাও।
লাগাল পাইলে পাছে পরাণ হারাও ॥
আমরা অন্তরে থাকি পরাণ তরাসে।
তোমরা নিকটে যাহ কেমন সাহসে ॥
কিসের সন্ন্যাসী জ্ঞান ও দুএর ঠাঞি।
ব্রহ্মবধ গোবধ তাহার অন্ত নাই ॥
তথাপিও দুই জন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
নিকটে চলিলা দুই মহা কুতূহলী ॥
শুনিবারে পায় হেন নিকট থাকিয়া।
কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া ॥
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ ॥
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ সব ছাড় অনাচার ॥
ডাক শুনি মাথা তুলি চাহে দুই জন।
মহাক্রোধে দুই জন অরুণ লোচন ॥
সন্ন্যাসী আকার দেখি মাথা তুলি চায়।
ধর ধর ধর বলি ধরিবারে যায় ॥
আথে ব্যথে নিত্যানন্দ হরিদাস ধায়।
রহ রহ বলি দুই দস্যু পাছে যায় ॥
ধাইয়া আইসে পাছে তর্জ্জ গর্জ্জ করে।
মহা-ভয় পাই দুই প্রভু ধায় ডরে ॥
লোক বলে তখনই যে নিষেধ করিল।
দুই সন্ন্যাসীর আজি সঙ্কট পড়িল ॥
যতেক পাষণ্ডী সব হাসে মনে মনে।
ভণ্ডের উচিত শাস্তি কৈল নারায়ণে ॥
রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ সুব্রাহ্মণে বলে।
সে স্থান ছাড়িয়া ভয়ে চলিলা সকলে ॥
দুই দস্যু ধায় দুই ঠাকুর পলায়।
ধরিমু ধরিমু বলি লাগালি না পায় ॥
নিত্যানন্দ বলে ভাল হইল বৈষ্ণব।
আজি যদি প্রাণ বাঁচে তবে পাই সব ॥
হরিদাস বলে ঠাকুর আর কেনে বল।
তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল ॥
মদ্যপেরে কৈলে যেন কৃষ্ণ উপদেশ।
উচিত তাহার শাস্তি প্রাণ অবশেষ ॥
এত বলি ধায় প্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
দুই দস্যু পাছে ধায় গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ॥
দোঁহার শরীর স্থূল না পারে চলিতে।
তথাপিহ ধায় দুই মদ্যপ ত্বরিতে ॥
দুই দস্যু বলে ভাই কোথারে যাইবা।
জগা মাধার ঠাঞি আজি কেমতে এড়াইবা ॥
তোমরা না জান এথা জগা মাধা আছে।
খানি রহ উলটিয়া হের দেখ পাছে ॥
ত্রাসে ধায় দুই প্রভু বচন শুনিয়া।
রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ গোবিন্দ বলিয়া ॥
হরিদাস বলে আমি না পারি চলিতে।
জানিয়াও আসি আমি চঞ্চল সহিতে ॥
রাখিলেন কৃষ্ণ কাল যবনের ঠাঞি।
চঞ্চলের বুদ্ধে আজি পরাণ হারাই ॥
নিত্যানন্দ বলে আমি নহি যে চঞ্চল।
মনে ভাবি দেখ তোমার প্রভু যে বিহ্বল ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজ আজ্ঞা করে।
তান বোলে বুলি সব প্রতি ঘরে ঘরে ॥
কোথাও যে নাহি শুনি সেই আজ্ঞা তান।
চোর ঢঙ্গ বলি লোকে নাহি বলে আন ॥
না করিলে আজ্ঞা তান সর্ব্বনাশ করে।
করিলেও আজ্ঞা তান এই ফল ধরে ॥
আপন প্রভুর দোষ না জানহ তুমি।
দুই জনে বলিলাম দোষ ভাগী আমি ॥

হেন মতে দুই জনে আনন্দ কন্দল।
দুই দস্যু ধায় পাছে দেখিয়া বিকল॥
ধাইয়া আইলা নিজ ঠাকুরের বাড়ি।
মন্ত্রের বিক্ষেপে দস্যু পড়ে রড়ারড়ি॥
দেখা না পাইয়া দুই মত্তপ রহিল।
শেষে হুড়াহুড়ি দুই জনেই বাজিল॥
মন্ত্রের বিক্ষেপে দুই কিছু না জানিল।
আছিল বা কোন স্থানে কোথা বা রহিল॥
কত ক্ষণে দুই প্রভু উলটিয়া চায়।
কতি গেল দুই দস্যু দেখিতে না পায়॥
স্থির হই দুই জনে কোলাকুলি করে।
হাসিয়া চলিলা যথা প্রভু বিশ্বম্ভরে॥
বসিয়াছে মহাপ্রভু কমল লোচন।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপ মদন-মোহন॥
চতুর্দ্দিকে রহিয়া'ছ বৈষ্ণব মণ্ডল।
অন্যান্যে কৃষ্ণ কথা কহেন সকল॥
কহেন আপন তত্ত্ব সভা মধ্যে রঙ্গে।
শ্বেত দ্বীপ পতি যেন সনকাদি সঙ্গে॥
নিত্যানন্দ হরিদাস হেনই সময়।
দিবস বৃত্তান্ত যত সমুখে কহয়॥
অপরূপ দেখিলাম আজি দুই জন।
পরম মত্তপ পুনঃ বলায় ব্রাহ্মণ॥
ভালরে বলিল তারে বল কৃষ্ণ নাম।
খেদাড়িয়া আনিলেক ভাগ্যে রহে প্রাণ॥
প্রভু বলে কে সে দুই কিবা তার নাম।
ব্রাহ্মণ হইয়া কেন করে হেন কাম॥
সমুখে আছিল গঙ্গাদাস শ্রীনিবাস।
কহয়ে যতেক তার বিকর্ম্ম প্রকাশ॥
সে দুইর নাম প্রভু জগাই মাধাই।
সুব্রাহ্মণ পুত্র দুই জন্ম এই ঠাঞি॥
সঙ্গ দোষে সে দোঁহার হেন হৈল মতি।
আজন্ম মদিরা বহি আর নাহি গতি॥
সে দুইর ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে।
হেন নাহি যার ঘরে চুরি নাহি করে॥
সে দুইর পাতক কহিতে নাহি ঠাঞি।
আপনে সকল দেখ জানহ গোসাঞি॥
প্রভু বলে জানোঁ জানোঁ সেই দুই বেটা।
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা॥
নিত্যানন্দ বলে খণ্ড খণ্ড কর তুমি।
সে দুই থাকিতে কোথা না যাইব আমি॥
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াঞি।
আগে সেই দুইজনে গোবিন্দ বলাই॥
স্বভাবতো ধার্ম্মিকে বলয়ে কৃষ্ণনাম।
এ দুই বিকর্ম্ম বহি নাহি জানে আন॥
এ দুই উদ্ধারোঁ যদি দিয়া ভক্তি-দান।
তবে জানি পাতকী-পাবন হেন নাম॥
আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা।
ততোধিক এ দুয়ের উদ্ধারের সীমা॥
হাসি বলে বিশ্বম্ভর হইবে উদ্ধার।
যেইক্ষণে দরশন পাইল তোমার॥
বিশেষ চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাতে কৃষ্ণ তার করিব কুশল॥
শ্রীমুখের বাক্য শুনি ভাগবতগণ।
জয় জয় হরি-ধ্বনি করিল তখন॥
হইল উদ্ধার সবে মানিল হৃদয়।
অদ্বৈতের স্থানে হরিদাস কথা কয়॥
চঞ্চলের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায়।
আমি থাকি কোথা সেবা কোন দিকে যায়॥
বর্ষাতে জাহ্নবী-জলে কুম্ভীর বেড়ায়।
সাঁতার এড়িয়া তারে ধরিবারে যায়॥

কূলে থাকি ডাক পাড়ি করি হায় হায়।
সকল গঙ্গার মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়॥
যদি বা কূলেতে উঠে বালক দেখিয়া।
মারিবার তরে শিশু যায় খেদাইয়া॥
তার পিতা মাতা আইসে হাতে ঠেঙ্গা লৈয়া।
তা সবা পাঠাই আমি চরণে ধরিয়া॥
গোয়ালার ঘৃত দধি লইয়া পলায়।
আমারে ধরিয়া তারা মারিবারে চায়॥
সেই সে করয়ে কর্ম্ম যেই যুক্তি নহে।
কুমারী দেখিয়া বলে করিব বিবাহে॥
চড়িয়া ষাঁড়ের পিঠে মহেশ বলায়।
পরের গাভীর দুগ্ধ দুহি দুহি খায়॥
আমি শিখাইলে গালি পাড়য়ে তোমারে।
কি করিতে পারে তোর অদ্বৈত আমারে॥
চৈতন্য বলিস যারে ঠাকুর করিয়া।
সে বা কি করিতে পারে আমারে আসিয়া॥
কিছুই না কহি আমি ঠাকুরের স্থানে।
দৈব-যোগে আজি রক্ষা পাইল পরাণে॥
মহা মাতোয়াল দুই পথে পড়িয়াছে।
কৃষ্ণ উপদেশ গিয়া কহে তার কাছে॥
মহা ক্রোধে ধাইয়া আইসে মারিবার।
জীবন রক্ষার হেতু প্রসাদ তোমার॥
হাসিয়া অদ্বৈত বলে কোন চিন্তা নয়।
মত্তপের উচিত মত্তপ সঙ্গ হয়॥
তিন মাতোয়াল সঙ্গ একত্র উচিত।
নৈষ্ঠিক হইয়া কেনে তুমি তার ভিত॥
নিত্যানন্দ করিবে সকলে মাতোয়াল।
উহান চরিত্র মুঞি জানি ভালে ভাল॥
এই দেখ তুমি দিন দুই তিন ব্যাজে।
সেই দুই মত্তপ আনিবে গোষ্ঠী মাঝে॥

বলিতে অদ্বৈত হইলেন ক্রোধাবেশ।
দিগম্বর হই বলে অশেষ বিশেষ॥
শুনিব সকল চৈতন্যের কৃষ্ণভক্তি।
কেমনে নাচয়ে গায় দেখোঁ তান শক্তি॥
দেখ কালি সেই দুই মত্তপ আনিয়া।
নিমাই নিতাই দুই নাচিবে মিলিয়া॥
একাকার করিবেক এই দুই জনে।
জাতি লয়ে তুমি আমি পলাই যতনে॥
অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে হাসে হরিদাস।
মত্তপ উদ্ধার চিত্তে হইল প্রকাশ॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝে কাহার শকতি।
বুঝে হরিদাস প্রভু যার যেন মতি॥
এবে পাপী সব অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া।
গদাধর নিন্দা করে মরয়ে পুড়িয়া॥
যে পপীষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥
সেই দুই মত্তপ বেড়ায় স্থানে স্থানে।
আইল যে ঘাটে প্রভু করে গঙ্গাস্নানে॥
দৈবযোগে সেই স্থানে করিলেক থানা।
বেড়াইয়া বুলে সর্ব্ব ঠাঞি দেই হানা॥
সকল লোকের চিত্ত হইল সশঙ্ক।
কিবা বড় কিবা ধনী কিবা মহারঙ্গ॥
নিশা হৈলে কেহ নাহি যায় গঙ্গা-স্নানে।
যদি যায় তবে দশ বিশের গমনে॥
প্রভুর বাড়ীর কাছে থাকে নিশাভাগে।
সর্ব্ব রাত্রি প্রভুর কীর্ত্তন শুনি জাগে॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কীর্ত্তনের সঙ্গে।
মদের বিক্ষেপে তারা শুনি নাচে রঙ্গে॥
দূরে থাকি সব ধ্বনি শুনিবারে পায়।
শুনিলেই নাচিয়া অধিক মদ্য খায়॥

যখন কীর্ত্তন করে দুই জন রয়।
শুনিয়া কীর্ত্তন পুনঃ উঠিয়া নাচয়॥
মদ্যপানে বিহ্বল কিছুই নাহি জানে।
আছিল বা কোথায় আছয়ে কোন স্থানে॥
প্রভুরে দেখিয়া বলে নিমাই পণ্ডিত।
করাইবা সংপূর্ণ মঙ্গল চণ্ডীর গীত॥
গায়েন সব ভাল মুঞি দেখিবারে চাও।
সকল আনিয়া দিব যথা যেই পাও॥
দুর্জ্জন দেখিয়া প্রভু দূরে দূরে যায়।
আর পথ দিয়া লোক সবাই পলায়॥
একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া।
নিশায় আইসে দোঁহে ধরিলেন গিয়া॥
কেরে কেরে বলি ডাকে জগাই মাধাই।
নিত্যানন্দ বলেন প্রভুর বাড়ী যাই॥
মদ্যের বিক্ষেপে বলে কিবা নাম তোর।
নিত্যানন্দ বলে অবধুত নাম মোর॥
বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দ রায়।
মদ্যপের সঙ্গে কথা কহেন লীলায়॥
উদ্ধারিব দুই জন যেন আছে মনে।
অতএব নিশায় আইলা সেই স্থানে॥
অবধুত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া॥
ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গোবিন্দ সঙরে॥
দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি মাথে।
আর বার মারিতে ধরিল তার হাতে॥
কেন হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি দড়।
দেশান্তরী মারিয়া কি হৈলে তুমি বড়॥
এড় এড় অবধৌত না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন ভালাই তোমার॥
আথে ব্যথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা।
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা॥
নিত্যানন্দের অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দুয়ের ভিতরে॥
রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে।
চক্র চক্র চক্র প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥
আথে ব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হৈল।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল॥
প্রমাদ গণিল সব ভাগবতগণ।
আথে ব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন॥
মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির॥
জগাই রাখিল হেন বচন শুনিয়া।
জগায়েরে আলিঙ্গন প্রভু সুখী হইয়া॥
জগায়েরে বলে কৃষ্ণ কৃপা করুন তোরে।
নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলা তুমি মোরে॥
যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ তাহা তুমি মাগ।
আজি হৈতে হউ তোর প্রেমভক্তি লাভ॥
জগাইয়ের বর শুনি বৈষ্ণব মণ্ডল।
জয় জয় হরিধ্বনি করিলা সকল॥
প্রেম-ভক্তি হউ বলি যখন বলিলা।
তখন জগাই প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা॥
প্রভু বলে জগাই উঠিয়া দেখ মোরে।
সত্য আমি প্রেম-ভক্তি দান দিল তোরে॥
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িল জগাই।
বক্ষে শ্রীচরণ দিল গৌরাঙ্গ গোসাঞি॥

পাইয়া চরণ ধন লক্ষ্মীর জীবন।
ধরিল জগাই সেই অমূল্য রতন॥
চরণে ধরিয়া কাঁদে সুকৃতি জগাই।
এমন অপূর্ব্ব করে গৌরাঙ্গ গোসাঞি॥
এক জীব দুই দেহ জগাই মাধাই।
এক পুণ্য এক পাপ বৈসে এক ঠাঞি॥
জগাইরে প্রভু যবে অনুগ্রহ কৈল।
মাধাইর চিত্ত ততক্ষণে ভাল হৈল॥
আথে ব্যথে নিত্যানন্দ বসন এড়িয়া।
পড়িল চরণ ধরি দণ্ডবৎ হৈয়া॥
দুইজনে এক ঠাঞি কৈল প্রভু পাপ।
অনুগ্রহ কেনে প্রভু কর দুই ভাগ॥
মোরে অনুগ্রহ কর লও তোর নাম।
আমারে উদ্ধার করিবারে নাহি আন॥
প্রভু বলে তোর ত্রাণ নাহি দেখি মুঞি।
নিত্যানন্দ অঙ্গে রক্তপাত কৈলি তুই॥
মাধাই বলয়ে ইহা বলিতে না পার।
আপনার ধর্ম্ম সে আপনি কেন ছাড়॥
বাণে বিন্ধিলেক তোমা অসুরের গণে।
নিজ পদ তা সবারে তবে দিলে কেনে॥
প্রভু বলে তাহা হৈতে তোর অপরাধ।
নিত্যানন্দ অঙ্গেতে করিলি রক্তপাত॥
আমা হৈতে এই নিত্যানন্দ দেহ বড়।
তোর স্থানে এই সত্য করিলাম দড়॥
সত্য যদি কহিলা ঠাকুর মোর স্থানে।
বলহ নিষ্কৃতি মুঞি পাইব কেমনে॥
সর্ব্ব রোগ নাশ বৈদ্য চূড়ামণি তুমি।
তুমি রোগ চিকিৎসিলে সুস্থ হই আমি॥
না কর কপট প্রভু সংসারের নাথ।
বিদিত হইলা আর লুকাইবা কাত॥
প্রভু বলে অপরাধ কৈলে তুমি বড়।
নিত্যানন্দ চরণ ধরিয়া গিয়া পড়॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন।
ধরিল অমূল্য ধন নিতাই চরণ॥
যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ।
রেবতী জানেন সেই চরণ প্রকাশ॥
বিশ্বম্ভর বলে শুন নিত্যানন্দ রায়।
পড়িল চরণে কৃপা করিতে যুয়ায়॥
তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত।
তুমি সে ক্ষমিতে পার পড়িল তোমাত॥
নিত্যানন্দ বলে প্রভু কি বলিব মুঞি।
বৃক্ষ দ্বারে কৃপা কর সেহ শক্তি তুঞি॥
কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিল মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত॥
মোর যত অপরাধ কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড় কৃপা কর তোমার মাধাই॥
বিশ্বম্ভর বলে যদি ক্ষমিলা সকল।
মাধাইরে কোল দেহ হউক সফল॥
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন।
মাধাইর হইল সব বন্ধন মোচন॥
মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা।
সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত মাধাই হইলা॥
হেন মতে দু জনেতে পাইল মোচন।
দুই জনে স্তুতি করে দুয়ের চরণ॥
প্রভু বলে তোরা আর না করিস পাপ।
জগাই মাধাই বলে আর নারে বাপ॥
প্রভু বলে শুন শুন তোরা দুই জন।
সত্য সত্য আমি তোরে করিব মোচন॥
কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর যদি না করিস সব দায় মোর॥

তো দোঁহার মুখে মুঞি করিব আহার।
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার॥
প্রভুর শুনিয়া বাক্য জগাই মাধাই।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই পড়িল তথাই॥
মোহ গেল দুই বিপ্র আনন্দ সাগরে।
বুঝি আজ্ঞা করিলেন প্রভু বিশ্বম্ভরে॥
দুই জনে তুলি লহ আমার বাড়ীতে।
কীর্ত্তন করিব দুই জনেরে সহিতে॥
ব্রহ্মার দুর্লভ আজি এ দোঁহারে দিব।
এ দোঁহারে জগতের উত্তম করিব॥
এ দুই পরশে যে করিল গঙ্গাস্নান।
এ দোঁহারে বলিবে যে গঙ্গার সমান॥
নিত্যানন্দ প্রতিজ্ঞা অন্যথা নাহি হয়।
নিত্যানন্দ ইচ্ছা এই জানিহ নিশ্চয়॥
জগাই মাধাই সব বৈষ্ণব ধরিয়া।
প্রভুর বাড়ীর অভ্যন্তরে গেলা লঞা॥
আপ্তগণ সাম্ভাইলা প্রভুর সহিতে।
পড়িল কপাট কারো শক্তি নাহি যেতে॥
বসিলা আসিয়া মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
দুই পাশে শোভে নিত্যানন্দ গদাধর॥
সমুখে অদ্বৈত বৈসে মহাপাত্র-রাজ।
চারিদিকে বৈসে সব বৈষ্ণব সমাজ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু হরিদাস।
গরুড় রামাই শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
এ সব জানেন চৈতন্যের সব কার্য্য॥
অনেক মহান্ত আর চৈতন্য বেড়িয়া।
আনন্দে ভাসিল জগাই মাধাই লইয়া॥
লোম হর্ষ মহা অশ্রু কম্প সর্ব্ব গায়।
জগাই মাধাই দোঁহে গড়াগড়ি যায়॥

কার শক্তি বুঝে চৈতন্যের অভিমত।
দুই দস্যুকে করে দুই মহা ভাগবত॥
তপস্বী সন্ন্যাসী করে পরম পাষণ্ড।
এই মত লীলা তান অমৃতের খণ্ড॥
ইহাতে বিশ্বাস যার সেই কৃষ্ণ পায়।
ইথে যার সন্দেহ সে অধঃপাতে যায়॥
জগাই মাধাই দুই জনে স্তুতি করে।
সবার সহিত শুনে গৌরাঙ্গসুন্দরে॥
শুদ্ধা সরস্বতী দুই জনের জিহ্বায়।
বসিলা চৈতন্যচন্দ্র প্রভুর আজ্ঞায়॥
নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রকাশ একত্র।
দেখিলেন দুই জনে যার যেই তত্ত্ব॥
এই মতে স্তুতি করে দুই মহাশয়।
যে স্তুতি শুনিলে কৃষ্ণ-ভক্তি লভ্য হয়॥
জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরাধর॥
জয় জয় নিজ নামা বিনোদ আচার্য্য।
জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সর্ব্ব কার্য্য॥
জয় জয় জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য শরণ॥
জয় জয় শচী-পুত্র করুণার সিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের বন্ধু॥
জয় রাজপণ্ডিত-দুহিতা-প্রাণেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ কৃপাময় কলেবর॥
সেই জয় জয় তুমি কর যত কাজ।
জয় নিত্যানন্দ-চন্দ্র বৈষ্ণবাধিরাজ॥
জয় জয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
প্রভুর বিগ্রহ জয় অবধূত বর॥
জয় জয় অদ্বৈত জীবন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় সহস্র বদন নিত্যানন্দ॥

জয় গদাধর প্রাণ মুরারি ঈশ্বর।
জয় হরিদাস বাসুদেব প্রিয়কর॥
পাপী উদ্ধারিলে যত নানা অবতারে।
পরম অদ্ভুত তাহা ঘোষয়ে সংসারে॥
আমা দুই পাতকির দেখিয়া উদ্ধার।
অলম্ব পাইল পূর্ব্ব মহিমা তোমার॥
অজামিল উদ্ধারের যতেক মহত্ব।
আমার উদ্ধারে সেহো পাইল অলম্ব॥
সত্য কহি আমি কিছু স্তুতি নাহি করি।
উচিতেই অজামিল মুক্তি অধিকারী॥
কোটি ব্রহ্ম বধি যদি তব নাম লয়।
সদ্য মোক্ষ পদ তার বেদে সত্য কয়॥
হেন নাম অজামিল কৈলা উচ্চারণ।
তেঞি চিত্র নহে অজামিলের মোচন॥
বেদ সত্য স্থাপিতে তোমার অবতার।
মিথ্যা হয় বেদ তবে না কৈলে উদ্ধার॥
মোরা দ্রোহ কৈল প্রিয় শরীরে তোমার।
তথাপিও আমা দুই করিলে উদ্ধার॥
এবে বুঝি দেখ প্রভু আপনার মনে।
কত কোটি অন্তর আমরা দুই জনে॥
নারায়ণ নাম শুনি অজামিল মুখে।
চারি মহাজন আইল সেই জনে দেখে॥
আমি দেখিলাম তোমা রক্ত পাড়ি অঙ্গে।
সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ সব সঙ্গে॥
গোপ্য করি রাখি ছিলা এ সব মহিমা।
এবে ব্যক্ত হইল প্রভু মহিমার সীমা॥
এবে সে হৈল বেদ মহা বলবন্ত।
এবে সে বড়াঞি করি গাইব অনন্ত॥
এবে সে বিদিত হইল গোপ্য গুণগ্রাম।
নিলক্ষ্য উদ্ধার প্রভু ইহার সে নাম॥
যদি বল কংস আদি যত দৈত্যগণ।
তাহারাও দ্রোহ করি পাইল মোচন॥
কত লক্ষ্য আছে তথি দেখ নিজ মনে।
নিরন্তর দেখিলেক সে নরেন্দ্রগণে॥
তোমা সনে যুঝিলেক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে।
ভয়ে তোমা নিরবধি চিন্তিলেক মর্ম্মে॥
তথাপি নারিল দ্রোহ পাপ এড়াইতে।
পড়িল নরেন্দ্র সব বংশের সহিতে॥
তোমারে দেখিয়া নিজ জীবন ছাড়িলা॥
তবে কোন মহাজনে তারে পরশিলা॥
আমার পরশে এবে ভাগবতগণে।
ছায়া ছুঞি যে জন করিলা গঙ্গাস্নানে॥
সর্ব্ব মতে প্রভু তোর এ মহিমা বড়।
কাহারে ভাণ্ডিবে সবে জানিলেক দঢ়॥
মহা ভক্ত গজ-রাজ করিল স্তবন।
একান্ত শরণ দেখি করিলা মোচন॥
দৈবে সে উপমা নহে অসুরা পুতনা।
অঘ বক আদি যত কেহ নহে সীমা॥
ছাড়িয়া সে দেহ তারা গেল দিব্যগতি।
বেদে বিনে তাহা দেখে কাহার শকতি॥
যে করিলা এই দুই পাতক শরীরে।
সাক্ষাতে দেখিল ইহা সকল সংসারে॥
যতেক করিলা তুমি পাতকী উদ্ধার।
কারো কোন রূপ লক্ষ্য আছে সবাকার॥
নিলক্ষ্যে তারিলা ব্রহ্মদৈত্য দুই জন।
তোমার কারুণ্যে সব ইহার কারণ॥
বুলিয়া বুলিয়া কান্দে জগাই মাধাই।
এমত অপূর্ব্ব করে চৈতন্য গোসাঞি॥
যতেক বৈষ্ণবগণ অপূর্ব্ব দেখিয়া।
যোড় হস্তে সবে স্তুতি করে দাণ্ডাইয়া॥

যে স্তুতি করিল প্রভু এ দুই মস্তপে।
তোর কৃপা বিনা ইহা জানে কার বাপে ॥
তোমার অচিন্ত্য শক্তি কে বুঝিতে পারে।
যখন যেরূপে কৃপা করহ যাহারে ॥
প্রভু বলে এ দুই মস্তপ নহে আর।
আজি হইতে এই দুই সেবক আমার ॥
সব মিলে অনুগ্রহ কর এ দুয়েরে।
জন্মে জন্মে আর যেন আমা না পাসরে ॥
যেরূপে যাহার ঠাঁই আছে অপরাধ ॥
ক্ষমিয়া এ দুই প্রতি করহ প্রসাদ।
শুনিয়া প্রভুর বাক্য জগাই মাধাই।
সবার চরণ ধরি পড়িলা তথাই ॥
সর্ব্ব মহা ভাগবতে কৈল আশীর্ব্বাদ।
জগাই মাধাই হইল নিরপরাধ ॥
প্রভু বলে উঠ উঠ জগাই মাধাই।
হইলা আমার দাস আর চিন্তা নাই ॥
তুমি দুই যত কিছু করিলে স্তবন।
পরম সুসত্য কিছু না হয় খণ্ডন ॥
এ শরীরে কভু কারো হেন নাহি হয়।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে জানিহ নিশ্চয় ॥
তো সবার যত পাপ মুঞি নিমু সব।
সাক্ষাতে দেখহ ভাই এই অনুভব ॥
দুই জন শরীরে পাতক নাহি আর।
ইহা বুঝাইতে হৈলা কালিয়া আকার ॥
প্রভু বলে তোমরা আমারে দেখ কেন।
অদ্বৈত বলয়ে শ্রীগোকুলচন্দ্র যেন ॥
অদ্বৈত প্রতিভা শুনি হাসে বিশ্বম্ভর।
হরি বলি ধ্বনি করে সব অনুচর ॥
প্রভু বলে কাল দেখ এ দুইর পাপ।
কীর্ত্তন করহ সব যাউক নিন্দক ॥

শুনিয়া প্রভুর বাক্য সবার উল্লাস।
মহানন্দে হইল কীর্ত্তন পরকাশ ॥
নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ সঙ্গে
বেড়িয়া বৈষ্ণব সব যশ গায় রঙ্গে ॥
নাচয়ে অদ্বৈত, যার লাগি অবতার।
যাহার কারণে হৈল জগত উদ্ধার ॥
কীর্ত্তন করয়ে সবে দিয়া করতালী।
সবাই করেন নৃত্য হয়ে কুতূহলী ॥
প্রভু প্রতি মহানন্দে কারো নাহি ভয়।
প্রভু সঙ্গে কত লক্ষ ঠেলা ঠেলি হয় ॥
বধূ সঙ্গে দেখে আই ঘরের ভিতরে।
বসিয়া ভাসয়ে আই আনন্দ-সাগরে ॥
সবেই পরমানন্দ দেখিয়া প্রকাশ।
কাহার না ঘুচে কৃষ্ণাবেশের উল্লাস ॥
যার অঙ্গ পরশিতে রমা ভয় পায়।
সে প্রভুর অঙ্গ সঙ্গে মদ্যপে নাচয় ॥
মদ্যপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্য গোসাঞি।
বৈষ্ণব নিন্দুকে কুম্ভি পাকে দিলা ঠাঞি
নিন্দায় না বাড়ে ধর্ম্ম সবে পাপ লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা সব মহাভাগ ॥
এই দস্যু দুই মহা ভাগবত করি।
গণের সহিত নাচে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
নৃত্যাবেশে বসিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
বসিলা চৌদিকে বেড়ি বৈষ্ণব-মণ্ডল ॥
সর্ব্ব অঙ্গে ধূলা চারি অঙ্গুলী প্রমাণ।
তথাপি সবার অঙ্গ নির্ম্মল গেয়াম ॥
পূর্ব্ববৎ হৈলা প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
হাসিয়া সবারে বলে প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
এ দুয়েরে পাপী হেন না করিহ মনে।
এ দুয়ের পাপ মুঞি লইনু আপনে ॥

সর্ব্ব দেহে মুঞি করোঁ বোল চাল খাও।
তবে দেহ পাত যবে মুঞি চলি যাও॥
যে দেহেতে অল্প দুঃখে জীব ডাক ছাড়ে।
মুঞি বিনা সেই দেহ পুড়িলে না নড়ে॥
তবে যে জীবের দুঃখ করে অহঙ্কার।
মুঞি করোঁ বলোঁ বলি পায় মহা মার॥
এতেক যতেক কৈল এই দুই জনে।
করিলাম আমি ঘুচাইলাম আপনে॥
ইহা জানি এ দুয়েরে সকল বৈষ্ণব।
দেখিবে অভেদ দৃষ্টে যেন তুমি সব॥
শুন এই আজ্ঞা মোর যে হয় আমার।
এ দুয়েরে শ্রদ্ধা করি যে দিবে আহার॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত মধু আছে।
সে হয় কৃষ্ণের মুখে দিলে প্রেমরসে॥
এ দুয়ের বট মাত্র দিবে যেই জন।
তার সে কৃষ্ণের মুখে মধু সমর্পণ॥
এ দুই জনেরে যে করিবে পরিহাস।
এ দুয়ের অপরাধে তার সর্ব্বনাশ॥
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ কান্দে মহাপ্রেমে।
জগাই মাধাই প্রতি করে পরণামে॥
প্রভু বলে শুন সব ভাগবতগণে।
চল সবে যাই ভাগীরথীর চরণে॥
সর্ব্বগণ সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
পড়িলা জাহ্নবী-জলে বনমালা-ধর॥
কীর্ত্তন আনন্দে যত ভাগবতগণ।
শিশু প্রায় চঞ্চলচরিত্র সর্ব্বক্ষণ॥
মহা ভব্য বৃদ্ধ সব সেহ শিশুমতি।
এই মত হয় বিষ্ণুভক্তির শকতি॥
গঙ্গাস্নান মহোৎসব কীর্ত্তনের শেষে।
প্রভু ভৃত্য বুদ্ধি গেল আনন্দ আবেশে॥

জল দেয় প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবের গায়।
কেহ নাহি পারে সবে হারিয়া পলায়॥
জল যুদ্ধ করে প্রভু যার যার সঙ্গে।
কতক্ষণ যুদ্ধ করি সবে দেয় ভঙ্গে॥
ক্ষণে কেলি অদ্বৈত গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দে।
ক্ষণে কেলি হরিদাস শ্রীবাস মুকুন্দে॥
শ্রীগর্ভ সদাশিব মুরারি শ্রীমান।
পুরুষোত্তম মুকুন্দ সঞ্জয় বুদ্ধিমন্তখান॥
বিদ্যানিধি গঙ্গাদাস জগদীশ নাম।
গোপীনাথ হরিদাস গরুড় শ্রীমান॥
গোবিন্দ শ্রীধর কৃষ্ণানন্দ কাশীশ্বর।
জগদানন্দ গোবিন্দানন্দ শ্রীশুক্লাম্বর॥
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য কত জানি নাম।
বেদব্যাস হৈতে ব্যক্ত হইব পুরাণ॥
অন্যান্যে সর্ব্বজন জলকেলি করে।
পরানন্দরসে কেহ জিনে কেহ হারে॥
গদাধর গৌরাঙ্গে মিলিয়া জলকেলি।
নিত্যানন্দে অদ্বৈতে খেলয়ে দোঁহে মিলি॥
অদ্বৈত নয়নে নিত্যানন্দ কুতূহলী।
নির্ঘাতে মারিল জল দিল মহাবলী॥
দুই চক্ষু অদ্বৈত মিলিতে নাহি পারে।
মহা ক্রোধাবেশে প্রভু গালাগালি পাড়ে॥
নিত্যানন্দ মদ্যপে করিল চক্ষু কাণ।
কোথা হইতে মদ্যপের হইল উপস্থান॥
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই।
কোথাকার অবধুতে আনি দিল ঠাঞি॥
শচীর নন্দন চোরা এত কর্ম্ম করে।
নিরবধি অবধুত সংহতি বিহরে॥
নিত্যানন্দ বলে মুখে নাহি বাস লাজ।
হারিলে আপনে আর কন্দলে কি কাজ॥

গৌরচন্দ্র বলে একবারে নাহি জানি।
তিনবার হইলে সে হার জিত মানি॥
আর বার জলযুদ্ধ অদ্বৈত নিতাই।
কৌতুক লাগিয়া এক দেহ দুই ঠাঞি॥
দুই জনে জলযুদ্ধ কেহ নাহি পারে।
একবার জিনে কেহ আর বার হারে॥
আর বার নিত্যানন্দ সংভ্রম পাইয়া।
দিলেন নয়নে জল নির্ঘাত করিয়া॥
অদ্বৈত পাইয়া দুঃখ বলে মাতালিয়া।
সন্ন্যাসী না হয় কভু ব্রাহ্মণ বধিয়া॥
পশ্চিমার ঘরে ঘরে খায় বুলে ভাত।
কুল জন্ম জাতি কেহ না জানে কোথাত॥
পিতা মাতা গুরু নাহি জানি যে কিরূপ।
খায় পরে সকল, বলয় অবধুত॥
নিত্যানন্দ প্রতি স্তব করে ব্যপদেশে।
শুনি নিত্যানন্দ প্রভু গণসহ হাসে॥
সংহারিমু সকল মোহার দোষ নাই।
এত বলি ক্রোধে জ্বলে আচার্য্য গোসাঞি॥
আচার্য্যের ক্রোধে হাসে ভাগবতগণ।
ক্রোধে তত্ত্ব কহে যেন শুনি কুবচন॥
হেনরস কলহের মর্ম্ম না বুঝিয়া।
ভিন্ন জ্ঞানে নিন্দে বন্দে সে মরে পুড়িয়া॥
নিত্যানন্দ গৌরচাঁদ যারে কৃপা করে।
সেই সে বৈষ্ণব বাক্য বুঝিবারে পারে॥
সেই কতক্ষণে দুই মহাকুতূহলী।
নিত্যানন্দ অদ্বৈত হইল কোলাকোলী॥
মহা মত্ত দুই প্রভু গৌরচন্দ্র রসে।
সকল গঙ্গার মাঝে নিত্যানন্দ ভাসে॥
হেন মতে জলকেলী কীর্ত্তনের শেষে।
প্রতি রাত্রি সব লঞা করে প্রভু রসে॥

এ লীলা দেখিতে মনুষ্যের শক্তি নাই।
সবে দেখে দেবগণ সঙ্গোপে তথাই॥
সর্ব্বগণে গৌরচন্দ্র গঙ্গা-স্নান করি।
কূলে উঠি উচ্চ কার বলে হরি হরি॥
সবারে দিলেন মালা প্রসাদ চন্দন।
বিদায় হইলা সবে করিতে ভোজন॥
জগাই মাধাই সমর্পিল সবা স্থানে।
আপন গলার মালা দিল দুইজনে॥
গৃহে আসি প্রভু ধুইলেন শ্রীচরণ।
তুলসীর করিলেন চরণ বন্দন॥
ভোজন করিতে বসিলেন বিশ্বম্ভর।
নৈবেদ্যান্ন আনি মায়ে করিলা গোচর॥
সর্ব্ব ভাগবতেরে করিয়া নিবেদন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ করেন ভোজন॥
পরম সন্তোষে মহাপ্রসাদ পাইয়া।
মুখ শুদ্ধি করি দ্বারে বসিলা আসিয়া॥
বঁধু সঙ্গে দেখে আই নয়ন ভরিয়া।
মহানন্দ সাগরে শরীর ডুবাইয়া॥
আইর ভাগ্যের সীমা কে বলিতে পারে।
সহস্র বদন প্রভু যদি শক্তি ধরে॥
প্রাকৃত শব্দেও যেই বলিবেক আই।
আই শব্দ প্রভাবেও তার দুঃখ নাই॥
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি আই জগন্মাতা।
নিজ দেহ আই নাহি জানে আছে কোথা॥
বিশ্বম্ভর চলিলেন করিতে শয়ন।
তখন বিদায় হয় গুপ্তে দেবগণ॥
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আদি দেবগণ।
নিতি আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন॥
দেখিতে না পায় ইহা কেহ আজ্ঞা বিনে।
সেই প্রভু অনুগ্রহে বলে কারো স্থানে॥

কোন দিন বসিয়া থাকয়ে বিশ্বম্ভর।
সমুখে আইলা মাত্র কোন অনুচর॥
ওই খানে থাক প্রভু বলয়ে আপনে।
চারি পাঁচ মুখ গুলা লোটায় অঙ্গনে॥
পড়িয়া আছয়ে যত নাহি লেখা যোখা।
তোমরা কি এ গুলা সবার পাও দেখা॥
করযোড় করি বলে সব ভক্তগণ।
ত্রিভুবনে করে প্রভু তোমার সেবন॥
আমরা সবার কোন শক্তি দেখিবার॥
বিনে প্রভু তুমি দিলে দৃষ্টি অধিকার॥
এ সব অদ্ভুত চৈতন্যের গুপ্তকথা।
সর্ব্ব সিদ্ধি হয় ইহা শুনিলে সর্ব্বথা॥
ইহাতে সন্দেহ কিছু না ভাবিহ মনে।
অজ ভব নিতি আইসে গৌরাঙ্গের স্থানে॥
হেন মতে জগাই মাধাই পরিত্রাণ।
করিল শ্রীগৌরচন্দ্র জগতের প্রাণ॥
সবার করিল গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব নিন্দুক দুরাচার॥
শূলপাণি সম যদি ভক্ত নিন্দা করে।
ভাগবত প্রমাণ তথাপি শীঘ্র মরে॥
হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্ব্বজ্ঞ হই।
সে জনের অধঃপাত সর্ব্ব শাস্ত্রে কহি॥
সর্ব্ব মহা প্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।
বৈষ্ণবাপরাধে সেই না মিলয়ে ত্রাণ॥
পদ্ম পুরাণের এই পরম বচন।
প্রেমভক্তি হয় ইহা করিলে পালন॥

তথাহি।

সতাং নিন্দানাম্নঃ পরমাপরাধং বিতনুতে-
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগরিহাম্॥

যেই শুনে এই দুই দস্যুর উদ্ধার।
তারে উদ্ধারিবে গৌরচন্দ্র অবতার॥

ব্রহ্মদৈত্য তারণ গৌরাঙ্গ জয় জয়।
করুণা সাগর প্রভু পরম সদয়॥
সহজে করুণাসিন্ধু মহা-কৃপাময়।
দোষ নাহি দেখে প্রভু অণুমাত্র লয়॥
হেন প্রভু-বিরহে যে পাপী-প্রাণ রহে।
সবে পরমায়ু গুণ আর কিছু নহে॥
তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয়।
শ্রবণে বদনে যেন তোর যশ লয়॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
যথা বৈসে তথা যেন হও অনুচর॥
চৈতন্য কথার আদি অন্ত নাহি জানি।
যে তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি॥
গণ সহ প্রভু পাদপদ্মে নমস্কার।
ইতি অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে জগাই মাধাই উদ্ধার ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হেম কিরণিয়া।

গৌরাঙ্গসুন্দর তনু প্রেমভরে ভেল ডগমগিয়া
নাচত ভালি গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়া॥ ধ্রু॥

চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আদি দেবগণ।
নিতি আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন॥
আজ্ঞা বিনা কেহ ইহা দেখিতে না পারে।
তারা পুনি ঠাকুরের সবে সেবা করে॥

সর্ব্ব দিন দেখে প্রভু যত লীলা করে।
শয়ন করিলে প্রভু সবে চলে ঘরে॥
ব্রহ্মদৈত্য দুয়ের সে দেখিয়া উদ্ধার।
আনন্দে চলিলা তাই করিয়া বিচার॥
এমত কারুণ্য আছে চৈতন্যের ঘরে।
এমত জনেরে প্রভু করয়ে উদ্ধারে॥
আজি বড় চিত্তে প্রভু দিলেন ভরসা।
অবশ্য পাইব পার ধরিলাম আশা॥
এই মত অন্যান্যে করি কৃষ্ণ সংকথন।
মহানন্দে চলিলা সকল দেবগণ॥
প্রভু স্থানে নিত্য আইসে যম ধর্ম্মরাজ।
আপনে দেখিল প্রভু চৈতন্যের কাজ॥
চিত্রগুপ্ত স্থানে জিজ্ঞাসয়ে প্রভু যম।
কিবা এ দুয়ের পাপ কিবা উপশম॥
চিত্রগুপ্ত বলে শুন ধর্ম্ম যমরাজ।
এ বিফল পরিশ্রমে কিবা আর কাজ॥
লক্ষেক কায়স্থ যদি এক মাস পড়ি।
তথাপি পাইতে অন্ত শীঘ্র হয় বড়ি॥
তুমি যদি শুন লক্ষ করিয়া শ্রবণ।
তথাপি সে শুনিবারে তুমি সে ভাজন॥
এ দুয়ের পাপ নিরন্তর দূতে কহে।
লিখিতে কায়স্থ সব উৎপাত গণয়ে॥
এ দুয়ের পাপ দূত কহে অনুক্ষণ।
তাহা লাগি দূত কত খাইল মারণ॥
দূত বলে পাপ করে সেই দুই জনে।
লেখাইতে ভার মোর মোরে মার কেনে॥
না লিখিলে শাস্তি হয় হেন লাগি লিখি।
পর্ব্বত প্রমাণ গড়া আছে তার সাক্ষী॥
আমরাও কান্দিয়াছি ও দুই লাগিয়া।
কেমতে বা এ যাতনা সহিব আসিয়া॥
তিল মাত্রে মহাপ্রভু সব কৈল দূর।
এবে আজ্ঞা কর গড়া ডুবাই প্রচুর॥
কভু নাহি দেখে যম এমত মহিমা।
পাতকী উদ্ধার যত এই তার সীমা॥
স্বভাব বৈষ্ণব যম মূর্ত্তিমন্ত ধর্ম্ম।
ভাগবত ধর্ম্মের জানয়ে সব মর্ম্ম॥
যখন শুনিলা চিত্রগুপ্তের বচন।
কৃষ্ণাবেশে দেহ পাসরিলা ততক্ষণ॥
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া রথের উপরে।
কোথাও নাহিক ধাতু সকল শরীরে॥
আথে ব্যথে চিত্রগুপ্ত আদি যত গণ।
ধরিয়া লাগিলা সবে করিতে ক্রন্দন॥
সর্ব্ব দেব রথে যান কীর্ত্তন করিয়া।
রহিল যমের রথ শোকাকুল হৈয়া॥
দুই ব্রহ্ম অসুরের মোচন দেখিয়া।
সেই গুণ কর্ম্ম সবে চলিলা গাইয়া॥
শঙ্কর বিরিঞ্চি শেষ আদি দেবগণ।
নারদাদি গায় সেই দুয়ের মোচন॥
কেহ কেহ না জানয়ে আনন্দ কীর্ত্তন॥
কারুণ্য দেখিয়া কেহ করয়ে ক্রন্দন॥
রহিয়াছে যম রথে দেখে দেবগণে।
রহিল সকল রথ যম রথ স্থানে॥
শেষ অজ ভব নারদাদি ঋষিগণ।
দেখে পড়ি আছে যমদেব অচেতনে॥
বিস্মিত হইলা সবে না জানি কারণ।
চিত্রগুপ্ত কহিলেন সব বিবরণ॥
কৃষ্ণাবেশ হেন জানি অজ পঞ্চানন।
কর্ণমূলে সবে মিলি করয়ে কীর্ত্তন॥
উঠিলেন যমদেব কীর্ত্তন শুনিয়া।
চৈতন্য পাইয়া নাচে মহা মত্ত হৈয়া॥

উঠিল পরমানন্দ দেব সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণের আবেশে নাচে সূর্য্যের নন্দন॥
যম নৃত্য দেখি নাচে সর্ব্ব দেবগণ।
নারদাদি সঙ্গে নাচে অজ পঞ্চানন॥
দেবগণ নৃত্য শুন সাবধান হইয়া।
অতি গুহ্য বেদ ব্যক্ত করিবেন ইহা॥

শ্রীরাগঃ।

নাচই ধর্ম্মরাজ ছাড়িয়া সকল কাজ,
কৃষ্ণাবেশে না জানে আপনা।
সঙরিয়া শ্রীচৈতন্য, বলেন ধন্য ধন্য,
পতিত পাবন ধন্যবানা॥
হুঙ্কার গরজন, মহা পুলকিত প্রেম,
যমের ভাবের অন্ত নাই।
বিহ্বল হইয়া যম, করে বহু ক্রন্দন,
সঙরিয়া গৌরাঙ্গ গোসাঞি॥
যমের যতেক গণ, দেখিয়া যমের প্রেম,
আনন্দে পড়িয়া গড়ি যায়।
চিত্রগুপ্ত মহাভাগ, কৃষ্ণে বড় অনুরাগ,
মালসাট পূরি পূরি ধায়॥
নাচে প্রভু শঙ্কর, হইয়া দিগম্বর,
কৃষ্ণাবেশে বসন না জানে।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য, জগত করয়ে ধন্য,
কহিয়া তারক রাম নামে॥
আনন্দে মহেশ নাচে, জটাও নাহিক বান্ধে,
দেখি নিজ প্রভুর মহিমা।
কার্ত্তিক গণেশ নাচে, মহেশের পাছে পাছে,
সঙরিয়া কারুণ্যের সীমা॥
নাচয়ে চতুরানন, ভক্তি যার প্রাণধন,
লইয়া সকল পরিবার।
কশ্যপ ভার্গব দক্ষ, মনু ভৃগু মহা মুখ্য
পাছে নাচে সকল ব্রহ্মার॥
সবে মহা ভাগবত, কৃষ্ণরসে মহামত্ত,
সবে করে ভক্তি অধ্যাপনা।
বেড়িয়া ব্রহ্মার পাশে, কান্দে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাসে,
সঙরিয়া প্রভুর করুণা॥
দেবর্ষি নারদ নাচে, রহিয়া ব্রহ্মার পাছে,
নয়নে বহয়ে প্রেমজল।
পাইয়া যশের সীমা, কোথা বা রহিল বীণা,
না জানয়ে আনন্দে বিহ্বল॥
চৈতন্যের প্রিয় ভৃত্য, শুকদেব করে নৃত্য,
ভক্তির মহিমা শুক জানে।
লোটাইয়া পড়ে ধূলি, জগাই মাধাই বলি,
করে বহু দণ্ড পরণামে॥
নাচে ইন্দ্র সুরেশ্বর, মহাবীর বজ্রধর,
আপনারে করে অনুতাপ।
সহস্র নয়নে ধার, অবিরত বহে যার,
সফল হইল ব্রহ্মশাপ॥
প্রভুর মহিমা দেখি, ইন্দ্রদেব বড় সুখী,
গড়াগড়ি যায় পরবশ।
কোথা গেল বজ্রসার, কোথায় কিরিটী হার,
সুখে পান করি কৃষ্ণ-রস॥
চন্দ্র সূর্য্য পবন, কুবের বহ্নি বরুণ,
নাচে সব যত লোকপাল।
সবেই কৃষ্ণের ভৃত্য, কৃষ্ণরসে করে নৃত্য,
দেখিয়া কৃষ্ণের ঠাকুরাল॥
নাচে সব দেবর্ষে, উল্লসিত মন হর্ষে,
ছোট বড় না জানে হরিষে।
কত হয় ঠেলাঠেলী, তবু সবে কুতূহলী,
নৃত্য সুখ কৃষ্ণের আবেশে॥
নাচে প্রভু ভগবান, অনন্ত যাহার নাম,
বিনতানন্দন করি সঙ্গে।

সকল বৈষ্ণবরাজ, পালন যাহার কাজ,
আদিদেব সেহ নাচে রঙ্গে ॥
অজ ভব নারদ, শুক আদি যত দেব,
অনন্ত বেড়িয়া সবে নাচে।
গৌরচন্দ্র অবতার, ব্রহ্মদৈত্য উদ্ধার,
সহস্র বদনে গায় মাঝে ॥
কেহ কান্দে কেহ হাসে, দেখি মহা পরকাশে
কেহ মূর্চ্ছা পায় সেই ঠাঞিরে।
কেহ বলে ভাল ভাল, গৌরচন্দ্র ঠাকুরাল,
ধন্য ধন্য জগাই মাধাইরে ॥
নৃত্য গীত কোলাহলে, কৃষ্ণ যশ সুমঙ্গলে,
পূর্ণ হৈল সকল আকাশরে।
মহা জয় জয় ধ্বনি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শুনি,
অমঙ্গল সব গেল নাশরে ॥
সত্যলোক আদি যিনি, উঠিল মঙ্গলধ্বনি,
স্বর্গ মর্ত্ত পূরিল পাতালরে।
ব্রহ্মদৈত্য উদ্ধার, বহি নাহি শুনি আর,
প্রকট গৌরাঙ্গ ঠাকুরালরে ॥
হেন মহা ভাগবত, সব দেবগণ যত,
কৃষ্ণাবেশে চলিলেন পুরেরে।
গৌরাঙ্গ চাঁদের যশ, বিনে আর কোন রস,
কাহার বদনে নাহি স্ফুরেরে ॥
জয় জয় জগতমঙ্গল, প্রভু শ্রীগৌরচন্দ্রের,
জয় সর্ব্ব-জীব লোকনাথরে।
উদ্ধারিলা কারুণাতে, ব্রহ্মদৈত্য যেন মতে,
সবা প্রতি কর দৃষ্টিপাতরে ॥
জয় দয়ার অবধি, করুণার বারিধি,
প্রেমপূর্ণ কৈল সর্ব্ব জনরে।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য, সংসার কর ধন্য,
পতিত পাবন ধন্যবানরে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, নিত্যানন্দ চাঁদ প্রভু,
বৃন্দাবন দাস রস গানরে ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যখণ্ডে জগাই মাধাই উদ্ধার চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

দেখ গোরাচাঁদের কত ভাতি।
শিব শুক নারদ, ধেয়ানে না পাওত,
সোপঁহু অকিঞ্চন সঙ্গে দিনরাতি ॥ ধ্রু ॥

হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়।
অনন্ত অচিন্ত্য লীলা করয়ে সদায় ॥
এত সব প্রকাশেও কেহ নাহি চিনে।
সিন্ধুমধ্যে চন্দ্র যেন না জানিল মীনে ॥
জগাই মাধাই দুই চৈতন্য কৃপায়।
পরম ধার্ম্মিক রূপে বসে নদীয়ায় ॥
উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে।
দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে ॥
আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ।
নিরবধি কৃষ্ণ বলি করয়ে ক্রন্দন ॥
পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার।
কৃষ্ণের সহিত দেখে সকল সংসার ॥
পূর্ব্বে যে করিল হিংসা তাহা সঙরিয়া।
কান্দিয়া ভূমিতে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥
গৌরচন্দ্র আরে বাপ পতিত পাবন।
সঙরিয়া পুনঃ পুনঃ করয়ে ক্রন্দন ॥
আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে।
সঙরি চৈতন্য কৃপা দুই জনে কান্দে ॥
সর্ব্বগণ সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
অনুগ্রহ আশ্বাস করয়ে নিরন্তর ॥

আপনে আসিয়া প্রভু ভোজন করায়।
তথাপিহ দোঁহে চিত্তে সোয়াস্তি না পায়॥
বিশেষে মাধাই নিত্যানন্দেরে লঙ্ঘিয়া।
পুনঃ পুনঃ কান্দে বিপ্র তাহা সঙরিয়া॥
নিত্যানন্দ ছাড়িল সকল অপরাধ।
তথাপি মাধাই চিত্তে না পায় প্রসাদ॥
নিত্যানন্দ অঙ্গে মুঞি কৈনু রক্তপাত।
ইহা বলি নিরন্তর করে আত্মঘাত॥
যে অঙ্গে চৈতন্যচন্দ্র করয়ে বিহার।
হেন অঙ্গে মুঞি পাপী করিনু প্রহার॥
মূর্চ্ছাগত হয় ইহা সঙরি মাধাই।
অহর্নিশ কান্দে আর কিছু চিন্তা নাই॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বালক আবেশে।
অহর্নিশ নদীয়ায় বুলে রাত্রি দিশে॥
সহজে পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান নাহি সর্ব্ব নগরে বেড়ায়॥
একদিন নিত্যানন্দে নিভৃতে পাইয়া।
পড়িলা মাধাই দুই চরণে ধরিয়া॥
প্রেমজলে ধোয়াইল প্রভুর চরণ।
দন্তে তৃণ ধরি করে প্রভুর স্তবন॥
বিষ্ণুরূপে তুমি প্রভু করহ পালন।
তুমি সে ফণায় ধর অনন্ত ভুবন॥
ভক্তির স্বরূপ প্রভু তোর কলেবর।
তোমারে চিন্তয়ে মনে পার্ব্বতী শঙ্কর॥
তোমার সে ভক্তিযোগ তুমি কর দান।
তোমা বহি চৈতন্যের প্রিয় নাহি আন॥
তোমার সে প্রসাদে গরুড় মহাবলী।
লীলায় বহয় কৃষ্ণ হই কুতূহলী॥
তুমি সে অনন্ত মুখে কৃষ্ণগুণ গাও।
সর্ব্ব ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ভক্তি তুমি সে বুঝাও॥
তোমার সে গুণ গায় ঠাকুর নারদ।
তোমার সে যত কিছু চৈতন্য সম্পদ॥
তোমার সে কালিন্দী ভেদনকারী নাম।
তোমা সেবি জনক পাইল দিব্যজ্ঞান॥
সর্ব্ব ধর্ম্মময় তুমি পুরুষ পুরাণ।
তোমারে সে বেদে বলে আদিদেব নাম॥
তুমি সে জগতপিতা মহা যোগেশ্বর।
তুমি সে লক্ষ্মণচন্দ্র মহা ধনুর্দ্ধর॥
তুমি সে পাষণ্ড ক্ষয় রসিক আচার্য্য।
তুমি সে জানহ চৈতন্যের সর্ব্ব কার্য্য॥
তোমারে সে সেবি পূজ্য হইলা মহামায়া।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চাহে তোমা পদছায়া॥
তুমি চৈতন্যের ভক্ত তুমি মহা ভক্তি।
যত কিছু চৈতন্যের তুমি সর্ব্ব শক্তি॥
তুমি সঙ্গী তুমি সখা তুমি সে শয়ন।
তুমি চৈতন্যের ছাত্র তুমি প্রাণধন॥
তোমা বহি কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাহি আর।
তুমি গৌরচন্দ্রের সকল অবতার॥
তুমি সে করহ প্রভু পতিতের ত্রাণ।
তুমি সে সংহার সর্ব্ব পাষণ্ডের প্রাণ॥
তুমি সে করহ সর্ব্ব বৈষ্ণবের রক্ষা।
তুমি সে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম করাহ যে শিক্ষা॥
তোমার কৃপায় সৃষ্টি করে অজ দেবে।
তোমারে সে রেবতী বারুণী সদা সেবে॥
তোমার সে ক্রোধে মহা-রুদ্র-অবতার।
সেই দ্বারে কর সর্ব্ব সৃষ্টির সংহার॥
সকল করিয়া তুমি কিছু নাহি কর।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ তুমি বক্ষে ধর॥
পরম কোমল সুখ বিগ্রহ তোমার।
যে বিগ্রহে করে কৃষ্ণ যশের বিহার॥

সে হেন শ্রীঅঙ্গে মুঞি করিনু প্রহার।
মোরে ধিক দারুণ পাতকী নাহি আর॥
পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
যে অঙ্গ পূজয়ে শিব জীবন করিয়া॥
যে অঙ্গ পূজনে সর্ব্ব বন্ধ বিমোচন।
হেন অঙ্গে রক্ত পড়ে আমার কারণ॥
চিত্রকেতু মহারাজ যে অঙ্গ সেবিয়া।
সুখে বিহরয়ে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হইয়া॥
হেন অঙ্গ মুঞি পাপী করিনু লঙ্ঘন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করে যে অঙ্গ স্মরণ॥
যে অঙ্গ সেবিয়া সনকাদি ঋষিগণ।
পাইল নৈমিষারণ্যে বন্ধ বিমোচন॥
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রজিত গেল ক্ষয়।
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া দ্বিরদেশ নাশ হয়॥
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া জরাসন্ধ নাশ গেল।
আর মোর কুশল নাহি সে অঙ্গ লঙ্ঘিল॥
লঙ্ঘনের কি দায় যাহার অপমানে।
কৃষ্ণের শ্যালক রুক্মি ত্যজিল জীবনে॥
দীর্ঘ আয়ু ব্রহ্মা সম পাইয়াও সুত।
তোমা দেখি না উঠিল হৈল ভস্মীভূত॥
যার অপমান করি রাজা দুর্য্যোধন।
সবংশেতে প্রাণ গেল নহিল রক্ষণ॥
যার অপমান মাত্র জীবনের নাশ।
মুঞি দারুণের কোন লোকে হবে বাস॥
বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসয়ে মাধাই।
বক্ষে দিয়া শ্রীচরণ পড়িল তথাই॥
যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ।
পতিতের ত্রাণ লাগি যাহার প্রকাশ॥
শরণাগতেরে বাপ কর পরিত্রাণ।
মাধাইর তুমি সে জীবন ধন প্রাণ॥

জয় জয় জয় পদ্মাবতীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দ সর্ব্ব বৈষ্ণবের ধন॥
জয় জয় অক্রোধ পরমানন্দ রায়।
শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে জুয়ায়॥
দারুণ চণ্ডাল মুঞি কৃতঘ্ন গো-খর।
সব অপরাধ প্রভু মোর ক্ষমা কর॥
মাধাইর কাকু প্রেম শুনিয়া স্তবন।
হাসি নিত্যানন্দ রায় বলিলা বচন॥
উঠ উঠ মাধাই আমার তুমি দাস।
তোমার শরীরে হৈল আমার প্রকাশ॥
শিশু পুত্র মারিলে কি বাপ দুঃখ পায়।
এই মত তোমার প্রহার মোর গায়॥
তুমি যে করিলা স্তুতি ইহা যেই শুনে।
সেহো ভক্ত হইবেক আমার চরণে॥
আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহ পাত্র।
আমাতে তোমার দোষ নাহি তিল মাত্র॥
যে জন চৈতন্য ভজে সে আমার প্রাণ।
যুগে যুগে তার আমি করি পরিত্রাণ॥
না ভজে চৈতন্য যবে মোরে ভজে গায়।
মোর দুঃখে সেহো জন্মে জন্মে দুঃখ পায়॥
এত বলি তুষ্ট হৈয়া কৈলা আলিঙ্গন।
সর্ব্ব দুঃখ মাধাইর হৈল বিমোচন॥
পুনঃ বলে মাধাই ধরিয়া শ্রীচরণ।
আর এক প্রভু মোর আছে নিবেদন॥
সর্ব্ব-জীব হৃদয়ে বসহ প্রভু তুমি।
সেই সব জীব হিংসা করিয়াছি আমি॥
কার বা করিনু হিংসা কারে নাহি চিনি।
চিনিলে বা অপরাধ মাগিয়ে আপনি॥
যা সবার স্থানে করিলাম অপরাধ।
কোনরূপে তারা মোরে করিব প্রসাদ॥

যদি মোরে প্রভু তুমি হইলা সদয়।
ইথে উপদেশ মোরে কর মহাশয়॥
প্রভু বলে শুন কহি তোমার উপায়।
গঙ্গাঘাট তুমি সজ্জ করহ সদায়॥
সুখে লোক যখন ক রবে গঙ্গাস্নান।
তখন তোমারে সবে করিবে কল্যাণ॥
অপরাধ ভঞ্জনী গঙ্গার সেবা কার্য্য।
ইহাতে অধিক বা তোমার কোন ভাগ্য॥
কাকু করি সভারে করিহ নমস্কার।
তবে সব অপরাধ ক্ষমিবে তোমার॥
উপদেশ পাইয়া মাধাই ততক্ষণে।
চলিলা প্রভুরে করি বহু প্রদক্ষিণে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে নয়নে পড়ে জল।
গঙ্গাঘাট সজ্জ করে দেখয়ে সকল॥
লোক দেখি করে বড় অপূর্ব্ব গেয়ান।
সবারে মাধাই করে দণ্ড পরণাম॥
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈনু অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ॥
মাধাইর ক্রন্দনে কান্দয়ে সর্ব্বজন।
আনন্দে গোবিন্দ সবে করেন স্মরণ॥
শুনিল সকল লোকে নিমাই পণ্ডিত।
জগাই মাধাইর কৈল উত্তম চরিত॥
শুনিয়া সকল লোক হইল বিস্মিত।
সবে বলে নর নহে নিমাঞি পণ্ডিত॥
না বুঝি নিন্দয়ে যত সকল দুর্জ্জন।
নিমাঞি পণ্ডিত সত্য করেন কীর্ত্তন॥
নিমাঞি পণ্ডিত সত্য শ্রীকৃষ্ণের দাস।
নষ্ট হৈবে যে তারে করিবে পরিহাস॥
এ দুইর বুদ্ধি ভাল যে করিতে পারে।
সেই বা ঈশ্বর কি ঈশ্বর-শক্তি ধরে॥
প্রাকৃত মনুষ্য নহে নিমাঞি পণ্ডিত।
এবে সে মহিমা তান হইল বিদিত॥
এই মত নদীয়ার লোকে কহে কথা।
আর লোক না মিশায় নিন্দা হয় যথা॥
পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই।
ব্রহ্মচারী হেন খ্যাতি হইল তথাই॥
নিরবধি গঙ্গা দেখি থাকে গঙ্গাঘাটে।
সহস্তে কোদালি লঞা আপনেই খাটে॥
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য কৃপায়।
মাধাইর ঘাট বলি সর্ব্ব লোকে গায়॥
এই মত কত কীর্ত্তি হইল দোঁহার।
চৈতন্য প্রসাদে দুই দস্যুর উদ্ধার॥
মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যাহাতে উদ্ধার দুই পরম পাষাণ্ড॥
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র সবার কারণ।
ইহা শুনি পায় দুঃখ খল সেই জন॥
চারি বেদ গুপ্ত ধন চৈতন্যের কথা।
মন দিয়া শুন যে করিল যথা যথা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যখণ্ডে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

ষোড়শ অধ্যায়।

হেন মতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়।
ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন করেন সদায়॥
দ্বার দিয়া নিশাভাগে করেন কীর্ত্তন।
প্রবেশিতে নারে কোন ভিন্ন লোক জন॥

একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাসের বাড়ী।
ঘরে ছিল লুকাইয়া শ্রীবাস শাশুড়ী ॥
ঠাকুর পণ্ডিত আদি কেহ নাহি জানে।
ডোল মুড়ি দিয়া আছে ঘরের এক কোণে।
লুকাইলে কি হয় অন্তরে ভাগ্য নাই।
অল্প ভাগ্যে সেই নৃত্য দেখিতে না পাই ॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু বলে ঘনে ঘনে।
উল্লাস আমার আজি নহে কি কারণে ॥
সর্ব্বভূত অন্তর্যামী জানেন সকল।
জানিয়াও না কহেন করে কুতূহল ॥
পুনঃ পুনঃ নাচি বলে সুখ নাহি পাই।
কেহ বা লুকাইয়া আছে কোন ঠাঞি ॥
সর্ব্ব বাড়ী বিচার করিলা জনে জনে।
শ্রীবাস চাহিল ঘর সকল আপনে ॥
ভিন্ন কেহ নাহি বলি করয়ে কীর্ত্তন।
উল্লাস না বাড়ে প্রভু শ্রীশচী-নন্দন ॥
আর বার রহি বলে সুখ নাহি পাই।
আজি বা আমারে কৃষ্ণ অনুগ্রহ নাই ॥
মহা ত্রাসে চিন্তে সব ভাগবতগণ।
আমা সবা বিনা আর নাহি কোন জন ॥
আমরাই কোন বা করিল অপরাধ।
অতএব প্রভু চিত্তে না পায় প্রসাদ ॥
আর বার ঠাকুর পণ্ডিত ঘর গিয়া।
দেখে নিজ শাশুড়ী আছয়ে লুকাইয়া ॥
কৃষ্ণাবেশে মহা মত্ত ঠাকুর পণ্ডিত।
যার বাহ্য নাহি তার কিসের গর্ব্বিত ॥
বিশেষে প্রভুর বাক্যে কম্পিত শরীর।
আজ্ঞা দিয়া চুলে ধরি করিল বাহির ॥
কেহ নাহি জানে ইহা আপনে সে জানে।
উল্লাসিত বিশ্বম্ভর নাচে তত ক্ষণে ॥
প্রভু বলে এবে চিত্তে বাসি যে উল্লাস
হাসিয়া কীর্ত্তন করে পণ্ডিত শ্রীবাস ॥
মহানন্দে হইল কীর্ত্তন কোলাহল।
হাসিয়া পড়য়ে সব বৈষ্ণব-মণ্ডল ॥
নৃত্য করে গৌরসিংহ মহা কুতূহলী।
ধরিয়া বলেন নিত্যানন্দ মহাবলী ॥
চৈতন্যের লীলা কেবা দেখিবারে পারে।
সেই দেখে যারে প্রভু দেন অধিকারে ॥
এই মত প্রতি দিন হরি সংকীর্ত্তন।
গৌরচন্দ্র করে নাহি দেখে সর্ব্বজন ॥
আর একদিন প্রভু নাচিতে নাচিতে।
না পায় উল্লাস প্রভু চাহে চারি ভিতে ॥
প্রভু বলে আজি কোন সুখ নাহি পাই।
কিবা অপরাধ হইয়াছে কার ঠাঞি ॥
স্বভাব চৈতন্য-ভক্ত আচার্য্য গোসাঞি।
চৈতন্যের দাস্য বই আর ভাব নাই ॥
যখন খট্টায় উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ অর্পয় সর্ব্ব শিরের উপর ॥
যখন ঠাকুর নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে।
তখন অদ্বৈত সুখ-সিন্ধু মাঝে ভাসে ॥
প্রভু বলে আরে নাড়া তুই মোর দাস।
তখন অদ্বৈত পায় অনন্ত উল্লাস ॥
অনন্ত গৌরাঙ্গ তত্ত্ব বুঝনে না যায়।
সেই ক্ষণে ধরে সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায় ॥
দশনে ধরিয়া তৃণ করয়ে ক্রন্দন।
কৃষ্ণরে বাপরে তুই মোসার জীবন ॥
এমন ক্রন্দন করে পাষাণ বিদরে।
নিরন্তর দাস্যভাবে প্রভু কেলি করে ॥
খণ্ডিলে ঈশ্বর-ভাব সবাকার স্থানে।
সর্ব্বজ্ঞ এ হেন প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে ॥

কিছুনি চাঞ্চল্য মুঞি উপাধিক করোঁ।
বলিহ মোহারে যেন সেইক্ষণে মরোঁ॥
কৃষ্ণ মোর প্রাণধন কৃষ্ণ মোর ধর্ম্ম।
তোমরা মোহার ভাই বন্ধু জন্ম জন্ম॥
কৃষ্ণ দাস্য বহি আর নাহি অন্য গতি।
বুঝাহ মোহার পাছে হয় আর মতি॥
ভয়ে সব বৈষ্ণব করেন সঙ্গোপন।
হেন প্রাণ নাহি কারো করিবে কথন॥
এই মত যখন আপনে আজ্ঞা করে।
তখন সে চরণ স্পর্শিতে সবে পারে॥
নিরন্তর দাস্যভাবে বৈষ্ণব দেখিয়া।
চরণের রেণু লয় সম্ভ্রমে উঠিয়া॥
ইহাতে বৈষ্ণব সব দুঃখ পায় মনে।
অতএব সবারে করয়ে আলিঙ্গনে॥
গুরু বুদ্ধি অদ্বৈতেরে করে নিরন্তর।
এতেকে অদ্বৈত দুঃখ পায় বহুতর॥
আপনেও সেবিতে সাক্ষাতে নাহি পায়।
উলটিয়া আরো প্রভু ধরে দুই পায়॥
যে চরণ মনে চিন্তে সে হৈল সাক্ষাৎ।
অদ্বৈতের ইচ্ছা থাকি সদাই সাক্ষাৎ॥
সাক্ষাতে না পারে প্রভু করিয়াছে রাগ।
তথাপিহ চুরি করে চরণ পরাগ॥
ভাবাবেশে প্রভু যে সময়ে মূর্চ্ছা পায়।
তখনে অদ্বৈত চরণের পাছে যায়॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণের তলে।
পাখালে চরণ দুই নয়নের জলে॥
কখনো বা মুছিয়া পুছিয়া লয় শিরে।
কখন বা যড়ঙ্গ বিহিত পূজা করে॥
এহো কর্ম্ম অদ্বৈত করিতে পারে মাত্র।
প্রভু করিয়াছে যারে মহা মহা পাত্র॥

অতএব অদ্বৈত সবার অগ্রগণ্য।
সকল বৈষ্ণব বলে অদ্বৈত সে ধন্য॥
অদ্বৈত সিংহের এই একান্ত মহিমা।
এ রহস্য নাহি জানে দুষ্ট জনা জনা॥
একদিন মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর নাচে।
আনন্দে অদ্বৈত তান বুলে পাছে পাছে॥
হইল প্রভুর মূর্চ্ছা অদ্বৈত দেখিয়া।
লেপিল চরণ ধূলা অঙ্গে লুকাইয়া॥
অশেষ কৌতুক জানে প্রভু গৌররায়।
নাচিতে নাচিতে প্রভু সুখ নাহি পায়॥
প্রভু কহে চিত্তে কেন না বাসোঁ প্রকাশ।
কার অপরাধে মোর না হয় উল্লাস॥
কোন চোরে আমারে বা করিয়াছে চুরি।
সেই অপরাধে আমি নাচিতে না পারি॥
কেহ নাকি লইয়াছে মোর পদধূলী।
সবে সত্য কহ চিন্তা নাহি আমি বলি॥
অন্তর্যামি-বচন শুনিয়া ভক্তগণ।
ভয়ে মৌন সবে কিছু না বলে বচন॥
বলিলে অদ্বৈত ভয় না বলিলে মরি।
বুঝিয়া অদ্বৈত বলে যোড়হস্ত করি॥
শুন বাপ চোরে যদি সাক্ষাতে না পায়।
তবে তার অগোচরে লইতে যুয়ায়॥
মুঞি চুরি করিয়াছোঁ মোরে ক্ষম দোষ।
আর না করিব যদি তোর অসন্তোষ॥
অদ্বৈতের বাক্যে মহা ক্রুদ্ধ বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত মহিমা ক্রোধে বলয়ে বিস্তর॥
সকল সংসার তুমি করিয়া সংহার।
তথাপিও চিত্তে নাহি বাস প্রতিকার॥
সংহারের অবশেষ সবে আছি আমি।
মোরে সংহারিয়া তবে সুখে থাক তুমি॥

তপস্বী সন্ন্যাসী যোগী জ্ঞানী খ্যাতি যার।
কাহারে না কর তুমি শূলেতে সংহার॥
কৃতার্থ হইতে যে আইসে তোমা স্থানে।
তাহারে সংহার কর ধরিয়া চরণে॥
মথুরা নিবাসী এক পরম বৈষ্ণব।
তোমার দেখিতে আইল চরণ বৈভব॥
তোমা দেখি কোথা সে পাইবে বিষ্ণু-ভক্তি।
আরও সংহারিলে তার চিরন্তন শক্তি॥
লইয়া চরণ ধূলি তারে কৈলে ক্ষয়।
সংহার করিতে তুমি পরম নির্দ্দয়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে ভক্তিযোগ।
সকল তোমারে কৃষ্ণ দিল উপযোগ॥
তথাপিও তুমি চুরি কর ক্ষুদ্র স্থানে।
ক্ষুদ্র সংহারিতে কৃপা নাহি বাস মনে॥
মহা ডাকাইত তুমি চোরে মহা চোর।
তুমি সে করিলা চুরি প্রেম সুখ মোর॥
এই মত ছলে কহে সুসত্য বচন।
শুনিয়া আনন্দে ভাসে ভাগবতগণ॥
তুমি সে করিলা চুরি আমি কি না পারি।
হের দেখ চোরের উপরে করোঁ চুরি॥
এত বলি অদ্বৈতেরে আপনে ধরিয়া।
লোটায় চরণ ধূলী হাসিয়া হাসিয়া॥
মহাবলী গৌরসিংহ অদ্বৈত না পারে।
অদ্বৈত চরণ প্রভু ঘসে নিজ শিরে॥
চরণ ধরিয়া বক্ষে অদ্বৈতেরে বলে।
হের দেখ চোর বান্ধিলাম নিজ কোলে॥
করিতে থাকয়ে চুরি চোর শতবার।
বারেকে গৃহস্থ সব করয়ে উদ্ধার॥
অদ্বৈত বলয়ে সত্য কহিলা আপনি।
তুমি সে গৃহস্থ আমি কিছুই না জানি॥
প্রাণ বুদ্ধি মন দেহ সকল তোমার।
কে রাখিবে প্রভু তুমি করিলে সংহার॥
হরিষের দাতা তুমি তুমি দেহ তাপ।
তুমি শাস্তি করিলে রাখিবে কার বাপ॥
নারদাদি যায় প্রভু দ্বারকা নগরে।
তোমার চরণ ধন প্রাণ দেখিবারে॥
তুমি তা সবার লও চরণের ধূলী।
সে সব কি করে প্রভু সেই আমি বলি॥
কি দায় চরণ-ধূলী সে রহুক পাছে।
কাটিতে তোমার আজ্ঞা কোন জন আছে॥
তবে যে এমত কর নহে ঠাকুরালী।
আমার সংহার হয় তুমি কুতুহলী॥
তোমার সে দেহ তুমি রাখ বা সংহার।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু তাই তুমি কর॥
বিশ্বম্ভর বলে তুমি ভক্তির ভাণ্ডারী।
এতেকে তোমার চরণের সেবা করি॥
তোমার চরণ ধূলী সর্ব্বাঙ্গে লেপিলে।
ভাসয়ে পুরুষ কৃষ্ণ প্রেমরস জলে॥
বিনা তুমি দিলে ভক্তি কেহ নাহি পায়।
তোমার সে আমি হেন জান সর্ব্বথায়॥
তুমি আমা যথা বেচ তথাই বিকাই॥
এই সত্য কহিলাম তোমার সে ঠাঞি॥
অদ্বৈতের প্রতি দেখি কৃপার বৈভব।
অপূর্ব্ব চিন্তয়ে মনে সকল বৈষ্ণব॥
সত্য সেবিলেন প্রভু এ মহা পুরুষে।
কোটি মোক্ষ তুল্য নহে এ কৃপার লেশে॥
কদাচিৎ এ প্রসাদ শঙ্করে সে পায়।
যাহা করে অদ্বৈতের শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
আমরাও ভাগ্যবন্ত হেন ভক্ত সঙ্গে।
এ ভক্তের পদধূলী লই সর্ব্ব অঙ্গে॥

হেন ভক্ত অদ্বৈতের বলিতে হরিষে।
পাপী সব দুঃখ পায় নিজ কর্ম্ম দোষে ॥
সে কালে যে হৈল কথা সেই সত্য হয়।
না মানে বৈষ্ণব বাক্য সেই যায় ক্ষয় ॥
হরিবোল বলি উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চতুর্দিকে বেড়ি সব গায় অনুচর ॥
অদ্বৈত আচার্য্য মহা আনন্দে বিহ্বল।
মহা মত্ত হই নাচে পাসরি সকল ॥
তর্জ্জে গর্জ্জে আচার্য্য দাড়িতে দিয়া হাত।
ভ্রূকুটি করিয়া নাচে শান্তিপুর নাথ ॥
জয় কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ বনমালী।
অহর্নিশ গায় সবে হয়ে কুতূহলী ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম বিহ্বল।
তথাপি চৈতন্য নৃত্যে সকল কুশল ॥
সাবধানে চতুর্দ্দিগে দুই হস্ত তুলি।
পড়িতে চৈতন্য ধরি রহে মহাবলী ॥
অশেষ আবেশে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
তাহা বর্ণিবার শক্তি কে ধরে জিহ্বায় ॥
সরস্বতী সহিত আপনে বলরাম।
সেই সে ঠাকুর গায় পূরি মনস্কাম ॥
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হয় ক্ষণে মহাকম্প।
ক্ষণে তৃণ লয় করে ক্ষণে মহা দম্ভ ॥
ক্ষণে হাস ক্ষণে শ্বাস ক্ষণে বা বিরস।
এইমত প্রভুর আবেশ পরকাশ ॥
বীরাসন করিয়া ঠাকুর ক্ষণে বৈসে।
মহা অট্ট অট্ট করি মাঝে মাঝে হাসে ॥
ভাগ্য অনুরূপ কৃপা করয়ে সবারে।
ডুবিলা বৈষ্ণব সব আনন্দ সাগরে ॥
সমুখে দেখয়ে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
অনুগ্রহ করে তারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
সেই শুক্লাম্বরের শুনহ কিছু কথা।
নবদ্বীপে বসতি প্রভুর জন্ম যথা ॥
পরম স্বধর্ম্ম রত পরম সুশান্ত।
চিনিতে না পারে কেহ পরম মহান্ত ॥
নবদ্বীপে ঘরে ঘরে ঝুলি লই কান্ধে।
ভিক্ষা করি অহর্নিশ কৃষ্ণ বলি কান্দে ॥
ভিখারী করিয়া জ্ঞান লোকে নাহি চিনে।
দরিদ্রের অবধি করয়ে ভিক্ষাটনে ॥
ভিক্ষা করি দিবসে যে কিছু বিপ্র পায়।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি শেষে তবে খায় ॥
কৃষ্ণানন্দ প্রসাদে দারিদ্র নাহি জানে।
বেড়ায় বলিয়া কৃষ্ণ সকল ভবনে ॥
চৈতন্যের কৃপাপাত্র কে চিনিতে পারে।
যখন চৈতন্য অনুগ্রহ করে যারে ॥
পূর্ব্বে যেন আছিল দরিদ্র দামোদর।
সেই মত শুক্লাম্বর বিষ্ণু-ভক্তি ধর ॥
সেই মত কৃপাও করিলা বিশ্বম্ভর।
যে রহে চৈতন্য নৃত্যে বাড়িল ভিতর ॥
বসিয়া আছয়ে প্রভু ঈশ্বর আবেশে।
ঝুলি কান্ধে শুক্লাম্বর নাচে কান্দে হাসে ॥
শুক্লাম্বর দেখিয়া গৌরাঙ্গ কৃপাময়।
আইস আইস করি প্রভু বলয়ে সদয় ॥
দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম জন্ম।
আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষ ধর্ম্ম ॥
আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই।
তুমি না দিলেও আমি বল করি খাই ॥
দ্বারকার মাঝে খুদ কাড়ি খাই তোর।
পাসরিলা কমলা ধরিল হস্ত মোর ॥
এত বলি হস্ত দিয়া ঝুলির ভিতরে।
মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল চিবায় বিশ্বম্ভরে ॥

শুক্লাম্বর বলে প্রভু কৈলা সর্ব্বনাশ।
এ তণ্ডুলে খুদ কণ বহুত প্রকাশ ॥
প্রভু বলে তোর খুদ কণ মুঞি খাঙ।
অভক্তের অমৃত উলটি নাহি চাঙ ॥
স্বতন্ত্র পরমানন্দ ভক্তের জীবন।
চিবায় তণ্ডুল কে করিবে নিবারণ ॥
প্রভুর কারুণ্য দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
শিরে হাত দিয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥
না জানি কে কোন দিগে পড়য়ে কান্দিয়া।
সবেই বিহ্বল হৈলা কারুণ্য দেখিয়া ॥
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের ক্রন্দন।
শিশু বৃদ্ধ আদি করি কান্দে সর্ব্বজন ॥
দন্তে তৃণ করে কেহ কেহ নমস্করে।
কেহ বলে প্রভু কভু না ছাড়িবা মোরে ॥
গড়াগড়ি যায়েন সুকৃতি শুক্লাম্বর।
তণ্ডুল খায়েন সুখে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর ॥
প্রভু বলে শুন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি।
তোমার হৃদয়ে আমি সর্ব্বদা বিহরি ॥
তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন।
তুমি ভিক্ষায় চলিলে আমার পর্য্যটন ॥
প্রেম-ভক্তি বিলাইতে মোর অবতার।
জন্ম জন্ম তুমি প্রেম সেবক আমার ॥
তোমারে দিলাম আমি প্রেম-ভক্তি দান।
নিশ্চয় জানহ প্রেম-ভক্তি মোর প্রাণ ॥
শুক্লাম্বরে বর শুনি বৈষ্ণব মণ্ডল।
জয় জয় হরিধ্বনি করিল সকল ॥
কমলানাথের ভৃত্য ঘরে ঘরে মাগে।
এ রসের মর্ম্ম জানে কোন মহাভাগে ॥
দশ ঘরে মাগিয়া তণ্ডুল বিপ্র পায়।
লক্ষ্মীপতি গৌরচন্দ্র তাহা কাড়ি খায় ॥
মুদ্রার সহিত নৈবেদ্যের যেন বিধি।
বেদরূপে আপনে বলেন গুণনিধি ॥
বিনে সেই বিধি কিছু স্বীকার না করে।
সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ ভক্তের দুয়ারে ॥
শুক্লাম্বর তণ্ডুল ইহার পরমাণ ॥
অতএব সকলি বিধির ভক্তির প্রমাণ ॥
যত বিধি নিষেধ সকলি ভক্তি দাস।
ইহাতে যাহার দুঃখ সেই যায় নাশ ॥
ভক্তি বিধি মূল কহিলেন বেদব্যাস।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তাহা করিলা প্রকাশ ॥
মুদ্রা নাহি করে বিপ্র না দিল আপনে।
তথাপি তণ্ডুল প্রভু খাইল যতনে ॥
বিষয় মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে।
সুত ধন কুল মদে বৈষ্ণব না চিনে ॥
দেখি মূর্খ দরিদ্র যে বৈষ্ণবেরে হাসে।
তার পূজা বিত্ত কভু কৃষ্ণের না বাসে ॥
অকিঞ্চন প্রাণ কৃষ্ণ সর্ব্ব বেদে গায়।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ এই তাহারে দেখায় ॥
শুক্লাম্বর তণ্ডুল ভোজন যেই শুনে।
সেই প্রেম-ভক্তি পায় চৈতন্য চরণে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
গূঢ়রূপে সংকীর্ত্তন করে নিরন্তর।।
যখন করেন প্রভু নগর ভ্রমণ।
সর্ব্ব লোক দেখে যেন সাক্ষাৎ মদন॥
ব্যবহারে দেখি প্রভু যেন দম্ভময়।
বিদ্যা-বল দেখি পাষণ্ডীও করে ভয়।।
ব্যাকরণ শাস্ত্র সব বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য্য প্রতিও নাহিক তৃণ জ্ঞান॥
নগর ভ্রমণ করে প্রভু নিজ রঙ্গে।
গূঢ়রূপে থাকয়ে সেবক সব সঙ্গে॥
পাষণ্ডী সকল বলে নিমাঞি পণ্ডিত।
তোমারেও রাজ আজ্ঞা আইসে ত্বরিত॥
লুকাইয়া নিশাভাগে করহ কীর্ত্তন।
দেখিতে না পায় লোক শাপে অনুক্ষণ॥
মিথ্যা নহে লোক বাক্য সংপ্রতি ফলিল।
সুহৃদ জ্ঞানে সেই কথা তোমারে কহিল॥
প্রভু বলে অস্তি অস্তি এ সব বচন।
মোর ইচ্ছা আছে করোঁ রাজ দরশন॥
পড়িনু সকল শাস্ত্র অলপ বয়সে।
শিশু জ্ঞান করি মোরে কেহ না জিজ্ঞাসে॥
মোরে খোঁজে হেন জন কোথাও না পাঙ।
যেবা জন মোরে খোঁজে মুঞি তাহা চাঙ॥
পাষণ্ডী বলয়ে রাজা চাহিব কীর্ত্তন।
না করে পণ্ডিত-চর্চা রাজা সে যবন॥
তৃণ জ্ঞান পাষণ্ডীরে ঠাকুর না করে।
আইলেন মহাপ্রভু আপন মন্দিরে।।
প্রভু বলে হৈল আজি পাষণ্ডী সম্ভাষ।
সংকীর্ত্তন কর সবে দুঃখ যাউ নাশ॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি গায় সব অনুচর॥
রহিয়া রহিয়া বলে আরে ভাই সব।
আজি মোর নহে কেনে প্রেম অনুভব।
নগরে হইল কিবা পাষণ্ড সম্ভাষ।
এই বা কারণে নহে প্রেম পরকাশ॥
তোমা সবা স্থানে বা হইল অবমান।
অপরাধ ক্ষমিয়া রাখহ মোর প্রাণ॥
মহাপাত্র অদ্বৈত ভ্রুকুটি করি নাচে।
কেমতে হইবে প্রেম নাড়া শুষিয়াছে॥
মুঞি নাহি পাঙ প্রেম না পায় শ্রীবাস।
তিলি মালি সনে কর প্রেমের বিলাস।।
অবধুত তোমার প্রেমের হৈল দাস।
আমি সে বাহির আর পণ্ডিত শ্রীবাস।।
আমি সব নহিলাম প্রেম অধিকারী।
অবধুত আজি আসি হইল ভাণ্ডারী।।
যদি মোরে প্রেম-যোগ না দেহ গোসাঞি।
শুষিব সকল প্রেম মোর দোষ নাই।।
চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য্য গোসাঞি।
কি বলয়ে কি করয়ে কিছু স্মৃতি নাই॥
সর্ব্ব মতে কৃষ্ণভক্ত মহিমা বাড়ায়।
ভক্তগণে যথা বেচে তথায় বিকায়॥
যে ভক্তি প্রভাবে কৃষ্ণে বেচিবারে পারে।
সে যে বাক্য বলিবেক কি বিচিত্র তারে॥
নানারূপে ভক্তি বাড়ায়েন গৌরচন্দ্র।
কে বুঝিতে পারে তান অনুগ্রহ দণ্ড॥
ঠাকুর বিষাদে না পাইয়া প্রেম-সুখ।
হাতে তালি দিয়ে নাচে অদ্বৈত কৌতুক॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আর কিছু না করিল তার প্রত্যুত্তর॥

সেই মতে মোড় দিয়া ঘুচাইলা দ্বার।
পাছে ধায় নিত্যানন্দ হরিদাস তাঁর ॥
প্রেম শূন্য শরীর থুইয়া কিবা কাজ।
চিন্তিয়া পড়িলা প্রভু জাহ্নবীর মাঝ।
ঝাঁপ দিয়া ঠাকুর পড়িলা গঙ্গা-মাঝে।
নিত্যানন্দ হরিদাস ঝাঁপ দিল পাছে ॥
আথে ব্যাথে নিত্যানন্দ ধরিলেন কেশে।
চরণ চাপিয়া ধরে প্রভু হরি দাসে ॥
দুই জনে ধরিয়া তুলিয়া লঞা তীরে।
প্রভু বলে তোমরা ধরিলে কিসের তরে ॥
কি কাজে রাখিব প্রেম রহিত জীবন।
কি জন্য বা তোমরা ধরিলে দুইজন ॥
দুই জনে মহা কম্প আজি কিবা ফলে।
নিত্যানন্দ দিগ চাহি গৌরচন্দ্র বলে ॥
তুমি কেনে ধরিলা আমার কেশভার।
নিত্যানন্দ বলে কেন যাহ মরিবার ॥
প্রভু বলে জানি তুমি পরম বিহ্বল।
নিত্যানন্দ বলে প্রভু ক্ষমহ সকল ॥
যার শাস্তি করিবারে পার সর্ব্বমতে।
তার লাগি চল নিজ শরীর ছাড়িতে ॥
অভিমানে সেবকেরা বলিল বচন।
প্রভু তা লইবে কি ভৃত্যের জীবন ॥
প্রেম-ময় নিত্যানন্দ বহে প্রেমজল।
যার প্রাণধন বন্ধু চৈতন্য সকল ॥
প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ হরিদাস।
কার স্থানে কর পাছে আমার প্রকাশ ॥
আমা না দেখিলা বলি বলিবা বচন।
আমার আজ্ঞা এই করিবা পালন ॥
মুঞি আজি সঙ্গোপে থাকিব এই ঠাঞি।
কারে পাছে কহ যদি মোর দোষ নাই ॥

এই বলি প্রভু নন্দনের ঘরে যায়।
এই দুই সঙ্গোপ কৈল প্রভুর আজ্ঞায় ॥
ভক্ত সব না পাইয়া প্রভুর উদ্দেশ।
দুঃখময় হৈল সবে শ্রীকৃষ্ণ আবেশ ॥
পরম বিরহে সবে করেন ক্রন্দন।
কেহ কিছু না বলয়ে পোড়ে সর্ব্ব মন ॥
সবার উপর যেন হৈল বজ্রপাত।
মহা অপরুদ্ধ হইল শান্তিপুর নাথ ॥
অপরুদ্ধ হৈয়া প্রভু প্রভুর বিরহে।
উপবাস করি গিয়া থাকিলেন গৃহে ॥
সবেই চলিলা ঘরে শোকাকুলি হৈয়া।
গৌরাঙ্গ চরণ ধন হৃদয়ে বান্ধিয়া ॥
ঠাকুর আইলা নন্দন আচার্য্যের ঘরে।
বসিলা আসিয়া বিষ্ণুখট্টার উপরে ॥
নন্দন দেখিয়া গৃহে পরম মঙ্গল।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা ভূমিতল ॥
সত্বরে দিলেন আনি নূতন বসন।
তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন ॥
প্রসাদ চন্দন মালা দিব্য অর্ঘ গন্ধ।
চন্দনে ভূষিত কৈল প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ॥
কর্পূর-তাম্বুল আনি দিলেন শ্রীমুখে।
ভক্তের পদার্থ প্রভু খায় নিজ সুখে ॥
পাসরিলা দুঃখ প্রভু নন্দন সেবায়।
সুকৃতি নন্দন বসি তাম্বুল যোগায় ॥
প্রভু বলে মোর বাক্য শুনহ নন্দন।
আজি তুমি আমারে করিবে সঙ্গোপন।
নন্দন বলয়ে প্রভু এ বড় দুষ্কর।
কোথা লুকাইবা তুমি সংসার ভিতর ॥
হৃদয়ে থাকিয়া না পারিলা লুকাইতে।
বিদিত করিল তোমা ভক্ত তথা হৈতে ॥

যে নারিলা লুকাইতে ক্ষীরসিন্ধু মাঝে।
সে কেমনে লুকাইবে বাহির সমাজে॥
নন্দন আচার্য্য বাক্য শুনি প্রভু হাসে।
বঞ্চিলেন নিশি প্রভু নন্দন আবাসে॥
ভাগ্যবন্ত নন্দন অশেষ কথা রঙ্গে।
সর্ব্ব রাত্রি গোঁঙাইলা ঠাকুরের সঙ্গে॥
ক্ষণ প্রায় গেল নিশা কৃষ্ণ কথা রসে।
প্রভু দেখে দিবস হইল পরকাশে॥
অদ্বৈতের প্রতি দণ্ড করিয়া ঠাকুর।
শেষে অনুগ্রহ মনে বাড়িল প্রচুর॥
আজ্ঞা কৈল প্রভু, নন্দন আচার্য্য চাহিয়া।
একেশ্বর শ্রীবাস পণ্ডিতে আন গিয়া॥
সত্বরে নন্দন গেলা শ্রীবাসের স্থানে।
আইলা শ্রীবাসে লঞা প্রভু যেই খানে॥
প্রভু দেখি ঠাকুর পণ্ডিত কাঁদে প্রেমে।
প্রভু বলে চিন্তা কিছু না করিহ মনে॥
সদয় হইয়া তাঁরে জিজ্ঞাসে আপনে।
আচার্য্যের বার্ত্তা কহ আছেন কেমনে॥
আরো বার্ত্তা লও বলে পণ্ডিত শ্রীবাস।
আচার্য্যের কালি প্রভু হৈল উপবাস॥
আছিবারে আছে প্রভু সবে দেহ মাত্র।
দরশন দিয়া তারে করহ কৃতার্থ॥
অন্য জন হইলে কি আমরাই সহি।
তোমার সে সবেই জীবন প্রভু বহি॥
তোমা বিনা কালি প্রভু সবার জীবন।
মহাশোচ্য বাসিলাঁম আছে কি কারণ॥
যেন দণ্ড করিলা বচন অনুরূপ।
এখনে আসিয়া হও প্রসন্ন শ্রীমুখ॥
শ্রীবাসের বচন শুনিয়া কৃপাময়।
চলিলা আচার্য্য প্রতি হইয়া সদয়॥

মূর্চ্ছাগত আসি প্রভু দেখে আচার্য্যেরে।
মহা অপরাধে হেন মানে আপনারে॥
প্রসাদে হইয়া মত্ত বুলি অহঙ্কারে।
পাইয়া প্রভুর দণ্ড কম্প দেহ ভরে॥
দেখিয়া সদয় প্রভু বলয়ে উত্তর।
উঠহ আচার্য্য হের আমি বিশ্বম্ভর॥
লজ্জায় অদ্বৈত কিছু না বলে বচন।
প্রেমযোগে মনে চিন্তে প্রভুর চরণ॥
আর বার বলে প্রভু উঠহ আচার্য্য।
চিন্তা নাহি উঠি কর আপনার কার্য্য॥
অদ্বৈত বলয়ে প্রভু করাইলা কার্য্য।
যত কিছু বল মোরে সব প্রভু বাহ্য॥
মোরে তুমি নিরন্তর লওয়াও কুমতি।
অহঙ্কার দিয়া মোরে করাহ দুর্গতি॥
সবাকারে উত্তম দিয়াছ দাস্য ভাব।
আমারে দিয়াছ প্রভু যত কিছু রাগ॥
লওয়াও আপনে দণ্ড করাহ আপনে।
মুখে এক বল তুমি কর আর মনে॥
প্রাণ ধন দেহ মন সব তুমি মোর।
তবে মোরে দুঃখ দাও ঠাকুরালি তোর।
হেন কর প্রভু মোরে দাস্যভাব দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া॥
শুনিয়া অদ্বৈত বাক্য শ্রীগৌরসুন্দর।
অদ্বৈতকে কহে সর্ব্ব বৈষ্ণব গোচর॥
শুন শুন আচার্য্য তোমারে তত্ত্ব কই।
ব্যবহার দৃষ্টান্ত দেখহ তুমি এই॥
রাজ পাত্র রাজ স্থানে চলয়ে যখনে।
দ্বারি প্রহরীরা সব করে নিবেদনে॥
মহাপাত্র যদি গোচরিয়া রাজস্থানে।
জীব্য লই দিলে রহে গোষ্ঠীর জীবনে॥

যেই মহাপাত্র স্থানে করে নিবেদন।
রাজ-আজ্ঞা হৈলে কাটে সেই সব জন॥
সব রাজ্যভার দেয় যে মহাপাত্রেরে।
অপরাধে তার শাস্তি সব্য হাতে করে॥
এই মতে কৃষ্ণ মহারাজ রাজেশ্বর।
কর্ত্তা হর্ত্তা ব্রহ্মা শিব যাহার কিঙ্কর॥
সৃষ্টি আদি করিতেও দিয়াছেন শক্তি।
শাস্তি করিলেও কেহ না করে দ্বিরুক্তি॥
রমাদি ভবাদি যে কৃষ্ণের দণ্ড পায়।
প্রভু সেবকের দোষ ক্ষময়ে সদায়॥
অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যার শাস্তি করে।
জন্মে জন্মে দাস সেই বলিল তোমারে॥
উঠিয়া করহ স্নান কর আরাধন।
নাহিক তোমার চিন্তা করহ ভোজন॥
প্রভুর বচন শুনি অদ্বৈত উল্লাস।
দাসের শুনিয়া দণ্ড হৈল বড় হাস॥
এখনে সে বলি নাথ তোর ঠাকুরালী।
নাচেন অদ্বৈত রঙ্গে দিয়া করতালী॥
প্রভুর আশ্বাস শুনি আনন্দে বিহ্বল।
পাসরিল পূর্ব্ব যত বিরহ সকল॥
সকল বৈষ্ণব হৈল পরম আনন্দ।
তখনে হাসেন হরিদাস নিত্যানন্দ॥
এ সব পরমানন্দ লীলা কথা রসে।
কেহ কেহ বঞ্চিত হইল দৈবদোষে॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র শ্রীঅদ্বৈত রায়।
এ সম্পত্তি অল্প হেন বুঝয়ে মায়ায়॥
অল্প করি না মানিহ দাস হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান॥
অগ্রে হয় মুক্তি তবে সর্ব্ব বন্ধ নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥
এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত সব লীলা তত্ত্ব কহি কৃষ্ণ ভজে॥
কৃষ্ণের সেবক সব কৃষ্ণ শক্তি ধরে।
অপরাধী হইলেও কৃষ্ণ শাস্তি করে॥
হেন কৃষ্ণ ভক্ত নামে কোন শিষ্যগণ।
অল্প হেন জ্ঞানে দন্দ্ব করে অনুক্ষণ॥
সে সব দুষ্কৃতি অতি জানিহ নিশ্চয়।
যাতে সর্ব্ব বৈষ্ণবের পক্ষ নাহি লয়॥
সর্ব্ব প্রভু গৌরচন্দ্র ইথে দ্বিধা যার।
তার শুদ্ধ ভক্তি নহে সেই দুরাচার॥
গর্দ্দভ শৃগাল তুল্য শিষ্যগণ লইয়া।
কেহ বলে আমি রঘুনাথ ভাব গিয়া॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে শক্তি যার।
চৈতন্য দাসত্ব বহি বড় নাহি আর॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধরে প্রভু বলরাম।
সেই প্রভু দাস্য করে কেবা হয় আন॥
জয় জয় হলধর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য কীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
তাঁহার প্রসাদে হয় চৈতন্যেতে রতি।
যত কিছু বলি সব তাঁহার শকতি॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পঁহু জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যখণ্ডে
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

জয় জয় জগত মঙ্গল গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদ দ্বন্দ্ব॥
জয় জয় নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণ।
জয় জয় ভকত বৎসল গুণধাম॥
ভক্ত গোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়।
সংকীর্ত্তন রস প্রভু করয়ে সদায়॥
মধ্যখণ্ডে কথা ভাই শুন একমনে।
লক্ষ্মী কাছে প্রভু নৃত্য করিলা যেমনে॥
একদিন প্রভু বলিলেন সবা স্থানে।
আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বন্ধনে॥
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু কাচ সজ্জ কর গিয়া॥
শঙ্খ কাঁচুলি পাটসাড়ী অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সবাকার॥
গদাধর কাচিবেন রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তলবুড়ী সখী সুপ্রভাত॥
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল হরিদাস জাগাইতে ভার॥
শ্রীবাস নারদ কাচ স্নাতক শ্রীরাম।
দেউটিয়া আজি মুঞি বলয়ে শ্রীমান॥
অদ্বৈত বলয়ে কে করিবে পাত্র কাচ।
প্রভু বলে পাত্র-সিংহাসনে গোপীনাথ॥
সত্বরে চলহ বুদ্ধিমন্ত খান তুমি।
কাচ সজ্জ কর গিয়া নাচিবাঙ আমি॥
আজ্ঞা শিরে করি সদাশিব বুদ্ধিমন্ত।
গৃহে চলিলেন আনন্দের নাহি অন্ত॥
সেইক্ষণে কথিয়ার চান্দোয়া টানিয়া।
কাচ সজ্জ করিলেন সুছন্দ করিয়া॥
লইয়া সকল কাচ বুদ্ধিমন্ত খান।
থুইলেন লঞা ঠাকুরের বিদ্যমান॥
দেখিয়া হইলা প্রভু সন্তোষিত মন।
সকল বৈষ্ণব প্রতি বলিলা বচন॥
প্রকৃতি স্বরূপা নৃত্য হইবে আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয় তার অধিকার॥
সেই সে যাইব আজি বাড়ির ভিতরে।
যে যে জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে॥
লক্ষ্মীবেশে অঙ্গ নৃত্য করিব ঠাকুর।
সকল বৈষ্ণবের রঙ্গ বাড়িল প্রচুর॥
শেষে প্রভু কথা খানি করিলেন দঢ়।
শুনিয়া হইল সবে বিষাদিত বড়॥
সর্ব্বথা ভূমিতে অঙ্ক দিলেন আচার্য্য।
আজি নৃত্য দরশনে মোর নাহি কার্য্য॥
আমি সে অজিতেন্দ্রিয় না যাইব তথা।
শ্রীবাস পণ্ডিত কহে মোর ওই কথা॥
শুনিয়া ঠাকুর কহে ঈষৎ হাসিয়া।
তোমরা না গেলে নৃত্য কাহারে লইয়া॥
সর্ব্ব রঙ্গ চূড়ামণি চৈতন্য গোসাই।
পুনঃ আজ্ঞা করিলেন কার চিন্তা নাই॥
মহাযোগেশ্বর আজি তোমরা হইবা।
দেখিয়া আমারে কেহ মোহ না পাইবা॥
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত শ্রীবাস।
সবার সহিত মহা পাইল উল্লাস॥
সর্ব্বগণ সহিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
চলিলা আচার্য্য চন্দ্রশেখরের ঘর॥
আই চলিলেন নিজ বধুর সহিতে।
লক্ষ্মীরূপে নৃত্য বড় অদ্ভুত দেখিতে॥

যত আপ্ত বৈষ্ণবগণের পরিবার।
চলিলা আইর সঙ্গে নৃত্য দেখিবার ॥
শ্রীচন্দ্রশেখর ভাগ্য তার এই সীমা।
যার ঘরে প্রভু প্রকাশিলা এ মহিমা ॥
বসিলা ঠাকুর সব বৈষ্ণব সহিতে।
সবারে হইল আজ্ঞা স্বকাচ কাচিতে ॥
করযোড়ে অদ্বৈত বলিলা বার বার।
মোরে আজ্ঞা প্রভু কোন্ কাচ কাচিবার ॥
প্রভু বলে যত কাচ সকলি তোমার।
ইচ্ছা অনুরূপে কাচ কাচ আপনার ॥
বাহ্য নাহি অদ্বৈতের কি করিব কাচ।
ভ্রুকুটি করিয়া বলে শান্তিপুর নাথ ॥
সর্ব্ব-ভাবে নাচে মহা বিদূষক প্রায়।
আনন্দ সাগর মাঝে ভাসিয়া বেড়ায় ॥
মহা কৃষ্ণ কোলাহল উঠিল সকল।
আনন্দে বৈষ্ণব সব হইলা বিহ্বল ॥
কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ।
রামকৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ ॥
প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু হরিদাস।
মহা দুই গোঁফ করি বদনে বিলাস ॥
মহা পাগ শিরে শোভে ধটি পরিধানে।
অঙ্গদ বলয় পরে নূপুর চরণে ॥
আরে আরে ভাই সব হও সাবধান।
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ ॥
হাতে নড়ি চারিদিকে ধাইয়া বেড়ায়।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক কৃষ্ণ সবারে জাগায় ॥
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ সেব বল কৃষ্ণনাম।
দম্ভ করি হরিদাস করয়ে আহ্বান ॥
হরিদাস দেখিয়া সকলগণ হাসে।
কে তুমি এথায় কেনে সবেই জিজ্ঞাসে ॥

হরিদাস বলে আমি বৈকুণ্ঠ কোটাল।
কৃষ্ণ জাগাইয়া আমি বুলি সর্ব্বকাল ॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু আইলেন এথা।
প্রেমভক্তি লোটাইব ঠাকুর সর্ব্বথা ॥
লক্ষ্মীবেশে নৃত্য আজি করিব আপনে।
প্রেমভক্তি লুটি আজি হও সাবধানে ॥
এত বলি দুই গোঁফ মুচুড়িয়া হাতে।
নড় দিয়া বুলে গুপ্ত মুরারির সাথে ॥
দুই মহা বিহ্বল কৃষ্ণের প্রিয় দাস।
দুয়ের শরীরে গৌরচন্দ্রের বিলাস ॥
ক্ষণেকে নারদ কাচ কাচিয়া শ্রীবাস।
প্রবেশিলা সভা মাঝে করিয়া উল্লাস ॥
মহা দীর্ঘ পাকা দাড়ি ফোটা সর্ব্ব গায়।
বীণা কান্ধে কুশ হস্তে চারিদিকে চায় ॥
রামাই পণ্ডিত কক্ষে করিয়া আসন।
হাতে কমণ্ডলু পাছে করিলা গমন ॥
বসিতে দিলেন রাম পণ্ডিত আসন।
সাক্ষাৎ নারদ যেন দিল দরশন ॥
শ্রীবাসের বেশ দেখি সর্ব্বগণ হাসে।
করিয়া গভীর নাদ অদ্বৈত জিজ্ঞাসে ॥
কে তুমি আইলা এথা কোন বা কারণ।
শ্রীবাস বলেন শুনি কহি যে বচন ॥
আমার নারদ নাম কৃষ্ণের গায়ন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমি করিয়ে ভ্রমণ ॥
বৈকুণ্ঠে গেলাম কৃষ্ণ দেখিবার তরে।
শুনিলাম কৃষ্ণ গেলা নদীয়া নগরে ॥
শূন্য দেখিলাম বৈকুণ্ঠের ঘর দ্বার।
গৃহিণী গৃহস্থ নাহি নাহি পরিবার ॥
না পারি রহিতে শূন্য বৈকুণ্ঠ দেখিয়া।
আইলাম আপন ঠাকুর সঙরিয়া ॥

প্রভু আজি নাচিবেন ধরি লক্ষ্মী বেশ।
অতএব এ সভায় আমার প্রবেশ॥
শ্রীবাস নারদ তার নিষ্ঠাবাক্য শুনি।
হাসিয়া বৈষ্ণব সব করে জয়ধ্বনি॥
অভিন্ন নারদ যেন শ্রীবাস পণ্ডিত।
সেইরূপ সেই বাক্য সেই সে চরিত॥
যত পতিব্রতাগণ সকল লইয়া।
আই দেখে কৃষ্ণসুধা রসে মগ্ন হৈয়া॥
মালিনীরে বলে আই ইনি কি পণ্ডিত।
মালিনী বলয়ে শুনি ঐ সুনিশ্চিত॥
পরম বৈষ্ণবী আই সর্ব্ব লোকের মাতা।
শ্রীবাসের মূর্ত্তি দেখি হইলা বিস্মিতা॥
আনন্দে পড়িলা আই হইয়া মূর্চ্ছিতা।
কোথায় নাহিক ধাতু সবে চমকিতা॥
সত্বরে সকল পতিব্রতা নারীগণ।
কর্ণমূলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে সঙরণ॥
সম্বিত পাইয়া আই গোবিন্দ সঙরে।
পতিব্রতাগণে ধরে ধরিতে না পারে॥
এই মত কি ঘর বাহিরে সর্ব্বজন।
বাহ্য নাহি স্ফুরে সবে করেন ক্রন্দন॥
গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইল নির্ভর॥
আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী আবেশে।
বিদর্ভের সুতা হেন আপনাকে বাসে॥
নয়নের জলে পত্র লিখেন আপনে।
পৃথিবী হইল পত্র অঙ্গুলী কলমে॥
রুক্মিণীর পত্র সপ্ত শ্লোক ভাগবতে।
যে আছে পড়য়ে তাহা কান্দিতে কান্দিতে॥
গীতবন্ধে শুন সাত শ্লোকের ব্যাখ্যান।
যে কথা শুনিলে স্বামী হয় ভগবান॥

তথাহি।

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্ব্বিশ্য কর্ণ বিবরৈর্হরতোহঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থ লাভম্
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপংমে॥
(কারুণ্য শারদা রাগেন গীয়তে।)

শুনিয়া তোমার গুণ ভুবন সুন্দর।
দূর ভেল অঙ্গ তাপ ত্রিবিধ দুষ্কর॥
সর্ব্ব নিধি লাভ তব রূপ দরশন।
সুখে দেখে বিধি যারে দিলেক লোচন॥
শুনি যদু সিংহ তোর যশের বাখান।
নির্লজ্জ হইয়া চিত্তে যায় তুয়া স্থান॥
কোন্ কুলবতী ধীরা আছে জগ মাঝে।
কাল পাল তোমার চরণ নাহি ভজে॥
বিদ্যা কুল শীল ধন রূপ বেশ ধামে।
সকল বিফল হয় তোমার বিহনে॥
মোর ধাষ্ট্র্য ক্ষমা কর ত্রিদশের রায়।
না পারি রাখিতে চিত্ত তোমার মিশায়॥
এতেক বান্ধল তোমার চরণ যুগলে।
মন প্রাণ বুদ্ধি তোহে অর্পিল সকলে॥
পত্নী পদ দিয়া মোরে কর নিজ দাসী।
তোর ভাগ্যে শিশুপাল নহুক বিলাসী॥
কৃপা করি মোরে পরিগ্রহ কর নাথ।
যেন সিংহ ভাগ নহে শৃগালের সাথ॥
ব্রত দান গুরু দ্বিজ দেবের অর্চ্চন।
সত্য যদি সেবিয়াছোঁ অচ্যুত চরণ॥
তবে গদাগ্রজ মোর হউ প্রাণেশ্বর।
দূর হউ শিশুপাল এই মোর বর॥
কালি মোর বিবাহ হইবে হেন আছে।
আজি ঝাট আইসহ বিলম্ব কর পাছে॥ ধ্রু॥

গুপ্তে আসি রহিবে বিদর্ভপুর কাছে।
শেষে সর্ব্ব সৈন্য সঙ্গে আসিবে সমাজে॥
চৈদ্য সৈন্য জরাসন্ধ মথিয়া সকল।
হরিবেক মোরে দেখাইয়া বাহু বল॥
দর্প প্রকাশের প্রভু এই সে সময়।
তোমার বনিতা শিশুপাল যোগ্য নয়॥
বিনিবন্ধু বধি, মোরে হরিবা আপনে।
তাহার উপায় বলোঁ তোমার চরণে॥
বিবাহের পূর্ব্ব দিনে কুল ধর্ম্ম আছে।
নব-বধূ চলি যায় ভবানীর কাছে॥
সেই অবসরে প্রভু হরিবে আমারে।
না মারিয়া বন্ধু, দোষ ক্ষমিবা আমারে॥
যাহার চরণ ধূলি সর্ব্ব অঙ্গে স্নান।
উমাপতি চাহে চাহে যতেক প্রধান॥
হেন ধূলি প্রসাদ না কর যদি মোরে।
মরিব করিয়া ব্রত বলিল তোমারে॥
যত জন্মে পাও তোমার অমূল্য চরণ।
তাবত মরিব শুন কমল-লোচন॥
চল চল ব্রাহ্মণ সত্বর কৃষ্ণ স্থানে।
কহ গিয়া এ সকল মোর নিবেদনে॥
এইমত বলে প্রভু রুক্মিণী আবেশে।
সকল বৈষ্ণবগণ প্রেমে কাঁদে হাসে॥
হেন রঙ্গ হয় চন্দ্রশেখর মন্দিরে।
চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি শুনি উচ্চৈঃস্বরে॥
জাগ জাগ জাগ ডাকে প্রভু হরিদাস।
নারদের কাচে নাচে পণ্ডিত শ্রীবাস॥
প্রথমে প্রহরে এই কৌতুক বিশেষ।
দ্বিতীয় প্রহর গদাধর পরবেশ॥
সুপ্রভা তাহার সখি করি নিজ সঙ্গে।
ব্রহ্মানন্দ তাহার বড়াই বুলে রঙ্গে॥

হাতে নড়ি কাঁখে ডালী নেত পরিধান।
ব্রহ্মানন্দ যে হেন বড়াই বিদ্যমান॥
ডাকি বলে হরিদাস কে সব তোমরা।
ব্রহ্মানন্দ বলে যাই মথুরা আমরা॥
শ্রীবাস বলয়ে তুই কাহার বনিতা।
ব্রহ্মানন্দ বলে কেন জিজ্ঞাস বারতা॥
শ্রীবাস বলয়ে জানিবারে না জুয়ায়।
হয় বলি ব্রহ্মানন্দ মস্তক ঢুলায়॥
গঙ্গাদাস বলে আজি কোথা এড়াইবা।
ব্রহ্মানন্দ বলে তুমি স্থান খানি দিবা॥
গঙ্গাদাস বলে তুমি জিজ্ঞাসিলা বড়।
জিজ্ঞাসিয়া কার্য্য নাহি ঝাট তুমি নড়॥
অদ্বৈত বলয়ে এত বিচারে কি কাজ।
মাতৃ সম পর নারী কেনে দেহ লাজ॥
নৃত্য গীতে প্রিয় বড় আমার ঠাকুর।
এথায় না চাহ ধন পাইবা প্রচুর॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি পরম সন্তোষে।
নৃত্য করে গদাধর প্রেম পরকাশে॥
রমা বেশে গদাধর নাচে মনোহর।
সময় উচিত গীত গায় অনুচর॥
গদাধর নৃত্য দেখি আছে কোন জন।
বিহ্বল হইয়া নাহি করেন ক্রন্দন॥
প্রেম নদী বহে গদাধরের নয়নে।
পৃথিবী হইলা সিক্ত ধন্য করি মানে॥
গদাধর হৈল যেন গঙ্গা মূর্ত্তিমতী।
সত্য সত্য গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি॥
আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বার বার।
গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার॥
যে গায় যে দেখে সব ভাসিলেন প্রেমে।
চৈতন্য প্রসাদে কেহ বাহ্য নাহি জানে॥

হরি হরি বলি কান্দে বৈষ্ণব মণ্ডল।
সর্ব্বগণে হইল আনন্দ কোলাহল॥
চৌদিকে শুনিয়ে কৃষ্ণ প্রেমের ক্রন্দন।
গোপীকার বেশে নাচে মাধব নন্দন॥
হেনই সময়ে সর্ব্ব প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা আদ্যাশক্তি বেশধর॥
আগে নিত্যানন্দ বুড়ী বড়াইর বেশে।
বঙ্ক বঙ্ক করি হাটে প্রেম রসে ভাসে॥
মণ্ডলী হইয়া সব বৈষ্ণব রহিলা।
জয় জয় মহাধ্বনি করিতে লাগিলা॥
কেহ নারে চিনিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
হেন অলক্ষিত বেশ অতি মনোহর॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু প্রভুর বড়াই।
তার পাছে প্রভু আর কিছু চিহ্ন নাই॥
অতএব সবে চিনিলেন প্রভু এই।
বেশে কেহ লিখিতে না পারে প্রভু সেই॥
সিন্ধু হৈতে প্রত্যক্ষ কি হইলা কমলা।
রঘুসিংহ গৃহিণী কি জানকী আইলা॥
কি বা মহালক্ষ্মী কি বা আইলা পার্ব্বতী।
কিম্বা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্ত্তিমতী॥
কি বা ভাগীরথী কি বা রূপবতী দয়া।
কি বা সেই মহেশ-মোহিনী মহামায়া॥
এই মতে অন্যান্যে সর্ব্ব জনে জনে।
না চিনিয়া প্রভুরে আপনে মোহ মানে॥
আজন্ম ভরিয়া প্রভু দেখয়ে যাহারা।
তথাপি লখিতে নারে তিলার্দ্ধেক তারা॥
অন্যের কি দায় আই না পারে চিনিতে।
আই বলে লক্ষ্মী কি বা আইলা নাচিতে॥
অচিন্ত্য অব্যক্ত কি বা মহাযোগেশ্বরী।
ভক্তির স্বরূপা হৈল আপনি শ্রীহরি॥

মহামহেশ্বর হর যে রূপ দেখিয়া।
মহামোহ পাইলেন পার্ব্বতী লইয়া।
তবে যে নহিল মোহ বৈষ্ণব সবার।
পূর্ব্ব অনুগ্রহ আছে এই হেতু তার॥
কৃপা জলনিধি প্রভু হইলা সবারে।
সবার জননী ভাব হইল অন্তরে॥
পরলোক হৈতে যেন আইলা জননী।
আনন্দে ক্রন্দন করে আপনা না জানি॥
এই মত অদ্বৈতাদি প্রভুরে দেখিয়া।
কৃষ্ণ-প্রেম সিন্ধু মাঝে বুলেন ভাসিয়া॥
জগত জননী ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময় উচিত গীত গায় অনুচর॥
হেন দড়াইতে কেহ নারে কোন জন।
কোন প্রকৃতির ভাবে নাচে নারায়ণ॥
কখন বলয়ে দ্বিজ কৃষ্ণ কি আইলা।
কখন বুঝয়ে যেন বিদর্ভের বালা॥
নয়নে আনন্দ ধারা দেখিয়ে যখন।
মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন বুঝিয়ে তখন॥
ভাবাবেশে যখন বা অট্ট অট্ট হাসে।
মহাচণ্ডী হেন সবে বুঝেন প্রকাশে॥
ঢলিয়া ঢলিয়া প্রভু নাচয়ে যখনে।
সাক্ষাৎ রেবতী যেন কাদম্বরী পানে॥
ক্ষণে বলে চল বড়াই যাই বৃন্দাবনে।
গোকুল সুন্দরী ভাব বুঝিয়া তখনে॥
বীরাসনে ক্ষণে প্রভু বসে ধ্যান করি।
সবে দেখে যেন মহা কোটি যোগেশ্বরী॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ শক্তি আছে।
সকল প্রকাশে প্রভু রুক্মিণীর কাচে॥
ব্যপদেশে মহাপ্রভু শিখায় সবারে।
পাছে মোর শক্তি কোন জনে নিন্দা করে॥

লৌকিক বৈদিক যত কিছু কৃষ্ণ শক্তি।
সবার সম্মানে হয় কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি॥
দেব-দ্রোহ করিলে কৃষ্ণের বড় দুঃখ।
গণসহ কৃষ্ণ পূজা করিলে সে সুখ॥
যে শিখায় কৃষ্ণচন্দ্র সে সত্য হয়।
অভাগ্য পাপীষ্ঠ মতি তাহা নাহি লয়॥
সর্ব্ব শক্তি স্বরূপে নাচয়ে বিশ্বম্ভর।
কেহ নাহি দেখে হেন নৃত্য মনোহর॥
যে দেখে যে শুনে যে বা গায় প্রভু সঙ্গে।
সবেই ভাসেন প্রেমে সাগর তরঙ্গে॥
এক বৈষ্ণবের যত নয়নের জল।
সেই যেন মহা বন্যা ব্যাপিল সকল॥
আদ্যাশক্তি বেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ।
সুখে দেখে তার যত চরণের ভৃঙ্গ॥
কম্প স্বেদ পুলক অশ্রুর অন্ত নাই।
মূর্ত্তিমতী ভক্তি হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥
নাচেন ঠাকুর ধরি নিত্যানন্দ হাত।
সে কটাক্ষ স্বভাব বলিতে শক্তি কাত॥
সমুখে দেউটি ধরে পণ্ডিত শ্রীমান।
চতুর্দ্দিকে হরিদাস করে সাবধান॥
হেনই সময়ে নিত্যানন্দ হলধর।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা পৃথিবী উপর॥
কোথায় বা গেল বুড়ি বড়াইর সাজ।
কৃষ্ণাবেশে বিহ্বল হইলা নাগরাজ॥
যেই মাত্র নিত্যানন্দ পড়িলা ভূমিতে।
সকল বৈষ্ণবগণ কান্দে চারি ভিতে॥
কি অদ্ভুত হৈল কৃষ্ণ প্রেমের ক্রন্দন।
সকল করায় প্রভু শ্রীশচী নন্দন॥
কারো গলা ধরি কেহ কান্দে ঊর্দ্ধরায়।
কাহার চরণ ধরি কেহ গড়ি যায়॥

ক্ষণেক ঠাকুর গোপীনাথে কোলে করি।
মহালক্ষ্মী ভাবে উঠে খট্টার উপরি॥
সমুখে রহিলা সবে যোড়হস্ত করি।
মোর স্তব পড় বলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
জননী আবেশ বুঝিলেন সর্ব্বগণে।
সেইরূপে পড়ে স্তুতি মহাপ্রভু শুনে॥
কেহ পড়ে লক্ষ্মী স্তব কেহ চণ্ডী স্তুতি।
সবে স্তুতি পড়ে যাহার যেন মতি॥
জয় জয় জগত জননী মহামায়া।
দুঃখিত জীবেরে দেহ রাঙ্গা পদছায়া॥
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটীশ্বরী।
তুমি যুগে যুগে ধর্ম্ম রাখ অবতরী॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তোমার মহিমা।
বলিতে না পারে অন্যে কিবা দিবে সীমা॥
জগত স্বরূপা তুমি তুমি সর্ব্ব শক্তি।
তুমি শ্রদ্ধা দয়া লজ্জা তুমি বিষ্ণু ভক্তি॥
যত বিদ্যা সকল তোমার মূর্ত্তি ভেদ।
সর্ব্ব প্রকৃতির শক্তি তুমি কহে বেদ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডগণের তুমি সর্ব্ব মাতা।
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা॥
ত্রিজগত হেতু তুমি গুণত্রয়ময়ী।
ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে এই কহি॥
সর্ব্বাশ্রয়া তুমি সর্ব্ব জীবের বসতি।
তুমি আদ্যা অবিকারা পরম প্রকৃতি॥
জগত জননী তুমি দ্বিতীয় রহিতা।
মহীরূপে তুমি সর্ব্ব জীবপাল মাতা॥
জলরূপে তুমি সর্ব্ব জীবের জীবন।
তোমা সঙরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন॥
সাধু জন গৃহে তুমি লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
অসাধুর ঘরে তুমি কাল রূপাকৃতি॥

তুমি সে করাহ ত্রিজতের সৃষ্টি স্থিতি।
তোমা না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি ॥
তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্ব্বত্র উদয়া।
রাখহ জননী চরণের দিয়া ছায়া ॥
সংসার মায়ায় মগ্ন জগত তোমার।
তুমি না রাখিলে মাতা কে রাখিবে আর ॥
সবার উদ্ধার লাগি তোমার প্রকাশ।
দুঃখিত জীবেরে মাতা কর নিজ দাস ॥
ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্ব্ব ভূত বুদ্ধি।
তোমা সঙরিলে সর্ব্ব মন্ত্রাদির শুদ্ধি ॥
এই মত স্তুতি করে সকল মহান্ত।
বর মুখ মহাপ্রভু শুনিয়ে নিতান্ত ॥
পুনঃ পুনঃ সবে দণ্ড প্রণাম করিয়া।
পুনঃ স্তুতি করে শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া ॥
সবেই লইল মাতা তোমার শরণ।
শুভ দৃষ্টি কর তোর পদে রহু মন ॥
এই মত সবেই করেন নিবেদন।
উর্দ্ধ বাহু করি সবে করেন ক্রন্দন ॥
গৃহ মাঝে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
আনন্দ হইল চন্দ্রশেখর ভবন ॥
আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে।
হেনই সময়ে নিশি হৈল অবসানে ॥
আনন্দে না জানে লোক নিশি ভেল শেষ।
দারুণ অরুণ আসি ভেল পরবেশ ॥
পোহাইল নিশি সবে কাঁদে উভরায়।
কোটি পুত্র শোকেও এতেক দুঃখ নয় ॥
যে দুঃখ জন্মিল সব বৈষ্ণব হৃদয়ে।
সে দুঃখ বৈষ্ণব সব অরুণের চাহে ॥
কান্দে সব ভক্তগণ বিষাদ ভাবিয়া।
পতিব্রতাগণ কান্দে ভূমিতে পড়িয়া ॥
যত নারায়ণী শক্তি জগত জননী।
সেই সব হইয়াছে বৈষ্ণব গৃহিণী ॥
অন্যান্যে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
সবেই ধরেন শচীদেবীর চরণ ॥
চৌদিকে উঠিল বিষ্ণু ভক্তির ক্রন্দন।
প্রেমময় হৈল চন্দ্রশেখর ভবন ॥
সহজেই বৈষ্ণবের রোদন উচিত।
জন্ম জন্ম জানে যারা কৃষ্ণের চরিত ॥
কেহ বলে আরে রাত্রি কেন পোহাইলে।
হেন রসে কেনে কৃষ্ণ বঞ্চিত করিলে ॥
চৌদিকে দেখিয়ে সব বৈষ্ণব রোদন।
অনুগ্রহ করিলেন শ্রীশচী নন্দন ॥
মাতা পুত্রে যেন হয় স্নেহ অনুরাগ।
এই মত সবারে দিলেন পুত্র ভাব ॥
মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সবারে ধরিয়া।
স্তন পান করায়েন পরম স্নিগ্ধ হৈয়া ॥
কমলা পার্ব্বতী দয়া মহা নারায়ণী।
আপনে হইলা প্রভু জগত জননী ॥
সত্য কারলেন প্রভু আপনার গীতা।
আমি পিতা পিতামহ আমি ধাতা মাতা ॥
আনন্দে বৈষ্ণব সব করে স্তনপান।
কোটি কোটি জন্ম যারা মহা ভাগ্যবান ॥
স্তনপানে সবার বিরহ গেল দূর।
প্রেমরসে সবে মত্ত হইলা প্রচুর ॥
মহারাজ রাজেশ্বর প্রভু বিশ্বম্ভর।
এই রঙ্গ করিলেন নদীয়া ভিতর ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যত স্থুল সূক্ষ্ম আছে।
সব চৈতন্যের রূপ ভেদ করে পাছে ॥
ইচ্ছায় করয়ে সৃষ্টি ইচ্ছায় মিলায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করয়ে লীলায় ॥

ইচ্ছাময় মহেশ্বর ইচ্ছা কাচ কাচে।
তান ইচ্ছা নাহি করে হেন কোন আছে॥
তথাপি তাঁহার কাচ সকলি সুসত্য।
জীব তারিবার লাগি এ সব মহত্ত্ব॥
ইহা না বুঝিয়া কোন পাপী জনা জনা।
প্রভুরে বলয়ে গোপী খাইয়া আপনা॥
অদ্ভুত গোপীকা নৃত্য চারি বেদ ধন।
কৃষ্ণভক্তি হয় ইহা করিলে শ্রবণ॥
হইলা বড়াই বুড়ী প্রভু নিত্যানন্দ।
সে লীলায় হেন লক্ষ্মী কাচে গৌরচন্দ্র॥
যখন যেরূপে গৌরচন্দ্র যে বিরহে।
সেই অনুরূপ রূপ নিত্যানন্দ ধরে॥
প্রভু হইলেন গোপী নিত্যানন্দ বড়াই।
কি বুঝিবে ইহা যার অনুভব নাই॥
কৃষ্ণ অনুগ্রহ যারে এ সে মর্ম্ম জানে।
অল্প ভাগ্যে নিত্যানন্দ স্বরূপ না চিনে॥
মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃত শ্রবণ।
যহি লক্ষ্মী বেশে নিত্য কৈলা নারায়ণ॥
নাচিল জননী ভাবে ভক্তি শিখাইয়া।
সবার পুরিলা আশা স্তন পিয়াইয়া॥
সপ্তদিন শ্রীআচার্য্য রত্নের মন্দিরে।
পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে॥
চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ একত্র যেন জ্বলে।
দেখয়ে সুকৃতি সব মহা কুতূহলে॥
যতেক আইসে লোক আচার্য্যের ঘরে।
চক্ষু মেলিবারে শক্তি কেহ নাহি ধরে॥
লোকে বলে কি কারণে আচার্য্যের ঘরে।
দুই চক্ষু মেলিতে ফুটিয়া যেন পড়ে॥
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মনে মনে হাসে।
কেহ আর কিছু নাহি করয়ে প্রকাশে॥
হেন সে চৈতন্য মায়া পরম গহন।
তথাপিহ কেহ কিছু না বুঝে কারণ॥
এমত অচিন্ত্য লীলা গৌরচন্দ্র করে।
নবদ্বীপে সব ভক্ত সহিতে বিহরে॥
শুন শুন আরে ভাই চৈতন্যের কথা।
মধ্যখণ্ডে যে যে কর্ম্ম কৈল যথা যথা॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পঁহু জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

জয় বিশ্বম্ভর সর্ব্ব বৈষ্ণবের নাথ।
ভক্তি দিয়া জীবে প্রভু কর আত্মসাত॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে নহে সর্ব্ব নয়ন গোচর॥
আপনে ভক্তের সব মন্দিরে মন্দিরে।
নিত্যানন্দ গদাধর সংহতি বিহরে॥
প্রভুর আনন্দে পূর্ণ ভাগবতগণ।
কৃষ্ণ পরিপূর্ণ দেখে সকল ভুবন॥
নিরবধি সবার আবেশে নাহি বাহ্য।
সংকীর্ত্তন বিনা আর নাহি কোন কার্য্য॥
সবা হৈতে মত্ত বড় আচার্য্য গোসাঞি।
অগাধ চরিত্র বুঝে হেন কেহ নাই॥
জানে জন কতক শ্রীচৈতন্য কৃপায়।
চৈতন্যের মহাভক্ত শান্তিপুর রায়॥

বাহ্য হৈলে বিশ্বম্ভর সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে।
মহাভক্তি করেন বিশেষ অদ্বৈতেরে ॥
ইহাতে অসুখী বড় শান্তিপুর নাথ।
মনে মনে গর্জ্জে চিত্তে না পায় সোয়াথ ॥
নিরবধি চোরা মোরে বিড়ম্বনা করে।
প্রভুত্ব ছাড়িয়া মোর চরণে সে ধরে ॥
বলে নাহি পারি আমি প্রভু মহাবলী।
ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধূলি ॥
ভক্তি বল সবে মোর আছয়ে উপায়।
ভক্তি বিনা বিশ্বম্ভরে জিনন না যায় ॥
তবে সে অদ্বৈত সিংহ নাম লোকে ঘোষে।
চূর্ণ করোঁ মায়া তার অশেষ বিশেষে ॥
ভৃগুরে জিনিয়া আশ পাইয়াছে চোর।
ভৃগু হেন শত শত শিষ্য আছে মোর ॥
হেন ক্রোধ জন্মাইব প্রভুর শরীরে।
স্বহস্তে আপনে যেন মোর শাস্তি করে ॥
ভক্তি বুঝাইতে সে প্রভুর অবতার।
হেন ভক্তি না মানিব এই মন্ত্র সার ॥
ভক্তি না মানিলে ক্রোধে আপনা পাসরি।
প্রভু মোর শাস্তি করিবেক চুলে ধরি ॥
এই মত চিন্তিয়া অদ্বৈত মহা রঙ্গে।
বিদায় হইল প্রভু হরিদাস সঙ্গে ॥
কোন কার্য্য লক্ষ্য করি গৃহেতে আইলা।
আসিয়া মানস মন্ত্র পড়িতে লাগিলা ॥
নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া।
বাখানে বাশিষ্ঠশাস্ত্র জ্ঞান প্রকাশিয়া ॥
হেন জ্ঞান না বুঝিয়া কোন কোন জন।
ঘরে ধন হারাইয়া চাহে গিয়া বন ॥
বিষ্ণু-ভক্তি দর্পণ লোচন হয় জ্ঞান।
চক্ষু হীন জনের দর্পণে কোন কাম ॥
আদি অন্ত আমি পড়িলাম সর্ব্ব শাস্ত্র।
বুঝিলাম সর্ব্ব অভিপ্রায় জ্ঞান মাত্র ॥
অদ্বৈত চরিত্র ভাল বুঝে হরিদাস।
ব্যাখান শুনিয়া মহা অট্ট অট্ট হাস ॥
এই মত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল দুষ্কৃতির কার্য্য বাধ ॥
সর্ব্ব বাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত সংকল্প চিত্তে হইল গোচর ॥
একদিন নগর ভ্রময়ে প্রভু রঙ্গে।
দেখয়ে আপন সৃষ্টি নিত্যানন্দ সঙ্গে ॥
অপনারে সুকৃতি করিয়া বিধি মানে।
মোর শিল্প চাহে প্রভু সদয় নয়নে ॥
দুই চন্দ্র যেন দুই চলি আইসে যায়।
মতি অনুরূপ সবে দরশন পায় ॥
অন্তরীক্ষে থাকি সব দেখে দেবগণ।
দুই চন্দ্র দেখি সব গণে মনে মন ॥
আপন লোকের হৈল বসুমতী জ্ঞান।
চান্দে দেখি পৃথিবীরে হৈল স্বর্গ জ্ঞান ॥
নর জ্ঞান আপনারে সবার জন্মিল।
চন্দ্রের প্রভাবে নরে দেব বুদ্ধি হৈল ॥
দুই চন্দ্র দেখি সবে করেন বিচার।
কভু স্বর্গ নাহি দুই চন্দ্র অধিকার ॥
কোন দেব বলে শুন বচন আমার ॥
মূল চন্দ্র এক এ প্রতিবিম্ব আর ॥
কোন দেব বলে হেন বুঝি নারায়ণ।
ভাগ্যে চন্দ্র বিধি কি বা করিল যোজন ॥
কেহ বলে পিতা পুত্র একরূপ হয়।
হেন বুঝি এক বুধ চন্দ্রের তনয় ॥
বেদে নারে নিশ্চাইতে যে প্রভুর রূপ।
তাহাতে যে দেব মোহে এ নহে কৌতুক ॥

হেনমতে নগর ভ্রময়ে দুই জন।
নিত্যানন্দ জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন॥
নিত্যানন্দ সম্বোধিয়া বলে বিশ্বম্ভর।
চল যাই শান্তিপুর আচার্য্যের ঘর॥
মহারঙ্গী দুই প্রভু পরম চঞ্চল।
সেই পথে চলিলেন আচার্য্যের ঘর॥
মধ্য পথে গঙ্গার সমীপে এক গ্রাম।
মল্লুকের কাছে সে ললিতপুর নাম॥
সেই গ্রামে গৃহস্থ সন্ন্যাসী এক আছে।
পথের সমীপে ঘর জাহ্নবীর কাছে॥
নিত্যানন্দ স্থানে প্রভু করয়ে জিজ্ঞাসা।
কাহার মণ্ডল এ জানহ কার বাসা॥
নিত্যানন্দ বলে প্রভু সন্ন্যাসী আলয়।
প্রভু বলে তারে দেখি যদি ভাগ্য হয়॥
হাসি গেলা দুই প্রভু সন্ন্যাসীর স্থানে।
বিশ্বম্ভর করিলা সন্ন্যাসী পরণামে॥
দেখিয়া মোহন মূর্ত্তি দ্বিজের নন্দন।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপ প্রফুল্ল বদন॥
সন্তোষে সন্ন্যাসী করে বহু আশীর্ব্বাদ।
ধন বংশ সুবিবাহ হউ বিদ্যালাভ॥
প্রভু বলে গোসাঞি এ নহে আশীর্ব্বাদ।
হেন বল তোরে হউ কৃষ্ণের প্রসাদ॥
বিষ্ণু ভক্তি আশীর্ব্বাদ অক্ষয় অব্যয়।
যে বলিলা গোসাঞি তোমার যোগ্য নয়॥
হাসিয়া গোসাঞি বলে পূর্ব্বে যে শুনিলা।
সাক্ষাতে তাহার আজি নিদান পাইলা॥
ভালরে বলিতে লোক ঠেঙ্গা লঞা ধায়।
এ বিপ্র পুত্রের সেইমত ব্যবসায়॥
ধন বর দিল আমি পরম সন্তোষে।
কোথা গেল উপকার আরো আমা দোষে॥
সন্ন্যাসী বলয়ে শুন ব্রাহ্মণ কুমার।
কোন আশীর্ব্বাদ তুমি নিন্দিলে আমার॥
পৃথিবীতে জন্মিয়া যে না কৈল বিলাস।
উত্তম কামিনী যার না হইল পাশ॥
যার ধন নাহি তার জীবনে কি কায।
হেন ধন বর দিতে পাও তুমি লাজ॥
হইলে বা বিষ্ণুভক্তি তোমার শরীরে।
ধন বিনা কি খাইবা তাহা কহ মোরে॥
হাসে প্রভু সন্ন্যাসীর বচন শুনিয়া।
শ্রীহস্ত দিলেন নিজ কপালে তুলিয়া॥
ব্যপদেশে মহাপ্রভু সবারে শিখায়।
ভক্তি বিনা কেহ যেন কিছুই না চায়॥
শুন শুন সন্ন্যাসী গোসাঞি যে খাইব।
নিজ কর্ম্মে যে আছে সে আপনে মিলিব॥
ধন বংশ নিমিত্ত সংসার কাম্য করে।
বল তার ধন বংশ তবে কেন মরে॥
জ্বরের নিমিত্ত কেহ কামনা না করে।
তবে কেন জ্বর আসি পীড়য়ে শরীরে॥
শুন শুন গোসাঞি ইহার হেতু কর্ম্ম।
কোন মহাপুরুষে সে জানে এই মর্ম্ম॥
বেদেও বলয়ে স্বর্গ বলে জনা জনা।
মূর্খ প্রতি সেহ হয় বেদের করুণা॥
বিষয় সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ।
চিত্ত বুঝি কহ বেদ বেদের কি দোষ॥
ধন পুত্র পাই গঙ্গাস্নান হরিনামে।
শুনিয়া চলয়ে সব বেদের কারণে॥
যে তে মতে গঙ্গাস্নান হরিনাম লৈলে।
দ্রব্যের প্রভাবে ভক্তি হইবেক হেলে॥
এই বেদ অভিপ্রায় মূর্খ নাহি বুঝে।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া বিষয় সুখে মজে॥

ভাল মন্দ বিচারিয়া বুঝাহ গোসাঞি।
কৃষ্ণভক্তি ব্যতিরিক্ত আর বর নাই॥
সন্ন্যাসীর পক্ষে শিক্ষাগুরু ভগবান।
ভক্তিযোগ কহে বেদ করিয়া প্রমাণ॥
যে কহে চৈতন্যচন্দ্র সেই সত্য হয়।
পরনিন্দে পাপী জীব তাহা নাহি লয়॥
হাসয়ে সন্ন্যাসী শুনি প্রভুর বচন।
এ বুঝি পাগল দ্বিজ মন্ত্রের কারণ॥
হেন বুঝি এই বা সন্ন্যাসী বুদ্ধি দিয়া।
লই যায় ব্রাহ্মণ কুমার ভুলাইয়া॥
সন্ন্যাসী বলয়ে হেন কাল সে হইল।
শিশুর অগ্রেতে আমি কিছু না জানিল॥
আমি করিলাম পৃথিবীর পর্য্যটন।
অযোধ্যা মথুরা মায়া বদরিকাশ্রম॥
গুজরাট কাশী গিয়া বিজয়া নগরী।
সিংহল গেলাম আমি যত আছে পুরী॥
আমি না জানিল ভাল মন্দ হয় কায়।
দুগ্ধের ছাওয়াল আজি আমারে শিখায়॥
হাসি বলে নিত্যানন্দ শুনহ গোসাঞি।
শিশু সঙ্গে তোমার বিচারে কার্য্য নাঞি॥
আমি সে জানিল শুনি তোমার মহিমা।
আমারে দেখিয়া তুমি সব কর ক্ষমা॥
আপনার শ্লাঘা শুনি সন্ন্যাসী সন্তোষে।
ভিক্ষা করিবার লাগি বলয়ে হরিষে॥
নিত্যানন্দ বলে কার্য্য গৌরবে চলিব।
কিছু দেহ স্নান করি পথেতে খাইব॥
সন্ন্যাসী বলেন স্নান কর এইখানে।
কিছু খাই স্নিগ্ধ হই করহ গমনে॥
পাতকী তারিতে দুই প্রভু অবতার।
রহিলেন দুই প্রভু সন্ন্যাসীর ঘর॥

জাহ্নবীর মজ্জনে ঘুচিল দুঃখ শ্রম।
ফলাহার করিতে বসিলা দুই জন॥
দুগ্ধ আম্র পনসাদি করি কৃষ্ণ সাৎ।
সব খায় দুই প্রভু সন্ন্যাসী সাক্ষাত॥
বামাপথি সন্ন্যাসী মদিরা পান করে।
নিত্যানন্দ প্রতি তাহা কহেঠারে ঠোরে॥
শুনহ শ্রীপাদ কিছু আনন্দ আনিব।
তোমা হেন অতিথি বা কোথায় পাইব॥
দেশান্তর ফিরি নিত্যানন্দ সব জানে।
মদ্যপ সন্ন্যাসী হেন জানিলেন মনে॥
আনন্দ আনিব ন্যাসী বলে বার বার।
নিত্যানন্দ বলে বড় ভাগ্য সে আমার॥
দেখিয়া দোঁহার রূপ মদন সমান।
সন্ন্যাসীর পত্নী চাহে জুড়িয়া ধেয়ান॥
সন্ন্যাসীরে নিষেধ করয়ে তার নারী।
ভোজনেতে কেনে তুমি বিরোধ আচরী॥
প্রভু বলে কি আনন্দ বলয়ে সন্ন্যাসী।
নিত্যানন্দ বলয়ে মদিরা হেন বাসী॥
বিষ্ণু বিষ্ণু স্মরণ করয়ে বিশ্বম্ভর।
আচমন করি প্রভু চলিলা সত্বর॥
দুই প্রভু চঞ্চল গঙ্গায় ঝাপ দিয়া।
চলিলা আচার্য্য গৃহে গঙ্গায় ভাসিয়া॥
স্ত্রৈণ ও মদ্যপে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দুক বেদান্তি যদি তথাপি সংহারে॥
সন্ন্যাসী হৈয়া মদ্য পিয়ে স্ত্রী সঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে॥
বাক্যাবাক্য কৈল প্রভু শিখাইল ধর্ম্ম।
বিশ্রাম করিয়া কৈল ভোজনের কর্ম্ম॥
না হয় এ জন্মে ভাল হৈব আর জন্মে।
সবে নিন্দুকের নাহি বাসে ভাল মর্ম্মে॥

দেখা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী।
তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী ॥
শেষ খণ্ডে যখন চলিলা প্রভু কাশী।
শুনিলেন কাশীবাসী যতেক সন্ন্যাসী ॥
শুনিয়া আনন্দ হৈলা সন্ন্যাসীর গণ।
দেখিব চৈতন্য বড় শুনি মহাজন ॥
সবেই বেদান্তি জ্ঞানী সবেই তপস্বী।
আজন্ম কাশীতে বাস সবেই যশস্বী ॥
এক দোষে সকল গুণের গেল শক্তি।
পড়ায় বেদান্ত না বাখানে বিষ্ণুভক্তি ॥
অন্তর্যামী গৌরসিংহ সব ইহা জানে।
গিয়াও কাশীতে নাহি দিলা দরশনে ॥
রামচন্দ্র পুরীর মাঠেতে লুকাইয়া।
রহিলেন দুই মাস বারাণসী গিয়া ॥
বিশ্বরূপ ক্ষৌরের দিবস দুই আছে।
লুকাইয়া চলিলা দেখয়ে কেহ পাছে ॥
পাছে শুনিলেন সব সন্ন্যাসীর গণ।
চলিলেন চৈতন্য নহিল দরশন ॥
সর্ব্ব বুদ্ধি হরিলেক এক নিন্দা পাপ।
পাছেও কাহার চিত্তে না জন্মিল তাপ ॥
আরো বলে আমরা সকল পূর্ব্বাশ্রমী।
আমা সবা সম্ভাষিয়া বিনা গেল কেনী ॥
দুই দিন লাগি কেন স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া।
কেনে গেলা বিশ্বরূপ ক্ষৌর লঙ্ঘিয়া ॥
ভক্তিহীন হইলে এমত বুদ্ধি হয়।
নিন্দুকের পূজা শিব কভু নাহি লয় ॥
কাশীতে যে পর নিন্দে সে শিবের দণ্ড্য।
শিব অপরাধে বিষ্ণু নহে তার বন্দ্য ॥
সবার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব নিন্দুক দুরাচার ॥

মদ্যপের ঘরে কৈলা স্নান ভোজন।
নিন্দুক বেদান্তি না পাইল দরশন ॥
চৈতন্যের দণ্ডে যার না জন্মিল ভয়।
জন্মে জন্মে সেই জীব যমদণ্ড্য হয় ॥
অজ ভব অনন্ত কমলা সর্ব্ব মাতা।
সবার শ্রীমুখে নিরন্তর যার কথা ॥
হেন গৌরচন্দ্র যশে যার নহে রতি।
ব্যর্থ তার সন্ন্যাস বেদান্ত পাঠে মতি ॥
হেন মতে দুই প্রভু আপন আনন্দে।
সুখে ভাসি চলিলেন জাহ্নবী তরঙ্গে ॥
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর করয়ে হুঙ্কার।
মুঞি সেই মুই সেই বলে বার বার ॥
মোহারে আনিল নাড়া শয়ন ভাঙ্গিয়া।
এখনে বাখানে জ্ঞান ভক্তি লুকাইয়া ॥
তার শাস্তি করে আজি দেখ পরতেকে।
কেমতে দেখুক আজি জ্ঞান যোগ রাখে ॥
তর্জ্জে গর্জ্জে মহাপ্রভু গঙ্গা স্রোতে ভাসে।
মৌন হই নিত্যানন্দ মনে মনে হাসে ॥
দুই প্রভু ভাসি যায় গঙ্গার উপরে।
অনন্ত মুকুন্দ যেন ক্ষীরোদ সাগরে ॥
ভক্তিযোগ প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
বুঝিলেন চিত্তে মোর হইবেক ফল ॥
আইসে ঠাকুর ক্রোধে অদ্বৈত জানিয়া।
জ্ঞানযোগ বাখানে অধিক মত্ত হইয়া ॥
চৈতন্য ভক্তের কে বুঝিতে পারে লীলা।
গঙ্গাপথে দুই প্রভু আসিয়া মিলিলা ॥
ক্রোধ মুখ বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ সঙ্গে।
দেখয়ে অদ্বৈত দোলে জ্ঞানানন্দ রঙ্গে ॥
প্রভু দেখি হরিদাস দণ্ডবৎ হয়।
অচ্যুত প্রণাম করে অদ্বৈত তনয় ॥

অদ্বৈত গৃহিণী মনে মনে নমস্করে।
দেখিয়া প্রভুর মুর্ত্তি চিন্তিত অন্তরে॥
বিশ্বম্ভর তেজঃ যেন কোটি সূর্য্যময়।
দেখিয়া সবার চিত্তে উপজিল ভয়॥
ক্রোধ মুখে বলে প্রভু আরে আরে নাড়া।
বল দেখি জ্ঞান ভক্তি দুইতে কে বাড়া॥
অদ্বৈত বলয়ে সর্ব্ব কাল বড় জ্ঞান।
যার নাহি জ্ঞান তার ভক্তিতে কি কাম॥
জ্ঞান বড় অদ্বৈতের শুনিয়া বচন।
ক্রোধে বাহ্য পাসরিল শচীর নন্দন॥
পিড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া॥
অদ্বৈত গৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা।
সর্ব্ব তত্ত্ব জানিয়াও করয়ে ব্যগ্রতা॥
বুড়া বিপ্র বিপ্র রাখ রাখ তাঁর প্রাণ।
কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান॥
এত বুড়া বামনেরে আর কি করিবা।
কোন কিছু হৈলে এড়াইতে না পারিবা॥
পতিব্রতা বাক্য শুনি নিত্যানন্দ হাসে।
ভয়ে কৃষ্ণ সঙরয়ে প্রভু হরিদাসে॥
ক্রোধে প্রভু পতিব্রতা বাক্য নাহি শুনে।
তর্জ্জে গর্জ্জে অদ্বৈতেরে সদম্ভ বচনে॥
শুতিয়া আছিনু ক্ষীর সাগরের মাঝে।
আরে নাড়া নিদ্রা ভঙ্গ মোর তোর কাজে॥
ভক্তি প্রকাশিলি তুই আমারে আনিয়া।
এবে বাখানিস জ্ঞান ভক্তি লুকাইয়া॥
যদি লুকাইবি ভক্তি তোর চিত্তে আছে।
তবে মোরে প্রকাশ করিলি কোন কাজে॥
তোমার সংকল্প মুঞি না করি অন্যথা।
তুমি মোরে বিড়ম্বনা করহ সর্ব্বথা॥

অদ্বৈত এড়িয়া প্রভু বসিলা দুয়ারে।
প্রকাশে আপন তত্ত্ব করিয়া হুঙ্কারে॥
আরে আরে কংস যে মারিল সেই মুঞি।
আরে নাড়া সকল জানিস দেখ তুই॥
অজ ভব শেষ রমা করে মোর সেবা।
মোর চক্রে মরিল শৃগাল বাসুদেবা॥
মোর চক্রে বারাণসী দহিল সকল।
মোর বাণে মরিল রাবণ মহাবল॥
মোর চক্রে কাটিল বাণের বাহুগণ।
মোর চক্রে নরকের হইল মরণ॥
মুঞি সে ধরিনু গিরি দিয়া বাম হাত।
মুঞি সে আনিনু স্বর্গ হৈতে পারিজাত॥
মুঞি সে ছলিনু বলি করিনু প্রসাদ।
মুঞি সে হিরণ্য মারি রাখিনু প্রহ্লাদ॥
এই মত প্রভু নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে।
শুনিয়া অদ্বৈত প্রেমসিন্ধু মাঝে ভাসে॥
শাস্তি পাই অদ্বৈত পরমানন্দ ময়।
হাতে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয়॥
যেন অপরাধ কৈনু তেন শাস্তি পাইনু।
ভালই করিলা প্রভু অল্পে এড়াইনু॥
এখন সে ঠাকুরাল বুঝিনু তোমার।
দোষ অনুরূপ শাস্তি করিলে আমার॥
ইহাতে সে প্রভু ভৃত্যে চিত্তে বল পায়।
বলিয়া আনন্দে নাচে শান্তিপুর রায়॥
আনন্দে অদ্বৈত নাচে সকল অঙ্গণে।
ভ্রুকুটি করিয়া বুলে প্রভুর চরণে॥
কোথা গেল এবে মোর তোমার সে স্তুতি।
কোথা গেল সে সব তোমার এবে ঢাঙ্গাতি॥
দুর্ব্বাসা না হঙ মুঞি যারে কদর্থিবে।
যার অবশেষ অন্ন সর্ব্বাঙ্গে লেপিবে॥

ভৃগু মুনি না হঙ মুঞি যার পদধূলী।
বক্ষে দিয়া শ্রীবৎস হইবা কুতূহলী॥
মোর নাম অদ্বৈত তোমার শুদ্ধ দাস।
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ॥
উচ্ছিষ্ট প্রভাবে নাহি গণোঁ তোর মায়া।
করিলা ত শাস্তি এবে দেহ পদ ছায়া॥
এত বলি ভক্তি করি শান্তিপুর নাথ।
পড়িলা প্রভুর পদ লইয়া মাথাত॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈল বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে কোলে করে কান্দয়ে নির্ভর॥
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি নিত্যানন্দ রায়।
ক্রন্দন করয়ে যেন নদী বহি যায়॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে প্রভু হরিদাস।
অদ্বৈত গৃহিণী কান্দে কান্দে যত দাস॥
কান্দয়ে অচ্যুতানন্দ অদ্বৈত তনয়।
অদ্বৈত ভবন হৈল কৃষ্ণ প্রেমময়॥
অদ্বৈতেরে মারিয়া লজ্জিত বিশ্বম্ভর।
সন্তোষে আপনে দেন অদ্বৈতেরে বর॥
তিলার্দ্ধেক যে তোমার করয়ে আশ্রয়।
সে কেনে পতঙ্গ কীট পশু পক্ষী নয়॥
যদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ।
তথাপি তাহারে মুঞি করিব প্রসাদ॥
বর শুনি কান্দয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
চরণে ধরিয়া কহে করিয়া বিনয়॥
যে তুমি বলিলা প্রভু কভু মিথ্যা নয়।
মোর এক প্রতিজ্ঞা শুনহ মহাশয়॥
যদি তোরে না মানিয়া মোরে ভক্তি করে।
সেই মোর ভক্তি তবে তাহারে সংহারে॥
যে তোমার পাদপদ্ম না করে ভজন।
তোরে না মানিলে কভু নহে মোর জন॥

যে তোমারে ভজে প্রভু সে মোর জীবন।
না পারোঁ সহিতে মুঞি তোমার লঙ্ঘন॥
যদি মোর পুত্র হয় হয় বা কিঙ্কর।
বৈষ্ণবাপরাধি মুঞি না দেখোঁ গোচর॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া যদি কোটি দেব ভজে।
সেই দেব তাহারে সংহারে কোন ব্যাজে॥
মুঞি নাহি বলোঁ এই বেদের বাখান।
সুদক্ষিণ মরণ তাহার পরমাণ॥
সুদক্ষিণ নাম কাশীরাজের নন্দন।
মহা সমাধিয়ে শিব কৈল আরাধন॥
পরম সন্তোষে শিব বলে মাগ বর।
পাইবে অভীষ্ট অভিচার যজ্ঞ কর॥
বিষ্ণু ভক্ত প্রতি যদি কর অপমান।
তবে তোর যজ্ঞে সেই লইব পরাণ॥
শিব কহিলেন ব্যাজে সে ইহা না বুঝে।
শিবাজ্ঞায় অবিলম্বে যজ্ঞ গিয়া ভজে॥
যজ্ঞ হৈতে উঠে এক মহা ভয়ঙ্কর।
তিন কর চরণ ত্রিশির রূপ ধর॥
তাল জঙ্ঘ পরিমাণ বলে বর মাগ।
রাজা বলে দ্বারকা পোড়াও মহাভাগ॥
শুনিয়া দুঃখিত হৈল মহা-শৈব মূর্ত্তি।
বুঝিলেন ইহার ইচ্ছার নাহি পূর্ত্তি॥
অনুরোধে গেলা মাত্র দ্বারকার পাশে।
দ্বারকা রক্ষক চক্র খেদাড়িয়া আইসে॥
পলাইলে না এড়াই সুদর্শন স্থানে।
মহা শৈব পড়ি বলে চক্রের চরণে॥
যারে পলাইতে নাহি পারিল দুর্ব্বাসা।
নারিল রাখিল অজ বিষ্ণু দিগবাসা॥
হেন মহা বৈষ্ণব তেজের স্থানে মুঞি।
কোথা পলাইব প্রভু যে করিস তুই॥

জয় জয় প্রভু মোর সুদর্শন নাম।
দ্বিতীয় শঙ্কর তেজ জয় কৃষ্ণ ধাম॥
জয় মহা চক্র জয় বৈষ্ণব প্রধান।
জয় দুষ্ট ভয়ঙ্কর জয় শিষ্ট ত্রাণ॥
স্তুতি শুনি সন্তোষে বলিল সুদর্শন।
পোড়া গিয়া যথা আছে রাজার নন্দন॥
পুনঃ সেই মহা ভয়ঙ্কর বাহুড়িয়া।
চলিলা কাশীর রাজপুত্র পোড়াইয়া॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া প্রভু শিব পূজা কৈল।
অতএব তার যজ্ঞে তাহারে মারিল॥
তেঞি সে বলিনু প্রভু তোমারে লঙ্ঘিয়া।
মোর সেবা করে তারে মারি পোড়াইয়া॥
তুমি মোর প্রাণনাথ তুমি মোর ধন।
তুমি মোর পিতা মাতা তুমি বন্ধুজন॥
যে তোরে লঙ্ঘিয়া করে মোরে নমস্কার।
সে জন কাটিয়া শির করে প্রতিকার॥
সূর্য্য সাক্ষাৎ করিয়া রাজা সত্রাজিত।
ভক্তি-বশে সূর্য্য তান হইলা বিদিত॥
লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা আজ্ঞা-ভঙ্গ দুঃখে।
দুই ভাই মারা যায় সূর্য্য দেখে সুখে॥
বলদেব শিষ্যত্ব পাইয়া দুর্য্যোধন।
তোমারে লঙ্ঘিয়া তার সবংশে মরণ॥
হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার।
লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল সবংশে সংহার॥
শিরচ্ছেদে শিব পূজিয়াও দশানন।
তোমা লঙ্ঘি পাইলেক সবংশে মরণ॥
সর্ব্ব দেব মূল তুমি সবার ঈশ্বর।
দৃশ্যাদৃশ্য যত সব তোমার কিঙ্কর॥
প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে।
পূজা খাই সেই দাস তাহারে সংহারে॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া যে শিবাদি দেব ভজে।
বৃক্ষমূল কাটি যেন পল্লবেরে পূজে॥
দেব বিপ্র যজ্ঞ ধর্ম্ম সর্ব্ব মূল তুমি।
যে তোমা না ভজে তার পূজ্য নহি আমি॥
মহাতত্ত্ব অদ্বৈতের শুনিয়া বচন।
হুঙ্কার করিয়া বলে শ্রীশচীনন্দন॥
মোর এই সত্য শুন সবে মন দিয়া।
যে আমারে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া॥
সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে।
তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি হেন পড়ে॥
আমার দাসের যে সকৃত নিন্দা করে।
মোর নাম কল্পতরু সংহারে তাহারে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যত সব মোর দাস।
এতেকে যে পর হিংসে সেই যায় নাশ॥
তুমি ত আমার নিজ দেহ হৈতে বড়।
তোমারে লঙ্ঘিলে দৈবে না সহয়ে দঢ়॥
সন্ন্যাসীও যদি অনিন্দুক নিন্দা করে।
অধঃপাত যায় সর্ব্ব ধর্ম্ম ঘুচে তারে॥
বাহু তুলি জগতেরে বলে গৌরধাম।
অনিন্দুক হই সবে বল কৃষ্ণনাম॥
অনিন্দুক হইয়ে সকৃত কৃষ্ণ বলে।
সত্য সত্য মুঞি তারে উদ্ধারিব হেলে॥
এই যদি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
জয় জয় জয় বলে সর্ব্ব ভক্তগণ॥
অদ্বৈত কান্দয়ে দুই চরণ ধরিয়া।
প্রভু কান্দে অদ্বৈতেরে কোলেতে করিয়া॥
অদ্বৈতের প্রেমে ভাসে সকল মেদিনী।
এই মত মহা চিন্ত্য অদ্বৈত কাহিনী॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার।
জানিহ ঈশ্বর সনে ভেদ নাহি যার॥

নিত্যানন্দ অদ্বৈতে যে গালাগালী বাজে।
সেই সে পরমানন্দ যদি জনে বুঝে॥
দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষ্ণু বৈষ্ণবের বাক্য কর্ম্ম।
তান অনুগ্রহে সে বুঝিয়ে তার মর্ম্ম॥
এই মত যত আর হইল কথন।
নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভু আর যত গণ॥
ইহা বুঝিবার শক্তি প্রভু বলরাম।
সহস্র বদনে গায় এই গুণগ্রাম॥
ক্ষণেকেই বাহ্য দৃষ্টি দিয়া বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া অদ্বৈত প্রতি বলয়ে উত্তর॥
কিছু চাঞ্চল্য মুঞি করিয়াছোঁ শিশু।
অদ্বৈত বলয়ে উপাধিক নহে কিছু॥
প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহাশয়।
ক্ষমিবা চাঞ্চল্য যদি মোর কিছু হয়॥
নিত্যানন্দ চৈতন্য অদ্বৈত হরিদাস।
পরস্পর চাহি সবা সবে হৈল হাস॥
অদ্বৈত গৃহিণী মহাসতী পতিব্রতা।
বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু যারে বলে মাতা॥
প্রভু বলে শীঘ্র গিয়া করহ রন্ধন।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর করিব ভোজন॥
নিত্যানন্দ হরিদাস অদ্বৈতাদি সঙ্গে।
গঙ্গা স্নানে বিশ্বম্ভর চলিলেন রঙ্গে॥
সে সব আনন্দ বেদে বর্ণিব বিস্তর।
স্নান করি প্রভু সবে আইলেন ঘর॥
চরণ পাখালি মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণেরে করয়ে দণ্ড প্রণাম বিস্তর॥
অদ্বৈত পড়িলা বিশ্বম্ভর পদতলে।
হরিদাস পড়িলা অদ্বৈত পদমূলে॥
অপূর্ব্ব কৌতুক দেখি নিত্যানন্দ হাসে।
ধর্ম্ম সেতু যেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে॥
উঠি দেখি ঠাকুর অদ্বৈত পদতলে।
আথে ব্যথে উঠি প্রভু বিষ্ণু বিষ্ণু বলে॥
অদ্বৈতের হাতে ধরি নিত্যানন্দ সঙ্গে।
চলিলা ভোজন গৃহে বিশ্বম্ভর রঙ্গে॥
ভোজনে বসিলা তিন প্রভু এক ঠাঞি।
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ আচার্য্য গোসাঞি॥
স্বভাব চঞ্চল তিন প্রভু নিজাবেশে।
উপাধিক নিত্যানন্দ অতি বাল্যাবেশে॥
দ্বারে বসি ভোজন করেন হরিদাস।
যার দেখিবার শক্তি সকল প্রকাশ॥
অদ্বৈত-গৃহিণী মহা সতী যোগেশ্বরী।
পরিবেশন করেন সঙরে হরি হরি॥
ভোজন করেন তিন ঠাকুর চঞ্চল।
দিব্য অন্ন ঘৃত দুগ্ধ পায়স সকল॥
অদ্বৈত দেখিয়া হাসে নিত্যানন্দ রায়।
এক বস্তু দুই ভাগ কৃষ্ণের লীলায়॥
ভোজন হইল পূর্ণ কিছু মাত্র শেষ।
নিত্যানন্দ হইলা পরম বাল্যাবেশ॥
সব ঘরে অন্ন ছড়াইয়া হৈল হাস।
প্রভু বলে হায় হায় হাসে হরিদাস॥
দেখিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
নিত্যানন্দ তত্ত্ব কহে ক্রোধাবেশ ছলে॥
জাতি নাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ।
কোথা হৈতে আসি হৈল মদ্যপের সঙ্গ॥
গুরু নাহি বলয়ে সন্ন্যাসী করি নাম।
জন্মিয়া না জানিয়ে নিশ্চয় কোন গ্রাম॥
কেহত না চিনে নাহি জানি কোন জাতি।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে যেন মত্ত হাতী॥
ঘরে ঘরে পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত।
এখনে হইল আসি ব্রাহ্মণের সাথ॥

নিত্যানন্দ মন্তপে করিলা সর্ব্বনাশ।
সত্য সত্য সত্য এই শুন হরিদাস॥
ক্রোধাবেশে অদ্বৈত হইল দিগবাস।
হাতে তালি দিয়া নাচে অট্ট অট্ট হাস॥
অদ্বৈত চরিত্র দেখি হাসে গৌররায়।
হাসি নিত্যানন্দ দুই অঙ্গুলী দেখায়॥
শুদ্ধ হাস্যময় অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে।
কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু হাসয়ে বিশেষে॥
ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য কৈল আচমন।
পরস্পর আনন্দ করিলা আলিঙ্গন॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈতে হইল কোলা কোলী।
প্রেম রসে দুই প্রভু মহা কুতুহলী॥
প্রভু বিগ্রহের দুই বাহু দুই জন।
প্রীতি বহি অপ্রীত নাহিক কোন ক্ষণ॥
তবে যে কলহ দেখ সে কৃষ্ণের লীলা।
বালকের প্রায় বিষ্ণু বৈষ্ণবের খেলা॥
হেন মতে মহাপ্রভু অদ্বৈত মন্দিরে।
স্বানুভাবানন্দে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন বিহারে॥
ইহা বুঝিবার শক্তি প্রভু বলরাম।
অন্যে নাহি জানয়ে এ সব গুণগ্রাম॥
সরস্বতী জানে বলরামের কৃপায়।
সবার জিহ্বায় সেই ভগবতী গায়॥
এ সব কথার নাহি জানি অনুক্রম।
যে তে মতে গাই মাত্র কৃষ্ণের বিক্রম॥
চৈতন্য প্রিয়ের পায়ে মোর নমস্কার।
ইহাতে যে অপরাধ ক্ষমহ আমার॥
অদ্বৈতের গৃহে প্রভু বঞ্চি কত দিন।
নবদ্বীপে আইলা সংহতি করি তিন॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত তৃতীয় হরিদাস।
এই তিন সঙ্গে প্রভু আইলা নিজ বাস॥
শুনিল বৈষ্ণব সব আইলা ঠাকুর।
ধাইয়া আইলা সব আনন্দ প্রচুর॥
দেখি সর্ব্ব তাপ হরে সে চন্দ্রবদন।
ধরিয়া চরণে সবে করয়ে রোদন॥
গৌরচন্দ্র মহাপ্রভু সবার জীবন।
সবারে করিল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন॥
সবেই প্রভুর নিজ বিগ্রহ সমান।
সবেই উদার ভাগবতের প্রধান॥
সবে করিলেন অদ্বৈতের নমস্কার।
যার ভক্তি কারণে চৈতন্য অবতার॥
আনন্দে হইলা মত্ত বৈষ্ণব সকল।
সবে করে প্রভু সঙ্গে কৃষ্ণ কোলাহল॥
পুত্র দেখি আই হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
বধূ সঙ্গে গৃহে করে শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল॥
ইহা বলিবার শক্তি সহস্র বদন।
যে প্রভু আমার জন্ম জন্মের জীবন॥
দ্বিজ বিপ্র ব্রাহ্মণ যে হেন নাম ভেদ।
এই মত ভেদ নিত্যানন্দ বলদেব॥
অদ্বৈত গৃহেতে প্রভু কৈল যত কেলি।
ইহা যেই শুনে সেই পায় সেই মেলি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
উনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯॥

বিংশ অধ্যায়।

জয় জয় গৌরসিংহ শ্রীশচীকুমার।
জয় সর্ব্বতাপহর চরণ তোমার॥
জয় গদাধর প্রাণনাথ মহাশয়।
কৃপা কর প্রভু যেন তোহে মন রয়॥
হেন মতে ভক্ত গোষ্ঠী ঠাকুর দেখিয়া।
নাচে গায় কান্দে হাসে প্রেমপূর্ণ হৈয়া॥
এই মতে প্রতি দিনে অশেষ কৌতুক।
ভক্ত সঙ্গে গৌরচন্দ্র করে নানারূপ॥
এক দিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে।
শ্রীনিবাস গৃহে বসি আছে নানা রঙ্গে॥
আইল মুরারি গুপ্ত হেনই সময়।
প্রভুর চরণে দণ্ড পরণাম হয়॥
শেষে নিত্যানন্দেরে করিয়া পরণাম।
সম্মুখে রহিল গুপ্ত মহাজ্যোতির্ধাম॥
মুরারি গুপ্তের প্রভু বড় সুখী মানে।
অকপটে মুরারিতে কহেন আপনে॥
যে করিলা মুরারি না হয় ব্যবহার।
ব্যতিক্রম করিয়া করিলা নমস্কার॥
কোথা তুমি শিখাইবা যে না ইহা জানে।
ব্যবহারে হেন ধর্ম্ম তুমি লজ্ঘ কেনে॥
মুরারি বলয়ে প্রভু জানো কোন মতে।
চিত্ত তুমি লওয়াইয়া আছ যেন মতে॥
প্রভু বলে ভাল ভাল আজি যাহ ঘরে।
সকল জানিবা কালি বলিব তোমারে॥
সংভ্রমে চলিলা গুপ্ত সত্বর হরিষে।
শয়ন করিলা গিয়া আপনার বাসে॥
স্বপ্ন দেখে মহাভাগবতের প্রধান।
মল্ল বেশে নিত্যানন্দ চলে আগুয়ান॥
নিত্যানন্দ শিরে দেখে মহা নাগ ফণা।
করে দেখে শ্রীহল মুষল তার বানা॥
নিত্যানন্দ মূর্ত্তি দেখে যেন হলধর।
শিরে পাখা ধরি পাছে যায় বিশ্বম্ভর॥
স্বপ্নে প্রভু হাসি কহে ডাকিয়া মুরারি।
আমি যে কনিষ্ঠ, মনে বুঝহ বিচারি॥
স্বপ্নে দুই প্রভু হাসে মুরারি দেখিয়া।
দুই ভাই মুরারিরে গেলা শিখাইয়া॥
চৈতন্য পাইয়া গুপ্ত করয়ে ক্রন্দন।
নিত্যানন্দ বলি শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘন॥
মহা সতী মুরারি গুপ্তের পতিব্রতা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে হই সচকিতা॥
বড় ভাই নিত্যানন্দ মুরারি জানিয়া।
চলিলা প্রভুর স্থানে আনন্দিত হৈয়া॥
বসিয়াছে মহাপ্রভু কমললোচন।
দক্ষিণে সে নিত্যানন্দ প্রসন্ন বদন॥
আগে নিত্যানন্দের চরণে নমস্করি।
পাছে বন্দে বিশ্বম্ভর চরণ মাধুরী॥
হাসি বলে বিশ্বম্ভর মুরারি এ কেন।
মুরারি বলয়ে প্রভু লওয়াইলে যেন।
পবন কারণে যেন শুষ্ক তৃণ চলে।
জীবের সকল ধর্ম্ম তোর শক্তি বলে॥
প্রভু বলে মুরারি আমার প্রিয় তুমি।
অতএব তোমারে ভাঙ্গিল মর্ম্ম আমি॥
কহে প্রভু নিজ তত্ত্ব মুরারির স্থানে।
যোগায় তাম্বুল প্রিয় গদাধর বামে॥
প্রভু বলে মোর দাস মুরারি প্রধান।
এত বলি চর্ব্বিত তাম্বুল কৈলা দান॥
সংভ্রমে মুরারি যোড় হস্ত করি লয়।
খাইয়া মুরারি মহানন্দে মত্ত হয়॥

প্রভু বলে মুরারি সকালে ধোও হাত।
মুরারি তুলিয়া হস্ত দিলেক মাথাত ॥
প্রভু বলে আরে বেটা জাতি গেল তোর।
তোর অঙ্গে উচ্ছিষ্ট লাগিল সব মোর ॥
বলিতে প্রভুর হইল ঈশ্বর আবেশ।
দন্ত কড় মড় করে বলয়ে বিশেষ ॥
সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড করে, বেটা ভাল মতে ॥
পড়ায় বেদান্ত মোর বিগ্রহ না মানে।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে তবু নাহি জানে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বসে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে ॥
সত্য কহি মুরারি আমার তুমি দাস।
যে না মানে মোর অঙ্গ সে যায় বিনাশ ॥
অজ ভবানন্দ প্রভুর বিগ্রহ সে সেবে।
যে বিগ্রহ প্রাণ করি পূজে সর্ব্ব দেবে ॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে ॥
সত্য সত্য করো তোরে এই পরকাশ।
সত্য মুই, সত্য মোর দাস, তার দাস ॥
সত্য মোর লীলা কর্ম্ম সত্য মোর স্থান।
ইহা মিথ্যা বলে মোরে করে খান খান ॥
যে যশ শ্রবণে আদি অবিদ্যা বিনাশ।
পাপী অধ্যাপকে বলে মিথ্যা সে বিলাস ॥
যে যশ শ্রবণ রসে শিব দিগম্বর।
যাহা গায় অনন্ত আপনে মহীধর ॥
যে যশ শ্রবণে শুক নারদাদি মত্ত।
চারিবেদে বাখানে যে যশের মহত্ব ॥
হেন পুণ্য কীর্ত্তি প্রতি অনাদর যার।
সে কভু না জানে গুপ্ত মোর অবতার ॥

গুপ্ত লক্ষ্যে সবারে শিখায় ভগবান।
সত্য মোর বিগ্রহ সেবক লীলা-স্থান ॥
আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে শিখায়।
ইহা যে না মানে সে আপনে নাশ যায় ॥
ক্ষণেকে হইয়া বাহ্যদৃষ্টি বিশ্বম্ভর।
পুনঃ সে হইলা প্রভু অকিঞ্চন বর ॥
ভাই বলি মুরারিরে কৈল আলিঙ্গন।
বড় স্নেহ করি বলে সদয় বচন ॥
সত্য তুমি মুরারি আমার শুদ্ধ দাস।
তুমি সে জানিলা নিত্যানন্দের প্রকাশ ॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
দাস হইলেও সে মোহার প্রিয় নহে ॥
ঘরে যাও গুপ্ত তুমি আমারে কিনিলা।
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব গুপ্ত তুমি সে জানিলা ॥
হেন মতে মুরারি প্রভুর কৃপা পাত্র।
এ কৃপার পাত্র সবে হনুমান মাত্র ॥
আনন্দে মুরারি গুপ্ত ঘরেতে চলিলা।
নিত্যানন্দ সঙ্গে প্রভু হৃদয়ে রহিলা ॥
অন্তরে বিহ্বল গুপ্ত চলে নিজ বাসে।
এক বলে আর করে খলখলী হাসে ॥
পরম হরিষে বলে করিব ভোজন।
পতিব্রতা অন্ন আনি কৈল উপসন্ন ॥
বিহ্বল মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের রসে।
খাও খাও বলি অন্ন ফেলে গ্রাসে গ্রাসে ॥
ঘৃত মাখি অন্ন সব পৃথিবীতে ফেলে।
খাও খাও খাও কৃষ্ণ এই বোল বলে ॥
হাসে পতিব্রতা দেখি গুপ্তের ব্যাভার।
পুনঃ পুনঃ অন্ন আনি দেয় বাঁরে বার ॥
মহা ভাগবত গুপ্ত পতিব্রতা জানে।
কৃষ্ণ বলি গুপ্তেরে করায় সাবধানে ॥

মুরারি দিলে সে প্রভু করয়ে ভোজন।
কভু না লঙ্ঘয়ে প্রভু গুপ্তের বচন ॥
যত অন্ন দেয় গুপ্ত তাই প্রভু খায়।
বিহানে আসিয়া প্রভু গুপ্তেরে জাগায় ॥
বসিয়া আছেন গুপ্ত কৃষ্ণনামানন্দে।
হেন কালে প্রভু আইলা দেখি গুপ্ত বন্দে ॥
পরম আনন্দে গুপ্ত দিলেন আসন।
বসিলেন জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন ॥
গুপ্ত বলে প্রভু কেনে হৈল আগমন।
প্রভু বলে আইলাম চিকিৎসা-কারণ ॥
গুপ্ত বলে কহিবে কি অজীর্ণকারণ।
কোন কোন দ্রব্য কালি করিলা ভোজন ॥
প্রভু বলে আরে বেটা জানিলা কেমনে।
খাও খাও বলি অন্ন ফেলিলি যখনে ॥
তুই পাসরিলি তোর পত্নী সব জানে।
তুই দিলি মুঞি বা না খাইব কেমনে ॥
কি লাগি চিকিৎসা কর অন্য বা পাঁচন।
অজীর্ণ মোহার তোর অন্নের কারণ ॥
জল পানে অজীর্ণ করিতে নারে বল।
তোর অন্নে অজীর্ণ ঔষধ তোর জল ॥
এত বলি ধরি মুরারির জলপাত্র।
জল পিয়ে প্রভু ভক্তি রসে পূর্ণ মাত্র ॥
কৃপা দেখি মুরারি হইলা অচেতন।
মহা প্রেমে গুপ্ত গোষ্ঠী করয়ে ক্রন্দন ॥
হেন প্রভু হেন ভক্তি যোগ্য হেন দাস।
চৈতন্য প্রসাদে হৈল ভক্তির প্রকাশ ॥
মুরারি গুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
সেই নদীয়ায় ভট্টাচার্য্য না দেখিল ॥
বিদ্যা ধন প্রতিষ্ঠায় কিছুই না করে।
বৈষ্ণবের প্রসাদে সে ভক্তি ফল ধরে ॥
যে সে কেন নহে বৈষ্ণবের দাসী দাস।
সর্ব্বোত্তম সেই এই বেদের প্রকাশ ॥
এই মত মুরারিরে প্রতি দিনে দিনে।
কৃপা করে মহাপ্রভু আপনা আপনে ॥
শুন শুন মুরারির অদ্ভুত আখ্যান।
শুনিলে মুরারি কথা ভক্তি পাই দান ॥
একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের মন্দিরে।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু নিজ মূর্ত্তি ধরে ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে।
গরুড় গরুড় বলি ডাকে বিশ্বম্ভরে ॥
হেনই সময়ে গুপ্ত আবিষ্ট হইয়া।
শ্রীবাস মন্দিরে আইলা হুঙ্কার করিয়া ॥
গুপ্ত দেহে হৈল মহা বৈনতেয় ভাব।
গুপ্ত বলে সেই মুঞি গরুড় মহা ভাগ ॥
গরুড় গরুড় বলি ডাকে বিশ্বম্ভর।
গুপ্ত বলে এই মুঞি তোমার কিঙ্কর ॥
প্রভু বলে বেটা তুই আমার বাহন।
হয় হয় হেন গুপ্ত বলয়ে বচন ॥
গুপ্ত বলে পাসরিলা তোমারে লইয়া।
স্বর্গ হৈতে পারিজাত আনিনু বহিয়া ॥
পাসরিলা তোমা লঞা গেলুঁ বাণপুর।
খণ্ড খণ্ড কৈলুঁ মুঞি স্কন্ধের ময়ুর ॥
এই মোর স্কন্ধে প্রভু আরোহণ কর।
আজ্ঞা কর নিব কোন ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ॥
গুপ্ত স্কন্ধে চড়ে প্রভু মিশ্রের নন্দন।
জয় জয় ধ্বনি হৈল শ্রীবাস ভবন ॥
স্কন্ধে কমলার নাথ গুপ্তের নন্দন।
নড় দিয়া পাক ফিরে সকল অঙ্গন ॥
জয় হুলাহুলি দেয় পতিব্রতাগণ।
মহাপ্রেমে ভক্ত সব করয়ে ক্রন্দন ॥

কেহ বলে জয় জয় কেহ বলে হরি।
কেহ বলে এই রূপ যেন না পাসরি॥
কেহ মালসাট মারে পরম উল্লাসে।
ভালিরে ঠাকুর বলি কেহ কেহ হাসে॥
জয় জয় মুরারি বাহন বিশ্বম্ভর।
বাহু তুলি কেহ ডাকে করি উচ্চস্বর॥
মুরারির স্কন্ধে দোলে গৌরাঙ্গসুন্দর।
উল্লাসে ভ্রময়ে গুপ্ত বাড়ির ভিতর॥
সেই নবদ্বীপে হয় এ সব প্রকাশ।
দুষ্কৃতি না দেখে গৌরচন্দ্রের বিলাস॥
ধন কুল প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥
জন্মে জন্মে যে সব করিল আরাধন।
সুখে দেখে এবে তার দাস দাসীগণ॥
যেবা দেখিলেক সে বা কৃপা করি কয়।
তথাপিহ দুষ্কৃতি চিত্ত নাহি লয়॥
মধ্য খণ্ডে গুপ্ত স্কন্ধে প্রভুর উত্থান।
সব অবতারে গুপ্ত সেবক প্রধান॥
বাহ্য পাই নাম্বিলা গৌরাঙ্গ মহাধীর।
গুপ্তের গরুড় ভাব হইল সুস্থির॥
বড়ই নিগূঢ় কথা কেহ কেহ জানে।
গুপ্ত স্কন্ধে মহাপ্রভু কৈল আরোহণে॥
মুরারিরে কৃপা দেখি বৈষ্ণব মণ্ডল।
ধন্য ধন্য ধন্য বলি প্রশংসে সকল॥
ধন্য ভক্ত মুরারি সফল বিষ্ণু ভক্তি।
বিশ্বম্ভর লীলার বহনে যার শক্তি॥
এই মত মুরারি গুপ্তের পুণ্য কথা।
আর কত আছে যে কৈলা যথা যথা॥
এক দিন মুরারি পরম শুদ্ধ মতি।
নিজ মনে মনে গণে অবতার স্থিতি॥
সাঙ্গোপাঙ্গে আছয়ে যাবৎ অবতার।
তাবত চিন্তিয়া সেই নিজ প্রতিকার॥
না বুঝি কৃষ্ণের লীলা কখন কি করে।
তখনি সৃজিয়া লীলা তখনি সংহারে॥
যে সীতা লাগিয়া মরে সবংশে রাবণ।
আনিয়া ছাড়িল সীতা কেমন কারণ॥
যে যাদবগণ নিজ প্রাণের সমান।
সাক্ষাতে দেখয়ে তারা হারায় পরাণ॥
অতএব যাবত আছয়ে অবতার।
তাবত আমার দেহ ত্যাগ প্রতিকার॥
দেহ এড়িবার মোর এই সে সময়।
পৃথিবীতে যাবত আছয়ে মহাশয়॥
এতেক নির্ব্বেদ গুপ্ত চিন্তি মনে মনে।
খরসান কাতি এক আনিল যতনে॥
আনিয়া থুইল কাতি গৃহের ভিতরে।
নিশায় এড়িব দেহ হরিষ অন্তরে॥
সর্ব্বভূত হৃদয় ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
মুরারির চিত্তবিত্ত হইল গোচর॥
সত্বরে আইল প্রভু মুরারি ভবন।
সংভ্রমে করিল গুপ্ত চরণ বন্দন॥
আসনে বসিয়া প্রভু কৃষ্ণ কথা কয়।
মুরারি গুপ্তেরে হই পরম সদয়॥
প্রভু বলে গুপ্ত বাক্য ধরিব আমার।
গুপ্ত বলে প্রভু মোর শরীর তোমার॥
প্রভু বলে এই সত্য গুপ্ত বলে হয়।
কাতি খানি মোরে দেহ প্রভু কাণে কয়॥
যে কাতি থুইলা দেহ ছাড়িবার তরে।
তাহা আনি দেহ আছে ঘরের ভিতরে॥
হায় হায় করে গুপ্ত মহা দুঃখ মনে।
মিথ্যা কথা কহিল তোমারে কোন জনে॥

প্রভু বলে মুরারি বড় ত দেখি ভোল।
পরে কহিলেক আমি জানি হেন বোল॥
যে গড়িয়া দিল কাতি তাহা জানি আমি।
তাহা জানি যথা কাতি থুইয়াছ তুমি॥
সর্ব্ব অন্তর্যামী প্রভু জানে সর্ব্ব স্থান।
ঘরে গিয়া কাটারি আনিল বিদ্যমান॥
প্রভু বলে গুপ্ত এ তোমার ব্যবহার।
কোন দোষে আমা ছাড়ি চাহ যাইবার॥
তুমি গেলে কাহারে লইয়া মোর খেলা।
হেন বুদ্ধি তুমি কার স্থানে বা শিখিলা॥
এখানে মুরারি মোরে দেহ এই ভিক্ষা।
আর কভু হেন বুদ্ধি না করিবা শিক্ষা॥
কোলে করি মুরারিরে প্রভু বিশ্বম্ভর।
হস্ত তুলি দিল নিজ শিরের উপর॥
মোর মাথা খাও গুপ্ত মোর মাথা খাও।
যদি আর বার দেহ ছাড়িবারে চাও॥
আথে ব্যথে মুরারি পড়িলা ভূমি-তলে।
পাখালিল প্রভুর চরণ প্রেম জলে॥
সুকৃতি মুরারি কান্দে ধরিয়া চরণ।
গুপ্ত কোলে করি কান্দে শ্রীশচীনন্দন॥
যে প্রসাদ মুরারি গুপ্তেরে প্রভু করে।
তাহা বাঞ্ছে রমা অজ অনন্ত শঙ্করে॥
এ সব দেবতা চৈতন্যের ভিন্ন নহে।
ইহারা অভিন্ন কৃষ্ণ বেদে এই কহে॥
সেই গৌরচন্দ্র প্রভু শেষ-রূপ ধরে।
চতুর্ম্মুখ রূপে সেই প্রভু সৃষ্টি করে॥
সংহারেও গৌরচন্দ্র ত্রিলোচন রূপে।
আপনারে স্তুতি করে আপনার মুখে॥
ভিন্ন নাহি ভেদ নাহি এ সকল দেবে।
এ সকল দেব চৈতন্যের পদ সেবে॥

পক্ষী মাত্র যদি লয় চৈতন্যের নাম।
সেই সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম॥
সন্ন্যাসীও যদি নাহি মানে গৌরচন্দ্র।
জানিহ সে দুষ্টগণ জন্ম জন্ম অন্ধ॥
তেন তপস্বীর বেশে থাকে বাটোয়ার।
এই মত নিন্দক সন্ন্যাসী দুরাচার॥
নিন্দক সন্ন্যাসী বাটোয়ারে নাহি ভেদ।
দুইতে নিন্দক বড় দ্রোহী কহে বেদ॥
ভালরে আইসে লোক তপস্বী দেখিতে।
সাধু নিন্দা শুনি মরি যায় ভাল মতে॥
সাধু নিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।
জন্ম জন্ম অধঃপাত বেদে এই কয়॥
বাটোয়ারে সবে মাত্র এক জন্মে মরে।
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দক সংহারে॥
অতএব নিন্দক সন্ন্যাসী বাটোয়ার।
বাটোয়ার হৈতে এ অনন্ত দুরাচার॥
আব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভাদি সব কৃষ্ণের বৈভব।
নিন্দা মাত্র কৃষ্ণ রুষ্ট কহে শাস্ত্র সব॥
অনিন্দক হয়ে যে সকৃত কৃষ্ণ বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে॥
চারি বেদ পড়িয়াও যদি নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম কুম্ভীপাকে ডুবিয়া সে মরে॥
এই নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ।
না মানে নিন্দক সব সে সব বিলাস॥
চৈতন্য চরনে যার আছে মতি গতি।
জন্ম জন্ম হয় যেন তাঁহার সংহতি॥
অষ্ট সিদ্ধি যুক্ত চৈতন্যেতে ভক্তি শূন্য।
কভু যেন না দেখে সে পাপী হেন পুণ্য॥
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু সান্ত্বনা করিয়া।
চলিলা আপন ঘরে হরষিত হৈয়া॥

হেন মতে মুরারি গুপ্তের অনুভাব।
আমি কি বলিব ব্যক্ত তাঁহার প্রভাব॥
নিত্যানন্দ প্রভু মুখে বৈষ্ণবের তথ্য।
কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্ম্য॥
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ হউ মোর গতি।
যাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি॥
জয় জয় জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।
তোর নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণধন॥
মোর প্রাণনাথের জীবন বিশ্বম্ভর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যমখণ্ডে
বিশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

জয় জয় নিত্যানন্দ প্রাণ বিশ্বম্ভর।
জয় গদাধর পতি অদ্বৈত ঈশ্বর॥
জয় শ্রীনিবাস হরিদাস প্রিয় কর।
জয় গঙ্গাদাস বাসুদেবের ঈশ্বর॥
ভক্ত গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর॥
একদিন প্রভু করে নগর ভ্রমণ।
চারি দিগে যত আপ্ত ভাগবতগণ॥
সার্ব্বভৌম পিতা বিশারদ মহেশ্বর।
তাহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥
সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ॥
জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন।
ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তি হীন॥
ভাগবতে মহা অধ্যাপক লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম অর্থ না জানেন ভক্তিহীন দোষে॥
জানিবার যোগ্যতা আছয়ে কিছু তান।
কোন অপরাধ নাহি কৃষ্ণ সে প্রমাণ॥
দৈবে প্রভু ভক্ত সঙ্গে সেই পথে যায়।
যেখানে তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিবারে পায়॥
সর্ব্বভূত হৃদয় জানয়ে সর্ব্ব তত্ত্ব।
না শুনয়ে ব্যাখ্যা ভক্তি যোগের মহত্ত্ব॥
কোপে বলে প্রভু বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থ রূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার॥
সব পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়।
প্রেম-রূপ ভাগবত চারি বেদে কয়॥
চারি বেদ দধি ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুকে খাইলেন পরীক্ষিত॥
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত॥
মুঞি মোর দাস আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে তার নাশ ভাল মতে॥
ভাগবত তত্ত্ব প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে॥
ভক্তি বিনু ভাগবত যে আর বাখানে।
প্রভু বলে সে অধম কিছুই না জানে॥

নিরবধি ভক্তি হীন এ বেটা বাখানে।
আজি পুঁথি চিরি এই দেখ বিদ্যমানে ॥
পুথি চিরিবারে প্রভু ক্রোধাবেশে যায়।
সকল বৈষ্ণবগণ ধরিয়া রহায় ॥
মহা চিন্ত্য ভাগবত সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা তপ প্রতিষ্ঠায় ॥
ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তি সার ॥
সর্ব্ব গুণে দেবানন্দ পণ্ডিত সমান।
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান ॥
সে সব লোকের যথা ভাগবত ভ্রম।
তাতে যে অন্যের গর্ব্ব তার শাস্তা যম ॥
এই মত প্রতি দিনে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভ্রময়ে নগর সর্ব্ব সঙ্গে অনুচর ॥
একদিন ঠাকুর পণ্ডিত সঙ্গে করি।
নগর ভ্রময়ে বিশ্বম্ভর গৌর-হরি ॥
নগরের অন্তে আছে মদ্যপের ঘর।
যাইতে পাইল গন্ধ প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
মদ্য গন্ধে বারুণীর হইল স্মরণ।
বলরাম ভাব হৈল শচীর নন্দন ॥
বাহ্য পাসরিয়া প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
উঠ গিয়া শ্রীবাসেরে বলে বার বার ॥
প্রভু বলে শ্রীনিবাস এই উঠ গিয়া।
মানা করে শ্রীনিবাস চরণে ধরিয়া ॥
প্রভু বলে মোরেও কি বিধি প্রতিষেধ।
তথাপিও শ্রীনিবাস করয়ে নিষেধ ॥
শ্রীবাস বলয়ে তুমি জগতের পিতা।
তুমি করিলে বা কে আর রক্ষিতা ॥
না বুঝি তোমার লীলা নিন্দিবে যে জন।
জন্মে জন্মে দুঃখ তার হইবে মরণ ॥
নিত্য ধর্ম্মময় তুমি প্রভু সনাতন।
এ লীলা তোমার বুঝিবেক কোন জন ॥
যদি তুমি উঠ গিয়া মদ্যপের ঘরে।
প্রবিষ্ট হইব মুঞি গঙ্গার ভিতরে ॥
ভক্তের সঙ্কল্প প্রভু না করে লঙ্ঘন।
হাস প্রভু শ্রীবাসের শুনিয়া বচন ॥
প্রভু বলে তোমার নাহিক যাতে ইচ্ছা।
না উঠিব তোর বাক্য না করিব মিছা ॥
শ্রীবাস বচনে সম্বরিয়া রাম ভাব।
ধীরে ধীরে রাজপথে চলে মহাভাগ ॥
মদ্য পানে মত্ত সব ঠাকুরে দেখিয়া।
হরি হরি বলে সব ডাকিয়া ডাকিয়া ॥
কেহ বলে ভাল ভাল নিমাঞি পণ্ডিত।
ভাল ভাল লাগে তোর তান নাট গীত ॥
হরি বলি হাতে তালি দিয়া কেহ নাচে।
উল্লাসে মদ্যপ কেহ যায় তান পাছে ॥
মহা হরি-ধ্বনি করে মদ্যপের গণে।
এই মত হয় বিষ্ণু বৈষ্ণব দর্শনে ॥
মদ্যপের চেষ্টা দেখি বিশ্বম্ভর হাসে।
আনন্দে শ্রীবাস কান্দে দেখি পরকাশে ॥
মদ্যপেও সুখ পায় চৈতন্যে দেখিয়া।
একহে নিন্দয়ে পাপী সন্ন্যাসী দেখিয়া ॥
চৈতন্য-চন্দ্রের যশে যার মনে দুঃখ।
কোন জন্মে আশ্রমে নাহিক তার সুখ ॥
যে দেখিল চৈতন্য-চন্দ্রের অবতার।
হউক মদ্যপ তবু তারে নমস্কার ॥
মদ্যপেরে শুভ-দৃষ্টি করি বিশ্বম্ভরে।
নিজাবেশে ভ্রমে প্রভু নগরে নগরে ॥

কত দূরে দেখিয়া পণ্ডিত দেবানন্দ।
মহা ক্রোধে কিছু তারে বলে গৌর-চন্দ্র ॥
দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীবাসের স্থানে।
পূর্ব্ব অপরাধ আছে তাহা হৈল মনে ॥
যে সময়ে নাহি কিছু প্রভুর প্রকাশ।
প্রেম শূন্য জগত দুঃখিত সব দাস ॥
যদি বা পড়ায় এক গীতা ভাগবত।
তথাপি না শুনে কেহ ভক্তি অভিমত ॥
সে সময়ে দেবানন্দ পরম মহান্ত।
লোকে বড় অপেক্ষিত পরম সুশান্ত ॥
ভাগবত অধ্যাপনা করে নিরন্তর।
আকুমার সন্ন্যাসীর প্রায় ব্রত ধর ॥
দৈবে এক দিন তথা গেলা শ্রীনিবাস।
ভাগবত শুনিতে করিয়া অভিলাষ ॥
অক্ষরে অক্ষরে ভাগবত প্রেম-ময়।
শুনিয়া দ্রবিল শ্রীনিবাসের হৃদয় ॥
ভাগবত শুনিয়া কান্দয়ে শ্রীনিবাস।
মহা ভাগবত বিপ্র ছাড়ে ঘন শ্বাস ॥
পাপীষ্ঠ পড়ুয়া বলে হইল জঞ্জাল।
পড়িতে না পাই ভাই ব্যর্থ যায় কাল ॥
সম্বরণ নহে শ্রীনিবাসের রোদন।
চৈতন্যের প্রিয় দেহ জগত পাবন ॥
পাপীষ্ঠ পড়ুয়া সব যুকতি করিয়া।
বাহিরে এড়িল লঞা শ্রীবাসে টানিয়া ॥
দেবানন্দ পণ্ডিত না কৈল নিবারণ।
গুরু যথা ভক্তি-শূন্য তথা শিষ্যগণ ॥
বাহ্য পাই দুঃখেতে শ্রীবাস গেলা ঘর।
তাহা সব জানে অন্তর্যামি বিশ্বম্ভর ॥
দেবানন্দ দরশনে হইল স্মরণ।
ক্রোধ মুখে বলে প্রভু শচীর নন্দন ॥

অহে অহে দেবানন্দ বলি যে তোমারে।
তুমি এবে ভাগবত পড়াও সবারে ॥
যে শ্রীবাসে দেখিতে গঙ্গার মনোরথ।
হেন জন শুনিবারে গেলা ভাগবত ॥
কোন অপরাধে তানে শিষ্য হাথাইয়া।
বাড়ির বাহিরে লঞা এড়িলা টানিয়া ॥
ভাগবত শুনিতে যে কান্দে কৃষ্ণ-রসে।
টানিয়া ফেলিতে সে তাহার যোগ্য আইসে ॥
বুঝিলাম তুমি সে পড়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ অভিমত ॥
পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায়।
তবে বহির্দ্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায় ॥
প্রেম-ময় ভাগবত পড়াইয়া তুমি।
তত সুখ না পাইলা কহিলাম আমি ॥
শুনিয়া বচন দেবানন্দ দ্বিজবর।
লজ্জায় রহিলা কিছু না করে উত্তর ॥
ক্রোধাবেশে বলিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
দুঃখিতে চলিলা দেবানন্দ নিজ ঘর ॥
তথাপিও দেবানন্দ বড় পুণ্যবন্ত।
বচনেও প্রভু যারে করিলেন দণ্ড ॥
চৈতন্যের দণ্ড মহা সুকৃতি সে পায়।
যাঁর দণ্ডে মরিলে বৈকুণ্ঠে লোক যায় ॥
চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি লয়।
সেই দণ্ড তারে প্রেম ভক্তি-যোগ হয় ॥
চৈতন্যের দণ্ডে যার চিত্তে নাহি ভয়।
জন্মে জন্মে সে পাপীর যমদণ্ড হয় ॥
ভাগবত তুলসী গঙ্গায় ভক্ত জনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে ॥
জীবন্ন্যাস করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজ্য হয়।
জন্ম মাত্র এ চারি ঈশ্বর বেদে কয় ॥

চৈতন্য কথার আদি অন্ত নাহি জানি।
যে তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥
চৈতন্য দাসের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ নিত্যানন্দ রায়।
প্রভু ভৃত্য সঙ্গে যেন না ছাড়ে আমায় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
একবিংশোঽধ্যায় ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

জয় জয় শচী-সুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণ নাম দিয়া প্রভু জগৎ কৈল ধন্য ॥
হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর ॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র কৃপার সাগর।
জয় শচী জগন্নাথ নন্দন সুন্দর ॥
বাক্য দণ্ড দেবানন্দ পণ্ডিতেরে করি।
আইলা আপন ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
দেবানন্দ পণ্ডিত চলিল নিজ বাসে।
দুঃখ পাইলেন দ্বিজ দুষ্ট সঙ্গ দোষে ॥
দেবানন্দ হেন সাধু চৈতন্যের ঠাঞি।
সম্মুখ হইতে যোগ্য নহিল তথাই ॥
বৈষ্ণবের কৃপায় সে পাই বিশ্বম্ভর।
ভক্তি বিনা জপ তপ অকিঞ্চিৎকর ॥
বৈষ্ণবের ঠাঁই যার হয় অপরাধ।
কৃষ্ণ কৃপা হইলেও তার প্রেম বাধ ॥
আমি নাহি বলি এই বেদের বচন।
সাক্ষাতেও কহিয়াছে শচীর নন্দণ ॥
যে শচীর গর্ভে গৌরচন্দ্র অবতার।
বৈষ্ণবাপরাধ পূর্ব্ব আছিল তাঁহার ॥
আপনে সে অপরাধ প্রভু ঘুচাইয়া।
মায়েরে দিলেন প্রেম সবা শিখাইয়া ॥
এ বড় অদ্ভুত কথা শুন সাবধানে।
বৈষ্ণবাপরাধ ঘুচে ইহার শ্রবণে ॥
এক দিন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
উঠিয়া বসিল বিষ্ণু খট্টার উপর ॥
নিজ মূর্ত্তি শিলা সব করি নিজ কোলে।
আপনা প্রকাশে গৌর-চন্দ্র কুতূহলে ॥
মুঞি কলি যুগে কৃষ্ণ মুঞি নারায়ণ।
মুঞি রাম-রূপে কৈনু সাগর বন্ধন ॥
শুতিয়া আছিনু ক্ষীর সাগর ভিতরে।
ঘোর নিদ্রা ভাঙ্গিল সে নাড়ার হুঙ্কারে ॥
প্রেম-ভক্তি বিলাইলে আমার প্রকাশ।
মাগ মাগ আরে নাড়া মাগ শ্রীনিবাস ॥
দেখি মহা পরকাশ নিত্যানন্দ রায়।
তত ক্ষণে তুলি ছত্র ধরিল মাথায় ॥
বাম দিকে গদাধর তাম্বুল যোগায়।
চারি দিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায় ॥
ভক্তি-যোগ বিলায় গৌরাঙ্গ মহেশ্বর।
যাহাতে তাহার প্রীত লয় সেই বর ॥
কেহ বলে মোর বাপ বড় দুষ্টমতি।
তার চিত্ত ভাল হৈলে মোর অব্যাহতি ॥
কেহ মাগে গুরু প্রতি কেহ পুত্র প্রতি।
কেহ শিষ্য কেহ পত্নী যার যথা রতি ॥

ভক্ত বাক্য সত্য-কারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া সবারে দিলা প্রেম-ভক্তি বর॥
মহাশয় শ্রীনিবাস বলেন গোসাঞি।
আইরে দেখাও প্রেম এই সবে চাই॥
প্রভু বলে ইহা না বলিবা শ্রীনিবাস।
তাঁকে নাহি দিব প্রেম-ভক্তির বিলাস॥
বৈষ্ণবের ঠাঞি তান আছে অপরাধ।
অতএব তান হৈল প্রেম-ভক্তি বাধ॥
মহা বক্তা শ্রীনিবাস বলে আর বার।
এ কথায় প্রভু দেহ ত্যাগ সে সবার॥
তুমি হেন প্রভু যার গর্ভে অবতার।
তার কি নহিব প্রেম-যোগে অধিকার॥
সবার জীবন আই জগতের মাতা।
মায়া ছাড়ি প্রভু তানে হও ভক্তি-দাতা॥
তুমি যাঁর পুত্র প্রভু সে সর্ব্ব জননী।
পুত্র স্থানে মায়ের কি অপরাধ গণি॥
যদি বা বৈষ্ণব স্থানে থাকে অপরাধ।
তথাপিও খণ্ডাইয়া করহ প্রসাদ॥
প্রভু বলে উপদেশ করিতে সে পারি।
বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি॥
যে বৈষ্ণব স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে নহে আর॥
দুর্ব্বাসার অপরাধ অম্বরীষ স্থানে।
তুমি জান দেখ ক্ষয় হইল কেমনে॥
নাড়ার স্থানেতে আছে তান অপরাধ।
নাড়া ক্ষমিলেই হয় প্রেমের প্রসাদ॥
অদ্বৈত চরণ ধূলি লইলে মাথায়।
হইবেক প্রেম-ভক্তি আমার আজ্ঞায়॥
তখন চলিলা সবে অদ্বৈতের স্থানে।
অদ্বৈতেরে কহিলেক সব বিবরণে॥
শুনিয়া অদ্বৈত করে শ্রীবিষ্ণু স্মরণ।
তোমরা লইতে চাহ আমার জীবন॥
যাঁর গর্ভে মোহার প্রভুর অবতার।
সে মোর জননী মুঞি পুত্র সে তাঁহার॥
যে আইর চরণ ধূলির আমি পাত্র।
সে আইর প্রভাব না জানি তিল মাত্র॥
বিষ্ণু-ভক্তি স্বরূপিণী আই পতিব্রতা।
তোমরা বা মুখে কেন আন হেন কথা॥
প্রাকৃত শব্দেও যেবা বলিবেক আই।
আই শব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥
যেই গঙ্গা সেই আই কিছু ভেদ নাই।
দেবকী যশোদা যেই সেই বস্তু আই॥
কহিতে আইর তত্ত্ব আচার্য্য গোসাঞি।
পড়িলা আবিষ্ট হৈয়া বাহ্য কিছু নাই॥
বুঝিয়া সময় আই আইল বাহিরে।
আচার্য্য চরণ ধূলি লইলেন শিরে॥
পরম বৈষ্ণবী আই মূর্ত্তিমতী ভক্তি।
বিশ্বম্ভর গর্ভে ধরিলেন যাঁর শক্তি॥
আচার্য্য চরণ ধূলি লইলা যখনে।
বিহ্বলে পড়িলা আই বাহ্য নাহি মানে॥
জয় জয় হরি বলে বৈষ্ণব সকল।
অন্যান্যে করয়ে শ্রীচৈতন্য কোলাহল॥
অদ্বৈতের বাহ্য নাহি আইর প্রভাবে।
আইর নাহিক বাহ্য অদ্বৈতানুভাবে॥
দোঁহার প্রভাবে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
হরি হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব মণ্ডল॥
হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর খট্টার উপরে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু বলে জননীরে॥
এখনে সে বিষ্ণু-ভক্তি হইল তোমার।
অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর॥

শ্রীমুখের অনুগ্রহে শুনিয়া বচন।
জয় জয় হরিধ্বনি হইল তখন॥
জননীর লক্ষ্যে শিক্ষা গুরু ভগবান।
করয়েন বৈষ্ণবাপরাধ সাবধান॥
শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিও নাশ পায় কহে শাস্ত্র বৃন্দে॥
ইহা না মানিয়া যে সুজন নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপীষ্ঠ দৈব দোষে মরে॥
অন্যের কি দায় গৌর-সিংহের জননী।
তাঁহারেও বৈষ্ণবাপরাধ করি গণি॥
বস্তু বিচারেতে সেহ অপরাধ নহে।
তথাপিও অপরাধ করি প্রভু কহে॥
ইহারে অদ্বৈত নাম কেন লোকে ঘোষে।
অদ্বৈত বলেন আই কোন অসন্তোষে॥
সেই কথা কহি শুন হই সাবধান।
প্রসঙ্গে কহিয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান॥
প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ মহাশয়।
ভুবন দুর্ল্লভ-রূপ মহা তেজোময়॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ পরম সুধীর।
নিত্যানন্দ স্বরূপের অভেদ শরীর॥
তান ব্যাখ্যা বুঝে হেন নাহি নবদ্বীপে।
শিশু ভাবে থাকে প্রভু বালক সমীপে॥
এক দিন সভায় চলিলা মিশ্রবর।
পাছে বিশ্বরূপ পুত্র পরম সুন্দর॥
ভট্টাচার্য্য সভায় চলিলা জগন্নাথ।
বিশ্বরূপ দেখি বড় কৌতুক সভাত॥
নিত্যানন্দ রূপ প্রভু পরম সুন্দর।
হরিলেন সর্ব্ব চিত্ত সর্ব্ব শক্তি-ধর॥
এক ভট্টাচার্য্য বলে কি পড় ছাওয়াল।
বিশ্বরূপ বলে কিছু কিছু সবাকার॥
শিশু জ্ঞানে কেহ কিছু না বলিল আর।
মিশ্র পাইলেন দুঃখ শুনি অহঙ্কার॥
নিজ কার্য্য করি মিশ্র চলিলেন ঘর।
পথে বিশ্বরূপেরে মারিল এক চড়॥
যে পুঁথি পড়িস বেটা তাহা না বলিয়া।
কি বোল বলিলি তুই সভা মাঝে গিয়া॥
তোমারে ত সবার হইল মূর্খ জ্ঞান।
আমারেও দিল লাজ করি অপমান॥
পরম উদার জগন্নাথ মহা-ভাগ।
ঘরে গেলা পুত্রেরে করিয়া বড রাগ॥
পুনঃ বিশ্বরূপ সেই সভা মাঝে গিয়া।
ভট্টাচার্য্য সব প্রতি বলেন হাসিয়া॥
তোমরা ত আমারে জিজ্ঞাসা না করিলা।
বাপের স্থানেতে আমা শাস্তি করাইলা॥
জিজ্ঞাসা করিতে যাহা লয় কারো মনে।
সবে মেলি তাহা জিজ্ঞাসহ আমা স্থানে॥
হাসি বলে এক ভট্টাচার্য্য শুন শিশু।
আজি যে পড়িলে তাহা বাখানহ কিছু॥
বাখানয়ে সূত্র বিশ্বরূপ ভগবান।
সবার চিত্তেতে ব্যাখ্যা হইল প্রমাণ॥
সবেই বলেন সূত্র ভাল বাখানিলা।
প্রভু বলে ভাণ্ডাইনু কিছু না বুঝিলা॥
যত বাখানিল সব করিল খণ্ডন।
বিস্ময় সবার চিত্তে হইল তখন॥
এই মতে তিন বার করিয়া খণ্ডন।
পুনঃ সেই তিন বার করিল স্থাপন॥
পরম সুবুদ্ধি করি সবে বাখানিল।
বিষ্ণু মায়া মোহে কেহ তত্ত্ব না জানিল॥
হেন মতে নবদ্বীপে বৈসে বিশ্বরূপ।
ভক্তি শূন্য লোক দেখি না পায় কৌতুক॥

ব্যবহার মদে মত্ত সকল সংসার।
না করে বৈষ্ণব যশ মঙ্গল বিচার॥
পুত্রাদির মহোৎসবে করে ধন ব্যয়।
কৃষ্ণ পূজা কৃষ্ণ ধর্ম্ম কেহ না জানয়॥
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ পূজা কিছুই না জানে॥
যদি বা পড়ায় কেহ ভাগবত গীতা।
সেহ না বাখানে ভক্তি করে শুষ্ক চিন্তা॥
সর্ব্ব স্থানে বিশ্বরূপ ঠাকুর বেড়ায়।
ভক্তি-যোগ না শুনিয়া বড় দুঃখ পায়॥
সকলে অদ্বৈত-সিংহ পূর্ণ কৃষ্ণ শক্তি।
পড়াইয়া বাশিষ্ঠ বাখানে কৃষ্ণ ভক্তি॥
অদ্বৈতের ব্যাখ্যা বুঝে হেন কোন আছে।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য পৃথিবীর মাঝে॥
চতুর্দ্দিকে বিশ্বরূপ পায় মনো দুঃখ।
অদ্বৈতের স্থানে সবে পায় প্রেম সুখ॥
নিরবধি থাকে প্রভু অদ্বৈত সঙ্গে।
বিশ্বরূপ সহিত অদ্বৈত রস রঙ্গে॥
পরম বালক প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
কুটিল কুন্তল বেশ অতি মনোহর॥
মায়ে বলে বিশ্বম্ভর যাহা নড় দিয়া।
তোমার ভাইরে ঝাট ডাকি আন গিয়া॥
মায়ের আদেশে প্রভু ধায় বিশ্বম্ভর।
সত্বরে আইলা যথা অদ্বৈতের ঘর॥
বসিয়াছে অদ্বৈত বেড়িয়া ভক্তগণ।
শ্রীবাসাদি করিয়া যতেক মহাজন॥
বিশ্বম্ভর বলে ভাই ভাত খাও গিয়া।
বিলম্ব না কর বলে হাসিয়া হাসিয়া॥
হরিল সবার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর।
সবে দেখে শিশু রূপ পরম সুন্দর॥
মোহিত হইয়া চাহে অদ্বৈত আচার্য্য।
সেই মুখ চাহে সব পরিহরি কার্য্য॥
এই মত প্রতি দিন মায়ের আদেশে।
বিশ্বরূপে ডাকিবার ছলেতে আইসে॥
চিন্তয়ে অদ্বৈত চিত্তে দেখি বিশ্বম্ভর।
মোর চিত্ত হরে শিশু পরম সুন্দর॥
মোর চিত্ত হরিতে কি পারে অন্য জন।
এই বা মোহার প্রভু মোহে মোর মন॥
সর্ব্ব ভূত হৃদয় ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
চিন্তিতে অদ্বৈত শীঘ্র চলি যায় ঘর॥
নিরবধি বিশ্বরূপ অদ্বৈতের সঙ্গে।
ছাড়িয়া সংসার সুখ গোঙায়েন রঙ্গে॥
বিশ্বরূপ কথা আদি খণ্ডেতে বিস্তার।
অনন্ত চরিত্র নিত্যানন্দ কলেবর॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা সব ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল কত দিনে॥
জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য।
চলিলা অনন্ত পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য॥
করি দণ্ড গ্রহণ চলিলা বিশ্বরূপ।
আইর বিদরে নিরবধি শোকে বুক॥
মনে মনে গণে আই হইয়া সুস্থির।
অদ্বৈত সে মোর পুত্র করিল বাহির॥
তথাপিও আই বৈষ্ণবাপরাধ ভয়ে।
কিছু না বলয়ে মনে মহা দুঃখ পায়ে॥
বিশ্বম্ভর দেখি সব পাসরিল দুঃখ।
প্রভুও মায়ের বড় বাড়ায়েন সুখ॥
দৈবে কত দিনে প্রভু করিলা প্রকাশ।
নিরবধি অদ্বৈতের সংহতি বিলাস॥
ছাড়িয়া সংসার সুখ প্রভু বিশ্বম্ভর।
লক্ষ্মী পরিহরি থাকে অদ্বৈতের ঘর॥

না রহে গৃহেতে পুত্র হেন দেখি আই।
এই পুত্র নিল মোর আচার্য্য গোসাই ॥
সেই দুঃখে সবে এই বলিলেন আই।
কে বলে অদ্বৈত, দ্বৈত এ বড় গোসাঞি ॥
চন্দ্র সম এক পুত্র করিয়া বাহির।
এই পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির ॥
অনাথিনী মোরে ত কাহার নাহি দয়া।
জগতে অদ্বৈত, মোহে সে অদ্বৈত মায়া ॥
সবে এই অপরাধ আর কিছু নাই।
ইহার লাগিয়া ভক্তি না দেন গোসাঞি ॥
এ কালে যে বৈষ্ণবেরে বড় ছোট বলে।
নিশ্চিন্তে থাকুক সে জানিবে কত কালে ॥
জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান।
বৈষ্ণবাপরাধে করায়েন সাবধান ॥
চৈতন্য-সিংহের আজ্ঞা করিয়া লংঘন।
না বুঝি বৈষ্ণব নিন্দে পাইবে বন্ধন ॥
এ কথার হেতু কিছু শুন মন দিয়া।
যে নিমিত্ত গৌরচন্দ্র বলিলেন ইহা ॥
ত্রিকাল জানেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
জানেন সেবিবে অদ্বৈতেরে দুষ্টগণ ॥
অদ্বৈতরে গাইবেক শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া।
যত কিছু বৈষ্ণবের বচন নিন্দিয়া ॥
যে বলিবে অদ্বৈতেরে পরম বৈষ্ণব।
তাহারেই বেড়িয়া লংঙ্ঘিবে পাপী সব ॥
সে সব গণের পক্ষ অদ্বৈত ধরিতে।
এত বড় শক্তি নাহি এ দণ্ড দেখিতে ॥
সকল সর্ব্বজ্ঞ চূড়ামণি বিশ্বম্ভর।
জানেন বিলম্বে হইবেক বহুতর ॥
অতএব দণ্ড দেখাইয়া জননীরে।
সাক্ষী করিলেন অদ্বৈতাদি বৈষ্ণবেরে ॥
বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যার গণ।
তার রক্ষা সামর্থ নাহিক কোন জন ॥
বৈষ্ণব নিন্দকগণ যাহার আশ্রয়।
আপনেই এড়াইতে তাহার সংশয় ॥
বড় অধিকারী হয় আপনে এড়ায়।
ক্ষুদ্র হৈলে গণ সহ অধঃপাত যায় ॥
চৈতন্যের দণ্ড বুঝিবার শক্তি কার।
জননীর লক্ষ্যে দণ্ড করিল সবার ॥
যেবা জন অদ্বৈতেরে বৈষ্ণব বলিতে।
নিন্দা করে দ্বন্দ্ব করে মরে ভাল মতে ॥
সর্ব্ব প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর মহেশ্বর।
এই বড় স্তুতি যে তাহার অনুচর ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপেরে নিষ্কপট হঞা।
কহিলেন গৌরচন্দ্র ঈশ্বর করিয়া ॥
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে গৌরচন্দ্র জানি।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে বৈষ্ণবেরে চিনি ॥
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে নিন্দা যায় ক্ষয়।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে বিষ্ণু ভক্তি হয় ॥
নিন্দা নাহি নিত্যানন্দ সেবকের মুখে।
অহর্নিশ নিত্যানন্দ যশ গায় সুখে ॥
নিত্যানন্দ ভক্ত সব দিকে সাবধান
নিত্যানন্দ ভৃত্যের চৈতন্য ধন প্রাণ ॥
অল্প ভাগ্যে নাহি হই নিত্যানন্দ দাস।
যাহার লওয়ায় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥
যে জন শুনয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান।
সে হয় অনন্ত দাস নিত্যানন্দের প্রাণ ॥
নিত্যানন্দ বিশ্বরূপ অভেদ শরীর।
আই ইহা জানে, জানে আর কোন ধীর ॥
জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের শরণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ সহস্র বদন ॥

গৌড়দেশ-ইন্দ্র জয় নিত্যানন্দ রায়।
কে পায় চৈতন্য বিনে তোমার কৃপায়॥
নিত্যানন্দ হেন প্রভু হারায় যাহার।
কোথাও জীবনে সুখ নাহিক তাহার॥
হেন দিন হইবে কি চৈতন্য নিতাই।
দেখিব কি পারিষদ সঙ্গে এক ঠাঁই॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর॥
অদ্বৈত চরণে মোর এই নমস্কার।
তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণ নিধি।
জয় বিশ্বম্ভর জয় ভবাদির বিধি॥
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রিয় দ্বিজরাজ।
জয় জয় চৈতন্যের ভকত সমাজ॥
হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে নহে সর্ব্ব নয়ন গোচর॥
দিনে দিনে মহানন্দ নবদ্বীপ পুরী।
বৈকুণ্ঠনায়ক বিশ্বম্ভর অবতরি॥
প্রিয়তম নিত্যানন্দ সঙ্গে কুতূহলে।
ভকত সমাজে নিজ নাম রসে ভোলে॥
প্রতিদিন নিশাভাগে করয়ে কীর্ত্তন।
ভক্ত বিনু থাকিতে না পায় অন্য জন॥
এত বড় বিশ্বম্ভর শক্তির মহিমা।
ত্রিভুবনে লঙ্ঘিতে না পারে কেহ সীমা॥
অগোচরে দূরে থাকি মিলে দশে পাঁচে।
মন্দ মাত্র বলে যম ঘরে যায় পাছে॥
কেহ বলে কলিকালে কিসের বৈষ্ণব।
যত দেখ হের পেট-পোষা গুলা সব॥
কেহ বলে এ গুলারে বান্ধি হাত পায়।
জলে ফেলি জীয়ে যদি তবে ধন্য গায়॥
কেহ বলে আরে ভাই জানিহ নিশ্চিত।
গ্রাম খান নষ্ট কৈল নিমাই পণ্ডিত॥
ভয় দেখায়েন সবে দেখিবার তরে।
অন্তরে নাহিক ভাগ্য চাতুর্য্যে কি করে॥
সংকীর্ত্তন করে প্রভু শচীর নন্দন।
জগতের চিত্ত বিত্ত করয়ে শোধন॥
দেখিতে না পায় লোক করে অনুতাপ।
সবেই অভাগ্য বলি ছাড়েন নিশ্বাস॥
কেহ বা কাহার ঠাঞি পরিহার করে।
সংগোপে কীর্ত্তন গিয়া দেখিবার তরে॥
প্রভু সে সর্ব্বজ্ঞ ইহা সর্ব্ব দাসে জানে।
এই ভয়ে কেহ কারে না লয় সে স্থানে॥
এক ব্রহ্মচারী সেই নবদ্বীপে বৈসে।
তপস্বী পরম সাধু বসয়ে নির্দ্দোষে॥
সর্ব্বকাল পয়ঃ পান অন্ন নাহি খায়।
শুনিয়ে কীর্ত্তন বিপ্র দেখিবারে চায়॥
প্রভু সে দুয়ার দিয়া করয়ে কীর্ত্তন।
প্রবেশিতে নারে ভক্ত বিনা অন্য জন॥
সেই বিপ্র প্রতি দিন শ্রীবাসের স্থানে।
নৃত্য দেখিবার তরে সাধয়ে আপনে॥

তুমি যদি এক দিন কৃপা কর মোরে।
আপনে লইয়া যাহ বাড়ীর ভিতরে॥
তবে সে দেখিতে পাঙ পণ্ডিতের নৃত্য।
লোচন সফল করো হও কৃতকৃত্য॥
এই মত প্রতি দিন সাধয়ে ব্রাহ্মণ।
আর দিনে শ্রীনিবাস বলেন বচন॥
তোমারে ত জানি সর্ব্ব কাল বড ভাল।
ব্রহ্মচর্য্যে ফলাহারে গোঙাইলে কাল॥
কোন পাপ নাহি জানি তোমার শরীরে।
দেখিবার তোমার ত আছে অধিকারে॥
প্রভুর সে আজ্ঞা নাহি কেহ যাইবারে।
সংগোপে থাকিবা এই বলিল তোমারে॥
এত বলি ব্রাহ্মণেরে লইয়া চলিল।
এক দিকে আড় হই সংগোপে রহিল॥
নৃত্য করে চতুর্দ্দশ ভুবনের নাথ।
চতুর্দ্দিকে মহা ভাগ্যবন্ত বর্গ সাথ॥
কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ মুরারি বনমালী।
সবে মিলি গায় হই মহা কুতূহলী॥
নিত্যানন্দ গদাধর ধরিয়া বেড়ায়।
আনন্দে অদ্বৈত সিংহ চারি দিগে ধায়॥
পরানন্দ সুখে কেহ বাহ্য নাহি জানে।
বৈকুণ্ঠ নায়ক নৃত্য করয়ে আপনে॥
হরি বোল হরি বোল হরি বল ভাই।
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই॥
অশ্রু কম্প লোমহর্ষ সঘন হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে বিশ্বম্ভরের বিকার॥
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি বিশ্বম্ভর রায়।
জানে দ্বিজ লুকাইয়া আছয়ে এথায়॥
রহিয়া রহিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
আজি কেন প্রেম যোগ না পাঙ নির্ভর॥
কেহ জানি আসিয়াছে বাড়ির ভিতরে।
কিছু নাহি বুঝি সত্য কহ দেখি মোরে॥
ভয় পাই শ্রীনিবাস বলয়ে বচন।
পাষণ্ডের ইথে প্রভু নাহি আগমন॥
সবে এক ব্রহ্মচারী বড় সুব্রাহ্মণ।
সর্ব্বকাল পয়ঃ পান নিষ্পাপ জীবন॥
দেখিতে তোমার নৃত্য শ্রদ্ধা তার বড়।
নিভৃতে আছয়ে প্রভু জানিয়াছ দড়॥
শুনি ক্রোধাবেশে তবে বলে বিশ্বম্ভর।
ঝাট ঝাট বাড়ির বাহির লঞা কর॥
মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন শক্তি।
পয়ঃ পান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি॥
দুই ভুজ তুলি প্রভু অঙ্গুলী দেখায়।
পয়ঃ পানে কভু মোরে কেহ নাহি পায়॥
চণ্ডালেও মোহার শরণ যদি লয়।
সেহ মোর মুঞি তার জানিহ নিশ্চয়॥
সন্ন্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ।
সেহ মোর নহে সত্য বলিল বচন॥
গজেন্দ্র বানর গোপে কি তপ করিল।
বল দেখি তারা মোরে কি তপে পাইল॥
অসুরেও তপ করে কি হয় তাহার।
বিনে মোর শরণ নহিলে নাহি পার॥
প্রভু বলে পয়ঃ পানে মোরে নাহি পাই।
সকল করিব চূর্ণ দেখিবে এথাই॥
মহা ভয়ে ব্রহ্মচারী হইলা বাহির।
মনে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ মহা ধীর॥
এই বড় ভাগ্য মুঞি যে কিছু দেখিনু।
অপরাধ অনুরূপ শাস্তিও পাইনু॥
অদ্ভুত দেখিনু নৃত্য অদ্ভুত ক্রন্দন।
অপরাধ অনুরূপ পাইনু তর্জ্জন॥

সেবক হইলে এই মত বুদ্ধি হয়।
সেবক সে প্রভুর সকল দণ্ড সয়॥
এই মত চিন্তিয়া চলিতে দ্বিজবর।
জানিলেন অন্তর্যামী প্রভু বিশ্বম্ভর॥
ডাকিয়া আনিয়া পুনঃ করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক উপর॥
প্রভু বলে তপ করি না করিহ বল।
বিষ্ণু ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল॥
আনন্দে ক্রন্দন করে সেই বিপ্রবর।
প্রভুর করুণা গুণ স্মরে নিরন্তর॥
হরি বলি সন্তোষে সকল ভক্তগণ।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ততক্ষণ॥
শ্রদ্ধা করি শুনয়ে যে জন এ রহস্য।
গৌরচন্দ্র প্রভু তারে মিলিব অবশ্য॥
ব্রহ্মচারী প্রতি কৃপা করিয়া ঠাকুর।
আনন্দ আবেশে নৃত্য করেন প্রচুর॥
সেই দ্বিজ চরণে আমার নমস্কার।
চৈতন্যের দণ্ডে হৈল হেন বুদ্ধি যার॥
এই মত প্রতি নিশা করয়ে কীর্ত্তন।
দেখিবার শক্তি নাহি ধরে অন্য জন॥
অন্তরে দুঃখিত সব লোক নদীয়ার।
সবে পাষণ্ডিতে মন্দ বলয়ে অপার॥
পাপীষ্ঠ নিন্দক বুদ্ধি নাশের লাগিয়া।
হেন মহোৎসব দেখিবারে নারে গিয়া॥
পাপীষ্ঠ পাষণ্ডী সব সবে নিন্দা জানে।
বঞ্চিত হইয়া মরে এ হেন কীর্ত্তনে।
পাপীষ্ঠ পাষণ্ডী লাগি নিমাঞি পণ্ডিত।
ভালরেও দ্বার নাহি দেন কদাচিত॥
তেঁহো সে কৃষ্ণের ভক্ত জানেন সকল।
তাঁহার হৃদয় পুনি পরম নির্ম্মল॥

আমরা সবার যদি তাঁকে ভক্তি থাকে।
তবে নৃত্য অবশ্য দেখিব কোন পাকে॥
কোন নগরিয়া বলে বসি থাক ভাই।
নয়ন ভরিয়া দেখিবাঙ এই ঠাঞি॥
সংসার উদ্ধার লাগি নিমাঞি পণ্ডিত।
নদীয়ার মাঝে আসি হইলা বিদিত॥
ঘরে ঘরে নগরে নগরে প্রতি দ্বারে।
করিবেন সংকীর্ত্তন বলিল তোমারে॥
ভাগ্যবন্ত নগরিয়া সর্ব্ব অবতারে।
পণ্ডিতের গণ সব নিন্দা করি মরে॥
দিবস হইলে সব নগরিয়া-গণ।
প্রভু দেখিবারে তবে করেন গমন॥
কেহ বা নূতন দ্রব্য কার হাতে কলা।
কেহ ঘৃত কেহ দধি কেহ দিব্য মালা॥
লইয়া চলেন সবে প্রভু দেখিবারে।
প্রভু দেখি সর্ব্ব লোক দণ্ডবৎ করে॥
প্রভু বলে কৃষ্ণভক্তি হউক সবার।
কৃষ্ণ-নাম গুণ বহি না বলিহ আর॥
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণ নাম মহা-মন্ত্র শুনহ হরিষে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু বলে কহিলাম এই মহা মন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্ব-সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
দশ পাঁচ মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

সংকীর্ত্তন কহিল এ তোমা সবাকারে।
স্ত্রী পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে॥
প্রভু মুখে মন্ত্র পাই সবার উল্লাস।
দণ্ডবৎ করি সবে চলে নিজ বাস॥
নিরবধি সবেই জপেন কৃষ্ণ নাম।
প্রভুর চরণ কায়-মনে করি ধ্যান॥
সন্ধ্যা হইলে আপনার দ্বারে সবে মেলি।
কীর্ত্তন করেন সবে দিয়া করতালী॥
এই মত নগরে নগরে সংকীর্ত্তন।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন॥
সবারে উঠিয়া প্রভু আলিঙ্গন করে।
আপন গলার মালা দেয় সবকারে॥
দন্তে তৃণ করি প্রভু পরিহার করে।
অহর্নিশ ভাই সব ভজহ কৃষ্ণেরে॥
প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে সর্ব্ব-জন।
কায়-মনো-বাক্যে লইলেন সংকীর্ত্তন॥
পরম আহ্লাদে সব নগরিয়া-গণ।
হাতে তালি দিয়া বলে রাম নারায়ণ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্ব ঘরে।
দুর্গোৎসব কালে বাদ্য বাজাবার তরে॥
সেই সব বাদ্য এবে কীর্ত্তন সময়ে।
গায়েন বায়েন সবে সন্তোষ হৃদয়ে॥
হরি ও রাম রাম হরি ও রাম।
এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্ম নাম॥
খোলা বেচা শ্রীধর যায়েন সেই পথে।
দীর্ঘ করি হরিনাম বলিতে বলিতে॥
শুনিয়া কীর্ত্তন আরম্ভিলা মহা নৃত্য।
আনন্দে বিহ্বল হইলা চৈতন্যের ভৃত্য॥
দেখিয়া তাহার সুখ নগরিয়া-গণ।
বেড়িয়া চৌদিকে সবে করেন কীর্ত্তন॥

গড়াগড়ি যায়েন শ্রীধর প্রেম-রসে।
বহির্ম্মুখ সকল দূরেতে থাকি হাসে॥
কোন পাপী বলে হের দেখ ভাই সব।
খোলা বেচা মিনসাও হইল বৈষ্ণব॥
পরিধান বস্ত্র নাহি পেটে নাহি ভাত।
লোকেরে জানায় ভাব হইল আমাত॥
নগরিয়া গুলা বলে মাগি খাই মরে।
অকালেতে দুর্গোৎসব আনিলেক ঘরে॥
এই মত পাষণ্ডীরা বল্‌গায়ে সদায়।
প্রতি দিন নগরিয়া-গণে কৃষ্ণ গায়॥
এক দিন দৈবে কাজি সেই পথে যায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায়॥
হরি-নাম কোলাহল চতুর্দ্দিকে মাত্র।
শুনিয়া সঙরে কাজি আপনার শাস্ত্র॥
কাজি বলে ধর ধর আজি করোঁ কার্য্য।
আজি বা কি করে তোর নিমাই আচার্য্য॥
আথে ব্যাথে পলাইল নগরিয়া-গণ।
মহা ত্রাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন॥
যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে॥
কাজি বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিব ইহার শাস্তি লাগালি পাইয়া॥
ক্ষমা করি যাঙ আজি দৈবে হৈল রাতি।
আর দিন লাগালি পাইলে লইব জাতি॥
এই মত প্রতি দিন দুষ্টগণ লৈয়া।
নগর ভ্রময়ে কাজি কীর্ত্তন চাহিয়া॥
দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া।
হিন্দুগণে কাজি সব মারে কদর্থিয়া॥
কেহ বলে হরিনাম লৈব মনে মনে।
হুড়াহুড়ি বলিয়াছে কোন বা পুরাণে॥

লঙ্ঘিলে বেদের বাক্য এই শাস্তি হয়।
জাতি করিয়াও এ গুলার নাহি ভয়॥
নিমাঞি পণ্ডিত যে করেন অহঙ্কার।
সবে চূর্ণ হইবেক কাজির দুয়ার॥
নগরে নগরে যে বুলেন নিত্যানন্দ।
দেখ তার কোন দিন বাহিরায় রঙ্গ॥
উচিত বলিতে হই আমরা পাষণ্ড।
ধন্য নদীয়ায় এত উপজিল ভণ্ড॥
ভয়ে কেহ কিছু নাহি করে প্রত্যুত্তর।
প্রভু স্থানে গিয়া সবে করেন গোচর॥
কাজির ভয়েতে আর না করি কীর্ত্তন।
প্রতি দিন বুলে লই সহস্রেক জন॥
নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অন্য স্থানে।
গোচরিল এই দুই তোমার চরণে॥
কীর্ত্তনের বাধ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্র-মূর্ত্তিধর॥
হুঙ্কার করয়ে প্রভু শচীর নন্দন।
কর্ণ ধরি হরি বলে নগরিয়া গণ॥
প্রভু বলে নিত্যানন্দ হও সাবধান।
এই ক্ষণে চল সব বৈষ্ণবের স্থান॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন।
দেখি মোরে কোন কর্ম্ম করে কোন জন॥
দেখ আজি কাজির পোড়াঙ ঘর দ্বার।
কোন কর্ম্ম করে দেখি রাজা বা তাহার॥
প্রেম-ভক্তি বৃষ্টি আজি করিব বিশাল।
পাষণ্ডীগণের সে হইবে আজি কাল॥
চল চল ভাই সব নগরিয়া-গণ।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ কথন॥
কৃষ্ণের রহস্য আজি দেখিবেক যে।
এক মহা দীপ লঞা আসিবেক সে॥

ভাঙ্গিব কাজির ঘর কাজির দুয়ারে।
কীর্ত্তন করিব দেখি কোন কর্ম্ম করে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর সেবকের দাস।
মুঞি বিদ্যমানেও কি ভয়ের প্রকাশ॥
তিলার্দ্ধেক ভয় কেহ না করিহ মনে।
বিকালে আসিবে ঝাট করিয়া ভোজনে॥
ততক্ষণে চলিলেন নগরিয়া-গণ।
পুলকে পূর্ণিত সবে কিসের ভোজন॥
নিমাই পণ্ডিত আজি নগরে নগরে।
নাচিবেন ধ্বনি হৈল প্রতি ঘরে ঘরে॥
বাপে বান্ধিলেও পুত্র বান্ধে আপনার।
কেহ কারে হরিষে না পারে রাখিবার॥
তার বড় তার বড় সবেই বান্ধেন।
বড় বড় ভাণ্ডে তৈল করিয়া লয়েন॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লক্ষ লোক নদীয়ার।
এ দেউটি সংখ্যা করিবার শক্তি কার॥
ইতি মধ্যে যে যে ব্যবহারে বড় হয়।
সহস্রেক সাজাইয়া কোন জনে লয়॥
হইল দেউটি-ময় নবদ্বীপ-পুর।
স্ত্রী বাল বৃদ্ধের রঙ্গ বাড়িল প্রচুর॥
এহ শক্তি অন্যের কি হয় কৃষ্ণ বিনে।
তবু পাপী লোক না জানিল এত দিনে॥
ঈষৎ আজ্ঞায় মাত্র সর্ব্ব নবদ্বীপ।
চলিল দেউটি লই প্রভুর সমীপ॥
শুনি সর্ব্ব বৈষ্ণব আইলা ততক্ষণ।
সবারে করেন আজ্ঞা শচীর নন্দন॥
আগে নৃত্য করিবেন আচার্য্য গোসাঞি।
এক সম্প্রদায় গাইবেন ভার্ন ঠাঞি॥
মধ্যে নৃত্য করি যাইবেন হরিদাস।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান পাশ॥

তবে নৃত্য করিবেন শ্রীবাস পণ্ডিত।
এক সম্প্রদায় গাইবেক তান ভিত॥
নিত্যানন্দ দিকে চাহিলেন মাত্র প্রভু।
নিত্যানন্দ বলে তোমা না ছাড়িব কভু॥
ধরিয়া বুলিব প্রভু এই কার্য্য মোর।
তিলেক হৃদয়ে পদ না ছাড়িব তোর॥
স্বতন্ত্র নাচিতে প্রভু মোর কোন শক্তি।
যথা তুমি তথা আমি এই মোর ভক্তি॥
নিত্যানন্দ ধারা দেখি নিত্যানন্দ অঙ্গে।
আলিঙ্গন করি রাখিলেন নিজে সঙ্গে॥
এই মত যার যেন চিত্তের উল্লাস।
কেহ বা স্বতন্ত্র নাচে কেহ প্রভু পাশ॥
মন দিয়া শুন ভাই নগর কীর্ত্তন।
যে কথা শুনিলে কর্ম্ম বন্ধের মোচন॥
গদাধর বক্রেশ্বর মুরারি শ্রীবাস।
গোপীনাথ জগদীশ বিপ্র গঙ্গাদাস॥
রামাই গোবিন্দানন্দ শ্রীচন্দ্রশেখর।
বাসুদেব শ্রীগর্ভ মুকুন্দ শ্রীধর॥
গোবিন্দ জগদানন্দ নন্দন আচার্য্য।
শুক্লাম্বর আদি যে যে জানে এই কার্য্য॥
অনন্ত চৈতন্য ভৃত্য কেবা জানে নাম।
বেদব্যাস হৈতে ব্যক্ত হইব পুরাণ॥
সঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদে প্রভু নাচে।
ইহা বর্ণিবারে কি নরের শক্তি আছে॥
অবতার এমত কি আছে অদ্ভুত।
যাহা প্রকাশিলেন হইয়া শচীসুত॥
তিলে তিলে বাড়ে বিশ্বম্ভরের উল্লাস।
অপরাহ্ন আসিয়া হইল পরকাশ॥
ভকত-গণের চিত্তে কি হৈল আনন্দ।
সুখ সিন্ধু মাঝে ভাসে সব ভক্ত-বৃন্দ॥
নগরে নাচিবে প্রভু কমলার কান্ত।
দেখিয়া জীবের দুঃখ ঘুচিবে একান্ত॥
স্ত্রী বাল বৃদ্ধ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সে নৃত্য দেখিলে সর্ব্ব বন্ধ বিমোচন॥
কাহার নাহিক বাহ্য আনন্দ আবেশ।
গোধূলী সময় আসি হইল প্রবেশ॥
কোটি কোটি লোক আসি আছয়ে দুয়ারে।
পরশিয়া ব্রহ্মাণ্ড শ্রীহরি-ধ্বনি করে।
হুঙ্কার করেন প্রভু শচীর নন্দন।
শব্দে পরিপূর্ণ হৈল সবার শ্রবণ॥
হুঙ্কারের শব্দে সবে হইলা বিহ্বল।
হরি বলি সবে দীপ জ্বালিল সকল॥
লক্ষ কোটি দীপ সব চতুর্দ্দিকে জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক চারিদিকে হরি বলে॥
কি শোভা হইল সে বলিতে শক্তি কার।
কি সুখের না জানি হইল অবতার॥
কিবা চন্দ্র শোভা করে কিবা দিনমণি।
কিবা তারাগণ জ্বলে কিছুই না জানি॥
সবে জ্যোতির্ম্ময় দেখে সকল আকাশ।
জ্যোতি-রূপ কৃষ্ণ কিবা করিলা প্রকাশ॥
হরি বলি ডাকিলেন গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
সকল বৈষ্ণবগণ হইলা সত্বর॥
করিতে লাগিলা প্রভু বেড়িয়া কীর্ত্তন।
সবার অঙ্গেতে মালা শ্রীফাগু-চন্দন॥
করতাল মন্দিরা সবার শোভে করে।
কোটি সিংহ জিনিয়া সবেই শক্তি ধরে॥
চতুর্দ্দিকে আপন বিগ্রহ ভক্তগণ।
বাহির হইলা প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
প্রভু মাত্র বাহির হইলা নৃত্য রসে।
হরি বলি-সর্ব্ব লোক মহানন্দে ভাসে॥

সংসারের তাপ হরে শ্রীমুখ দেখিয়া।
সর্ব্ব লোক হরি বলে আলগ হইয়া ॥
জিনিয়া কন্দর্প কোটি লাবণ্যের সীমা।
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা ॥
তথাপিহ বলি তান কৃপা অনুসারে।
অন্যথা সে রূপ কহিবারে কেবা পারে ॥
জ্যোতির্ম্ময় কনক বিগ্রহ দেব সার।
চন্দন ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার ॥
চাঁচর চিকুরে শোভে মালতির মালা।
মধুর মধুর হাসে জিনি সর্ব্ব কলা ॥
ললাটে চন্দন শোভে ফাগু বিন্দু সনে।
বাহু তুলি হরি বলে শ্রীচন্দ্র বদনে ॥
আজানু-লম্বিত মালা সর্ব্ব অঙ্গে দোলে।
সর্ব্ব অঙ্গ তিতে পদ্ম নয়নের জলে ॥
দুই মহা-ভুজ যেন কনকের স্তম্ভ।
পুলকে শোভয়ে যেন কনক কদম্ব ॥
সুন্দর অধর অতি সুন্দর দশন।
শ্রুতি মূলে শোভা করে ভ্রূযুগ পত্তন ॥
গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ হৃদয় সুপীন।
তহি শোভে শুক্ল যজ্ঞ-সূত্র অতি ক্ষীণ ॥
চরণারবিন্দে রমা তুলসীর স্থান।
পরম নির্ম্মল সূক্ষ্ম বাস পরিধান ॥
উন্নত নাসিকা সিংহ-গ্রীব মনোহর।
সবা হইতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর ॥
যে যে স্থানে থাকিয়া সকল লোক বলে।
দেখ ঠাকুরের কেশ শোভে নানা ফুলে ॥
এতেকে সে লোকের হইল সমুচ্চয়।
সরিষাও পড়িলে তল নাহি হয় ॥
তথাপিও হেন কৃপা হইল তখন।
সবেই দেখেন সুখে প্রভুর বদন ॥

প্রভুর শ্রীমুখ দেখি সব নারীগণ।
হুলাহুলি দিয়া হরি বলে অনুক্ষণ ॥
কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে।
পূর্ণ ঘট শোভে নারিকেল আম্র সারে ॥
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর।
দধি দুর্ব্বা ধান্য দিব্য বাটার উপর ॥
এই মত নদীয়ার প্রতি দ্বারে দ্বারে।
হেন নাহি জানোঁ ইহা কোন জনে করে ॥
বুলে স্ত্রী পুরুষ সব লোক প্রভু সঙ্গে।
কেহ কেহ না জানে পরমানন্দ রঙ্গে ॥
চোরের আছিল চিত্ত এই অবসরে।
আজি চুরি করিবাঙ প্রতি ঘরে ঘরে ॥
শেষে চোর পাসরিল ভাব আপনার।
হরি বহি মুখে কারো না আইসে আর ॥
হইল সকল পথ খই কড়ি ময়।
কেবা করে কেবা ফেলে হেন রঙ্গ হয় ॥
স্তুতি হেন না মানিহ এ সকল কথা।
এই মত হয় কৃষ্ণ বিহরেন যথা ॥
নব লক্ষ প্রসাদ দ্বারকা রত্নময়।
নিমেষে হইল এই ভাগবতে কয় ॥
যে কালে যাদব সঙ্গে সেই দ্বারকায়।
জল কেলি করিলেন এই দ্বিজরায় ॥
জগতে বিদিত হয় লবণ সাগর।
ইচ্ছা মাত্র হইল অমৃত জলধর ॥
হরি বংশে কহেন সে সব গোপ্য-কথা।
এতেকে সন্দেহ কিছু না করিহ এথা ॥
সেই প্রভু নাচে নিজ কীর্ত্তনে বিহ্বল।
আপনেই উপসন্ন সকল মঙ্গল ॥
ভাগীরথী তীরে প্রভু নৃত্য করি যায়।
আগে পাছে হরি বলি সর্ব্ব লোকে ধায় ॥

আচার্য্য গোসাঞি আগে জন কত লঞা।
নৃত্য করি চলিলেন পরানন্দ হঞা॥
তবে হরিদাস কৃষ্ণ সুখের সাগর।
আজ্ঞায় চলিলা নৃত্য করিয়া সুন্দর॥
তবে নৃত্য করিয়া চলিলা শ্রীনিবাস।
কৃষ্ণ সুখে পরিপূর্ণ যাহার বিলাস॥
এই মত ভক্তগণ আগে নাচি যায়।
সবারে বেড়িয়া গায় এক সম্প্রদায়॥
সকল পশ্চাতে প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
যায়েন করিয়া নৃত্য অতি মনোহর॥
মধু-কণ্ঠ হইলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
কভু নাহি গায় সেহ হইল গায়ন॥
মুরারি মুকুন্দ-দত্ত রামাই গোবিন্দ।
বক্রেশ্বর বাসুদেব আদি ভক্তবৃন্দ॥
সবেই নাচেন প্রভু বেড়িয়া গায়েন।
আনন্দে পূর্ণিত প্রভু সংহতি যায়েন॥
নিত্যানন্দ গদাধর যায় দুই পাশে।
প্রেম-সুধা-সিন্ধু মাঝে দুই জন ভাসে॥
চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
লক্ষ কোটি লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে॥
কোটি কোটি মহা-তাপ জ্বলিতে লাগিল।
চন্দ্রের কিরণ সর্ব্ব শরীরে হইল॥
চতুর্দ্দিকে কোটি কোটি মহা দীপ জ্বলে।
কোটি কোটি লোক চতুর্দ্দিগে হরি বলে॥
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য অপূর্ব্ব বিকার।
আনন্দে বিহ্বল সব লোক নদীয়ার॥
ক্ষণে হয় প্রভু অঙ্গ ধূলা সর্ব্বময়।
নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালয়॥
সে কম্প সে ঘর্ম্ম সে বা পুলক দেখিতে।
পাষণ্ডীর চিত্ত বৃত্ত লাগয়ে নাচিতে॥
নগরে উঠিল মহা কৃষ্ণ-কোলাহল।
হরি বলি ঠাঞি ঠাঞি নাচয়ে সকল॥
হরি ও রাম রাম হরি ও রাম।
হরি বলি নাচয়ে সকল ভাগ্যবান॥
ঠাঞি ঠাঞি এই মতে মেলি দশ পাঁচে।
কেহ গায় কেহ বায় কেহ মাঝে নাচে॥
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হৈল সম্প্রদায়।
আনন্দে নাচিয়া সর্ব্ব নবদ্বীপ যায়॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
কেহ কেহ নাচয়ে হইয়া এক মেলি।
দশে পাঁচে নাচে কাঁহা দিয়া করতালী॥
দুই হাত যোড়া দীপে তৈলের ভাজনে।
এ বড় অদ্ভুত তালী দিলেন কেমনে॥
হেন বুঝি বৈকুণ্ঠ আইলা নবদ্বীপে।
বৈকুণ্ঠ স্বভাব ধর্ম্ম পাইলেক লোকে॥
হস্ত যে হইল চারি কেহ নাহি জানে॥
আপনার স্মৃতি গেল তবে তালি কেনে॥
হেন মতে বৈকুণ্ঠের সুখে নবদ্বীপ।
নাচিয়ে যায়েন সবে গঙ্গার সমীপ॥
বিজয় হইলা হরি নন্দ-ঘোষের বালা।
হাতে মোহন-বাঁশী গলে দোলে বনমালা॥
এই মত কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বলোক।
পাসরিলা দেহ ধর্ম্ম যত দুঃখ শোক॥
গড়াগড়ি যায় কেহ মালসাট মারে।
কাহার জিহ্বায় নানা মত বাক্য-স্ফুরে॥
কেহ বলে এবে কাজি বেটা গেল কোথা।
লাগ পাঙ এখনে ছিণ্ডিয়া ফেলি মাথা॥
নড় দিয়া যায় কেহ পাষণ্ডী ধরিতে।
কেহ পাষণ্ডীর নামে কিলায় মাটিতে॥

না জানি বা কত জনে মৃদঙ্গ বাজায়।
না জানি বা মহানন্দে কত জনে গায়॥
হেন প্রেম-বৃষ্টি হৈল সর্ব্ব নদীয়ায়।
বৈকুণ্ঠ সেবক যাহা চাহে সর্ব্বথায়॥
যে সুখে বিহ্বল অজ অনন্ত শঙ্কর।
হেন রসে ভাসে সর্ব্ব নদীয়া নগর॥
গঙ্গা-তীরে তীরে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়।
সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদে নাচি যায়॥
পৃথিবীর আনন্দের নাহি সমুচ্চয়।
আনন্দে হইলা সর্ব্বদিগ পথ-ময়॥
তিল মাত্র অনাচার হেন ভূমি নাই।
পরম উত্তম হৈল সর্ব্ব ঠাঞি ঠাঞি॥
নাচিয়া যায়েন প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
বেড়িয়া গায়েন চতুর্দ্দিকে অনুচর॥

অথ পদ।

তুয়া চরণে মন লাগুহুঁরে।
সারঙ্গ-ধর তুয়া চরণে মন লাগুহুঁরে॥ ধ্রু॥
চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সংকীর্ত্তন।
ভক্তগণ গায় নাচে শ্রীশচীনন্দন॥
কীর্ত্তন করেন সবে ঠাকুরের সনে।
কোন দিগে যাই ইহা কেহ নাহি জানে॥
লক্ষ কোটি লোকে যে করয়ে হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেন মত শুনি॥
ব্রহ্মলোক শিবলোক বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত।
কৃষ্ণ-সুখে পূর্ণ হৈলা নাহি তার অন্ত॥
সপার্ষদে সর্ব্ব দেব আইল দেখিতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা সবার সহিতে॥
চৈতন্য পাইয়া ক্ষণে সর্ব্ব দেবগণ।
নর-রূপে মিশাইয়া করেন কীর্ত্তন॥

অজ ভব বরুণ কুবের দেবরাজ।
যম সোম আদি যত দেবের সমাজ॥
ব্রহ্মের স্বরূপ অর্ব্বুদ দেখি রঙ্গ।
সবে হৈলা নর-রূপ চৈতন্যের সঙ্গ॥
দেবে নরে একত্র হইয়া হরি বলে।
আকাশ পূরিয়া সব মহা-দীপ জ্বলে॥
কদলির বৃক্ষ প্রতি দুয়ারে দুয়ারে।
পূর্ণ ঘট ধান্য দুর্ব্বা দীপ আম্রসারে॥
নদীয়ার সম্পত্তি বর্ণিতে শক্তি কার।
অসংখ্য নগর ঘর চত্বর যাহার॥
এক জাতি লোক যাতে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ।
ইহা সংখ্যা করিবেক কোন বা অবুধ॥
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল একত্র করি থুইলেন তথা॥
স্ত্রীয়ে যত জয়কার দিয়া বলে হরি।
তাহা লক্ষ বৎসরেও বর্ণিতে না পারি॥
যে সব খেলয়ে প্রভু নাচিয়া যাইতে।
তারা আর চিত্ত বিত্ত না পারে ধরিতে॥
সে কারুণ্য দেখিতে সে ক্রন্দন শুনিতে।
পরম লম্পট পড়ে কান্দিয়া ভূমিতে॥
বোল বোল বলি নাচে গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভা করে মালা মনোহর॥
যজ্ঞ-সূত্র ত্রিকচ্ছ বসন পরিধান।
ধূলায় ধূসর প্রভু কমল নয়ন॥
মন্দাকিনী হেন প্রেম ধারার গমন।
চাঁদেরে না লয় মন দেখি সে বদন॥
সুন্দর নাসাতে বহে অবিরত ধার।
অতি ক্ষীণ দেখি যেন মুকুতার হার॥
সুন্দর চাঁচর কেশ বিচিত্র বন্ধন।
তহি মালতীর মালা অতি সুশোভন॥

জনমে জনমে প্রভু দেহ এই দান।
হৃদয়ে রহুক এই কেলি অবিরাম॥
এই মত বর মাগে সকল ভুবন।
নাচিয়া যায়েন প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
প্রিয়তম সব আগে নাচি নাচি যায়।
আপনে নাচয়ে পিছে বৈকুণ্ঠের রায়॥
চৈতন্য প্রভু সে ভক্ত বাড়াইতে জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করয়ে আপনে॥
এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
সবার সহিতে আইসেন গঙ্গা পথে॥
বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর নাচে সর্ব্ব নদীয়ায়।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ পুণ্য-কীর্ত্তি গায়॥
হরি বল মুগ্ধ লোক হরি হরি বল রে।
যাহা হৈতে নাহি হয় শমন ভয় রে॥ ধ্রু॥
এই সব কীর্ত্তনে নাচয়ে গৌরচন্দ্র।
ব্রহ্মাদি সেবয়ে যার পাদপদ্ম দ্বন্দ্ব॥

পাহিড়া রাগঃ।

নাচে বিশ্বম্ভর, সবার ঈশ্বর,
ভাগীরথী তীরে তীরে।
যার পদধূলী, হই কুতূহলী,
সবেই ধরিল শিরে॥
অপূর্ব্ব বিকার, নয়নে সুধার,
হুঙ্কার গর্জ্জন শুনি॥
হাসিয়া হাসিয়া, শ্রীভুজ তুলিয়া,
বলে হরি হরি বাণী॥
মদন সুন্দর, গৌর কলেবর,
দিব্য বাস পরিধান।
চাঁচর চিকুরে, মালা মনোহরে,
যেন দেখি পাঁচ বাণ॥
চন্দন চর্চ্চিত, শ্রীঅঙ্গ শোভিত,
গলে দোলে বনমালা।
ঢুলিয়া পড়য়ে, প্রেমে স্থির নহে,
আনন্দে শচীর বালা॥
কাম শরাসন, ভ্রুযুগ পত্তন,
ভালে মলয়জ বিন্দু।
মুকুতা দশন, শ্রীযুত বদন,
প্রকৃতি করুণা সিন্ধু॥
ক্ষণে শত শত, বিকার অদ্ভুত,
কত করিব নিশ্চয়।
অশ্রু কম্প ঘর্ম্ম, পুলক বৈবর্ণ,
না জানি কতেক হয়॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া, কভু দাঁড়াইয়া,
অঙ্গুলী মুরলী বায়।
জিনি মত্ত গজ, চলই সহজ,
দেখিয়া নয়ন জুড়ায়॥
অতি মনোহর, যজ্ঞ-সূত্র-ধর,
সদয় হৃদয় শোভে।
যে বুঝি অনন্ত, হই গুণ-বন্ত,
বহিলা পরশ লোভে॥
নিত্যানন্দ চাঁদ, মাধব নন্দন,
শোভা করে দুই পাশে।
যত প্রিয়-গণ, করয়ে কীর্ত্তন,
সবা চাহি চাহি হাসে॥
যাহার কীর্ত্তন, করি অনুক্ষণ,
শিব দিগম্বর ভোলা।
সে প্রভু বিহরে, নগরে নগরে,
করিয়া কীর্ত্তন খেলা॥
যে করয়ে বেশ, যে অঙ্গ যে কেশ,
কমলা লালসা করে।

সে প্রভু ধূলায়, গড়া গড়ি যায়,
প্রতি নগরে নগরে ॥
লক্ষ কোটি দীপে, চাঁদের আলোকে,
না জানি কি ভেল সুখে।
সকল সংসার, হরি বহি আর,
না বোলাই কারো মুখে ॥
অপূর্ব্ব কৌতুক, দেখি সর্ব্ব লোক,
আনন্দে হইল ভোর।
সবেই সবার, চাহিয়া বদন,
বলে ভাই হরি বোল ॥
প্রভুর আনন্দ, জানে নিত্যানন্দ,
যখন যেরূপ হয়।
পড়িবার বেলে, দুই বাহু মেলে,
যেন অঙ্গে প্রভু রয় ॥
নিত্যানন্দ ধরি, বীরাসন করি,
ক্ষণে মহাপ্রভু বৈসে।
বাম কক্ষে তালী, দিয়া কুতূহলী,
হরি হরি বলি হাসে ॥
অকপটে ক্ষণে, কহয়ে আপনে,
মুঞি দেব নারায়ণ।
কংসাসুর মারি, মুঞি সে কংসারি,
বলি ছলিয়া বামন ॥
সেতু বন্ধ করি, রাবণ সংহারি,
মুঞি সে রাঘব রায়।
করিয়া হুঙ্কার, তত্ত্ব আপনার,
কহে চারি দিগে চায় ॥
কে বুঝে সে তত্ত্ব, অচিন্ত্য মহত্ত্ব,
সেই ক্ষণে কহে আন।
দন্তে তৃণ ধরি, প্রভু প্রভু বলি,
মাগয়ে ভকতি দান ॥

যখন যে করে, গৌরাঙ্গসুন্দরে,
সব মনোহর লীলা।
আপন বদনে, আপন চরণে,
অঙ্গুলি ধরিয়া খেলা ॥
বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর, প্রভু বিশ্বম্ভর,
সব নবদ্বীপে নাচে।
শ্বেতদ্বীপ নাম, নবদ্বীপ গ্রাম,
বেদে প্রকাশিব পাছে ॥
মন্দিরা মৃদঙ্গ, শঙ্খ করতাল,
না জানি কতেক বাজে।
মহা হরিধ্বনি, চতুর্দ্দিকে শুনি,
মাঝে শোভে দ্বিজরাজে ॥
জয় জয় জয়, নগর কীর্ত্তন,
জয় বিশ্বম্ভর নৃত্য।
বিংশতি পদ গীত, চৈতন্য-চরিত,
জয় চৈতন্যের ভৃত্য ॥
যেই দিকে চায়, বিশ্বম্ভর রায়,
সেই দিক প্রেমে ভাসে।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ,
গায় বৃন্দাবন দাসে ॥

হেন মহা রঙ্গে প্রতি নগরে নগর।
কীর্ত্তন করেন সর্ব্ব লোকের ঈশ্বর ॥
অবিচ্ছিন্ন হরিধ্বনি সর্ব্বলোকে করে।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া ধ্বনি যায় বৈকুণ্ঠেরে ॥
শুনিয়া বৈকুণ্ঠ-নাথ শ্রীগৌর-সুন্দর।
উল্লাসে উঠয়ে প্রভু আকাশ উপর ॥
মত্ত সিংহ জিনি এক তরঙ্গ প্রভুর।
দেখিতে সবার হর্ষ বাড়য়ে প্রচুর ॥
গঙ্গা-তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌর-রায় ॥

আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধায়ের ঘাটে গেলা গৌরহরি॥
বারকোনা ঘাটে নগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমলিয়া॥
লক্ষ কোটি মহা দীপ চতুর্দ্দিকে জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক চতুর্দ্দিকে হরি বলে॥
চন্দ্রের আলোকে অতি অপূর্ব্ব দেখিতে।
দিবা নিশি এক কেহ নারে নিশ্চয়িতে॥
সকল তুয়ার শোভা করে সুমঙ্গলে।
রম্ভা পূর্ণ ঘট আম্রসার দীপ জ্বলে॥
অন্তরীক্ষে থাকি যত স্বর্গ দেব-গণ।
চম্পক মল্লিকা পুষ্প করে বরিষণ॥
পুষ্প বৃষ্টি হৈল নবদ্বীপ বসুমতি।
পুষ্প-রূপে জিহ্বার সে করিল উন্নতি॥
সুকুমার পদাম্বুজ প্রভুর জানিয়া।
জিহ্বা প্রকাশিল দেবী পুষ্পরূপ হঞা॥
আগে নাচে শ্রীবাস অদ্বৈত হরিদাস।
পাছে নাচে গৌরচন্দ্র সকল প্রকাশ॥
যে নগরে প্রকাশ করয়ে গৌর-রায়।
গৃহ-বৃত্তি পরিহরি সর্ব্ব লোক ধায়॥
দেখিয়া সে চাঁদমুখ জগত জীবন।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়য়ে সর্ব্ব জন॥
নারীগণ হুলাহুলী দিয়া বলে হরি।
স্বামী পুত্র গৃহ-বৃত্তি সকল পাসরি॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বলে হরি।
কেহ গড়াগড়ি যায় আপনা পাসরি॥
কেহ কেহ নানা মত বাদ্য বায় মুখে।
কেহ কার কান্ধে উঠে পরানন্দ সুখে॥
কেহ কার চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে।
কেহ কার চরণ আপন কেশে বান্ধে॥
কেহ দণ্ডবৎ হয় কাহার চরণে।
কেহ কোলাকোলি বা করয়ে কার সনে॥
কেহ বলে মুঞি এই নিমাই পণ্ডিত।
জগত উদ্ধার লাগি হইনু বিদিত॥
কেহ বলে আমি শ্বেতদ্বীপের বৈষ্ণব।
কেহ বলে আমি বৈকুণ্ঠের পারিষদ॥
কেহ বলে এবে কাজি বেটা গেল কোথা।
লাগালি পাইলে আজি চূর্ণ করো মাথা॥
পাষণ্ডী ধরিতে কেহ নড় দিয়া যায়।
ধর ধর এই পাপ পাষণ্ডী পলায়॥
বৃক্ষের উপরে গিয়া কেহ কেহ চড়ে।
সুখে পুনঃ পুনঃ গিয়া লাফ দিয়া পড়ে॥
পাষণ্ডীরে ক্রোধ করি কেহ ভাঙ্গে ডাল।
কেহ বলে এই মুঞি পাষণ্ডীর কাল॥
অলৌকিক শব্দ কেহ উচ্চ করি বলে।
যম রাজা বান্ধিয়া আনিতে কেহ চলে॥
সেই খানে থাকি বলে আরে যমদূত।
বল গিয়া যথা আছে তোর সূর্য্য-সুত॥
বৈকুণ্ঠ-নায়ক অবতরি শচী ঘরে।
আপনি কীর্ত্তন করে নগরে নগরে॥
যে নাম প্রভাবে তোর ধর্ম্মরাজ যম।
যে নামে তরিল অজামিল বিপ্রাধম॥
হেন নাম সর্ব্ব মুখে প্রভু বলাইলা।
উচ্চারিতে শক্তি নাহি সে তাহা শুনিলা॥
প্রাণী মাত্র কেহ যদি কর অধিকার।
মোর দোষ নাহি তবে করিব সংহার॥
ঝাট কহ গিয়া যথা আছে চিত্রগুপ্ত।
পাপীর লিখন সব ঝাট কর লুপ্ত॥
যে নাম প্রভাবে তীর্থ-রাজ বারাণসী।
যাহা গায় শুদ্ধ সত্ব শ্বেতদ্বীপ বাসী॥

সর্ব্ব-বন্দ্য মহেশ্বর যে নাম প্রভাবে।
হেন নাম সর্ব্ব লোকে শুনে বলে এবে ॥
হেন নাম লও ছাড় সর্ব্ব অপকার।
ভজ বিশ্বম্ভর নহে করিব সংহার ॥
আর জন দশ বিশে নড় দিয়া যায়।
ধর ধর কোথা কাজি ভাগিয়া পলায় ॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন যে যে পাপী নাহি মানে।
কোথা গেল সে সকল পাষণ্ডী এখনে ॥
মাটিতে কিলায় কেহ পাষণ্ডী বলিয়া।
হরি বলি বুলে পুনঃ হুঙ্কার করিয়া ॥
এই মত কৃষ্ণের উন্মাদে সর্ব্বক্ষণ।
কিবা বলে কিবা করে নাহিক স্মরণ ॥
নগরিয়া সকলের উন্মাদ দেখিয়া।
মরয়ে পাষণ্ডী সব জ্বলিয়া পুড়িয়া ॥
সকল পাষণ্ডী মেলি গণে মনে মনে।
গোসাঞি করেন কাজি আইসে এখনে ॥
কোথা যায় রঙ্গ ঢঙ্গ কোথা যায় ডাক।
কোথা যায় নাট গীত কোথা যায় জাঁক ॥
কোথা যায় কলা পোতা ঘট আম্রসার।
এ সকল বচনের শোধি তবে ধার ॥
যত দেখ মহা তাপ দেউটি সকল।
যত দেখ হের সব ভাবক মণ্ডল ॥
গণ্ডগোল শুনিয়া আইসে কাজি যবে।
সবার গঙ্গায় ঝাঁপ দেখি বল তবে ॥
কেহ বলে মুঞি তবে খুঁজিতে থাকিয়া।
নগরিয়া সব দেও গলায় বান্ধিয়া ॥
কেহ বলে চল যাই কাজিরে কহিতে।
কেহ বলে যুক্তি নহে এমন করিতে ॥
কেহ বলে ভাই সব এক যুক্তি আছে।
সবে নড় দিয়া যাই ভাবকের কাছে ॥
আইসে কাজি করিয়া এ বচন তোলাই।
তবে এক জন না রহিবে এই ঠাঞি ॥
এই মত পাষণ্ডী আপনা খাই মনে।
চৈতন্যের গণ মত্ত শ্রীহরি কীর্ত্তনে ॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা।
আনন্দে গায়েন কৃষ্ণ সবে হই ভোলা ॥
নদীয়ার একান্তে নগর সিমলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া ॥
অনন্ত অর্ব্বুদ মুখে হরি-ধ্বনি শুনি।
হুঙ্কার করিয়া নাচে দ্বিজ-কুল-মণি ॥
সে কমল নয়নে বা কত আছে জল।
কতেক বা ধারা বহে পরম নির্ম্মল ॥
কম্প ভাবে উঠে পড়ে অন্তরীক্ষ হৈতে।
কান্দে নিত্যানন্দ প্রভু না পারে ধরিতে ॥
শেষে বা যে হয় মূর্চ্ছা আনন্দ সহিত।
প্রহরেকো ধাতু নাহি সবে চমকিত ॥
এই মত অপূর্ব্ব দেখিয়া সর্ব্ব জন।
সবেই বলেন এ পুরুষ নারায়ণ ॥
কেহ বলে নারদ প্রহ্লাদ শুক যেন।
কেহ বলে যে সে হউ মনুষ্য নহেন ॥
এই মত বলে যেন যার অনুভব।
অত্যন্ত তার্কিক বলে পরম বৈষ্ণব ॥
বাহ্য নাহি প্রভুর পরম ভক্তি-রসে।
বাহু তুলি হরি-বোল হরি-বোল ঘোষে ॥
শ্রীমুখের বচন শুনিয়া একেবারে।
সর্ব্ব লোকে হরি হরি বলে উচ্চ স্বরে ॥
গৌরাঙ্গ-সুন্দর যায় যে দিগে নাচিয়া।
সেই দিগে সর্ব্ব লোক চলয়ে ধাইয়া ॥
কাজির বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।
বাদ্য কোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর ॥

কাজি বলে শুনি ভাই কি গীত বাদন।
কিবা কার বিভা কিবা ভূতের কীর্ত্তন॥
মোর বোল লঙ্ঘিয়া কে করে হিন্দুয়ানি।
ঝাট আন তত্ত্ব তবে চলিব আপনি॥
কাজির আদেশে সবে অনুচর ধায়।
সংঘট দেখিয়া আপনার শাস্ত্র গায়॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোকে বলে কাজি মার।
ডরে পলাইল তবে কাজির কিঙ্কর॥
নড় দিয়া কাজিরে কহিল ঝাট গিয়া।
কি কর চলহ ঝাট যাই পলাইয়া॥
কোটি কোটি লোক সঙ্গে নিমাই আচার্য্য।
সাজিয়া আইসে আজি কিবা করে কার্য্য॥
লাখে লাখে মহাতাপ দেউটি সব জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক মেলি হিন্দুয়ানি বলে॥
দুয়ারে দুয়ারে কলা ঘট আম্রসার।
পুষ্পময় পথ সব দেখি নদীয়ার॥
না জানি কতেক খই কড়ি ফুল পড়ে।
বাজন শুনিতে দুই শ্রবণ উপাড়ে॥
এই মত নদীয়ার নগরে নগরে।
রাজা আসিতেও কেহ এমন না করে॥
সব ভাবকের বড় নিমাই পণ্ডিত।
সবে চলে সে নাচিয়া যায় যেই ভীত॥
যে সকল নগরিয়া মারিল আমরা।
আজি কাজি মার বলি আইসে তাহারা॥
এক যে হুঙ্কার করে নিমাই আচার্য্য।
সেই সে হিন্দুর ভূত যে তাহার কার্য্য॥
কেহ বলে এ বামনা এত কান্দে কেন।
বামনের দুই চক্ষে নদী বহে যেন॥
কেহ বলে বামনের কে আছে কোথায়।
সেই দুঃখে কাঁদে হেন বুঝি যে সদায়॥
কেহ বলে বামন দেখিতে লাগে ভয়।
গিলিতে আইসে যেন দেখি কম্প হয়॥
কাজি বলে হেন বুঝি নিমাই পণ্ডিত।
বিবাহ করিতে বা চলিলা কোন ভিত॥
এবা নহে মোরে লঙ্ঘি হিন্দুয়ানি করে।
তবে জাতি নিমু আজি সবার নগরে॥
সর্ব্ব লোক চূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আইলা নাচিয়া যথা কাজির নগর॥
কোটি কোটি হরি-ধ্বনি মহা কোলাহল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি পূরিল সকল॥
শুনিয়া কম্পিত কাজি-গণ সবে ধায়।
সর্প ভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায়॥
পূরিল সকল স্থান বিশ্বম্ভর-গণে।
ভয়ে পলাইতে কেহ দিগ নাহি জানে॥
মাথায় বান্ধিয়া পাগ কেহ সেই মেলে।
অলক্ষিতে নাচয়ে অন্তরে প্রাণ হালে॥
যার দাড়ি আছে সেই হঞা অধোমুখ।
লাজে মাথা নাহি তোলে ডরে হালে বুক॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক কেবা কারে চিনে।
আপনার দেহ মাত্র কেহ নাহি জানে॥
সবেই নাচেন সবে গায়েন কৌতুকে।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া হরি বলে সর্ব্ব লোকে॥
আসিয়া কাজির দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর॥
ক্রোধে বলে প্রভু আরে কাজি বেটা কোথা
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেল মাথা॥
প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।
ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ প্রভু বলে বার বার॥
সর্ব্ব-ভূত অন্তর্যামী শ্রীশচী-নন্দন।
আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক হেন আছে কোন জন॥

মহা-মত্ত সর্ব্ব লোক চৈতন্যের রসে।
ঘরে উঠিলেন সবে প্রভুর আদেশে॥
কেহ ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গেন দুয়ার।
কেহ লাথি মারে কেহ করয়ে হুঙ্কার॥
আম্র পনসের ডাল ভাঙ্গি কেহ ফেলে।
কেহ কদলির বন ভাঙ্গি হরি বলে॥
পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া।
উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া॥
পুষ্পের সহিত ডাল ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া।
হরি বলি নাচে সব শ্রুতি-মূলে দিয়া॥
একটি করিয়া পত্র সর্ব্ব লোকে নিতে।
কিছু না রহিল আর কাজির বাড়ীতে॥
ভাঙ্গিলেন যত সব বাহিরের ঘর।
প্রভু বলে অগ্নি দেহ বাড়ির ভিতর॥
পুড়িয়া মরুক সব গণের সহিতে।
সর্ব্ব বাড়ি বেড়ি অগ্নি দেহ চারি ভিতে॥
দেখি মোরে কি করে উহার নর-পতি।
দেখি আজি কোন জনে করে অব্যাহতি॥
যম কাল মৃত্যু মোর সেবকের দাস।
মোর দৃষ্টি-পাতে হয় সবার প্রকাশ॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার।
কীর্ত্তন বিরোধী পাপী করিমু সংহার॥
সর্ব্ব পাতকীও যদি করয়ে কীর্ত্তন।
অবশ্য তাহারে আমি করিমু স্মরণ॥ *
তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী যে যে জন।
সংহারিব যদি সব না করে কীর্ত্তন॥
অগ্নি দেহ ঘরে সব না করিহ ভয়।
আজি সব যবনের করিব প্রলয়॥
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ সর্ব্ব ভক্ত-গণ।
প্রভুর চরণ ধরি করে নিবেদন॥
তোমার প্রধান অংশ প্রভু সঙ্কর্ষণ।
তাহার অকালে ক্রোধ না হয় কখন॥
যে কালে হইবে সর্ব্ব সৃষ্টির সংহার।
সঙ্কর্ষণ ক্রোধে হন রুদ্র অবতার॥
যে রুদ্র সকল সৃষ্টি ক্ষণেকে সংহারে।
শেষে তিহোঁ আসি মিলে তোমার শরীরে॥
অংশাংশের ক্রোধে যার সকল সংহারে।
সে তুমি করিলে ক্রোধ কোন জনে তরে॥
অক্রোধ পরমানন্দ তুমি বেদে গায়।
বেদ-বাক্য প্রভু ঘুচাইতে না জুয়ায়॥
ব্রহ্মাদিও তোমার ক্রোধের নহে পাত্র।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার লীলা মাত্র॥
করিলাও কাজির অনেক অপমান।
আর যদি ঘটে তবে সংহারিব প্রাণ॥
জয় বিশ্বম্ভর মহা-রাজ রাজেশ্বর।
জয় সর্ব্ব লোক-নাথ শ্রীগৌর-সুন্দর॥
জয় জয় অনন্ত-শয়ন রমা-কান্ত।
বাহু তুলি স্তুতি করে সকল মহান্ত॥
হাসে মহা-প্রভু সর্ব্ব দাসের বচনে।
হরি বলি নৃত্য রসে চলিলা তখনে॥
কাজিরে করিয়া দণ্ড সর্ব্ব লোক-রায়।
সংকীর্ত্তন রসে সর্ব্ব-গণ নাচি যায়॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
রাম কৃষ্ণ জয়-ধ্বনি গোবিন্দ গোপাল॥
কাজির ভাঙ্গিয়া ঘর সর্ব্ব নগরিয়া।
মহানন্দ হরি বোলে যায়েন নাচিয়া॥
জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।
গায় সব নগরিয়া দিয়া হাত-তালি॥
জয় কোলাহল প্রতি নগরে নগরে।
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ সাগরে॥

কেবা কোন দিগে নাচে কেবা গায় বায়।
হেন নাহি জানি কেবা কোন দিগে ধায়॥
আগে নৃত্য করিয়া চলয়ে ভক্ত গণ।
শেষে চলে মহা-প্রভু শ্রীশচী-নন্দন॥
কীর্ত্তনীয়া ব্রহ্মা শিব অনন্ত আপনি।
নৃত্য করে সর্ব্ব বৈষ্ণবের চূড়ামণি॥
ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে।
সেই প্রভু কহিয়াছে কৃপায় আপনে॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা শঙ্খ-বণিক নগর॥
শঙ্খ-বণিকের ঘরে উঠিল আনন্দ।
হরি বলি বাজায় মৃদঙ্গ ঘণ্টা শঙ্খ॥
পুষ্প-ময় পথে নাচি চলে বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে জ্বলে দীপ পরম সুন্দর॥
সে চন্দ্রের শোভা কিবা কহিবারে পারি।
যাহাতে কীর্ত্তন করে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
প্রতি দ্বারে পূর্ণকুম্ভ রম্ভা আম্রসার।
নারী-গণে হরি বলি দেয় জয়কার॥
এই মত সকল নগরে শোভা করে।
আইলা ঠাকুর তন্তুবায়ের নগরে॥
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি জয় কোলাহল।
তন্তুবায় সব হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥
নাচে সব নগরিয়া দিয়া কর-তালি।
হরি বল মুকুন্দ গোপাল বনমালী॥
সর্ব্ব মুখে হরি-নাম শুনি প্রভু হাসে।
নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে॥
ভাঙ্গা এক ঘর মাত্র শ্রীধরের বাস।
উত্তরিলা গিয়া প্রভু তাহার আবাস॥
সবে এক লৌহ-পাত্র আছয়ে দুয়ারে।
কত ঠাঁই তালি তাহা চোরেও না হরে॥

নৃত্য করে মহা-প্রভু শ্রীধর অঙ্গনে।
জল পূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিলা আপনে॥
ভক্ত প্রেম বুঝাইতে শ্রীশচী-নন্দন।
লৌহ-পাত্র তুলি লইলেন তত-ক্ষণ॥
জল পিয়ে মহা-প্রভু সুখে আপনার।
কার শক্তি আছে তাহা নয় করিবার॥
মরিনু মরিনু বলি ডাকয়ে শ্রীধর।
মোরে সংহারিতে সে আইলা মোর ঘর॥
বলিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা সুকৃতি শ্রীধর।
প্রভু বলে শুদ্ধ মোর আজি কলেবর॥
আজি মোর ভক্তি হৈল কৃষ্ণের চরণে।
শ্রীধরের জল পান করিল যখনে॥
এখনে সে বিষ্ণু-ভক্তি হইল আমার।
কহিতে কহিতে পড়ে নয়নের ধার॥
বৈষ্ণবের জল পানে বিষ্ণু-ভক্তি হয়।
সবারে বুঝায় প্রভু হইয়া সদয়॥
ভক্ত বাৎসল্য দেখি সর্ব্ব ভক্ত-গণ।
সবার উঠিল মহা আনন্দ ক্রন্দন॥
নিত্যানন্দ গদাধর পড়িলা কান্দিয়া।
অদ্বৈত শ্রীবাস কান্দে ভূমিতে পড়িয়া॥
কান্দে হরিদাস গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর।
মুরারি মুকুন্দ কান্দে শ্রীচন্দ্র-শেখর॥
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ শ্রীগর্ভ শ্রীমান।
কান্দে কাশীশ্বর শ্রীজগদানন্দ রাম॥
জগদীশ গোপীনাথ কান্দেন নন্দন।
শুক্লাম্বর গরুড় কান্দয়ে সর্ব্ব জন॥
লক্ষ কোটি লোক কান্দে শিরে দিয়া হাত।
কৃষ্ণ হে ঠাকুর মোর অনাথের নাথ॥
কি হৈল বলিতে নারি শ্রীধরের বাস।
সর্ব্ব ভাবে প্রেম ভক্তি হইল প্রকাশ॥

কৃষ্ণ বলি কান্দে সর্ব্ব জগত হরিষে।
সংকল্প হইল সিদ্ধি গৌর-চন্দ্র হাসে॥
দেখ ভাই এই সব ভক্তের মহিমা।
ভক্ত বাৎসল্যের প্রভু করিলেন সীমা॥
লৌহ জল পাত্র তাতে বাহিরের জল।
পরম আদরে পান করিল সকল॥
পরমার্থে পান ইচ্ছা হইল যখনে।
সুধামৃত ভক্ত জন্ম হইল তখনে॥
ভক্তি বুঝাইতে সে এমত পাত্রে জল।
পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল নির্ম্মল॥
দাম্ভিকের রত্ন-পাত্র দিব্য জলাসনে।
আছুক পিবার কার্য্য না দেখে নয়নে॥
যে সে দ্রব্য সেবকের সর্ব্ব ভাবে খায়।
নৈবেদ্যাদি বিধির অপেক্ষা নাহি চায়॥
অল্প দ্রব্য দাসেও না দিলে বলে খায়।
তার সাক্ষী ব্রাহ্মণের খুদ দ্বারকায়॥
অবশেষে সেবকেরে করে আত্মসাৎ।
তার সাক্ষী বনবাসে যুধিষ্ঠির শাক॥
সেবক কৃষ্ণের পিতা মাতা পত্নী ভাই।
দাস বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই॥
যেরূপ চিন্তয়ে দাসে সেই রূপ হয়।
দাসে কৃষ্ণ করিবারে পারয়ে বিক্রয়॥
সেবক বৎসল প্রভু চারি বেদে গায়।
সেবকের স্থানে কৃষ্ণ প্রকাশে সদায়॥
নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব।
হেন দাস্য-ভাবে কৃষ্ণে কর অনুরাগ॥
অল্প হেন না মানিহ কৃষ্ণ-দাস নাম।
অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান॥
বহু কোটি জন্মে যে করিল নিজ ধর্ম্ম।
অহিংসায় আমায়ায় করে সর্ব্ব কর্ম্ম॥
অহর্নিশ দাস্য ভাবে যে করে প্রার্থন।
গঙ্গা লভ্য হয় কালে বলি নারায়ণ॥
তবে হয় মুক্ত সর্ব্ব বন্ধের বিনাশ।
মুক্ত হইলে হয় সেই গোবিন্দের দাস॥
এই ব্যাখা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত সব লীলা তত্ত্ব করি কৃষ্ণ ভজে॥

তথাহি।

সর্ব্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিমুক্তাপিলীলয়া বিগ্রহং
কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।—শ্রীধর স্বামী।

অতএব ভক্ত হয় ঈশ্বর সমান।
ভক্ত স্থানে পরাভব মানে ভগবান॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে স্তুতিমালা।
ভক্ত হেন স্তুতির না ধরে কেহ কলা॥
দাস নামে ব্রহ্মা শিব হরিষ সবার।
ধরণী-ধরেন্দ্র চাহে দাস অধিকার॥
এ সব ঈশ্বর তুল্য স্বভাবেই ভক্ত।
তথাপিহ ভক্ত হইবারে অনুরক্ত॥
হেন ভক্ত অদ্বৈতেরে বলিতে হরিষে।
পাপী সব দুঃখ পায় নিজ কর্ম্ম দোষে॥
কৃষ্ণের সন্তোষ বড় ভক্ত হেন নামে।
কৃষ্ণচন্দ্র বিনে ভক্ত আর কেবা জানে॥
উদর ভরণ লাগি এবে পাপী সব।
লওয়ায় ঈশ্বর আমি মূল জরদ্গব॥
গর্দ্দভ শৃগাল তুল্য শিষ্য-গণ লইয়া।
কেহ বলে আমি রঘুনাথ ভাব গিয়া॥
কুকুরের ভক্ষ-দেহ ইহারে লইয়া।
বলয়ে ঈশ্বর বিষ্ণু-মায়া-মুগ্ধ হইয়া॥
সর্ব্ব প্রভু গৌর-চন্দ্র শ্রীশচী-নন্দন।
দেখ তান শক্তি এই ভরিয়া নয়ন॥

ইচ্ছা মাত্র কোটি কোটি সমৃদ্ধ হইল।
কত কোটি মহা-দ্বীপ জ্বলিতে লাগিল॥
কেবা রোপিলেক কলা প্রতি ঘরে ঘরে।
কেবা গায় বায় কেবা পুষ্প বৃষ্টি করে॥
করিলেন মাত্র শ্রীধরের জল পান।
কি হইল না জানি প্রেমের অধিষ্ঠান॥
ভকত বাৎসল্য দেখি ত্রিভুবন কান্দে।
ভূমিতে লোটায় কেহ কেশ নাহি বান্ধে॥
শ্রীধর কান্দয়ে তৃণ ধরিয়া দশনে।
উচ্চ করি হরি বলে সজল নয়নে॥
কি জল করিল পান ত্রিদশের রায়।
নাচয়ে শ্রীধর কান্দে করে হায় হায়॥
ভক্ত-জল পান করি প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর-অঙ্গনে নাচে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর॥
প্রিয়-গণে চতুর্দ্দিগে গায় মহা-রসে।
নিত্যানন্দ গদাধর শোভে দুই পাশে॥
খোলা-বেচা সেবকের দেখ ভাগ্য সীমা।
ব্রহ্মা শিব কান্দে যার দেখিয়া মহিমা॥
ধনে জনে পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণেরে নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি॥
জল পানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি।
নগরে আইলা পুনঃ গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
নাচে গৌরচন্দ্র ভক্তি-রসের ঠাকুর।
চতুর্দ্দিকে হরি-ধ্বনি শুনিয়ে প্রচুর॥
সর্ব্ব-দেশ জিনি নবদ্বীপের শোভায়।
হরি-বোল শুনি মাত্র সবার জিহ্বায়॥
যে সুখে বিহ্বল শুক নারদ শঙ্কর।
যে সুখে বিহ্বল সর্ব্ব নদীয়া নগর॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন-রায়।
গাদি-গাছা পার-ডাঙ্গা মাজিদা দিয়া যায়॥

এক নিশা হেন জ্ঞান না করিহ মনে।
কত কল্প গেল সেই নিশার কীর্ত্তনে॥
চৈতন্য-চন্দ্রের কিছু অসম্ভব নয়।
ভ্রূ ভঙ্গে যাহার হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়॥
মহা-ভাগ্যবানে সে এ সব তত্ত্ব জানে।
শুষ্ক তর্কবাদী পাপী কিছুই না মানে॥
যে নগরে নাচে বৈকুণ্ঠের অধিরাজ।
তাহারাও ভাসয়ে আনন্দ সিন্ধু মাঝ॥
সে হুঙ্কার সে গর্জ্জন সে প্রেমের ধার।
দেখিয়া কান্দয়ে স্ত্রী পুরুষ নদীয়ার॥
কেহ বলে শচীর চরণে নমস্কার।
হেন মহাপুরুষ জন্মিল গর্ভে যার॥
কেহ বলে জগন্নাথ মিশ্র পুণ্যবন্ত।
কেহ বলে নদীয়ার ভাগ্যের নাহি অন্ত॥
এই মত লীলা প্রভু কত কল্প কৈলা।
সবে বলে আজি রাত্রি প্রভাত না হইলা॥
এই মত বলি সবে দেই জয়কার।
সর্ব্ব লোক হরি বিনে নাহি বলে আর॥
প্রভু দেখি সর্ব্ব লোক দণ্ডবৎ হঞা।
পড়য়ে পুরুষ স্ত্রী বালক লইয়া॥
শুভ দৃষ্টি গৌরচন্দ্র করি সবাকারে।
সানু-ভাবানন্দে প্রভু কীর্ত্তন বিহরে॥
যেখানে যেরূপ ভক্তগণে করে ধ্যান।
সেই রূপে সেই খানে প্রভু বিদ্যমান॥
অদ্যাপিও চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যার ভাগ্যে থাকে সে দেখয়ে নিরন্তরে॥
ভক্ত লাগি প্রভুর সকল অবতার।
ভক্ত বহি কৃষ্ণ কর্ম্ম না জানয়ে আর॥
কোটি জন্ম যদি যাগ যজ্ঞ তপ করে।
ভক্তি বিনা কোন কর্ম্মে ফল নাহি ধরে॥

হেন ভক্তি বিনে ভক্ত সেবিলে না হয়।
অতএব ভক্ত-সেবা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
আদি দেব জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য-কীর্ত্তন স্ফুরে যাহার কৃপায়॥
চৈতন্য-প্রিয়ের পায়ে মোর নমস্কার।
অবধূত-চন্দ্র প্রভু হউক আমার॥
চৈতন্যের কৃপায় সে নিত্যানন্দ চিনি।
নিত্যানন্দ জানাইলে গৌরচন্দ্র জানি॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপে সে চৈতন্যের ভক্তি।
সর্ব্বভাবে করিতে ধরয়ে প্রভু শক্তি॥
চৈতন্যের যত প্রিয় সেবক প্রধান।
তাহারা সে জ্ঞাত নিত্যানন্দের আখ্যান॥
তবে যে দেখহ অন্যান্যে দ্বন্দ্ব বাজে।
রঙ্গ করে কৃষ্ণচন্দ্র কেহ নাহি বুঝে॥
ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
আর বৈষ্ণবের নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥
সর্ব্বভাবে ভজে কৃষ্ণ কারে নাহি নিন্দে।
সেই সবগণ পায় বৈষ্ণবের বৃন্দে॥
অদ্বৈত চরণে মোর এই নমস্কার।
তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার॥
অদ্বৈতের পক্ষ লঞা নিন্দে গদাধর।
সে পাপীষ্ঠ কভু নহে অদ্বৈত কিঙ্কর॥
চৈতন্য-চন্দ্রের কথা অমৃত মধুর।
সকল জীবের মনে বাড়ুক প্রচুর॥
শুনিলে চৈতন্য কথা যার হয় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য শ্রীমুখ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়॥ ২৩॥

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

জয় জয় জয় গৌর-সিংহ মহাধীর।
জয় জয় সৃষ্টিপাল জয় যদুবীর॥
জয় জগন্নাথ-পুত্র শ্রীশচীনন্দন।
জয় জয় জয় পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তন॥
জয় জয় শ্রীজগদানন্দের জীবন।
জয় হরিদাস কাশীশ্বর প্রাণধন॥
জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু সর্ব্বতাত।
যে বলে তোমারে প্রভু তার হও নাথ॥
হেন মতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়।
বিবিধ কীর্ত্তন প্রভু করয়ে সদায়॥
হেন সে হইলা প্রভু হরি সংকীর্ত্তনে।
কৃষ্ণ নাম শ্রুতি মাত্র পড়ে যে সে স্থানে॥
কি নগরে কি চত্বরে কি জলে বা বনে।
নিরবধি অশ্রু ধারা বহে শ্রীনয়নে॥
আপ্তগণ রক্ষিয়া বুলেন নিরন্তর।
ভক্তি রসময় হইলেন বিশ্বম্ভর॥
কেহ মাত্র কোন রূপে যদি বলে হরি।
শুনিলেই পড়ে প্রভু আপনা পাসরি॥
মহাকম্প অশ্রু হয় পুলক সর্ব্বাঙ্গে।
গড়াগড়ি যায়েন নগরে মহারঙ্গে॥
যে আবেশ দেখিলে ব্রহ্মাদি ধন্য হয়।
তাহা দেখে নদীয়ার লোক সমুচ্চয়॥
শেষে অতি মূর্চ্ছা দেখি মিলি সর্ব্ব দাসে।
আলগ করিয়া নিয়া চলিল আবাসে॥
তবে দ্বার দিয়া সে করেন সংকীর্ত্তন।
সে সুখে পূর্ণিত হয় অনন্ত ভুবন॥
যত সব ভাব হয় অকথ্য সকল।
হেন নাহি বুঝি প্রভু কি রসে বিহ্বল॥

ক্ষণে বলে মুঞি সেই মদন-গোপাল।
ক্ষণে বলে মুঞি কৃষ্ণ-দাস সর্ব্ব-কাল॥
গোপী গোপী গোপী মাত্র কোন দিন জপে।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম জ্বলে মহাকোপে॥
কোথাকার কৃষ্ণ তোর মহা-দস্যু সে।
শঠ ধৃষ্ট কৈতব ভজে বা তারে কে॥
স্ত্রী-জিত হইয়া স্ত্রীর কাটে নাক কাণ।
লুব্ধকের প্রায় নৈল বালির পরাণ॥
কি কার্য্য আমার সে বা চোরের কথায়।
যে কৃষ্ণ বলয়ে তারে খেদাড়িয়া যায়॥
গোকুল গোকুল মাত্র বলে ক্ষণে ক্ষণে।
বৃন্দাবন বৃন্দাবন বলে কোন দিনে॥
মথুরা মথুরা কোন দিন বলে সুখে।
কোন দিন পৃথিবীতে নখে অঙ্ক লেখে॥
ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ আকৃতি।
চাহিয়া রোদন করে ভাসে সব ক্ষিতি॥
ক্ষণে বলে ভাই সব বড় দেখি বন।
পালে পালে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকেরগণ॥
দিবসেরে বলে রাতি রাত্রিরে দিবস।
এই মত প্রভু হইলেন ভক্তিবশ॥
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
অন্যান্যে গলা ধরি করেন ক্রন্দন॥
যে আবেশ দেখিতে ব্রহ্মার অভিলাষ।
সুখে তাহা দেখে যত বৈষ্ণবের দাস॥
ছাড়িয়া আপন বাস প্রভু বিশ্বম্ভর।
বৈষ্ণব সবের ঘরে থাকে নিরন্তর॥
বাহ্য চেষ্টা ঠাকুর করেন কোন ক্ষণে।
সে কেবল জননীর সন্তোষ কারণে॥
সুখময় হইলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
আনন্দে করেন সবে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন॥
নিত্যানন্দ মত্ত-সিংহ সর্ব্ব নদীয়ায়।
ঘরে ঘরে বুলে প্রভু অনন্ত লীলায়॥
প্রভু সঙ্গে গদাধর থাকেন সর্ব্বথা।
অদ্বৈত লইয়া সর্ব্ব বৈষ্ণবের কথা॥
এক দিন অদ্বৈত নাচেন গোপী ভাবে।
কীর্ত্তন করেন সবে মহা অনুরাগে॥
আর্ত্তি করি নাচয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
পুনঃ পুনঃ দন্তে তৃণ করিয়া পড়য়॥
গড়াগড়ি যায়েন অদ্বৈত প্রেমরসে।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ গায়েন উল্লাসে॥
দুই প্রহরেও নৃত্য নহে সম্বরণ।
শ্রান্ত হইলেন সব ভাগবতগণ॥
সবে মেলি আচার্য্যের স্থির করাইযা।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে আচার্য্য বেড়িয়া॥
কিছু স্থির হঞা যদি আচার্য্য বসিলা।
শ্রীবাস রামাই আদি তবে স্নানে গেলা॥
আর্ত্তিযোগ অদ্বৈতের পুনঃ পুনঃ বাড়ে।
একেশ্বর শ্রীবাস-অঙ্গনে গড়ি পাড়ে॥
কার্য্যান্তরে নিজ গৃহে ছিলা বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতের আর্ত্তি চিত্তে হইল গোচর॥
ভক্ত আর্ত্তি পূর্ণকারী সদানন্দ রায়।
আইলা অদ্বৈত যথা গড়াগড়ি যায়॥
অদ্বৈতের আর্ত্তি দেখি ধরি তার করে।
দ্বার দিয়া বসিলেন গিয়া বিষ্ণু-ঘরে॥
হাসিয়া ঠাকুর বলে শুনহ আচার্য্য।
কি তোমার ইচ্ছা বল কিবা চাহ কার্য্য॥
অদ্বৈত বলয়ে তুমি সর্ব্ববেদ সার।
তোমারেই চাহি প্রভু কি চাহিব আর॥
হাসি বলে প্রভু আমি এই ত সাক্ষাতে।
আর কি আমারে চাহ বল ত আমাতে॥

অদ্বৈত বলয়ে প্রভু কহিলা সু-সত্য।
এই তুমি সর্ব্ব বেদ বেদান্তের তত্ত্ব ॥
তথাপিহ বৈভব দেখিতে কিছু চাই।
প্রভু বলে কিবা ইচ্ছা বল মোর ঠাঁই ॥
অদ্বৈত বলয়ে প্রভু পূর্ব্বে অর্জ্জুনেরে।
যাঁহা দেখাইলে তাহা ইচ্ছা বড় করে ॥
বলিতে অদ্বৈত মাত্র দেখে এক রথ।
চতুর্দ্দিগে সৈন্য-দলে মহা যুদ্ধ পথ ॥
রথের উপরে দেখে শ্যামল-সুন্দর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম-ধর ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-রূপ দেখে সেই ক্ষণে।
চন্দ্র সূর্য্য সিন্ধু গিরি নদী উপবনে ॥
কোটি চক্ষু বহু মুখ দেখে পুনঃ পুনঃ।
সম্মুখে দেখেন স্তুতি করয়ে অর্জ্জুন ॥
মহা অগ্নি যেন জ্বলে সকল বদন।
পোড়য়ে পাষণ্ড পতঙ্গ দুষ্টগণ ॥
যে পাপীষ্ঠ পর নিন্দে পর দ্রোহ করে।
চৈতন্যের মুখাগ্নিতে সেই পুড়ি মরে ॥
এই রূপ দেখিতে অন্যের শক্তি নাই।
প্রভুর কৃপাতে দেখে আচার্য্য গোসাঞি ॥
প্রেম সুখে অদ্বৈত কান্দেন অনুরাগে।
দন্তে তৃণ করি পুনঃ পুনঃ দাস্য মাগে ॥
পরম আনন্দে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
পর্য্যটন সুখে ভ্রমে সর্ব্ব নদীয়ায় ॥
প্রভুর প্রকাশ সব জানে নিত্যানন্দ।
জানিলেন হইয়াছেন প্রভু বিশ্ব অঙ্গ ॥
সত্বরে আইলা যথা আছেন ঠাকুর।
বিষ্ণু-গৃহ দ্বারে গিয়া গর্জ্জেন প্রচুর ॥
নিত্যানন্দ আগমন জানি বিশ্বম্ভর।
দ্বার ঘুচাইয়া প্রভু আইলা সত্বর ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রূপ নিত্যানন্দ দেখি।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা বুজি আঁখি ॥
প্রভু বলে উঠ নিত্যানন্দ মোর প্রাণ।
তুমি সে জানহ মোর সকল আখ্যান ॥
যে তোমারে প্রীত করে মুঞি সত্য তার।
তোমা বই প্রিয়তম নাহিক আমার ॥
তুমি আর অদ্বৈত যে করে ভেদ বুদ্ধি।
ভাল মতে না জানে সে অবতার শুদ্ধি ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত দেখিয়া বিশ্বম্ভর।
আনন্দে নাচয়ে বিষ্ণু-গৃহের ভিতর ॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে শ্রীশচী-নন্দন।
দেখ দেখ করি প্রভু ডাকে ঘন ঘন ॥
প্রভু প্রভু করি স্তুতি করে দুই জন।
বিশ্বরূপ দেখিয়া আনন্দময় মন ॥
এ সব কৌতুক হয় শ্রীবাস মন্দিরে।
তথাপি দেখিতে শক্তি অন্য নাহি ধরে ॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
ইহা যে না মানয়ে সে দুষ্কৃতি সর্ব্বথা ॥
সর্ব্ব মহেশ্বর গৌরচন্দ্র যে না বলে।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্ব্ব-কালে ॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এই সে ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর ॥
নবদ্বীপ হেন সব প্রকাশের স্থান।
তথাপিহ ভক্ত বহি না জানয়ে আন ॥
ভক্তি-যোগ ভক্তি-যোগ ভক্তি প্রেম-ধন।
ভক্তি সেই কৃষ্ণ-নাম স্মরণ ক্রন্দন ॥
কৃষ্ণ বলি কান্দিলে সে কৃষ্ণ-নাম মিলে।
ধনে কুলে কিছু নহে কৃষ্ণ না ভজিলে ॥
দুই ঠাকুরের বিশ্বরূপ দরশন।
ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণ-ধন ॥

ক্ষণেকে সকল সম্বরিয়া গৌরচন্দ্র।
চলিলেন নিজ গৃহে লই ভক্তবৃন্দ ॥
বিশ্বরূপ দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
কাহার নাহিক বাহ্য পরম আনন্দ ॥
বৈভব দর্শন সুখে মত্ত দুই জন।
ধূলায় যায়েন গড়ি সকল অঙ্গন ॥
কেহ নাচে কেহ গায় দিয়া করতালি।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে দুই মহাবলী ॥
এই মতে দুই জনে মহা কুতূহলী।
শেষে দুই জনেতে বাজিল গালাগালী ॥
অদ্বৈত বলয়ে অবধূত মাতালিয়া।
এথা কোন জন তোকে আনিল ডাকিয়া ॥
দুয়ার ভাঙ্গিয়া আসি সন্তাইলে কেনে।
সন্ন্যাসী করিয়া তোরে বলে কোন জনে ॥
হেন জাতি নাহি না খাইলা যার ঘরে।
জাতি আছে হেন কোনজনে বলে তোরে ॥
বৈষ্ণব সভায় কেনে মহা মাতোয়াল।
ঝাট নাহি পালাইলে নহিবেক ভাল ॥
নিত্যানন্দ বলে আরে নাড়া বসি থাক।
কিলাইয়া পাড়ো আগে দেখাই প্রতাপ ॥
আরে বুড়া বামন তোমার ভয় নাই।
আমি অবধূত-মত্ত ঠাকুরের ভাই ॥
স্ত্রীয়ে পুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী।
পরম-হংসের পথে আমি অধিকারী ॥
আমি মারিলেও কিছু বলিতে না পার।
আমা সনে তুমি অকারণে গর্ব্ব কর ॥
শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
দিগম্বর হইয়া অশেষ মন্দ বলে ॥
মৎস্য খাও মাংস খাও কেমত সন্ন্যাসী।
বস্ত্র এড়িলাম আমি এই দিগবাসী ॥
কোথা মাতা পিতা কোন দেশে বা বসতি।
কে জানয়ে আসিয়া বলুক দেখি ইথি ॥
এক চোরা আসিয়া এতেক করে পাক।
খাইমু গিলিমু সংহারিমু সব থাক ॥
তারে বলি সন্ন্যাসী যে কিছু নাহি চায়।
বোলায় সন্ন্যাসী দিনে তিনবার খায় ॥
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই।
কোথাকার অবধূত আনি দিলা ঠাঞি ॥
অবধূত করিল সকল জাতি নাশ।
কোথা হৈতে মত্তপের হৈল পরকাশ ॥
কৃষ্ণ-প্রেম সুধা-রসে মত্ত দুই জন।
অন্যান্যে কলহ করয়ে সর্ব্ব-ক্ষণ ॥
ইথে এক জনের হইয়া পক্ষ করে যে।
অন্য জনে নিন্দা করে ক্ষয় যায় সে ॥
হেন প্রেম কলহের মর্ম্ম না জানিয়া।
এক নিন্দে আর বন্দে সে মরে পুড়িয়া ॥
অদ্বৈতের পক্ষ হঞা নিন্দে গদাধর।
সে অধম কভু নহে অদ্বৈত কিঙ্কর ॥
ঈশ্বরে ঈশ্বরে সেই কলহের পাত্র।
কে বুঝিবে বিষ্ণু বৈষ্ণবের লীলা মাত্র ॥
বিষ্ণু আর বৈষ্ণব সমান দুই হয়।
পাষণ্ডী নিন্দক ইহা বুঝে বিপর্য্যয় ॥
সকল বৈষ্ণব প্রতি অভেদ দেখিয়া।
যে কৃষ্ণ চরণ ভজে সে যায় তরিয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
চতুর্ব্বিংশঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

জয় জয় সর্ব্ব লোক-নাথ গৌরচন্দ্র।
জয় বেদ ধর্ম্ম বিপ্র ন্যাসীর মহেন্দ্র॥
জয় শচী-গর্ভ রত্ন কারুণ্য সাগর।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় বিশ্বম্ভর॥
ভক্ত গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
মধ্যখণ্ড কথা ভক্তি-রসের নিধান।
নবদ্বীপে যে ক্রীড়া করিলা সর্ব্ব-প্রাণ॥
নিরবধি করে প্রভু হরি সংকীর্ত্তন।
আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশয়ে সর্ব্ব-ক্ষণ॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু নিজ নামাবেশে।
হুঙ্কার করিয়া মহা অট্ট অট্ট হাসে॥
প্রেম-রসে নিরবধি গড়া-গড়ি যায়।
ব্রহ্মার বন্দিত অঙ্গ পূর্ণিত ধূলায়॥
প্রভুর আনন্দ আবেশের নাহি অন্ত।
নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভাগ্যবন্ত॥
বাহ্য হৈলে বৈসে প্রভু সর্ব্ব-গণ লঞা।
কোন দিন গঙ্গাজলে বিহরয়ে গিয়ে॥
কোন দিন নৃত্য করি বসেন অঙ্গনে।
ঘরে স্নান করায়েন সর্ব্ব ভক্ত-গণে॥
যতক্ষণ প্রভুর আনন্দ নৃত্য হয়।
ততক্ষণ দুঃখী পুণ্যবতী জল বয়॥
ক্ষণেকে দেখয়ে নৃত্য সজল নয়নে।
পুনঃ পুনঃ গঙ্গাজল বহি বহি আনে॥
সারি করি চতুর্দ্দিগে এড়ে কুম্ভ-গণ।
দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীশচী-নন্দন॥
শ্রীবাসের স্থানে প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে।
প্রতি দিন গঙ্গাজল আনে কোন জনে॥
শ্রীবাস বলয়ে প্রভু দুঃখী বহি আনে।
প্রভু বলে সুখী করি বল সর্ব্ব-জনে॥
এ জনের দুঃখী নাম কভু যোগ্য নয়।
সর্ব্বকাল সুখী হেন মোর চিত্তে লয়॥
এতেক কারুণ্য শুনি প্রভুর শ্রীমুখে।
কান্দিতে লাগিলা ভক্ত-গণ প্রেম-সুখে॥
সবে সুখী বলিলেন প্রভুর আজ্ঞায়।
দাসী বুদ্ধি শ্রীবাস না করে সর্ব্বথায়॥
প্রেম-যোগে সেবা করিলেই কৃষ্ণ পাই।
মাথা মুড়াইলে যম-দণ্ড না এড়াই॥
কুলে রূপে ধনে বা বিদ্যায় কিছু নয়।
প্রেম-যোগে ভজিলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয়॥
যতেক কহেন তত্ত্ব বেদে ভাগবতে।
সব দেখায়েন গৌর-সুন্দর সাক্ষাতে॥
দাসী হইয়ে যে প্রসাদ দুঃখীরে হইল।
বৃথা অভিমানী সব তাহা না দেখিল॥
কি কহিব শ্রীবাসের ভাগ্যের মহিমা।
যার দাস দাসীর ভাগ্যের নাহি সীমা॥
এক দিন নাচে প্রভু শ্রীবাস-মন্দিরে।
সুখেতে শ্রীবাস আদি সংকীর্ত্তন করে॥
দৈবে ব্যাধি-যোগে গৃহে শ্রীবাস-নন্দন।
পরলোক হইলেন দেখে নারীগণ॥
আনন্দে করেন নৃত্য শ্রীশচী-নন্দন।
আচম্বিতে শ্রীবাস গৃহে উঠিল ক্রন্দন॥
সত্বরে আইলা গৃহে পণ্ডিত শ্রীবাস।
দেখে পুত্র হইয়াছে পরলোক বাস॥
পরম গম্ভীর ভক্ত মহা তত্ত্ব-জ্ঞানী।
স্ত্রী-গণেরে প্রবোধিতে লাগিলা আপনি॥
তোমরা তো সব জান কৃষ্ণের মহিমা।
সম্বর রোদন সবে চিত্তে দেহ ক্ষমা॥

অন্তকালে সকৃত শুনিলে যার নাম।
অতি মহা-পাতকী ও যায় কৃষ্ণ ধাম॥
হেন প্রভু আপনে সাক্ষাৎ করে নৃত্য।
গুণ গায় যত তার ব্রহ্মাদিক ভৃত্য॥
এ সময়ে যাহার হইল পরলোক।
ইহাতে কি জুয়ায় করিতে আর শোক॥
কোন কালে এ শিশুর ভাগ্য পাই যবে।
কৃতার্থ করিয়া আপনারে মানি তবে॥
যদি বা সাংসার-ধর্ম্মে নার সম্বরিতে।
বিলম্বে কান্দিহ যার যেই লয় চিত্তে॥
অন্য যেন কেহ এ আখ্যান না শুনয়।
পাছে ঠাকুরের নৃত্য-সুখ ভঙ্গ হয়॥
কলরব শুনি যদি প্রভু বাহ্য পায়।
তবে ত গঙ্গায় প্রবেশিমু সর্ব্বথায়॥
সবে স্থির হইলেন শ্রীবাস-বচনে।
চলিলেন শ্রীবাস প্রভুর সংকীর্ত্তনে॥
পরানন্দে সংকীর্ত্তন করয়ে শ্রীবাস।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আরো বিশেষ উল্লাস॥
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের এমন মহিমা।
চৈতন্যের পার্ষদের এই গুণ-সীমা॥
সানুভাবানন্দে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
কতক্ষণ রহিলেন লই ভক্ত-বৃন্দ॥
পরস্পর শুনিলেন সর্ব্ব ভক্ত-গণ।
পণ্ডিতের পুত্রের হৈল বৈকুণ্ঠ গমন॥
তথাপিও কেহ কিছু ব্যক্ত নাহি করে।
দুঃখ বড় পাইলেন সবেই অন্তরে॥
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি শ্রীগৌর-সুন্দর।
জিজ্ঞাসেন প্রভু সর্ব্ব জনের অন্তর॥
প্রভু বলে আজি মোর চিত্ত কেমন করে।
কোন দুঃখ হইয়াছে পণ্ডিতের ঘরে॥

পণ্ডিত বলেন প্রভু মোর কোন দুঃখ।
যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ॥
শেষে আছিলেন যত সকল মহান্ত।
কহিলেন পণ্ডিতের পুত্রের বৃত্তান্ত॥
সম্ভ্রমে বলয়ে প্রভু কহ কতক্ষণ।
শুনিলেন চারি দণ্ড রজনী যখন॥
তোমার আনন্দ ভঙ্গ ভয়ে শ্রীনিবাস।
কাহারেও ইহা নাহি করেন প্রকাশ॥
পরলোক হইয়াছে আড়াই প্রহর।
এবে আজ্ঞা দেহ কার্য্য করিতে সত্বর॥
শুনি শ্রীবাসের অতি অদ্ভুত কথন।
গোবিন্দ গোবিন্দ প্রভু করেন স্মরণ॥
প্রভু বলে হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে।
এত বলি মহাপ্রভু লাগিলা কান্দিতে॥
পুত্র-শোক না জানিল যে মোহার প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে॥
এত বলি মহাপ্রভু কান্দেন নির্ভর।
ত্যাগ বাক্য শুনি সবে চিন্তেন অন্তর॥
নাহি জানি কি প্রমাদ পড়য়ে কখন।
অন্যান্যে চিন্তয়ে সকল ভক্ত-গণ॥
গৃহস্থ ছাড়িয়া প্রভু করিব সন্ন্যাস।
তবে ধ্বনি করি কান্দে ছাড়িয়া নিশ্বাস॥
স্থির হইলেন যদি ঠাকুর দেখিয়া।
সৎকার করিতে শিশু যায়েন লইয়া॥
মৃত শিশু প্রতি প্রভু বলেন বচন।
শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি যাও কি কারণ॥
শিশু বলে প্রভু যেন নির্ব্বন্ধ তোমার।
অন্যথা করয়ে শক্তি আছয়ে কাহার॥
মৃত শিশু উত্তর করয়ে প্রভু সনে।
পরম অদ্ভুত শুনে সর্ব্ব ভক্তগণে॥

শিশু বলে এ দেহেতে যতেক দিবস।
নির্ব্বন্ধ আছিল ভুঞ্জিলাম সেই সব॥
নির্ব্বন্ধ ঘুচিল আর রহিতে না পারি।
এবে চলিলাম আর নির্ব্বন্ধিত পুরি॥
এ দেহের নির্ব্বন্ধ গেল রহিতে না পারি।
হেন কৃপা কর যেন তোমা না পাসরি॥
কে কাহার বাপ প্রভু কে কার নন্দন।
সবে আপনার কর্ম্ম করয়ে ভুঞ্জন॥
যত দিন ভাগ্য ছিল শ্রীবাসের ঘরে।
আছিলাম এবে চলিলাম অন্য পুরে॥
সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার।
অপরাধ না লইহ বিদায় আমার॥
এত বলি নীরব হইল শিশু-কায়।
এমত কৌতুক করে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়॥
মৃত পুত্র মুখে শুনি অপূর্ব্ব কথন।
আনন্দ-সাগরে ভাসে সব ভক্ত-গণ॥
পুত্র শোক দুঃখ গেল শ্রীবাস গোষ্ঠীর।
কৃষ্ণ প্রেমানন্দ সুখে হইলা অস্থির॥
কৃষ্ণ-প্রেমে শ্রীনিবাস গোষ্ঠীর সহিতে।
প্রভুর চরণ ধরি লাগিলা কান্দিতে॥
জন্ম জন্ম তুমি পিতা মাতা পুত্র প্রভু।
তোমার চরণ যেন না পাসরি কভু॥
যেখানে সেখানে প্রভু কেনে জন্ম নহে।
তোমার চরণে যেন প্রেম-ভক্তি রহে॥
চারি ভাই প্রভুর চরণে কাকু করে।
চতুর্দ্দিগে ভক্ত-গণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
কৃষ্ণ-প্রেমে চতুর্দ্দিগে উঠিল ক্রন্দন।
কৃষ্ণ-প্রেম-ময় হৈল শ্রীবাস ভবন॥
প্রভু বলে শুন শুন শ্রীবাস পণ্ডিত।
তুমি ত সকল জান সংসারের রীত॥

এ সব সংসার দুঃখ তোমার কি দায়।
যে তোমারে দেখে সেহ কভু নাহি পায়॥
আমি নিত্যানন্দ দুই নন্দন তোমার।
চিত্তে তুমি ব্যথা কিছু না ভাবিহ আর॥
শ্রীমুখের পরম কারুণ্য বাক্য শুনি।
চতুর্দ্দিগে ভক্ত-গণ করে জয়-ধ্বনি॥
সর্ব্বগণ সহ প্রভু বালক লইয়া।
চলিলেন গঙ্গা-তীরে কীর্ত্তন করিয়া॥
যথোচিত ক্রিয়া করি কৈল গঙ্গা-স্নান।
কৃষ্ণ বলি সবে গৃহে করিলা পয়ান॥
প্রভু ভক্ত-গণ সবে গেলা নিজ ঘর।
শ্রীবাসের গোষ্ঠী সব হইলা বিহ্বল॥
এ সব নিগূঢ় কথা যে করে শ্রবণ।
অবশ্য মিলিব তারে কৃষ্ণ-প্রেম-ধন॥
শ্রীবাসের চরণে রহুক নমস্কার।
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ নন্দন যাহার॥
এ সব অদ্ভুত সেই নবদ্বীপে হয়।
ভক্তের প্রতীত হয় অভক্তের নয়॥
মধ্যখণ্ডে পরম অপূর্ব্ব সব কথা।
মৃত শিশু তত্ত্ব-জ্ঞান কহিলেন যথা॥
হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌর-সুন্দর।
বিহরয়ে সংকীর্ত্তন সুখে নিরন্তর॥
প্রেম-রসে প্রভুর সংসার নাহি স্ফুরে।
অন্যের কি দায় বিষ্ণু-পূজিতে না পারে॥
স্নান করি বসে প্রভু সে শ্রীবিষ্ণু পূজিতে।
প্রেম-জলে সকল শ্রীঅঙ্গ-বস্ত্র তিতে॥
বাহির হইয়া প্রভু সে বস্ত্র ছাড়িয়া।
পুনঃ অন্য বস্ত্র প'রি বিষ্ণু-পূজে গিয়া॥
পুনঃ প্রেমানন্দ জলে তিতে সে বসন।
পুনঃ বাহিরাই অঙ্গ করে প্রক্ষালন॥

এই মত বস্ত্র পরিবর্ত্ত করে মাত্র।
প্রেমে বিষ্ণু পূজিতে না পারে তিল মাত্র॥
শেষে গদাধর প্রতি বলিলেন বাক্য।
তুমি কৃষ্ণ পূজ মোর নাহিক সে ভাগ্য॥
এই মত বৈকুণ্ঠ-নায়ক ভক্তি-রসে।
বিহরয়ে নবদ্বীপে রাত্রি ও দিবসে॥
এক দিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী-স্থানে।
কৃপায় তাহার অন্ন মাগিল আপনে॥
তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছা বড়।
কিছু ভয় না করিহ বলিলাম দঢ়॥
এই মত মহাপ্রভু বলে বার বার।
শুনি শুক্লাম্বর কাকু করেন অপার॥
ভিক্ষুক অধম মুঞি পাপীষ্ঠ গর্হিত।
তুমি ধর্ম্ম সনাতন মুঞি সে পতিত॥
মোরে কোথা দিবে প্রভু চরণের ছায়া।
কীট তুল্য নহি প্রভু মোরে এত মায়া॥
প্রভু বলে মায়া হেন না বাসিহ মনে।
বড় ইচ্ছা বাসে মোর তোমার রন্ধনে॥
সত্বরে নৈবেদ্য গিয়া করহ বাসায়।
আজি আমি মধ্যাহ্নে যাইব সর্ব্বথায়॥
তথাপিহ শুক্লাম্বর ভয় পাই মনে।
যুক্তি জিজ্ঞাসিলেন সকল ভক্ত-গণে॥
সবে বলিলেন তুমি কেনে কর ভয়।
পরমার্থে ঈশ্বরের কেহ ভিন্ন নয়॥
বিশেষ যে জন তানে সর্ব্ব-ভাবে ভজে॥
সর্ব্ব-কাল তান অন্ন আপনেই খোজে॥
দেখ না শূদ্রার পুত্র বিদুরের স্থানে।
অন্ন মাগি খাইলেন ভক্তির কারণে॥
ভক্ত স্থানে মাগি খায় প্রভুর স্বভাব
দেহ গিয়া তুমি বড় করি অনুরাগ॥

তথাপিহ তুমি যদি ভয় বাস মনে।
আলগোছে তুমি গিয়া করহ রন্ধনে॥
বড় ভাগ্য তোমার এমত কৃপা যারে।
শুনি দ্বিজ হরিষে আইলা নিজঘরে॥
স্নান করি শুক্লাম্বর অতি সাবধানে।
সুবাসিত জল তপ্ত করিলা আপনে॥
তণ্ডুল সহিত তবে দিব্য গর্ভ থোড়।
আলগোছে দিয়া বিপ্র কৈল করযোড়॥
জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ মুকুন্দ বনমালী।
বলিতে লাগিল শুক্লাম্বর কুতূহলী॥
সেই ক্ষণে ভক্ত অন্নে রমা জগন্মাতা।
দৃষ্টিপাত করিলেন মহা-পতিব্রতা॥
ততক্ষণে সর্ব্বামৃত হইল সে অন্ন।
স্নান করি প্রভু আসি হৈল উপসন্ন॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ আদি আপ্ত কত জন।
তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচী-নন্দন॥
আপনে লইয়া অন্ন তান ইচ্ছা পালি।
শুক্লাম্বর দেখিয়া হাসেন কুতূহলী॥
গঙ্গার অগ্রেতে ঘর গঙ্গার সমীপে।
বিষ্ণু-নিবেদন করিলেন বড় সুখে॥
হাসি বসিলেন প্রভু আনন্দে ভোজনে।
নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভৃত্যগণে॥
ব্রহ্মাদির যজ্ঞ-ভোক্তা শ্রীগৌর-সুন্দর।
শুক্লাম্বরের অন্ন খায় এ বড় দুষ্কর॥
হেন প্রভু বলে জন্ম যাবৎ আমার।
এমত অন্নের স্বাদু নহি পাই আর॥
কি গর্ভ-থোড়ের স্বাদু না পারি কহিতে।
আলগোছে এমত রান্ধিল কোন মতে॥
তুতি হেন জন সে আমার বন্ধুকুল।
তোমা সব লাগি সে আমার আদি মূল॥

শুক্লাম্বর প্রতি দেখি কৃপার বৈভব।
কান্দিতে লাগিলা অন্যান্য ভক্ত সব ॥
এই মত প্রভু পুনঃ পুনঃ আস্বাদিয়া।
করিলেন ভোজন আনন্দ যুক্ত হৈয়া ॥
যে প্রসাদ পায়েন ভিক্ষুক শুক্লাম্বর।
দেখুক অভক্ত যত পাপী কোটিশ্বর ॥
ধন জনে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
ভক্তিরসে বশ কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে গাই ॥
বসিলেন প্রভু প্রেম ভোজন করিয়া।
তাম্বুল খায়েন কিছু হাসিয়া হাসিয়া ॥
পত্র লই ভক্তগণ তুলিলা আনন্দে।
ব্রহ্মা শিব অনন্ত যে পত্র শিরে বন্দে ॥
কি আনন্দ হইল সে ভিক্ষুকের ঘরে।
এমত কৌতুক করে প্রভু বিশ্বম্ভরে ॥
কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গ কহিয়া কতক্ষণ।
সেই খানে মহাপ্রভু করিলা শয়ন ॥
ভক্তগণ করিলেন তথাই শয়ন।
তথি মধ্যে অদ্ভুত দেখয়ে একজন ॥
ঠাকুরের এক শিষ্য শ্রীবিজয় দাস।
সে মহাপুরুষে কিছু দেখিলা প্রকাশ ॥
নবদ্বীপে এমত নাহিক আঁখরিয়া।
প্রভুরে অনেক পুঁথি দিয়াছে লিখিয়া ॥
আঁখরিয়া বিজয় করিয়া সবে ঘোষে।
মর্ম্ম নাহি জানে লোক ভক্তিহীন দোষে ॥
শয়নে ঠাকুর তান অঙ্গে দিলা হস্ত।
বিজয় দেখেন অতি অপূর্ব্ব সমস্ত ॥
হেমস্তম্ভ প্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন।
পরিপূর্ণ দেখে তথি রত্ন-আভরণ ॥
শ্রীরত্ন মুদ্রিকা যত অঙ্গুলীর মূলে।
না জানি কি কোটি সূর্য্য চন্দ্র মণি জ্বলে ॥
আব্রহ্ম পর্য্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ম্ময়।
হস্ত দেখি পরমানন্দ হইলা বিজয় ॥
বিজয় উদ্‌যোগ মাত্র করিলা ডাকিতে।
শ্রীহস্ত দিলেন প্রভু তাহার মুখেতে ॥
প্রভু বলে যত দিন মুঞি থাকি এথা।
তাবৎ কাহারে পাছে কহ এই কথা ॥
এত বলি হাসে প্রভু বিজয় চাহিয়া।
বিজয় উঠিল মহা হুঙ্কার করিয়া ॥
বিজয়ের হুঙ্কারে জাগিলা ভক্তগণ।
ধরেন বিজয়ে তবু না যায় ধরণ ॥
কতক্ষণ উন্মাদ করিলা মহাশয়।
শেষে হৈলা পরানন্দ মূর্চ্ছিত তন্ময় ॥
ভক্ত সব বুঝিলেন বিভব দর্শন।
সর্ব্বগণ লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
সবারে জিজ্ঞাসে প্রভু কি বল ইহার।
আচম্বিতে বিজয়ের বড় ত হুঙ্কার ॥
প্রভু বলে জানিলাম গঙ্গার প্রভাব।
বিজয়ের বিশেষে গঙ্গার অনুরাগ ॥
নহে শুক্লাম্বর গৃহে দেব অধিষ্ঠান।
কিবা দেখিলেন ইহা কৃষ্ণ সে প্রমাণ ॥
এত বলি বিজয়ের অঙ্গে দিয়া হস্ত।
চেতন করিল হাসে বৈষ্ণব সমস্ত ॥
উঠিয়াও বিজয় হইল জড় প্রায়।
সপ্ত দিন ভ্রমিলেন সর্ব্ব নদীয়ায় ॥
না আহার না নিদ্রা রহিত দেহ ধর্ম্ম।
ভ্রমেণ বিজয় কেহ নাহি জানে মর্ম্ম ॥
কত দিনে বাহ্য চেষ্টা জানিলা বিজয়।
শুক্লাম্বর গৃহে হেন সব রঙ্গ হয় ॥
শুক্লাম্বর ভাগ্য বলিবার শক্তি কার।
গৌরচন্দ্র অন্ন পরিগ্রহ কৈল যার ॥

এই মত ভাগ্যবন্ত শুক্লাম্বর ঘরে।
গোষ্ঠীর সহিত গৌর সুন্দর বিহরে ॥
বিজয়েরে কৃপা শুক্লাম্বরান্ন ভোজন।
ইহার শ্রবণ মাত্র মিলে ভক্তি ধন ॥
হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌর-সুন্দর।
সর্ব্ব-দেব-বন্দ্য লীলা করে নিরন্তর ॥
এই মত প্রতি বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে।
প্রতি দিন নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে ॥
নিরবধি প্রেম-রসে শরীর বিহ্বল।
ভাব ধর্ম্ম যত তহি প্রকাশে সকল ॥
মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ বরাহ বামন।
রঘু-সিংহ বৌদ্ধ কল্কি শ্রীনন্দ নন্দন ॥
এই মত যতেক অবতার সকল।
সব রূপ হয় প্রভু করি ভাব ছল ॥
এ সকল ভাব হই লুকায় তখনে।
সবে না ঘুচিল রাম-ভাব চির দিনে ॥
মহা মত্ত হৈল প্রভু হলধর ভাবে।
মদ আন মদ আন ডাকে উচ্চরবে ॥
নিত্যানন্দ জানেন প্রভুর সমীহিত।
ঘট ভরি গঙ্গাজল দেন সাবহিত ॥
হেন সে হুঙ্কার করে হেন সে গর্জ্জন।
নবদ্বীপ আদি করি কাঁপে ত্রিভুবন ॥
হেন সে করেন মহা তাণ্ডব প্রচণ্ড।
পৃথিবীতে পড়িলে পৃথিবী হয় খণ্ড ॥
টলমল করে ভূমি ব্রহ্মাণ্ড সহিতে।
ভয় পায় ভৃত্য সব সে নৃত্য দেখিতে ॥
বলরাম বর্ণনা গায়েন সব গীত।
শুনিয়া হয়েন প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত ॥
আর্জ্জ্যা তর্জ্জা পড়েন পরম মত্ত প্রায়।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া অঙ্গনে বেড়ায় ॥
কি সৌন্দর্য্য প্রকাশ হৈল রাম-ভাবে।
দেখিতে দেখিতে কার আর্ত্তি নাহি ভাঙ্গে ॥
অতি অনির্ব্বচনীয় দেখি মুখচন্দ্র।
ঘন ঘন ডাকে নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ ॥
কদাচিৎ কখন প্রভুর বাহ্য হয়।
প্রাণ যায় মোর সবে এই কথা কয় ॥
প্রভু বলে বাপ কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ।
মারিলেন দেখি হেন জেঠা বলরাম ॥
এতেক বলিয়া প্রভু হেন মূর্চ্ছা যায়।
দেখি ত্রাসে ভক্তগণ কান্দে উচ্চরায় ॥
যে ক্রীড়া করেন প্রভু সেই মহাদ্ভুত।
নানা ভাবে নৃত্য করে জগন্নাথ সুত ॥
কখনো বা বিরহ প্রকাশ হেন হয়।
অকথ্য অদ্ভুত প্রেম-সিন্ধু যেন বয় ॥
হেন সে ডাকিয়া প্রভু করেন রোদন।
শুনিলে বিদীর্ণ হয় অনন্ত ভুবন ॥
আপনার রসে প্রভু আপনে বিহ্বল।
আপনা পাসরি যেন কহেন সকল ॥
পূর্ব্বে যেন গোপী সব কৃষ্ণের বিরহে।
পায়েন মরণ ভয় চন্দ্রের উদয়ে ॥
সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার।
কান্দেন সবার গলা ধরিয়া অপার ॥
ভাবাবেশে প্রভুর দেখিয়া বিহ্বলতা।
রোদন করেন গৃহে শচী জগন্মাতা ॥
এই মত প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেম-ভক্তি।
মনুষ্য কে তাহা বর্ণিবারে ধরে শক্তি ॥
নানা রূপে নাট্য প্রভু করে দিনে দিনে।
যে ভাব প্রকাশ প্রভু করেন যখনে ॥
এক দিন গোপী ভাবে জগত ঈশ্বর।
বৃন্দাবন গোপী গোপী বলে নিরন্তর ॥

কোন যোগে তথা এক পড়ুয়া আইল।
ভাব মর্ম্ম না জানিয়া সে উত্তর দিল॥
গোপী গোপী কেন বল নিমাঞি পণ্ডিত।
গোপী গোপী ছাড়ি কৃষ্ণ বলহ ত্বরিত॥
কি পুণ্য জন্মিবে গোপী গোপী নাম লৈলে।
কৃষ্ণনাম লইলে সে পুণ্য বেদে বলে॥
ভিন্ন ভাব প্রভুর সে অজ্ঞে নাহি বুঝে।
প্রভু বলে দস্যু কৃষ্ণ কোন জন ভজে॥
কৃতঘ্ন হইয়া বালি মারে দোষ বিনে।
স্ত্রী-জিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক কানে॥
সর্ব্বস্ব লইয়া বলি পাঠায় পাতালে।
কি হইবে আমার তাহার নাম লৈলে॥
এত বলি মহাপ্রভু স্তম্ভ হাতে লৈয়া।
পড়ুয়া মারিতে যায় ভাবাবিষ্ট হৈয়া॥
আথে ব্যথে পড়ুয়া উঠিয়া দিল নড়।
পাছে ধায় মহাপ্রভু বলে ধর ধর॥
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ ঠেঙ্গা হাতে ধায়।
সত্বরে সংশয় মানি পড়ুয়া পলায়॥
ভিন্ন ভাবে যায় প্রভু না জানি পড়ুয়া।
প্রাণ লইয়া মহা-ত্রাসে যায় পলাইয়া॥
আথে ব্যথে ধাইয়া প্রভুর ভক্তগণ।
আনিলেন ধরিয়া প্রভুরে ততক্ষণ॥
সবে মেলি স্থির করাইলেন প্রভুরে।
মহা ভয়ে পড়ুয়া পলায়ে গেল দূরে॥
সত্বরে চলিলা যথা পড়ুয়ার গণ।
সর্ব্ব অঙ্গে ঘর্ম্ম শ্বাস বহে ঘনে ঘন॥
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে সবে ভয়ের কারণ।
কি জিজ্ঞাস আজি ভাগ্যে রহিল জীবন॥
সবে বলে বড় সাধু নিমাঞি পণ্ডিতে।
দেখিতে গেলাম আমি তাহার বাড়ীতে॥

দেখিলাম বসিয়া জপেন এই নাম।
অহর্নিশি গোপী গোপী না বলয়ে আন॥
তাহে আমি বলিলাম কি কর পণ্ডিত।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল যেন শাস্ত্রের বিহিত॥
এই বাক্য শুনি মহা-ক্রোধে অগ্নি হৈয়া।
ঠেঙ্গা হাতে আমারে আইল খেদারিয়া॥
কৃষ্ণেরেও হইল যতেক গালা-গালি।
তাহা আর মুখে আমি আনিতে না পারি॥
রক্ষা পাইলাম আজি পরমায়ু গুণে।
কহিলাম এই আজিকার বিবরণে॥
শুনিয়া হাসয়ে সব মহা-মূর্খ গণে।
বলিতে লাগিলা যার যেই লয় মনে॥
কেহ বলে ভাল ত বৈষ্ণব বলে লোকে।
ব্রাহ্মণ লঙ্ঘিতে আইসেন মহা কোপে॥
কেহ বলে বৈষ্ণব বা বলিব কেমনে।
কৃষ্ণ হেন নাম যদি না বলে বদনে॥
কেহ বলে শুনিলাম অদ্ভুত আখ্যান।
বৈষ্ণবে জপয়ে মাত্র গোপী গোপী নাম॥
কেহ বলে এত বা সম্ভ্রম কেন করি।
আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরি॥
তিঁহ সে ব্রাহ্মণ আমরা কি বিপ্র নহি।
তিঁহ মারিবেন আমরা কেনেই বা সহি॥
রাজা ত নহেন তিনি মারিবেন কেনে।
আমরাও তাহারে মারিব সর্ব্ব জনে॥
যদি তেঁহ মারিতে ধায়েন পুনর্ব্বার।
আমরা সকলে তবে না সহিব আর॥
তিঁহো নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র পুত্র।
আমরাও নহি অল্প মানুষের সুত॥
হের সবে পড়িলাম কালি তার সনে।
আজি তিঁহো গোসাঞি বা হইল কেমনে॥

এই মত যুক্তি করিলেন পাপীগণ ।
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচী-নন্দন ॥
এক দিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়া।
চতুর্দ্দিকে সকল পার্ষদগণ লৈয়া ॥
এক বাক্য অদ্ভুত বলিলা আচম্বিতে।
কেহ না বুঝিল অর্থ সবে চমকিতে॥
করিল পিপ্পলি খণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আর কফ বাড়িল দেহেতে ॥
বলি অট্ট অট্ট হাসে সর্ব্ব লোক-নাথ।
কারণ না বুঝি ভয় জন্মিল সবাত ॥
নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
জানিলেন প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর ॥
বিষাদে হইলা মগ্ন নিত্যানন্দ রায়।
হইবে সন্ন্যাসী রূপ প্রভু সর্ব্বথায় ॥
এ সুন্দর কেশের হইব অন্তর্দ্ধান।
দুঃখে নিত্যানন্দের বিকল হৈল প্রাণ ॥
ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ হস্তে ধরি।
নিভৃতে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহাশয়।
তোমারে কহিয়ে নিজ হৃদয় নিশ্চয় ॥
ভাল আমি আইলাম জগত তারিতে।
তারণ নহিল আমি আইনু সংহারিতে ॥
আমা দেখি কোথা পাইবেক বন্ধ নাশ।
এক গুণ বন্ধ ছিল হৈল কোটি পাশ ॥
আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে।
তখনেই পড়ি গেল অশেষ বন্ধনে ॥
ভাল লোক তারিতে করিনু অবতার।
আপনে করিনু সব জীবের সংহার ॥
দেখ কালি শিখা সূত্র সব মুড়াইয়া।
ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া ॥
যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে ॥
তবে মোরে দেখি সেই ধরিব চরণ।
এই মতে উদ্ধারিব সকল ভুবন ॥
সন্ন্যাসীরে সর্ব্ব লোক করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহ আর না করে প্রহার ॥
সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি ঘরে ঘরে।
ভিক্ষা করি বুলো দেখি কে আমারে মারে ॥
তোমারে কহিনু এই আপন হৃদয়।
গারিহস্ত সব মুঞি ছাড়িব নিশ্চয় ॥
ইথে কিছু দুঃখ তুমি না ভাবিহ মনে।
বিধি দেহ তুমি মোরে সন্ন্যাস কারণে ॥
যেরূপ করাহ তুমি সেই হইব আমি।
এতেকে বিধান দেহ অবতার জানি ॥
জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে ॥
ইথে তুমি দুঃখ না ভাবিহ কোন ক্ষণ।
তুমি ত জানহ অবতারের কারণ ॥
শুনি নিত্যানন্দ শ্রীশিখার মুণ্ডন।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল দেহ প্রাণ মন ॥
কোন বিধি দিব হেন না আইসে বদনে।
অবশ্য করিবে প্রভু জানিলেন মনে ॥
নিত্যানন্দ বলে প্রভু তুমি ইচ্ছাময়।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই সে নিশ্চয় ॥
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিতে পারে।
সেই সত্য যে তোমার আছয়ে অন্তরে ॥
সব্ব লোকপাল তুমি সর্ব্ব লোক-নাথ।
ভাল হয় যে মতে সে বিদিত তোমাত ॥
যেরূপে করিয়া প্রভু জগত উদ্ধার।
তুমি সে জানহ তাহা কে জানয়ে আর ॥

স্বতন্ত্র পরমানন্দ তোমার চরিত।
তুমি যে করিব সেই হইব নিশ্চিত॥
তথাপিহ কহ সব সেবকের স্থানে।
কেবা কি বলয়ে তাহা শুনহ আপনে॥
তবে যা তোমার ইচ্ছা কহিবে যাহারে।
কে তোমার ইচ্ছা প্রভু বিরোধিতে পারে॥
নিত্যানন্দ-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলা॥
এই মত নিত্যানন্দ-সঙ্গে যুক্তি করি।
চলিলা বৈষ্ণব-মাঝে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
গৃহ ছাড়িবেন প্রভু জানি নিত্যানন্দ।
বাহ্য নাহি স্ফুরে দেহ হইল নিষ্পন্দ॥
স্থির হই নিত্যানন্দ মনে মনে গণে।
প্রভু গেলে আই প্রাণ ধরিবে কেমনে॥
কেমতে বঞ্চিব আই কাল দিবা রাতি।
এতেক চিন্তিতে মূর্চ্ছা পায় মহামতি॥
ভাবিয়া আইর দুঃখ নিত্যানন্দ রায়।
নিভৃতে বসিয়া প্রভু কান্দয়ে সদায়॥
মুকুন্দের বাসায় আইলা গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া মুকুন্দ হৈলা পরম আনন্দ॥
প্রভু বলে গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল।
মুকুন্দ গায়েন প্রভু শুনিয়া বিহ্বল॥
বোল বোল হুঙ্কার করয়ে দ্বিজ-মণি।
পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্য-ধ্বনি॥
ক্ষণেকে করিলা প্রভু ভাব সম্বরণ।
মুকুন্দের সঙ্গে তবে কহেন কথন॥
প্রভু বলে মুকুন্দ শুনহ কিছু কথা।
বাহির হইব আমি না রহিব হেথা॥
গারিহস্থ আমি থাড়িবাঙ সুনিশ্চিত।
শিখা সূত্র ছাড়িয়া চলিব যে সে ভীত॥
শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনিয়া মুকুন্দ।
পড়িল বিরহে সব ঘুচিল আনন্দ॥
কাকুতি করিয়া বলে মুকুন্দ মহাশয়।
যদি প্রভু এমত সে করিবা নিশ্চয়॥
দিন কত এইরূপে করহ কীর্ত্তন।
তবে প্রভু করিবা সে যে তোমার মন॥
মুকুন্দের বাক্য শুনি শ্রীগৌর-সুন্দর।
চলিলেন যথায় আছেন গদাধর॥
সম্ভ্রমে চরণ বন্দিলেন গদাধর।
প্রভু বলে শুন কিছু আমার উত্তর॥
না রহিব গদাধর আমি গৃহ-বাসে।
যে সে দিকে চলিবাঙ কৃষ্ণের উদ্দেশে॥
শিখা সূত্র আমি সর্ব্বথায় না রাখিব।
মাথা মুড়াইয়া যে সে দেশেরে চলিব॥
শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনি গদাধর।
বজ্রপাত হৈল যেন শিরের উপর॥
অন্তরে দুঃখিত হই বলে গদাধর॥
যতেক অদ্ভুত প্রভু তোমার উত্তর॥
শিখা সূত্র ঘুচাইলে সে কৃষ্ণ পাই।
গৃহস্থে তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই॥
মাথা মুড়াইলে প্রভু কিবা কর্ম্ম হয়।
তোমার যে মত এ বেদের মত নয়॥
অনাথিনী মায়েরে বা কেমতে ছাড়িবে।
প্রথমেই জননী বধের ভাগী হবে॥
তুমি গেলে সর্ব্বথা জীবন নাহি তান।
সবে অবশিষ্ট আছ তুমি তাঁর প্রাণ॥
ঘরেতে থাকিলে কি ঈশ্বরে প্রীত নয়।
গৃহস্থে সে সবার প্রীতের স্থলী হয়॥
তথাপিও মাথা মুড়াইলে স্বাস্থ্য পাও।
যে তোমার ইচ্ছা তাই করে চলে যাও॥

এই মত আপ্ত বৈষ্ণবের স্থানে হানে।
শিখা সূত্র ঘুচাইব বলিলা আপনে ॥
সবেই শুনিয়া শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান।
মূর্চ্ছিতে পড়য়ে কারু নাহি রহে জ্ঞান ॥

রামকেলি রাগ।

করিবেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন।
শিখা সঙরিয়া কান্দে ভাগবতগণ ॥ ধ্রু ॥
কেহ কহে সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
আর মালা গাঁথিয়া কি দিব তা উপরে ॥
কেহ বলে না দেখিয়া সে কেশ বন্ধন।
কেমতে রহিবে এই পাপীষ্ঠ জীবন ॥
সে কেশের দিব্য গন্ধ না লইব আর।
এত বলি শিরে কর হানয়ে অপার ॥
কেহ বলে সে সুন্দর কেশে আর বার।
আমলকি দিয়া কি বা করিব সংস্কার ॥
হরি হরি বলি কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
ডুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
পঞ্চবিংশোঽধ্যায় ॥ ২৫ ॥

ষড়বিংশ অধ্যায়।

জয় জয় বিশ্বম্ভর শ্রীশচী-নন্দন।
জয় জয় গৌর-সিংহ পতিত পাবন ॥
এই মত অন্যান্যে সর্ব্ব ভক্তগণ।
প্রভুর বিরহে সবে করেন ক্রন্দন ॥
কোথা যাইবেন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
কোথা বা আমরা সব দেখিবাঙ গিয়া ॥
সন্ন্যাস করিলে গ্রামে না আসিবে আর।
কোন দিকে যায়েন বা করিয়া বিচার ॥
এই মত ভক্তগণ ভাবে নিরন্তরে।
অন্ন পানি কারো নাহি রোচয়ে শরীরে ॥
সেবকের দুঃখ প্রভু সহিতে না পারে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু প্রবোধে সবারে ॥
প্রভু বলে তোমরা চিন্তহ কি কারণ।
তুমি সব যথা তথা আমি সর্ব্বক্ষণ ॥
তোমরা বা ভাব আমি সন্ন্যাস করিয়া।
চলিবাঙ আমি তোমা সবারে ছাড়িয়া ॥
সর্ব্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে।
তোমা সবা আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে ॥
সর্ব্ব কাল তোমরা সকলে মোর সঙ্গ।
এই জন্ম হেন না জানিবা জন্ম জন্ম ॥
এই জন্মে তুমি সব যেন আমা সঙ্গে।
নিরবধি আছ সংকীর্ত্তন সুখ-রঙ্গে ॥
যুগে যুগে আমার অনেক অবতার।
সে সকলে সঙ্গী সবে হয়েছ আমার ॥
এই মত আরো আছে দুই অবতার।
কীর্ত্তন আনন্দ রূপ হইবে আমার ॥
তাহাতে ও তুমি সব এই মত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহা সুখে আমা সঙ্গে ॥
লোক শিক্ষা নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।
এতেকে তোমরা সব চিন্তা কর নাশ ॥
এতেক বলিয়া প্রভু ধরিয়া সবারে।
প্রেম-আলিঙ্গন সুখে পুনঃ পুনঃ করে ॥
প্রভু বাক্যে ভক্ত সব কিছু স্থির হৈলা।
সবা প্রবোধিয়া প্রভু নিজ গৃহে গেলা ॥
পরস্পর সকল এ যতেক আখ্যান।
শুনিয়া শচীর দেহে নাহি রহে প্রাণ ॥

প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা।
হেন দুঃখ জন্মিল না জানে আছে কোথা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে।
নিরবধি ধারা বহে না পারে রাখিতে॥
বসিয়াছে বিশ্বম্ভর কমল-লোচন।
কহিতে লাগিলা শচী করিয়া ক্রন্দন॥

ভাটিয়ারি রাগ।

না যাইব আরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপিনী জীউ আছে তোর মুখ চাইয়া॥
কমল নয়ল তোমার শ্রীচন্দ্র বদন।
অধর সুরঙ্গ কুন্দ মুকুতা দশন॥
অমিয়া বরিখে যেন সুন্দর বচন।
না দেখি বাঁচিব কি সে গজেন্দ্র গমন॥
অদ্বৈত শ্রীবাসাদি তোমার অনুচর।
নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর॥
পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে।
গৃহে রহি সংকীর্ত্তন কর তুমি রঙ্গে॥
ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ তোর অবতার।
জননী ছাড়িবা এ কোন ধর্ম্মের বিচার॥
তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা।
কেমতে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা॥
প্রেম শোকে কহে শচী শুনে বিশ্বম্ভর।
প্রেমেতে রোধিত কণ্ঠ না করে উত্তর॥
তোমার অগ্রজ আমা ছাড়িয়া চলিলা।
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা॥
তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিনু।
তুমি গেলে ত্যজিব জীবন তোমা বিনু॥
প্রাণের গৌরাঙ্গ হের বাপ।
অনাথিনী মায়ের ছাড়িতে না জুয়ায়॥

সবা লঞা কর নিজ অঙ্গনে কীর্ত্তন।
তোমার নিত্যানন্দ আছয়ে সহায়॥ ধ্রু॥
তোমার প্রেমময় দুই আঁখি,
দীর্ঘ দুই ভুজ দেখি,
বচনেতে অমিয়া বরিষে।
বিনা দীপে ঘর মোর, তোর অঙ্গে উজোর,
রাঙ্গা পায়ে কত মধু বরিষে॥
প্রেম-শোকে কহে শচী, বিশ্বম্ভর শুনে বসি,
যেন রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায়।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ,
বৃন্দাবন দাস রস গায়॥

এই মত বিলাপ করেন শচীমাতা।
মুখ তুলি ঠাকুর না কহে কোন কথা॥
বিবর্ণ হইলা শচী অস্থি চর্ম্ম সার।
শোকাকুলী দেবী কিছু না করে আহার॥
প্রভু দেখি জননীর জীবন না রহে।
নিভৃতে বসিয়া কিছু গোপ্য কথা কহে॥
প্রভু বলে মাতা তুমি স্থির কর মন।
শুন যত জন্ম আমি তোমার নন্দন॥
চিত্ত দিয়া শুনহ আপন গুণগ্রাম।
কোন কালে আছিল তোমার প্রশ্নি নাম॥
তথায় আছিলা তুমি আমার জননী।
তবে তুমি স্বর্গে হৈলে অদিতি আপনি॥
তবে আমি হইলাম বামন অবতার।
তথাও আছিলা তুমি জননী আমার॥
তবে তুমি দেবহুতি হৈলা আর বার।
তথাও কপিল আমি নন্দন তোমার॥
তবে ত কৌশল্যা আর বার হৈলে তুমি।
তথাও তোমার পুত্র রামচন্দ্র আমি॥

তবে তুমি মথুরায় দেবকী হইলা।
কংসাসুর অন্তঃপুরে বন্ধনে আছিলা॥
তথাও আমার তুমি আছিলা জননী।
তুমি সেই দেবকী তোমার পুত্র আমি॥
আর দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥
এই মত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে।
তোমার আমার কভু ত্যাগ নহে মর্ম্মে॥
আমায়ায় এই সব কহিলাম কথা।
আর তুমি মনোদুঃখ না কর সর্ব্বথা॥
কহিলেন প্রভু অতি রহস্য কথন।
শুনিয়া শচীর কিছু স্থির হৈল মন॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যমখণ্ডে
ষড়্বিংশঽধ্যায়ঃ॥ ২৬॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
জীবগণ প্রতি কর শুভ দৃষ্টি-পাত॥
এই মতে আছেন ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
সংকীর্ত্তন আনন্দ করেন নিরন্তর॥
স্বেচ্ছাময় মহেশ্বর কখন কি করে।
ঈশ্বরের মর্ম্ম কেহ বুঝিতে না পারে॥
নিরবধি পরানন্দ সংকীর্ত্তন রঙ্গে।
হরিষে থাকেন সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে॥
পরানন্দে বিহ্বল সকল ভক্তগণ।
পাসরি রহিলা সবে প্রভুর গমন॥
সর্ব্ব বেদে ভাবেন প্রভুরে দেখিতে।
ক্রীড়া করে ভক্তগণ সে প্রভু সহিতে॥

যে দিন চলিব প্রভু সন্ন্যাস করিতে।
নিত্যানন্দ স্থানে তাহা কহিলা নিভৃতে।
শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি।
এ কথা কহিবা সবে পঞ্চ জন ঠাঞি॥
এই সংক্রামণ উত্তরায়ণ দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥
ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোঞা নামে গ্রাম।
তথা আছে কেশব ভারতী শুদ্ধ নাম॥
তাঁর স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত।
এই পাঁচ জনে মাত্র করিবা বিদিত॥
আমার জননী গদাধর ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য অপর মুকুন্দ॥
এই কথা নিত্যানন্দ স্বরূপের স্থানে।
কহিলেন প্রভু ইহা কেহ নাহি জানে॥
পঞ্চ জন স্থানে মাত্র এ সব কথন।
কহিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গমন॥
সেই দিন প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে।
সর্ব্ব দিন গোয়াইলা সংকীর্ত্তন রঙ্গে॥
পরম আনন্দে প্রভু করিয়া ভোজন।
সন্ধ্যায় করিলা গঙ্গা দেখিতে গমন॥
গঙ্গা নমস্করিয়া বসিলা গঙ্গা তীরে।
ক্ষণেক থাকিয়া পুনঃ আইলেন ঘরে॥
আসিয়া বসিলা গৃহে শ্রীগৌর-সুন্দর।
চতুর্দ্দিকে বসিলেন সব অনুচর॥
সে দিন চলিব প্রভু কেহ নাহি জানে।
কৌতুকে আছেন সবে ঠাকুরের সনে॥
বসিয়া আছেন প্রভু কমললোচন।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত মালা সুগন্ধি চন্দন॥
যতেক বৈষ্ণব আইসেন দেখিবারে।
সবেই চন্দন মালা লই দুই করে॥

হেন আকর্ষণ প্রভু করিলা আপনি।
কেবা কোন দিকে আইসে কিছুই না জানি॥
কতেক বা নগরিয়া আইসে দেখিতে।
ব্রহ্মাদির শক্তি ইহা নাহিক লিখিতে॥
দণ্ড পরণাম হঞা পড়ে সর্ব্বজন।
এক দৃষ্টে সবেই চাহেন শ্রীচরণ॥
আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করে প্রভু সবে কৃষ্ণ গাও গিয়া॥
বল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥
যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকয়ে সবার।
তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর॥
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥
এই মত শুভদৃষ্টি করি সবাকারে।
উপদেশ কহি সবে বলে যাও ঘরে॥
এই মত কত যায় কত বা আইসে।
কেহ কারে না চিনে আনন্দে সবে ভাসে॥
পূর্ণ হৈল শ্রীবিগ্রহ চন্দন মালায়।
চন্দ্রে বা কতেক শোভা কহনে না যায়॥
প্রাসাদ পাইয়া সবে হরষিত হঞা।
উচ্চ হরি ধ্বনি সবে যায়েন করিয়া॥
এক লাউ হাতে করি সুকৃতি শ্রীধর।
হেনই সময়ে আসি হইল গোচর॥
লাউ ভেট দেখি হাসে শ্রীগৌর সুন্দরে।
কোথায় পাইলা প্রভু জিজ্ঞাসে তাহারে॥
নিজ মনে জানে প্রভু কালি চলিবাঙ।
এই লাউ ভোজন করিতে নারিলাঙ॥
শ্রীধরের পদার্থ কি হইবে অন্যথা।
এ লাউ ভোজন আজি করিব সর্ব্বথা॥

এতেক চিন্তিয়া ভক্ত-বাৎসল্য রাখিতে।
জননীরে বলিলেন রন্ধন করিতে॥
হেনই সময়ে আর কোন ভাগ্যবান্।
দুগ্ধ ভেট রাখিয়া দিলেক বিদ্যমান॥
হাসিয়া ঠাকুর বলে বড় ভাল ভাল।
দুগ্ধ লাউ পাক গিয়া করহ সকাল॥
সন্তোষে চলিলা শচী করিতে রন্ধন।
হেন ভক্ত বাৎসল্য শ্রীশচীর নন্দন॥
এই মতে মহানন্দে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
কৌতুকে আছেন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর॥
সবারে বিদায় দিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভোজনে বসিলা আসি ত্রিদশ ঈশ্বর॥
ভোজন করিয়া প্রভু মুখ শুদ্ধি করি।
চলিলা শয়ন ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
যোগ নিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর।
নিকটে শুইল হরিদাস গদাধর॥
আই জানে প্রাতে প্রভু করিবে গমন।
আইর নাহিক নিদ্রা কান্দে অনুক্ষণ॥
দণ্ড চারি রাত্রি আছে ঠাকুর জানিয়া।
উঠিলেন চলিবারে নাসাঘ্রাণ লইয়া॥
গদাধর হরিদাস উঠিলেন জানি।
গদাধর বলেন চলিব সঙ্গে আমি॥
প্রভু বলে আমার নাহিক কারু সঙ্গ।
এক অদ্বিতীয় সে আমার সর্ব্ব রঙ্গ॥
আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন।
দুয়ারে আসিয়া রহিলেন ততক্ষণ॥
জননীরে দেখি প্রভুর ধরি তান কর।
বসিয়া কহেন বহু প্রবোধ উত্তর॥
বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন।
পড়িলাম শুনিলাম তোমার কারণ॥

আপনার তিলার্দ্ধেক নাহি কৈলে সুখ।
আজন্ম আমার তুমি বাড়াইলে ভোগ॥
দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলা আমার।
আমি কোটী-কল্পেও নারিব শোধিবার॥
তোমার প্রাসাদে মা তাহার প্রতিকার।
আমি পুনঃ জন্ম জন্ম ঋণী সে তোমার॥
শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার॥
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত॥
দশ দিনান্তরে বা কি এখনেই আমি।
চলিবাঙ কোন চিন্তা না করিহ তুমি॥
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে সব মোর ভার॥
বুকে হাত দিয়া প্রভু বলে বার বার।
তোমার সকল ভার আমার আমার॥
যত কিছু বলে প্রভু শচী সব শুনে।
উত্তর না করে কান্দে অঝোর নয়নে॥
পৃথিবী স্বরূপা হৈল শচী জগন্মাতা।
কে বুঝিবে কৃষ্ণের অচিন্ত্য লীলা কথা॥
জননীর পদ-ধূলি লই প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি তবে চলিলা সত্বরে॥
চলিলেন বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৃহ হইতে।
সন্ন্যাস করিয়া সব জীব উদ্ধারিতে॥
শুন শুন আরে ভাই প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে সর্ব্ব বন্ধ হয় নাশ॥
প্রভু চলিলেন মাত্র শচী জগন্মাতা।
জড় প্রায় রহিলেন নাহি স্ফুরে কথা॥
ভক্ত সব না জানেন এ সব বৃত্তান্ত।
উষাকালে স্নান করে যতেক মহান্ত॥
প্রভু নমস্করিতে আইলা প্রভু ঘরে।
আসি সবে দেখি আই বাহিরে দুয়ারে॥
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার।
আই কেন রহিয়াছে বাহির দুয়ার॥
জড় প্রায় আই কিছু না স্ফুরে উত্তর।
নয়নের ধারা মাত্র বহে নিরন্তর॥
ক্ষণেকে বলিলা আই শুন বাপ সব।
বিষ্ণুর দ্রব্যের ভাগি সকল বৈষ্ণব॥
এতেকে যে কিছু দ্রব্য আছয়ে তাহার।
তোমা সবাকার হয় শাস্ত্র পরচার॥
এতেকে তোমরা সবে আপনে মিলিয়া।
যেন ইচ্ছা তেন কর মুঞি যাঙ চলিয়া॥
শুনি মাত্র ভক্তগণ প্রভুর গমন।
ভূমিতে পড়িলা সবে হই অচেতন॥
কি হইল সে বৈষ্ণবগণের বিষাদ।
কান্দিতে লাগিলা সবে করি আর্ত্তনাদ॥
অন্যান্যে সবেই সবার ধরি গলা।
বিবিধ বিলাপ সব করিতে লাগিলা॥
কি দারুণ নিশি পোহাইল গোপীনাথ।
বলিয়া কান্দেন সবে শিরে দিয়া হাত॥
না দেখি সে চাঁদ-মুখ বঞ্চিব কেমনে।
কিবা কার্য্য এ বা আর পাপীষ্ঠ জীবনে॥
আচম্বিতে কেন হইল হেন বজ্রপাত।
গড়াগড়ি যায় কেহ করে আত্মঘাত॥
সম্বরণ নহে ভক্তগণের ক্রন্দন।
হইল ক্রন্দনময় প্রভুর ভবন॥
যে ভক্ত আইসে প্রভু দেখিবার তরে।
সেই আসি ডুবে মহা বিরহ সাগরে॥
কান্দে সব ভক্তগণ ভূমিতে পড়িয়া।
সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলেন চলিয়া॥

অনাথের নাথ প্রভু গেলেন চলিয়া।
আমা সবে বিরহ সমুদ্রে ফেলাইয়া॥
কাঁদে সব ভক্তগণ, হইয়া অচেতন,
হরি হরি বলি উচ্চ স্বরে।
কিবা মোর ধন জন, কিবা মোর জীবন,
প্রভু ছাড়ি গেলা সবাকারে॥
মাথায় দিয়া হাত, বুকে মারে নির্ঘাত,
হরি হরি প্রভু বিশ্বম্ভর।
সন্ন্যাস করিতে গেলা, আমা সবা না বলিলা,
কাঁন্দে ভক্ত ধুলায় ধুসর॥
প্রভুর অঙ্গনে পড়ি, কাঁদে মুকুন্দ মুরারি,
শ্রীধর গদাধর গঙ্গাদাস।
শ্রীবাসের গণ যত, তারা কান্দে অবিরত,
শ্রীআচার্য্য কাঁদে হরিদাস॥
শুনিয়া ক্রন্দন রব, নদীয়ার লোক সব,
দেখিতে আইসে সব ধাঞা।
না দেখি প্রভুর মুখ, সবে পায় মহাশোক,
কাঁদে সবে মাথে হাত দিয়া॥
নাগরিয়া যত ভক্ত, তারা কাঁদে অবিরত,
বাল বৃদ্ধ নাহিক বিচার।
কাঁদে সব স্ত্রী পুরুষে, পাষণ্ডীগণ হাসে,
নিমাইরে না দেখিমু আর॥
কতক্ষণে ভক্তগণ হই কিছু শান্ত।
শচীদেবী বেড়ী সব বসিলা মহান্ত॥
কতক্ষণে সর্ব্ব নবদ্বীপে হৈল ধ্বনি।
সন্ন্যাস করিতে চলিলেন দ্বিজ-মণি॥
শুনি সর্ব্ব লোকের লাগিল চমৎকার।
ধাইয়া আইসে সর্ব্ব লোক নদীয়ার॥
আসি সর্ব্ব লোক দেখে প্রভুর বাড়ীতে।
শূন্য বাড়ি সবে লাগিয়াছেন কান্দিতে॥

তখনে সে হায় হায় করে সর্ব্বলোক।
পরম নিন্দক পাষণ্ডীও পায় শোক॥
পাপীষ্ঠ আমরা না চিনিল হেন জন।
অনুতাপ করি সবে করেন রোদন॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে নাগরিয়াগণ।
আর না দেখিব তাঁর সে চন্দ্র-বদন॥
কেহ বলে চল ঘরে দ্বারে অগ্নি দিয়া।
কানে পরি কুণ্ডল চলিব যোগী হঞা॥
হেন প্রভু নবদ্বীপ ছাড়িল যখন।
আর কেনে আছে আমা সবার জীবন॥
কি স্ত্রী পুরুষ যে শুনিল নদীয়ার।
সবেই বিষাদ বহি না ভাবয়ে আর॥
প্রভু সে জানয়ে যারে তারিবে যে মতে।
সর্ব্ব জীব উদ্ধার করিব হেন মতে॥
নিন্দা দ্বেষ আদি যার মনেতে আছিল।
প্রভুর বিরহ-সর্প পাষণ্ডে দংশিল॥
সর্ব্ব জীব উদ্ধার নাথ গৌর চন্দ্র জয়।
ভাল রঙ্গে সবে উদ্ধারিলে দয়াময়॥
শুন শুন আরে ভাই প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে কর্ম্ম-বন্ধ যায় নাশ॥
গঙ্গা পার হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর।
সেই দিনে আইলেন কণ্টক নগর॥
যারে যারে আজ্ঞা প্রভু পূর্ব্বে করি ছিলা।
তাহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা॥
শ্রীঅবধূতচন্দ্র গদাধর মুকুন্দ।
শ্রীচন্দ্র শেখরাচার্য্য আর ব্রহ্মানন্দ॥
আইলেন প্রভু যথা কেশব ভারতী।
মত্তসিংহ প্রায় প্রিয়বর্গের সংহতি॥
অদ্ভুত দেহের জ্যোতি দেখিয়া তাহান।
উঠিলেন কেশব ভারতী পুণ্যবান॥

দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রভু তানে।
করযোড় করি স্তুতি করেন আপনে॥
অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
পতিত পাবন তুমি মহা কৃপাময়॥
তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রাণনাথ।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমাত॥
কৃষ্ণদাস্য বিনু মোর নহে কিছু আন।
হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ দান॥
প্রেম জলে অঙ্গ ভাসে প্রভুর কহিতে।
হুঙ্কার করিয়ে শেষে লাগিলা নাচিতে॥
গাইতে লাগিলা মুকুন্দাদি ভক্তগণ।
নিজাবেশে মত্ত নাচে শ্রীশচীনন্দন॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ লোক শুনি সেইক্ষণে।
আসিয়া মিলিলা নাহি জানি কোন জনে॥
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম সুন্দর।
এক দৃষ্টে পান সবে করেন নির্ভর॥
অকথ্য অদ্ভুত ধারা প্রভুর নয়নে।
তাহা না কহিতে পারে অনন্ত বদনে॥
পাক দিয়া নৃত্য করিতে যে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল॥
সর্ব্বলোক তিতিল প্রভুর প্রেম জলে।
স্ত্রী-পুরুষ বাল-বৃদ্ধ হরি হরি বলে॥
ক্ষণে কম্প ক্ষণে স্বেদ ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়।
আছাড় দেখিতে সর্ব্ব লোকে ভয় পায়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ জীব দাস্য ভাবে।
দন্তে তৃণ করি সবা স্থানে দাস্য মাগে॥
সে কারুণ্য দেখিয়া কান্দয়ে সর্ব্ব লোক।
সন্ন্যাস শুনিয়া সবে ভাবে মহাশোক॥
কেমনে ধরিবে প্রাণ ইহার জননী।
আজি তানে পোহাইল কি কাল রজনী॥
কোন পুণ্যবতী হেন পাইলেক নিধি।
কোন বা দারুণ দোষে হরিলেক বিধি॥
আমা সবাকার প্রাণ বিদরে শুনিতে।
ভার্য্যা বা জননী প্রাণ ধরিব কেমতে॥
এই মত নারীগণ দুঃখ ভাবি কান্দে।
পড়ি কান্দে সর্ব্ব জীব চৈতন্যের ফান্দে॥
ক্ষণেক সম্বরি নৃত্য প্রভু বিশ্বম্ভর।
বসিলেন চতুর্দ্দিকে সব অনুচর॥
দেখিয়া প্রভুর ভক্তি কেশব ভারতী।
আনন্দ সাগরে মগ্ন হই করে স্তুতি॥
যে ভক্তি তোমার আমি দেখিনু নয়নে।
এ শক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে॥
তুমি সে জগতগুরু জানিনু নিশ্চয়।
তোমার গুরুর যোগ্য কেহ কভু নয়॥
তবে তুমি লোক শিক্ষা নিমিত্ত কারণে।
করিবে আমারে গুরু হেন লয় মনে॥
প্রভু বলে মায়া মোরে না কর প্রকাশ।
হেন দীক্ষা দেহ যেন হঙ কৃষ্ণ দাস॥
এই মত কৃষ্ণ কথা আনন্দ প্রসঙ্গে।
বঞ্চিলেন সে নিশা ঠাকুর সবা সঙ্গে॥
প্রভাতে উঠিয়া সর্ব্ব ভুবনের পতি।
আজ্ঞা করিলেন চন্দ্র শেখরের প্রতি॥
বিধি যোগ্য যত কর্ম্ম সব কর তুমি।
তোমারেই প্রতিনিধি করিলাম আমি॥
প্রভুর আজ্ঞায় চন্দ্র শেখর আচার্য্য।
করিতে লাগিলা সর্ব্ব বিধিযোগ্য কার্য্য॥
নানা গ্রাম হইতে সব নানা উপায়ন।
আসিতে লাগিল অতি অকথ্য কথন॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মুদগ তাম্বুল চন্দন।
পুষ্প যজ্ঞ সূত্র বস্ত্র আনে সর্ব্ব জন॥

নানাবিধ ভক্ষ দ্রব্য লাগিল আসিতে।
হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন ভিতে॥
পরম আনন্দে সবে করি হরি ধ্বনি।
হরি বিনা লোক মুখে নাহি শুনি॥
তবে মহাপ্রভু সর্ব্ব জগতের প্রাণ।
বসিলা করিতে শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান॥
নাপিত বসিলা আসি সম্মুখে যখন।
ক্রন্দনের কলরব উঠিল তখন॥
খুর দিতে নাপিত সে চাঁচর চিকুরে।
মাথে হাত না দেয় ক্রন্দন মাত্র করে॥
নিত্যানন্দ আদি করি যত ভক্তগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন॥
ভক্তের কি দায় যত ব্যবহারি লোক।
তাহারাও কান্দিতে লাগিলা করি শোক॥
কেহ বলে কোন বিধি সৃজিল সন্ন্যাস।
এত বলি নারীগণ ছাড়ে মহাশ্বাস॥
অগোচরে থাকি কান্দে দেবগণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় হইল ক্রন্দন॥
হেন সে কারুণ্য রস গৌরচন্দ্র করে।
শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণাদি দ্রবয়ে অন্তরে॥
এ সকল লীলা জীব উদ্ধার কারণ।
এই তার সাক্ষী দেখ কান্দে সর্ব্বজন॥
প্রেম রসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র।
স্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্রু কম্প॥
বোল বোল করি প্রভু উঠে বিশ্বম্ভর।
গায়েন মুকুন্দ প্রভু নাচে নিরন্তর॥
বসিলেও প্রভু স্থির হইতে না পারে।
প্রেমরসে মহা কম্প বহে অশ্রু ধারে॥
বোল বোল করি প্রভু করেন হুঙ্কার।
ক্ষৌর কর্ম্ম নাপিত না পারে করিবার॥

কথং কথমপি সর্ব্ব দিন অবশেষে।
ক্ষৌর কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেমরসে॥
তবে সর্ব্ব লোক তথা করি গঙ্গা স্নান।
আসিয়া বসিলা যথা সন্ন্যাসের স্থান॥
সর্ব্ব শিক্ষাগুরু গৌরচন্দ্র বেদে বলে।
কেশব ভারতী স্থানে তাহা কহে ছলে॥
প্রভু কহে স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন।
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন॥
বুঝ দেখি তাহা তুমি হয় কিবা নহে।
এত বলি প্রভু তার কর্ণে মন্ত্র কহে॥
ছলে প্রভু কৃপা করি তারে শিষ্য কৈল।
ভারতীর চিত্তে মহা বিস্ময় জন্মিল॥
ভারতী বলেন এই মহামন্ত্র বর।
কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগোচর॥
প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব ভারতী।
মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহামতি॥
চতুর্দ্দিকে হরিনাম সুমঙ্গল ধ্বনি।
সন্ন্যাস করিলা বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি॥
পরিলেন অরুণ বসন মনোহর।
তাহাতে হইলা কোটি কন্দর্প সুন্দর॥
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত।
মালায় পূর্ণিত শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত॥
দণ্ড কমণ্ডলু দুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল।
নিরবধি নিজ প্রেম আনন্দে বিহ্বল॥
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি শোভে শ্রীবদন।
প্রেমধারে পূর্ণ দুই কমল নয়ন॥
কিবা সে সন্ন্যাসীরূপ হইল প্রকাশ।
পূর্ণ করি তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস॥
সহস্র নামেতে যে কহিল বেদব্যাস।
কোন অবতারে প্রভু করেন সন্ন্যাস॥

এই তাহা সত্য করিলেন দ্বিজরাজ।
এ মর্ম্ম জানয়ে সব বৈষ্ণব সমাজ ॥
তথাহি সহস্র নাম স্তোত্রে।
সন্ন্যাস কৃত সমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তিপরায়ণঃ ॥
তবে নাম থুইবারে কেশব ভারতী।
মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহামতি ॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে এমত বৈষ্ণব।
আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব ॥
অতএব কোথাও না থাকে যেই নাম।
হেন নাম থুইলে মোর পূর্ণ হয় কাম ॥
মুলে ভারতীর শিষ্য ভারতী সে হয়।
ইহার সে নাম থুইবারে যোগ্য নয় ॥
ভাগ্যবান ন্যাসীবর এতেক চিন্তিতে।
শুদ্ধা সরস্বতী তান আইলা জিহ্বাতে ॥
পাইয়া উচিত নাম কেশব ভারতী।
প্রভু বক্ষে হস্ত দিয়া বলে শুদ্ধমতি ॥
যত জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বোলাইলা।
করাইলা চৈতন্য কীর্ত্তন প্রকাশিলা ॥
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সর্ব্ব লোক তোমা হইতে হইলেন ধন্য ॥
এত যদি ন্যাসীবর বলিলা বচন।
জয়ধ্বনি পুষ্পবৃষ্টি হইল তখন ॥
চতুর্দ্দিকে মহা হরিধ্বনি কোলাহল।
করিয়া আনন্দে ভাসে বৈষ্ণব সকল ॥
ভারতীরে সর্ব্ব ভক্ত করেন প্রণাম।
প্রভুও হইলা তুষ্ট লভি নিজ নাম ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম হইল প্রকাশ।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সব দাস ॥
হেন মতে সন্ন্যাস করিলা প্রভু ধন্য।
প্রকাশিল আত্ম নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥
সর্ব্বকাল চৈতন্য সকল লীলা করে।
যাহারে যখন কৃপা দেখায়েন তারে ॥
আর কত লীলারস হইল যে স্থানে।
নিত্যানন্দ স্বরূপ সে সব তত্ত্ব জানে ॥
তাঁহার আজ্ঞায় আমি কৃপা অনুরূপে।
কিছু মাত্র সূত্র লিখিলাম এ পুস্তকে ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু না লবে আমার ॥
বেদে ইহা কোটি কোটি মুনি বেদব্যাস।
বর্ণিবেন নানা মত করিয়া প্রকাশ ॥
এই মতে মধ্যখণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে হয় চৈতন্যের দাস ॥
মধ্যখণ্ডে ঈশ্বরের সন্ন্যাস করণ।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ দুই প্রভু।
এই বাঞ্ছা ইহা যেন না পাসরি কভু ॥
হেন দিন হইবে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ ॥
মুখেও যে জন বলে নিত্যানন্দ দাস।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য প্রকাশ ॥
চৈতন্যের প্রিয়তম নিত্যানন্দ রায়।
প্রভু ভৃত্য সঙ্গে যেন না ছাড়ে আমায় ॥
জগতের প্রেমদাতা হেন নিত্যানন্দ।
অহর্নিশ যেন ভজ প্রভু গৌরচন্দ্র ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

আনন্দলীলারসবিগ্রহায়
হেমাভিদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায়
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমোনমঃ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
সপ্তবিংশোঽধ্যায় ॥ ২৭ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

অন্ত্যখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

অবতীর্ণৌ স্বকারুণ্যৌ পরিছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে॥
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভক্তায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লক্ষ্মীকান্ত।
জয় জয় নিত্যানন্দবল্লভ একান্ত॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর ন্যাসীরাজ।
জয় জয় জয় শ্রীভকত সমাজ॥
জয় জয় পতিত পাবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদ-দ্বন্দ্ব॥
শেষখণ্ড কথা ভাই শুন এক চিত্তে।
নীলাচলে গৌরচন্দ্র আইলা যেমতে॥
করিয়া সন্ন্যাস বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
সে রাত্রি আছিলা প্রভু কণ্টক নগর॥
করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ।
মুকুন্দকে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্ত্তন॥
বোল বোল বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিকে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য॥
শ্বাস হাস স্বেদ কম্প পুলক হুঙ্কার।
না জানি কতেক হয় অনন্ত বিকার॥
কোটি সিংহ প্রায় যেন বিশাল গর্জ্জন।
আছাড় দেখিতে ভয় পায় সর্ব্ব জন॥
কোনদিকে দণ্ড কমণ্ডলু বা পড়িলা।
নিজ প্রেমে বৈকুণ্ঠের পতি মত্ত হৈলা॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু গুরুরে ধরিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন বড় তুষ্ট হঞা॥
পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ আলিঙ্গন।
ভারতীর প্রেম ভক্তি হইল তখন॥
পাক দিয়া দণ্ড কমণ্ডলু দূরে ফেলি।
সুকৃতি ভারতী নাচে হরি হরি বলি॥
বাহ্য দূরে গেল ভারতীর প্রেম রসে।
গড়াগড়ি যায় বস্ত্র না সম্বরে শেষে॥
ভারতীরে কৃপা হৈল প্রভুর দেখিয়া।
সর্ব্বগণ হরি বলে ডাকিয়া ডাকিয়া॥
সন্তোষে গুরুর সঙ্গে প্রভু করে নৃত্য।
দেখিয়া পরম সুখে গায় সব ভৃত্য॥
চারি বেদে ধ্যান যারে দেখিতে দুষ্কর।
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে নাচয়ে ন্যাসীবর॥
কেশব ভারতী পদে বহু নমস্কার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ শিষ্যরূপে যার॥
এই মত সর্ব্ব রাত্রি গুরুর সংহতি।
নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি॥
প্রভাত হইলে প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
চলিলেন গুরু স্থানে বিদায় লইয়া॥
অরণ্যে প্রবিষ্ট মুঞি হইমু সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥

গুরু বলে আমিহ চলিব তোমা সঙ্গে।
থাকিব তোমার সাথে সংকীর্ত্তন রঙ্গে॥
কৃপা করি প্রভু সঙ্গে লইলেন তানে।
অগ্রে গুরু করিয়া চলিলা প্রভু বনে॥
তবে চন্দ্রশেখর আচার্য্য কোলে করি।
উচ্চ স্বরে কান্দিতে লাগিলা গৌরহরি॥
গৃহে চল তুমি সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে।
কহিও সবারে আমি চলিলাঙ বনে॥
গৃহে চল তুমি দুঃখ না ভাবিহ মনে।
তোমার হৃদয়ে আমি বন্দি সর্ব্বক্ষণে॥
তুমি মোর পিতা মুঞি নন্দন তোমার।
জন্ম জন্ম তুমি প্রেম সংহতি আমার॥
এতেক বলিয়া তানে ঠাকুর চলিলা।
মূর্চ্ছাগত হই চন্দ্রশেখর পড়িলা॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি বুঝনে না যায়।
অতএব সে বিরহে প্রাণ রক্ষা পায়॥
ক্ষণেক চৈতন্য পাই শ্রীচন্দ্রশেখর।
নবদ্বীপ প্রতি তিঁহো গেলেন সত্বর॥
তবে নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আইলা।
সবা স্থানে কহিলেন প্রভু বনে গেলা॥
শ্রীচন্দ্রশেখর মুখে শুনি ভক্তগণ।
আর্ত্তনাদ করি সবে করেন ক্রন্দন॥
কোটি মুখ হইলেও সে সব বিলাপ।
বর্ণিতে না পারি সে সবার অনুতাপ॥
অদ্বৈত বলয়ে মোর না রহে জীবন।
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ শুনি সে ক্রন্দন॥
অদ্বৈত শুনিবা মাত্র হইলা মূর্চ্ছিত।
প্রাণ নাহি দেহে প্রভু পড়িলা ভূমিত॥
শচীদেবী শোকে রহিলেন জড় হৈয়া।
কৃত্রিম পুতলী যেন আছে দাণ্ডাইয়া॥
ভক্ত-পত্নী আর যত পতিব্রতাগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন॥
অদ্বৈত বলয়ে আর কি কার্য্য জীবনে।
সে হেন ঠাকুর মোর ছাড়িল যখনে॥
প্রবিষ্ট হইমু আজি সর্ব্বথা গঙ্গায়।
দিনে লোকে ধরিবেক চলিমু নিশায়॥
এই মত বিরহে সকল ভক্তগণ।
সবার হইল বড় চিত্ত উচাটন॥
কোন মতে চিত্তে কেহ স্বাস্থ্য নাহি পায়।
দেহ এড়িবারে সবে চাহেন সদায়॥
যদ্যপিও সবেই পরম মহা ধীর।
তবু কেহ কাহারে কহিতে নারে স্থির॥
ভক্তগণে দেহ ত্যাগ ভাবিলা নিশ্চয়।
জানি সবা প্রবোধি আকাশবাণী হয়॥
দুঃখ না ভাবিহ অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।
সবে সুখে কর কৃষ্ণচন্দ্র আরাধন॥
সেই প্রভু এই দিন দুই চারি ব্যাজে।
আসিয়া মিলিব তোমা সবার মাঝে॥
দেহত্যাগ কেহ কিছু না ভাবিহ মনে।
পূর্ব্ববৎ সবে বিহরিবে প্রভু সনে॥
শুনিয়া আকাশবাণী সর্ব্ব ভক্তগণ।
দেহত্যাগ প্রতি সবে ছাড়িলেন মন॥
করি অবলম্বন প্রভুর গুণ নাম।
শচী বেড়ী ভক্তগণ থাকে অবিরাম॥
তবে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসীর চূড়ামণি।
চলিলা পশ্চিম মুখে করি হরি ধ্বনি॥
নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ সংহতি।
গোবিন্দ পশ্চাতে অগ্রে কেশব ভারতী॥
চলিলেন মাত্র প্রভু মত্ত সিংহ প্রায়।
লক্ষ কোটি লোক কান্দি পাছে পাছে ধায়॥

চতুর্দ্দিগে লোক কান্দি বন ভাঙ্গি যায়।
সবারে করেন প্রভু কৃপা আমায়ায়॥
সবে গৃহে যাহ গিয়া লহ কৃষ্ণ নাম।
সবার হউক কৃষ্ণচন্দ্র ধন প্রাণ॥
ব্রহ্মা শিব শুকাদি যে রস বাঞ্ছা করে।
হেন রস হউক তোমা সবার শরীরে॥
বর শুনি সর্ব্ব লোক কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
পরবশ প্রায় সবে আইলেন ঘরে॥
রাঢ়ে আসি গৌরচন্দ্র হইলা প্রবেশ।
অদ্যাপিও সেই ভাগ্যে ধন্য রাঢ় দেশ॥
রাঢ় দেশ ভূমি যত দেখিতে সুন্দর।
চতুর্দ্দিগে অশ্বত্থ মণ্ডলী মনোহর॥
স্বভাব সুন্দর স্থান শোভে গাভীগণে।
দেখিয়া আবিষ্ট প্রভু হয় সেই ক্ষণে॥
হরি হরি বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিগে সংকীর্ত্তন করে সব ভৃত্য॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে বৈকুণ্ঠের রায়।
জগতের চিত্ত বৃত্ত শুনি শোধ পায়॥
এই মত প্রভু ধন্য করি রাঢ় দেশ।
সর্ব্ব পথে চলিলেন করি নৃত্যাবেশ॥
প্রভু বলে বক্রেশ্বর আছেন যে বনে।
তথারে যাইমু মুঞি থাকিমু নির্জ্জনে॥
এতেক বলিয়া প্রেমাবেশে চলি যায়।
নিত্যানন্দ আদি সব পাছে পাছে ধায়॥
অদ্ভুত প্রভুর নৃত্য অদ্ভুত কীর্ত্তন।
শুনি মাত্র ধাইয়া আইসে সর্ব্ব জন॥
অদ্যাপিও কোন দেশে নাহি সংকীর্ত্তন।
কেহ নাহি দেখে কৃষ্ণ প্রেমের ক্রন্দন॥
তথাপি প্রভুর দেখি অদ্ভুত ক্রন্দন।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়য়ে সর্ব্বজন॥

তথি মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত পামর।
তারা বলে এতে কেন কান্দেন বিস্তর॥
সেই সব জন এবে প্রভুর কৃপায়।
সেই প্রেম সঙরিয়া কান্দি গড়ি যায়॥
সকল ভুবন এবে গায় গৌরচন্দ্র।
তথাপিও সব নাহি গায় ভূতবৃন্দ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে বিমুখ যে জন।
নিশ্চয় জানিহ সেই পাপী ভূতগণ॥
হেন মতে নৃত্য রসে বৈকুণ্ঠের নাথ।
নাচিয়া যায়েন সব ভক্তগণ সাথ॥
দিন অবশেষে প্রভু এক ধন্য গ্রামে।
রহিলেন পুণ্যবন্ত ব্রাহ্মণ আশ্রমে॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া শুইলা ভক্তগণ॥
প্রহর খানেক নিশা থাকিতে ঠাকুর।
সবা ছাড়ি পলাইয়া গেল কত দূর॥
শেষে সবে উঠিয়া চাহেন ভক্তগণ।
না দেখিয়া প্রভু সবে করেন ক্রন্দন॥
সর্ব্ব গ্রাম বিচার করিয়া ভক্তগণ।
প্রান্তর ভূমিতে তবে করিলা গমন॥
নিজ প্রেম রসে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
প্রান্তরে রোদন করে করি উচ্চৈঃস্বর॥
কৃষ্ণরে প্রভুরে ওরে কৃষ্ণ মোর বাপ।
বলিয়া রোদন করে সর্ব্ব জীব নাথ॥
হেন সে ডাকিয়া কান্দে ন্যাসি চূড়ামণি।
ক্রোশেকের পথ যায় রোদনের ধ্বনি॥
কত দূরে থাকিয়া সকল ভক্তগণ।
শুনেন প্রভুর অতি অদ্ভুত রোদন॥
চলিলেন সবে রোদনের অনুসারে।
দেখিলেন প্রভু সবে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥

প্রভুর রোদনে কান্দে সর্ব্ব ভক্তগণ।
মুকুন্দ লাগিলা তবে করিতে কীর্ত্তন॥
শুনিয়া কীর্ত্তন প্রভু লাগিলা নাচিতে।
আনন্দে গায়েন সবে বেড়ি চারিভিতে॥
এই মতে সর্ব্ব পথে নাচিয়া নাচিয়া।
যায়েন পশ্চিম মুখে আনন্দিত হঞা॥
ক্রোশ চারি সকলে আছেন বক্রেশ্বর।
সেই স্থানে ফিরিলেন গৌরাঙ্গসুন্দর॥
নাচিয়া যায়েন প্রভু পশ্চিমাভিমুখে।
পূর্ব্ব মুখ হইলেন প্রভু নিজ মুখে॥
পূর্ব্ব মুখে চলিয়া যায়েন নৃত্যরসে।
অনন্ত আনন্দে প্রভু অট্ট অট্ট হাসে॥
বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু নিজ কুতুহলে।
বলিলেন আমি চলিলাম নীলাচলে॥
জগন্নাথ প্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে।
নীলাচলে তুমি ঝাট আইস সত্বরে॥
এত বলি চলিলেন হই পূর্ব্বমুখ।
ভক্ত সব পাইলেন পরানন্দ সুখ॥
তান ইচ্ছা তিহোঁ সে জানেন সব মাত্র।
তান অনুগ্রহে জানে তান কৃপা পাত্র॥
কি ইচ্ছায় চলিলেন বক্রেশ্বর প্রতি।
কেনে বা না গেলা বুঝে কাহার শকতি॥
হেন বুঝি করি প্রভু বক্রেশ্বর ব্যাজ।
ধন্য করিলেন সর্ব্ব রাঢ়ের সমাজ॥
গঙ্গা মুখ হইয়া চলিলা গৌরচন্দ্র।
নিরবধি দেহে নিজ প্রেমের আনন্দ॥
ভক্তি শূন্য সর্ব্বদেশ না জানে কীর্ত্তন।
কার মুখে নাহিঁ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ॥
প্রভু বলে হেন দেশে আইলাম কেনে।
কৃষ্ণ হেন নাম কার না শুনি বদনে॥
কেন হেন দেশে মুঞি করিনু পয়ান।
না রাখিব দেহ মুঞি ছাড়ো এই প্রাণ॥
হেনই সময়ে ধেনু রাখে শিশুগণ।
তার মধ্যে সুকৃতি আছয়ে এক জন॥
হরি ধ্বনি করিতে লাগিলা আচম্বিত।
শুনিয়া হইলা প্রভু অতি হরষিত॥
হরি বোল বাক্য প্রভু শুনি শিশু মুখে।
বিচার করিতে লাগিলেন মহাসুখে॥
দিন দুই চারি যত দেখিলাম গ্রাম।
কাহার মুখেতে না শুনিনু হরি নাম॥
আচম্বিতে শিশু মুখে শুনি হরি ধ্বনি।
কি হেতু ইহার সবে কহ দেখি শুনি॥
প্রভু বলে গঙ্গা কত দূর এথা হইতে।
সবে বলিলেন এক প্রহরের পথে॥
প্রভু বলে এ মহিমা কেবল গঙ্গার।
অতএব এথা হরি নামের প্রচার॥
গঙ্গার বাতাস আসিয়া লাগে এথা।
অতএব শুনিলাম হরি গুণ গাথা॥
গঙ্গার মহিমা ব্যাখ্যা করিতে ঠাকুর।
গঙ্গা প্রতি অনুরাগ বাড়িল প্রচুর॥
প্রভু বলে আজি আমি সর্ব্বথা গঙ্গায়।
মার্জ্জন করিব এত বলি চলি যায়॥
মত্ত সিংহ প্রায় চলিলেন গৌর সিংহ।
পাছে ধাইলেন সব চরণের ভৃঙ্গ॥
গঙ্গা দরশনাবেশে প্রভুর গমন।
নাগালি না পায় কেহ যত ভক্তগণ॥
সবে এক নিত্যানন্দ সিংহ করি সঙ্গে।
সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আইলেন রঙ্গে॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে করি গঙ্গায় মার্জ্জন।
গঙ্গা গঙ্গা বলি বহু করিলা স্তবন॥

পূর্ণ করি করিলেন গঙ্গাজল পান।
পুনঃ পুনঃ স্তুতি করি করেন প্রণাম॥
প্রেমরস স্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল॥
সকৃত তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তার বিষ্ণু ভক্তি হয় কি পুনঃ ভক্ষণ॥
তোমার সে প্রসাদে শ্রীকৃষ্ণ হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে ইথে নাহি আন॥
কীট পক্ষী কুক্কুর শৃগাল যদি হয়।
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয়॥
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের মহিমা।
অন্যত্রের কোটীশ্বর নহে তার সমা॥
পতিত তারিতে সে তোমর অবতার।
তোমার সমান তুমি বহি নাহি আর॥
এই মত স্তুতি করে শ্রীগৌরসুন্দর।
শুনিয়া জাহ্নবী দেবী লজ্জিত অন্তর॥
যে প্রভুর পাদপদ্মে বসতি গঙ্গার।
সে প্রভু করয়ে স্তুতি হেন অবতার॥
যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের গঙ্গা প্রতি স্তুতি।
তার হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতি মতি॥
নিত্যানন্দ সংহতি সে নিশা সেই গ্রামে।
আছিলেন কোন পুণ্যবন্তের আশ্রমে॥
তবে আর দিনে কতক্ষণে ভক্তগণ।
আসিয়া পাইল সবে প্রভুর দর্শন॥
তবে প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ করি সঙ্গে।
নীলাচল প্রতি শুভ করিলেন রঙ্গে॥
প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
শ্রীবাসাদি করি যত সব ভক্তগণ।
সবার করহ গিয়া দুঃখ বিমোচন॥

এই কথা গিয়া তুমি কহিও সবারে।
আমি যাব নীলাচল চন্দ্র দেখিবারে॥
সবার অপেক্ষা আমি করি শান্তিপুরে।
রহিবাঙ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের ঘরে॥
তা সবা লইয়া তুমি আসিবা সত্বর।
আমি যাই হরিদাসের ফুলিয়া নগর॥
নিত্যানন্দে পাঠাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলেন মহাপ্রভু ফুলিয়া নগর॥
প্রভুর আজ্ঞায় মহামত্ত নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে চলিলেন পরম আনন্দ॥
প্রেমরসে মহামত্ত নিত্যানন্দ রায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায়॥
মত্ত সিংহ প্রায় প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
বিধি নিষেধের পার বিহার সকল॥
ক্ষণেকে কদম্ব বৃক্ষে করি আরোহণ।
বাজায় মোহন বেণু ত্রিভঙ্গ মোহন॥
ক্ষণেকে দেখিয়া গোষ্ঠে গড়াগড়ি যায়।
বৎস প্রায় হইয়া গাভীর দুগ্ধ খায়॥
আপনা আপনি সর্ব্ব পথে নৃত্য করে।
বাহ্য নাহি জানে ডুবি আনন্দ সাগরে॥
কখন বা পথে বসি করেন রোদন।
হৃদয় বিদরে তাহা করিতে শ্রবণ॥
কখন হাসেন অতি মহা অট্ট হাস।
কখন বা শিরে বস্ত্র বান্ধি দিগ বাস॥
কখন বা স্বানুভাবে অনন্ত আবেশে।
সর্প প্রায় হইয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসে॥
অনন্তের ভাবে প্রভু গঙ্গার ভিতর।
ভাসিয়া যায়েন অতি দেখি মনোহর॥
অচিন্ত্য অগণ্য নিত্যানন্দের মহিমা।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় কারুণ্যের সীমা॥

এই মত গঙ্গা মধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া।
নবদ্বীপে প্রভুর ঘাটে উঠিল আসিয়া॥
আপনা সম্বরি নিত্যানন্দ মহাশয়।
প্রথমে উঠিলা আসি প্রভুর আলয়॥
আসিয়া দেখয়ে আই দ্বাদশ উপাস।
সবে কৃষ্ণ ভক্তি বলে দেহে আছে শ্বাস॥
যশোদার ভাবে আই পরম বিহ্বল।
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেম-জল॥
যারে দেখে আই তাহারেই বার্ত্তা কহে।
মথুরার লোক কি তোমরা সব হবে॥
কহ কহ রামকৃষ্ণ আছয়ে কেমনে।
বলিয়া মূৰ্চ্ছিত হঞা পড়িলা তখনে॥
ক্ষণে বলে আই ওই বেণু শিঙ্গা বাজে।
অক্রুর আইলা কি বা পুনঃ গোষ্ঠ মাঝে॥
এই মত আই কৃষ্ণ বিরহ সাগরে।
ডুবিয়া আছেন বাহ্য নাহিক শরীরে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু হেনই সময়।
আইর চরণে আসি দণ্ডবৎ হয়॥
নিত্যানন্দ দেখি সব ভাগবতগণ।
উচ্চৈঃস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
বাপ বাপ বলি আই হইলা মূৰ্চ্ছিত।
না জানি যে কেবা কান্দে পড়ে কোন ভীত॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সবা করি কোলে।
সিঞ্চিলেন সবার শরীর প্রেম জলে॥
শুভ বাণী নিত্যানন্দ কহেন সবারে।
সত্বরে চলহ সবে প্রভু দেখিবারে॥
শান্তিপুর গেলা প্রভু আচার্য্যের ঘরে।
আমি আইলাম তোমা সবারি নিবারে॥
চৈতন্য বিরহে জীর্ণ সর্ব্ব ভক্তগণ।
পূর্ণ হইলা শুনি নিত্যানন্দের বচন॥
সবেই হইলা অতি আনন্দে বিহ্বল।
উঠিল পরমানন্দে কৃষ্ণ কোলাহল॥
যে দিবসে গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস।
সে দিবস হইতে আইর উপবাস॥
দ্বাদশ উপাস তান নাহিক ভোজন।
চৈতন্য প্রভাবে মাত্র আছয়ে জীবন॥
দেখি নিত্যানন্দ বড় দুঃখিত অন্তর।
আইরে প্রবোধি কহে মধুর উত্তর॥
কৃষ্ণের রহস্য কোন না জান বা তুমি।
তোমারে বা কিবা কহিবারে জানি আমি॥
তিলার্দ্ধেক চিত্তে নাহি করিহ বিষাদ।
বেদেও কি পাইবেন তোমার প্রসাদ॥
বেদে যারে নিরবধি করে অন্বেষণ।
সে প্রভু তোমার পুত্র সবার জীবন॥
হেন প্রভু বুকে হাত দিয়া আপনার।
আপনে সকল ভার লইল তোমার॥
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
মোর দায় প্রভু বলিয়াছে বার বার॥
ভাল হয় যেমতে প্রভু সে ভাল জানে।
সুখে থাক তুমি দেহ সমর্পিয়া তানে॥
শীঘ্র গিয়া কর মাতা কৃষ্ণের রন্ধন।
সন্তোষ হউক এবে সর্ব্ব ভক্তগণ॥
তোমার হস্তের অন্নে সবাকার আশ।
তোমার উপাসে সে কৃষ্ণের উপবাস॥
তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন।
মোহার একান্ত তাহা খাইবার মন॥
তবে আই শুনি নিত্যানন্দের বচন।
পাসরি বিরহ গেলা করিতে রন্ধন॥
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি আই পুণ্যবতী।
অগ্রে দিলা নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রতি॥

তবে আই সর্ব্ব বৈষ্ণবের অগ্রে দিয়া।
করিলেন ভোজন সবারে সন্তোষিয়া॥
পরম সন্তোষ হইলেন ভক্তগণ।
দ্বাদশ উপাসে আই করিলা ভোজন॥
তবে সর্ব্ব ভক্তগণ নিত্যানন্দ সঙ্গে।
প্রভু দেখিবারে সজ্জ করিলেন রঙ্গে॥
এ সব আখ্যান যত নবদ্বীপ বাসী।
শুনিলেন গৌরচন্দ্র হইলা সন্ন্যাসী॥
শুনিয়া অদ্ভুত নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সর্ব্ব লোক হরি বলি বলে ধন্য ধন্য॥
ফুলিয়া নগরে প্রভু আছেন শুনিয়া।
দেখিতে চলিলা সব লোক হর্ষ হঞা॥
কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু কি পুরুষ নারী।
আনন্দে চলিলা সবে বলি হরি হরি॥
পূর্ব্বে যে পাষণ্ডী সব করিলা নিন্দন।
তাহারা সপরিবারে করিলা গমন॥
গূঢ়রূপে নবদ্বীপে লভিলেন জন্ম।
না বুঝিয়া নিন্দা করিলাম তান ধর্ম্ম॥
এবে লই গিয়া তান চরণে শরণ।
তবে সব অপরাধ হইবে খণ্ডন॥
এই মত বলি লোক মহানন্দে ধায়।
হেন নাহি জানি লোক কত পথে যায়॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হৈল খেয়া ঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে॥
কেহ বান্ধে ভেলা কেহ ঘট বুকে করে।
কেহ বা কলার গাছ ধরিয়া সাঁতারে॥
কত বা হইল লোক নাহি সমুচ্চয়।
যে যে মতে পারে সেই মতে পার হয়॥
গর্ভবতী নারী চলে ঘন শ্বাস বয়।
চৈতন্যের নাম করি সেহ পার হয়॥
অন্ধ খোঁড়া লোক সব চলে সাথে সাথে।
চৈতন্যের নামেতে প্রশস্ত পথ দেখে॥
সহস্র সহস্র লোক এক নায় চড়ে।
কত দূর গিয়া মাত্র নৌকা ডুবি পড়ে॥
তথাপিহ চিত্তে কেহ বিষাদ না করে।
ভাসে সর্ব্ব লোক হরি বলে উচ্চ স্বরে॥
হেন সে আনন্দ জন্মিয়াছে যে অন্তরে।
সর্ব্ব লোক ভাসে মহা আনন্দ সাগরে॥
যেন না জানে সাঁতারিতে সেও ভাসে সুখে।
ঈশ্বর প্রভাবে কূল পায় বিনা দুঃখে॥
কত দিকে লোক পার হয় নাহি জানি।
সবে মাত্র চতুর্দ্দিগে শুনি হরিধ্বনি॥
এই মত আনন্দে চলিলা সব লোক।
পাসরিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা গৃহধর্ম্ম শোক॥
আইলা সকল লোক ফুলিয়া নগরে।
ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া হরি বলে উচ্চ স্বরে॥
শুনিয়া অপূর্ব্ব অতি উচ্চ হরি ধ্বনি।
বাহির হইলা তবে ন্যাসী শিরোমণি॥
কি অপূর্ব্ব শোভা সে কহিলে কিছু নয়।
কোটি চন্দ্র হেন আসি করিল উদয়॥
সর্ব্বদা শ্রীমুখে হরে কৃষ্ণ হরে হরে।
বলিতে আনন্দ ধারা নিরবধি ঝরে॥
চতুর্দ্দিগে সর্ব্ব লোক দণ্ডবৎ হয়।
কে কার উপরে পড়ে নাহি সমুচ্চয়॥
কণ্টক ভূমিতে লোক নাহি করে ভয়।
আনন্দিত সর্ব্ব লোক দণ্ডবৎ হয়॥
সর্ব্ব লোক ত্রাহি ত্রাহি বলে হাত তুলি।
এমত করয়ে গৌরচন্দ্র কুতূহলী॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক একত্র হইল।
কি প্রান্তর কিবা গ্রাম সকল পূরিল॥

নানা গ্রাম হইতে লোক লাগিল আসিতে।
কেহ নাহি যায় ঘর সে মুখ দেখিতে॥
হইতে লাগিল বড় লোকের গহন।
ফুলিয়া পূরিল সব নগর কানন॥
দেখি গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ মনোহর।
সর্ব্ব লোক পূর্ণ হৈল বাহির অন্তর॥
তবে প্রভু কৃপাদৃষ্টি করিয়া সবারে।
চলিলেন শান্তিপুরে আচার্য্যের ঘরে॥
সম্ভ্রমে অদ্বৈত দেখি নিজ প্রাণনাথ।
পাদপদ্মে পড়িলেন হই দণ্ডবৎ॥
আর্ত্তনাদে লাগিলেন ক্রন্দন করিতে।
না ছাড়েন পাদপদ্ম দুই বাহু হৈতে॥
শ্রীচরণ অভিষেক করি প্রেম জলে।
দুই হস্তে তুলি প্রভু লইলেন কোলে॥
আচার্য্য ভাসিলা ঠাকুরের প্রেম জলে।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই পড়ে পদতলে॥
স্থির হই ঠাকুর বসিলা কতক্ষণে।
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত ভবনে॥
দিগম্বর শিশু রূপ অদ্বৈত তনয়।
নাম শ্রীঅচ্যুতানন্দ মহা জ্যোতির্ম্ময়॥
পরম সর্ব্বজ্ঞ তিঁহো অচিন্ত্য প্রভাব।
যোগ্য অদ্বৈতের পুত্র সেই মহাভাগ॥
ধূলাময় সর্ব্ব অঙ্গ হাসিতে হাসিতে।
জানিয়া আইলা প্রভু চরণ দেখিতে॥
আসিয়া পড়িলা গৌরচন্দ্র পদতলে।
ধূলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে॥
প্রভু বলে অচ্যুত আচার্য্য মোর পিতা।
সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় দুই ভ্রাতা॥
অচ্যুত বলেন তুমি দৈবে জীব সখা।
সবাকার বাপ তুমি এই বেদে লেখা॥

হাসে প্রভু ভক্তগণ অচ্যুত বচনে।
বিস্ময় সবার বড় উপজিল মনে॥
এ সকল কথা ত শিশুর কভু নয়।
না জানি বা জন্মিয়াছে কোন মহাশয়॥
হেনই সময়ে শ্রীঅনন্ত নিত্যানন্দ।
আইলা নদীয়া হৈতে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ॥
শ্রীবাসাদি ভক্তগণ দেখিয়া ঠাকুর।
লাগিলেন হরিধ্বনি করিতে প্রচুর॥
দণ্ডবৎ হইয়া সকল ভক্তগণ।
ক্রন্দন করেন সবে ধরি শ্রীচরণ॥
সবারে করিলা প্রভু আলিঙ্গন দান।
সবেই প্রভুর নিজ প্রাণের সমান॥
আর্ত্তনাদে রোদন করয়ে ভক্তগণ।
শুনিয়া পবিত্র হয় সকল ভুবন॥
কৃষ্ণ প্রেমানন্দে কান্দে যে সুকৃতি জন
সে ধ্বনি শ্রবণে সর্ব্ব বন্ধ বিমোচন॥
চৈতন্য প্রসাদে ব্যক্ত হৈল হেন ধন।
ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ রস ভুঞ্জে যে তে জন॥
ভক্তগণ দেখি প্রভু পরম হরিষে।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু নিজ প্রেমরসে॥
সত্বরে গাইতে লাগিলেন ভক্তগণ।
বোল বোল বলি প্রভু গর্জ্জে ঘনে ঘন।
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলী॥
অশ্রু কম্প পুলক হুঙ্কার অট্টহাস।
কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গ ভঙ্গির প্রকাশ॥
কিবা সে মধুর পদ চলন ভঙ্গিমা।
কিবা সে শ্রীহস্ত চালনাদির মহিমা॥
কি কহিব সে বা প্রেমরসের মাধুরী।
আনন্দে তুলিয়া বাহু বলে হরি হরি॥

রসময় নৃত্য অতি অদ্ভুত কথন।
দেখিয়া পরমানন্দে ডুবে ভক্তগণ ॥
হারাইয়া ছিল প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ।
হেন প্রভু পুনর্ব্বার দিল দরশন ॥
আনন্দে নাহিক বাহ্য কাহার শরীরে।
প্রভু বেড়ি সবেই উল্লাসে নৃত্য করে ॥
কেবা কার গায়ে পড়ে কে কাহারে ধরে।
কেবা কার চরণ ধরিয়া বক্ষে করে ॥
কারে কেবা ধরি কান্দে কেবা কিবা বলে।
কেহ কিছু না জানে প্রেমের কুতূহলে ॥
সপার্ষদে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
এমত অপূর্ব্ব হয় পৃথিবী ভিতর ॥
হরি বোল হরি বোল হরি বল ভাই।
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই ॥
কি আনন্দ হইল সে অদ্বৈত ভবনে।
সে মর্ম্ম জানেন সব সহস্র বদনে ॥
আপনে ঠাকুর সবা ধরি জনে জনে।
সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে করে প্রেম আলিঙ্গনে ॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ নায়কের আলিঙ্গন।
বিশেষ আনন্দে মত্ত হয় ভক্তগণ ॥
হরি বলি সর্ব্ব গণে করে সিংহনাদ।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আর সবার উন্মাদ ॥
সাঙ্গোপাঙ্গে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের পতি।
পদ ভরে টল মল করে বসুমতী ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম উদ্দাম।
চৈতন্য বেড়িয়া নাচে মহা জ্যোতি ধাম ॥
উল্লাসে অদ্বৈত নাচে করিয়া হুঙ্কার।
সবেই চরণ ধরে যে পায় যাহার ॥
নবদ্বীপে যেন হৈল আনন্দ প্রকাশ।
সেই মত নৃত্য গীত সকল বিলাস ॥

কতক্ষণে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
স্বানুভাবে বৈসে বিষ্ণু খট্টার উপর ॥
যোড় হস্তে সবে রহিলেন চারিভিতে।
প্রভু লাগিলেন নিজ তত্ত্ব প্রকাশিতে ॥
মুঞি কৃষ্ণ মুঞি রাম মুঞি নারায়ণ।
মুঞি মৎস্য মুঞি কূর্ম্ম বরাহ বামন ॥
মুঞি প্রশ্নিগর্ভ হয়গ্রীব মহেশ্বর।
মুঞি বৌদ্ধ কল্কি হংস মুঞি হলধর ॥
মুঞি নীলাচলচন্দ্র কপিল নৃসিংহ।
দৃশ্যাদৃশ্য সব মোর চরণের ভৃঙ্গ ॥
মোহার সে গুণগ্রাম বলে সর্ব্ব বেদে।
মোহারে সে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কাটি সেবে ॥
মুঞি সর্ব্ব কালরূপী ভক্তজন বিনে।
সকল আপদ খণ্ডে মোহার স্মরণে ॥
দ্রৌপদীরে লজ্জা হৈতে মুঞি উদ্ধারিনু।
জউ গৃহে মুঞি পঞ্চ পাণ্ডবে রক্ষিনু ॥
বৃকাসুর বধি মুঞি রাখিনু শঙ্কর।
মুঞি উদ্ধারিনু মোর গজেন্দ্র কিঙ্কর ॥
মুঞি সে করিনু প্রহ্লাদেরে বিমোচন।
মুঞি সে করিনু গোপ বৃন্দেরে রক্ষণ ॥
মুঞি সে করিনু পূর্ব্বে অমৃত বণ্টন।
বঞ্চিয়া অসুর রক্ষা কৈনু দেবগণ ॥
মুঞি সে বধিনু মোর ভক্তদ্রোহী কংস।
মুঞি সে করিনু দুষ্ট রাবণ নির্ব্বংশ ॥
মুঞি সে ধরিনু বামহস্তে গোবর্দ্ধন।
মুঞি সে করিনু কালিনাগের দমন ॥
মুঞি করোঁ সত্যযুগে তপস্যা প্রচার।
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ লাগি মোর অবতার ॥
এই আমি অবতীর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজা ধর্ম্ম শিখাইনু সকল লোকেরে ॥

কত মোর অবতার বেদেও না জানে।
সম্প্রতি আইনু মুঞি কীর্ত্তন কারণে॥
কীর্ত্তন আরম্ভে প্রেম ভক্তির বিলাস।
অতএব কলিযুগে মোর পরকাশ॥
সর্ব্ব বেদে পুরাণে আশ্রমে মোরে চায়।
ভক্তের আশ্রমে মুঞি থাকি সর্ব্বদায়॥
ভক্ত বহি আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিহার।
তথাপিও ভক্তবশ স্বভাব আমার॥
তোমরা সে জন্ম জন্ম সংহতি আমার।
তোমা সবা লাগি মোর সব অবতার॥
তিলার্দ্ধেক আমি তোমা সবারে ছাড়িয়া।
কোথাহ না থাকি সবে সত্য জান ইহা॥
এই মত প্রভু তত্ত্ব কহে করুণায়।
শুনি সব ভক্তগণ কান্দে উভরায়॥
পুনঃ পুনঃ সবে দণ্ড প্রণাম করিয়া।
উঠেন পড়েন কাকু করেন কান্দিয়া॥
কি আনন্দ হইল সেই অদ্বৈতের ঘরে।
যে রস হইল পূর্ব্বে নদীয়া নগরে॥
পূর্ণ মনোরথ হইলেন ভক্তগণ।
যতেক পূর্ব্বের দুঃখ হইল খণ্ডন॥
প্রভু সে জানেন ভক্ত দুঃখ খণ্ডাইতে।
হেন প্রভু দুঃখি জীব না ভজে কেমতে॥
করুণা-সাগর গৌরচন্দ্র মহাশয়।
দোষ নাহি দেখে প্রভু গুণ মাত্র লয়॥
ক্ষণেক ঐশ্বর্য্য সম্বরিয়া মহাধীর।
বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু হইলেন স্থির॥
ভক্ত সব লই প্রভু গঙ্গাস্নানে গেলা।
বহুবিধ জাহ্নবীতে ক্রীড়ন করিলা॥
সবার সহিত আইলেন করি স্নান।
তুলসীরে প্রদক্ষিণ করি জল দান॥
বিষ্ণু গৃহে প্রদক্ষিণ নমস্কার করি।
সবা লয়ে ভোজনে বসিলা গৌরহরি॥
মধ্যে বসিলেন প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ বসিলেক রঙ্গে॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন প্রভুর প্রসন্ন বদন।
ভোজন করেন চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ॥
বৃন্দাবন মধ্যে যেন গোপগণ সঙ্গে।
রামকৃষ্ণ ভোজন করেন যেন রঙ্গে॥
সেই সব কথা প্রভু সবারে কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া॥
কার শক্তি আছে ইহা সব বর্ণিবারে।
তাঁহার কৃপায় যেই বলয় যাহারে॥
ভোজন করিয়া প্রভু চলিলেন মাত্র।
ভক্তগণে লুট করিলেন শেষ পাত্র॥
ভব্য ভব্য বৃদ্ধ সব হৈলা শিশুমতি।
এই মত হয় বিষ্ণুভক্তির শকতি॥
যে সুকৃতি জনে শুনে এ সব আখ্যান।
তাহারে মিলয়ে গৌরচন্দ্র ভগবান॥
পুনঃ প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ দরশন।
পুনর্ব্বার ঐশ্বর্য্য আবেশ সংকীর্ত্তন॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রভু সংহতি ভোজন।
ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে
প্রথমোঽধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় সর্ব্ব-প্রাণ।
জয় দুষ্ট ভয়ঙ্কর জয় শিষ্ট-ত্রাণ॥
জয় শেষ রমা অজ ভবের ঈশ্বর।
জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু ন্যাসীবর॥
ভক্ত গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
কৃপা কর প্রভু যেন তোঁহে মন রয়॥
হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে।
করিলা অশেষ রঙ্গ অদ্বৈতের ঘরে॥
বহুবিধ আপন রহস্য কথা রঙ্গে।
সুখে রাত্রি গোঙাইলা ভক্তগণ সঙ্গে॥
পোহাইল নিশা প্রভু করি নিজ কৃত্য।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে বেড়ি সব ভৃত্য॥
প্রভু বলে আমি চলিলাঙ নীলাচলে।
কিছু দুঃখ না ভাবিহ তোমরা সকলে॥
নীলাচলচন্দ্র দেখি আমি পুনর্ব্বার।
আসিযা হইব সঙ্গী তোমা সবাকার॥
সবে গিয়া সুখে গৃহে করহ কীর্ত্তন।
জন্ম জন্ম তুমি সব আমার জীবন॥
ভক্তগণে বলে প্রভু যে তোমার ইচ্ছা।
কার শক্তি তাহা করিবারে পারে মিছা॥
তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময়।
সে রাজ্যে এখন কেহ পথ নাহি বয়॥
দুই রাজ্যে হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ।
মহা দস্যু স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ॥
যাবৎ উৎপাত নাহি উপশম হয়।
তাবৎ বিশ্রাম কর যদি চিত্তে লয়॥
প্রভু বলে যে সে কেনে উৎপাত না হয়।
অবশ্য চলিব মুঞি কহিনু নিশ্চয়॥

বুঝিলেন অদ্বৈত প্রভুর চিত্তবৃত্ত।
চলিলেন নীলাচলে না হৈলা নিবৃত্ত॥
যোড় হস্তে সত্য কথা লাগিল কহিতে।
কে পারে তোমার পথ বিরোধ করিতে॥
যত বিঘ্ন আছে সর্ব্ব কিঙ্কর তোমার।
তোমারে করিতে বিঘ্ন শক্তি আছে কার॥
যখনে করেছ চিত্তে যাব নীলাচলে।
তখনে চলিবা প্রভু মহা কুতূহলে॥
শুনিয়া অদ্বৈত বাক্য প্রভু সুখী হৈলা।
পরম সন্তোষে হরি বলিতে লাগিলা॥
সেই ক্ষণে মহাপ্রভু মত্ত সিংহ গতি।
চলিলেন শুভ করি নীলাচল প্রতি॥
ধাইয়া চলিলা পাছে সব ভক্তগণ।
কেহ নাহি পারে সম্বরিবারে ক্রন্দন॥
কত দূর গিয়া প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সবা প্রবোধেন বলি মধুর উত্তর॥
চিত্তে কেহ কোন কিছু না ভাবিহ ব্যথা।
তোমা সবা আমি নাহি ছাড়িব সর্ব্বথা॥
কৃষ্ণ নাম সবে বসি লহ গিয়া ঘরে।
আমিহ আসিব দিন কতক ভিতরে॥
এত বলি মহাপ্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে।
প্রত্যেকে প্রত্যেকে ধরি আলিঙ্গন করে॥
প্রভুর নয়ন জলে সর্ব্ব ভক্তগণ।
সিঞ্চিত হইয়া অঙ্গ করেন ক্রন্দন॥
এই মত নানা রূপে সবা প্রবোধিয়া।
চলিলেন প্রভু দক্ষিণাভিমুখ হঞা॥
কান্দিতে কান্দিতে সব প্রিয় ভক্তগণ।
উঠেন পড়েন পৃথিবীতে অনুক্ষণ॥
যেন গোপীগণ কৃষ্ণ মথুরা চলিলে।
ডুবিলেন মহাশোক সমুদ্রের জলে॥

যেরূপে রহিল তাহা সবার জীবন।
সেই মত বিরহে রহিল ভক্তগণ॥
দৈবে সেই প্রভু ভক্তগণ সেই সব।
উপমাও সেই সব সেই অনুভব॥
জীবন মরণ কৃষ্ণ ইচ্ছায় সে হয়।
বিষ বা অমৃত ভক্ষিলেও কিছু নয়॥
যেমতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে।
তাহা বহি আর কেহ করিতে না পারে॥
হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
আইলেন চলিয়া আপন কুতূহলে॥
নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ॥
পথে প্রভু পরীক্ষা করেন সবা প্রতি।
কি সম্বল আছে বল কাহার সংহতি॥
কেবা কি দিয়াছে কারে পথের সম্বল।
নিষ্কপটে মোর স্থানে কহত সকল॥
সবে বলে প্রভু বিনা আজ্ঞায় তোমার।
কার দ্রব্য লইতে বা শক্তি আছে কার॥
শুনিয়া ঠাকুর বড় সন্তোষ করিলা।
শেষে সেই লক্ষে তত্ত্ব কহিতে লাগিলা॥
প্রভু বলে কাহার যে কিছু না লইলা।
ইহাতে আমারে বড় সন্তোষ করিলা॥
ভোক্তব্য অদৃষ্ট থাকে যে দিনে লিখন।
অরণ্যেতে আসি মিলে অবশ্য তখন॥
প্রভু যারে যে দিবস না লিখে আহার।
রাজপুত্র হউ তবু উপবাস তার॥
থাকিলেও খাইতে না পারে আজ্ঞা বিনে।
অকস্মাৎ কন্দল করয়ে কার সনে॥
ক্রোধ করি বলে মুঞি না খইব ভাত।
দিব্য করিলেক নিজ শিরে দিয়ে হাত॥
অথবা সকল দ্রব্য হৈলে বিদ্যমান।
আচম্বিতে জ্বর দেহে হৈল অধিষ্ঠান॥
জ্বর বেদনায় কোথা থাকিল ভক্ষণ।
অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা সে কারণ॥
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্ন ছত্র।
ঈশ্বরের আজ্ঞা থাকে মিলিব সর্ব্বত্র॥
আপনে ঈশ্বর সর্ব্ব জনেরে শিখায়।
ইহাতে বিশ্বাস যার সেই সুখ পায়॥
যেতে মতে কেনে কোটি যত্ন নাহি করে।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে সেই ফল ধরে॥
হেন মতে প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে।
উত্তরিলা আসিয়া আঠিসারা নগরেতে॥
সেই আঠিসারা গ্রামে মহা ভাগ্যবান।
আছেন পরম সাধু শ্রীঅনন্ত নাম॥
রহিলেন প্রভু আসি তাহার আলয়ে।
কি কহিব আর তার ভাগ্য সমুচ্চয়ে॥
অনন্ত পণ্ডিত অতি পরম উদার।
পাইয়া পরমানন্দ বাহ্য নাহি আর॥
বৈকুণ্ঠের পতি আসি অতিথি হইলা।
সন্তোষে ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা॥
সর্ব্বগণ সহ প্রভু করিলেন ভিক্ষা।
সন্ন্যাসীরে ভিক্ষা ধর্ম্ম করায়েন শিক্ষা॥
সর্ব্ব রাত্রি কৃষ্ণ কথা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিতগৃহে রঙ্গে॥
শুভদৃষ্টি অনন্ত পণ্ডিত প্রতি করি।
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥
দেখি সর্ব্ব তাপহর শ্রীচন্দ্রবদন।
হরি বলি সর্ব্বলোকে ডাকে অনুক্ষণ॥
যোগেন্দ্র হৃদয়ে অতি দুর্ল্লভ চরণ।
হেন প্রভু চলি যায় দেখে সর্ব্বজন॥

এই মত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্র ভোগ মহা কুতূহলে ॥ (১)
সেই ছত্র ভোগে গঙ্গা হই শতমুখী।
বহিতে আছেন সর্ব্ব জনে করি সুখী ॥
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।
অম্বুলিঙ্গ ঘাট করি বলে সর্ব্বজনে ॥
অম্বুলিঙ্গ শঙ্কর হইল যে নিমিত্ত।
সেই কথা কহি শুন হঞা এক চিত্ত ॥
পূর্ব্বে ভগীরথ করি গঙ্গা আরাধন।
গঙ্গা আনিলেন বংশ উদ্ধার কারণ ॥
গঙ্গার বিরহে শিব বিহ্বল হইয়া।
শিব আইলেন শেষে গঙ্গা সঙরিয়া ॥
গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছত্রভোগে।
বিহ্বল হইল অতি গঙ্গা অনুরাগে ॥
গঙ্গা দেখি মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িল।
জলরূপে শিব জাহ্নবীতে মিশাইল ॥
জগন্মাতা জাহ্নবীও দেখিয়া শঙ্কর।
পূজা করিলেন ভক্তি করিয়ে বিস্তর ॥
শিব সে জানেন গঙ্গা ভক্তির মহিমা।
গঙ্গাও জানেন শিব ভক্তির যে সীমা ॥

গঙ্গাজল স্পর্শি শিব হৈল জলময়।
গঙ্গাও পূজিলা অতি করিয়া বিনয় ॥
জলরূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে।
অম্বুলিঙ্গ ঘাট করি ঘোষে সর্ব্বজনে ॥
গঙ্গা শিব প্রভাবে সে ছত্র ভোগ গ্রাম।
হইল পরম ধন্য মহাতীর্থ নাম ॥
তথি মধ্যে বিশেষ মহিমা হৈল আর।
পাইয়ে চৈতন্যচন্দ্র চরণ বিহার ॥
ছত্রভোগ গেলা প্রভু অম্বুলিঙ্গ ঘাটে।
শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিল নিকটে ॥
দেখিয়ে হইল প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
হরি বলি হুঙ্কার করেন কোলাহল ॥
আছাড় খায়েন নিত্যানন্দ কোলে করি।
সর্ব্বগণে জয় দিয়া বলে হরি হরি ॥
আনন্দ আবেশ প্রভু সর্ব্বগণে লৈয়া।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সুখী হঞা ॥
অনেক কৌতুকে প্রভু করিলেন স্নান।
বেদব্যাস তাহা সব লিখিবে পুরাণ ॥
স্নান করি মহাপ্রভু উঠিলেন কূলে।
যেই বস্ত্র পরে সেই তিতে প্রেমজলে ॥
পৃথিবীতে রহে এক শতমুখী ধার।
প্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে হাসে ভক্তগণ।
হেন মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রের ক্রন্দন ॥
সেই নাম অধিকারী রামচন্দ্র খান।
যদ্যপি বিষয়ী তবু মহা ভাগ্যবান ॥
অন্যথা প্রভুর সঙ্গে দেখা তান কেনে।
দৈব গতি আসিয়া মিলিল সেই স্থানে ॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ ভয় হৈল মনে।
দোলা হৈতে সত্বরে নামিল সেইক্ষণে ॥

---

(১) জেলা চব্বিশ পরগণা, সবডিভিজন ডায়মণ্ডহারবার, থানা মথুরাপুরের অন্তর্গত খাড়ী নামক গ্রামে ছত্রভোগ তীর্থ অবস্থিতি। তথায় এক্ষণে গঙ্গা শুষ্ক, অম্বুলিঙ্গ শিব মন্দির ও চক্রতীর্থ পুষ্করিণী আছে। চৈত্র কৃষ্ণাদ্বাদশীতে এখানে মেলা হইয়া থাকে। আবার এই স্থানে তন্ত্রোক্ত ৫২ পীঠের অন্তর্গত ত্রিপুরাসুন্দরী নামক পীঠ স্থান। মগরা-হাট ষ্টেসন হইতে সালতী যোগে জয়নগর গিয়া ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়। জয়নগর হইতে খাড়ী তিন ক্রোশ ব্যবধান।

দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল পদতলে।
প্রভুর নাহিক বাহ্য প্রেমানন্দ জলে ॥
হাহা জগন্নাথ প্রভু বলে ঘনে ঘন।
পৃথিবীতে পড়ি ক্ষণে করয়ে ক্রন্দন ॥
দেখিয়া প্রভুর আর্ত্তি রামচন্দ্র খান।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল সজ্জনের প্রাণ ॥
কোন মতে এ আর্ত্তির নহে সম্বরণ।
কান্দে আর এইমত চিন্তে মনে মন ॥
ত্রিভুবনে হেন আছে দেখি সে ক্রন্দন।
বিদীর্ণ না হয় কাষ্ঠ পাষাণের মন ॥
কিছু স্থির হই বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।
জিজ্ঞাসিল রামচন্দ্র খানেরে কে তুমি ॥
সংভ্রমে করিয়া দণ্ডবৎ কর যোড়।
বলে প্রভু দাস অনুদাস মুঞি তোর ॥
তবে শেষে সর্ব্ব লোক লাগিল কহিতে।
এই অধিকারী প্রভু দক্ষিণ রাজ্যেতে ॥
প্রভু বলে তুমি অধিকারী বড় ভাল।
নীলাচলে আমি যাই কেমতে সকাল ॥
বহয়ে আনন্দ ধারা কহিতে কহিতে।
নীলাচলচন্দ্র বলি পড়িল ভূমিতে ॥
রামচন্দ্র খান বলে শুন মহাশয়।
যে আজ্ঞা তোমার সেই কর্ত্তব্য নিশ্চয় ॥
সবে প্রভু হইয়াছে বিষম সময়।
সে দেশে এ দেশে কেহ পথ নাহি বয় ॥
রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে জাশু বলি লয় প্রাণে ॥
কোন দিগ দিয়া বা পাঠাঙ লুকাইয়া।
তাহাতে ডরাঙ প্রভু শুন মন দিয়া ॥
মুঞি সে রক্ষক এথা সব মোর ভার।
নাগালি পাইলে আগে সংশয় আমার ॥
তথাপিও যেতে কেনে প্রভু মোর নয়।
যে তোমার আজ্ঞা তাহা করিব নিশ্চয় ॥
যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে।
তবে আজি ভিক্ষা হেথা কর সর্ব্ব জনে ॥
জাতি প্রাণ ধন কেনে আমার না যায়।
রাত্রে আজি তোমা পাঠাইব সর্ব্বথায় ॥
শুনিয়া হইল সুখী বৈকুণ্ঠের নাথ।
হাসি তানে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত ॥
দৃষ্টিপাতে তাঁর সর্ব্ব বন্ধ ক্ষয় করি।
ব্রাহ্মণ আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি ॥
ব্রাহ্মণ মন্দিরে হৈল পরম মঙ্গল।
প্রত্যক্ষ পাইল সর্ব্ব সুকৃতির ফল ॥
নানা যত্নে দৃঢ় ভক্তি যোগ চিত্ত হঞা।
প্রভুর রন্ধন বিপ্র করিলেন গিয়া ॥
নামে সে ঠাকুর মাত্র করেন ভোজন।
নিজাবেশে অবকাশ নাহি এক ক্ষণ ॥
ভিক্ষা করে প্রভু প্রিয়বর্গ সন্তোষার্থ।
নিরবধি প্রভুর ভোজন পরমার্থ ॥
বিশেষে চলিল যে অবধি জগন্নাথে।
নাকে সে ভোজন প্রভু করে সেই হৈতে ॥
নিরবধি জগন্নাথ প্রতি আর্ত্তি করি।
আইসেন সব পথ আপনা পাসরি ॥
কারে বলি রাত্র দিন পথের সঞ্চার।
কিবা জল কিবা স্থল কিবা পারাপার ॥
কিছু নাহি জানি প্রভু ডুবি প্রেমরসে।
প্রিয়বর্গ রাখে নিরবধি রহি পাশে ॥
যে আবেশ মহাপ্রভু করেন প্রকাশ।
তাহা কে কহিতে পারে বিনা বেদব্যাস ॥
ঈশ্বরের চরিত্র বুঝিতে শক্তি কার।
কখন কিরূপে কৃষ্ণ করেন বিহার ॥

কারে বা করেন আর্ত্তি কান্দেন বা কারে।
এ মর্ম্ম জানিতে নিত্যানন্দ শক্তি ধরে॥
নিজ ভক্তি-রসে ডুবি বৈকুণ্ঠের রায়।
আপনা না জানে প্রভু আপন লীলায়॥
আপনেই জগন্নাথ ভাবেন আপনে।
আপনে করিয়া আর্ত্তি লওয়ায়েন জনে॥
যদি কৃপা দৃষ্টি না করেন জীব প্রতি।
তবে কার আছে তানে জানিতে শকতি॥
নিত্যানন্দ আদি সব প্রিয়বর্গ লয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥
কিছু মাত্র অন্ন প্রভু পরিগ্রহ করি।
উঠিলেন হুঙ্কার করিয়া গৌরহরি॥
আবিষ্ট হইলা প্রভু করি আচমন।
কত দূর জগন্নাথ বলে ঘনে ঘন॥
মুকুন্দ লাগিল মাত্র কীর্ত্তন করিতে।
আরম্ভিলা বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর নাচিতে॥
পুণ্যবন্ত যত যত ছত্রভোগবাসী।
সবে দেখে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ-বিলাসী॥
অশ্রু কম্প হুঙ্কার পুলক স্তম্ভ ঘর্ম্ম।
কত হয় কে জানে সে বিকারের মর্ম্ম॥
কিবা সে অদ্ভুত নয়নের প্রেমধার।
ভাদ্র মাসে যে হেন গঙ্গার অবতার॥
পাক দিয়া নৃত্য করিতে নয়নে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল॥
ইহারে সে কহি প্রেমময় অবতার।
এ শক্তি চৈতন্যচন্দ্র বহি নাহি আর॥
এই মতে গেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
স্থির হইলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥
সকল লোকের চিত্তে যেন ক্ষণপ্রায়।
সবার নিস্তার হৈল চৈতন্য কৃপায়॥

হেনই সময়ে কহে রামচন্দ্র খান।
নৌকা আসি ঘাটে প্রভু হৈল বিদ্যমান॥
ততক্ষণে হরি বলি শ্রীগৌরসুন্দর।
উঠিলেন গিয়া প্রভু নৌকার উপর॥
শুভ দৃষ্টে লোকেরে বিদায় দিয়া ঘরে।
চলিলেন প্রভু নীলাচল নিজ পুরে॥
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমুকুন্দ মহাশয়।
কীর্ত্তন করেন প্রভু নৌকায় বিজয়॥
অবোধ নাবিক বলে হইল সংশয়।
বুঝিলাম আজি আর প্রাণ নাহি রয়॥
কূলেতে উঠিলে বাঘে লইয়া পলায়।
জলেতে পড়িলে কুম্ভিরেতে ধরি খায়॥
নিরন্তর এ পাণিতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন প্রাণ দুই নাশ করে॥
এতেকে যাবৎ উড়িয়ার দেশ পাই।
তাবৎ নীরব হও সকল গোসাঞি॥
সঙ্কোচ হইল সবে নাবিকের বোলে।
প্রভু সে ভাসেন নিরবধি প্রেম-জলে॥
ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
সবারে বলেন কেনে ভয় কর কার॥
এই না সমুখে সুদর্শন চক্র ফিরে।
বৈষ্ণব জনের নিরবধি বিঘ্ন হরে॥
কিছু চিন্তা নাহি কর কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
তোরা কি না দেখ হের ফিরে সুদর্শন॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব ভক্তগণ।
আনন্দে লাগিল সবে করিতে কীর্ত্তন॥
ব্যপদেশে মহাপ্রভু কহেন সবারে।
নিরবধি সুদর্শন ভক্ত রক্ষা করে॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ হিংসা করে।
সুদর্শন অগ্নিতে সে পাপী পুড়ি মরে॥

বিষ্ণু-চক্র সুদর্শন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে ভক্ত জনেরে লঙ্ঘিতে॥
এই মত শ্রীগৌরসুন্দর গোপ্য কথা।
তান কৃপা যারে সেই বুঝয়ে সর্ব্বথা॥
হেন মতে মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন রসে।
প্রবেশ হইলা আসি শ্রীউৎকল দেশে॥
উত্তরিলা গিয়া নৌকা শ্রীপ্রয়াগ ঘাটে।
নৌকা হৈতে মহাপ্রভু উঠিলেন তটে॥
প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র উড্রদেশে।
ইহা যে শুনয়ে সে ভাসয়ে প্রেম-রসে॥
আনন্দে ঠাকুর উড্রদেশ হই পার।
সর্ব্বগণ সহিত হইলা নমস্কার॥
সেই স্থানে আছে তার গঙ্গাঘাট নাম।
তহিঁ গৌরচন্দ্র প্রভু করিলেন স্নান॥
যুধিষ্ঠির স্থাপিত মহেশ তথি আছে।
স্নান করি তাঁরে নমস্করিলেন পাছে॥
উড্রদেশে প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র।
গণ সহ হইলেন পরম আনন্দ॥
এক দেব স্থানেতে থুইয়া সবাকারে।
আপনে চলিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে॥
যার ঘরে গিয়া প্রভু উপসন্ন হয়।
সে বিগ্রহ দেখিতে কাহার মোহ নয়॥
আঁচল পাতেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সবেই তণ্ডুল আনি দেয়েন সত্বর॥
ভক্ষ্য দ্রব্য উৎকৃষ্ট যে থাকে যার ঘরে।
সন্তোষে সবেই আনি দেয়েন প্রভুরে॥
জগতের অন্নপূর্ণা যে লক্ষ্মীর নাম।
সে লক্ষ্মী মাগয়ে যাঁর পাদপদ্মে স্থান॥
হেন প্রভু আপনে সকল ঘরে ঘরে।
ন্যাসীরূপে ভিক্ষা ছলে জীব ধন্য করে॥
ভিক্ষা করি প্রভু হই হরষিত মন।
আইলেন যথা বসি আছে ভক্তগণ॥
ভিক্ষা দ্রব্য দেখি সবে লাগিলা হাসিতে।
সবেই বলেন প্রভু পারিবা পোষিতে॥
সন্তোষে জগদানন্দ করিলা রন্ধন।
সবার সংহতি প্রভু করিলা ভোজন॥
সর্ব্ব রাত্রি সেই গ্রামে করি সংকীর্ত্তন।
উষাকালে মহাপ্রভু করিলা গমন॥
কতদূর গেলে মাত্র দানী দুরাচার।
রাখিলেক দান চাহে না দেয় যাইবার॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ পাইল বিস্ময়।
জিজ্ঞাসিল কতেক তোমার লোক হয়॥
প্রভু কহে জগতে আমার কেহ নয়।
আমিহ কাহার নহি কহিল নিশ্চয়॥
এক আমি দুই নহি সকল আমার।
কহিতে নয়নে বহে অবিরত ধার॥
দানী বলে গোসাঞি করহ শুভ তুমি।
এ সবার দান পাইলে ছাড়ি দিব আমি॥
শুভ করিলেন প্রভু গোবিন্দ বলিয়া।
কতদূর সবা ছাড়ি বসিলেন গিয়া॥
সবা পরিহরি প্রভু করিলা গমন।
হরিষে বিষাদ হইলেন ভক্তগণ॥
দেখিয়া প্রভুর অতি নিরপেক্ষ খেলা।
অন্যান্যে সর্ব্বগণে হাসিতে লাগিলা॥
পাছে প্রভু সবা ছাড়ি করেন গমন।
এতেকে বিষাদ আসি ধরিলেক মন॥
নিত্যানন্দ সবা প্রবোধেন চিন্তা নাই।
আমা সবা ছাড়িয়া না যাবেন গোসাঞি॥
দানী বলে তোমরা ত সন্ন্যাসীর নহ।
এতেকে আমারে সে উচিত দান দেহ॥

কতদূরে প্রভু সব পার্ষদ ছাড়িয়া।
হেট মাথা করি মাত্র কান্দেন বসিয়া॥
কাষ্ঠ পাষাণাদি দ্রবে শুনি সে ক্রন্দন।
অদ্ভুত দেখিয়া দানী ভাবে মনে মন॥
দানী বলে এ পুরুষ নর কভু নহে।
মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে॥
সবারে জিজ্ঞাসে দানী প্রণতি করিয়া।
কে তোমরা কার লোক কহ ত ভাঙ্গিয়া॥
সবে বলিলেন অই ঠাকুর সবার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম শুনিয়াছ যাঁর॥
সবেই উহার ভৃত্য আমরা সকল।
কহিতে সবার আঁখি বহি পড়ে জল॥
দেখিয়া সবার প্রেম মুগ্ধ হইলা দানী।
দানীর নয়ন দুই বহি পড়ে পানী॥
আস্তে ব্যস্তে দানী গিয়া প্রভুর চরণে।
দণ্ডবৎ হই বলে বিনয় বচনে॥
কোটি কোটি জন্ম যত আছিল মঙ্গল।
তোমা দেখে আজি পূর্ণ হইল সকল॥
অপরাধ ক্ষমা কর করুণা-সাগর।
চল নীলাচল গিয়া দেখহ সত্বর॥
দানী প্রতি করি প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত।
হরি বলি চলিলেন সর্ব্ব জীব-নাথ॥
সবার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার।
বিনা পাপী বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার॥
অসুর দ্রবিল চৈতন্যের গুণ নামে।
অত্যন্ত দুষ্কৃতি পাপী সেই নাহি মানে॥
হেন মতে নীলাচলে বৈকুণ্ঠের নাথ।
আইসেন সবারে করিয়া দৃষ্টিপাত॥
নিজ প্রেমানন্দে প্রভু পথ নাহি জানে।
অহর্নিশ সুবিহ্বল প্রেমরস পানে॥

এই মতে মহাপ্রভু চলিয়া আসিতে।
কত দিনে উত্তরিলা সুবর্ণরেখাতে॥
সুবর্ণরেখার জল পরম নির্ম্মল।
স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব সকল॥
স্নান করি স্বর্ণরেখা নদী ধন্য করি।
চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি॥
রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দচন্দ্র।
সংহতি তাঁহার সবে শ্রীজগদানন্দ॥
কতদূরে গৌরচন্দ্র বসিলেন গিয়া।
নিত্যানন্দ স্বরূপের অপেক্ষা করিয়া॥
চৈতন্য আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ রায়।
বিহ্বলের মত ব্যবসায় সর্ব্বথায়॥
কখন হুঙ্কার করে কখন রোদন।
ক্ষণে মহা অট্ট হাস্য ক্ষণে বা গর্জ্জন॥
ক্ষণে বা নদীর মাঝে এড়েন সাঁতার।
ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গে ধূলা মাখেন অপার॥
ক্ষণে বা যে আছাড় খায়েন প্রেম-রসে।
চূর্ণ হয় অঙ্গ হেন সর্ব্ব লোক বাসে॥
আপনা আপনি নৃত্য করেন কখন।
টলমল করয়ে পৃথিবী ততক্ষণ॥
এ সকল কথা তান কিছু চিত্র নয়।
অবতীর্ণ আপনে অনন্ত মহাশয়॥
নিত্যানন্দ কৃপায় এ সব শক্তি হয়।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাহার হৃদয়॥
নিত্যানন্দ স্বরূপে থুইয়া এক স্থানে।
চলিলা জগদানন্দ ভিক্ষা অন্বেষণে॥
ঠাকুরের দণ্ড শ্রীজগদানন্দ বহে।
দণ্ড থুই নিত্যানন্দ স্বরূপেরে কহে॥
ঠাকুরের দণ্ডে মন দিও সাবধানে।
ভিক্ষা করি আমিহ আসিব এইক্ষণে॥

আস্তে ব্যস্তে নিত্যানন্দ দণ্ড ধরি করে।
বসিলেন সেই স্থানে বিহ্বল অন্তরে॥
দণ্ড হাতে করি হাসে নিত্যানন্দ রায়।
দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায়॥
অহে দণ্ড আমি যারে বহয়ে হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এত যুক্তি নহে॥
এত বলি বলরাম পরম প্রচণ্ড।
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি করি তিন খণ্ড॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন ঈশ্বর সে জানে।
কেন ভাঙ্গিলেন দণ্ড জানিব কেমনে॥
নিত্যানন্দ জ্ঞাত গৌরচন্দ্রের অন্তর।
নিত্যানন্দেরে জানে শ্রীগৌরসুন্দর॥
যুগে যুগে দুই ভাই শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দোঁহার অন্তর দোঁহে জানে অনুক্ষণ॥
এক বস্তু দুই ভাগ ভক্তি বুঝাইতে।
গৌরচন্দ্র জানি সবে নিত্যানন্দ হৈতে॥
বলরাম বিনা অন্য চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিবারে পারে হেন কে আছে প্রচণ্ড॥
সকল বুঝায় ছলে শ্রীগৌরসুন্দরে।
যে জানে এ মর্ম্ম সেই জন সুখে তরে॥
দণ্ড ভাঙ্গি নিত্যানন্দ আছেন বসিয়া।
ক্ষণেকে জগদানন্দ মিলিলা আসিয়া॥
ভগ্ন দণ্ড দেখি মহা হইলা বিস্মিত।
অন্তরে জগদানন্দ হইলা চিন্তিত॥
বার্ত্তা জিজ্ঞাসেন দণ্ড ভাঙ্গিলেক কে।
নিত্যানন্দ বলে দণ্ড ধরিলেক যে॥
আপনায় দণ্ড প্রভু ভাঙ্গিয়া আপনে।
তাঁর দণ্ড ভাঙ্গিতে কি পারে অন্য জনে॥
শুনি বিপ্র আর না করিলা প্রত্যুত্তর
ভাঙ্গা দণ্ড লই মাত্র চলিলা সত্বর॥
বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর।
ভাঙ্গা দণ্ড ফেলি দিল প্রভুর গোচর॥
প্রভু বলে কহ দণ্ড ভাঙ্গিল কেমনে।
পথে কি কন্দল করিলা কার সনে॥
কহিলা জগদানন্দ পণ্ডিত সকল।
ভাঙ্গিলেক নিত্যানন্দ দণ্ড সুবিহ্বল॥
নিত্যানন্দ প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে আপনি।
কি লাগি ভাঙ্গিলা দণ্ড কহ দেখি শুনি॥
নিত্যানন্দ বলে ভাঙ্গিয়াছি বাঁশ খান।
না পার ক্ষমিতে কর যে শাস্তি প্রমাণ॥
প্রভু বলে যহি সর্ব্ব দেব অধিষ্ঠান।
সে তোমার মতে কি হইল বাঁশ খান॥
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা।
মনে করে এক মুখে করে আর খেলা॥
এতেক যে বুঝি বলে কৃষ্ণের হৃদয়।
সেই সে অবোধ ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
মারিবেন যারে হেন আছয়ে অন্তরে।
তাহারেও দেখি যেন মহা প্রীতি করে॥
প্রাণ সম অধিক যে সব ভক্তগণ।
তাহারেও দেখি যেন নিরপেক্ষ মন॥
এই মত অচিন্ত্য অগম্য লীলা মাত্র।
তান অনুগ্রহে বুঝে তান কৃপা-পাত্র॥
দণ্ড ভাঙ্গিলেন আপনেই ইচ্ছা করি।
ক্রোধে লাগিলেন ব্যঞ্জিবারে গৌরহরি॥
প্রভু বলে সবে দণ্ড মাত্র ছিল সঙ্গ।
তাহা আজি কৃষ্ণের প্রসাদে হৈল ভঙ্গ॥
এতেকে আমার সঙ্গে কার সঙ্গ নাই।
তোমরা বা আগে চল কিবা আমি যাই॥
দ্বিরুক্তি করিতে আজ্ঞা শক্তি আছে কার।
সবেই হইলা যেন চিন্তিত অপার॥

মুকুন্দ বলেন তবে তুমি চল আগে।
আমরা সবার কিছু পাছে কৃত্য আছে॥
ভাল বলি চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
মত্ত সিংহ প্রায় গতি লিখিতে দুষ্কর॥
মুহূর্ত্তেকে গেলা প্রভু জলেশ্বর গ্রামে।
বরাবর গেলা জলেশ্বর দেবস্থানে॥
জলেশ্বর পূজিতে আছেন বিপ্রগণ।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ মাল্য বিভূষণ॥
বহুবিধ বাদ্য উঠিয়াছে কোলাহল।
চতুর্দ্দিগে নৃত্য গীত পরম মঙ্গল॥
দেখি প্রভু ক্রোধ পাসরিলেন সন্তোষে।
সেই বাদ্যে প্রভু মিশাইলা প্রেমরসে॥
নিজ প্রিয় শঙ্করের বিভব দেখিয়া।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র পরানন্দ হঞা॥
শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র।
এতেকে শঙ্কর প্রিয় সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ॥
না মানে চৈতন্যপথ বোলায় বৈষ্ণব।
শিবের অমান্য করে ব্যর্থ তার সব॥
করিতে আছেন নৃত্য জগতজীবন।
পর্ব্বত বিদরে হেন হুঙ্কার গর্জ্জন॥
দেখি শিব দাস সব হইলা বিস্মিত।
সবেই বলেন শিব হইলা বিদিত॥
আনন্দে অধিক সবে করে গীত বাদ্য।
প্রভুও নাচেন তিলার্দ্ধেক নাহি বাহ্য॥
কতক্ষণে ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
আসিয়াই মুকুন্দাদি গাইতে লাগিলা॥
প্রিয়গণ দেখি প্রভু অধিক আনন্দে।
নাচিতে লাগিলা বেড়ি গায় ভক্তবৃন্দে॥
সে বিকার কহিতে বা শক্তি আছে কার।
নয়নে বহয়ে সুরধুনী শত ধার॥

এবে সে শিবের পুর হইল সকল।
যহি নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর॥
কত ক্ষণে প্রভু পরানন্দ প্রকাশিয়া।
স্থির হইলেন তবে প্রিয় গোষ্ঠী লঞা॥
সবা প্রতি করিলেন প্রেম আলিঙ্গন।
সবে হৈলা নির্ভয় পরমানন্দ মন॥
নিত্যানন্দ দেখি প্রভু লইলেন কোলে।
বলিতে লাগিলা তাঁরে কিছু কুতূহলে॥
কোথা তুমি আমারে করিয়া সম্বরণ।
যেমতে আমার রহে সন্ন্যাস গ্রহণ॥
আরো আমা পাগল করিতে তুমি চাও।
আর যদি কর তবে মোর মাথা খাও॥
যেন কর তুমি আমা তেন আমি হই।
সত্য সত্য এই আমি সবা স্থানে কই॥
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবান।
নিত্যানন্দ প্রতি সবে হও সাবধান॥
মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দ দেহ বড়।
সত্য সত্য সবারে কহিনু এই দড়॥
নিত্যানন্দ স্থানে যার হয় অপরাধ।
মোর দোষ নাহি তার প্রেমভক্তি বাধ॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥
আত্ম-স্তুতি শুনি নিত্যানন্দ মহাশয়।
লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয়॥
পরম আনন্দ হইলেন ভক্তগণ।
হেন লীলা করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
এই মতে জলেশ্বরে সে রাত্রি রহিয়া।
উষাকালে চলিলা সকল ভক্ত লয়া॥
বাঁশদহ পথে এক শাক্ত ন্যাসী-বেশ।
আসিয়া প্রভুরে পথে করিলা আদেশ॥

শাক্ত হেন প্রভু জানিলেন নিজ মনে।
সম্ভাষিতে লাগিলেন মধুর বচনে॥
প্রভু বলে কহ কহ কোথা তুমি সব।
চিরদিনে আজি সবে দেখিল বান্ধব॥
প্রভুর মায়ায় শাক্ত মোহিত হইলা।
আপনার তত্ত্ব যত কহিতে লাগিলা॥
যত যত শাক্ত বৈসে যত যত দেশে।
সব কহে একে একে শুনি প্রভু হাসে॥
শাক্ত বলে চল ঝাট মঠেতে আমার।
সবেই আনন্দ আজি করিব অপার॥
পাপী শাক্ত মদিরারে বলয়ে আনন্দ।
বুঝিয়া হাসেন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ॥
প্রভু বলে আমি আসি আনন্দ করিতে।
আগে গিয়া তুমি সজ্জ করহ ত্বরিতে॥
শুনিয়া চলিলা শাক্ত হই হরষিত।
এই মত ঈশ্বরের অগাধ চরিত॥
পতিতপাবন কৃষ্ণ সর্ব্ব বেদে কহে।
অতএব শাক্ত সনে প্রভু কথা কহে॥
লোকে বলে এ শাক্তের হইল উদ্ধার।
এ শাক্ত পরশে অন্য শাক্তের নিস্তার॥
এই মত শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান।
নানা মতে করিলেন সর্ব্ব জীব ত্রাণ॥
হেন মতে শাক্তের সহিত রস করি।
আইলা রেমুণা গ্রামে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
রেমুণায় দেখি নিজমূর্ত্তি গোপীনাথ।
বিস্তর করিলা নৃত্য ভক্তবর্গ সাথ॥
আপনার প্রেমে প্রভু পাসরি আপনা।
রোদন করেন অতি করিয়া করুণা॥
সে করুণা শুনিতে পাষাণ কাষ্ঠ দ্রবে।
এবে না দ্রবিলা ধর্ম্মধ্বজিগণ সবে॥

কত দিনে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।
আইলেন জাজপুর ব্রাহ্মণ নগর॥
যহি আদি বরাহের অদ্ভুত প্রকাশ।
যার দরশনে হয় সর্ব্ব বন্ধ নাশ॥
মহাতীর্থ বহে যথা নদী বৈতরণী।
যার দরশনে পাপ পলায় আপনি॥
জন্তু মাত্র যে নদীর হইলেন পার।
দেবগণে দেখে চতুর্ভুজের আকার॥
নাভীগয়া বিরোজা দেবীর যথা স্থান।
যথা হৈতে ক্ষেত্র দশ যোজন প্রমাণ॥
জাজপুরে আছয়ে যতেক দেবস্থান।
লক্ষ লক্ষ বৎসরেও লৈতে নারি নাম॥
দেবালয় নাহি হেন নাহি তথা স্থান।
কেবল দেবের বাস জাজপুর গ্রাম॥
প্রথমে দশাশ্বমেধ ঘাটে ন্যাসীমণি।
স্নান করিলেন ভক্ত সংহতি আপনি॥
তবে প্রভু গেলা আদিবরাহ সম্ভাষে।
বিস্তর করিলা নৃত্য গীত প্রেমরসে॥
বড় সুখী হৈলা প্রভু দেখি জাজপুর।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আনন্দাবেশ প্রচুর॥
কে জানে কি ইচ্ছা তান ধরিলেক মনে।
সবা ছাড়ি একা পলাইলেন আপনে॥
প্রভু না দেখিয়া সবে হইলা বিকল।
দেবালয় চাহি চাহি বুলেন সকল॥
না পাইয়া কোথাও প্রভুর অন্বেষণ।
পরম চিন্তিত হইলেন ভক্তগণ॥
নিত্যানন্দ বলে সবে স্থির কর চিত্ত।
জানিলাম প্রভু গিয়াছেন যে নিমিত্ত॥
নিভৃতে ঠাকুর সব জাজপুর গ্রাম।
দেখিবেন দেবালয় যত পুণ্য স্থান॥

আমরাও সবে ভিক্ষা করি এই ঠাঞি
আজি থাকি কালি প্রভু পাইব এথাই ॥
সেই মত করিলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
ভিক্ষা করি আনি সবে করিল ভোজন ॥
প্রভুও বুলিয়া সব জাজপুর গ্রাম।
দেখিয়া যতেক জাজপুর পুণ্য স্থান ॥
সর্ব্ব ভক্তগণ যথা আছেন বসিয়া।
আর দিনে সেই স্থানে মিলিলা আসিয়া ॥
আস্তে ব্যস্তে ভক্তগণ হরি হরি বলি।
উঠিলেন সবেই হইয়া কুতুহলী ॥
সবা সহ প্রভু জাজপুর ধন্য করি।
চলিলেন হরি বলি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
হেন মতে মহানন্দে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।
আইলেন কত দিনে কটক নগর ॥
ভাগ্যবতী মহানদী জলে করি স্নান।
আইলেন প্রভু সাক্ষীগোপালের স্থান ॥
দেখি সাক্ষীগোপালের লাবণ্য মোহন।
আনন্দ করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন ॥
প্রভু বলি নমস্কার করেন স্তবন।
অদ্ভুত করেন প্রেম আনন্দ ক্রন্দন ॥
যার মন্ত্রে সকল মূর্ত্তিতে বৈসে প্রাণ।
সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র নাম ॥
তথাপিও নিরবধি করে দাস্যলীলা।
অবতার হৈলে হয় এই মত খেলা ॥
তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর।
গুপ্ত কাশী বাস যথা করেন শঙ্কর ॥
সর্ব্ব তীর্থ জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি।
বিন্দু সরোবর শিব সৃজিলা আপনি ॥
শিবপ্রিয় সরোবর জানি শ্রীচৈতন্য।
স্নান করি বিশেষে করিলা অতি ধন্য ॥
দেখিলেন গিয়া প্রভু প্রকট শঙ্কর।
চতুর্দ্দিকে শিবধ্বনি করে অনুচর ॥
চতুর্দ্দিকে সারি সারি ঘৃতদীপ জ্বলে।
নিরবধি অভিষেক হইতেছে জলে ॥
নিজ প্রিয় শঙ্করের দেখিয়া বিভব।
তুষ্ট হইলেন প্রভু সকল বৈষ্ণব ॥
যে চরণ রসে শিব বসন না জানে।
হেন প্রভু নৃত্য করে শিব বিদ্যমানে ॥
নৃত্য গীত শিব অগ্রে করিয়া আনন্দ।
সে রাত্রি রহিলা সেই গ্রামে গৌরচন্দ্র ॥
সেই স্থান শিব পাইলেন যেই মতে।
সেই কথা কহি স্কন্দ পুরাণের মতে ॥
কাশী মধ্যে পূর্ব্বে শিব পার্ব্বতী সহিতে।
আছিলা অনেক কাল পরম নিভৃতে ॥
তবে গৌরী সহ শিব গেলেন কৈলাস।
নররাজগণে কাশী করয়ে বিলাস ॥
তবে কাশীরাজ নামে হৈলা এক রাজা।
কাশীপুর ভোগ করে করি শিব পূজা ॥
দৈবে আসি কাল পাশ লাগিল তাহারে।
উগ্র তপে শিব পূজে কৃষ্ণে জিনিবারে ॥
প্রত্যক্ষ হইল শিব তপের প্রভাবে।
বর মাগ বলিলে সে রাজা বর মাগে ॥
এক বর মাগো প্রভু তোমার চরণে।
যেন মুঞি কৃষ্ণ জিনিবারে পারোঁ রণে ॥
ভোলানাথ শঙ্করের চরিত্র অগাধ।
কে বুঝে কিরূপে কারে করেন প্রসাদ ॥
তারে বলিলেন রাজা চল যুদ্ধে তুমি।
তোর পাছে সর্ব্বগণ সহ আছি আমি ॥
তোরে জিনিবেক হেন কার শক্তি আছে।
পাশুপত অস্ত্র লই মুঞি তোর পাছে ॥

পাইয়া শিবের বর সেই মূঢ়মতি।
চলিলা হরিষে যুদ্ধে কৃষ্ণের সংহতি॥
শিব চলিলেন তার পাছে সর্ব্বগণে।
তার পক্ষ হই যুদ্ধ করিবার মনে॥
সর্ব্বভূত অন্তর্যামী দৈবকীনন্দন।
সকল বৃত্তান্ত জানিলেন সেইক্ষণ॥
জানিয়া বৃত্তান্ত নিজ চক্র সুদর্শন।
এড়িলেন মহাপ্রভু সবার দলন॥
কার অব্যাহতি নাহি সুদর্শন স্থানে।
কাশীরাজ মুণ্ড গিয়া কাটিল প্রথমে॥
শেষে তার সম্বন্ধে সকল বারাণসী।
পোড়াইয়া সকল করিল ভস্মরাশি॥
বারাণসী দাহ দেখে ক্রুদ্ধ মহেশ্বর।
পাশুপত অস্ত্র এড়িলেন ভয়ঙ্কর॥
পাশুপত অস্ত্র কি করিব চক্র স্থানে।
চক্রতেজ দেখি পলাইল সেইক্ষণে॥
শেষে মহেশ্বর প্রতি যায়েন ধাইয়া।
চক্রভয়ে শঙ্কর যায়েন পলাইয়া॥
চক্র তেজে ব্যাপিলেক সকল ভুবন।
পলাইতে দিক্ না পায়েন ত্রিলোচন॥
পূর্ব্বে যেন চক্র তেজে দুর্ব্বাসা পীড়িত।
শিবের হইল এবে সেই সব রীত॥
শেষে শিব বলিলেন সুদর্শন স্থানে।
রক্ষা করিবেক হেন নাহি কৃষ্ণ বিনে॥
এতেক চিন্তিয়া বৈষ্ণবাগ্র ত্রিলোচন।
ভয়ে ত্রস্ত হই গেল গোবিন্দ শরণ॥
জয় জয় মহাপ্রভু দেবকীনন্দন।
জয় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব জীবের শরণ॥
জয় জয় সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি সর্ব্বদাতা।
জয় জয় স্রষ্টা হর্ত্তা সবার রক্ষিতা॥
জয় জয় অদোষ দরশি কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় সন্তপ্ত জনের এক বন্ধু॥
জয় জয় অপরাধ ভঞ্জন চরণ।
দোষ ক্ষম প্রভু তোর লইনু শরণ॥
শুনি শঙ্করের স্তব সর্ব্ব জীবনাথ।
চক্রতেজ নিবারিয়া হইলা সাক্ষাৎ॥
চতুর্দ্দিকে শোভা করে পোগ গোপীগণ।
কিছু ক্রোধ হাস্য মুখে বলেন বচন॥
কেন শিব তুমিত জানহ মোর শুদ্ধি।
এত কালে তোমার এমত কেনে বুদ্ধি।
কোন কীট কাশীরাজ অধম নৃপতি।
তার লাগি যুদ্ধ কর আমার সংহতি॥
এই যে দেখহ মোর চক্র সুদর্শন।
তোমারেও না সহে যাহার পরাক্রম॥
ব্রহ্ম অস্ত্র পাশুপত অস্ত্র আদি যত।
পরম অব্যর্থ মহা অস্ত্র আর কত॥
সুদর্শন স্থানে কার নাহি প্রতিকার।
যার অস্ত্র তারে চাহে করিতে সংহার॥
হেন ত না দেখি আমি সংসার ভিতর।
তোমা বই যে আমারে করে অনাদর॥
শুনিয়া প্রভুর কাছে সক্রোধ উত্তর।
অন্তরে কম্পিত বড় হইল শঙ্কর॥
তবে শেষে ধরিয়া প্রভুর শ্রীচরণ।
করিতে লাগিল শিব আত্মনিবেদন॥
তোমার অধীন প্রভু সকল সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
পবনে চালায় যেন সূক্ষ্ম তৃণগণ।
এই মত অস্বতন্ত্র সকল ভুবন॥
যে করাও প্রভু তুমি সেই জীব করে।
কেহ কেবা আছে যে তোমার মায়া তরে॥

বিশেষে দিয়াছ প্রভু মোরে অহঙ্কার।
আপনারে বড় বই নাহি দেখি আর॥
তোমার মায়ায় মোরে করায় দুর্গতি।
কি করিব প্রভু মুঞি অস্বতন্ত্র মতি॥
তোর পাদপদ্ম মোর একান্ত জীবন।
অরণ্যে থাকিব চিন্তি তোমার চরণ॥
তথাপিও মোরে সে লওয়াও অহঙ্কার।
মুঞি কি করিব প্রভু যে ইচ্ছা তোমার॥
তথাপিহ প্রভু মুঞি কৈনু অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ॥
এমত কুবুদ্ধি মোর যেন আর নহে।
এই বর দেহ প্রভু হইয়া সদয়ে॥
যেন অপরাধ কৈনু করি অহঙ্কার।
হইল তাহার শাস্তি শেষ নাহি আর॥
এবে আজ্ঞা কর প্রভু থাকিব কোথায়।
তোমা বই আর বা বলিব কার পায়॥
শুনি শঙ্করের বাক্য ঈষৎ হাসিয়া।
বলিতে লাগিলা প্রভু কৃপাযুক্ত হৈয়া॥
শুন শিব তোমারে দিলাম দিব্য স্থান।
সর্ব্ব গোষ্ঠী সহ তথা করহ পয়ান॥
একাম্রক নাম বন স্থান মনোহর।
তথায় হইবা তুমি কোটি লিঙ্গেশ্বর॥
সেহ বারাণসী প্রায় সুরম্য নগরী।
সেই স্থানে আমার পরম গোপ্য পুরী॥
সেই স্থান শিব আজি কহি তোমা স্থানে।
সে পুরীর মর্ম্ম মোর কেহ নাহি জানে॥
সিন্ধুতীরে বটমূলে নীলাচল নাম।
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম অতি রম্য স্থান॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে॥
সর্ব্বকাল সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি॥
সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু কীট কৃমি॥
সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণ।
ভুবন মঙ্গল করি কহি যে সে স্থান॥
নিদ্রায় যে স্থানে সমাধির ফল হয়।
শয়নে প্রণাম ফল যথা বেদে কয়॥
প্রদক্ষিণ ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথা মাত্র যথা হয় আমার স্তবন॥
হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্ম্মল।
মৎস্য খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল॥
নিজ নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম।
তাহাতে যতেক বৈসে সে আমার সম॥
সে স্থানে নাহিক যমদণ্ড অধিকার।
আমি করি ভাল মন্দ বিচার সবার॥
হেন সে আমার পুরী তাহার উত্তরে।
তোমারে দিলাম স্থান রহিবার তরে॥
ভক্তিমুক্তিপ্রদ সেই স্থান মনোহর।
তথায় বিখ্যাত হৈবা শ্রীভুবনেশ্বর॥
শুনিয়া অদ্ভুত পুরী মহিমা শঙ্কর।
পুনঃ শ্রীচরণ ধরি করিলা উত্তর॥
শুন প্রাণনাথ মোর এক নিবেদন।
মুঞি সে পরম অহঙ্কৃত সর্ব্বক্ষণ॥
এতেকে তোমারে ছাড়ি আমি অন্য স্থানে।
থাকিলে কুশল মোর নাহিক কখনে॥
তোমার নিকটে থাকি সবে মোর মন।
দুষ্ট সঙ্গ দোষে ভাল নাহিক কখন॥
এতেকে আমারে যদি থাকে ভৃত্য জ্ঞান।
তবে প্রভু ক্ষেত্রে মোরে দেহ এক স্থান॥

ক্ষেত্রের মহিমা শুনি শ্রীমুখে তোমার।
বড় ইচ্ছা হৈল তথা থাকিতে আমার॥
নিকৃষ্ট হইয়া প্রভু সেবিব তোমারে।
তথায় তিলেক স্থান দেহ প্রভু মোরে॥
ক্ষেত্র বাস প্রতি মোর বড় লয় মন।
এত বলি মহেশ্বর করেন ক্রন্দন॥
শিব বাক্যে তুষ্ট হই শ্রীচন্দ্রবদন।
বলিতে লাগিলা তাঁরে করি আলিঙ্গন॥
শুন শিব তুমি মোর নিজ দেহ সম।
যে তোমার প্রিয় সে মোহার প্রিয়তম॥
যথা তুমি তথা আমি ইথে নাহি আন।
সর্ব্ব ক্ষেত্রে তোমারে দিলাম আমি স্থান॥
ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বথা আমার।
সর্ব্ব ক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার॥
একাম্রক বন যে তোমারে দিল আমি।
তাহাতেও পরিপূর্ণ রূপে থাক তুমি॥
সেই ক্ষেত্র আমার পরম প্রিয় স্থান।
মোর প্রীতে তথায় থাকিবে সর্ব্বক্ষণ॥
যে আমার ভক্ত হই তোমা অনাদরে।
সে আমারে মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে॥
হেন মতে শিব পাইলেন সেই স্থান।
অদ্যাপিও বিখ্যাত ভুবনেশ্বর নাম॥
শিব প্রিয় বড় কৃষ্ণ তাহা বুঝাইতে।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের সাক্ষাতে॥
যত কিছু কৃষ্ণ কহিয়াছেন পুরাণে।
এবে তাহা দেখায়েন সাক্ষাতে আপনে॥
শিব রাম গোবিন্দ বলিয়া গৌররায়।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায়॥
আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিব পূজা করিলেন লই ভক্তবৃন্দ॥

শিক্ষাগুরু ঈশ্বরের শিক্ষা যে না মানে।
নিজ দোষে দুঃখ পায় সেই সব জনে॥
সেই সব গ্রামে প্রভু ভক্তবৃন্দ সঙ্গে।
শিবলিঙ্গ দেখি দেখি ভ্রমিলেন রঙ্গে॥
পরম নিভৃত এক দেখি শিবস্থান।
সুখী হৈল শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান॥
সেই গ্রামে যতেক আছয়ে দেবালয়।
সব দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়॥
এই মতে সর্ব্ব পথে সন্তোষে আসিতে।
উত্তরিলা আসি প্রভু কমল পুরেতে॥
দেউলের ধ্বজ মাত্র দেখিলেন দূরে।
প্রবেশিলা প্রভু নিজ আনন্দ সাগরে॥
অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার।
বিশাল গর্জ্জনে কম্প সর্ব্ব দেহ ভার॥
প্রাসাদের দিকে মাত্র চাহিতে চাহিতে।
চলিলেন প্রভু শ্লোক পড়িতে পড়িতে॥
শ্রীমুখের অর্দ্ধ শ্লোক শুন সাবধানে।
যে লীলা করিলা গৌরচন্দ্র ভগবানে॥

তথাহি।

প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো।
মামালোক্য স্মিতসবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ॥

প্রভু বলে দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে।
হাসেন আমাবে দেখি শ্রীবালগোপালে॥
এই শ্লোক পুনঃ পুনঃ পড়িয়া পড়িয়া।
আছাড় খায়েন প্রভু বিবশ হইয়া॥
সে দিনের যে আছাড় যে আর্ত্তি ক্রন্দন।
অনন্তের জিহ্বায় সে না যায় বর্ণন॥
চক্র প্রতি দৃষ্টি মাত্র করেন সকলে।
সেই শ্লোক পড়িয়া পড়েন ভূমিতলে॥

এই মত দণ্ডবৎ হইতে হইতে।
সর্ব্ব পথ আইলেন প্রেম প্রকাশিতে॥
ইহারে সে বলি প্রেমময় অবতার।
এ শক্তি চৈতন্য বহি অন্যে নাহি আর॥
পথে যত দেখয়ে সুকৃতি নরগণ।
তারা বলে এই ত সাক্ষাৎ নারায়ণ॥
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া আইসে ভক্তগণ।
আনন্দ ধারায় পূর্ণ সবার নয়ন॥
সবে চারি দণ্ড পথ প্রেমের আবেশে।
প্রহর তিনেতে আসি হইল প্রবেশে॥
আইলেন মাত্র প্রভু আঠার নালায়।
সর্ব্ব ভাব সম্বরণ কৈলা গৌররায়॥
স্থির হই বসিলেন প্রভু সবা লয়া।
সবারে বলেন অতি বিনয় করিয়া॥
তোমরা ত আমার করিলা বন্ধুকাজ।
দেখাইলা আনি জগন্নাথ মহারাজ॥
এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে।
আমি বা যাইব আগে তাহা বল মোরে॥
মুকুন্দ বলেন তবে আগে তুমি যাও।
ভাল বলি চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
মত্তসিংহ গতি জিনি চলিলা সত্বর।
প্রবিষ্ট হইল আসি পুরীর ভিতর॥
প্রবেশ হইলা গৌরচন্দ্র নীলাচলে।
ইহা যে শুনয়ে সেই ভাসে প্রেমজলে॥
ঈশ্বর ইচ্ছায় সার্ব্বভৌম সেই কালে।
জগন্নাথ দেখিতে আছেন কুতূহলে॥
হেন কালে গৌরচন্দ্র জগতজীবন।
দেখিলেন জগন্নাথ সুভদ্রা সঙ্কর্ষণ॥
দেখি মাত্র প্রভু করি পরম হুঙ্কারে।
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে করিবারে॥

লম্ফ দেন বিশ্বম্ভর আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে ছুটে সব নয়নের জল॥
ক্ষণেকে পড়িলা হই আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কে বুঝে এ ঈশ্বরের অগাধ চরিত॥
অজ্ঞ পড়িহারি সব উঠিল মারিতে।
আস্তে ব্যস্তে সার্ব্বভৌম পড়িলা পৃষ্ঠেতে॥
হৃদয়ে চিন্তেন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
এত শক্তি মনুষ্যের কোন কালে নয়॥
এ হুঙ্কার এ গর্জ্জন এ প্রেমের ধার।
যত কিছু অলোকিক শক্তির প্রচার॥
এই জন হেন বুঝি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
এই মত চিন্তে সার্ব্বভৌম অতি ধন্য॥
সার্ব্বভৌম নিবারণে সর্ব্ব পড়িহারি।
রহিলেন দূরে সবে মহাভয় করি॥
প্রভু সে হইয়া আছে অচেতন প্রায়।
দেখি মাত্র জগন্নাথ নিজ প্রিয় কায়॥
কি আনন্দে মগ্ন হৈলা বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
বেদেও এ সব তত্ত্ব জানিতে দুষ্কর॥
সেই প্রভু গৌরচন্দ্র চতুর্ব্ব্যূহ রূপে।
আপনে বসিয়া আছে সিংহাসনে সুখে॥
আপনেই উপাসক হই করে ভক্তি।
অতএব কে বুঝয়ে ঈশ্বরের শক্তি॥
আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে সে জানে।
বেদে ভাগবতে এই মত সে বাখানে॥
তথাপি যে লীলা প্রভু করেন যখনে।
তাহা কহে বেদে জীব উদ্ধার কারণে॥
মগ্ন হইলেন প্রভু বৈষ্ণব আবেশে।
বাহ্য গেল দূরে প্রেমসিন্ধু মাঝে ভাসে॥
আবরিয়া সার্ব্বভৌম আছেন আপনে।
প্রভুর আনন্দ মূর্চ্ছা না হয় খণ্ডনে॥

শেষে সার্ব্বভৌম যুক্তি করিলেন মনে।
প্রভু লই যাইবারে আপন ভবনে ॥
সার্ব্বভৌম বলে ভাই পড়িহারিগণ।
সবে তুলি লহ এই পুরুষ রতন ॥
পাণ্ডু বিজয়ের যত নিজ ভৃত্যগণ।
সবে প্রভু কোলে করি করিলা গমন ॥
কে বুঝিবে ঈশ্বরের চরিত্র গহন।
হেন রূপে সার্ব্বভৌম মন্দিরে গমন ॥
চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি করিয়া করিয়া।
বহিয়া আনেন সবে হরিষ হইয়া ॥
হেনই সময়ে সর্ব্ব ভক্ত সিংহদ্বারে।
আসিয়া মিলিলা সবে হরিষ অন্তরে ॥
পরম অদ্ভুত সব দেখেন আসিয়া।
পিপীলিকাগণ যেন অন্ন যায় লয়া ॥
এই মত প্রভুরে আনেন লোক ধরি।
লইয়া যায়েন সবে মহানন্দ করি ॥
সিংহদ্বারে নমস্করি সর্ব্ব ভক্তগণ।
হরিষে প্রভুর পাছে করিলা গমন ॥
সর্ব্ব লোকে ধরি সার্ব্বভৌমের মন্দিরে।
আনিলেন কপাট পড়িল তার দ্বারে ॥
প্রভুরে আসিয়া যে মিলিলা ভক্তগণ।
দেখি হইলা সার্ব্বভৌম হরষিত মন ॥
যথাযোগ্য সম্ভাষা করিয়া সবাসনে।
বসিলেন সন্দেহ ভাঙ্গিল ততক্ষণে ॥
বড় সুখী হৈলা সার্ব্বভৌম মহাশয়।
আর তার কিবা ভাগ্য ফলের উদয় ॥
যার কীর্ত্তি মাত্র সর্ব্ব বেদে ব্যাখ্যা করে।
অনায়াসে ঈশ্বর আইলা তার ঘরে ॥
নিত্যানন্দ দেখি সার্ব্বভৌম মহাশয়।
লইয়া চরণধুলি করিয়া বিনয় ॥

মনুষ্য দিলেন সার্ব্বভৌম সবাসনে।
চলিলেন সবে জগন্নাথ দরশনে ॥
যে মনুষ্য যায় দেখাইতে জগন্নাথ।
নিবেদন করেন করিয়া যোড়হাত ॥
স্থির হই জগন্নাথ সবেই দেখিবা।
পূর্ব্ব গোসাঞির মত কেহ না করিবা ॥
কিরূপ তোমরা সব না পারি বুঝিতে।
স্থির হই দেখ তবে যাই দেখাইতে ॥
যেরূপ তোমার করিলেন এক জনে।
জগন্নাথ দৈবে রহিলেন সিংহাসনে ॥
বিশেষে বা কি কহিব যে দেখিনু তান।
সে আছাড়ে অন্যের কি দেহে রহে প্রাণ ॥
এতেকে তোমরা সব অচিন্ত্য কথন।
সম্বরিয়া দেখিবা করিনু নিবেদন ॥
শুনি সব হাসিতে লাগিলা ভক্তগণ।
চিন্তা নাহি বলি সবে করিলা গমন ॥
আসি দেখিলেন চতুর্ব্ব্যূহ জগন্নাথ।
প্রকট পরমানন্দ ভক্তবর্গ সাত।
দেখি সবে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।
দণ্ডবৎ প্রদক্ষিণ করেন স্তবন ॥
প্রভুর গলার মালা ব্রাহ্মণ আনিয়া।
দিলেন সবার গলে সন্তোষিত হৈয়া ॥
আজ্ঞা মালা পাইয়া সন্তোষিত মনে।
আইলা সত্বরে সার্ব্বভৌমের ভবনে ॥
প্রভুর আনন্দ মূর্চ্ছা হইল যেমতে।
বাহ্য নাহি তিলেক আছেন সেই মতে ॥
বসিয়া আছেন সার্ব্বভৌম পদতলে।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ রামকৃষ্ণ বলে ॥
অচিন্ত্য অগম্য গৌরচন্দ্রের চরিত।
তিন প্রহরেও বাহ্য নহে কদাচিত ॥

ক্ষণেকে উঠিলা সর্ব্ব জগতজীবন।
হরিধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ॥
স্থির হই প্রভু জিজ্ঞাসেন সবা স্থানে।
কহ দেখি আজি মোর কোন বিবরণে॥
শেষে নিত্যানন্দ প্রভু কহিতে লাগিলা।
জগন্নাথ দেখি মাত্র তুমি মূর্চ্ছা গেলা॥
দৈবে সার্ব্বভৌম আসিলেন সেই স্থানে।
ধরি তোমা আনিলেন আপন ভবনে॥
আনন্দ আবেশে তুমি হই পরবশ।
বাহ্য না জানিলা তিন প্রহর দিবস॥
এই সার্ব্বভৌম নমস্করেন তোমারে।
আস্তে ব্যস্তে প্রভু সার্ব্বভৌমে কোলে করে॥
প্রভু বলে জগন্নাথ বড় কৃপাময়।
আনিলেন মোরে সার্ব্বভৌমের আলয়॥
পরম সন্দেহ চিত্তে আছিল আমার।
কি রূপে পাইব আমি সংহতি তোমার॥
কৃষ্ণ তাহা পুর্ণ করিলেন অনায়াসে।
এত বলি সার্ব্বভৌমে চাহি প্রভু হাসে॥
প্রভু বলে শুন আজি আমার আখ্যান।
জগন্নাথ আসি দেখিলাঙ বিদ্যমান॥
জগন্নাথ দেখি চিত্তে হইল আমার।
ধরি আনি বক্ষ মাঝে থুই আপনার॥
ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি।
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি॥
দৈবে সার্ব্বভৌম আজি আছিল নিকটে।
অতএব রক্ষা হৈল এ মহা সঙ্কটে॥
আজি হৈতে এই আমি বলি দঢ়াইয়া।
জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া॥
অভ্যন্তরে আর আমি প্রবেশ নহিব।
গরুড়ের পাছে রহি ঈশ্বর দেখিব॥

ভাগ্যে আমি আজি না ধরিল জগন্নাথ।
তবে ত সঙ্কট আজি হইত আমাত॥
নিত্যানন্দ বলে বল এড়াইলে ভাল।
বেলা নাহি এবে স্নান করহ সকাল॥
প্রভু বলে নিত্যানন্দ সম্বরিব মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥
তবে কতক্ষণে স্নান করি প্রেম সুখে।
বসিলেন সবার সহিত হাস্যমুখে॥
বহুবিধ মহাপ্রসাদ আনিয়া সত্বর।
সার্ব্বভৌম থুইলেন প্রভুর গোচর॥
মহাপ্রসাদেরে প্রভু করি নমস্কার।
বসিলা ভুঞ্জিতে লই সর্ব্ব পরিবার॥
প্রভু বলে বিস্তর নাফরা মোরে দেহ।
পীঠাপানা ছেনাবড়া তোমরা সে লহ॥
এই মত বলি প্রভু মহা প্রেমরসে।
নাফরা খায়েন সর্ব্ব ভক্তগণ হাসে॥
জন্ম জন্ম সার্ব্বভৌম প্রভুর পার্ষদ।
অন্যথা অন্যের নাহি হয় এ সম্পদ॥
সুবর্ণ থালিতে অন্ন আনিয়া আপনে।
সার্ব্বভৌম দেন প্রভু করেন ভোজনে॥
সে ভোজনে যতেক হইল প্রেমরঙ্গ।
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সব প্রসঙ্গ॥
অশেষ কৌতুকে করি ভোজন বিলাস।
বসিলেন প্রভু ভক্তবর্গ চারি পাশ॥
নীলাচলে প্রভুর ভোজন মহারঙ্গ।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যের সঙ্গ॥
শেষ খণ্ডে চৈতন্য আইলা নীলাচলে।
এ আখ্যান শুনিলে ভাসয়ে প্রেমজলে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে শেষ খণ্ডে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণধাম।
জয় জয় নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণ ॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠ নায়ক কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় ন্যাসী চূড়ামণি দীনবন্ধু ॥
শেখ খণ্ড কথা ভাই শুন এক চিতে।
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র বিহরিল যেন মতে ॥
অমৃতের অমৃত শ্রীগৌরাঙ্গের কথা।
ব্রহ্মা শিব যে অমৃত বাঞ্ছেন সর্ব্বথা ॥
অতএব শ্রীচৈতন্য কথার শ্রবণে।
সবার সন্তোষ হয় দুষ্টগণ বিনে ॥
শুন শেষ খণ্ড কথা চৈতন্য রহস্য।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইবা অবশ্য ॥
হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
আত্ম সংগোপন করি আছে কুতূহলে ॥
যদি তিঁহো ব্যক্ত না করেন আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে তাঁরে জানিবারে ॥
দৈবে একদিন সার্ব্বভৌমের সহিতে।
বসিলেন প্রভু তানে লইয়া নিভৃতে ॥
প্রভু বলে শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
তোমারে কহি যে আমি আপন হৃদয় ॥
জগন্নাথ দেখিতে যে আইলাম আমি।
উদ্দেশ্য আসার মূল এথা আছ তুমি ॥
জগন্নাথ আমারে কি কহিবেন কথা।
তুমি সে আমার বন্ধু জানিবে সর্ব্বথা ॥
তোমাতে সে বৈসে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি।
তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি ॥
এতেকে তোমার আমি লইনু আশ্রয়।
তাহা কর যেরূপে আমার ভাল হয় ॥
কি বিধি করিব মুঞি থাকিব কিরূপে।
যেমতে না পড়োঁ মুঞি এ সংসার কূপে ॥
সব উপদেশ মোরে কহ আমায়ায়।
আমি সে তোমার হই জান সর্ব্বথায় ॥
এই মতে অনেক প্রকারে মায়া করি।
সার্ব্বভৌম প্রতি কহিলেন গৌরহরি ॥
না জানিয়া সার্ব্বভৌম ঈশ্বরের মর্ম্ম।
কহিতে লাগিলা যে জীবের যত ধর্ম্ম ॥
সার্ব্বভৌম বলেন কহিলা যত তুমি।
সকল তোমার ভাল বাসিলাম আমি ॥
যে তোমার হইয়াছে ভক্তির উদয়।
অত্যন্ত অপূর্ব্ব সে কহিলে কভু নয় ॥
কৃষ্ণকৃপা হইয়াছে তোমার উপরে।
সবে এক করিয়াছ নহে ব্যবহারে ॥
পরম সুবুদ্ধি তুমি হইয়া আপনে।
তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে ॥
বুঝ দেখি বিচারিয়া কি আছে সন্ন্যাসে।
প্রথমেই বন্ধ হয় অহঙ্কার পাশে ॥
দণ্ড ধরি মহাজ্ঞানী হয় আপনারে।
কাহারেও বল যোড় হস্ত নাহি করে ॥
যার পদধূলি লৈতে দেবের বিহিত।
হেন জনে নমস্করে তবু নহে ভীত ॥
অহঙ্কার ধর্ম্ম এই কভু ভাল নহে।
বুঝ এই ভাগবতে যেন মত কহে ॥

তথাহি। একাদশস্কন্দে।

প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্।
প্রবিষ্টো জীবকলয়া তত্রৈব ভগবানিতি ॥

ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি ॥

এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজি যার ইথে নাহি রতি॥
শিখা সূত্র ঘুচাইয়া সবে এই লাভ।
নমস্কার করে আসি মহা মহাভাগ॥
প্রথমে শুনিয়ে এই এক অপচয়।
এবে আর শুন সর্ব্বনাশ বুদ্ধি ক্ষয়॥
জীবের স্বভাব ধর্ম্ম ঈশ্বর ভজন।
তাহা ছাড়ি আপনারে বলে নারায়ণ॥
গর্ভবাসে যে ঈশ্বর করিলেন রক্ষা।
যাহার প্রসাদে হৈল বুদ্ধি জ্ঞান শিক্ষা॥
যার দাস্য লাগি শেষ অজ ভব রমা।
পাইয়াও নিরবধি করেন কামনা॥
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় যাহার দাসে করে।
লজ্জা নাহি হেন প্রভু বলে আপনারে॥
নিদ্রা হৈলে আপনে কে ইহাও না জানে।
আপনারে নারায়ণ বলে হেন জনে॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ সর্ব্ব বেদে কয়।
পিতারে সে ভক্তি করে যে সুপুত্র হয়॥

তথাহি শ্রীগীতায়াম্।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ॥
গীতা শাস্ত্রে অর্জ্জুনের সন্ন্যাস করণ।
শুন এই যাহা কহিয়াছে নারায়ণ॥

তথাহি।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়াঃ॥

নিস্কাম হইয়া করে যে কৃষ্ণভজন।
তাহারে সে বলি যোগী সন্ন্যাস লক্ষণ॥
বিষ্ণু ক্রিয়া না করিলে পরান্ন খাইলে।
কিছু নহে সাক্ষাতেই এই বেদে বলে॥

তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।
হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ॥

তাহারে সে বলি কর্ম্ম ধর্ম্ম সদাচার।
ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥
তাহারে সে বলি বিদ্যা মন্ত্র অধ্যয়ন।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন॥
সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥
যদি বল শঙ্করের মত সেহ নহে।
তার অভিপ্রায় দাস্য তাঁরি মুখে কহে॥

তথাহি শঙ্করাচার্য্য-বাক্যম্।

যদ্যপি ভেদাপগমে
নাথ তবাহং ন মামকীয়স্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥

যদ্যপিও জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই।
সর্ব্বময় পরিপূর্ণ আছে সর্ব্ব ঠাঞি॥
তবু তোমা হৈতে সে হইয়াছি আমি।
আমা হইতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি॥
যেন সমুদ্রের সে তরঙ্গ লোকে বলে।
তরঙ্গের সমুদ্র না হয় কোন কালে॥
অতএব জগত তোমার তুমি পিতা।
ইহলোকে পরলোকে তুমি সে রক্ষিতা॥
যাহা হৈতে হয় জন্ম যে করে পালন।
তারে যে না ভজে বর্জ্জ্য হয় সেই জন॥
এই শঙ্করের বাক্য এই অভিপ্রায়।
ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্য্যে মুড়ায়॥
সন্ন্যাসী হইয়া নিরবধি নারায়ণ।
বলিবেক প্রেমভক্তি যোগে অনুক্ষণ॥

না বুঝিয়া শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়।
ভক্তি ছাড়ি মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায়॥
অতএব তোমারে সে কহি এই আমি।
হেন পথে প্রবিষ্ট হইলা কেনে তুমি॥
যদি কৃষ্ণভক্তি যোগে করিবে উদ্ধার।
তবে শিখা সূত্র ত্যাগে কোন লভ্য আর॥
যদি বল মাধবেন্দ্র আদি মহাভাগ।
তাহারাও করিয়াছে শিখা সূত্র ত্যাগ॥
তথাপিহ তোমার সন্ন্যাস করিবার।
এ সময়ে কেমতে হইবে অধিকার॥
সে সব মহান্ত শেষ ত্রিভাগ বয়সে।
গ্রাম্যরস ভুঞ্জিয়া সে করিলা সন্ন্যাসে॥
যৌবন প্রবেশ মাত্র সকলে তোমার।
কেমতে হইবে সন্ন্যাসের অধিকার॥
পরমার্থে সন্ন্যাসে কি করিবে তোমারে।
যেই ভক্তি হইয়াছে তোমার শরীরে॥
যোগেন্দ্রাদি সবের যে দুর্ল্লভ প্রসাদ।
তবে কেনে করিয়াছ এমত প্রমাদ॥
শুনি ভক্তিযোগ সার্ব্বভৌমের বচন।
বড় সুখী হৈলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥
প্রভু বলে শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইনু শিখা সূত্র মুড়াইয়া॥
সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥
প্রভু হই নিজ দাসে মোহে হেন মতে।
এ মায়ার দাসে প্রভু জানিবে কেমতে॥
যদি তিঁহো নাহি জানায়েন আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে জানিতে তাঁহারে॥

না জানিয়া সেবকে যতেক কথা কয়।
তাহাতেও ঈশ্বরের মহাপ্রাত হয়॥
সর্ব্বকাল ভৃত্য সঙ্গে প্রভু ক্রীড়া করে।
সেবকের নিমিত্তে আপনে অবতারে॥
যেমতে সেবকে ভজে কৃষ্ণের চরণে।
কৃষ্ণ সেই মত দাসে ভজেন আপনে॥
এই তান স্বভাব শ্রীভক্তবৎসল।
ইহা তানে নিবারিতে কার আছে বল॥
হাসে প্রভু সার্ব্বভৌমে চাহিয়া চাহিয়া।
না বুঝেন সার্ব্বভৌম মায়ামুগ্ধ হৈয়া॥
সার্ব্বভৌম বলেন আশ্রমে বড় তুমি।
শাস্ত্র মতে তুমি বন্দ্য উপাসক আমি॥
তুমি যে আমারে স্তব কর যুক্তি নয়।
তাহাতে আমার পাছে অপরাধ হয়॥
প্রভু বলে ছাড় মোরে এ সকল মায়া।
সর্ব্ব ভাবে তোমার লইনু মুই ছায়া॥
হেন মতে প্রভু ভৃত্য সঙ্গে করে খেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা॥
প্রভু বলে মোর এক আছে মনোরথ।
তোমার মুখেতে শুনিবাঙ ভাগবত॥
যতেক সংশয় চিত্তে আছয়ে আমার।
তোমা বই ঘুচাইতে হেন নাহি আর॥
সার্ব্বভৌম বলে তুমি সকল বিদ্যায়।
পরম প্রবীণ আমি জানি সর্ব্বথায়॥
কোন ভাগবত অর্থ না জান বা তুমি।
তোমারে বা কোন রূপে প্রবোধিব আমি॥
তথাপিহ অন্যান্যে ভক্তির বিচার।
করিবেক সুজনের স্বভাব ব্যাভার॥
বল দেখি সন্দেহ তোমার কোন স্থানে।
আছে তাহা যথা শক্তি করিব বাখানে॥

তবে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ঈষৎ হাসিয়া।
বলিলেন এক শ্লোক অষ্ট আখরিয়া॥

তথাহি প্রথম স্কন্ধে।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণো হরিঃ॥

সরস্বতী পতি গৌরচন্দ্রের অগ্রেতে।
কৃপায় লাগিলা সার্ব্বভৌম বাখানিতে॥
সার্ব্বভৌম বলেন শ্লোকার্থ এই সত্য।
কৃষ্ণপদে ভক্তি সে সবার মূল তত্ত্ব॥
সর্ব্বকাল পরিপূর্ণ হয় যে যে জন।
অন্তরে বাহিরে যার নাহিক বন্ধন॥
এবম্বিধ মুক্ত সব করে কৃষ্ণভক্তি।
হেন কৃষ্ণ গুণের স্বভাব মহাশক্তি॥
হেন কৃষ্ণ গুণ নাম মুক্ত সব গায়।
ইথে অনাদর যার সেই নাশ যায়॥
এই মত নানা মত পক্ষ তোলাইয়া।
ব্যাখ্যা করে সার্ব্বভৌম আবিষ্ট হইয়া॥
ত্রয়োদশ প্রকার শ্লোকার্থ বাখানিয়া।
রহিলেন আর শক্তি নাহিক বলিয়া॥
ঈষৎ হাসিয়া গৌরচন্দ্র প্রভু কয়।
যত বাখানিলে তুমি সব সত্য হয়॥
এবে শুন আমি কিছু করিয়ে ব্যাখ্যান।
বুঝ দেখি বিচারিয়া হয় কি প্রমাণ॥
তখন বিস্মিত সার্ব্বভৌম মহাশয়।
আরো অর্থ নরের শক্তিতে কভু হয়॥
আপনার অর্থ প্রভু আপনে বাখানে।
যাহা কেহ কোন কল্পে উদ্দেশ না জানে॥
ব্যাখ্যা শুনি সার্ব্বভৌম পরম বিস্মিত।
মনে ভাবে এই কিবা ঈশ্বর বিদিত॥
শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
আত্মভাবে হইলা ষড়ভুজ অবতার॥
প্রভু বলে সার্ব্বভৌম কি তোর বিচার।
সন্ন্যাসে আমার নাহি হয় অধিকার॥
সন্ন্যাসী কি আমি হেন তোর চিত্তে লয়।
তোর লাগি এথা আমি হইনু উদয়॥
বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলে জীবন।
অতএব তোরে আমি দিনু দরশন॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মুঞি বহি নাহি আর॥
জন্ম জন্ম তুমি মোর শুদ্ধ প্রেমদাস।
অতএব তোরে আমি হইনু প্রকাশ॥
সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।
চিন্তা কিছু নাহি তোর পড় মোর স্তব॥
অপূর্ব্ব ষড়ভুজ মূর্ত্তি কোটি সূর্য্যময়।
দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্ব্বভৌম মহাশয়॥
বিশাল করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
আনন্দে ষড়ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥
বড় সুখী প্রভু সার্ব্বভৌমেরে অন্তরে।
উঠ বলি শ্রীহস্ত দিলেন তান শিরে॥
শ্রীহস্ত পরশে বিপ্র পাইল চেতন।
তথাপি আনন্দে জড় না স্ফুরে বচন॥
করুণা সমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
পাদপদ্ম দিলা তার হৃদয় উপর॥
পাই শ্রীচরণ সার্ব্বভৌম মহাশয়।
হইলা কেবল পরানন্দ প্রেমময়॥
দৃঢ় করি পাদপদ্ম ধরি প্রেমানন্দে।
আজি সে পাইনু চিত্তচোর বলি কান্দে॥
আর্ত্তনাদে সার্ব্বভৌম করেন রোদন।
ধরিয়া অপূর্ব্ব পাদপদ্ম রমাধন॥

প্রভু মোর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণনাথ।
মুঞি অধমেরে প্রভু কর দৃষ্টিপাত॥
তোমারে সে মুঞি পাপী শিখাইনু ধর্ম্ম।
না জানিয়া তোমার অচিন্ত্য শুদ্ধ মর্ম্ম॥
হেন কোন আছে প্রভু তোমার মায়ায়।
মহা যোগেশ্বর আদি মোহ নাহি পায়॥
সে তুমি যে আমারে মোহিবে কোন শক্তি।
এবে দেহ তোমার চরণে প্রেমভক্তি॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণনাথ।
জয় জয় শচী পুণ্যবতী গর্ভজাত॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বপ্রাণ।
জয় জয় বেদবিপ্র সাধু ধর্ম্মত্রাণ॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠাদি লোকের ঈশ্বর।
জয় জয় শুদ্ধ সত্ত্বরূপ ন্যাসীবর॥
পরম সুবুদ্ধি সার্ব্বভৌম মহামতি।
শ্লোক পড়ি পড়ি পুনঃ পুনঃ করে স্তুতি॥

তথাপি।

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাবিস্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

কালবশে ভক্তি লুকাইয়া দিনে দিনে।
পুনর্ব্বার নিজ ভক্তি প্রকাশ কারণে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রভু অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে চিত্ত রহুক আমার॥

তথাহি।

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

বৈরাগ্য সহিত নিজ ভক্তি বুঝাইতে।
যে প্রভু কৃপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তনু পুরুষ পুরাণ।
ত্রিভুবনে নাহি যার অধিক সমান॥
হেন কৃপাসিন্ধুর চরণ গুণ নাম।
স্ফুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম॥
এই মত সার্ব্বভৌম শত শ্লোক করি।
স্তুতি করে চৈতন্যের পাদপদ্ম ধরি॥
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
মুঞি পতিতের প্রভু করহ উদ্ধার॥
বন্দি করিয়াছ মোরে অশেষ বন্ধনে।
বিদ্যা ধনে কুলে তোমা জানিব কেমনে॥
এবে এই কৃপা কর সর্ব্ব জীবনাথ।
অহর্নিশ চিত্ত মোর রহুক তোমাত॥
অচিন্ত্য অগম্য প্রভু তোমার বিহার।
তুমি না জানালে জানিবারে শক্তি কার॥
আপনেই দারুব্রহ্ম রূপে নীলাচলে।
বসিয়া আছহ ভোজনের কুতূহলে॥
আপন প্রসাদ কর আপনে ভোজন।
আপনে আপনা দেখি করহ ক্রন্দন॥
আপনে আপনা দেখি হও মহামত্ত।
এতেকে কে বুঝে প্রভু তোমার মহত্ত্ব॥
আপনে সে আপনারে জান তুমি মাত্র।
আর জানে যে জন তোমার কৃপা পাত্র॥
মুঞি ছার তোমারে জানিব বা কেমনে।
যাতে মোহ মানে অজ ভব দেবগণে॥
এই মত অনেক করিয়া কাকুর্ব্বাদ্।
স্তুতি করে সার্ব্বভৌম পাইয়া প্রসাদ॥
শুনিয়া ষড়্ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
হাসি সার্ব্বভৌম প্রতি বলিলা বচন॥

শুন সার্ব্বভৌম তুমি আমার পার্ষদ।
এতেকে দেখিলা তুমি এ সব সম্পদ॥
তোমার নিমিত্তে মোর এথা আগমন।
অনেক করেছ তুমি মোর আরাধন॥
ভক্তির মহিমা তুমি যতেক কহিলা।
ইহাতে আমারে বড় সন্তোষ করিলা॥
যতেক কহিলা তুমি সব সত্য কথা।
তোমার মুখেতে কেনে আসিবে অন্যথা॥
শত শ্লোক করি তুমি যে কৈলে স্তবন।
যে জন করিবে ইহা শ্রবণ পঠন॥
আমাতে তাহার ভক্তি হইবে নিশ্চয়।
সার্ব্বভৌম শতক যে হেন কীর্ত্তি রয়॥
যে কিছু দেখিলা তুমি প্রকাশ আমার।
সংগোপ করিবা পাছে জানে কেহ আর॥
যতেক দিবস মুঞি থাকি পৃথিবীতে।
তাবত নিষেধ কৈনু কাহারে কহিতে॥
আমার দ্বিতীয় দেহ নিত্যানন্দচন্দ্র।
ভক্তি করি সেবিহ তাঁহার পদদ্বন্দ্ব॥
পরম নিগূঢ় তিঁহো আমার বচনে॥
আমি যারে জানাই সেই জন জানে তানে॥
এই সব তত্ত্ব সার্ব্বভৌমেরে কহিয়া।
রহিলেন আপনে ঐশ্বর্য্য সম্বরিয়া॥
চিনি নিজ প্রভু সার্ব্বভৌম মহাশয়।
বাহ্য আর নাহি হৈল পরানন্দময়॥
যে শুনয়ে এ সব চৈতন্য গুণ গ্রাম।
সে যায় সংসার তরি শ্রীচৈতন্য ধাম॥
পরম নিগূঢ় এ সকল কৃষ্ণকথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাই যে সর্ব্বথা॥
হেন মতে করি সার্ব্বভৌমেরে উদ্ধার।
নীলাচলে করে প্রভু কীর্ত্তন বিহার॥

নিরবধি নৃত্য গীত আনন্দ আবেশে।
রাত্রি দিন না জানেন কৃষ্ণপ্রেমরসে॥
নীলাচলবাসী সব অপূর্ব্ব দেখিয়া।
সর্ব্ব লোকে হরি বলে ডাকিয়া ডাকিয়া॥
প্রভুকে সচল জগন্নাথ লোকে বলে।
হেন নাহি যে প্রভুরে দেখিয়া না ভোলে॥
যে পথে যায়েন চলি শ্রীগৌরসুন্দর।
সেই দিকে হরিধ্বনি শুনি নিরন্তর॥
যেখানে পড়য়ে প্রভুর চরণ যুগল।
সে স্থানের ধূলি লুট করয়ে সকল॥
ধূলি লুট পায় মাত্র যে সুকৃতি জন।
তাহার আনন্দ অতি অকথ্য কথন॥
কিবা সে বিগ্রহের সৌন্দর্য্য অনুপম।
দেখিতেই সর্ব্ব চিত্ত হরে অবিরাম॥
নিরবধি শ্রীআনন্দধারা শ্রীনয়নে।
হরে কৃষ্ণ নাম মাত্র শুনি শ্রীবদনে॥
চন্দন মালায় পরিপূর্ণ কলেবর।
মত্ত সিংহ যিনি গতি মন্থর সুন্দর॥
পথে চলিতেও ঈশ্বরের বাহ্য নাই।
ভক্তিরসে বিহরেন চৈতন্য গোসাঞি॥
কত দিন বিলম্বে পরমানন্দপুরী।
আসিয়া মিলিলা তীর্থ পর্য্যটন করি॥
দূরে প্রভু দেখিয়া পরমানন্দপুরী।
সম্ভ্রমে উঠিল প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
প্রিয় ভক্ত দেখি প্রভু পরম হরিষে।
স্তুতি করি নৃত্য করে মহা প্রেমরসে॥
বাহু তুলি বলিতে লাগিলা হরি হরি।
দেখিলাম নয়নে পরমানন্দপুরী॥
আজি ধন্য লোচন সফল ধন্য জন্ম।
সফল আমার আজি হৈল সর্ব্ব ধর্ম্ম॥

প্রভু বলে আজি মোর সফল সন্ন্যাস।
আজি মাধবেন্দ্র মোরে হইলা প্রকাশ ॥
এত বলি প্রিয় ভক্ত লই প্রভু কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে ॥
পুরীও প্রভুর চন্দ্র শ্রীমুখ দেখিয়া।
আনন্দে আছেন আত্মবিস্মৃতি হইয়া ॥
কত ক্ষণে অন্যান্যে করেন পরণাম।
পরমানন্দপুরী চৈতন্যের প্রেমধাম ॥
পরম সন্তোষ প্রভু তাহারে পাইয়া।
রাখিলেন নিজ সঙ্গে পার্ষদ করিয়া ॥
নিজ প্রভু পাইয়া পরমানন্দপুরী।
রহিলা আনন্দে পাদপদ্ম সেবা করি ॥
মাধবপুরীর প্রিয় শিষ্য মহাশয়।
শ্রীপরমানন্দপুরী প্রেম রসময় ॥
দামোদর স্বরূপ মিলিলা কত দিনে।
রাত্রি দিনে যাহার বিহার প্রভু সনে ॥
দামোদর স্বরূপ সংগীত রসময়।
যার ধ্বনি শুনিলে প্রভুর নৃত্য হয় ॥
দামোদর স্বরূপ পরমানন্দপুরী।
শেষ খণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী ॥
এই মতে নীলাচলে যে যে ভক্তগণ।
অল্পে অল্পে আসি হইলা সবার মিলন ॥
যে যে পার্ষদের জন্ম উৎকলে হইলা।
তাহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা ॥
মিলিলা প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রেমের শরীর।
প্রেমানন্দ রামানন্দ দুই মহাধীর ॥
দামোদর পণ্ডিত শ্রীশঙ্করপণ্ডিত।
কত দিনে আসিয়া হইলা উপনীত ॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী নৃসিংহের দাস।
যাহার শরীরে নৃসিংহের পরকাশ ॥

কীর্ত্তনে বিহরে নরসিংহ ন্যাসীরূপে।
জানিয়া রহিলা আসি প্রভুর সমীপে ॥
ভগবান আচার্য্য আইলা মহাশয়।
শ্রবণেও যারে নাহি পরশে বিষয় ॥
এই মত যতেক সেবক যথা ছিলা।
সবেই প্রভুর পার্শ্বে আসিয়া মিলিলা ॥
প্রভু দেখি সবার হইল দুঃখ নাশ।
সবে করে প্রভু সঙ্গে কীর্ত্তন বিলাস ॥
সন্ন্যাসীর রূপে বৈকুণ্ঠের অধিপতি।
কীর্ত্তন করেন সব ভক্তের সংহতি ॥
চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহাধীর।
পরম উদ্দম এক স্থানে নহে স্থির ॥
জগন্নাথ দেখিয়া যায়েন ধরিবারে।
পড়িহারিগণে কেহ রাখিতে না পারে ॥
এক দিন উঠিয়া সুবর্ণ সিংহাসনে।
বলরাম ধরিয়া করিল আলিঙ্গনে ॥
উঠিতেই পড়িহারি ধরিলেক হাতে।
ধরিতে পড়িলা গিয়া হাত পাঁচ সাতে ॥
নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের গলার।
মালা লই পরিলেন গলে আপনার ॥
মালা পরি চলিলেন গজেন্দ্র গমনে।
পড়িহারি উঠিয়া চিন্তেন মনে মনে ॥
এই অবধূতের মনুষ্য শক্তি নহে।
বলরাম স্পর্শে কি অন্যের দেহ রহে ॥
মত্ত হস্তী ধরি মুঞি পারো রাখিবারে।
আমি ধরিলেও কি মনুষ্য যাইতে পারে ॥
হেন মুঞি হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিলুঁ।
তৃণ প্রায় হই গিয়া কোথায় বা পড়িলুঁ ॥
এই মত চিন্তে পড়িহারি মহাশয়।
নিত্যানন্দ দেখিলেই করেন বিনয় ॥

নিত্যানন্দ স্বরূপ সবারে বাল্যভাবে।
আলিঙ্গন করেন পরম অনুরাগে॥
তবে কত দিনে গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীপতি।
সমুদ্রতীরেতে আসি করিলা বসতি॥
সিন্ধুতীর স্থান অতি রম্য মনোহর।
দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীগৌরসুন্দর॥
চন্দ্রাবতী রাত্রি বহে দক্ষিণ পবন।
বৈসেন সমুদ্র কূলে শ্রীশচীনন্দন॥
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক শোভিত চন্দনে।
নিরবধি হরেকৃষ্ণ বলে শ্রীবদনে॥
মালায় পূর্ণিত বক্ষ অতি মনোহর।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া আছয়ে অনুচর॥
সমুদ্রের তরঙ্গ নিশায় শোভে অতি।
হাসি দৃষ্টি করে প্রভু তরঙ্গের প্রতি॥
গঙ্গা যমুনার যত ভাগ্যের উদয়।
তাহা পাইলেন এবে সিন্ধু মহাশয়॥
হেন মতে সিন্ধু তীরে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
বসতি করেন লই সর্ব্ব অনুচর॥
সর্ব্ব রাত্রি সিন্ধুতীরে পরম বিরলে।
কীর্ত্তন করেন প্রভু মহা কুতূহলে॥
তাণ্ডব পণ্ডিত প্রভু নিজ প্রেমরসে।
করেন তাণ্ডব ভক্তগণ সুখে ভাসে॥
রোমহর্ষ অশ্রু কম্প হুঙ্কার গর্জ্জন।
স্বেদ বহুবিধ বর্ণ হয় ক্ষণে ক্ষণ॥
যত ভক্তি বিকার সকল একেবারে।
পরিপূর্ণ হয় আসি প্রভুর শরীরে॥
যত ভক্তি বিকার সবেই মূর্ত্তিমন্ত।
সবেই ঈশ্বরকলা মহা জ্ঞানবন্ত॥
আপনে ঈশ্বর নাচে বৈষ্ণব আবেশে।
জানি সবে নিরবধি থাকে প্রভু পাশে॥

অতএব তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ প্রেম সনে।
নাহিক গৌরাঙ্গসুন্দরের কোন ক্ষণে॥
যত শক্তি ঈষৎ লীলায় করে প্রভু।
সেহ আর অন্যের মন্তব্য নহে কভু॥
ইহাতে সে তান শক্তি অসম্ভব্য নয়।
সর্ব্ব বেদে ঈশ্বরের এই তত্ত্ব কয়॥
যে প্রেম প্রকাশে প্রভু চৈতন্য গোসাঞী।
তাহা বই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই॥
এতেকে যে শ্রীচৈতন্য প্রভুর উপমা।
তাহা বই আর দিতে নাহি কভু সীমা॥
সবে যারে শুভদৃষ্টি করেন আপনে।
সে তাহান শক্তি ধরে তাঁর তত্ত্ব জানে॥
অতএব সর্ব্ব ভাবে ঈশ্বর শরণ।
লইলে সে ভক্তি হয় খণ্ডয়ে বন্ধন॥
যে প্রভুরে অজভব আদি ঈশগণে।
পূর্ণ হই নিরবধি ভাবে মনে মনে॥
হেন প্রভু আপনে সকল ভক্ত সঙ্গে।
নৃত্য করে আপনার প্রেমযোগ রঙ্গে॥
সে সব ভক্তের পায়ে বহু নমস্কার।
গৌরচন্দ্র সঙ্গে যার কীর্ত্তন বিহার॥
হেন মতে সিন্ধুতীরে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্ব রাত্রি নৃত্য করে অতি মনোহর॥
নিরবধি গদাধর থাকেন সংহতি।
প্রভু গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কতি॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
গদাধর প্রভুরে সেবেন অনুক্ষণে॥
গদাধর সমুখে পড়েন ভাগবত।
শুনি প্রভু হন প্রেমরসে মহামত্ত॥
গদাধর বাক্যে মাত্র প্রভু সুখী হয়।
ভ্রমে গদাধর সঙ্গে বৈষ্ণব আলয়॥

এক দিন প্রভু পুরী গোসাঞির মঠে।
বসিলেন গিয়া তান পরম নিকটে॥
পরমানন্দ পুরীরে প্রভুর বড় প্রীত।
পূর্ব্বে যেন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন দুই মিত॥
কৃষ্ণকথা রহস্য যে শুনিয়া প্রসঙ্গে।
নিরবধি পুরী সঙ্গে থাকে প্রভু রঙ্গে॥
পুরী গোসাঞির কূপে ভাল নহে জল।
অন্তর্যামী প্রভু তাহা জানেন সকল॥
পুরী গোসাঞিরে প্রভু জিজ্ঞাসে আপনি।
কূপে জল কি মত হইল কহ শুনি॥
পুরী বলে সেহ বড় অভাগিয়া কূপ।
জল হৈল যেন ঘোল কর্দ্দমের রূপ॥
শুনি প্রভু হায় হায় করিতে লাগিলা।
প্রভু বলে জগন্নাথ কৃপণ হইলা॥
পুরীর কূপের জল পরশিবে যে।
সর্ব্ব পাপ থাকিলেও তরিবেক সে॥
অতএব জগন্নাথ দেবের মায়ায়।
নষ্ট জল হৈল যেন কেহ নাহি খায়॥
এত বলি মহাপ্রভু আপনে উঠিলা।
তুলিয়া শ্রীভুজ দুই কহিতে লাগিলা॥
জগন্নাথ মহাপ্রভু মোর এই বর।
গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর॥
ভোগবতী গঙ্গা যে আছেন পাতালেকে।
তারে আজ্ঞা কর এই কূপে প্রবেশিতে॥
সর্ব্ব ভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি।
উচ্চ করি বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি॥
তবে কতক্ষণে প্রভু বাসায় চলিলা।
ভক্তগণ সবে গিয়া শয়ন করিলা॥
সেইক্ষণে গঙ্গা দেবী আজ্ঞা করি শিরে।
পূর্ণ হই প্রবেশিলা কূপের ভিতরে॥
প্রভাতে উঠিয়া সবে দেখেন অদ্ভুত।
পরম নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ কূপ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া হরি বলে ভক্তগণ।
পুরী গোসাঞি হইলা আনন্দে অচেতন॥
গঙ্গার বিজয় সবে বুঝিয়া কূপেতে।
কূপ প্রদক্ষিণ সবে লাগিলা করিতে॥
মহাপ্রভু শুনিয়া আইলা সেই ক্ষণে।
জল দেখি পরম আনন্দযুক্ত মনে॥
প্রভু বলে শুনহ সকল ভক্তগণ।
এ কূপের জলে যে করিবে স্নান পান॥
সত্য সত্য হৈল তার গঙ্গাস্নান ফল।
কৃষ্ণভক্তি হৈব তার পরম নির্ম্মল॥
সর্ব্ব ভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি।
উচ্চ করি বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি॥
পুরী গোসাঞির কূপে সেই দিব্য জলে।
স্নান পান করে প্রভু মহা কুতূহলে॥
প্রভু বলে আমি যে আছি পৃথিবীতে।
নিশ্চয় জানিহ পুরী গোসাঞির প্রীতে॥
পুরী গোসাঞির আমি নাহিক অন্যথা।
পুরী বেচিলেও আমি বিকাই সর্ব্বথা॥
সকৃত যে দেখে পুরী গোসাঞিরে মাত্র।
সেই হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপাত্র॥
পুরীর মহিমা তবে কহিয়া সবারে।
কূপ ধন্য করি প্রভু চলিলা বাসারে॥
ঈশ্বর সে জানে ভক্তমহিমা বাড়াতে।
হেন প্রভু না ভজে কৃতঘ্ন কোন মতে॥
ভক্ত রক্ষা লাগি প্রভু করে অবতার।
নিরবধি ভক্ত সঙ্গে করেন বিহার॥
অকর্ত্তব্য করে নিজ সেবক রাখিতে।
তার সাক্ষী বালি বধে সুগ্রীব নিমিত্তে॥

সেবকের দাস্য প্রভু করে নিজানন্দে।
অজয় চৈতন্য সিংহ জিনে ভক্তবৃন্দে॥
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু সমুদ্রের তীরে।
সর্ব্ব বৈকুণ্ঠাদি নাথ কীর্ত্তন বিহরে॥
বাস করিলেন প্রভু সমুদ্রের তীরে।
বিহরেন প্রভু ভক্তি আনন্দসাগরে॥
এই অবতারে সিন্ধু কৃতার্থ হইতে।
অতএব লক্ষ্মী জন্মিলেন তাহা হইতে॥
নীলাচলবাসীর যে কিছু পাপ-হয়।
অতএব সিন্ধু স্নানে সব যায় ক্ষয়॥
অতএব গঙ্গাদেবী বেগবতী হৈয়া।
সেই ভাগ্যে সিন্ধু মাঝে মিলিলা আসিয়া॥
হেন মতে সিন্ধুতীরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
বৈসেন সকল মতে সিন্ধু করি ধন্য॥
যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
তখনে প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে॥
যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয় নগরে।
অতএব প্রভু নাহি দেখিলা সবারে॥
ঠাকুর থাকিয়া কতদিন নীলাচলে।
পুনঃ গৌরদেশে আইলেন কুতূহলে॥
গঙ্গা প্রতি মহা অনুরাগ বাড়াইয়া।
অতি শীঘ্র গৌড়দেশে আইলা চলিয়া॥
সার্ব্বভৌম ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি নাম।
শান্ত দান্ত ধর্ম্মশীল মহা ভাগ্যবান॥
সব পারিষদ সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর।
আচম্বিতে আসি উত্তরিলা তার ঘর॥
বৈকুণ্ঠনায়কে গৃহে অতিথি পাইয়া।
পড়িলেন বাচস্পতি দণ্ডবৎ হৈয়া॥
হেন সে আনন্দ হৈল বিপ্রের শরীরে।
কি বিধি করিব তাহা কিছুই না স্ফুরে॥

প্রভুও তাহারে করিলেন আলিঙ্গন।
প্রভু বলে শুন কিছু আমার বচন॥
চিত্ত মোর হইয়াছে মথুরা যাইতে।
কতদিন গঙ্গাস্নান করিব এথাতে॥
নিভৃতে আমারে একখানি দিবা স্থান।
যেন কতদিন মুঞি করো গঙ্গাস্নান॥
তবে শেষে মোরে মথুরায় চালাইবা।
যদি মোরে চাহ ইহা অবশ্য করিয়া॥
শুনিয়া তাঁহার বাক্য বিদ্যাবাচস্পতি।
লাগিলেন কহিতে হইয়া নম্রমতি॥
দ্বিজ বলে ভাগ্য সব বংশের আমার।
যথায় চরণধূলি আইল তোমার॥
মোর ঘর দ্বার যত সকল তোমার।
সুখে থাক তুমি কেহ না জানিবে আর॥
শুনি তার বাক্য প্রভু সন্তোষ হইলা।
তান ভাগ্যে কতদিন সেখানে রহিলা॥
সূর্য্যের উদয় কি কখন গোপ্য হয়।
সব লোক শুনিলেক প্রভুর বিজয়॥
নবদ্বীপ আদি সর্ব্বদিকে হৈল ধ্বনি।
বাচস্পতি ঘরে আইলেন ন্যাসীমণি॥
শুনিয়া লোকের হইল চিত্তের উল্লাস।
সশরীরে যেন হৈল বৈকুণ্ঠেতে বাস॥
আনন্দে সকল লোকে বলে হরি হরি।
স্ত্রী পুত্র দেহ গেহ সকল পাসরি॥
অন্যান্যে সব লোকে করে কোলাহল।
চল দেখি গিয়া তান চরণ যুগল॥
এত বলি সর্ব্ব লোক পরম উল্লাসে।
আগু পাছু গুরুলোক নাহিক সম্ভাষে॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক বলি হরি হরি।
চলিলেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

পথ নাহি পায় কেহ লোকের গহনে।
বন ডাল ভাঙ্গি যায় প্রভুর দর্শনে॥
শুন শুন ওরে ভাই চৈতন্য আখ্যান।
যেরূপে করিলা প্রভু সর্ব্ব জীবত্রাণ॥
বন ডাল কণ্টক ভাঙ্গিয়া লোক ধায়।
তথাপি আনন্দে কেহ দুঃখ নাহি পায়॥
লোকের গহনে যত অরণ্য আছিল।
ক্ষণেকে সকল দিব্য পথময় হৈল॥
সবদিগে লোক সব হরি বলি যায়।
হেন রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
কেহ বলে মুঞি তান ধরিয়া চরণ।
মাগিব যেমতে মোর খণ্ডিবে বন্ধন॥
কেহ বলে মুঞি তানে দেখিলে নয়নে।
তবেই সকল পাও মাগিব বা কেনে॥
কেহ বলে মুঞি তান না জানি মহিমা।
কত নিন্দা করিয়াছি তার নাহি সীমা॥
এবে তান পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে।
মাগিব কিরূপে মোর সে পাপ ঘুচয়ে॥
কেহ বলে মোর পুত্র পরম জুঁয়ার।
মোরে এই বর যেন না খেলায় আর॥
কেহ বলে এই মোর বর কায়মনে।
তাঁর পাদপদ্ম যেন না ছাড়ো কখনে॥
কেহ বলে ধন্য ধন্য মোর এই বর।
কভু যেন না পাসরি গৌরাঙ্গসুন্দর॥
এই মত বলিয়া আনন্দে সর্ব্বজন।
চলিয়া যায়েন সবে প্রেমানন্দ মন॥
ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়াঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে॥
সহস্র সহস্র লোক এক নায়ে চড়ে।
বড় বড় নৌকা সেইক্ষণে ভাঙ্গি পড়ে॥
নানা দিকে খেয়ারিরে বস্ত্র দিয়া।
পার হই যায় সবে আনন্দিত হৈয়া॥
নৌকা যে না পায় তারা নানা বুদ্ধি করে।
ঘট বুকে দিয়া কেহ গঙ্গায় সাঁতারে॥
কেহ বা কলার গাছ বান্ধি করে ভেলা।
কেহ কেহ সাঁতারিয়া যায় করি খেলা॥
চতুর্দ্দিকে সর্ব্বলোক করে হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেন মত শুনি॥
সত্বরে আসিয়া বাচস্পতি মহাশয়।
করিলেন অনেক নৌকার সমুচ্চয়॥
নৌকার অপেক্ষা আর কেহ নাহি করে।
নানা মতে পার হয় যে যে মতে পারে॥
হেন আকর্ষণ মন শ্রীচৈতন্য দেবে।
এহো কি ঈশ্বর বিনে অন্যের সম্ভবে॥
হেন মতে গঙ্গা পার হই সর্ব্বজন।
সবেই ধরেন বাচস্পতির চরণ॥
পরম সুকৃতি তুমি মহা ভাগ্যবান।
যার ঘরে আইলা চৈতন্য ভগবান॥
এতেকে তোমার ভাগ্য কে বলিতে পারে।
এখনে নিস্তার কর আমা সবাকারে॥
ভবকূপে পতিত পাপিষ্ঠ আমি সব।
এক গ্রামে না জানিল তান অনুভব॥
এখনে দেখাও তান চরণ যুগল।
তবে আমি পাপী সব হইব সফল॥
দেখিয়া লোকের আর্ত্তি বিদ্যাবাচস্পতি।
সন্তোষে রোদন করে বিপ্র মহামতি॥
সবা লই আইলেন আপন মন্দিরে।
লক্ষ কোটি লোক মহা হরিধ্বনি করে॥
হরিধ্বনি মাত্র শুনি সবার বদনে।
আর বাক্য কেহ নাহি বলে নাহি শুনে॥

করুণা সমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সবা উদ্ধারিতে হইয়াছেন গোচর ॥
হরিধ্বনি শুনি প্রভু পরম সন্তোষে।
হইলেন বাহির পরম ভাগ্যবশে ॥
কিবা সে বিগ্রহের সৌন্দর্য্য মনোহর।
সে রূপের উপমা সেই কলেবর ॥
সর্ব্বদায় প্রসন্ন শ্রীমুখ বিলক্ষণ।
আনন্দ ধারায় পূর্ণ দুই শ্রীনয়ন ॥
ভক্তগণে লেপিয়াছে শ্রীঅঙ্গে চন্দন।
মালায় পূর্ণিত বক্ষ গজেন্দ্র গমন ॥
আজানু লম্বিত দুই শ্রীভুজ তুলিয়া।
হরি বলি সিংহনাদ করেন গর্জ্জিয়া ॥
দেখিয়া প্রভুরে চতুর্দ্দিকে সর্ব্বলোকে।
হরি বলি নৃত্য সবে করেন কৌতুকে ॥
দণ্ডবৎ হই সবে পড়ে ভূমিতলে।
আনন্দে হইয়া মগ্ন হরি হরি বলে ॥
দুই বাহু তুলি সর্ব্বলোকে স্তুতি করে।
উদ্ধারহ সব প্রভু আমা পাপীষ্ঠেরে ॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু সর্ব্বলোকে প্রতি।
আশীর্ব্বাদ করেন কৃষ্ণেতে হউক মতি ॥
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ ॥
সর্ব্বলোকে হরি বলে শুনি আশীর্ব্বাদ।
পুনঃ পুনঃ সবেই করেন কাকুর্ব্বাদ ॥
জগত উদ্ধার লাগি তুমি গূঢ়রূপে।
অবতীর্ণ হৈলা শচীগর্ভে নবদ্বীপে ॥
আমি সব পাপীষ্ঠ তোমারে না চিনিয়া।
অন্ধকূপে পড়িলাম আপনা খাইয়া ॥
করুণা সাগর তুমি পর হিতকারী।
কৃপা কর আর যেন তোমা না পাসরি ॥

এই মতে সর্ব্বদিকে লোকে স্তুতি করে।
হেন রঙ্গ করায়েন গৌরাঙ্গসুন্দরে ॥
মনুষ্যে হইল পরিপূর্ণ সর্ব্বগ্রাম।
নগর চত্বর প্রান্তরও নাহি স্থান ॥
দেখিতে সবার পুনঃ পুনঃ আর্ত্তিবারে।
সহস্র সহস্র লোক এক বৃক্ষে চড়ে ॥
গৃহের উপরে বা কত লোক চড়ে।
ঈশ্বর ইচ্ছায় ঘর ভাঙ্গিয়া না পড়ে ॥
দেখি মাত্র সর্ব্বলোক শ্রীচন্দ্রবদন।
হরি বলি সিংহনাদ করে ঘনে ঘন ॥
নানাদিক থাকি লোক আইসে সদায়।
শ্রীমুখ দেখিয়া কেহ ঘরে নাহি যায় ॥
নানারঙ্গ জানে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
লুকাইয়া গেলা প্রভু কুলিয়া নগর ॥
নিত্যানন্দ আদি জন কত সঙ্গে লৈয়া।
চলিলেন বাচস্পতিরেও না কহিয়া ॥
কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠঈশ্বর।
তথা সর্ব্বলোক হইল পরম কাতর ॥
চতুর্দ্দিকে বাচস্পতি লাগিল চাহিতে।
কোথা গেল প্রভু নাহি পায়েন দেখিতে ॥
বিচার করিয়া দ্বিজ প্রভু না দেখিয়া।
কান্দিতে লাগিলা উর্দ্ধবদন করিয়া ॥
বিরলে আছেন প্রভু বাড়ির ভিতরে।
এই জ্ঞান হইয়াছে সবার অন্তরে ॥
বাহির হয়েন প্রভু হরিনাম শুনি।
অতএব সবে বলে মহা হরিধ্বনি ॥
কোটি কোটি লোকে হেন হরিধ্বনি করে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি সর্ব্বলোক পূরে ॥
কতক্ষণে বাচস্পতি হইয়া বাহিরে।
প্রভুর বৃত্তান্ত আসি কহিল সবারে ॥

কত রাত্রি কোন দিকে হেন নাহি জানি।
আমা পাপীষ্ঠের বঞ্চি গেলা ন্যাসীমণি ॥
সত্য কহি ভাই সব তোমা সবা স্থানে।
না জানি চৈতন্য গিয়াছেন কোন গ্রামে ॥
যত মতে বাচস্পতি কহেন লোকেরে।
প্রতীত কাহার নাহি জন্ময়ে অন্তরে ॥
লোকের গহন দেখি আছেন বিরলে।
এই জ্ঞানে সবাই আছেন শোকানলে ॥
কেহ কেহ সাধে বাচস্পতিরে বিরলে।
আমারে দেখাও আমি একলা সকালে ॥
সর্ব্বলোকে ধরে বাচস্পতির চরণে।
একবার মাত্র তারে দেখিমু নয়নে ॥
তবে সবে ঘরে যাই আনন্দিত হয়ে।
এই বাক্য প্রভু স্থানে জানাইবে গিয়ে ॥
কভু নাহি লঙ্ঘিবেন তোমার বচন।
যেমতে আমরা পাপী পাই দরশন ॥
যত মতে বাচস্পতি প্রবোধিয়া কয়।
কাহার চিত্তেতে আর প্রতীত না হয় ॥
কতক্ষণে সর্ব্বলোক দেখা না পাইয়া।
বাচস্পতিরেও বলে মুখর হইয়া ॥
ঘরে লুকাইয়া বাচস্পতি ন্যাসীমণি।
আমা সবা ভাণ্ডেন কহিয়া মিথ্যাবাণী ॥
আমরা তরিলে বা উহার কোন দুঃখ।
আপনেই তরি মাত্র এই কোন সুখ ॥
কেহ বলে সুজনের এই ধর্ম্ম হয়।
সবার উদ্ধার করে হইয়া সদয় ॥
আপনার ভাল হউ যে সে জন দেখে।
সুজন আপনা ছাড়িয়াও পর রাখে ॥
কেহ বলে ব্যাভারেও মিষ্ট দ্রব্য আনি।
একা উপভোগ কৈলে অপরাধ গণি ॥

এত মিষ্ট ত্রিভুবনে অতি অনুপম।
একেশ্বর ইহা কি করিতে আছে পান ॥
কেহ বলে দ্বিজ কিছু কপট হৃদয়।
পর উপকারে তত নহেন সদয় ॥
একে বাচস্পতি দুঃখী প্রভুর বিরহে।
আরো সর্ব্ব লোকেও দুর্জ্জয় বাণী কহে ॥
এই মতে দুঃখী দ্বিজ পরম উদার।
না জানেন কোন মতে হয় প্রতীকার ॥
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
বাচস্পতি কর্ণমূলে কহিলা বচন ॥
চৈতন্য গোসাঞি গেলা কুলিয়া নগর।
এবে যে জুয়ায় তাহা করহ সত্বর ॥
শুনি মাত্র বাচস্পতি পরম সন্তোষে।
ব্রাহ্মণেরে আলিঙ্গন দিলেন হরিষে ॥
ততক্ষণে আইলেন সর্ব্বলোক যথা।
সবারেই আসি কহিলেন গোপ্য কথা ॥
তোমরা সকল লোক তত্ত্ব না জানিয়া।
দোষ আমা আমি থুইয়াছি লুকাইয়া ॥
এবে এই শুনিলাম কুলিয়া নগরে।
আছেন আসিয়া কহিলেন দ্বিজবরে ॥
সবে চল যদি সত্য হয় এ বচন।
তবে সে আমারে সবে বলিহ ব্রাহ্মণ ॥
সর্ব্বলোক হরি বলি বাচস্পতি সঙ্গে।
সেই ক্ষণে সবে চলিলেন মহারঙ্গে ॥
কুলিয়া নগরে আইলেন ন্যাসিমণি।
সেই ক্ষণে সর্ব্বদিকে হৈল মহাধ্বনি ॥
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি মাত্র সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায় ॥
বাচস্পতি গ্রামেতে যতেক লোক ছিল।
তার কোটি কোটি গুণে সকল বাড়িল ॥

কুলিয়ার আকর্ষণ না যায় কথন।
কেবল বর্ণিতে শক্তি সহস্র বদন॥
লক্ষ লক্ষ লোক বা আইল কোথা হৈতে।
না জানি কতেক পার হয় কত মতে॥
কত বা ডুবয়ে নৌকা গঙ্গার ভিতরে।
তথাপি সবেই তরে জনেক না মরে॥
নৌকা ডুবিলেই মাত্র গঙ্গা হয় স্থল।
হেন চৈতন্যের অনুগ্রহ ইচ্ছা বল॥
যে প্রভুর নাম গুণ সকৃত যে গায়।
সংসার সাগর তরে বৎসপদ প্রায়॥
হেন প্রভু সাক্ষাতে দেখিতে যে আইসে।
তারা গঙ্গা তরিবেক বিচিত্র বা কিসে॥
লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে।
সবে পার হয়েন পরম কুতূহলে॥
গঙ্গায় হইয়া পার আপনা আপনি।
কোলাকুলি করিয়া করেন হরিধ্বনি॥
খেয়ারির কত বা হইল উপার্জ্জন।
কত হাট বাজার বসায় কত জন॥
চতুর্দ্দিকে যার যেই ইচ্ছা সেই কিনে।
হেন নাহি জানি ইহা করে কোন জনে॥
ক্ষণেকের মধ্যে গ্রাম নগর প্রান্তর।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নাহি অবসর॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক করে হরিধ্বনি।
বাহির না হয় গুপ্ত আছে ন্যাসীমণি॥
ক্ষণেকে আইলা মহাশয় বাচস্পতি।
তিহো নাহি পায়েন প্রভুর কোথা স্থিতি॥
কতক্ষণে তথি বাচস্পতি একেশ্বর।
ডাকিয়া আনিলা প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর॥
দেখি মাত্র প্রভু বিশারদের নন্দন।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল সেই ক্ষণ॥
চৈতন্যের অবতার বর্ণিয়া বর্ণিয়া।
শ্লোক পড়ে পুনঃ পুনঃ প্রণত হইয়া॥
সংসার উদ্ধার লাগি যে চৈতন্য রূপে।
তারিলেন যতেক পতিত ভবকূপে॥
সে গৌরসুন্দর কৃপা সমুদ্রের প্রায়।
জন্ম জন্ম চিত্তে মোর বসুক সদায়॥
সংসার সমুদ্র মগ্ন জগত দেখিয়া।
নিরবধি বর্ষে প্রেম কৃপাযুক্ত হৈয়া॥
হেন যে অতুল কৃপাময় গৌরধাম।
স্ফুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম॥
এই মতে শ্লোক পড়ি করে দ্বিজ স্তুতি।
পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ হয় বাচস্পতি॥
বিশারদ চরণে আমার নমস্কার।
সার্ব্বভৌম বাচস্পতি নন্দন যাহার॥
বাচস্পতি দেখি প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
কৃপা দৃষ্টি করিবারে বলিলা উত্তর॥
দাণ্ডাইয়া কর যুড়ি বলে বাচস্পতি।
মোর এক নিবেদন শুন মহামতি॥
স্বচ্ছন্দ পরমানন্দ তুমি মহাশয়।
সব কর্ম্ম তোমার আপন ইচ্ছাময়।
আপন ইচ্ছায় থাক চলহ আপনে।
আপনে জানাও তেঞি লোকে তোমা জানে॥
এতেকে তোমার কর্ম্ম তুমি সে প্রমাণ।
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিব আন॥
সবে তোমা সর্ব্বলোক তত্ত্ব না জানিয়া।
দোষেন অন্তরে মোরে ক্রুর যে বলিয়া॥
তোমারে আপন ঘরে মুঞি লুকাইয়া।
থুইয়াছি লোকে বলে তত্ত্ব না জানিয়া॥
তুমি প্রভু তিলার্দ্ধেক বাহির হইলে।
তবে মোরে ব্রাহ্মণ করিয়া লোকে বলে॥

হাসিতে লাগিলা প্রভু ব্রাহ্মণ বচনে।
তার ইচ্ছা পালিয়া চলিলা সেই ক্ষণে॥
যেই মাত্র মহাপ্রভু বাহির হইলা।
দেখি সবে আনন্দসাগরে মগ্ন হৈলা॥
চতুর্দ্দিকে লোক দণ্ডবৎ হই পড়ে।
যার যেন মত স্ফুরে সেই স্তুতি পড়ে॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হরিধ্বনি করে।
ভাসিল সকল লোক আনন্দ সাগরে॥
সহস্র সহস্র কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায়।
স্থানে স্থানে সবেই পরমানন্দে গায়॥
অহর্নিশ পরমানন্দ কৃষ্ণনাম ধ্বনি।
সকল ভুবন পূর্ণ কৈলা ন্যাসীমণি॥
ব্রহ্মলোক শিবলোক আদি যত লোক।
যে সুখের কণা লেশে সবেই অশোক॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মত্ত যে সুখের লেশে।
পৃথিবীতে কৃষ্ণ প্রকাশিলা ন্যাসীবেশে॥
হেন সর্ব্বশক্তি সমন্বিত ভগবান।
যে পাপীষ্ঠ মায়া বশে বলে অপ্রমাণ॥
তার জন্ম কর্ম্ম বিদ্যা ব্রহ্মণ্য আচার।
সব মিথ্যা সেই পাপী শোচ্য সবাকার॥
ভজ ভজ আরে ভাই চৈতন্য চরণে।
অবিদ্যা বন্ধন খণ্ডে যাহার শ্রবণে॥
যাহার শরণে সর্ব্ব তাপ বিমোচন।
ভজ ভজ হেন ন্যাসীমণির চরণ॥
এই মতে চতুর্দ্দিকে দেখি সংকীর্ত্তন।
আনন্দে ভাসেন প্রভু লই ভক্তগণ॥
আনন্দ ধারায় পূর্ণ শ্রীগৌরসুন্দর।
যেন চতুর্দ্দিকে বহে জাহ্নবীর জল॥
বাহ্য নাহি পরমানন্দ সুখে আপনার।
সংকীর্ত্তন আনন্দে বিহ্বল অবতার॥
যেই সম্প্রদায় প্রভু দেখেন সম্মুখে।
তাহাতেই নৃত্য করে পরমানন্দ সুখে॥
তাহারা কৃতার্থ হেন মানে আপনারে।
হেন মতে রঙ্গ করে শ্রীগৌরসুন্দরে॥
বিহ্বলের অগ্রগণ্য নিত্যানন্দ রায়।
কখন ধরিয়া তারে আপনে নাচায়॥
আপনে কখন নৃত্য করে তার সঙ্গে।
আপনে বিহ্বল আপনার প্রেমরঙ্গে॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু করি সিংহনাদ।
যে নাদ শ্রবণে খণ্ডে সকল বিষাদ॥
যার রসে মত্ত বস্ত্র না জানে শঙ্কর।
হেন প্রভু নাচে সর্ব্বলোকের ভিতর॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হয় যার শক্তি বশে।
সে প্রভু নাচয়ে পৃথিবীতে প্রেমরসে॥
যে প্রভু দেখিতে সর্ব্বদেবে কাম্য করে।
সে প্রভু নাচয়ে সর্ব্বগণের গোচরে॥
এই মত সর্ব্বলোক মহানন্দে ভাসে।
সংসার তরিল চৈতন্যের পরকাশে॥
যতেক আইসে লোক দশদিক হৈতে।
সবেই আসিয়া দেখে প্রভুরে নাচিতে॥
বাহ্য নাহি প্রভুর বিহ্বল প্রেমরসে।
দেখে সর্ব্বলোক সুখসিন্ধু মাঝে ভাসে॥
কুলিয়ার প্রকাশে যতেক পাপী ছিল।
উত্তম মধ্যম নীচ সবে পার হৈল॥
কুলিয়া গ্রামেতে চৈতন্যের পরকাশ।
ইহার শ্রবণে সর্ব্বকর্ম্ম বন্ধনাশ॥
সকল জীবেরে প্রভু দরশন দিয়া।
সুখময় চিত্তবৃত্ত সবার করিয়া॥
তবে সব আপন পার্ষদগণ লৈয়া।
বসিলেন মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া॥

হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
দৃঢ় করি ধরিলেন প্রভুর চরণ ॥
দ্বিজ বলে প্রভু মোর এক নিবেদন।
আছে তাহা কহি যদি ক্ষণে দেহ মন ॥
ভক্তির প্রভাব মুঞি পাপী না জানিয়া।
বৈষ্ণব করিনু নিন্দা আপনা খাইয়া ॥
কলি যুগে কিসের বৈষ্ণব কি কীর্ত্তন।
এই মত অনেক নিন্দিনু অনুক্ষণ ॥
এবে প্রভু সেই পাপকর্ম্ম সঙরিতে।
অনুক্ষণ চিত্ত মোর দহে সর্ব্ব মতে ॥
সংসার উদ্ধার সিংহ তোমার প্রতাপ।
বল মোর কি রূপে খণ্ডয়ে সেই পাপ ॥
শুনি প্রভু অকৈতব দ্বিজের বচন।
হাসিয়া উপায় কহে শ্রীশচীনন্দন ॥
শুন দ্বিজ বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ।
সেই মুখে করি যবে অমৃত গ্রহণ ॥
বিষ হয় জীর্ণ দেহ হয়ত অমর।
অমৃত প্রভাব এবে শুন সে উত্তর ॥
না জানিয়া তুমি যত করিলা নিন্দন।
সে কেবল বিষ তুমি করিলা ভোজন ॥
পরম অমৃত এবে কৃষ্ণ গুণ নাম।
নিরবধি সেই মুখে কর তুমি পান ॥
যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব নিন্দন।
সেই মুখে কর তুমি বৈষ্ণব বন্দন ॥
সবা হৈতে ভক্তের মহিমা বাড়াইয়া।
সংগীত কবিত্ব ভক্তি মত কর গিয়া ॥
কৃষ্ণ যশ পরানন্দ অমৃতে তোমার।
নিন্দা বিষ যত সব করিব সংহার ॥
এই সত্য কহি তোমা সবারে কেবল।
না জানিয়া নিন্দা যেরা করিল সকল ॥

আর যদি নিন্দা কর্ম্ম কভু না আচরে।
নিরন্তর বিষ্ণু বৈষ্ণবের স্তুতি করে ॥
এ সকল পাপ ঘুচে এই যে উপায়।
কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায় ॥
চল দ্বিজ কর গিয়া ভক্তের বর্ণন।
তবে সে তোমার সব পাপ বিমোচন ॥
সকল বৈষ্ণব শ্রীমুখের বাক্য শুনি।
আনন্দে করয়ে জয় জয় হরিধ্বনি ॥
নিন্দা পাতকের এই প্রায়শ্চিত্ত সার।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর অবতার ॥
এই আজ্ঞা যে না মানে নিন্দে সাধু জন।
দুঃখ সিন্ধু মাঝে ভাসে সেই পাপিগণ ॥
চৈতন্যের আজ্ঞা যে মানয়ে বেদ সার।
সুখে সেই জন হয় ভবসিন্ধু পার ॥
বিপ্রেরে করিতে প্রভু তত্ত্ব উপদেশ।
ক্ষণেকে পণ্ডিত দেবানন্দের প্রবেশ ॥
গৃহ বাসে যখন আছিলা গৌরচন্দ্র।
তখনে যতেক করিলেন দেবানন্দ ॥
প্রেমময় দেবানন্দ পণ্ডিতের মনে।
নহিল বিশ্বাস না দেখিল এ কারণে ॥
দেখিবার যোগ্যতা আছয়ে পুনঃ তান।
তবে কেন না দেখিলা কৃষ্ণ সে প্রমাণ ॥
সন্ন্যাস করিয়া যদি ঠাকুর চলিলা।
তবে তান ভাগ্য হইতে বক্রেশ্বর আইলা ॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত চৈতন্য কৃপা পাত্র।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র যার স্মরণেই মাত্র ॥
নিরবধি কৃষ্ণ প্রেম বিগ্রহ বিহ্বল।
যার নৃত্যে দেবাসুর মোহিত সকল ॥
অশ্রু কম্প স্বেদ হাস্য পুলক হুঙ্কার।
বৈবর্ণ আনন্দ মূর্চ্ছা আদি যে বিকার ॥

চৈতন্য কৃপায় মাত্র নৃত্য প্রবেশিলে।
সকলে আসিয়া বক্রেশ্বর দেহে মিলে॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিতের উদ্দাম বিকার।
সকল কহিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
দৈবে দেবানন্দ পণ্ডিতের শক্তি বশে।
রহিলেন তাহার আশ্রমে প্রেমরসে॥
দেখিয়া তাহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর।
ত্রিভুবনে অতুলিত বিষ্ণু ভক্তি ধর॥
দেবানন্দ পণ্ডিত পরম সুখী মনে।
অকৈতব প্রেমে তানে করেন সেবনে॥
বক্রেশ্বরে পণ্ডিত নাচেন যতক্ষণ।
বেত্র হস্তে আপনে বুলেন ততক্ষণ॥
আপনে করেন সব লোক একভিতে।
পড়িলে আপনে ধরি রাখেন কোলেতে॥
তাহার অঙ্গের ধুলা বড় ভক্তি মনে।
আপনার সর্ব্ব অঙ্গে করেন লেপনে॥
তাঁর সঙ্গে থাকি তান দেখিয়া প্রকাশ।
তখনে জন্মিল প্রভু চৈতন্যে বিশ্বাস॥
বৈষ্ণব সেবার ফল কহে যে পুরাণে।
তার সাক্ষী এই সবে দেখ বিদ্যমানে॥
আজন্ম ধার্ম্মিক উদাসীন জ্ঞানবান।
ভাগবত অধ্যাপনা বিনা নাহি আন॥
শান্ত দান্ত জিতেন্দ্রিয় নির্ল্লোভ বিষয়।
প্রায় আর কতেক বা গুণ তানে হয়॥
তথাপিও গৌরচন্দ্রে নহিল বিশ্বাস।
বক্রেশ্বর প্রসাদে সে কুবুদ্ধি বিনাশ॥
কৃষ্ণসেবা হৈতে বৈষ্ণবের সেবা বড়।
ভাগবত আদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ়॥

তথাহি।

সিদ্ধির্ভবতিবা নেতি সংশয়োঽচ্যুত সেবিনাম্।
নি সংশয়োস্ত তদ্ভক্ত পরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥

এতেকে বৈষ্ণব সেবা পরম উপায়।
ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গের প্রভাবে।
গৌরচন্দ্র দেখিতে চলিলা অনুরাগে॥
বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র ভগবান।
দেবানন্দ পণ্ডিত হইলা বিদ্যমান॥
দণ্ডবৎ দেবানন্দ পণ্ডিত করিয়া।
রহিলেন এক দিকে সঙ্কুচিত হৈয়া॥
প্রভুও তাহানে দেখি সন্তোষিত হৈলা।
বিরল হইয়া তানে লইয়া বসিলা॥
পূর্ব্বে তান যত কিছু ছিল অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া প্রভু করিলা প্রসাদ॥
প্রভু বলে তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর।
অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর পূর্ণ শক্তি।
সেই কৃষ্ণ পায় যে তাহারে করে ভক্তি॥
বক্রেশ্বর হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করেন নাচিলে বক্রেশ্বর॥
যে তে স্থানে যদি বক্রেশ্বর সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্ব তীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥
শুনি দ্বিজ দেবানন্দ প্রভুর বচন।
যোড় হস্তে লাগিলেন করিতে স্তবন॥
জগত উদ্ধার লাগি তুমি কৃপাময়।
নবদ্বীপ মাঝে আসি হইলা উদয়॥
মুঞি পাপী দৈব দোষে তোমা না জানিনু।
তোমার পরমানন্দে বঞ্চিত হইনু॥
সর্ব্ব ভূতে কৃপালুতা তোমার স্বভাব।
এই মাগো তোমাতে হউক অনুরাগ॥
এক নিবেদন প্রভু তোমার চরণে।
কি করি উপায় প্রভু বলহ আপনে॥

মুঞি অসর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থ লৈয়া ।
ভাগবত পড়াঙ আপনে অজ্ঞ হৈয়া ॥
কিবা বাখানিব পড়াইব বা কেমনে ।
ইহা মোরে আজ্ঞা প্রভু করহ আপনে ॥
শুনি তান বাক্য গৌরচন্দ্র ভগবান ।
কহিতে লাগিলা ভাগবতের প্রমাণ ॥
শুন দ্বিজ ভাগবতে এই বাখানিয়া ।
ভক্তি বিনা আর কিছু মুখে না আনিবা ॥
আদি মধ্যে অন্ত্যে ভাগবতে এই কয় ।
বিষ্ণুভক্তি নিত্যসিদ্ধ অক্ষয় অব্যয় ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সবে সত্য বিষ্ণুভক্তি ।
মহা প্রলয়েতে যার থাকে পূর্ণ শক্তি ॥
মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে ।
হেন ভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা বিনে ॥
ভাগবতশাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে ।
তেঞি ভাগবত সম কোন শাস্ত্র নহে ॥
যেন রূপ মৎস্য কূর্ম্ম আদি অবতার ।
আবির্ভাব তিরোভাব যেন তা সবার ॥
এই মত ভাগবত কারো কৃত নয় ।
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয় ॥
ভক্তিযোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায় ।
সে হইল স্মৃতি মাত্র কৃষ্ণের কৃপায় ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায় ।
এই মত ভাগবত সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥
ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান ।
সেই সে জানয়ে ভাগবতের প্রমাণ ॥
অজ্ঞ হই ভাগবতে যে লয় শরণ ।
ভাগবত অর্থ তার হয় দরশন ॥
প্রেমময় ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ রঙ্গ ॥
বেদ শাস্ত্র পুরাণ কহিয়া বেদব্যাস ।
তথাপি চিত্তের নাহি পায়েন প্রকাশ ॥
যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায় স্ফুরিল ।
তত ক্ষণে চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হইল ॥
হেন গ্রন্থ পড়ি কেহ সঙ্কটে পড়িল ।
শুন অকপটে দ্বিজ তোমারে কহিল ॥
আদি মধ্যে অবসানে তুমি ভাগবতে ।
ভক্তিযোগ মাত্র বাখানিও সর্ব্ব মতে ॥
তবে আর তোমার নহিব অপরাধ ।
সেইক্ষণে চিত্তবৃত্তে পাইবে প্রসাদ ॥
সকল শাস্ত্রেই মাত্র কৃষ্ণভক্তি কয় ।
বিশেষে শ্রীভাগবত কৃষ্ণ রসময় ॥
চল তুমি যাহ অধ্যাপনা কর গিয়া ।
কৃষ্ণভক্তি অমৃত সবারে বুঝাইয়া ॥
দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভুর বাক্য শুনি ।
দণ্ডবৎ হইলেন ভাগ্য হেন মানি ॥
প্রভুর চরণ কায়মনে করি ধ্যান ।
চলিলেন বিপ্র করি বিস্তর প্রণাম ॥
সবারেই এই ভাগবতের আখ্যান ।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান ॥
ভক্তিযোগ মাত্র ভাগবতের ব্যাখ্যান ।
আদি মধ্য অন্ত্যে কভু না বুঝয়ে আন ॥
না মানয়ে ভক্তি ভাগবত যে পড়ায় ।
ব্যর্থ বাক্য ব্যয় করে অপরাধ পায় ॥
মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত ভক্তিরস মাত্র ।
ইহা বুঝে যে হয় কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র ॥
ভাগবত-পুস্তক থাকয়ে যার ঘরে ।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে ॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয় ।
ভাগবত পঠন শ্রবণ ভক্তি ময় ॥

দুই স্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র।
গ্রন্থ ভাগবত আর কৃষ্ণ কৃপা পাত্র॥
নিত্য পূজে পঢ়ে শুনে চাহে ভাগবত।
সত্য সত্য সেহ হইবেক সেই মত॥
হেন ভাগবত কোন দুষ্কৃতি পঢ়িয়া।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে তত্ত্ব না জানিয়া॥
ভাগবত রস নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
ইহা জানে যে হয় পরম ভাগ্যবন্ত॥
নিরবধি নিত্যানন্দ সহস্র বদনে।
ভাগবত অর্থ সে গায়েন অনুক্ষণে॥
আপনেই নিত্যানন্দ অনন্ত যদ্যপি।
তথাপিও পার নাহি পায়েন অদ্যাপি॥
হেন ভাগবত যেন অনন্তের পার।
ইহাতে কহিল সব ভক্তিরস সার॥
দেবানন্দ পণ্ডিতের লক্ষ্যে সবাকারে।
ভাগবত অর্থ বুঝাইলেন ঈশ্বরে॥
এই মত যে যত আইসে জিজ্ঞাসিতে।
সবারেই প্রতিকার কহেন সুরীতে॥
কুলিয়া গ্রামেতে আসি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
হেন নাহি যারে প্রভু না করিলা ধন্য॥
সর্ব্ব লোক সুখী হৈলা প্রভুরে দেখিয়া।
পুনঃ পুনঃ দেখে সবে নয়ন ভরিয়া॥
মনোরথ পূর্ণ করি দেখে সর্ব্ব লোক।
আনন্দে ভাসয়ে পাসরিয়া দুঃখ শোক॥
এ সব বিলাস যে শুনয়ে হর্ষ মনে।
শ্রীচৈতন্য সঙ্গ পায় সেই সব জনে॥
যথা তথা জন্মুক সবার শ্রেষ্ঠ হয়।
কৃষ্ণ যশ শুনিলে কখন মন্দ নয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে শেষ খণ্ডে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

জয় জয় কৃপাসিন্ধু জয় গৌরচন্দ্র।
জয় জয় সকল মঙ্গল পদদ্বন্দ্ব॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ন্যাসীরাজ।
জয় জয় চৈতন্যের শ্রীভক্ত সমাজ॥
হেন মতে প্রভু সর্ব্ব জীব উদ্ধারিয়া।
মথুরায় চলিলেন ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া॥
গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু লইলেন পথ।
স্নান পানে পূরান গঙ্গার মনোরথ॥
গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণ সমাজ তার রামকেলি নাম॥
দিন চারি পাঁচ প্রভু সেই পুণ্য স্থানে।
আসিয়া রহিলা যেন কেহ নাহি জানে॥
সূর্য্যের উদয় কি কখন গোপ্য হয়।
সর্ব্ব লোক শুনিলেন চৈতন্য বিজয়॥
সর্ব্ব লোক দেখিতে আইসে হর্ষ মনে।
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ আদি সজ্জন দুর্জ্জনে॥
নিরবধি প্রভুর আবেশময় অঙ্গ।
প্রেমভক্তি বিনা আর নাহি কোন রঙ্গ॥
হুঙ্কার গর্জ্জন কম্প পুলক ক্রন্দন।
নিরন্তর আছাড় পাড়েন ঘনে ঘন॥
নিরবধি ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
তিলার্দ্ধেক অন্য কর্ম্ম নাহি কোন ক্ষণ॥
হেন সে ক্রন্দন প্রভু করেন ডাকিয়া।
লোক শুনে ক্রোশেকের পথেতে থাকিয়া॥
যদ্যপিও ভক্তিরসে অজ্ঞ সর্ব্ব লোক।
তথাপিও প্রভু দেখি সবার সন্তোষ॥
দূরে থাকি সর্ব্ব লোক দণ্ডবৎ করি।
সবে মেলি উচ্চ করি বলে হরি হরি॥

শুনি মাত্র প্রভু হরিনাম লোকমুখে।
বিশেষে উল্লাস বাড়ে প্রেমানন্দ সুখে॥
বোল বোল বোল প্রভু বলে বাহু তুলি।
বিশেষে বুলেন সবে হয়ে কুতূহলী॥
হেন সে আনন্দ প্রকাশেন গৌররায়।
যবনেও বলে হরি অন্যের কি দায়॥
যবনেও দূরে থাকি করে নমস্কার।
হেন গৌরচন্দ্রের কারুণ্য অবতার॥
তিলার্দ্ধেক প্রভুর নাহিক অন্য কর্ম্ম।
নিরন্তর লওয়ায়েন সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম॥
চতুর্দ্দিগ হৈতে লোক আইসে দেখিতে।
দেখিয়া কাহার চিত্ত না লয় যাইতে॥
সবে মেলি আনন্দে করেন হরিধ্বনি।
নিরন্তর চতুর্দ্দিগে আর নাহি শুনি॥
নিকটে যবনরাজ পরম দুর্ব্বার।
তথাপিও চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার॥
নির্ভয় হইয়া সর্ব্বলোক বলে হরি।
দুঃখ শোক গৃহ বিত্ত সকল পাসরি॥
কোতোয়াল গিয়া কহিলেক রাজ স্থানে।
একন্যাসী আসিয়াছে রামকেলী গ্রামে॥
নিরবধি করয়ে ভূতের সংকীর্ত্তন।
না জানি তাহার স্থানে মিলে কতজন॥
রাজা বলে কহ কহ সন্ন্যাসী কেমন।
কি খায় কি নাম, কৈছে দেহের গঠন॥
কোতোয়াল বলে শুন শুনহ গোসাঞি।
এমত অদ্ভুত কভু দেখি শুনি নাই॥
সন্ন্যাসীর শরীরের সৌন্দর্য্য দেখিতে।
কামদেব সম হেন না পারি বলিতে॥
জিনিয়া কনক কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
আজানুলম্বিত ভুজ সুনাভি গভীর॥
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ কমলনয়ন।
কোটি চন্দ্রে সে মুখের না করি সমান॥
সুরঙ্গ অধর, মুক্তা জিনিয়া দশন।
কামসরাসন যেন ভ্রুভঙ্গপত্তন॥
সুন্দর সুপীন বক্ষে লেপিত চন্দন।
কটিতটে শোভে মহা অরুণ বসন॥
রাতুল চরণ যেন কমলযুগল।
দশ নখ যেন দশ দর্পণ নির্ম্মল॥
কোন বা রাজ্যের কোন রাজার নন্দন।
জ্ঞান পাই ন্যাসী হই করয়ে ভ্রমণ॥
নবনীত হৈতেও কোমল সর্ব্ব অঙ্গ।
তাহাতে অদ্ভুত শুন আছাড়ের রঙ্গ॥
এক দণ্ডে পাড়েন আছাড় শত শত।
পাষাণ ভাঙ্গয়ে তবু অঙ্গ নহে ক্ষত॥
নিরন্তর সন্ন্যাসীর ঊর্দ্ধ রোমাবলী।
পনসের প্রায় যেন পুলক মণ্ডলী॥
ক্ষণে ক্ষণে সন্ন্যাসীর হেন কম্পহয়।
সহস্র জনের ধরিবারে শক্তি নয়॥
দুই লোচনের জল অদ্ভুত দেখিতে।
কত নদী বহে হেন না পারি কহিতে॥
কখন বা সন্ন্যাসীর হেন হাস্য হয়।
অট্ট অট্ট দুই প্রহরেও ক্ষমা নয়॥
কখন মূর্চ্ছিত হয় শুনিয়া কীর্ত্তন।
সবে ভয় পায় কিছু না থাকে চেতন॥
বাহু তুলি নিরন্তর বলে হরিনাম।
ভোজন শয়ন কিছু নাহি আর কাম॥
চতুর্দ্দিগে থাকি লোক আইসে দেখিতে।
কাহার না লয় চিত্ত ঘরেতে যাইতে॥
কত দেখিয়াছি আমি ন্যাসী যোগী জ্ঞানী।
এমত অদ্ভুত কভু দেখি নাহি শুনি॥

কহিলাঙ এই মহারাজ তোমা স্থানে।
দেশ ধন্য হইল এ পুরুষ আগমনে ॥
না খায় না লয়, কারে না করে সন্তোষ।
সবে নিরবধি এক কীর্ত্তন বিলাস ॥
যদ্যপি যবন রাজা পরম দুর্ব্বার।
কথা শুনি চিত্তে বড় হইল চমৎকার ॥
কেশব খানেরে রাজা ডাকিয়া আনিয়া।
জিজ্ঞাসয়ে রাজা বড় বিস্মিত হইয়া ॥
কহত কেশব খান কি মত তোমার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি নাম বল যার ॥
কেমত তাঁহার কথা কেমত মনুষ্য।
কেমত গোসাঞি তিঁহ কহিবা অবশ্য ॥
চতুর্দ্দিগে থাকি লোক তাঁহারে দেখিতে।
কি নিমিত্তে আইসে কহিবা ভাল মতে ॥
শুনিয়া কেশব খান পরম সজ্জন।
ভয় পাই লুকাইয়া কহেন কথন ॥
কে বলে গোসাঞি, এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।
দেশান্তরী গরিব বৃক্ষের তলবাসী।
রাজা বলে গরিব না বল কভু তানে।
মহাদোষ হয় ইহা শুনিলে শ্রবণে ॥
হিন্দু যারে বলে কৃষ্ণ খোদায় যবনে।
সেই তিঁহ নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বজনে ॥
আপনার রাজ্যে সে আমার আজ্ঞা রহে।
তাঁর আজ্ঞা শিরে করি সর্ব্বদেশে বহে ॥
এই নিজ রাজ্যেই আমারে কত জনে।
মন্দ করিবারে লাগিয়াছে মনে মনে ॥
তাহারে সকল দেশে কায়বাক্য মনে।
ঈশ্বর নহিলে বিনা অর্থে ভজে কেনে ॥
ছয় মাস আজি আমি জীবিকা না দিলে।
নানা যুক্তি করিবেক সেবক সকলে ॥
আপনার খাই লোক তাহানে সেবিতে।
চাহে তাহা কেহ নাহি পায় ভাল মতে ॥
অতএব তিঁহো সত্য জানিহ ঈশ্বর।
গরিব করিয়া তারে না বল উত্তর ॥
রাজা বলে এই মুঞি বলি যে সবারে।
কেহ যদি উপদ্রব করয়ে তাহারে ॥
যেখানে তাহান ইচ্ছা থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্র মত করুন বিধানে ॥
সর্ব্বলোক লই সুখে করুন কীর্ত্তন।
বিরলে থাকুন কিবা যেন লয় মন ॥
কাজি বা কোটাল কিবা হউ কোন জন।
কিছু বলিলেই তার লইব জীবন ॥
এই আজ্ঞা করি রাজা গেলা অভ্যন্তর।
হেন রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ॥
যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে ॥
হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র।
তথাপিও এবে না মানয়ে যত অন্ধ ॥
মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধরে।
চৈতন্যের গুণ শুনি পোড়য়ে অন্তরে ॥
যার যশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ।
যার যশে অবিদ্যা সমূহ করে চূর্ণ ॥
যার যশে শেষ রমা অজ ভব মত্ত।
যার যশ গায় চারি বেদে করি তত্ত্ব ॥
হেন শ্রীচৈতন্য রসে যার অসন্তোষ।
সর্ব্ব গুণ থাকিলেও তার সর্ব্ব দোষ ॥
সর্ব্বগুণ হীন যদি চৈতন্য চরণ।
স্মরণ করিলে যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
শুন আরে ভাই সব শেষ খণ্ড লীলা।
যেরূপে খেলিলা কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন খেলা ॥

শুনিয়া রাজার মুখে সুসত্য বচন।
তুষ্ট হইলেন যত সুসজ্জনগণ॥
সবে মেলি এক স্থানে বসিয়া নিভৃতে।
লাগিলেন যুক্তি বাদ মন্ত্রণা করিতে॥
স্বভাবেই রাজা মহাকাল যবন।
মহা তমোগুণ বৃদ্ধি হয় ঘনে ঘন॥
উড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রসাদ।
ভাঙ্গিলেক কত কত করিল প্রমাদ॥
দৈবে আসি সত্ত্বগুণ উপজিল মনে।
তেঁই ভাল কহিলেক আমা সবা স্থানে॥
আর কোন পাত্র আসি কুমন্ত্রণা দিলে।
আর বার কুবুদ্ধি আসিয়া পাছে মিলে॥
যদি কদাচিৎ বলে কেমন গোসাঞি।
আন গিয়া দেখিবারে চাহি এই ঠাঞি॥
অতএব গোসাঞিরে পাঠাই কহিয়া।
রাজার নিকট গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া॥
এক যুক্তি করি সবে এক সুব্রাহ্মণ।
পাঠাইয়া সঙ্গোপে দিলেন ততক্ষণ॥
নিজানন্দে মহাপ্রভু মত্ত সর্ব্বক্ষণ।
প্রেমরসে নিরবধি হুঙ্কার গর্জ্জন॥
লক্ষ কোটি লোক মিলি করে হরিধ্বনি।
আনন্দে নাচয়ে মাঝে প্রভু ন্যাসীমণি॥
অন্য কথা অন্য কার্য্য নাহি কোন ক্ষণ।
অহর্নিশ বোলায়েন বলেন কীর্ত্তন॥
দেখিয়া বিস্মিত বড় হইলা ব্রাহ্মণ।
কথা কহিবারে অবসর নাহি ক্ষণ॥
অন্য জন সহিত কথার কোন দায়।
নিজ পারিষদেই সম্ভাষ নাহি পায়॥
কিবা দিবা কিবা রাত্রি কিবা নিজ পর।
কিবা জল কিবা স্থল কি গ্রাম প্রান্তর॥
কিছু নাহি জানে প্রভু নিজ ভক্তিরসে।
অহর্নিশ নিজ প্রেমসিন্ধু মাঝে ভাসে॥
প্রভু সঙ্গে কথা কহিবার নাহি ক্ষণ।
ভক্ত বর্গ স্থানে কথা কহিল ব্রাহ্মণ॥
দ্বিজ বলে তুমি সব গোসাঞিরগণ।
সময় পাইলে এই কহিও কথন॥
রাজার নিকট গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া।
এই কথা সবে পাঠাইলেন কহিয়া॥
কহি এই কথা দ্বিজ গেলা নিজ স্থানে।
প্রভুরে করিয়া কোটি দণ্ড পরণামে॥
কথা শুনি ঈশ্বরের পারিষদগণে।
সবে চিন্তা যুক্ত হইলেন মনে মনে॥
ঈশ্বরের স্থানে সে কহিতে নাহি ক্ষণ।
বাহ্য নাহি প্রকাশেন শ্রীশচীনন্দন॥
বোল বোল হরিবোল হরিবোল বলি।
এই মাত্র বলে প্রভু দুই বাহু তুলি॥
চতুর্দ্দিগে মহানন্দে কোটি কোটি লোক।
তালি দিয়া হরি বলে পরম কৌতুক॥
যার সেবকের নাম করিলে স্মরণ।
সর্ব্ববিঘ্ন দূর হয় খণ্ডয়ে বন্ধন॥
যাহার শক্তিতে জীব বল করি চলে।
পরংব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ যারে বেদে বলে॥
যাহার মায়ায় জীব পাসরি আপনা।
বদ্ধ হই পাইয়াছে সংসার যাতনা॥
সে প্রভু আপনে সর্ব্ব জীব উদ্ধারিতে।
অবতরিয়াছে ভক্তিরসে পৃথিবীতে॥
কেন বা তাহানে রাজা করে তার ভয়।
যম কাল আদি যার ভৃত্য বেদে কয়॥
স্বচ্ছন্দে করেন সবা লই সংকীর্ত্তন।
সর্ব্বলোক চূড়ামণি শ্রীশচীনন্দন॥

আছুক তাহানে ভয় তাহানে দেখিতে।
যতেক আইসে লোক চতুর্দ্দিগ হইতে॥
তাহারাই কহে ভয় না কর রাজারে।
হেন সে আনন্দ দিয়াছেন সবাকারে॥
যদ্যপিও সর্ব্বলোক পরম অজ্ঞান।
তথাপিও দেখিয়া চৈতন্য ভগবান॥
হেন সে আনন্দ জন্মে লোকের শরীরে।
যম করি ভয় নাহি কি দায় রাজারে॥
নিরন্তর সর্ব্বলোক করে হরিধ্বনি।
কার মুখে আর কোন শব্দ নাহি শুনি॥
হেন মতে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
সংকীর্ত্তন করে সর্ব্বলোকের ভিতর॥
মনে কিছু চিন্তা পাইলেন ভক্তগণ।
জানিলেন অন্তর্য্যামী শ্রীশচীনন্দন॥
ঈষৎ হাসিয়া কিছু বাহ্য প্রকাশিয়া।
লাগিলা কহিতে প্রভু মায়া ঘুচাইয়া॥
প্রভু বলে তুমি সব ভয় পাও মনে।
রাজা আমা দেখিবারে নিবে কি কারণে॥
আমা চাহে হেন জন আমিও তা চাঙ।
সবা আমা চাহে হেন কোথাও না পাঙ॥
তোমরা ইহাতে কেন ভয় পাও মনে।
রাজা আমা চাহে আমি যাইব আপনে॥
রাজা বা আমারে কেনে বুলিব চাহিতে।
কি শক্তি রাজার এ বা বোল উচ্চারিতে॥
আমি যদি বলাই সে রাজার মুখেতে।
তবে সে বলিব রাজা আমারে চাহিতে॥
আমা দেখিবারে শক্তি কোন বা তাহার।
বেদে অন্বেষিয়া দেখা না পায় আমার॥
দেবর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ পুরাণ ভারতে।
আমা অন্বেষয়ে কেহ না পায় দেখিতে॥

সংকীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার।
উদ্ধার করিব সর্ব্ব পতিত সংসার॥
যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে।
এ যুগে তাহারা কান্দিবেক মোর নামে॥
যতেক অস্পৃষ্ট দুষ্ট যবন চণ্ডাল।
স্ত্রী পুত্র আদি যত অধম রাখাল॥
হেন ভক্তিযোগ দিব এ যুগে সবারে।
সুর মুনি সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে॥
বিদ্যা ধন কুলজ্ঞান তপস্যার মদে।
যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে॥
সেই সব জন হৈবে এ যুগে বঞ্চিত।
সবে তারা না মানিব আমার চরিত॥
পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥
পৃথিবীতে আসিয়া আমিই ইহা চাঙ।
খোঁজে হেনজন মোরে কোথাও না পাঙ॥
রাজা মোরে কোথা চাহিবেক দেখিবারে।
এ কথা সকল মিথ্যা কহিল সবারে॥
বাহ্য প্রকাশিলা প্রভু এতেক কহিয়া।
ভক্ত সব সন্তোষিত হইলা শুনিয়া॥
এই মত প্রভু কতদিন সেই গ্রামে।
নির্ভয়ে আছেন নিজ কীর্ত্তন বিধানে॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কারে।
না গেলেন মথুরা ফিরিলা আর বার॥
ভক্ত সব স্থানে কহিলেন এই কথা।
আমি চলিবাঙ নীলাচলচন্দ্র যথা॥
এত বলি স্বতন্ত্র পরমানন্দ রায়।
চলিলা দক্ষিণ মুখে কীর্ত্তন লীলায়॥
নিত্যানন্দে রহিয়া রহিয়া গঙ্গাতীরে।
কতদিনে আইলেন অদ্বৈত মন্দিরে॥

পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত আচার্য্য।
আবিষ্ট হইয়া আছে ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য॥
হেনই সময়ে গৌরচন্দ্র ভগবান।
অদ্বৈতের গৃহে আসি হৈলা অধিষ্ঠান॥
যে নিমিত্ত অদ্বৈত আবিষ্ট পুত্র সঙ্গে।
সে বড় অদ্ভুত কথা কহি শুন রঙ্গে॥
যোগ্য পুত্র অদ্বৈতের সেই সে উচিত।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ নাম জগতে বিদিত॥
দৈব একদিন এক উত্তম সন্ন্যাসী।
অদ্বৈত আচার্য্য স্থানে মিলিলেন আসি॥
অদ্বৈত দেখিয়া ন্যাসী সঙ্কোচে রহিল।
অদ্বৈত ন্যাসীরে নমস্করি বসাইল॥
অদ্বৈত বলেন ভিক্ষা করহ গোসাঞি।
সন্ন্যাসী বলেন ভিক্ষা দেহ যাহা চাই॥
কিছু মোর জিজ্ঞাসা আছয়ে তোমা স্থানে।
মোর সেই ভিক্ষা তাহা করিবা আপনে॥
আচার্য্য বলেন আগে করহ ভোজন।
শেষে জিজ্ঞাসার তবে হইবে কথন॥
ন্যাসী বলে আগে আছে জিজ্ঞাস্য আমার।
আচার্য্য বলেন বল যে ইচ্ছা তোমার॥
সন্ন্যাসী বলেন এই কেশব ভারতী।
চৈতন্যের কে হয়েন কহ মোর প্রতি॥
মনে মনে চিন্তেন অদ্বৈত মহাশয়।
ব্যবহার পরমার্থ দুই পক্ষ হয়॥
যদ্যপিও ঈশ্বরের পিতা মাতা নাই।
তথাপিও দেবকীনন্দন করি গাই॥
পরমার্থ গুরু যে তাহার কেহ নাই।
তথাপি যে করে প্রভু তাহা সবে গাই॥
প্রথমেই পরমার্থ কি কার্য্য কহিয়া।
ব্যবহার করিয়াই যাই প্রবোধিয়া॥
এত ভাবি বলিলা অদ্বৈত মহাশয়।
কেশবভারতী চৈতন্যের গুরু হয়॥
দেখিতেছ গুরু তান কেশব ভারতী।
আর কেনে তবে জিজ্ঞাসহ মোর প্রতি॥
এই মাত্র অদ্বৈত বলিতে সেইক্ষণে।
ধাইয়া অচ্যুতানন্দ আইল সেই স্থানে॥
পঞ্চবর্ষ বয়স মধুর দিগম্বর।
খেলা খেলি সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর॥
অভিন্ন কার্ত্তিক যেন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
সর্ব্বজ্ঞ পরম ভক্ত সর্ব্ব শক্তিধর॥
চৈতন্যের গুরু আছে বচন শুনিয়া।
ক্রোধাবেশে কহে কিছু হাসিয়া হাসিয়া॥
কি বলিলা বাপ বল দেখি আর বার।
চৈতন্যের গুরু আছে বিচার তোমার॥
কোন বা সাহসে তুমি এমত বচন।
জিহ্বায় আনিলা ইহা না বুঝি কারণ॥
তোমার জিহ্বায় যদি এমত আইল।
হেন বুঝি এখনে সে কলিকাল হৈল॥
অথবা চৈতন্যমায়া পরম দুস্তর।
যাহাতে পায়েন মোহ ব্রহ্মাদি শঙ্কর॥
বুঝিলাম বিষ্ণুমায়া হইল তোমারে।
কেবা চৈতন্যের মায়া তরিবারে পারে॥
চৈতন্যের গুরু আছে বলিলা যখনে।
মায়াবশ বিনা ইহা কহিলে কেমনে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই চৈতন্য ইচ্ছায়।
সব চৈতন্যের লোমকূপেতে মিশায়॥
জলক্রীড়া পরায়ণ চৈতন্য গোসাঞি।
বিহরেন আত্মক্রীড়া আর দুই নাই॥
যত দেখ মহামুনি মহা অভিমান।
উদ্দেশ না থাকে কার কোথাকার নাম॥

পুনঃ সেই চৈতন্যের অচিন্ত্য ইচ্ছায়।
নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা হয়েন লীলায়॥
ইহাও না থাকে দেখিতে কিছু শক্তি।
অবশেষে করেন একান্ত ভাবে ভক্তি॥
তবে ভক্তিরসে তুষ্ঠ হৈয়া তাহানে।
তত্ত্ব উপদেশ প্রভু কহেন আপনে॥
তবে সেই ব্রহ্মা প্রভু আজ্ঞা করি শিরে।
সৃষ্টি করি সেই জ্ঞান কহেন সবারে॥
সেই জ্ঞান সনকাদি পাই ব্রহ্মা হইতে।
প্রচার করেন তবে কৃপায় জগতে॥
যাহা হইতে হয় আসি জ্ঞানের প্রচার।
তার গুরু কেমতে বলহ আছে আর॥
বাপ তুমি তোমা হৈতে শিখিবাঙ কোথা।
শিক্ষাগুরু হই কেন বলহ অন্যথা॥
এত বলি শ্রীঅচ্যুতানন্দ মৌন হৈলা।
শুনিয়া অদ্বৈত পরানন্দে প্রবেশিলা॥
বাপ বাপ বলি ধরি করিলেন কোলে।
সিঞ্চিলেন অচ্যুতের অঙ্গ প্রেমজলে॥
তুমি সে জনক বাপ আমি সে তনয়।
শিখাইতে পুত্ররূপে হইলে উদয়॥
অপরাধ করিনু ক্ষমহ বাপ মোরে।
আর না বলিব এই কহিনু তোমারে॥
আত্মস্তুতি শুনি শ্রীঅচ্যুত মহাশয়।
লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয়॥
শুনিয়া সন্ন্যাসী শ্রীঅচ্যুত বচন।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সেইক্ষণ॥
সন্ন্যাসী বলেন যোগ্য অদ্বৈত নন্দন।
যেন পিতা তেন পুত্র অচিন্ত্য কথন॥
এই ত ঈশ্বর শক্তি বহি অন্য নয়।
বালকের মুখে কি এমত কথা হয়॥
শুভ লগ্নে আইলাঙ অদ্বৈত দেখিতে।
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাঙ নয়নেতে॥
পুত্রের সহিত অদ্বৈতেরে নমস্করি।
পূর্ণ হই ন্যাসী চলে বলি হরি হরি॥
ইহারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈতনন্দন।
যে চৈতন্য পাদপদ্ম একান্ত শরণ॥
অদ্বৈতেরে ভজে গৌরচন্দ্র করে হেলা।
পুত্র হউ অদ্বৈতের তবু তেঁহ গেলা॥
পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত আচার্য্য।
পুত্র কোলে করি কান্দে ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য॥
পুত্রের অঙ্গের ধূলা আপনার অঙ্গে।
লেপেন অদ্বৈত অতি প্রেমানন্দ রঙ্গে॥
চৈতন্যের পার্ষদ জন্মিলা মোর ঘরে।
এত বলি নাচে প্রভু তালি দিয়া করে॥
পুত্র কোলে করি নাচে অদ্বৈত গোসাঞি।
ত্রিভুবনে যাহার ভক্তির সীমা নাই॥
পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত বিহ্বল।
হেন কালে উপসন্ন সর্ব্ব সুমঙ্গল॥
সপার্ষদে শ্রীগৌরসুন্দর সেইক্ষণে।
আসি আবির্ভাব হৈলা অদ্বৈত ভবনে॥
প্রাণনাথ ইষ্টদেবে অদ্বৈত দেখিয়া।
পড়িলেন পৃথিবীতে দণ্ডবৎ হৈয়া॥
হরি বলি শ্রীঅদ্বৈত করেন হুঙ্কার।
প্রেমানন্দে দেহ পাসরিলা আপনার॥
জয় জয়কার ধ্বনি করে নারীগণে।
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত ভবনে॥
প্রভুও করিলা অদ্বৈতেরে নিজ কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁর প্রেমানন্দ জলে॥
পাদপদ্ম বক্ষে করি আচার্য্য গোসাঞি।
রোদন করেন অতি বাহ্য কিছু নাই॥

চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ করেন ক্রন্দন।
কি অদ্ভুত প্রেম স্নেহ না যায় বর্ণন ॥
স্থির হই ক্ষণেকে অদ্বৈত মহাশয়।
বসিতে আসন দিলা করিয়া বিনয় ॥
বসিলেন মহাপ্রভু উত্তর আসনে।
চতুর্দ্দিগে শোভা করে পারিষদগণে ॥
নিত্যানন্দে অদ্বৈতে হইল কোলাকুলী।
দুহাঁ দেখি অন্তরেতে দোঁহে কুতূহলী ॥
আচর্য্যেরে নমস্করিলেন ভক্তগণ।
আচার্য্য সবারে কৈলা প্রেম আলিঙ্গন ॥
যে আনন্দ উপজিল অদ্বৈতের ঘরে।
বেদব্যাস বিনা তাহা কে বর্ণিতে পারে ॥
ক্ষণেকে অচ্যুতানন্দ অদ্বৈতকুমার।
প্রভুর চরণে আসি হৈলা নমস্কার ॥
অচ্যুতেরে কোলে করি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেমজলে ধুইলেন তাঁর কলেবর ॥
অচ্যুতেরে প্রভু না ছাড়েন বক্ষ হৈতে।
অচ্যুত প্রবিষ্ট হইল প্রভুর দেহেতে ॥
অচ্যুতেরে কৃপা দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
প্রেমে সবে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
যত চৈতন্যের প্রিয় পারিষদগণ।
অচ্যুতের প্রিয় নহে হেন নাহি জন ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণের সমান।
গদাধর পণ্ডিতের শিষ্যের প্রধান ॥
ইহারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈতনন্দন।
যেন পিতা তেন পুত্র উচিত মিলন ॥
এই মত শ্রীঅদ্বৈত গোষ্ঠীর সহিতে।
আনন্দে ডুবিলা প্রভু পাইয়া সাক্ষাতে ॥
শ্রীচৈতন্য কতদিন অদ্বৈত ইচ্ছায়।
রহিলা অদ্বৈত ঘরে কীর্ত্তন লীলায় ॥

প্রাণনাথ গৃহে পাই আচার্য্য গোসাঞি।
না জানে আনন্দে আছেন কোন ঠাঞি ॥
কিছু স্থির হইয়া অদ্বৈত মহামতি।
আই স্থানে লোক পাঠাইলা শীঘ্রগতি ॥
দোলা লই নবদ্বীপে আইলা সত্বরে।
আইরে বৃত্তান্ত কহে চলিবার তরে ॥
প্রেমরস সমুদ্রে ডুবিয়া আছে আই।
কি বলেন কি শুনেন বাহ্য কিছু নাই ॥
সম্মুখে যাহারে আই দেখেন তাহারে।
জিজ্ঞাসেন মথুরার কথা কহ মোরে ॥
রামকৃষ্ণ কেমত আছেন মথুরায়।
পাপী কংস কেমত বা করে ব্যবসায় ॥
চোর অক্রুরের কথা কহ জান কে।
রামকৃষ্ণ মোর চুরি করি নিল সে ॥
শুনিলাম পাপী কংস মরি গেল কেন।
মথুরার রাজা কি হইল উগ্রসেন ॥
রামকৃষ্ণ বলিয়া কখন ডাকে আই।
ঝাট গাভী দোহ দুগ্ধ বেচিবারে যাই ॥
হাতে বাড়ি করিয়া কখন আই ধায়।
ধর ধর সবে এই ননী-চোরা যায় ॥
কোথা পলাইবা আজি মারিব বান্ধিয়া।
এত বলি ধায় আই আবিষ্ট হইয়া ॥
কখন কাহারে কহে সম্মুখে দেখিয়া।
চল যাই যমুনায় স্নান করি গিয়া ॥
কখন যে উচ্চ করি করেন ক্রন্দন।
হৃদয় দ্রবয়ে তাহা করিতে শ্রবণ ॥
অবিচ্ছিন্ন ধারা দুই নয়নেতে ঝরে।
সে কাকু শুনিয়া কাষ্ঠ পাষাণ বিদরে ॥
কখন বা ধ্যায়ে কৃষ্ণ সাক্ষাত যে করি।
অট্ট অট্ট হাসে আই আপনা পাসরি ॥

হেন সে অদ্ভুত হাস্য আনন্দ পরম।
দুই প্রহরেও কভু নহে উপশম॥
কখন বা আই হয় আনন্দে মূর্চ্ছিত।
প্রহরেক ধাতু নাহি থাকে কদাচিত॥
কখন বা হেন কম্প উপজে আসিয়া।
পৃথিবীতে কেহ যেন তোলে আছাড়িয়া॥
আইর সে কৃষ্ণাবেশ কি তার উপমা।
আই বই অন্যে আর নাই তার সীমা॥
গৌরচন্দ্র শ্রীবিগ্রহে যত কৃষ্ণভক্তি।
আইরেও প্রভু দিয়াছেন সেই শক্তি॥
অতএব আইর যে ভক্তির বিকার।
তাহা বর্ণিবেক সব হেন শক্তি কার॥
হেন মতে প্রেমানন্দ সমুদ্র তরঙ্গে।
ভাসেন দিবস নিশি আই মহারঙ্গে॥
কদাচিৎ আইর যে কিছু বাহ্য হয়।
সেহ বিষ্ণু পূজা লাগি জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণের প্রসঙ্গে আই আছেন বসিয়া।
হেনই সময়ে শুভ বার্ত্তা হৈল গিয়া॥
শান্তিপুরে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
চল আই ঝাট গিয়া দেখহ সত্বর॥
বার্ত্তা শুনি সন্তোষিত হইলেন আই।
তাহার অবধি আর কহিবারে নাই॥
বার্ত্তা শুনি প্রভুর যতেক ভক্তগণ।
সবেই হইলা অতি প্রেমানন্দ মন॥
গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভুর প্রিয় পাত্র।
আই লই চলিলেন সেই ক্ষণ মাত্র॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত আদি যত ভক্তগণ।
সবেই আইর সঙ্গে করিলা গমন॥
সত্বরে আইলা শচী আই শান্তিপুরে।
বার্ত্তা শুনিলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরে॥

শ্রীগৌরসুন্দর প্রভু আইরে দেখিয়া।
সত্বরে পড়িলা দূরে দণ্ডবৎ হৈয়া॥
পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ হইয়া হইয়া।
দণ্ডবৎ হয় শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া॥
তুমি বিশ্বজননী কেবল ভক্তিময়ী।
তোমারে যে গুণাতীত সত্বরূপা কহি॥
তুমি যদি শুভদৃষ্টি কর জীব প্রতি।
তবে সে জীবের হয় কৃষ্ণে রতি মতি॥
তুমি সে কেবল মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি।
যাহা হইতে সব হয় তুমি সেই শক্তি॥
তুমি গঙ্গা দেবকী যশোদা দেবহুতি।
তুমি প্রশ্নি অনসূয়া কৌশল্যা অদিতি॥
যত দেখি সব তোমা হৈতে সে উদয়।
পালয়িতা তুমি সে তোমাতে লীন হয়॥
তোমার প্রভাব বলিবারে শক্তি কার।
সবার হৃদয়ে পূর্ণ বসতি তোমার॥
শ্লোক বন্ধে এই মত করিয়া স্তবন।
দণ্ডবৎ হয় প্রভু ধর্ম্ম সনাতন॥
কৃষ্ণ বহি এ কি পিতৃ মাতৃ গুরু ভক্তি।
করিবারে ধরয়ে এমত কার শক্তি॥
আনন্দাশ্রুধারা বহিতেছে সর্ব্বাঙ্গেতে।
শ্লোক পড়ি নমস্কার করেন ভূমিতে॥
আই দেখি মাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ বদন।
পরানন্দে জড় হইলেন সেই ক্ষণ॥
বসিয়াছে আই যেন কৃত্রিম পুতলি।
স্তুতি করে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর কুতুহলী॥
প্রভু বলে কৃষ্ণভক্তি যে কিছু আমার।
কেবল একান্ত সব প্রসাদে তোমার॥
কোটি দাস দাসেরো যে সম্বন্ধে তোমার।
সেই জন প্রাণ হৈতে বল্লভ আমার॥

বারেক যে জন তোমা করিবে স্মরণ।
তার কভু নহিবেক সংসার বন্ধন॥
সকল পবিত্র করে যে গঙ্গা তুলসী।
তারাও হয়েন ধন্য তোমারে পরশি॥
তুমি যত করিয়াছ আমার পালন।
আমার শক্তিতে তাহা নহিব শোধন॥
দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলে আমারে।
তোমার সদ্‌গুণ সে তাহার প্রতিকারে॥
এই মত স্তুতি প্রভু করেন সন্তোষে।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে॥
আই জানে অবতীর্ণ প্রভু নারায়ণ।
যখনে যে ইচ্ছা তান কহেন তেমন॥
কতক্ষণে আই বলিলেন এই মাত্র।
তোমার বচন বুঝে কেবা আছে পাত্র॥
প্রাণ হীন জন যেন সিন্ধু মাঝে ভাসে।
স্রোতে যথা লয় তথা চলয়ে অবশে॥
এই মত সর্ব্বজীব সংসার সাগরে।
তোমার মায়ায় যে করায় তাহা করে॥
সবে বাপ বলি এই তোমারে উত্তর।
ভাল হয় যেমতে সে তোমার গোচর॥
স্তুতি প্রদক্ষিণ কিবা কর নমস্কার।
মুঞি ত না বুঝি কিছু যে ইচ্ছা তোমার॥
শুনিয়া আইর বাক্য সর্ব্ব ভাগবতে।
মহা জয় জয় ধ্বনি লাগিলা করিতে॥
আইর ভক্তির সীমা কে বলিতে পারে।
গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ যাহার উদরে॥
প্রাকৃত শব্দেও যে বা বলিবেক আই।
আই শব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥
প্রভু দেখি সন্তোষে পূর্ণিত হইলা আই।
ভক্তগণ আনন্দে কাহারও বাহ্য নাই॥
এখন যে হইল আনন্দ সমুচ্চয়।
মনুষ্যের শক্তিতে কি তাহা কহা যায়॥
নিত্যানন্দ মহামত্ত আইর সন্তোষে।
পরানন্দ সিন্ধু মাঝে ভাসেন হরিষে॥
দেবকীর স্তুতি পড়ি আচার্য্য গোসাঞি।
আইরে করেন দন্দবৎ অন্ত নাঞি॥
হরিদাস শ্রীগর্ভ মুরারি নারায়ণ।
জগদীশ গোপীনাথ আদি ভক্তগণ॥
আইর সন্তোষে সবে হেন সে হইলা।
পরানন্দে যেন সবেই মিশাইলা॥
এ সব আনন্দ পঢ়ে শুনে যেই জন।
অবশ্য মিলয়ে তারে কৃষ্ণ প্রেমধন॥
প্রভুরে দিবেন ভিক্ষা আই ভাগ্যবতী।
প্রভু স্থানে অদ্বৈত লইলা অনুমতি॥
সন্তোষে চলিলা আই করিতে রন্ধন।
প্রেমযোগে চিন্তি গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥
কতেক প্রকারে আই করিলা রন্ধন।
নাম নাহি জানি হেন রান্ধিলা ব্যঞ্জন॥
আই জানে প্রভুর সন্তোষ বড় শাকে।
বিংশতি প্রকার শাক রান্ধিল এতেকে॥
একেক ব্যঞ্জন প্রকার দশ বিশে।
রান্ধিলেক আই অতি চিত্তের সন্তোষে॥
অশেষ প্রকারে তবে রন্ধন করিয়া।
ভোজনের স্থানে পরে থুইলেন লৈয়া॥
শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন সব উপস্কার কার।
সবার উপরে দিল তুলসী মঞ্জরী॥
চতুর্দ্দিগে সারি করি শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন।
মধ্যে পাতিলেন লয়ে উত্তম আসন॥
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
সংহতি লইয়া সব পারিষদগণ॥

দেখি প্রভু শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন উপস্কার।
দণ্ডবৎ হইয়া করিলা নমস্কার॥
প্রভু বলে এ অন্নের থাকুক ভোজন।
এ অন্ন দেখিলে হয় বন্ধ বিমোচন॥
কি রন্ধন ইহা ত কহিলে কিছু নয়।
এ অন্নের গন্ধেও কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥
বুঝিলাম কৃষ্ণ লই সব পরিবার।
এ অন্ন করিয়াছেন আপনে স্বীকার॥
এত বলি প্রভু অন্ন প্রদক্ষিণ করি।
ভোজনে বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ নরহরি॥
প্রভুর আজ্ঞায় সব পারিষদগণ।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে দেখিতে ভোজন।
ভোজন করেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি।
নয়ন ভরিয়া দেখে শচী পুণ্যবতী॥
প্রত্যেক প্রত্যেক প্রভু সকল ব্যঞ্জন।
মহা আমোদিয়া নাথ করেন ভোজন॥
সবা হৈতে ভাগ্যবন্ত শ্রীশাক ব্যঞ্জন।
পুনঃ পুনঃ মহাপ্রভু করেন গ্রহণ॥
শাকেতে দেখিয়া সব প্রভুর আদর।
হাসেন প্রভুর যত সব অনুচর॥
শাকের মহিমা প্রভু সবারে কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥
প্রভু বলে এই যে অচ্যুতা নামে শাক।
ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণে অনুরাগ॥
পটল বাস্তুক কাল শাকের ভোজনে।
জন্ম জন্ম বিহরয়ে বৈষ্ণবের সনে॥
সালঞ্চা হেলঞ্চা শাক ভোজন করিলে।
আরোগ্যে থাকয়ে আর কৃষ্ণভক্তি মিলে॥
এই মত শাকের মহিমা সবে কহি।
ভোজন করেন প্রভু পুলকিত হই॥

যতেক আনন্দ হৈল এ দিন ভোজনে।
সবে ইহা জানে প্রভু সহস্র বদনে॥
এই যশ সহস্র জিহ্বয়ে নিরন্তর।
গায়েন অনন্ত আদি দেবী মহীধর॥
সেই প্রভু কলিযুগে অবধূত রায়।
সূত্র মাত্র লিখি আমি তাহান আজ্ঞায়॥
বেদব্যাস আদি করি যত মুনিগণ।
এই সব যশ সবে করেন বর্ণন॥
এ যশের যদি করে শ্রবণ পঠন।
তবে সে জীবের খণ্ডে অবিদ্যা বন্ধন॥
হেন রঙ্গে মহাপ্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি আচমন॥
আচমন করি মাত্র ঈশ্বর বসিলা।
ভক্তগণ অবশেষ লুটিতে লাগিলা॥
কেহ বলে ব্রাহ্মণের ইহাতে কি দায়।
শূদ্র আমি আমারে সে উচ্ছিষ্ট জুয়ায়॥
আর কেহ বলে আমি নহি রে ব্রাহ্মণ।
আড়ে থাকি লই কেহ করে পলায়ন॥
কেহ বলে শূদ্রের উচ্ছিষ্ট যোগ্য নহে।
হয় নয় বিচারিয়া বুঝ শাস্ত্রে কহে॥
কেহ বলে আমি অবশেষ নাহি চাই।
শুধু পাতখানা মাত্র আমি লই যাই॥
কেহ বলে আমি পাতফেলি সর্ব্বকালি।
তোমরা যে লও সে কেবল ঠাকুরালি॥
এই মত কৌতুকে চপল ভক্তগণ।
ঈশ্বর অধরামৃত করেন ভোজন॥
আইর রন্ধন ঈশ্বরে অবশেষ।
কার বা ইহাতে লোভ না জন্মে বিশেষ॥
পরানন্দে ভোজন করিয়া ভক্তগণ।
প্রভুর সম্মুখে সবে করিলা গমন॥

বসিয়া আছেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
চতুর্দ্দিগে বসিলেন সর্ব্ব অনুচর॥
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু সম্মুখে দেখিয়া।
বলিলেন তারে কিছু ঈষৎ হাসিয়া॥
পড় গুপ্ত রাঘবেন্দ্র বর্ণিয়াছ তুমি।
অষ্টশ্লোক করিয়াছ শুনিয়াছি আমি॥
ঈশ্বরের আজ্ঞা গুপ্ত মুরারি শুনিয়া।
পড়িতে লাগিলা শ্লোক ভাবাবিষ্ট হৈয়া॥

অগ্রে ধনুর্দ্ধরবরঃ কনকোজ্জ্বলাঙ্গঃ
জ্যেষ্ঠানুসেবনরতো বরভূষণাঢ্যঃ।
শেষাখ্যধামবরলক্ষ্মনাম যস্য
রামং জগৎত্রয়গুরুং সততং ভজামি॥১॥
হত্বা খরত্রিশিরসৌ সগণৌ কবন্ধাম্
শ্রীদণ্ডকাননমদূষণমেব কৃত্বা।
সুগ্রীব মৈত্রমকরোদ্বিনিহত্য শত্রুম্
রামং জগৎত্রয়গুরুং সততং ভজামি॥ ২॥

এই মত অষ্টশ্লোক মুরারি পড়িল।
প্রভুর আজ্ঞায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিল॥
দূর্ব্বাদল শ্যাম কোদণ্ড দীক্ষাগুরু।
ভক্তগণ প্রতি অতি বাঞ্ছাকল্পতরু॥
হাস্যমুখে রত্নময় রাজ সিংহাসনে।
বসিয়া আছেন শ্রীজানকী দেবী বামে॥
অগ্রে মহাধনুর্দ্ধর অনুজ লক্ষ্মণ।
কনকের প্রায় দ্যুতি কনক ভূষণ॥
আপনে অনুজ হই শ্রীঅনন্তধাম।
জ্যেষ্ঠের সেবনে রত শ্রীলক্ষ্মণ নাম॥
সর্ব্ব মহাগুরু হেন শ্রীরঘুনন্দন।
জন্ম জন্ম ভজোঁ মুঞি তাঁহার চরণ॥
ভরত শত্রুঘ্ন দুই চামর ঢুলায়।
সম্মুখে কপীন্দ্রগণ পুণ্য কীর্ত্তি গায়॥

যে প্রভু করিলা গুহ চণ্ডালেরে মিত।
জন্ম জন্ম গাঙ যেন তাঁহার চরিত॥
গুরুআজ্ঞা শিরে ধরি ছাড়ি নিজরাজ্য।
বন ভ্রমিলেন করিবারে সুরকার্য্য॥
বালি মারি সুগ্রীবেরে রাজ্যভার দিয়া।
মৈত্র পদ দিলা তারে করুণা করিয়া॥
যে প্রভু করিলা অহল্যার বিমোচন।
ভজোঁ হেন ত্রিভুবন গুরুর চরণ॥
দুস্তর তরঙ্গসিন্ধু ঈষৎ লীলায়।
কপিদ্বারা যে বান্ধিলা লক্ষ্মণ সহায়॥
ইন্দ্রাদির অজিত রাবণ বংশগণে।
যে প্রভু মারিল ভজো তাহার চরণে॥
যাহার কৃপায় বিভীষণ ধর্ম্মপর।
ইচ্ছা নাহি তথাপি হইলা লঙ্কেশ্বর॥
যবনেও যার কীর্ত্তি শ্রদ্ধা করি শুনে।
ভজোঁ হেন রাঘবেন্দ্র প্রভুর চরণে॥
দুষ্ট ক্ষয় লাগি নিরন্তর ধনুর্দ্ধর।
পুত্রের সমান প্রজা পালনে তৎপর॥
যাহার কৃপায় সব অযোধ্যা নিবাসী।
সশরীরে লইলেন শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী॥
যার নাম রসে মহেশ্বর দিগম্বর।
রমা যার পাদপদ্ম সেবে নিরন্তর॥
পরমব্রহ্ম জগন্নাথ বেদে যারে গায়।
ভজোঁ হেন সর্ব্বগুরু রাঘবেন্দ্র পায়॥
এই মত অষ্টশ্লোক আপনার কৃত।
পড়িলা মুরারি রাম মহিমা অমৃত।
শুনি তুষ্ট হই তারে শ্রীগৌরসুন্দর॥
পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক উপর॥
শুন গুপ্ত এই তুমি আমার প্রসাদে॥
জন্ম জন্ম রাম দাস হও নির্ব্বিরোধে॥

ক্ষণেক যে করিবেক তোমার আশ্রয়।
সেহ রাম পদাম্বুজ পাইবে নিশ্চয়॥
মুরারি গুপ্তেরে চৈতন্যের বর শুনি।
সবেই করেন মহা জয় জয় ধ্বনি॥
এই মত কৌতূকে আছেন গৌরসিংহ।
চতুর্দ্দিগে শোভে সব চরণের ভৃঙ্গ॥
হেনই সময়ে কুষ্ঠরোগী একজন।
প্রভুর সম্মুখে আসি দিল দরশন॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল আর্ত্তনাদে।
দুই বাহু তুলি মহা আর্ত্তি করি কান্দে॥
সংসার উদ্ধার লাগি তুমি কৃপাময়।
পৃথিবীর মাঝে আসি হইলা উদয়॥
পর দুঃখ দেখি তুমি স্বভাবে কাতর।
এতেকে আইনু মুঞি তোমার গোচর॥
কুষ্ঠরোগে পীড়িত জ্বালায় মুঞি মরি।
বলহ উপায় মোরে কোন মতে তরি॥
শুনি মহাপ্রভু কুষ্ঠ রোগীর বচন।
বলিতে লাগিলা ক্রোধে তর্জ্জন বচন॥
ঘুচ ঘুচ মহাপাপী বিদ্যমান হৈতে।
তোরে দেখিলেও পাপ জন্ময় লোকেতে॥
পরম ধার্ম্মিক যদি দেখে তোর মুখ।
সে দিবস তাহার অবশ্য হয় দুঃখ॥
বৈষ্ণব নিন্দুক তুই পাপী দুরাচার।
ইহা হৈতে দুঃখ তোর কত আছে আর॥
এই জ্বালা সহিতে না পার দুষ্ট মতি।
কেমতে করিবা কুম্ভিপাকেতে বসতি॥
যে বৈষ্ণব নামে হয় সংসার পবিত্র।
ব্রহ্মাদি গায়েন যেই বৈষ্ণব চরিত্র॥
যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই।
সে বৈষ্ণব পূজা হৈতে বড় আর নাই॥

শেষ রমা অজ ভব নিজ দেহ হৈতে।
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয় কহে ভাগবতে॥

তথাহি। উদ্ধব প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

ন তথা মে প্রিয়তমঃ অন্যেযোনির্নশঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥

হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সেই পায় দুঃখ জন্ম জীবন মরণ॥
বিদ্যা কুল তপ সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণবেরে নিন্দে যে রে পাপী দুরাচার॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবেরে নিন্দা করে যে পাপীষ্ঠ জন॥
যে বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়।
যার দৃষ্টি মাত্র দশদিগে পাপ ক্ষয়॥
যে বৈষ্ণবজন বাহু তুলিয়া নাচিতে।
স্বর্গের সকল বিঘ্ন ঘুচে ভাল মতে॥
হেন মহা ভাগবত শ্রীবাস পণ্ডিত।
তুই পাপী নিন্দা কৈলি তাহার চরিত॥
এতেকে তোমার কুষ্ঠ জ্বালা কোন কাজ
মূল শাস্তা পশ্চাৎ আছেন ধর্ম্মরাজ॥
এতেকে আমার দৃশ্যযোগ্য নহ তুমি।
তোমার নিষ্কৃতি করিবারে নারি আমি॥
সেই কুষ্ঠরোগী শুনি প্রভুর উত্তর।
দন্তে তৃণ ধরি বলে হইয়া কাতর॥
কিছু না জানিনু মুঞি আপনা খাইয়া।
বৈষ্ণবের নিন্দা কৈনু প্রমত্ত হইয়া॥
অতএব তার শাস্তি পাইনু উচিত।
এখনে ঈশ্বর তুমি চিন্ত মোর হিত॥
সাধুর স্বভাব ধর্ম্ম দুঃখীরে উদ্ধারে।
কৃত অপরাধীরেও সাধু কৃপা করে॥

এতেকে তোমারে মুঞি লইনু শরণ।
তুমি উপেক্ষিলে উদ্ধারিবে কোন জন॥
যাহার যে প্রায়শ্চিত্ত সব তুমি জ্ঞাতা।
প্রায়শ্চিত্ত বল মোরে তুমি সর্ব্ব পিতা॥
বৈষ্ণব জনের যেন নিন্দন করিনু।
উচিত তাহার এই শাস্তি যে পাইনু॥
প্রভু বলে বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠ রোগ কোন তারে শাস্তি যে এখন॥
আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যম যাতনার পাত্র॥
চৌরাশি সহস্র যম যাতনা প্রত্যক্ষে।
পুনঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব নিন্দকে॥
চল কুষ্ঠ রোগী তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
সত্বরে পড়হ গিয়া তাঁহার চরণে॥
তাঁর ঠাঞি তুমি করিয়াছ অপরাধ।
নিষ্কৃতি তোমার তিঁহো করিলে প্রসাদ॥
কাঁটা ফুটে যেই মুখে সেই মুখে যায়।
পায় কাটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়॥
এই কহিলাম তোর নিস্তার উপায়।
শ্রীবাস পণ্ডিত ক্ষমিলেই দুঃখ যায়॥
মহাশুদ্ধি বুদ্ধি তিঁহো তাঁর ঠাঞি গেলে।
ক্ষমিবেন সব তোরে নিস্তারিবে হেলে॥
শুনিয়া প্রভুর অতি সুসত্য বচন।
মহা জয় জয় ধ্বনি করে ভক্তগণ॥
সেই কুষ্ঠ রোগী শুনি প্রভুর বচন।
দণ্ডবৎ হইয়া চলিলা ততক্ষণ॥
সেই কুষ্ঠ রোগী পাই শ্রীবাস প্রসাদ।
মুক্ত হৈল খণ্ডিল সকল অপরাধ॥
এতেক অনর্থ হয় বৈষ্ণব নিন্দায়।
আপনে কহিলা এই শ্রীবৈকুণ্ঠ রায়॥
তথাপিহ বৈষ্ণবেরে নিন্দয়ে যে জন।
তার শাস্তা আছে শ্রীচৈতন্য নারায়ণ॥
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে যে দেখহ গালাগালি।
পরম আনন্দ ইথে কৃষ্ণ কুতূহলী॥
সত্যভামা রুক্মিণীতে গালাগালি যেন।
পরমার্থে এক তাহা দেখি ভিন্ন হেন॥
এই মত বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে ভিন্ন নাই।
ভিন্ন করায়েন রঙ্গ চৈতন্য গোসাঞি॥
ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥
এক হস্তে ঈশ্বরেরে সেবয়ে কেবল।
আর হস্তে দুঃখ দিলে তার কি কুশল॥
এই মত সব ভক্ত কৃষ্ণের শরীর।
ইহা বুঝে যে হয় পরম মহা ধীর॥
অভেদ দৃষ্টিতে কৃষ্ণ বৈষ্ণব ভজিয়া।
যে কৃষ্ণ চরণ সেবে সে যায় তরিয়া॥
যে গায় যে শুনে এ সকল পুণ্যকথা।
বৈষ্ণবাপরাধ তার না জন্মে সর্ব্বথা॥
হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে।
আছেন পরমানন্দে অদ্বৈতের ঘরে॥
মাধবপুরীর আরাধনা পুণ্য তিথি।
দৈবযোগে উপসন্ন হৈল আসি তথি॥
মাধবেন্দ্র অদ্বৈতে যদ্যপি ভেদ নাই।
তথাপি তাহান শিষ্য আচার্য্য গোসাঞি॥
মাধবেন্দ্রপুরী দেহে শ্রীগৌরসুন্দর।
সত্য সত্য সত্য বিহরয়ে নিরন্তর॥
মাধবেন্দ্রপুরীর অকথ্য বিষ্ণুভক্তি।
কৃষ্ণের প্রসাদে সর্ব্বকাল পূর্ণ শক্তি॥
যেমতে অদ্বৈত শিষ্য হইলেন তান।
চিত্ত দিয়া শুন সেই মঙ্গল আখ্যান॥

যে সময়ে না ছিল চৈতন্য অবতার।
বিষ্ণুভক্তি শূন্য সব আছিল সংসার॥
তখনেও মাধবেন্দ্র চৈতন্য কৃপায়।
প্রেম সুখ সিন্ধু মাঝে ভাসেন সদায়॥
নিরবধি দেহে রোম হর্ষ-অশ্রু কম্প।
হুঙ্কার গর্জ্জন মহা হাস্য স্তম্ভ ঘর্ম্ম॥
নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ্য।
আপনেও না জানেন করেন কি কার্য্য॥
পথে চলি যাইতেও আপনা আপনি।
নাচেন পরম রঙ্গে করি হরিধ্বনি॥
কখন বা হেন সে আনন্দ মূর্চ্ছা হয়।
দুই তিন প্রহরেও দেহে বাহ্য নয়॥
কখন বা বিরহেতে করেন রোদন।
গঙ্গা ধারা বহে যেন অদ্ভুত কথন॥
কখন হাসেন অতি অট্ট অট্ট হাস।
পরানন্দ রসে ক্ষণে হয় দিগবাস॥
এই মত কৃষ্ণ সুখে মাধবেন্দ্র সুখী।
সবে ভক্তিশূন্য লোক দেখি বড় দুঃখী॥
তার হিত চিন্তিতে ভাবেন নিতি নিতি।
কৃষ্ণ প্রকট হয়েন এই তাঁর মতি॥
কৃষ্ণযাত্রা অহোরাত্রি কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
ইহার উদ্দেশ নাহি জানে কোন জন॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি।
তাহারে সেবেন সবে মহা দম্ভ করি॥
ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে॥
যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্ব্ব লোক আনন্দিত॥
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
কারে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সংকীর্ত্তন।
কেন বা কৃষ্ণের নৃত্য কেন বা ক্রন্দন॥
বিষ্ণুমায়া বশে লোক কিছুই না জানে।
সকল জগত বদ্ধ মহা তমোগুণে॥
লোক দেখি দুঃখ ভাবি শ্রীমাধবপুরী।
হেন নাহি তিলার্দ্ধে সম্ভাষা কারে করি॥
সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ।
সেহ আপনারে মাত্র বলে নারায়ণ॥
এ দুঃখে সন্ন্যাসী সঙ্গে না কহেন কথা।
হেন স্থান নাহি কৃষ্ণভক্তি শুনি যথা॥
জ্ঞানী যোগী তপস্বী সন্ন্যাসী খ্যাতি যার।
কার মুখে নাহি দাস্য মহিমা প্রচার॥
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
তারা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে॥
দেখিতে শুনিতে দুঃখে শ্রীমাধবপুরী।
মনে মনে চিন্তে বনে বাস গিয়া করি॥
লোক মধ্যে ভ্রমি কেন বৈষ্ণব দেখিতে।
কোথাও বৈষ্ণব নাম না শুনি জগতে॥
অতএব এ সকল লোক মধ্য হৈতে।
বনে যাই লোক যেন না পাই দেখিতে॥
এতেক সে বন ভাল এ সকল লোক হৈতে।
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে॥
এই মত মন দুঃখে ভাবিতে চিন্তিতে।
ঈশ্বর ইচ্ছায় দেখা অদ্বৈত সহিতে॥
বিষ্ণুভক্তি শূন্য দেখি সকল সংসার।
অদ্বৈত আচার্য্য দুঃখ ভাবেন অপার॥
তথাপি অদ্বৈত সিংহ কৃষ্ণের কৃপায়।
দৃঢ় করি বিষ্ণুভক্তি বাখানে সদায়॥

নিরন্তর পড়ায়েন গীতা ভাগবত।
ভক্তি বাখানেন মাত্র গ্রন্থের যে মত ॥
হেনই সময়ে মাধবেন্দ্র মহাশয়।
অদ্বৈতের গৃহে আসি হইলা উদয় ॥
দেখিয়া অদ্বৈত তান বৈষ্ণব লক্ষণ।
প্রণাম হইয়া পড়িলেন সেই ক্ষণ ॥
মাধবেন্দ্রপুরীও অদ্বৈত করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে ॥
অন্যান্যে কৃষ্ণকথা রসে দুই জন।
আপনার দেহ কারো না হয় স্মরণ ॥
মাধবপুরীর প্রেম অকথ্য কথন।
মেঘ দরশনে মূর্চ্ছা পায় সেই ক্ষণ ॥
কৃষ্ণনাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার।
ক্ষণেকে সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার ॥
দেখিয়া তাহার বিষ্ণুভক্তির উদয়।
বড় সুখী হইলা অদ্বৈত মহাশয় ॥
তাঁহার ঠাঞি উপদেশ করিলা গ্রহণ।
হেন মতে মাধবেন্দ্র অদ্বৈত মিলন ॥
মাধবপুরীর আরাধনার দিবসে।
সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করে অদ্বৈত হরিষে ॥
দৈবে সেই পুণ্য তিথি আসিয়া মিলিলা।
সন্তোষে অদ্বৈত সজ্জ করিতে লাগিলা ॥
শ্রীগৌরসুন্দর সব পারিষদ সনে।
বড় সুখী হইলেন সেই পুণ্য দিনে ॥
সেই তিথি পূজিবারে আচার্য্য গোসাঞি।
কত সজ্জ করিলেন তার অন্ত নাই ॥
নানা দিক হৈতে সজ্জ লাগিল আসিতে।
হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন ভিতে ॥
মাধবেন্দ্রপুরী প্রতি প্রীতি সবাকার।
সবেই লইল যথা যোগ্য অধিকার ॥

আই লইলেন যত রন্ধনের ভার।
আই বেড়ি সর্ব্ব বৈষ্ণবের পরিবার ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সন্তোষ অপার।
বৈষ্ণব পূজিতে লইলেন অধিকার ॥
কেহ বলে আমি সব ঘষিব চন্দন।
কেহ বলে মালা আমি করিব গ্রন্থন ॥
কেহ বলে জল আনিবারে মোর ভার।
কেহ বলে মোর দায় স্থান উপস্কার ॥
কেহ বলে মুঞি সব বৈষ্ণব চরণ।
মোর দায় সকল করিতে প্রক্ষালন ॥
কেহ বান্ধে পতাকা চান্দোয়া কেহ টানে।
কেহ ভাণ্ডারের দ্রব্য দেয় কেহ আনে ॥
কত জনে লাগিলা করিতে সংকীর্ত্তন।
আনন্দে করেন নৃত্য আর কত জন ॥
আর কত জন হরি বলয়ে কীর্ত্তনে।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজায়েন আর কত জনে ॥
কত জন করে তিথি পূজিবার কার্য্য।
কেহ বা হইলা তিথি পূজার আচার্য্য ॥
এই মত পরানন্দ রসে ভক্তগণ।
সবেই করেন কর্ম্ম যার যেই মন ॥
খাও পিও লেহ দেহ আর হরিধ্বনি।
ইহা বই চতুর্দ্দিগে আর নাহি শুনি ॥
শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল।
সংকীর্ত্তন সঙ্গে ধ্বনি বাজয়ে বিশাল ॥
পরানন্দে কাহার নাহিক বাহ্য জ্ঞান।
অদ্বৈত ভবন হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ॥
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র পরম সন্তোষে।
সম্ভারে সজ্জ দেখি বুলেন হরিষে ॥
তণ্ডুল দেখয়ে প্রভু ঘর দুই চারি।
পর্ব্বত প্রমাণ দেখে কাষ্ঠ সারি সারি ॥

ঘর পাঁচ দেখে ঘট রন্ধনের স্থালী।
ঘর দুই চারি দেখে মুদ্গের বিয়লি॥
নানাবিধ বস্ত্র দেখে ঘর পাঁচ সাত।
ঘর দুই চারি প্রভু দেখে খোলা পাত॥
ঘর দুই চারি প্রভু দেখে চিপিটক।
সহস্র সহস্র কান্দি দেখে কদলক॥
না জানি কতেক নারিকেল গুয়া পান।
কোথা হৈতে আসিয়া হইল বিদ্যমান॥
পটোল বার্ত্তাকু থোড় আলু শাক মান।
কত ঘর ভরিয়াছে নাহিক প্রমাণ॥
সহস্র সহস্র ঘট দেখে দধি দুগ্ধ।
ক্ষীর ইক্ষু অঙ্কুরের সনে কত মুদ্গ॥
তৈল লবণ ঘৃত কলস দেখে যত।
সকল অনন্ত লিখিবারে পারি কত॥
অতি অমানুষী দেখে সকল সম্ভার।
চিত্তে যেন প্রভুর হইল চমৎকার॥
প্রভু বলে এ সম্পত্তি মনুষ্যের নয়।
আচার্য্য মহেশ হেন মোর চিত্তে লয়॥
মনুষ্যের এতেক কি সম্পত্তি সম্ভবে।
এ সম্পত্তি সকল সম্ভবে মহাদেবে॥
বুঝিলাম আচার্য্য মহেশ অবতার।
এই মত হাসি প্রভু বলে বার বার॥
ছলে অদ্বৈতের তত্ত্ব মহাপ্রভু কয়।
যে হয় সুকৃতি সে পরমানন্দে লয়॥
তান বাক্যে অনাদর অনাস্থা যাহার।
তারে শ্রীঅদ্বৈত হয় অগ্নি অবতার॥
যদ্যপি অদ্বৈত কোটি চন্দ্র সুশীতল।
তথাপি চৈতন্য বিমুখের অনল কেবল॥
সকৃত যে জন বলে শিব হেন নাম।
সেহ কোন প্রসঙ্গে না জানে তত্ত্ব তান॥
সেইক্ষণে সর্ব্ব পাপ হৈতে শুদ্ধ হয়।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কয়॥
হেন শিব নাম শুনি যার দুঃখ হয়।
সেই জন অমঙ্গল সমুদ্রে ভাসয়॥
শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বলেন আপনে।
শিব যে না পূজে সে বা মোরে পূজে কেনে॥
মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যার।
কেমতে বা মোরে ভক্তি হইবে তাহার॥
অতএব সর্ব্বাদ্যে শ্রীকৃষ্ণ পূজি তবে।
প্রীতে শিব পূজি পূজিবেক সর্ব্ব দেবে॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে।

প্রথমং কেশবং পূজ্য তথা দেবমহেশ্বরম্।
পূজনীয়াঃ মহাভক্ত্যা যে চান্যে সন্তি দেবতা॥

হেন শিব অদ্বৈতেরে বলে সাধু জনে।
সেহ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ইঙ্গিত কারণে॥
ইহাতে অবোধগণ মহা কলিকালে।
অদ্বৈতের মায়া না বুঝিয়া ভালে মরে॥
নব নব বস্ত্র সব দেখে প্রভু যত।
সকল অনন্ত দেখিবারে পারি কত॥
সম্ভার দেখিয়া প্রভু মহা হর্ষ মন।
আচার্য্যের প্রশংসা করেন অনুক্ষণ॥
একে একে দেখি প্রভু সকল সম্ভার।
সংকীর্ত্তন স্থানেতে আইলা পুনর্ব্বার॥
প্রভু মাত্র আইলেন সংকীর্ত্তন স্থানে।
পরানন্দ পাইলেন সর্ব্ব ভক্তগণে॥
না জানি কে কোন দিকে নাচে গায় বায়।
না জানি কে কোন দিগে মহানন্দে ধায়॥
সবে করে জয় জয় মহা হরিধ্বনি।
বোল বোল হরিবোল আর নাহি শুনি॥

সর্ব্ব বৈষ্ণব অঙ্গ চন্দনে ভূষিত।
সবার সুন্দর বক্ষ মালায় পূর্ণিত ॥
সবেই প্রভুর পারিষদের প্রধান।
সবে নৃত্য গীত করে প্রভু বিদ্যমান ॥
মহানন্দে উঠিল শ্রীহরি সংকীর্ত্তন।
যে ধ্বনি পবিত্র করে অনন্ত ভুবন ॥
নিত্যানন্দ মহা মত্ত প্রেম সুখময়।
বাল্যভাবে নৃত্য করিলেন অতিশয় ॥
বিহ্বল হইয়া অতি আচার্য্য গোসাঞি।
যত নৃত্য করিলেন তার অন্ত নাই ॥
নাচিলা অনেক ঠাকুর হরিদাস।
সবেই নাচেন অতি পাইয়া উল্লাস ॥
মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বশেষে।
নৃত্য করিলেন অতি অশেষ বিশেষে ॥
সর্ব্ব পারিষদ প্রভু আগে নাচাইয়া।
শেষে নৃত্য করেন আপনে সবা লৈয়া ॥
মণ্ডলী করিয়া নাচে সর্ব্ব ভক্তগণ।
মধ্যে নাচে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
এই মত সর্ব্ব দিন নাচিয়া গাইয়া।
বসিলেন মহাপ্রভু সবারে লইয়া ॥
তবে শেষ আজ্ঞা মাগি অদ্বৈত আচার্য্য।
ভোজনের করিতে লাগিলা সর্ব্ব কার্য্য ॥
বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
মধ্যে প্রভু চতুর্দ্দিগে সর্ব্ব ভক্তগণ ॥
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ যেন তারাচয়।
মধ্যে কোটি চন্দ্র যেন প্রভুর উদয় ॥
দিব্য অন্ন বহুবিধ পিষ্টক ব্যঞ্জন।
মাধবেন্দ্র আরাধনা আইর রন্ধন ॥
মাধবপুরীর কথা কহিয়া কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু সর্ব্ব ভক্ত লৈয়া ॥

প্রভু বলে মাধবেন্দ্র আরাধনা তিথি।
ভক্তি হয় গোবিন্দে ভোজন কৈলে ইথি ॥
এই মত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি আচমন ॥
তবে দিব্য সুগন্ধি চন্দন দিব্য মালা।
প্রভুর সম্মুখে আনি অদ্বৈত থুইলা ॥
তবে প্রভু নিত্যানন্দ স্বরূপের আগে।
দিলেন চন্দন মালা মহা অনুরাগে ॥
তবে প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে জনে জনে।
শ্রীহস্তে চন্দন মালা দিলেন আপনে ॥
শ্রীহস্তে প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ।
সবার হইল পরানন্দময় মন ॥
উচ্চ করি সবেই করেন হরিধ্বনি।
কিবা সে আনন্দ হইল কহিতে না জানি ॥
অদ্বৈতের যে আনন্দ অন্ত নাহি তার।
আপনে বৈকুণ্ঠনাথ গৃহ মধ্যে যার ॥
এ সকল রঙ্গ প্রভু করিলেন যত।
মনুষ্যের শক্তি ইহা বর্ণিবেক কত ॥
এক দিবসের যত চৈতন্য বিহার।
কোটি বৎসরেও কেহ নারে বর্ণিবার ॥
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যত দূর শক্তি তত দূর উড়ি যায় ॥
এই মত চৈতন্য যশের অন্ত নাই।
তিঁহো যত দেন শক্তি তত মাত্র গাই ॥
এসব কথার অনুক্রম নাহি জানি।
যে তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥
এ সকল পুণ্য কথা যে করে শ্রবণ।
যেবা পড়ে শুনে মিলে কৃষ্ণপ্রেম ধন ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব গুরু।
জয় জয় ভক্ত জন বাঞ্ছাকল্পতরু॥
জয় জয় ন্যাসীমণি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
জয় জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু দয়াময়॥
শেষ খণ্ড কথা ভাই শুন এক মনে
শ্রীগৌরসুন্দর বিহরিলেন যেমনে॥
কত দিন থাকি প্রভু অদ্বৈতের ঘরে।
আইলা কুমারহট্ট শ্রীবাস মন্দিরে॥
কৃষ্ণ ধ্যানানন্দে বসি আছেন শ্রীবাস।
আচম্বিতে ধ্যান ফল সম্মুখে প্রকাশ॥
নিজ প্রাণনাথ দেখি শ্রীবাস পণ্ডিত।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা পৃথিবীত॥
শ্রীচরণ বক্ষে করি পণ্ডিত ঠাকুর।
উচ্চৈস্বরে দীর্ঘশ্বাসে কান্দেন প্রচুর॥
গৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীবাসেরে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে॥
সুকৃতি শ্রীবাস গোষ্ঠী চৈতন্যপ্রসাদে।
সবে প্রভু দেখি উর্দ্ধ বাহু করি কান্দে॥
বৈকুণ্ঠ নায়ক গৃহে পাইয়া শ্রীবাস।
হেন নাহি জানেন কি জন্মিল উল্লাস॥
আপনে মাথায় করি উত্তম আসন।
দিলেন বসিলা তথি কমললোচন॥
চতুর্দ্দিগে বসিলেন পারিষদগণ।
সবেই গায়েন কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ॥
জয় জয় করে গৃহে পতিব্রতাগণ।
হইল আনন্দময় শ্রীবাস ভবন॥
প্রভু আইলেন মাত্র পণ্ডিতের ঘর।
বার্ত্তা পাই আইলা আচার্য্য পুরন্দর॥
তাহানে দেখিয়া প্রভু পিতা করি বলে।
প্রেমাবেশে মত্ত তানে করিলেন কোলে॥
পরম সুকৃতি সে আচার্য্য পুরন্দর।
প্রভু দেখি কান্দে অতি হই অসম্বর॥
বাসুদেব দত্ত আইলেন সেই ক্ষণে।
শিবানন্দ সেন আদি আপ্তবর্গ সনে॥
প্রভুর পরম প্রিয় বাসুদেব দত্ত।
তাঁহার কৃপায় সে জানেন সর্ব্ব তত্ত্ব॥
জগতের হিতকারী বাসুদেব দত্ত।
সর্ব্বভূতে কৃপালু চৈতন্যরসে মত্ত॥
গুণগ্রাহী অদোষ দরশী সবা প্রতি।
ঈশ্বরে বৈষ্ণবে যথাযোগ্য রতি মতি॥
বাসুদেব দত্ত দেখি শ্রীগৌরসুন্দর।
কোলে করি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥
বাসুদেব দত্ত ধরি প্রভুর চরণ।
উচ্চৈঃস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
বাসুদেব কাঁদিতে কে আছে হেন জন।
শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণাদি করয়ে ক্রন্দন॥
বাসুদেব দত্তের যতেক গুণ সীমা।
বাসুদেব দত্ত বহি নাহিক উপমা॥
হেন সে প্রভুর প্রীতি দত্তের বিষয়।
প্রভু বলে আমি বাসুদেবের নিশ্চয়॥
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র বলে বার বার।
এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার॥
দত্ত আমা যথা বেচে তথায় বিকাই।
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই॥
বাসুদেব দত্তের বাতাস যার গায়।
লাগিয়াছে তারে কৃষ্ণ রক্ষিবে সদায়॥

সত্য আমি কহি শুন বৈষ্ণবমণ্ডল।
এ দেহ আমার বাসুদেবের কেবল॥
বাসুদেব দত্তেরে প্রভুর কৃপা শুনি।
আনন্দে বৈষ্ণবগণ করে হরিধ্বনি॥
ভক্ত বাড়াইতে গৌরসুন্দর সে জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করেন আপনে॥
এই মত রঙ্গে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
কত দিন রহিলেন শ্রীবাসের ঘর॥
শ্রীবাস রামাই দুই ভাই গুণ গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে বৈকুণ্ঠের রায়॥
চৈতন্যের অতি প্রিয় শ্রীবাস রামাই।
দুই চৈতন্যের দেহ দ্বিধা কিছু নাই॥
সংকীর্ত্তন ভাগবত পাঠ ব্যবহারে।
বিদূষক লীলায় অশেষ পবকারে॥
জন্মায়েন প্রভুর সন্তোষ শ্রীনিবাস।
যার গৃহে প্রভুর সর্ব্বদা পরকাশ॥
এক দিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত।
ব্যবহার কথা কিছু কহেন নিভৃত॥
প্রভু বলে তুমি দেখি কোথাও না যাও।
কেমতে কুলাও তুমি তাহা মোরে কও॥
শ্রীবাস বলেন প্রভু কোথাও যাইতে।
না লয় আমার চিত্ত কহিনু তোমাতে॥
প্রভু বলে পরিবার অনেক তোমার।
নির্ব্বাহ কেমতে তবে হইবে সবার॥
শ্রীবাস বলেন যার অদৃষ্টে যা থাকে।
সেই হইবেক মিলিবেক যে তে পাকে॥
প্রভু বলে তবে তুমি করহ সন্ন্যাস।
তাহা না পারিব মুঞি বলেন শ্রীবাস॥
প্রভু বলে সন্ন্যাস গ্রহণ না করিবা।
ভিক্ষা করিতেও কারো দ্বারে না যাইবা॥
কেমতে করিবা পরিবারের পোষণ।
কিছুইত না বুঝি মুঞি তোমার বচন॥
একালেতে কোথাও না গেলে না আইলে।
বট মাত্র কাহারেও আসিয়া না মিলে॥
না মিলিল যদি আসি তোমার দুয়ারে।
তবে তুমি কি করিবা বলহ আমারে॥
শ্রীবাস বলেন হাতে তিন তালি দিয়া।
এক দুই তিন এই কহিনু ভাঙ্গিয়া॥
প্রভু বলে এক দুই তিন যে কহিলা।
কি অর্থ ইহার বল কেন তালি দিলা॥
শ্রীবাস বলেন এই দঢ়ান আমার।
তিন উপবাসে যদি না মিলে আহার॥
তবে সত্য কহোঁ ঘট বান্ধিয়া গলায়।
প্রবেশ করিমু প্রভু সর্ব্বথা গঙ্গায়॥
এই মাত্র শ্রীবাসের শুনিয়া বচন।
হুঙ্কার করিয়া উঠে শচীর নন্দন॥
প্রভু বলে কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস।
তোর অন্ন অভাবে কি হইবে উপাস॥
যদি কদাচিৎ বা লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে।
তথাপিহ দারিদ্র্য নহিবে তোর ঘরে॥
আপনেও গীতাতে যে বলিয়াছি আমি।
তাহা কি শ্রীবাস সব পাসরিলে তুমি॥

তথাহি।

অনন্যচিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তনাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

যে জন চিন্তয়ে মোরে অনন্য হইয়া।
তারে ভিক্ষা দেঙ মুঞি মাথায় বহিয়া॥
যে মোরে চিন্তে নাহি যায় কার দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্ব্ব সিদ্ধি মিলে তারে॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আপনে আইসে।
তথাপিহ না চায় না লয় মোর দাসে॥
মোর সুদর্শন চক্রে রাখে মোর দাস।
মহা প্রলয়েতে যার নাহিক বিনাশ॥
যে মোহার দাসেরেও করয়ে স্মরণ।
তাহারেও করি মুঞি পোষণ পালন॥
সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড়।
অনায়াসে সেই সে মোহার পায় দঢ়॥
কোন্ চিন্তা মোর সেবকের ভক্ষ্য করি।
মুঞি যার পোষ্টা আছি সবার উপরি॥
সুখে শ্রীনিবাস তুমি বসি থাক ঘরে।
আপনি আসিবে সব তোমার দুয়ারে॥
অদ্বৈতেরে তোমারে আমায় এই বর।
জরাগ্রস্ত নহিবে দোঁহার কলেবর॥
রাম পণ্ডিতেরে ডাকি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রভু বলে শুন রামা আমার উত্তর॥
জ্যেষ্ঠ ভাই শ্রীবাসেরে তুমি সর্ব্বথায়।
সেবিবে ঈশ্বর বুদ্ধ্যে আমার আজ্ঞায়॥
প্রাণময় মোর তুমি শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীবাসের সেবা না ছাড়িবা কদাচিৎ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীবাস শ্রীরাম।
অন্ত নাহি আনন্দে হইলা পূর্ণকাম॥
অদ্যাপিহ শ্রীবাসের চৈতন্য কৃপায়।
দ্বারে সব উপসন্ন হতেছে লীলায়॥
কি কহিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
ত্রিভুবন হয় যাঁর স্মরণে পবিত্র॥
সত্য সেবিলেন চৈতন্যেরে শ্রীনিবাস।
যার ঘরে চৈতন্যের সকল বিলাস॥
হেন রঙ্গে শ্রীবাস মন্দিরে গৌররায়।
রহিলেন কত দিন শ্রীবাস ইচ্ছায়॥

ঠাকুর পণ্ডিত সর্ব্ব গোষ্ঠীর সহিতে।
আনন্দে ভাসেন প্রভু দেখিতে দেখিতে॥
কত দিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পাণিহাটি রাঘব মন্দিরে॥
কৃষ্ণ কার্য্যে আছেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইলা বিদিত॥
প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা পৃথিবীত॥
দৃঢ় করি ধরি রমা বল্লভচরণ।
আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন॥
প্রভুও রাঘব পণ্ডিতেরে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে॥
হেন সে আনন্দ হৈল রাঘব শরীরে।
কোন বিধি করিবেন কিছুই না স্ফুরে॥
রাঘবের ভক্তি দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
রাঘবেরে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত॥
প্রভু বলে রাঘবের আলয়ে আসিয়া।
পাসরিনু সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া॥
গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাম রাঘব আলয়॥
হাসি বলে প্রভু শুন রাঘব পণ্ডিত।
কৃষ্ণের রন্ধন গিয়া করহ ত্বরিত॥
আজ্ঞা পাই শ্রীরাঘব পরম সন্তোষে।
চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেমরসে॥
চিত্তবৃত্তি যতেক মানস আপনার।
সেই মত পাক বিপ্র করিলা অপার॥
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
নিত্যানন্দ সঙ্গে আর যত আপ্তগণ॥
ভোজন করেন গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীকান্ত।
সকল ব্যঞ্জন প্রভু প্রশংসে একান্ত॥

প্রভু বলে রাঘবের কি সুন্দর পাক।
এমত কোথায় আমি নাহি খাই শাক ॥
শাকেতে প্রভুর প্রীত রাঘব জানিয়া।
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিয়া ॥
এই মত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি আচমন ॥
রাঘব মন্দিরে শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
গদাধর দাস ধাই আইলা সত্বর ॥
প্রভুর পরম প্রিয় গদাধর দাস।
ভক্তি সুখে পূর্ণ যার বিগ্রহ প্রকাশ ॥
প্রভুও দেখিয়া গদাধর সুকৃতিরে।
শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তার শিরে ॥
পুরন্দর পণ্ডিত পরমেশ্বর দাস।
যাহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥
সত্বরে ধাইয়া আইলেন সেইক্ষণে।
প্রভু দেখি প্রেমযোগে কান্দে দুই জনে ॥
রঘুনাথ বৈদ্য আইলেন ততক্ষণে।
পরম বৈষ্ণব অন্ত নাহি যার গুণে ॥
এই মত যথা যত বৈষ্ণব আছিলা।
সবেই প্রভুর স্থানে আসিয়া মিলিলা ॥
পাণিহাটী গ্রামে হৈল পরম আনন্দ।
আপনে সাক্ষাৎ যথা প্রভু গৌরচন্দ্র ॥
রাঘব পণ্ডিত প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর।
নিভৃতে করিলা কিছু রহস্য উত্তর ॥
রাঘব তোমারে আমি নিজ গোপ্য কহি।
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বহি ॥
এই নিত্যানন্দ যেই করায় আমারে।
সেই করি আমি এই বলিল তোমারে ॥
আমার সকল কর্ম্ম নিত্যানন্দ দ্বারে।
অকপটে এই আমি কহিল তোমারে ॥
যেই আমি সেই নিত্যানন্দ ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই ॥
মহা যোগেশ্বরে যাহা পাইতে দুর্ল্লভ।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইবা সুলভ ॥
এতেকে হইয়া তুমি মহা সাবধান।
নিত্যানন্দ সেবিহ যে হেন ভাগ্যবান ॥
মকরধ্বজ কর প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র।
বলিলেন সেবিহ তুমি শ্রীরাঘবানন্দ ॥
রাঘব পণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার
সে কেবল সুনিশ্চয় জানিহ আমার।
হেন মতে পানিহাটি গ্রাম ধন্য করি।
আছিলেন কত দিন শ্রীগৌরাঙ্গ হরি ॥
তবে প্রভু আইলেন বরাহ নগরে।
মহা ভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে ॥
শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥
বোল বোল বলে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায় ॥
সেই বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া।
প্রভুও করেন নৃত্য বাহু পাসরিয়া ॥
ভক্তির মহিমা শ্লোক শুনিতে শুনিতে।
পুনঃ পুনঃ আছাড় পাড়েন পৃথিবীতে ॥
হেন সে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ।
আছাড় দেখিতে সর্ব্ব লোক পায় ত্রাস ॥
এই মত রাত্রি তিন প্রহর অবধি।
ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণনিধি ॥
বাহ্য পাই বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
সন্তোষে দ্বিজেরে করিলেন আলিঙ্গন ॥

প্রভু বলে ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে॥
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য।
ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য॥
বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি।
সবে করিলেন মহা হরি হরি ধ্বনি॥
এই মত প্রতি গ্রামে গ্রামে গঙ্গাতীরে।
রহিয়া রহিয়া প্রভু ভক্তের মন্দিরে॥
সবার করিয়া পূর্ণ মনোরথ কাম।
পুনঃ আইলেন প্রভু নীলাচলধাম॥
গৌড়দেশে পুনর্ব্বার প্রভুর বিহার।
ইহা যে শুনয়ে তার দুঃখ নহে আর॥
সর্ব্ব নীলাচল দেশে উপজিল ধ্বনি।
পুনঃ আইলেন প্রভু ন্যাসী চূড়ামণি॥
মহানন্দে সর্ব্বলোকে জয় জয় বলে।
আইলা সচল জগন্নাথ নীলাচলে॥
শুনি সব উৎকলের পারিষদগণ।
সার্ব্বভৌম আদি আইলেন সেইক্ষণ॥
চিরদিন প্রভুর বিরহে ভক্তগণ।
আনন্দে প্রভুরে দেখি করেন কীর্ত্তন॥
প্রভুও সবারে মহাপ্রেমে করি কোলে।
সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে॥
হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কাশীমিশ্র গৃহে কুতূহলে॥
নিরন্তর নৃত্য গীত আনন্দ আবেশ।
প্রকাশেন গৌরচন্দ্র দেখে সর্ব্বদেশ॥
কখন নাচেন জগন্নাথের সম্মুখে।
তিলার্দ্ধেক বাহ্য নাহি প্রেমানন্দ সুখে॥
কখন নাচেন কাশীমিশ্রের মন্দিরে।
কখন নাচেন মহাপ্রভু সিন্ধুতীরে॥

এই মত নিরন্তর প্রেমের বিলাস।
তিলার্দ্ধেক অন্য কর্ম্ম নাহিক প্রকাশ॥
পাণিশঙ্খ বাজিলে উঠেন সেইক্ষণ।
কপাট খুলিলে জগন্নাথ দরশন॥
জগন্নাথ দেখিতে যে প্রকাশেন প্রেম।
অকথ্য অদ্ভুত প্রেমনদী বহে যেন॥
দেখিয়া অদ্ভুত সব উৎকলের লোক।
কার দেহে আর নাহি রহে দুঃখ শোক॥
যে দিগে চৈতন্য মহাপ্রভু চলি যায়।
সেই দিগে সর্ব্বলোক হরি হরি গায়॥
প্রতাপরুদ্রের স্থানে হইল গোচর।
নীলাচলে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর॥
সেইক্ষণে শুনি মাত্র নৃপতি প্রতাপ।
কটক ছাড়িয়া আইলেন জগন্নাথ॥
প্রভুরে দেখিতে সে রাজার বড় প্রীত।
প্রভু সে না দেন দরশন কদাচিত॥
সার্ব্বভৌম আদি সবা স্থানে রাজা কহে।
তথাপি প্রভুরে কেহ না জানায় ভয়ে॥
রাজা বলে তুমি সব যদি কর ভয়।
অগোচরে আমারে দেখাহ মহাশয়॥
দেখিয়া রাজার আর্ত্তি সর্ব্ব ভক্তগণে।
সবে মেলি এই যুক্তি করিলেন মনে॥
যে সময়ে প্রভু নৃত্য করেন কীর্ত্তনে।
বাহ্য জ্ঞান দৈবে নাহি থাকয়ে তখনে॥
রাজাও পরম ভক্ত সেই অবসরে।
দেখিবেন প্রভুরে থাকিয়া অগোচরে॥
এই যুক্তি সবে কহিলেন রাজা স্থানে।
রাজা বলে যে তে মতে দেখি মাত্র তানে।
দৈবে একদিন নৃত্য করেন ঈশ্বর।
শুনি রাজা একেশ্বর আইলেন সত্বর॥

আড়ে থাকি দেখে রাজা নৃত্য করে প্রভু।
পরম অদ্ভুত যাহা নাহি দেখি কভু ॥
অবিচ্ছিন্ন কত ধারা বহে শ্রীনয়নে।
কম্প স্বেদ পুলক বৈবর্ণ ক্ষণে ক্ষণে ॥
হেন সে আছাড় প্রভু পাড়েন ভূমিতে।
হেন নাহি যে বা ত্রাস না পায় দেখিতে ॥
হেন সে করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র ধরেন শ্রবণ ॥
কখন করেন হেন রোদন বিরহে।
রাজা দেখে শ্রীনয়নে যেন নদী বহে ॥
এই মত কত হয় অনন্ত বিকার।
কত হয় কত যায় লেখা নাহি তার ॥
নিরবধি দুই মহা বাহুদণ্ড তুলি।
হরিবোল বলিয়া নাচেন কুতূহলী ॥
এই মত নৃত্য প্রভু করি কতক্ষণে।
বাহ্য প্রকাশিয়া বসিলেন সর্ব্বগণে ॥
রাজাও চলিলা অলক্ষিতে সেই ক্ষণে।
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য পরানন্দ মনে ॥
দেখিয়া অদ্ভুত নৃত্য অদ্ভুত বিকার।
রাজার মনেতে হৈল সন্তোষ অপার ॥
সবে একখানি মাত্র ধরিলেন মনে।
সেহ তান অনুগ্রহ হইবার কারণে ॥
প্রভুর নয়নে যত দিব্য ধারা বয়।
নিরবধি নাচিতে শ্রীমুখে লালা হয় ॥
ধূলায় লালায় নাসিকায় প্রেমধারে।
সকল শ্রীঅঙ্গ ব্যাপ্ত কীর্ত্তন বিকারে ॥
এ সকল কৃষ্ণভাব না বুঝি নৃপতি।
ঈষৎ সন্দেহ তান ধরিলেক মতি ॥
কার স্থানে রাজা ইহা না করি প্রকাশ।
পরম সন্তোষে রাজা গেলা নিজ বাস ॥

প্রভুরে দেখিয়া রাজা মহা সুখী হৈয়া।
থাকিলেন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া ॥
আপনে শ্রীজগন্নাথ ন্যাসী রূপ ধরি।
নিজে সংকীর্ত্তন ক্রীড়া করে অবতরি ॥
ঈশ্বর মায়ায় রাজা মর্ম্ম নাহি জানে।
সেই প্রভু জানাইতে লাগিলা আপনে ॥
সুকৃতি প্রতাপ সেই রাত্রে স্বপ্ন দেখে।
স্বপ্নে গিয়াছেন জগন্নাথের সমুখে ॥
রাজা দেখে জগন্নাথ অঙ্গ ধূলাময়।
দুই শ্রীনয়নে যেন গঙ্গা ধারা বয় ॥
দুই শ্রীনাসায় জল পড়ে নিরন্তর।
শ্রীমুখে পড়য়ে লালা তিতে কলেবর ॥
স্বপ্নে রাজা মনে চিন্তে এ কিরূপ লীলা।
বুঝিতে না পারি জগন্নাথের কি খেলা ॥
জগন্নাথের চরণ স্পর্শিতে রাজা যায়।
জগন্নাথ বলে রাজা এত না জুয়ায় ॥
কর্পূর কস্তুরী গন্ধ চন্দন কুঙ্কুমে।
লেপিত তোমার অঙ্গ সকল উত্তমে ॥
আমার শরীর দেখ ধূলা লালাময়।
আমা পরশিতে কি তোমার যোগ্য হয় ॥
আমি যে নাচিতে আজি তুমি গিয়াছিলা।
ঘৃণা কৈলে মোর অঙ্গে দেখি ধূলা লালা ॥
সেই ধূলা লালা দেখ সর্ব্বাঙ্গে আমার।
তুমি মহারাজা মহারাজার কুমার ॥
আমারে পশিতে কি তোমার যোগ্য হয়।
এত বলি ভৃত্যে চাহি হাসে দয়াময় ॥
সেইক্ষণে দেখে রাজা সেই সিংহাসনে।
চৈতন্য গোসাঞি বসি আছেন আপনে ॥
সেই মত সকল শ্রীঅঙ্গ ধূলাময়।
রাজারে বলেন হাসি এত যোগ্য নয় ॥

তুমি যে আমারে ঘৃণা করি গেলা মনে।
তবে তুমি আমারে স্পর্শিবে কি কারণে ॥
এই মতে প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা করি।
সিংহাসনে বসি হাসে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
রাজার হইল কতক্ষণে জাগরণ।
চৈতন্য পাইয়া রাজা করেন ক্রন্দন ॥
মহা অপরাধী মুঞি পাপী দুরাচার।
না জানিমু চৈতন্য ঈশ্বর অবতার ॥
নরের বা কোন শক্তি তোমারে জানিতে।
ব্রহ্মাদির মোহ হয় যাহার মায়াতে ॥
এতেকে ক্ষমহ প্রভু মোর অপরাধ।
নিজ দাস করি মোরে করহ প্রসাদ ॥
আপনে শ্রীজগন্নাথ চৈতন্য গোসাঞি।
রাজা জানিলেন ইথে কিছু ভেদ নাই ॥
বিশেষ উৎকণ্ঠা হৈল প্রভুরে দেখিতে।
তথাপি না পারে কেহ দেখা করাইতে ॥
দৈবে একদিন প্রভু পুষ্পের উদ্যানে।
বসিয়া আছেন কত পারিষদ সনে ॥
একাকী প্রতাপরুদ্র গিয়া সেই স্থানে।
দীর্ঘ হই পড়িলেন প্রভুর চরণে ॥
অশ্রু কম্প পুলক রাজার অন্ত নাঞি।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন সেই ঠাঁই ॥
বিষ্ণুভক্তি চিহ্ন প্রভু দেখিয়া রাজার।
উঠ বলি শ্রীহস্ত দিলেন অঙ্গে তার ॥
শ্রীহস্ত পরশে রাজা পাইল চেতন।
প্রভুর চরণ ধরি করেন ক্রন্দন ॥
ত্রাহি ত্রাহি কৃপাসিন্ধু সর্ব্ব জীবনাথ।
মুঞি পাতকীরে কর শুভ দৃষ্টিপাত ॥
ত্রাহি ত্রাহি স্বতন্ত্র বিহারী কৃপাসিন্ধু।
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু ॥
ত্রাহি ত্রাহি সর্ব্বদেববন্দ্য রমাকান্ত।
ত্রাহি ত্রাহি ভক্তজনবল্লভ একান্ত ॥
ত্রাহি ত্রাহি মহাশুদ্ধ সত্ত্বরূপধারী।
ত্রাহি ত্রাহি সংকীর্ত্তন-লম্পট মুরারী।
ত্রাহি ত্রাহি অবিজ্ঞাত তত্ত্ব গুণ নাম।
ত্রাহি ত্রাহি পরম কোমল গুণ ধাম ॥
ত্রাহি ত্রাহি অজ-ভব-বন্দ্য শ্রীচরণ।
ত্রাহি ত্রাহি সন্ন্যাস ধর্ম্মের বিভূষণ ॥
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রভু।
এই কৃপা কর নাথ না ছাড়িবা কভু ॥
শুনি প্রভু প্রতাপরুদ্রের কাকুর্ব্বাদ।
তুষ্ট হই প্রভু তারে করিলা প্রসাদ ॥
প্রভু বলে কৃষ্ণভক্তি হউক তোমার।
কৃষ্ণ কার্য্য বিনা তুমি না করিবা আর ॥
নিরন্তর কর গিয়া কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
তোমার রক্ষিতা কৃষ্ণ চক্র সুদর্শন ॥
তুমি সার্ব্বভৌম আর রামানন্দ রায়।
তিনের নিমিত্ত মুঞি আইনু এথায় ॥
সবে এক বাক্য মাত্র পালিবা আমার।
মোরে না করিবা তুমি কোথাও প্রচার ॥
এবে যদি আমারে প্রচার কর তুমি।
তবে এথা ছাড়ি সত্য চলিবাঙ আমি ॥
এত বলি আপন গলার মালা দিয়া।
বিদায় দিলেন তারে সন্তোষ হইয়া ॥
চলিলা প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা করি শিরে।
পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ করিয়া প্রভুরে ॥
প্রভু দেখি নৃপতি হইলা পূর্ণকাম।
নিরবধি করেন চৈতন্যচন্দ্র ধ্যান ॥
প্রতাপরুদ্রের প্রভু সহিত দর্শন।
ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে প্রেমধন ॥

হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কীর্ত্তন বিহার কুতূহলে॥
নীলাচলে জন্মিলা যতেক অনুচর।
সবে চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র কৃষ্ণ প্রেমের সাগর।
আত্মপদ যারে দিলা শ্রীগৌরসুন্দর॥
শ্রীপরমানন্দ মহাপাত্র মহাশয়।
যার তনু শ্রীচৈতন্য ভক্তি রসময়॥
কাশীমিশ্র পরম বিহ্বল কৃষ্ণরসে।
আপনে রহিলা প্রভু যাহার আবাসে॥
এই মত প্রভু সর্ব্ব ভৃত্য করি সঙ্গে।
নিরবধি গোঙায়েন ভক্তিরস রঙ্গে॥
যত যত উদাসীন শ্রীচৈতন্যদাস।
সবে করিলেন আসি নীলাচল বাস॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নীলাচলে ভ্রমে মহা জ্যোতির্দ্ধাম॥
নিরবধি পরানন্দ রসে উনমত্ত।
লখিতে না পারে কেহ অবিজ্ঞাত তত্ত্ব॥
সদাই জপেন নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
স্বপ্নেও নাহিক নিত্যানন্দ মুখে অন্য॥
রামচন্দ্রে যেন লক্ষ্মণের রতি মতি।
সেই মত নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য প্রীতি॥
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে সকল সংসার।
অদ্যাপিও গায় শ্রীচৈতন্য অবতার॥
হেন মতে মহাপ্রভু চৈতন্য নিতাই।
নীলাচলে বসতি করেন দুই ভাই॥
এক দিন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি॥
প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিল আমি আপনার মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্রে ভাসাব প্রেমসুখে॥
তুমিও থাকিলে যদি মুনি ধর্ম্ম করি।
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার॥
ভক্তিরস দাতা তুমি তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার কিবা নিমিত্তে করিলে॥
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবারে মোচন॥
আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র ততক্ষণে।
চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজগণে॥
রামদাস গদাধর দাস মহাশয়।
রঘুনাথ বৈদ্য ওঝা ভক্তি রসময়॥
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত পরমেশ্বর দাস।
পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উল্লাস॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের যত আপ্তগণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে সবে করিলা গমন॥
পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয়।
সর্ব্ব পারিষদ আগে কৈল প্রেমময়॥
সবার হইল আত্ম বিস্মৃতি অত্যন্ত।
কার দেহে কত ভাব নাহি তার অন্ত॥
প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাস।
তান দেহে হইলেন গোপাল প্রকাশ॥
মধ্য পথে রামদাস ত্রিভঙ্গ হইয়া।
আছিলা প্রহর তিন বাহ্য পাসরিয়া॥
হইলা রাধিকা ভাব গদাধর দাসে।
দধি কে কিনিবে বলি অট্ট অট্ট হাসে॥

রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি।
হইলেন মূর্ত্তিমতি যে হেন রেবতী॥
কৃষ্ণদাস পরমেশ্বর দাস দুই জন।
গোপাল ভাবে হৈ হৈ করে অনুক্ষণ॥
পুরন্দর পণ্ডিত গাছেতে গিয়া চড়ে।
মুঞিরে অঙ্গদ বলি লম্ফ দিয়া পড়ে॥
এই মত নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্ত ধাম।
সবারে দিলেন ভাব পরম উদ্দাম॥
দণ্ডে পথ চলে সবে ক্রোশ দুই চারি।
যায়েন দক্ষিণ বামে আপনা পাসরি॥
কতক্ষণে পথ জিজ্ঞাসেন লোক স্থানে।
বল ভাই গঙ্গাতীরে যাইব কেমনে॥
লোক বলে হায় হায় পথ পাসরিলা।
দুই প্রহরের পথ ফিরিয়া আইলা॥
লোক বাক্যে ফিরিয়া যায়েন যথা পথ।
পুনঃ পথ ছাড়িয়া যায়েন সেই মত॥
পুনঃ পথ জিজ্ঞাসা করয়ে লোক স্থানে।
লোক বলে পথ রহে দশ ক্রোশ বামে॥
পুনঃ হাসি সবেই চলেন পথ যথা।
নিজ দেহ না জানেন পথের কি কথা॥
যত দেহধর্ম্ম ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় দুঃখ।
কাহার নাহিক পাই পরানন্দ সুখ॥
পথে যত লীলা করিলেন নিত্যানন্দ।
কে বর্ণিবে কেবা জানে সকল অনন্ত॥
হেন মতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্ত ধাম।
আইলেন গঙ্গাতীরে পাণিহাটী গ্রাম॥
রাঘব পণ্ডিত গৃহে সর্ব্বাদ্যে আসিয়া।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ লৈয়া॥
পর আনন্দ হৈলা রাঘব পণ্ডিত।
শ্রীমকরধ্বজ কর গোষ্ঠীর সহিত॥

হেন মতে নিত্যানন্দ পাণিহাটী গ্রামে।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ সনে॥
নিরন্তর পরানন্দে করেন হুঙ্কার।
বিহ্বলতা বিনা দেহে বাহ্য নাহি আর॥
নৃত্য করিবার ইচ্ছা হইল অন্তরে।
গায়ন সকল আসি মিলিলা সত্বরে॥
সুকৃতি মাধব ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর॥
যাহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়ন।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহা প্রিয়তম॥
মাধব গোবিন্দ বাসুদেব তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই॥
হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল।
পদভরে পৃথিবী করয়ে টল মল॥
নিরবধি হরি বলি করয়ে হুঙ্কার।
আছাড় দেখিতে লোক পায় চমৎকার॥
যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ প্রেম রসময় নিত্যানন্দ।
সংসার তারিতে কহিলেন শুভারম্ভ॥
যতেক আছিল প্রেমভক্তির বিকার।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করেন অপার॥
কত ক্ষণে বসিলেন খট্টার উপরে।
আজ্ঞা হইল অভিষেক করিবার তরে॥
রাঘব পণ্ডিত আদি পারিষদগণে।
অভিষেক করিতে লাগিলা সেই ক্ষণে॥
সহস্র সহস্র ঘট আনি গঙ্গাজল।
নানা গন্ধে সুবাসিত করিয়া সকল॥
সন্তোষে সবেই দেন শ্রীমস্তকোপরি।
চতুর্দ্দিগে সবেই বলেন হরি হরি॥

সবেই পড়েন অভিষেক মন্ত্র গীত।
পরম সন্তোষে সবে হৈল পুলকিত॥
অভিষেক করাইয়া নূতন বসন।
পরাইয়া লেপিলেন শ্রীঅঙ্গে চন্দন॥
দিব্য বনমালা তায় তুলসী সহিতে।
পীন বক্ষ পূর্ণ করিলেন নানা মতে॥
তবে দিব্য খট্টা স্বর্ণে করিয়া ভূষিত।
সম্মুখে আনিয়া করিলেন উপনীত॥
খট্টায় বসিলা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
ছত্র ধরিলেন শিরে শ্রীরাঘবানন্দ॥
জয়ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ।
চতুর্দ্দিগে হৈল মহা আনন্দ বাদন॥
ত্রাহি ত্রাহি সবেই বলেন বাহু তুলি।
কার বাহ্য নাহি সবে মহা কুতূহলী॥
স্বানুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
প্রেমবৃষ্টি দৃষ্টি করি চারি দিকে চায়॥
আজ্ঞা করিলেন শুন রাঘব পণ্ডিত।
কদম্বের মালা ঝাট আনহ ত্বরিত॥
বড় প্রীত আমার কদম্ব পুষ্প প্রতি।
কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি॥
করযোড় করিয়া রাঘবানন্দ কহে।
কদম্ব পুষ্পের যোগ এ সময়ে নহে॥
প্রভু বলে বাড়ী গিয়া চাহ ভাল মনে।
কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে কোন স্থানে॥
বাড়ীর ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব।
বিস্মিত হইলা দেখি মহা অনুভব॥
জাম্বিরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছয়ে অতি পরম অতুল॥
কি অপূর্ব্ব বর্ণ সে বা কি অপূর্ব্ব গন্ধ
সে পুষ্প দেখিলে ক্ষয় যায় ভববন্ধ॥

দেখিয়া কদম্ব পুষ্প রাঘব পণ্ডিত।
বাহ্য দূর গেল হৈলা মহা হরষিত॥
আপনা সম্বরি মালা গাঁথিয়া সত্বরে।
আনিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গোচরে॥
কদম্বের মালা দেখি নিত্যানন্দ রায়।
পরম সন্তোষে মালা দিলেন গলায়॥
কদম্ব মালার গন্ধে সকল বৈষ্ণব।
বিহ্বল হইলা দেখি মহা অনুভব॥
আর মহা আশ্চর্য্য হইল কতক্ষণে।
অপূর্ব্ব দোনার গন্ধ পায় সর্ব্বজনে॥
দমনক পুষ্পের সুগন্ধে মন হরে।
দশদিক্ ব্যাপ্ত হইল সকল মন্দিরে॥
হাসি নিত্যানন্দ বলে শুন ভাই সব।
বল দেখি কি গন্ধের পাই অনুভব॥
করযোড় করি সবে লাগিলা কহিতে।
অপূর্ব্ব দোনার গন্ধ পাই চারি ভিতে॥
সবার বচন শুনি নিত্যানন্দ রায়।
কহিতে লাগিলা গোপ্য পরম কৃপায়॥
প্রভু বলে শুন সবে পরম রহস্য।
তোমরা সকলে ইহা জানিবা অবশ্য॥
চৈতন্য গোসাঞি আজি শুনিতে কীর্ত্তন।
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন॥
সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক মালা।
এক বৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিলা॥
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য দমনক গন্ধে।
চতুর্দ্দিগে পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে॥
তোমা সবাকার নৃত্য কীর্ত্তন দেখিতে।
আপনে হইলা প্রভু নীলাচল হৈতে॥
এতেকে তোমরা সর্ব্ব কার্য্য পরিহরি।
নিরবধি কৃষ্ণ গাও আপনা পাসরি॥

নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র যশে।
সবার শরীর পূর্ণ হউ প্রেমরসে ॥
এত কহি হরি বলি করয়ে হুঙ্কার।
সর্ব্বদিকে প্রেমদৃষ্টি করিলা বিস্তার ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেমদৃষ্টি পাতে।
সবার হইল আত্মবিস্মৃতি দেহেতে ॥
শুন শুন আরে ভাই নিত্যানন্দ শক্তি।
যে রূপে দিলেন সর্ব্ব জগতেরে ভক্তি ॥
যে ভক্তি গোপীকাগণে কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হইতে তাহা পাইল জগতে ॥
নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন সিংহাসনে।
সম্মুখে করয়ে নৃত্য পারিষদগণে ॥
কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর ডালে চড়ে।
পাতে পাতে বেড়ায় তথাপি নাহি পড়ে ॥
কেহ কেহ প্রেমসুখে হুঙ্কার করিয়া।
বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লম্ফ দিয়া ॥
কেহ বা হুঙ্কার করে বৃক্ষ মূল ধরি।
উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ বলি হরি হরি ॥
কেহ বা গুবাক বনে যায় নড় দিয়া।
গাছ পাঁচ সাত গুয়া একত্র করিয়া ॥
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেমবল।
তৃণ প্রায় উপাড়িয়া ফেলায় সকল ॥
অশ্রু কম্প স্তম্ভ ধর্ম্ম পুলক হুঙ্কার।
স্বরভঙ্গ বৈবর্ণ্য গর্জ্জন সিংহ সার ॥
শ্রীআনন্দ মূর্চ্ছা আদি যত প্রেম ভাব।
ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণঅনুরাগ ॥
সবার শরীরে পূর্ণ হইল সকল।
হেন নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেমবল ॥
যে দিগে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয়।
সেই দিগে মহাপ্রেম ভক্তি বৃষ্টি হয় ॥
যাহারে চাহেন সেই প্রেমে মূর্চ্ছা পায়।
বস্ত্র না সম্বরে ভূমে পড়ি গড়ি যায় ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপেরে ধরিবারে ধায়।
হাসে নিত্যানন্দ প্রভু বসিয়া খট্টায় ॥
যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান।
সবার হইল সর্ব্বশক্তি অধিষ্ঠান ॥
সর্ব্বজ্ঞতা বাক্‌সিদ্ধি হইল সবার।
সবে হইলেন যেন কন্দর্প আকার ॥
সবে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া।
সেই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়া ॥
এইরূপে পাণিহাটি গ্রামে তিন মাস।
নিত্যানন্দ প্রভু করে ভক্তির বিলাস ॥
তিন মাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহধর্ম্ম তিলার্দ্ধেক কারে নাহি স্ফুরে ॥
তিন মাস কেহ নাহি করিল আহার।
সবে প্রেমসুখে নৃত্য বহি নাহি আর ॥
পাণিহাটি গ্রামে যত হৈল প্রেমসুখ।
চারি বেদে বর্ণিবেক সে সব কৌতুক ॥
এক দণ্ডে নিত্যানন্দ করিলেন যত।
তাহা বর্ণিবার শক্তি আছে কার কত ॥
ক্ষণে ক্ষণে আপনে করেন নৃত্য রঙ্গ।
চতুর্দ্দিগে লই সব পারিষদ সঙ্গ ॥
কখন বা আপনে বসিয়া বীরাসনে।
নাচয়েন সকল ভকত জনে জনে ॥
এক সেবকের নৃত্য হেন রঙ্গ হয়।
চতুর্দ্দিগে দেখি যেন প্রেমবন্যাময় ॥
মহাঝড়ে পড়ে যেন কদলক বন।
এই মত প্রেমসুখে পড়ে সর্ব্বজন ॥
আপনে যে কহে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
সেই মত করিলেন সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ ॥

নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন।
করায়েন, করেন লইয়া ভক্তগণ॥
হেন সে লাগিলা প্রেম প্রকাশ করিতে।
সেই হয় বিহ্বল যে আইসে দেখিতে॥
যে সেবক যখনে যে ইচ্ছা করে মনে।
সেই আসি উপসন্ন হয় ততক্ষণে॥
এই মত পরানন্দ ভক্তিসুখ রসে।
ক্ষণপ্রায় কেহ না জানিল তিন মাসে॥
তবে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কত দিনে।
অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে॥
ইচ্ছা মাত্র সর্ব্ব অলঙ্কার সেই ক্ষণে।
উপসন্ন আসিয়া হৈল বিদ্যমানে॥
সুবর্ণ রজত মরকত মনোহর।
নানাবিধ বহুমূল্য কতেক প্রস্তর॥
মণি সুপ্রবাল পট্টবাস মুক্তাহার।
সুকৃতি সকলে দিয়া করে নমস্কার॥
কত বা নির্ম্মিত কত করিয়া নির্ম্মাণ।
পরিলেন অলঙ্কার যেন ইচ্ছা তান॥
দুই হস্তে সুবর্ণের অঙ্গদ বলয়।
পুষ্ট করি পরিলেন আত্ম ইচ্ছাময়॥
সুবর্ণ মাদুলী বাহু করিয়া খেচন।
দশ অঙ্গুলিতে শোভা করেন ভূষণ॥
কণ্ঠে শোভা করে বহুবিধ দিব্য হার।
মণি মুক্তা প্রবালাদি যত সর্ব্বসার॥
রুদ্রাক্ষ বিড়ালাক্ষ দুই সুবর্ণ রজতে।
বান্ধিয়া পরিলা কণ্ঠে মহেশ্বর প্রীতে॥
মুক্তা কসা সুবর্ণ করিয়া সুরচন।
দুই শ্রুতিমূলে শোভে পরম শোভন॥
পাদপদ্মে রজত নূপুর সুশোভন।
তদুপরি মল শোভে জগত মোহন॥

শুক্ল পট্ট নীল পীত বহুবিধ বাস।
অপূর্ব্ব শোভয়ে পরিধানের বিলাস॥
মালতি মল্লিকা জুতি চম্পকের মালা।
শ্রীবক্ষে করয়ে শোভা আন্দোলন খেলা॥
গোরচনা সহিত চন্দন দিব্য গন্ধে।
বিচিত্র করিয়া লেপিয়াছেন শ্রীঅঙ্গে॥
শ্রীমস্তকে শোভিত বিবিধ পট্টবাস।
তদুপরি নানা বর্ণ মাল্যের বিলাস॥
প্রসন্ন শ্রীমুখ কোটি শশধর জিনি।
হাসিয়া করেন নিরবধি হরিধ্বনি॥
যে দিগে চাহেন দুই কমল নয়নে।
সেই দিগে প্রেম বর্ষে ভাসে সর্ব্বজনে॥
রজতের প্রায় লৌহদণ্ড সুশোভন।
দুই দিগে করি তাতে সুবর্ণ বন্ধন॥
নিরবধি সেই লৌহদণ্ড শোভে করে।
মুষল ধরিলা যেন প্রভু হলধর॥
পারিষদ সব ধরিলেন অলঙ্কার।
অঙ্গদ বলয় মল্ল নূপুর সুহার॥
শিঙ্গা বেত্র বংশী ছাঁদদড়ি গুঞ্জামালা।
সবে ধরিলেন গোপালের অংশকলা॥
এই মত নিত্যানন্দ স্বানুভাব রঙ্গে।
বিহরেন সকল পার্ষদ করি সঙ্গে॥
তবে প্রভু সর্ব্ব পারিষদগণ মেলি।
ভক্তগৃহে করে প্রভু পর্য্যটন কেলি॥
জাহ্নবীর দুই কূলে যত আছে গ্রাম।
সর্ব্বত্র ভ্রমেণ নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম॥
দরশন মাত্র সর্ব্ব জীব মুগ্ধ হয়।
নাম তত্ত্ব দুই নিত্যানন্দ রসময়॥
পাষণ্ডীও দেখিলেই মাত্র করে স্তুতি।
সর্ব্বস্ব দিবারে সেইক্ষণে হয় মতি॥

নিত্যানন্দ স্বরূপের সর্ব্বত্র মধুর।
সবারেই কৃপাদৃষ্টি করেন প্রচুর॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সংকীর্ত্তন বিনে॥
যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
তথায় বিহ্বল হয় কত কত জন॥
গৃহস্থের শিশু কোন কিছুই না জানে।
তাহারাও মহা মহা বৃক্ষ ধরি টানে॥
হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া।
মুঞিরে গোপাল বলি বেড়ায় ধাইয়া॥
হেন সে সামর্থ্য এক শিশুর শরীরে।
শত জনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ বলি।
সিংহনাদ করে শিশু হই কুতূহলী॥
এই মত নিত্যানন্দ বালক জীবন।
বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ॥
মাসেকেও এক শিশু না করে আহার।
দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার॥
হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ।
সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ॥
পুত্র প্রায় করি প্রভু সবারে ধরিয়া।
করায়েন ভোজন আপন হস্ত দিয়া॥
কাহারেও বান্ধিয়া রাখেন নিজ পাশে।
বান্ধেন মারেন তবু অট্ট অট্ট হাসে॥
একদিন গদাধর দাসের মন্দিরে।
আইলেন তানে প্রীতি করিবার তরে॥
গোপী ভাবে গদাধর দাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরানন্দময়॥
মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস।
নিরবধি ডাকে, কে কিনিবে গো রস॥

শ্রীবালগোপাল মূর্ত্তি তান দেবালয়।
আছেন পরম লাবণ্যের সমুচ্চয়॥
দেখি বালগোপালের মূর্ত্তি মনোহর।
প্রীতে নিত্যানন্দ লৈলা বক্ষের উপর॥
অনন্ত হৃদয়ে দেখি শ্রীবালগোপাল।
সর্ব্বগণে হরিধ্বনি করেন বিশাল॥
হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দচন্দ্র রায়।
করিতে লাগিল নৃত্য গোপাল লীলায়॥
দান খণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ।
শুনি অবধূত সিংহ পরম সন্তোষ॥
ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন কণ্ঠধ্বনি।
শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূতমণি॥
এইরূপ লীলা তান নিজ প্রেমরঙ্গে।
সুকৃতি শ্রীগদাধর দাস করি সঙ্গে॥
গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধর দাসে।
নিরবধি আপনাকে গোপী হেন বাসে॥
দান খণ্ড লীলা শুনি নিত্যানন্দ রায়।
যে নৃত্য করেন তাহা বর্ণন না যায়॥
প্রেমভক্তি বিকারের যত আছে নাম।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করে অনুপাম॥
বিদ্যুতের প্রায় নৃত্য গতির ভঙ্গিমা।
কিবা সে অদ্ভুত ভুজ চালন মহিমা॥
কিবা সে নয়ন ভঙ্গি কি সুন্দর হাস।
কিবা সে অদ্ভুত শিরকম্পন বিলাস॥
একত্র করিয়া দুই চরণ সুন্দর।
কিবা যোড়ে যোড়ে লম্প দেন মনোহর॥
যে দিগে চাহেন নিত্যানন্দ প্রেমরসে।
সেই দিগে স্ত্রী পুরুষে কৃষ্ণরসে ভাসে॥
হেন সে করেন কৃপাদৃষ্টি অতিশয়।
পরানন্দে দেহ স্মৃতি কার না থাকয়॥

যে ভক্তি বাঞ্ছেন যোগীন্দ্রাদি মুনিগণে।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে ভুঞ্জে যে তে জনে ॥
হস্তী সম জন না খাইলে তিন দিন।
চলিতে না পারে দেহ হয় অতি ক্ষীণ ॥
একমাস এক শিশু না করে আহার।
তথাপিও সিংহপ্রায় সব ব্যবহার ॥
হেন শক্তি প্রকাশেন নিত্যানন্দ রায়।
তথাপি না বুঝে কেহ চৈতন্য মায়ায় ॥
এই মত কতদিন প্রেমানন্দ রসে।
গদাধর দাসের মন্দিরে প্রভু বৈসে ॥
বাহ্য নাহি গদাধর দাসের শরীরে।
নিরবধি হরিবোল বলায় সবারে ॥
সেই গ্রামে কাজি আছে পরম দুর্ব্বার।
কীর্ত্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার ॥
পরানন্দে মত্ত গদাধর মহাশয়।
নিশাভাগে গেলা সেই কাজির আলয় ॥
যে কাজির ভয়ে লোক পলায় অন্তরে।
নির্ভয়ে চলিলা নিশাভাগে তার ঘরে ॥
নিরবধি হরিধ্বনি করিতে করিতে।
প্রবিষ্ট হইলা গিয়া কাজির বাড়ীতে ॥
দেখে মাত্র বসিয়া কাজির সর্ব্বগণে।
বলিবারে কার কিছু না আইসে বদনে ॥
গদাধর বলে আরে কাজি বেটা কোথা।
ঝাট কৃষ্ণ বল নহে ছিণ্ডি তোর মাথা ॥
অগ্নি হেন ক্রোধে কাজি হইলা বাহির।
গদাধর দাস দেখি মাত্র হৈলা স্থির ॥
কাজি বলে গদাধর তুমি কেনে এথা।
গদাধর বলেন আছয়ে কিছু কথা ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু অবতরি।
জগতের মুখে বলাইলা হরি হরি ॥
সবে তুমি মাত্র নাহি বল হরিনাম।
তাহা বলাইতে আইলাম তোমা স্থান ॥
পরম মঙ্গল হরিনাম বল তুমি।
তোমার সকল পাপ উদ্ধারিব আমি ॥
যদ্যপিও কাজি মহা হিংসক চরিত।
তথাপি না বলে কিছু হইলা স্তম্ভিত ॥
হাসি কাজি বলে শুন দাস গদাধর।
কালি চলিবাঙ হরি আজি যাহ ঘর ॥
হরিনাম মাত্র শুনিলেন তার মুখে।
গদাধর দাস পূর্ণ হৈলা প্রেমসুখে ॥
গদাধর দাস বলে আর কালি কেনে।
এই ত বলিলা হরি আপন বদনে ॥
আর তোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষণ।
যখন করিলা হরিনামের গ্রহণ ॥
এত বলি পরম উন্মাদে গদাধর।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করে বহুতর ॥
কতক্ষণে আইলেন আপন মন্দিরে।
নিত্যানন্দ অধিষ্ঠান যাহার শরীরে ॥
হেন মত গদাধর দাসের মহিমা।
চৈতন্য পার্ষদ মধ্যে যাহার গণনা ॥
যে কাজির বাতাস না লয় সাধুজনে।
পাইলেই জাতি মাত্র লয় সেইক্ষণে ॥
হেন কাজি দুর্ব্বার দেখিলে জাতি লয়।
হেন জনে কৃপাদৃষ্টি কৈলা মহাশয় ॥
হেন জন পাসরিল সব হিংসা ধর্ম্ম।
ইহারে সে বলি কৃষ্ণ আবেশের কর্ম্ম ॥
সত্য কৃষ্ণভাব হয় যাহার শরীরে।
অগ্নি সর্প ব্যাঘ্র তারে লঙ্ঘিতে না পারে ॥
ব্রহ্মাদির অভিষ্ট যে সব কৃষ্ণভাব।
গোপীগণে ব্যক্ত যে সকল অনুরাগ ॥

ইঙ্গিতে সে সব ভাব নিত্যানন্দ রায়।
দিলেন সকল প্রিয়গণেরে কৃপায়॥
ভজ ভাই হেন নিত্যানন্দের চরণ।
যাহার প্রসাদে পাই চৈতন্য শরণ॥
তবে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কতদিনে।
শচী আই দেখিবারে ইচ্ছা হৈল মনে॥
শুভ যাত্রা করিলেন নবদ্বীপ প্রতি।
পারিষদগণ সব করিয়া সংহতি॥
তবে আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রামে।
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় স্থানে॥
খড়দহ গ্রামে আসি নিত্যানন্দ রায়।
যত নৃত্য করিলেন কহনে না যায়॥
পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উন্মাদ।
বৃক্ষের উপরে চড়ি করে সিংহনাদ॥
বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্য দাসের শরীরে।
ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে॥
কভু লম্ফ দিয়া উঠে ব্যাঘ্রের উপরে।
কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে॥
মহা অজগর সর্প লই নিজ কোলে।
নির্ভয়ে চৈতন্য দাস থাকে কুতূহলে॥
ব্যাঘ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয়ে।
হেন কৃপা করে অবধূত মহাশয়ে॥
সেবক বৎসল প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ রস ইঙ্গিতে ভুঞ্জায়॥
চৈতন্যদাসের আত্মবিস্মৃতি সর্ব্বথা।
নিরন্তর কহেন আনন্দ মন কথা॥
দুই তিন দিন মজ্জি জলের ভিতরে।
থাকেন কখন দুঃখ না হয় শরীরে॥
জড় প্রায় অলক্ষিত সর্ব্ব ব্যবহার।
পরম উদ্দাম সিংহ বিক্রম অপার॥

চৈতন্যদাসের যত ভক্তির বিকার।
কত বা কহিতে পারি সকল অপার॥
যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত।
যার বাতাসেও কৃষ্ণ পাই যে নিশ্চিত॥
এবে কেহ বলায় চৈতন্যদাস নাম।
স্বপ্নে নাহি বলে শ্রীচৈতন্য গুণগ্রাম॥
অদ্বৈতের প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যার ভক্তিপ্রসাদে অদ্বৈত সত্য ধন্য॥
জয় জয় অদ্বৈতের যে চৈতন্য ভক্তি।
যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্বশক্তি॥
সাধু লোক অদ্বৈতের এ মহিমা ঘোষে।
কেহ ইহা অদ্বৈতের নিন্দা হেন বাসে॥
সেহ ছার বলায় চৈতন্যদাস নাম।
সে বা কেন জানিবে অদ্বৈত গুণগ্রাম॥
এ পাপীরে অদ্বৈতের লোক বলে যে।
অদ্বৈত হৃদয় কভু নাহি জানে সে॥
রাক্ষসের নাম যেন কহে পুণ্যজন।
এই মত এ সব চৈতন্য দাসগণ॥
কতদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণ সহে॥
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত ঋষিস্থান।
জগতে বিদিত সে ত্রিবেণীঘাট নাম॥
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্ত ঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দচরণ॥
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম॥
প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী ঘাট সকল ভুবনে।
সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয় যার দরশনে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম আনন্দে।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন ভক্তবৃন্দে॥

উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥
কায়বাক্যমনে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবা অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য তার॥
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর।
জন্ম জন্ম উদ্ধারণ তাঁহার কিঙ্কর॥
যতেক বণিক কুল নিত্যানন্দ হৈতে।
পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে॥
বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি অধিকার॥
সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে নিতাইচাঁদ কীর্ত্তনে বিহরে॥
বণিক সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ॥
কণিক সবার কৃষ্ণ ভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার।
বণিক অধম মূর্খ যে কৈল নিস্তার॥
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়।
গণ সহ সংকীর্ত্তন করেন লীলায়॥
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার॥
পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া নগরে।
সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রামপুরে॥
রাত্রি দিনে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা ভয়।
সর্ব্বদিগে হৈল হরিসংকীর্ত্তন ময়॥
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি নগরে চাত্বরে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কীর্ত্তন বিস্তারে॥

নিত্যানন্দ স্বরূপের আবেশ দেখিতে।
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে॥
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ॥
যবনের নয়নে দেখিয়া প্রেমধার।
ব্রাহ্মণেও আপনাকে করেন ধিক্কার॥
জয় জয় অবধূতচন্দ্র মহাশয়।
যাহার কৃপায় হেন সব রঙ্গ হয়॥
এই মতে সপ্তগ্রামে আম্বুয়া মুল্লুকে।
বিহরেন নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে॥
তবে কতদিনে আইলেন শান্তিপুরে।
আচার্য্য গোসাঞি প্রিয় বিগ্রহের ঘরে॥
দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ।
হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন সুখ॥
হরি বলি লাগিলেন করিতে হুঙ্কার।
প্রদক্ষিণ দণ্ডবৎ করেন অপার॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ অদ্বৈত করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে॥
দোঁহে দোঁহা দেখি বড় হইলা বিবশ।
জন্মিল অনন্ত অনির্ব্বচনীয় রস॥
দোঁহে দোঁহা ধরি গড়ি যায়েন অঙ্গনে।
দোঁহে চাহে ধরিবারে দোঁহার চরণে॥
কোটি সিংহ জিনি দোঁহে করে সিংহনাদ।
সম্বরণ নহে দুই প্রভু উন্মাদ॥
তবে কতক্ষণে দুই প্রভু হই স্থির।
বসিলেন একস্থানে দুই মহাধীর॥
করযোড় করিয়া অদ্বৈত মহামতি।
সন্তোষে করেন নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি॥
তুমি নিত্যানন্দমূর্ত্তি নিত্যানন্দনাম।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণধাম॥

সর্ব্বজীব পরিত্রাণ তুমি মহাহেতু।
মহা প্রলয়েতে তুমি সত্য ধর্ম্মসেতু ॥
তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি।
তুমি সে চৈতন্যবক্ষে ধর পূর্ণ শক্তি ॥
ব্রহ্মা শিব নারদাদি ভক্তনাম যার।
তুমি সে পরম উপদেষ্টা সবাকার ॥
বিষ্ণুভক্তি সবেই পায়েন তোমা হইতে।
তথাপিও অভিমান না স্পর্শে তোমাতে ॥
পতিতপাবন তুমি দোষ দৃষ্টিশূন্য।
তোমারে সে জানে যার আছে বহু পুণ্য ॥
সর্ব্ব যজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার।
অবিদ্যা বন্ধন খণ্ডে স্মরণে যাহার ॥
যদি তুমি প্রকাশ না কর আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে জানিতে তোমারে ॥
অক্রোধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর।
সহস্র বদন আদি দেব মহীধর ॥
রক্ষকুল হন্তা তুমি শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র।
তুমি গোপপুত্র হলধর মূর্ত্তিমন্ত ॥
মূর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে ॥
তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে।
যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বর মুনিগণে।
তোমা হৈতে তাহা পাইবেক যে তে জনে ॥
কহিতে অদ্বৈত নিত্যানন্দের মহিমা।
আনন্দ আবেশে পাসরিলেন আপনা ॥
অদ্বৈত সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের প্রভাব।
এ মর্ম্ম জানয়ে কোন কোন মহাভাগ ॥
তবে যে কলহ হের অন্যান্যে বাজে।
সে কেবল পরানন্দ যদি মনে বুঝে ॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার।
জানিহ ঈশ্বর সনে ভেদ নাহি যার ॥

হেন মতে দুই মহাপ্রভু মহারঙ্গে।
বিহরেন কৃষ্ণ কথা মঙ্গল প্রসঙ্গে ॥
অনেক রহস্য করি অদ্বৈত সহিত।
অশেষ প্রকারে তান জন্মাইলা প্রীত ॥
তবে অদ্বৈতের স্থানে লই অনুমতি।
নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ প্রতি ॥
সেই মতে সর্ব্বাদ্যে আইলা আই স্থানে।
আসি নমস্করিলেন আইর চরণে ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপেরে দেখি শচী আই।
কি আনন্দ পাইলেন তার অন্ত নাই ॥
আই বলে বাপ তুমি সত্য অন্তর্য্যামী।
তোমারে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছি আমি ॥
মোর চিত্ত জানি তুমি আইলা সত্বরে।
কে তোমা চিনিতে পারে সংসার ভিতরে ॥
কতদিন থাক বাপ নবদ্বীপ বাসে।
যেন তোমা দেখোঁ মুঞি দশে পক্ষে মাসে ॥
মুঞি দুঃখিনীর ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
দৈবে তুমি আসিয়াছ দুঃখিতা তারিতে ॥
শুনিয়া আইর বাক্য হাসে নিত্যানন্দ।
যে জানে আইর প্রভাবের আদি অন্ত ॥
নিত্যানন্দ বলে শুন আই সর্ব্বমাতা।
তোমারে দেখিতে আমি আসিয়াছি হেথা ॥
মোর বড় ইচ্ছা তোমা দেখিতে হেথায়।
রহিলাম নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায় ॥
হেন মতে নিত্যানন্দ আই সম্ভাষিয়া।
নবদ্বীপে ভ্রমেণ আনন্দ যুক্ত হইয়া ॥
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রতি ঘরে ঘরে।
সব পারিষদ সঙ্গে কীর্ত্তন বিহরে ॥
নবদ্বীপে আসি মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
হইলেন কীর্ত্তন আনন্দ মূর্ত্তিমন্ত ॥

প্রতি ঘরে ঘরে সব পারিষদ সঙ্গে।
নিরবধি বিহরেন সংকীর্ত্তন রঙ্গে॥
পরম মোহন সংকীর্ত্তন মল্লবেশ।
দেখিতে সুকৃতি পায় আনন্দ বিশেষ॥
শ্রীমস্তকে শোভে বহুবিধ পট্টবাস।
তদুপরি বহুবিধ মাল্যের বিলাস॥
কণ্ঠে বহুবিধ মণিমুক্তা স্বর্ণহার।
শ্রুতিমূলে শোভে মুক্তা কাঞ্চন অপার॥
সুবর্ণের অঙ্গদ বলয় শোভা করে।
না জানি কতেক মালা শোভে কলেবরে॥
গোরোচনা চন্দনে লেপিত সর্ব্বঅঙ্গ।
নিরবধি বালগোপালের প্রায় রঙ্গ॥
কি অপূর্ব্ব লৌহদণ্ড ধরেন লীলায়।
পূর্ণ দশ অঙ্গুলি সুবর্ণ মুদ্রিকায়॥
শুক্ল নীল পীত পট্ট বহুবিধ বাস।
পরম বিচিত্র পরিধানের বিলাস॥
বেত্র বংশী পাচনী জঠর তটে শোভে।
যার দরশন ধ্যান জগ মন লোভে॥
রজত নূপুর মল্ল শোভে শ্রীচরণে।
পরম মধুর ধ্বনি গজেন্দ্র গমনে॥
যে দিকে চাহেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
সেই দিকে হয় কৃষ্ণরস মূর্ত্তিমন্ত॥
হেনমতে নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে।
আছেন চৈতন্য জন্মভূমি নবদ্বীপে॥
নবদ্বীপ যে হেন মথুরা রাজধানী।
কত মত লোক আছে অন্ত নাহি জানি।
হেন সব সুজন আছেন যাহা দেখি।
সর্ব্ব মহাপাপ হৈতে মুক্ত হয় পাপী॥
তথি মধ্যে দুর্জ্জন যে কত কত বৈসে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ঘুচে তার ছায়ার পরশে॥

তাহারাও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায়।
কৃষ্ণে রতি মতি অতি হৈল অমায়ায়॥
আপনে চৈতন্য কত করিলা মোচন।
নিত্যানন্দ দ্বারে উদ্ধারিলা ত্রিভুবন॥
চোর দস্যু অধম পতিত নাম যার।
নানা মতে নিত্যানন্দ কৈলেন উদ্ধার॥
শুন শুন নিত্যানন্দ প্রভুর আখ্যান।
চোর দস্যু যে মতে করিলা পরিত্রাণ॥
নবদ্বীপে বৈসে এক ব্রাহ্মণ কুমার।
তাহার সমান চোর দস্যু নাহি আর॥
যত চোর দস্যু তার মহা সেনাপতি।
নামে সে ব্রাহ্মণ, অতি পরম কুমতি॥
পর বধে দয়া মাত্র নাহিক শরীরে।
নিরন্তর দস্যুগণ সংহতি বিহরে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখি অলঙ্কার।
সুবর্ণ প্রবাল মণি মুক্তা দিব্যহার॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি বহুবিধ ধন।
হরিতে হইল দস্যু ব্রাহ্মণের মন॥
মায়া করি নিরবধি নিত্যানন্দ সঙ্গে।
ভ্রময়ে তাঁহার ধন হরিবার রঙ্গে॥
অন্তরে পরম দুষ্ট দ্বিজ ভাল নহে।
জানিলেন নিত্যানন্দ অনন্ত হৃদয়ে॥
হিরণ্য পণ্ডিত নামে এক সুব্রাহ্মণ।
সেহ নবদ্বীপে বৈসে মহা আকিঞ্চন॥
সেই ভাগ্যবন্তের গৃহেতে নিত্যানন্দ।
থাকিলা বিরলে প্রভু হইয়া অসঙ্গ॥
সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ পরম দুষ্টমতি।
লইয়া সকল দস্যু করয়ে যুকতি॥
আরে ভাই সবে আর কেনে দুঃখ পাই।
চণ্ডীমায়ে নিধি মিলাইলা এক ঠাঞি॥

এই অবধূতের অঙ্গেতে অলঙ্কার।
সোণা মুক্তা হীরা কসা বহি নাহি আর ॥
কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি।
চণ্ডীমায়ে এক ঠাঞি মিলাইলা আনি ॥
শূন্য বাড়ী মাঝে থাকে হিরণ্যের ঘরে।
কাঢ়িয়া আনিব এক দণ্ডের ভিতরে ॥
ঢাল খাঁড়া লই সবে হও সমবায়।
আজি গিয়া হানা দিব কতক নিশায় ॥
এই মত যুক্তি করি সব দস্যুগণ।
সবে নিশাভাগ জানি করিল গমন ॥
খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল লইয়া জনে জনে।
আসিয়া বেড়িলা নিত্যানন্দ যেই স্থানে ॥
এক স্থানে রহিলা সকল দস্যুগণ।
আগে চর পাঠাইয়া দিল এক জন ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু করেন ভোজন।
চতুর্দ্দিগে হরিনাম লয় ভক্তগণ ॥
কৃষ্ণানন্দে মত্ত নিত্যানন্দ ভৃত্যগণ।
কেহ করে সিংহ নাদ কেহ বা গর্জ্জন ॥
রোদন করয়ে কেহ পরানন্দ রসে।
কেহ করতালি দিয়া অট্ট অট্ট হাসে ॥
হৈ হৈ হায় হায় করে কোন জন।
কৃষ্ণানন্দে নিদ্রা নাহি সবাই চেতন ॥
চরে আসি কহিলেক দস্যুগণ স্থানে।
ভাত খায় অবধূত জাগে সর্ব্বজনে ॥
দস্যুগণ বলে সবে শুউক খাইয়া।
আমরাও বসি সবে হানা দিব গিয়া ॥
বসিলা সকল দস্যু এক বৃক্ষতলে।
পর ধন লইবেক এই কুতূহলে ॥
কেহ বলে মোহার সোণার তাড়বালা।
কেহ বলে মুঞি নিব মুকুতার মালা ॥
কেহ বলে মুঞি নিব কর্ণ আভরণ।
স্বর্ণ হার নিমু মুঞি বলে কোন জন ॥
কেহ বলে মুঞি নিব রজত নূপুর।
সবে এই মনকলা খায়েন প্রচুর ॥
হেনই সময়ে নিত্যানন্দের ইচ্ছায়।
নিদ্রা ভগবতী আসি চাপিলা সবায় ॥
সেই খানে ঘুমাইলা সব দস্যুগণ।
নিদ্রায় হইলা সবে মহা অচেতন ॥
প্রভুর মায়ায় হেন হইল মোহিত।
রাত্রি পোহাইল তবু নাহিক সম্বিত ॥
কাক রবে জাগিলা সকল দস্যুগণ।
রাত্রি নাহি দেখি সবে হৈলা দুঃখ মন ॥
আস্তে ব্যস্তে ঢাল খাঁড়া ফেলাইয়া বনে।
সত্বরে চলিলা সব দস্যু গঙ্গাস্নানে ॥
শেষে সব দস্যুগণ নিজ স্থানে গেলা।
সবেই সবারে গালি পাড়িতে লাগিলা ॥
কেহ বলে তুই আগে ঘুমায়ে পড়িলি।
কেহ বলে তুই বড় জাগিয়া আছিলি ॥
কেহ বলে কলহ করহ কেনে আর।
লজ্জা ধর্ম্ম চণ্ডী আজি রাখিল সবার ॥
দস্যু সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ দুরাচার।
সে বলয়ে কলহ করহ কেনে আর ॥
যে হইল সে হইল চণ্ডীর ইচ্ছায়।
একদিন গেলে কি সকল দিন যায় ॥
বুঝিলাম চণ্ডী আজি মোহিলা আপনে।
বিনি চণ্ডী পূজিয়া গেলাঙ তে কারণে ॥
ভাল করি আজি সবে মদ্য মাংস দিয়া।
চল সবে এক ঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া ॥
এতেক করিয়া যুক্তি সব দস্যুগণ।
মদ্য মাংস দিয়া সবে করিলা পূজন ॥

আর দিন দস্যুগণ কাচি নানা অস্ত্র।
আইলেন বীরছাঁদ পরি নীলবস্ত্র ॥
মহানিশা সর্ব্বলোক আছেন শয়নে।
হেনই সময়ে বেড়িলেক দস্যুগণে ॥
বাড়ীর নিকটে থাকি দস্যুগণ দেখে।
চতুর্দ্দিগে অনেক পাইকে বাড়ি রাখে ॥
চতুর্দ্দিগে অস্ত্রধারী পদাতিকগণ।
নিরবধি হরিনাম করেন গ্রহণ ॥
পরম প্রকাণ্ড মূর্ত্তি সবেই উদ্দণ্ড।
নানা অস্ত্রধারী সবে পরম প্রচণ্ড ॥
সর্ব্ব দস্যুগণ দেখে তার এক জনে।
শত জন মারিতে পারয়ে সেই ক্ষণে ॥
সবার গলায় মালা সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
নিরবধি করিতেছে নামসংকীর্ত্তন ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু আছেন শয়নে।
চতুর্দ্দিগে কৃষ্ণ গায় সেই সব গণে ॥
দস্যুগণ দেখি বড় হইলা বিস্মিত।
বাড়ী ছাড়ি সবে বসিলেন এক ভিত ॥
সর্ব্ব দস্যুগণে যুক্তি লাগিলা করিতে।
কোথাকার পদাতিক আইলা এথাতে ॥
কেহ বলে অবধূত কেমতে জানিয়া।
কাহার পাইক আনিয়াছে যে মাগিয়া ॥
কেহ বলে ভাই অবধূত বড় জ্ঞানী।
মাঝে মাঝে অনেক লোকের মুখে শুনি ॥
জ্ঞানবান কিবা অবধূত মহাশয়।
আপনার রক্ষা কিবা আপনে করয় ॥
অন্যথা যে সব দেখি পদাতিকগণ।
মনুষ্যের মত নাহি দেখি এক জন ॥
হেন বুঝি এই সব শক্তির প্রভাবে।
গোসাঞি করিয়া তানে কহে সবে ॥

আর কেহ কেহ বলে শুন শুন ভাই।
যে খায় যে পরে সে বা কেমত গোসাঞি ॥
সকল দস্যুর সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
সে বলয়ে জানিলাম সকল কারণ ॥
যত বড় বড় লোক চারি দিক হৈতে।
সবে আইসেন অবধূতেরে দেখিতে ॥
কোন দিক হৈতে কোন রাজার নস্কর।
আসিয়াছে, তার পদাতিক বহুতর ॥
অতএব পদাতিক সকল ভাবক।
এই সে কারণে হরি হরি করে জপ ॥
এবা নহে কোন পদাতিক আনি থাকে।
তবে কত দিন এড়াইবে এই পাকে ॥
অতএব চল সবে আজি ঘরে যাই।
চুপে চাপে দিন দশ বসি থাকি ভাই ॥
এত বলি দস্যুগণ গেল নিজ ঘরে।
অবধূতচন্দ্র প্রভু স্বচ্ছন্দে বিহরে ॥
নিত্যানন্দ চরণ ভজয়ে যে যে জনে।
সর্ব্ববিঘ্ন খণ্ডে তার প্রভুর স্মরণে ॥
হেন নিত্যানন্দ প্রভু বিহরে আপনে।
তাহানে করিতে বিঘ্ন পারে কোন জনে ॥
অবিদ্যা খণ্ডয়ে যার দাসের স্মরণে।
সে প্রভুরে বিঘ্ন করিবেক কোন জনে ॥
সর্ব্বগণ সহ বিঘ্ননাথ যার দাস।
যার অংশ রুদ্র করে জগত বিনাশ ॥
যার অংশ নড়িতে ভুবন কম্প হয়।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ কারে তান ভয় ॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে করে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন ক্রীড়া ভোজন শয়ন ॥
সর্ব্ব অঙ্গে সকল অমূল্য অলঙ্কার।
যেন দেখি বলদেব রোহিণী কুমার ॥

কর্পূর তাম্বুল প্রভু করেন চর্ব্বণ।
ঈষৎ হাসিয়া মোহে জগজন মন॥
অভয় পরমানন্দ বুলে সর্ব্বস্থানে।
অভয় পরমানন্দ ভক্তগোষ্ঠী সনে॥
আর বার যুক্তি করি পাপী দস্যুগণে।
আইলেন নিত্যানন্দচন্দ্রের ভবনে॥
দৈব সেই দিন মহা ঘোর অন্ধকার।
মহা ঘোর নিশা নাহি লোকের সঞ্চার॥
মহা ভয়ঙ্কর নিশা চোর দস্যুগণ।
দশ পাঁচ অস্ত্র এক জনের কাছন॥
প্রবিষ্ট হইয়া মাত্র বাড়ির ভিতরে।
সবে হৈল অন্ধ কেহ চাহিতে না পারে॥
কিছু নাহি দেখে অন্ধ হৈল দস্যুগণে।
সবে হইলেন হত প্রাণবুদ্ধি মনে॥
কেহ গিয়া পড়ে গড়খাইর ভিতরে।
জোঁকে পোকে ডাঁসে তারে কামড়াইয়া মারে॥
উচ্ছিষ্ট গর্ত্তেতে কেহ কেহ গিয়া পড়ে।
তথায় মরয়ে বিছা পোকের কামড়ে॥
কেহ কেহ পড়ে গিয়া কাঁটার উপরে।
সর্ব্বঅঙ্গে ফুটে কাঁটা নড়িতে না পারে॥
খালের ভিতরে গিয়া পড়ে কোন জন।
হস্ত পদ ভাঙ্গি কেহ করয়ে ক্রন্দন॥
সেইখানে কারো গায়ে আইল জ্বর।
সর্ব্ব দস্যুগণ চিন্তা পাইল অন্তর॥
হেনই সময়ে ইন্দ্র পরম কৌতুকী।
করিতে লাগিলা মহা ঝড় বৃষ্টি তথি॥
একে মরে দস্যু পোক জোঁকের কামড়ে।
বিশেষ মরয়ে আরো মহাবৃষ্টি ঝড়ে॥
শিলা বৃষ্টি পড়ে সর্ব্ব অঙ্গের উপরে।
প্রাণ নাহি যায়, ভাসে দুঃখের সাগরে॥
হেন সে পড়য়ে এক মহা ঝনঝনা।
ত্রাসে মূর্চ্ছা যায় সবে পাসরে আপনা॥
মহাবৃষ্টি দস্যুগণ ভিজে নিরন্তর।
মহা শীতে সবার কম্পিত কলেবর॥
অন্ধ হইয়াছে কিছু না পায় দেখিতে।
মরে দস্যুগণ মহা ঝড় বৃষ্টি শীতে॥
নিত্যানন্দদ্রোহী আসিয়াছে এ জানিয়া।
ক্রোধে ইন্দ্র অধিক মারয়ে কদর্থিয়া॥
কতক্ষণে দস্যু সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
অকস্মাৎ ভাগ্যে তার হইল স্মরণ॥
মনে ভাবে বিপ্র নিত্যানন্দ নর নহে।
সত্য সে ঈশ্বর মনুষ্য কভু কহে॥
একদিন মোহিলেন সবারে নিদ্রায়।
তথাপিও না বুঝিনু ঈশ্বর মায়ায়॥
আর দিন অদ্ভুত পদাতিকগণ।
দেখাইলে তবু মোর নহিল চেতন॥
যোগ্য মুঞি পাপীষ্ঠের এ সব দুর্গতি।
হরিতে প্রভুর ধন কেন কৈলুঁ মতি॥
এ মহাসঙ্কটে মোরে কে করিবে পার।
নিত্যানন্দ বহি মোর গতি নাহি আর॥
এত ভাবি দ্বিজ নিত্যানন্দের চরণ।
চিন্তিয়া একান্ত ভাবে লইল শরণ॥
সে চরণ চিন্তিলে আপদ নাহি আর।
সেইক্ষণে কোটি অপরাধিরও নিস্তার॥

কারুণ্য শারদা রাগেন গীয়তে।

রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবালগোপাল।
রক্ষা কর প্রভু তুমি সর্ব্বজীব পাল॥
যে জন আছাড় প্রভু পৃথিবীতে খায়।
পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায়॥

এই মত যে তোমাতে অপরাধ করে।
শেষে সেহ তোমার স্মরণে দুঃখে তরে ॥
তুমি সে জীবের ক্ষম সর্ব্ব অপরাধ।
পতিত জনেরে তুমি করহ প্রসাদ ॥
তথাপি যদ্যপি আমি ব্রহ্মঘ্ন গোবধী।
মোর বাড়া আর প্রভু নাহি অপরাধী ॥
সর্ব্ব মহাপাতকীও তোমার শরণ।
লইলে খণ্ডেয় তার সংসার বন্ধন ॥
জন্মাবধি তুমি সে জীবের রাখ প্রাণ।
অন্তেও তুমি সে প্রভু কর পরিত্রাণ ॥
এ সঙ্কট হৈতে প্রভু কর আজি রক্ষা।
যদি জীও প্রভু তবে কৈমু এই শিক্ষা ॥
জন্ম জন্ম প্রভু তুমি মুঞি তোর দাস।
কিবা জীও মরোঁ এই হউ মোর আশ ॥
কৃপাময় নিত্যানন্দচন্দ্র অবতার।
শুনি করিলেন দস্যুগণের উদ্ধার ॥
এই মত চিন্তিতে সকল দস্যুগণ।
সবার হইল দুই চক্ষু বিমোচন ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের শরণ প্রভাবে।
ঝড় বৃষ্টি আর কার দেহে নাহি লাগে ॥
কতক্ষণে পথ দেখি সব দস্যুগণ।
মৃতপ্রায় হয়ে সবে করিলা গমন ॥
সবে ঘরে গিয়া সেই মতে দস্যুগণ।
গঙ্গাস্নান করিলেন গিয়া সেইক্ষণ ॥
দস্যু সেনাপতি দ্বিজ কান্দিতে কান্দিতে।
নিত্যানন্দ চরণে আইলা সেই মতে ॥
বসিয়া আছেন নিত্যানন্দ বিশ্বনাথ।
পতিত জনেরে করি শুভ দৃষ্টিপাত ॥
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ করে হরিধ্বনি।
আনন্দে হুঙ্কার করে অবধূতমণি ॥

সেই মহাদস্যু দ্বিজ হেনই সময়।
ত্রাহি বলি বাহু তুলি দণ্ডবৎ হয় ॥
আপাদ মস্তক পুলকিত সব অঙ্গ।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে মহাকম্প ॥
হুঙ্কার গর্জ্জন নিরবধি করে প্রেমে।
বাহ্য নাহি জানে বিপ্র করয়ে ক্রন্দনে ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রভাব দেখিয়া।
আপনা আপনি নাচে হরষিত হৈয়া ॥
ত্রাহি বাপ নিত্যানন্দ পতিতপাবন।
বাহু তুলি এই মত বলে ঘনে ঘন ॥
দেখি হইলেন সবে পরম বিস্মিত।
এমত দস্যুর কেন এমত চরিত ॥
কেহ বলে মায়া বা করিয়া আসিয়াছে।
কোন পাক করিয়া বা হানা দেয় পাছে ॥
কেহ বলে নিত্যানন্দ পতিতপাবন।
কৃপায় ইহার বা হইল ভাল মন ॥
বিপ্রের অত্যন্ত প্রেমবিকার দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল নিত্যানন্দ ঈষৎ হাসিয়া ॥
প্রভু বলে কহ দ্বিজ কি তোমার রীত।
বড় ত তোমার দেখি অদ্ভুত চরিত ॥
কি দেখিলা কি শুনিলা কৃষ্ণ অনুভব।
কিছু চিন্তা নাহি, অকপটে কহ সব ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
কহিতে না পারে কিছু করয়ে ক্রন্দন ॥
গড়াগড়ি যায় পড়ি সকল অঙ্গনে।
হাসে কান্দে নাচে গায় আপনা আপনে ॥
সুস্থির হইয়া দ্বিজ তবে কতক্ষণে।
কহিতে লাগিলা সব প্রভু বিদ্যমানে ॥
এই নদীয়ায় প্রভু বসতি আমার।
নাম সে ব্রাহ্মণ ব্যাধ চণ্ডাল আচার ॥

নিরন্তর দুষ্ট সঙ্গে করি ডাকা চুরি।
পরহিংসা বহি জন্মে আর নাহি করি ॥
আমা দেখি সর্ব্ব নবদ্বীপ কাঁপে ডরে।
কিবা পাপ নাহি হয় আমার শরীরে ॥
দেখিয়া তোমার অঙ্গে দিব্য অলঙ্কার।
তাহা হরিবার চিত্ত হইল আমার ॥
এক দিন সাজি বহু লই দস্যুগণ।
হরিতে আইলুঁ মুই শ্রীঅঙ্গের ধন ॥
সে দিন নিদ্রায় প্রভু মোহিলা সবারে।
তোমার মায়ায় নাহি জানিলুঁ তোমারে ॥
আর দিন নানা মন্তে চণ্ডীকা পূজিয়া।
আইলাম খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল কাচিয়া ॥
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাম সেই দিনে।
সর্ব্ব বাড়ী আছে বেড়ি পদাতিকগণে ॥
একৈক পদাতি যেন মত্ত হস্তী প্রায়।
আজানুলম্বিত মালা সবার গলায় ॥
নিরবধি হরিধ্বনি সবার বদনে।
তুমি আছ গৃহ মাঝে আনন্দে নয়নে ॥
হেন সে পাপীষ্ঠ চিত্ত আমা সবাকার।
তবু নাহি বুঝিলাম মহিমা তোমার ॥
কার পদাতিক আসিয়াছে কোথা হৈতে।
এত ভাবি সে দিন গেলাম সেই মতে ॥
তবে কত দিন ব্যাজে কালি আইলাম।
আসিয়াই মাত্র দুই চক্ষু খাইলাম ॥
বাড়িতে প্রবিষ্ট হই সব দস্যুগণে।
অন্ধ হই সবে পড়িলাম নানা স্থানে ॥
কাঁটা জোঁক পোক ঝড় বৃষ্টি শীলাঘাতে।
সবে মরি কারো শক্তি নাহিক যাইতে ॥
মহা যম যাতনা হইল যদি ভোগ।
তবে শেষে সবার হইল ভক্তিযোগ ॥

তোমার কৃপায় সবে তোমার চরণ।
করিলুঁ একান্ত ভাবে সবেই স্মরণ ॥
হইল সবার তবে চক্ষু বিমোচন।
হেন মহাপ্রভু তুমি পতিতপাবন ॥
আমি সব এড়াইলুঁ এ সব যাতনা।
এ তোমার স্মরণের কোন বা মহিমা ॥
যাঁহার স্মরণে খণ্ডে অবিদ্যা বন্ধন।
অনায়াসে চলি যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
কহিয়া কহিয়া দ্বিজ কান্দে উর্দ্ধরায়।
হেন লীলা করে প্রভু অবধূত রায় ॥
শুনিয়া সবার হৈল মহাশ্চর্য্য জ্ঞান।
ব্রাহ্মণের প্রতি সবে করেন প্রণাম ॥
দ্বিজ বলে প্রভু এবে আমার বিদায়।
এ দেহ রাখিতে আর মোর নাহি ভায় ॥
যেন মোর চিত্ত হৈল তোমার হিংসায়।
সেই মোর প্রায়শ্চিত্ত মরিব গঙ্গায় ॥
শুনি অতি অকৈতব দ্বিজের বচন।
তুষ্ট হইলেন প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ ॥
প্রভু বলে দ্বিজ তুমি ভাগ্যবান বড়।
জন্ম জন্ম কৃষ্ণের সেবক তুমি দঢ় ॥
নহিলে এমত কৃপা করিবেন কেনে।
এ প্রকাশ অন্যে কি দেখয়ে ভক্ত বিনে ॥
পতিততারণ হেতু চৈতন্য গোসাঞি।
অবতরি আছেন ইহাতে অন্য নাই ॥
শুন দ্বিজ যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস সব নিমু মুঞি ॥
পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি না করিহ আর ॥
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লও হরিনাম।
তবে তুমি অন্যের করিবা পরিত্রাণ ॥

যত সব দস্যু চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া॥
এত বলি আপন গলার মালা আনি।
তুষ্ট হই ব্রাহ্মণেরে দিলেন আপনি॥
মহা জয় জয় ধ্বনি হইল তখন।
দ্বিজের হইল সর্ব্ব বন্ধ বিমোচন॥
কাকু করে দ্বিজ প্রভু চরণে ধরিয়া।
ক্রন্দন করয়ে বহু ডাকিয়া ডাকিয়া॥
অহে প্রভু নিত্যানন্দ পাতকী-পাবন।
মুঞি পাতকীরে দেহ চরণ শরণ॥
তোমার হিংসায় সে হইল মোর মতি।
মুঞি পাপীষ্ঠের কোন লোকে হৈবে গতি॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু করুণা সাগর।
পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক উপর॥
চরণারবিন্দ পাই মস্তকে প্রসাদ।
ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ॥
সেই দ্বিজ দ্বারে যত চোর দস্যুগণ।
ধর্ম্মপথে আসি লইল চৈতন্য শরণ॥
ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি অনাচার।
সবে লইলেন অতি সাধু ব্যবহার॥
সবেই লয়েন হরিনাম লক্ষ লক্ষ।
সবে হইলেন বিষ্ণুভক্তি যোগে দক্ষ॥
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, কৃষ্ণগান নিরন্তর।
নিত্যানন্দ প্রভু হেন করুণা সাগর॥
অন্য অবতারে কেহ ঝাট নাহি পায়।
নিরবধি নিত্যানন্দ চৈতন্য লওয়ায়॥
যে ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ স্বরূপ না মানে।
তাহারে লওয়ায় সেই চোর দস্যুগণে॥
যোগেশ্বর সব বাঞ্ছে যে প্রেম বিকার।
যে অশ্রু যে কম্প যে বা পুলক হুঙ্কার॥
চোর ডাকাইতে হইল হেন ভক্তি।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ স্বরূপের শক্তি॥
ভজ ভজ ভাই হেন প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রসাদে পাই প্রভু গৌরচন্দ্র॥
যে শুনয়ে নিত্যানন্দ প্রভুর আখ্যান।
তাহারে মিলিব গৌরচন্দ্র ভগবান॥
দস্যুগণ মোচন যে চিত্ত দিয়া শুনে।
নিত্যানন্দ চৈতন্য দেখিবে সেই জনে॥
হেনমতে নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে।
বিহরেন অভয় পরমানন্দ সুখে॥
তবে নিত্যানন্দ সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে।
প্রতি গ্রামে গ্রামে ভ্রমে কীর্ত্তনের রঙ্গে॥
খানচৌড়া বড়গাছী আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া॥
বিশেষে সুকৃতি অতি বড়গাছী গ্রাম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের বিহারের স্থান॥
বড়গাছী গ্রামের যতেক ভাগ্যোদয়।
তাহার করিতে নাহি পারি সমুচ্চয়॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের পারিষদগণ।
নিরবধি সবেই পরমানন্দ মন॥
কার কোন কর্ম্ম নাই সংকীর্ত্তন বিনে।
সবার গোপাল ভাব বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
বেত্র বংশী সিঙ্গা ছাঁদ দড়ি গুঞ্জাহার।
তাড় খাড়ু হাতে পায়ে নূপুর সবার॥
নিরবধি সবার শরীরে কৃষ্ণভাব।
অশ্রু কম্প পুলক যতেক অনুরাগ॥
সবার সৌন্দর্য্য যেন অভিন্ন মদন।
নিরবধি সবেই করেন সংকীর্ত্তন॥
পাইয়া অভয় স্বামী প্রভু নিত্যানন্দ।
নিরবধি কৌতুকে থাকেন ভক্তবৃন্দ॥

নিত্যানন্দ স্বরূপের দাসের মহিমা।
শত বৎসরেও করিবারে নাহি সীমা॥
তথাপিহ নাম কহি জানি যার যার।
নাম মাত্র স্মরণেও তরিব সংসার॥
যার যার সঙ্গে নিত্যানন্দের বিহার।
সবে নন্দগোষ্ঠী গোপ-গোপী অবতার॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের নিষেধ লাগিয়া।
পূর্ব্ব নাম না লিখিল বিদিত করিয়া॥
পরম পার্ষদ রামদাস মহাশয়।
নিরবধি ঈশ্বর ভাবে কথা কয়॥
যার বাক্য কেহ ঝাট না পারে বুঝিতে।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যার হৃদয়েতে॥
সবার অধিক ভাবগ্রস্ত রামদাস।
যার দেহে কৃষ্ণ আছিলেন তিন মাস॥
প্রসিদ্ধ চৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত।
যার খেলা মহাসর্প ব্যাঘ্রের সহিত॥
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি।
যার দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণে হয় রতিমতি॥
প্রেমভক্তি রসময় গদাধর দাস।
যার দরশন মাত্র সর্ব্ব পাপ নাশ॥
প্রেমরস সমুদ্র সুন্দরানন্দ নাম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের পার্ষদ প্রধান॥
পণ্ডিত কমলাকান্ত পরম উদ্দাম।
যাহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম॥
গৌরীদাস পণ্ডিত পরম ভাগ্যবান।
কায়মনবাক্যে নিত্যানন্দ যার প্রাণ॥
পুরন্দর পণ্ডিত পরম শান্ত দান্ত।
নিত্যানন্দ স্বরূপের বল্লভ একান্ত॥
নিত্যানন্দ জীবন পরমেশ্বর দাস।
যাহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস॥
ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষণ।
যাহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্ব্বক্ষণ॥
প্রেমরসে মহামত্ত বলরাম দাস।
যাহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ॥
যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেম রসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাহারে সদয়॥
জগদীশ পণ্ডিত পরম জ্যোতির্দ্ধাম।
স-পার্ষদে নিত্যানন্দ যার ধন প্রাণ॥
পণ্ডিত পুরুষোত্তম নবদ্বীপে জন্ম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহাভৃত্য মর্ম্ম॥
পূর্ব্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
যাহার প্রসাদে হয় নিত্যানন্দে মতি॥
রাঢ়ে জন্ম মহাশয় দ্বিজ কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দ পারিষদে যাহার বিলাস॥
প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণনাম ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাহার স্মরণে॥
সদাশিব কবিরাজ মহা ভাগ্যবান।
যার পুত্র পুরুষোত্তম দাস নাম॥
বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে।
নিত্যানন্দ চন্দ্র যার হৃদয়ে বিহরে॥
উদ্ধারণ দত্ত মহাবৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দ সেবায় যাহার অধিকার॥
মহেশ পণ্ডিত অতি পরম মহান্ত।
পরমানন্দ উপাধ্যায় বৈষ্ণব একান্ত॥
চতুর্ভুজ পণ্ডিত-নন্দন গঙ্গাদাস।
পূর্ব্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস॥
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ পরম উদার।
পূর্ব্বে রঘুনাথ পুরী নাম খ্যাতি যার॥
প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গুপ্ত মহাশয়।
পূর্ব্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের আলয়॥

বড়গাছী নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস।
যাহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস॥
কৃষ্ণদাস দেবানন্দ দুই শুদ্ধমতি।
মহান্ত আচার্য্যচন্দ্র নিত্যানন্দ গতি॥
গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ মহাশয়।
বাসুদেব ঘোষ অতি প্রেমরসময়॥
মহাভাগ্যবন্ত জীব পণ্ডিত উদার।
যাঁর ঘরে নিত্যানন্দ চন্দ্রের বিহার॥
নিত্যানন্দ প্রিয় মনোহর নারায়ণ।
কৃষ্ণদাস দেবানন্দ এই চারি জন॥
যত ভৃত্য নিত্যানন্দ চন্দ্রের সহিতে।
শত বৎসরে ও তাহা না পারি লিখিতে॥
সহস্র সহস্র এক সেবকের গণ।
সবার চৈতন্য নিত্যানন্দ ধন প্রাণ॥
নিত্যানন্দ প্রসাদে তাহারা গুরু সম।
শ্রীচৈতন্য রসে সবে পরম উদ্দাম॥
কিছু মাত্র আমি লিখিলাম জানি যারে।
সকল বিদিত হৈব বেদব্যাস দ্বারে॥
সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস।
অবশেষ পাত্র নারায়ণী গর্ভজাত॥
অদ্যাপিও বৈষ্ণব মণ্ডলে যার ধ্বনি।
চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে শেষখণ্ডে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় প্রভুর যতেক ভক্ত বৃন্দ॥
হেন মতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ চন্দ্র।
সর্ব্ব দাস সহ করে কীর্ত্তন আনন্দ॥
বৃন্দাবন মধ্যে যেন করিলেন লীলা।
সেই মত নিত্যানন্দ স্বরূপের খেলা॥
অকৈতব রূপে সর্ব্ব জগতের প্রতি।
লওয়ায়েন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রতি মতি॥
সঙ্গে পারিষদগণ পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে মহা জ্যোতিঃ ধাম॥
অলঙ্কার মালায় পূর্ণিত কলেবর।
কর্পূর তাম্বুল শোভে সুরঙ্গ অধর॥
দেখি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিলাস।
কেহ সুখ পায়, কারো না জন্মে বিশ্বাস॥
সেই নবদ্বীপে এক আছেন ব্রাহ্মণ।
চৈতন্যের সঙ্গে তান পূর্ব্ব অধ্যায়ন॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বিলাস।
চিত্তে তান কিছু জন্মিয়াছে অবিশ্বাস॥
চৈতন্য চন্দ্রের তার বড় দৃঢ় ভক্তি।
নিত্যানন্দ স্বরূপের না জানেন শক্তি॥
দৈবে সেই ব্রাহ্মণ গেলেন নীলাচলে।
তথাই আছেন কত দিন কুতূহলে॥
প্রতি দিন যায় বিপ্র শ্রীচৈতন্য স্থানে।
পরম বিশ্বাস তার প্রভুর চরণে।
দৈবে এক দিন সেই ব্রাহ্মণ নিভৃতে।
চিত্তে ইচ্ছা করিলেন কিছু জিজ্ঞাসিতে॥
বিপ্র বলে প্রভু মোর এক নিবেদন।
করিব তোমার স্থানে যদি দেহ মন॥

মোরে যদি ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে।
ইহার কারণ প্রভু কহ শ্রীবদনে॥
নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ অবধূত।
কিছু ত না বুঝি মুঞি করেন কি রূপ॥
সন্ন্যাস আশ্রম তান বলে সর্ব্ব জন।
কর্পূর তাম্বুল সে ভোজন সর্ব্বক্ষণ॥
ধাতু দ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোণা রূপা মুক্তা সে তাঁহার কলেবরে॥
কাষায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস॥
দণ্ড ছাড়ি লৌহদণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥
শাস্ত্র মত মুঞি তার না দেখি আচার।
এতেকে মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার॥
বড় লোক বলি তাঁরে বলে সর্ব্বজনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে॥
যদি মোরে ভৃত্য জ্ঞান হেন থাকে মনে।
কি মর্ম্ম ইহার প্রভু কহ শ্রীবদনে॥
সুকৃতি ব্রাহ্মণ প্রশ্ন কৈল শুভক্ষণে।
আমায়ায় প্রভু তত্ত্ব কহিলেন তানে॥
শুনিয়া বিপ্রের বাক্য শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রের প্রতি কহিলা উত্তর॥
শুন বিপ্র মহা অধিকারী যেবা হয়।
তবে তার দোষ গুণ কিছু না জন্মায়॥

তথাহি।

ন মধ্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষাদ্ভবাত্মনাং।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥

পদ্মপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।
এই মত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্ম্মল॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহার শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র, সর্ব্বদা বিহরে॥
অধিকারী বই করে তাহার আচার।
দুঃখ পায় সেই জন পাপ জন্মে তার॥
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষপান।
সর্ব্বথায় মরে, সর্ব্ব পুরাণ প্রমাণ॥

তথাহি।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপিহ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরান্মৌঢ্যাৎ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥

এতেকে যে না জানিয়া নিন্দে তান কর্ম্ম।
নিজ দোষে সেই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম॥
গর্হিত করয়ে যদি মহা অধিকারী।
নিন্দার কি দায়, তাঁরে হাসিলে সে মরি॥
ভাগবত হইতে সে সব তত্ত্ব জানি।
তাহে যদি বৈষ্ণব গুরুর মুখে শুনি॥
মহান্তের আচরণে হাসিলে যে হয়।
চিত্ত দিয়া শুন ভাগবতে যেই কয়॥
এককালে রামকৃষ্ণ গেলেন পড়িতে।
বিদ্যাপূর্ণ করি চিত্ত করিলা আসিতে॥
কি দক্ষিণা দিব বলিলেন গুরু প্রতি।
তবে পত্নী সঙ্গে গুরু করিলা যুকতি॥
মৃত পুত্র মাগিলেন রামকৃষ্ণ স্থানে।
তবে রামকৃষ্ণ গেলা যম বিদ্যমানে॥
আজ্ঞায় শিশুর সর্ব্ব কর্ম্ম ঘুচাইয়া।
যমালয় হৈতে পুত্র দিলেন আনিয়া॥
পরম অদ্ভুত শুনি এ সব আখ্যান।
দৈবকী ও মাগিলেন মৃত পুত্রদান॥

দৈবে রামকৃষ্ণে এক দিন সম্বোধিয়া।
কহেন দৈবকী অতি কাতর হইয়া॥
শুন শুন রামকৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর।
তুমি দুই আদি নিত্য শুদ্ধ কলেবর॥
সর্ব্ব জগতের পিতা তুমি দুই জন।
আমি জানি তুমি দুই পরম কারণ॥
জগতের উৎপত্তি বা স্থিতি বা প্রলয়।
তোমার অংশের অংশ হৈতে সব হয়॥
তথাপিও পৃথিবীর খণ্ডাইতে ভার।
হইয়াছ মোর পুত্র রূপে অবতার॥
যমঘর হৈতে যেন গুরুর নন্দন।
আনিয়া দক্ষিণা দিলে তুলি দুই জন॥
মোর ছয় পুত্র যে মরিল কংস হৈতে।
বড় চিত্ত হয় তাহা সবারে দেখিতে॥
কত কাল গুরুপুত্র আছিল মরিয়া।
তাহা যেন আনি দিলা শক্তি প্রকাশিয়া॥
এইমত আমারও পূর্ণ কর কাম।
আনি দেহ মোরে মৃত ছয় পুত্র দান॥
শুনি জননীর বাক্য কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ।
সেই ক্ষণে চলি গেলা বলির ভবন॥
নিজ ইষ্টদেব দেখি বলি মহারাজ।
মগ্ন হইলেন প্রেমানন্দ সিন্ধু মাঝ॥
গৃহ পুত্র দেহ বিত্ত সকল বান্ধব।
সেইক্ষণে পাদপদ্মে আনি দিলা সব॥
লোমহর্ষ অশ্রুপাত পুলক আনন্দে।
স্তুতি করি পাদপদ্ম ধরি বলি কান্দে॥
জয় জয় অনন্ত প্রকট সঙ্কর্ষণ।
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র গোকুল ভূষণ॥
জয় সখ্য গোপাচার্য্য হলধর রাম।
জয় জয় কৃষ্ণভক্ত ধন মন প্রাণ॥
যদ্যপি শুদ্ধ সত্ত্ব দেব ঋষিগণ।
তা সবার দুর্ল্লভ তোমার দরশন॥
তথাপি সে হেন প্রভু কারুণ্য তোমার।
তমোগুণ অসুরেও হও সাক্ষাৎকার॥
অতএব শত্রু মিত্র নাহিক তোমাতে।
বেদেও কহেন ইহা দেখিও সাক্ষাতে॥
মারিতে যে আইল লইয়া বিষস্তন।
তাহারেও পাঠাইলে বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
অতএব তোমার হৃদয় বুঝিবারে।
বেদে শাস্ত্রে যোগেশ্বর সবে না পারে॥
যোগেশ্বর সবে যাঁর মায়া নাহি জানে।
মুঞি পাপী অসুর বা জানিব কেমনে॥
এই কৃপা কর মোরে সর্ব্ব লোকনাথ।
গাঢ় অন্ধকূপে মোরে না করিহ পাত॥
তোর দুই পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
শান্ত হই বৃক্ষমূলে পড়ে থাকি গিয়া॥
তোমার দাসের সনে মোরে কর দাস।
আর যেন চিত্তে মোর না থাকয়ে আশ॥
রামকৃষ্ণ পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে।
এই মত স্তুতি করে বলি মহাশয়ে॥
ব্রহ্মলোক শিবলোক যে চরণোদকে।
পবিত্র করিতেছেন ভাগীরথী রূপে॥
হেন পুণ্যজল বলি গোষ্ঠীর সহিতে।
পান করে শিরে ধরে ভাগ্যোদয় হৈতে॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কার।
পাদপদ্মে দিয়া বলি করে নমস্কার॥
আজ্ঞা কর প্রভু মোরে শিখাও আপনে।
যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে॥
যে করয়ে প্রভু আজ্ঞা পালন তোমার।
সেই জন হয় বিধি নিষেধের পার॥

শুনিয়া বলির বাক্য প্রভু তুষ্ট হৈলা।
যে নিমিত্ত আগমন কহিতে লাগিলা ॥
প্রভু বলে শুন শুন বলি মহাশয়।
যে নিমিত্তে আইলাম তোমার আলয় ॥
আমার মায়ের ছয় পুত্র পাপী কংসে।
মারিলেক সেই পাপে সেহ মৈল শেষে ॥
নিরবধি সেই পুত্রশোক সঙরিয়া।
কান্দেন দেবকী মাত দুঃখিতা হইয়া ॥
তোমার নিকটে আছে সেই ছয় জন।
তাহা নিব জননীর সন্তোষ কারণ ॥
সে সব ব্রহ্মার পৌত্র সিদ্ধ দেবগণ।
তা সবার এতদ্দুঃখ শুন যে কারণ ॥
প্রজাপতি মরিচী যে ব্রহ্মার নন্দন।
পূর্ব্বে তান পুত্র ছিল সেই ছয় জন ॥
দৈবে ব্রহ্মা কামবশে হইলা মোহিত।
লজ্জা ছাড়ি কন্যা প্রতি করিলেন চিত ॥
তাহা দেখি হাসিলেন সেই ছয় জন।
সেই দোষে অধঃপাত হৈল সেই ক্ষণ ॥
মহান্তের কর্ম্মেতে করিল উপহাস।
অসুর যোনিতে পাইলেন গর্ব্ভবাস ॥
হিরণ্যকশিপু জগতের দ্রোহ করে।
দেবদেহ ছাড়ি জন্মিলেন তার ঘরে ॥
তথায় ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছয় জন।
নানা দুঃখ যাতনায় পাইল মরণ ॥
তবে যোগমায়া ধরি পুনঃ আর বার।
দেবকীর গর্ব্ভে লৈঞা কৈলেন সঞ্চার ॥
ব্রহ্মারে যে হাসিলেন সেই পাপ হৈতে।
সেহ দেহে দুঃখ পাইলেন নানা মতে ॥
জন্ম হইতে অশেষ প্রকার যাতনায়।
ভাগিন তথাপি মারিলেন কংসরায় ॥

দৈবকী এ সব গুপ্ত রহস্য না জানে।
আপনার পুত্র বলি তা সবারে গণে ॥
সেই ছয় পুত্র জননীরে দিব দান।
সেই কার্য্য লাগি আইলাম তোমা স্থান ॥
দেবকীর স্তন পানে সেই ছয় জন।
পাপ হৈতে মুক্ত হইবেন সেইক্ষণ ॥
প্রভু বলে শুন শুন বলী মহাশয়।
বৈষ্ণবের কর্ম্মেতে হাসিলে হেন হয় ॥
সিদ্ধ সব পাইলেন এতেক যাতনা।
অসিদ্ধ জনের দুঃখ কি কহিব সীমা ॥
যে দুষ্কৃতি জন বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম নিরবধি সেই দুঃখে মরে ॥
শুন বলী এই শিক্ষা করাই তোমারে।
কভু পাছে নিন্দা হাস্য কর বৈষ্ণবেরে ॥
মোর পূজা মোর নাম গ্রহণ যে করে।
মোর ভক্ত নিন্দে যদি, তারে বিঘ্ন ধরে ॥
মোর ভক্ত প্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় বলিলাম মোরে পায় সে ॥

তথাহি বরাহপুরাণে।

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্ ॥

মোর ভক্ত না পূজে আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক নহে মোর প্রসাদের পাত্র ॥

তথাহি।

অভ্যর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ ॥

তুমি বলী মোর প্রিয় সেবক সর্ব্বথা।
অতএব তোমারে কহিনু গোপ্য কথা ॥
শুনিয়া প্রভুর শিক্ষা বলী মহাশয়।
অত্যন্ত আনন্দ যুক্ত হইলা হৃদয় ॥

সেই ক্ষণে ছয় পুত্র আজ্ঞা শিরে ধরি।
সম্মুখে দিলেন আনি পুরস্কার করি॥
তবে রামকৃষ্ণ প্রভু লই ছয় জন।
জননীরে আনিয়া দিলেন শুভক্ষণ॥
মৃত পুত্র দেখিয়া দেবকী সেইক্ষণে।
স্নেহে স্তন সবারে দিলেন হর্ষ মনে॥
ঈশ্বরের অবশেষ স্তন্ করি পান।
সেইক্ষণে সবার হইল দিব্যজ্ঞান॥
দণ্ডবৎ হই সবে ঈশ্বরচরণে।
পড়িলেন সাক্ষাতে দেখয়ে সর্ব্বজনে॥
তবে প্রভু কৃপাদৃষ্টে সবারে চাহিয়া।
বলিতে লাগিলা প্রভু সদয় হইয়া॥
চল চল দেবগণ যাহ নিজবাস।
মহান্তেরে আর নাহি কর উপহাস॥
ঈশ্বরের শক্তি ব্রহ্মা ঈশ্বর সমান।
মন্দ কর্ম্ম করিলেও মন্দ নহে তান॥
তাঁহানে হাসিয়া এত পাইলে যাতনা।
হেন বুদ্ধি নাহি আর করিহ কামনা॥
ব্রহ্মা স্থানে গিয়া মাগি লহ অপরাধ।
তবে সবে চিত্তে পুনঃ পাইবা প্রসাদ॥
ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনি সেই ছয় জন।
পরম আদরে আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ॥
পিতা মাতা রামকৃষ্ণ পদে নমস্করি।
চলিলেন সর্ব্ব দেবগণ নিজ পুরী॥
কহিলাম এই বিপ্র ভাগবত কথা।
নিত্যানন্দ প্রতি দ্বিধা ছাড়হ সর্ব্বথা॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম অধিকারী।
অল্প ভাগ্যে তাহারে জানিতে নাহি পারি॥
অলৌকিক চেষ্টা যে বা কিছু দেখ তাঁন।
তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ॥
পতিতের ত্রাণ লাগি তাঁর অবতার।
যাহা হৈতে সর্ব্ব জীব হইবে উদ্ধার॥
তাহার আচার, বিধি নিষেধের পার।
তাঁহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
না বুঝিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাদ॥
চল বিপ্র তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে যাও।
এই কথা কহি তুমি সবারে বুঝাও॥
পাছে তাঁরে কেহ কোনরূপে নিন্দা করে।
তবে আর রক্ষা তার নাহি যম ঘরে॥
যে তাঁহারে প্রীতি করে, সে করে আমারে।
সত্য সত্য সত্য বিপ্র কহিল তোমারে॥
মদিয়া যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥

তথাহি শ্রীমুখকৃৎ শিক্ষাশ্লোকঃ।

গৃহ্লীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্॥

শুনিয়া প্রভুর বাক্য সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
পরম আনন্দযুক্ত হইল তখন॥
নিত্যানন্দ প্রতি বড় জন্মিল বিশ্বাস।
তবে আইলেন বিপ্র নবদ্বীপ বাস॥
সেই ভাগ্যবন্ত বিপ্র আসি নবদ্বীপে।
সর্ব্বাগ্রে আইলা নিত্যানন্দের সমীপে॥
অকৈতবে কহিলেন নিজ অপরাধ।
প্রভুও শুনিয়া তাঁরে করিলা প্রসাদ॥
হেন নিত্যানন্দ স্বরূপের ব্যবহার।
দেবগুহ্য লোক বাহ্য যাহার আচার॥
পরমার্থে নিত্যানন্দ পরম যোগেন্দ্র।
যাঁরে কহি আদিদেব ধরণীধরেন্দ্র॥

সহস্র বদন নিত্য শুদ্ধ কলেবর।
চৈতন্যের কৃপা বিনা জানিতে দুষ্কর॥
কেহ বলে নিত্যানন্দ যেন বলরাম।
কেহ বলে চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম॥
কেহ বলে মহাতেজী অংশ অধিকারী।
কেহ বলে কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥
কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা ভক্তজ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তান পাদপদ্ম মোর রহুক হৃদয়ে॥
সে আমার প্রভু, আমি জন্ম জন্ম দাস।
সভার চরণে মোর এই অভিলাষ॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তাঁর শিরের উপরে॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর॥
হেন দিন হইবে কি চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলাও মিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ॥
তথাপিহ এই কৃপা কর গৌরহরি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে যেন তোমা না পাসরি॥
যথা তথা তুমি দুই কর অবতার।
তথা তথা দাস্য মোরে হউ অধিকার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

সপ্তম অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীসেবা বিগ্রহ নিত্যানন্দ॥
জয় জয় অদ্বৈত শ্রীবাস প্রিয়ধাম।
জয় গদাধর শ্রীজগদানন্দ প্রাণ॥
জয় শ্রীপরমানন্দ পুরীর জীবন।
জয় দামোদর স্বরূপের প্রাণধন॥
জয় বক্রেশ্বর পণ্ডিতের প্রিয়কারী।
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মনোহারী॥
জয় জয় দ্বারপাল গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥
হেন মতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপ পুরে।
বিহরেন প্রেমভক্তি আনন্দ সাগরে॥
নিরবধি ভক্ত সঙ্গে করেন কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ নৃত্য গীত হৈল সবার ভজন॥
গোপ শিশুগণ সঙ্গে প্রতি ঘরে ঘরে।
যেন ক্রীড়া করিলেন গোকুল নগরে॥
সেইমত গোকুলের আনন্দ প্রকাশি।
কীর্ত্তন করেন নিত্যানন্দ সুবিলাসী॥
ইচ্ছাময় নিত্যানন্দচন্দ্র ভগবান।
গৌরচন্দ্র দেখিতে হইল ইচ্ছা তান॥
আই স্থানে হইলেন সন্তোষে বিদায়।
নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য ইচ্ছায়॥
পরম বিহ্বল পারিষদ সব সঙ্গে।
আইলেন শ্রীচৈতন্য নামগুণ রঙ্গে॥
হুঙ্কার গর্জ্জন নৃত্য আনন্দ ক্রন্দন।
নিরবধি করে সব পারিষদগণ॥
এই মত সর্ব্ব পথে প্রেমানন্দ রসে।
আইলেন নীলাচলে কতেক দিবসে॥

কমলপুরেতে আসি প্রাসাদ দেখিয়া।
পড়িলেন নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া॥
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেমধার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি করেন হুঙ্কার॥
আসিয়া রহিলা এক পুষ্পের উদ্যানে।
কে বুঝে তাঁহার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্য বিনে॥
নিত্যানন্দ বিজয় জানিয়া গৌরচন্দ্র।
একেশ্বর আইলেন ছাড়ি ভক্তবৃন্দ॥
ধ্যানানন্দে যেখানে আছেন নিত্যানন্দ।
সেই স্থানে বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র॥
প্রভু আসি দেখে নিত্যানন্দ ধ্যানপর।
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলা বহুতর॥
শ্লোকবন্দে নিত্যানন্দ মহিমা বর্ণিয়া।
প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেমপূর্ণ হৈয়া॥
শ্রীমুখের শ্লোক শুন নিত্যানন্দ স্তুতি।
যে শ্লোক শুনিলে হয় নিত্যানন্দে মতি॥

তথাহি।

গৃহ্লীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্বাশৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্॥

মদিয়া যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য, বলে গৌরচন্দ্র॥
এই শ্লোক পড়ি প্রভু প্রেমবৃষ্টি করি।
নিত্যানন্দ প্রদক্ষিণ করে গৌরহরি॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ জানিয়া সেইক্ষণে।
উঠিলেন হরি বলি পরম সম্ভ্রমে॥
দেখি নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের বদন।
কি আনন্দ হৈল তাহা না যায় বর্ণন॥
হরি বলি সিংহনাদ লাগিলা করিতে।
প্রেমানন্দে আছাড় পাড়েন পৃথিবীতে॥

দুই জনে প্রদক্ষিণ করে দুহাঁকারে।
দুহেঁ দণ্ডবৎ হই পড়েন দুহাঁরে॥
ক্ষণে দুই প্রভু করে প্রেম আলিঙ্গন।
ক্ষণে গলা ধরি করে আনন্দ ক্রন্দন॥
ক্ষণে পরানন্দে গড়ি যায় দুই জন।
মহামত্ত সিংহ জিনি দুহাঁর গর্জ্জন॥
কি অদ্ভুত প্রীতি সে করেন দুই জনে।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরামলক্ষণে॥
দুই জনে শ্লোক পড়ি বর্ণেন দুহাঁরে।
দুহাঁরেই দুহেঁ যোড়হস্তে নমস্কারে॥
অশ্রুকম্প হাস্য মূর্চ্ছা পুলক বৈবর্ণ্য।
কৃষ্ণভক্তি বিকারের যত আছে মর্ম্ম॥
ইহা বই দুই শ্রীবিগ্রহ আর নাই।
সবে করে করায়েন চৈতন্য গোসাঞি॥
কি অদ্ভুত প্রেমভক্তি হইল প্রকাশ।
নয়ন ভরিয়া দেখে যে একান্ত দাস॥
তবে কতক্ষণে প্রভু যোড়হস্ত করি।
নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি করে গৌরহরি॥
নামরূপ তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
শ্রীবৈষ্ণব ধাম তুমি ঈশ্বর অনন্ত॥
যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ অবতার॥
স্বর্ণ মুক্তা হীরা কসা রুদ্রাক্ষাদি রূপে।
নব বিধা ভক্তি ধরিয়াছ নিজ সুখে॥
নীচ জাতি পতিত অধম যত জন।
তোমা হৈতে হৈল এবে সবার মোচন॥
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক সবারে।
তাহা বাঞ্ছে সুরসিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে॥
স্বতন্ত্র করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়।
হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয়॥

তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস অবতার॥
বাহ্য নাহি জান তুমি সংকীর্ত্তন সুখে।
অহর্নিশ কৃষ্ণ গুণ তোমার শ্রীমুখে॥
কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর।
তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণবিলাসের ঘর॥
অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ কভু না ছাড়িব তারে॥
তবে কতক্ষণে নিত্যানন্দ মহাশয়।
বলিতে লাগিলা অতি করিয়া বিনয়॥
প্রভু হই তুমি যে আমারে কর স্তুতি।
এ তোমার বাৎসল্য ভক্তের প্রতি অতি॥
প্রদক্ষিণ কর কিবা কর নমস্কার।
কিবা মার কিবা রাখ যে ইচ্ছা তোমার॥
কোন বা বক্তব্য প্রভু আছে তোমা স্থানে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য দরশনে॥
মন প্রাণ সবার ঈশ্বর প্রভু তুমি।
তুমি যে করাহ সেইরূপ করি আমি॥
আপনি আমারে তুমি দণ্ড ধরাইলা।
আপনেই ঘুচাইয়া এরূপ করিলা॥
তাড় খাড়ু বেত্র বংশী সিঙ্গা ছান্দ দড়ি।
ইহা ধরিলাঙ আমি মুনি ধর্ম্ম ছাড়ি॥
আচার্য্যাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ।
সবারেই দিলা তপ ভক্তি আচরণ॥
মুনি ধর্ম্ম ছাড়াইয়া যে কৈলে আমারে।
ব্যবহারী জনে সে সকলে হাস্য করে॥
তোমার নর্ত্তক আমি নাচাও যেরূপে।
সেইরূপ নাচি আমি তোমার কৌতুকে॥
নিগ্রহ কি অনুগ্রহ তুমি সে প্রমাণ।
বৃক্ষ দ্বারে কর তুমি তোমার সে নাম॥

প্রভু বলে তোমার যে দেহে অলঙ্কার।
নব বিধা ভক্তি বই কিছু নহে আর॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি নমস্কার।
এই সে তোমার সর্ব্বকাল অলঙ্কার॥
নাগবিভূষণ যেন ধরেন শঙ্করে।
তাহা নাহি সর্ব্বজনে বুঝিবারে পারে॥
পরমার্থে মহাদেব অনন্ত জীবন।
নাগছলে অনন্ত ধরেন সর্ব্বক্ষণ॥
না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
যতেক নিন্দয়ে তার হয় কার্য্য বাদ॥
আমি ত তোমার অঙ্গে ভক্তিরস বিনে।
অন্য নাহি দেখি কভু কায়বাক্য মনে॥
নন্দগোষ্ঠী রসে তুমি বৃন্দাবন সুখে।
ধরিয়াছ অলঙ্কার আপন কৌতুকে॥
ইহা দেখি যে সুকৃতি চিত্তে পায় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক কৃষ্ণের শ্রীমুখ॥
বেত্র বংশী সিঙ্গা গুঞ্জা হার মাল্য গন্ধ।
সর্ব্বকাল এইরূপ তোমার শ্রীঅঙ্গ॥
যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি।
শ্রীদাম সুদাম প্রায় লয় মোর মতি॥
বৃন্দাবন ক্রীড়ার যতেক শিশুগণ।
সকল তোমার সঙ্গে লয় মোর মন॥
সেই ভাব সেই কান্তি সেই সব শক্তি।
সর্ব্বদেহে দেখি সেই নন্দগোষ্ঠী ভক্তি॥
এতেক যে তোমারে, তোমার সেবা করে।
প্রীতি করে সত্য সত্য সে করে আমারে॥
স্বানুভাবানন্দে দুই মুকুন্দ অনন্ত।
কিরূপে কি কহে কে জানিব তার অন্ত॥
কতক্ষণে দুই প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
বসিলেন নিভৃতে পুষ্পের বনে গিয়া॥

ঈশ্বরে পরমেশ্বরে হইল কি কথা।
বেদে সে ইহার তত্ত্ব জানেন সর্ব্বথা॥
নিত্যানন্দে চৈতন্যে যখন দেখা হয়।
প্রায় আর কেহ নাহি থাকে সে সময়॥
কি করেন আনন্দবিগ্রহ দুই জন।
চৈতন্য ইচ্ছায় কেহ না থাকে তখন॥
নিত্যানন্দস্বরূপও প্রভু ইচ্ছা জানি।
একান্তে সে আসিয়া দেখেন ন্যাসীমণি॥
আপনারে যেন প্রভু না করেন ব্যক্ত।
এইমত লুকায়েন নিত্যানন্দ তত্ত্ব॥
সুকোমল দুর্ব্বিজ্ঞেয় ঈশ্বরহৃদয়।
বেদ শাস্ত্রে ব্রহ্মা শিব সবে এই কয়॥
না বুঝি না জানি মাত্র সবে গায় গাঁথা।
লক্ষ্মীর এই সে বাক্য অন্যের কি কথা॥
এই মত ভাবরঙ্গে চৈতন্য গোসাঞি।
এই কথা না কহেন এক জন ঠাঞি॥
হেন সে তাঁহার রঙ্গ সবেই মানেন।
আমার অধিক প্রীত কারে না বাসেন॥
আমারে সে কহেন সকল গোপ্যকথা।
মুনি ধর্ম্ম করি কৃষ্ণ ভজিব সর্ব্বথা॥
বেত্র বংশী বর্হি পুচ্ছ গুঞ্জা ছাঁদদড়ি।
ইহা বা ধরেন কেনে মুনি ধর্ম্ম ছাড়ি॥
কেহ বলে ভক্ত নাম যতেক প্রকার।
বৃন্দাবনে গোপক্রীড়া অধিক সবার॥
গোপগোপীভক্ত সব তপস্যার ফল।
তাহা বাঞ্ছে ব্রহ্মা শিব ঈশ্বর সকল॥
অতি কৃপা পাত্র সে গোকুলভাব পায়।
যে ভক্তি বাঞ্ছেন প্রভু শ্রীউদ্ধব রায়॥

তথাহি ভাগবতে দশম স্কন্ধে।

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

এই মত বৈষ্ণব যে করেন বিচার।
সর্ব্বত্র শ্রীগৌরচন্দ্র করেন স্বীকার॥
অন্যান্যে রাজা যেন ঈশ্বর ইচ্ছায়।
হেন রঙ্গী মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥
কৃষ্ণের কৃপায় সবে আনন্দ বিহ্বল।
কখন কখন বাজে আনন্দ কন্দল॥
ইহাতে যে এক ঈশ্বরের পক্ষ হৈয়া।
অন্য ঈশ্বরের নিন্দে সেই অভাগিয়া॥
ঈশ্বরের অভিন্ন সকল ভক্তগণ।
দেহের যে হেন বাহু অঙ্গুলি চরণ॥

তথাহি ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে।

যথা পুমান্ ন স্বাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষু ক্বচিৎ।
পারক্যবুদ্ধিং কুরুতে এবং ভূতেষু মৎপরঃ॥

তথাপিও সর্ব্ব বৈষ্ণবের এই কথা।
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বথা॥
নিয়ন্তা পালক শ্রেষ্ঠা দুর্ব্বিজ্ঞেয় তত্ত্ব।
সবে মিলি এই মাত্র গায়েন মহত্ত্ব॥
আবির্ভাব হইতেছে যে সব শরীরে
তা সবার অনুগ্রহে ভক্তিফল ধরে॥
সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তি দিয়াও আপনে।
অপরাধে শাস্তিও করেন ভাল মনে॥
ইতি মধ্যে বিশেষ আছয়ে দুই প্রতি।
নিত্যানন্দ অদ্বৈতেরে না ছাড়েন স্তুতি॥
কোটি অলৌকিক যদি এ দুই করেন।
তথাপিও গৌরচন্দ্র কিছু না বলেন॥
এই মত কত ক্ষণ পরানন্দ করি।
অবধূতচন্দ্র সঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

তবে নিত্যানন্দ স্থানে হইয়া বিদায়।
বাসায় আইলা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম হর্ষ মনে।
আনন্দে চলিলা জগন্নাথ দরশনে॥
নিত্যানন্দচৈতন্যে যে হৈল দরশন।
ইহার শ্রবণে সর্ব্ববন্ধ বিমোচন॥
জগন্নাথ দেখি মাত্র নিত্যানন্দ রায়।
আনন্দে বিহ্বল হই গড়াগড়ি যায়॥
আছাড় পড়েন প্রভু প্রস্তর উপরে।
শত জনে ধরিলেও ধরিতে না পারে॥
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন।
সবা দেখি নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন॥
সবার গলার মালা ব্রাহ্মণে আনিয়া।
পুনঃ পুনঃ দেন সবে প্রভাব জানিয়া॥
নিত্যানন্দ দেখি যত জগন্নাথদাস।
সবার জন্মিল অতি পরম উল্লাস॥
যে জন না চিনে সে জিজ্ঞাসে কারো ঠাঞি।
সবে কহে এই কৃষ্ণচৈতন্যের ভাই॥
নিত্যানন্দস্বরূপ সবারে করি কোলে।
সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে॥
তবে জগন্নাথ হেরি হর্ষ সর্ব্বগণে।
আনন্দে চলিলা গদাধর দরশনে॥
নিত্যানন্দ গদাধরে যে প্রীতি অন্তরে।
তাহা কহিবার শক্তি ঈশ্বর সে ধরে॥
গদাধরভবনে মোহন গোপীনাথ।
আছেন যে হেন নন্দকুমার সাক্ষাৎ॥
আপনে চৈতন্য তারে করিয়াছে কোলে।
অতি পাষণ্ডীও সে বিগ্রহ দেখি ভুলে॥
দেখি শ্রীমুরলীমুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা।
নিত্যানন্দআনন্দঅশ্রুর নাহি সীমা॥
নিত্যানন্দ বিজয় জানিয়া গদাধর।
ভাগবত পাঠ ছাড়ি আইলা সত্বর॥
দুহেঁ মাত্র দেখিয়া দুহাঁর শ্রীবদন।
গলা ধরি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
অন্যান্যে দুই প্রভু করে নমস্কার।
অন্যান্যে দোঁহে বলে মহিমা দুহাঁর॥
দোঁহে বলে আজি হৈল লোচন নির্ম্মল।
দোঁহে বলে আজি হইল জীবন সফল॥
বাহ্য জ্ঞান নাহি দুই প্রভুর শরীরে।
দুই প্রভু ভাসে ভক্তিআনন্দসাগরে॥
হেন সে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ।
দেখি চতুর্দ্দিগে পড়ি কান্দে সব দাস॥
কি অদ্ভুত প্রেম নিত্যানন্দ গদাধরে।
একের অপ্রিয় তারে সম্ভাষা না করে॥
গদাধর দেবের সংকল্প এইরূপ।
নিত্যানন্দ নিন্দুকের না দেখেন মুখ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের প্রীতি যার নাই।
দেখাও না দেন তারে পণ্ডিত গোসাঞি॥
তবে দুই প্রভু স্থির হই এক স্থানে।
বসিলেন চৈতন্যমঙ্গল সংকীর্ত্তনে॥
তবে গদাধরদেব নিত্যানন্দ প্রতি।
নিমন্ত্রণ করিলেন আজি ভিক্ষা ইথি॥
নিত্যানন্দ গদাধর ভিক্ষার কারণে।
এক মোন চাউল আনিয়াছেন যতনে॥
অতি সূক্ষ্ম শুক্ল দেবযোগ্য সর্ব্বমতে।
গোপীনাথ লাগি আনিয়াছে গৌড় হৈতে॥
আর একখানি বস্ত্র রঙ্গিম সুন্দর।
দুই আনি দিলা গদাধরের গোচর॥
গদাধর, তণ্ডুল করিয়া এ রন্ধন।
শ্রীগোপীনাথের দিয়া করিবা ভোজন॥

তণ্ডুল দেখিয়া হাসে পণ্ডিত গোসাঞি।
নয়নেত এমত তণ্ডুল দেখি নাই॥
এ তণ্ডুল গোসাঞি কি বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
যত্নে আনিয়াছ গোপীনাথের লাগিয়া॥
লক্ষ্মী মাত্র এ তণ্ডুল করেন রন্ধন।
কৃষ্ণ সে ইহার ভোক্তা, তবে ভক্তগণ॥
আনন্দে তণ্ডুল প্রশংসেন গদাধর।
বস্ত্র লই গেলা গোপীনাথের গোচর॥
দিব্য রঙ্গবস্ত্র গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে।
দিলেন, দেখিয়া শোভা ভাসেন আনন্দে॥
তবে রন্ধনের কার্য্য করিতে লাগিলা।
আপনে টোটার শাক তুলিতে লাগিলা॥
কেহ করে নাহি, দৈবে হইয়াছে শাক।
তাহা তুলি আনিয়া করিলা এক পাক॥
তেঁতুল বৃক্ষের যত পত্র সুকোমল।
তাহা আনি বাটি তায় দিলা লোন জল॥
তার এক ব্যজন করিলা অম্ল নাম।
রন্ধন করিলা গদাধর ভাগ্যবান॥
গোপীনাথ অগ্রে লৈয়া ভোগ লাগাইলা।
হেন কালে গৌরচন্দ্র আসিয়া মিলিলা॥
প্রসন্ন শ্রীমুখে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতূহলী॥
গদাধর গদাধর ডাকে গৌরচন্দ্র।
সম্ভ্রমেতে গদাধর বন্দে পদদ্বন্দ্ব॥
হাসিয়া বলেন প্রভু শুন গদাধর।
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর॥
আমিত তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নই।
না দিলেও তোমরা, বলেতে আমি লই॥
নিত্যানন্দ দ্রব্য, গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন, মোর ইথে আছে ভাগ॥

কৃপা বাক্য শুনি নিত্যানন্দ গদাধর।
মগ্ন হইলেন সুখসাগর ভিতর॥
সন্তোষে প্রসাদ আনি দেব গদাধর।
থুইলেন গৌরচন্দ্র প্রভুর গোচর॥
সর্ব্ব টোটা ব্যাপিলেক অন্নের সৌগন্ধে।
ভক্তি করি প্রভু পুনঃ পুনঃ অন্ন বন্দে॥
প্রভু বলে তিন ভাগ সমান করিয়া।
ভুঞ্জিব প্রসাদ অন্ন একত্র বসিয়া॥
নিত্যানন্দস্বরূপের তণ্ডুলের প্রীতে।
বসিলেন মহাপ্রভু ভোজন করিতে॥
দুই প্রভু ভোজন করেন দুই পাশে।
সন্তোষে ঈশ্বর অন্নব্যঞ্জন প্রশংসে॥
প্রভু বলে এ অন্নের গন্ধেও সর্ব্বথা।
কৃষ্ণভক্তি হয় ইথে নাহিক অন্যথা॥
গদাধর কি তোমার মনোহর পাক।
আমি ত এমন কভু নাহি খাই শাক॥
গদাধর কি তোমার বিচিত্র রন্ধন।
তেঁতুল পত্রের কর এমত ব্যঞ্জন॥
বুঝিলাম বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি।
তবে আপনাকে লুকাও বা কেনি॥
এইমত সন্তোষেতে হাস্য পরিহাসে।
ভোজন করেন তিন প্রভু প্রেমরসে॥
এ তিনজনের প্রীতি এ তিনে সে জানে।
গৌরচন্দ্র ঝাট না কহেন কার স্থানে॥
কতক্ষণে প্রভু সব করিয়া ভোজন।
চলিলেন, পাত্র লুট কৈল ভক্তগণ॥
এ আনন্দভোজন যে পড়ে যে বা শুনে।
কৃষ্ণভক্তি হয়, কৃষ্ণ পায় সেই জনে॥
গদাধর শুভদৃষ্টি করেন যাহারে।
সে জানিতে পারে নিত্যানন্দ স্বরূপেরে॥

নিত্যানন্দ স্বরূপে যাহার প্রীতি মনে।
লওয়ায়েন গদাধর জানে সেই জনে॥
হেন মতে নিত্যানন্দ প্রভু নীলাচলে।
বিহরেন গৌরচন্দ্র সঙ্গে কুতূহলে॥
তিনজন একত্র থাকেন নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ গদাধর॥
জগন্নাথ একত্র দেখেন তিন জনে।
আনন্দে বিহ্বল মাত্র সবে সংকীর্ত্তনে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টম অধ্যায়।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ ত্রিভুবন ধন্য॥
ভক্ত গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
এবে শুন বৈষ্ণব সবার আগমন।
আচার্য্য গোসাঞি আদি যত ভক্তগণ॥
শ্রীরথযাত্রার আসি হইল সময়।
নীলাচলে ভক্তগোষ্ঠী হইল বিজয়॥
ঈশ্বরআজ্ঞায় প্রতি বৎসরে বৎসরে।
সবে আইসেন রথযাত্রা দেখিবারে॥
আচার্য্য গোসাঞি অগ্রে করি ভক্তগণ।
সবে নীলাচল প্রতি করিল গমন॥
চলিলেন ঠাকুর পণ্ডিত শ্রীনিবাস।
যাহার মন্দিরে হৈল চৈতন্যবিলাস।
চলিল আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর।
দেবী ভাবে যার গৃহে নাচিলা ঈশ্বর॥
চলিলেন হরিষে পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাহার স্মরণে হয় কর্ম্মবন্ধ নাশ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চলিলা আনন্দে।
উচ্চস্বরে যারে স্মরি গৌরচন্দ্র কান্দে॥
চলিলেন হরিষে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
যে নাচিতে কীর্ত্তনীয়া শ্রীগৌরসুন্দর॥
চলিলা প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী মহাশয়।
সাক্ষাৎ নৃসিংহ যার সঙ্গে কথা কয়॥
চলিলেন উল্লাসে ঠাকুর হরিদাস।
আর হরিদাস যার সিন্ধুকূলে বাস॥
চলিলেন বাসুদেব দত্ত মহাশয়।
যার স্থানে কৃষ্ণ হয় আপনে বিক্রয়॥
চলিলা মুকুন্দ দত্ত কৃষ্ণের গায়ন।
শিবানন্দ সেন আদি লৈয়া আপ্তগণ॥
চলিলা গোবিন্দানন্দ প্রেমেতে বিহ্বল।
দশ দিক হয় যার স্মরণে নির্ম্মল॥
চলিলা গোবিন্দ দত্ত মহাহর্ষ মনে।
মূল হৈয়া যে কীর্ত্তন করে প্রভু সনে॥
চলিলেন আখরিয়া শ্রীবিজয় দাস।
রত্ন বাহু যারে প্রভু করিল প্রকাশ॥
সদাশিব পণ্ডিত চলিল শুদ্ধমতি।
যার ঘরে পূর্ব্বে নিত্যানন্দের বসতি॥
পুরুষোত্তম-সঞ্জয় চলিলা হর্ষ মনে।
যে প্রভুর মুখ্য শিষ্য পূর্ব্ব অধ্যয়নে॥
হরি বলি চলিলেন পণ্ডিত শ্রীমান।
প্রভুনৃত্যে দেউটি ধরেন সাবধান॥
নন্দন আচার্য্য চলিলেন প্রীত মনে।
নিত্যানন্দ যার গৃহে আইলা প্রথমে॥
হরিষে চলিলা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
যার অন্ন মাগি খাইলেন গৌরহরি॥

অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস চলিলা শ্রীধর।
যার জল পান কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
চলিলেন লেখক পণ্ডিত ভগবান।
যার দেহে কৃষ্ণ হৈয়াছিল অধিষ্ঠান ॥
গোপীনাথ পণ্ডিত আর শ্রীগর্ভ পণ্ডিত।
চলিলেন দুই কৃষ্ণবিগ্রহ নিশ্চিত ॥
চলিলেন বনমালী পণ্ডিত মঙ্গল।
যে দেখিল সুবর্ণের শ্রীহল মুষল ॥
জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্যভাগবত।
হরিষে চলিলা দুই কৃষ্ণরসে মত্ত ॥
পূর্ব্বে শিশুরূপে প্রভু যে দুইর ঘরে।
নৈবেদ্য খাইলা আসি শ্রীহরিবাসরে ॥
চলিলেন বুদ্ধিমন্ত খান মহাশয়।
আজন্ম চৈতন্য-আজ্ঞা যাহার বিষয় ॥
হরিষে চলিল শ্রীআচার্য্যপুরন্দর।
বাপ বলি যারে ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর ॥
চলিলেন শ্রীরাঘবপণ্ডিত উদার।
গুপ্তে যার ঘরে হৈল চৈতন্যবিহার ॥
ভবরোগ বৈদ্যসিংহ চলিলা মুরারি।
গুপ্তে যার দেহে বৈশে গৌরাঙ্গশ্রীহরি ॥
চলিলেন শ্রীগরুড়পণ্ডিত হরিষে।
নামবলে যারে না লঙ্ঘিল সর্প বিষে ॥
চলিলেন গোপীনাথ সিংহ মহাশয়।
অক্রুর করিয়া যারে গৌরচন্দ্র কয় ॥
প্রভুর পরম প্রিয় শ্রীবাস পণ্ডিত।
চলিলেন নারায়ণ পণ্ডিত সহিত ॥
আই দরশনে শ্রীপণ্ডিত দামোদর।
আসিছিলা আই দেখি চলিলা সত্বর ॥
অনন্ত চৈতন্যভক্ত কত জানি নাম।
চলিলেন সবে আনন্দের ধাম ॥

আই স্থানে ভক্তি করি বিদায় হইয়া।
চলিলা অদ্বৈত সিংহ ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া ॥
যে যে দ্রব্যে জানেন প্রভুর বড় প্রীত।
সবেই লইলা প্রভুভিক্ষার নিমিত্ত ॥
সর্ব্ব পথে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে।
আইলেন পবিত্র করিয়া সর্ব্ব পথে ॥
উল্লাসেতে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ।
শুনিয়া পবিত্র হইল ত্রিভুবন জন ॥
পত্নী পুত্র দাস দাসীগণের সহিতে।
আইলেন পরানন্দে চৈতন্য দেখিতে ॥
যে স্থানে রহেন আসি সবে বাসা করি।
সেইস্থান হয় যেন শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ॥
শুন শুন আরে ভাই মঙ্গল আখ্যান।
যাহা গায় আদিদেব শেষভগবান ॥
এই মত রঙ্গে মহাপুরুষ সকলে।
সকলে মঙ্গলে আইলেন নীলাচলে ॥
কমলপুরেতে ধ্বজ প্রসাদ দেখিয়া।
পড়িলেন কান্দি সবে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
প্রভুও জানিয়া ভক্তগোষ্ঠী বিজয়।
আগে বাড়িবারে চিত্ত কৈলা ইচ্ছাময় ॥
অদ্বৈতের প্রতি অতি প্রীতিযুক্ত হৈয়া।
অগ্রে মহাপ্রসাদ দিলেন পাঠাইয়া ॥
কি অদ্ভুত প্রীতি সে তাহার নাহি অন্ত।
প্রসাদ চলয়ে যাঁরে কটক পর্য্যন্ত ॥
শয়নে আছিলুঁ ক্ষীরসাগর ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর নাঢ়ার হুঙ্কারে ॥
অদ্বৈত নিমিত্ত মোর এই অবতার।
এই মত মহাপ্রভু বলে বার বার ॥
এতেকে ঈশ্বরতুল্য যতেক মহান্ত।
অদ্বৈত সিংহের ভক্তি করেন একান্ত ॥

আইলা অদ্বৈত শুনি শ্রীবৈকুণ্ঠপতি।
আগু বাড়িলেন প্রিয় গোষ্ঠীর সংহতি॥
নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীপুরীগোসাঞি।
চলিলেন হরিষে কাহার বাহ্য নাই॥
সার্ব্বভৌম জগদানন্দ কাশীমিশ্রবর।
দামোদর স্বরূপ শ্রীপণ্ডিত শঙ্কর॥
কাশীশ্বরপণ্ডিত আচার্য্যভগবান।
শ্রীদ্যুম্নমিশ্র প্রেমভক্তির প্রধান॥
পাত্র শ্রীপরমানন্দ রায় রামানন্দ।
চৈতন্যের দ্বারপাল সুকৃতি গোবিন্দ॥
ব্রহ্মানন্দভারতী শ্রীরূপ সনাতন।
রঘুনাথ বৈদ্য শিবানন্দ নারায়ণ॥
অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
বাণীনাথ শিখিমাহাতি আদি ভক্তবৃন্দ॥
অনন্ত চৈতন্যভৃত্য কত জানি নাম।
কি ছোট কি বড় সবে করিলা পয়ান॥
পরমানন্দে সবে চলিলেন প্রভু সঙ্গে।
বাহ্য দৃষ্টি বাহ্য জ্ঞান নাহি কার অঙ্গে॥
শ্রীঅদ্বৈত সিংহ সর্ব্ব বৈষ্ণব সহিতে।
আসিয়া মিলিলা প্রভু আঠারো নালাতে॥
প্রভুও আইলা নরেন্দ্রের আগুয়ান।
দুই গোষ্ঠী দেখা দেখি হৈল বিদ্যমান॥
দূরে দেখি দুই গোষ্ঠী অন্যান্যেতে সব।
দণ্ডবৎ হই সব পড়িলা বৈষ্ণব॥
দূরে অদ্বৈতেরে দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
অশ্রুমুখে করিতে লাগিলা দণ্ডবৎ॥
শ্রীঅদ্বৈত দূরে দেখি নিজ প্রাণনাথ।
পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিলা প্রণিপাত॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
দণ্ডবৎ বহি কিছু নাহি দেখি আর॥

দুই গোষ্ঠী দণ্ডবৎ কেবা কারে করে।
সবেই চৈতন্যরসে বিহ্বল অন্তরে॥
কিবা ছোট কিবা বড় জ্ঞানী বা অজ্ঞানী।
দণ্ডবৎ করি সবে করে হরিধ্বনি॥
ঈশ্বর করেন ভক্ত সঙ্গে দণ্ডবৎ।
অদ্বৈতাদি প্রভুও করেন সেই মত॥
এই মত দণ্ডবৎ করিতে করিতে।
দুই গোষ্ঠী একত্র মিলিলা ভালমতে॥
এখানে যে হইল আনন্দ দরশন।
উচ্চ হরিধ্বনি উচ্চ আনন্দক্রন্দন॥
মনুষ্যে কি পারে ইহা করিতে বর্ণন।
সবে বেদব্যাস আর সহস্রবদন॥
অদ্বৈত দেখিয়া প্রভু লইলেন কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে॥
শ্লোক পড়ি অদ্বৈত করেন নমস্কার।
হইলেন অদ্বৈত আনন্দ-অবতার॥
যত সজ্জ আনি ছিলা প্রভু পূজিবারে।
সব দ্রব্য পাসরিলা কিছু নাহি স্ফুরে॥
আনন্দে অদ্বৈতসিংহ করেন হুঙ্কার।
আনিলুঁ আনিলুঁ বলি ডাকে বার বার॥
হেন সে হইল অতি উচ্চ হরিধ্বনি।
লোকালোক পূর্ণ হৈল হেন অনুমানি॥
বৈষ্ণবের কি দায় অজ্ঞান যত জন।
তাহারাও হরি বলে করয়ে ক্রন্দন॥
সর্ব্ব ভক্তগোষ্ঠি অন্যান্যে গলা ধরি।
আনন্দে রোদন করে বলে হরি হরি॥
অদ্বৈতেরে সবে করিলেন নমস্কার।
যাহার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য অবতার॥
মহা উচ্চধ্বনি মহা করি সংকীর্ত্তন।
দুই গোষ্ঠি করিতে লাগিলা ততক্ষণ॥

কোথা কেবা নাচে কেবা কোন দিকে গায়।
কেবা কোন দিকে পড়ি গড়াগড়ি যায় ॥
প্রভু দেখি সবে হৈল আনন্দে বিহ্বল।
প্রভুও নাচেন মাঝে পরম মঙ্গল ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈতে করিয়া কোলাকুলি।
নাচে দুই মত্ত সিংহ হই কুতুহলী ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে প্রভু ধরি জনে জনে।
আলিঙ্গন করেন পরম প্রীতমনে ॥
ভক্তনাথ ভক্তবশ ভক্তের জীবন।
ভক্ত গলা ধরি প্রভু করেন রোদন ॥
জগন্নাথ দেবের আজ্ঞায় সেইক্ষণ।
সহস্র সহস্র মালা আইল চন্দন ॥
আজ্ঞামালা দেখি হর্ষে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
অগ্রে দিলা শ্রীঅদ্বৈত সিংহের গলায় ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের অঙ্গ শ্রীহস্তে আপনে।
পরিপূর্ণ করিলেন মালায় চন্দনে ॥
দেখিয়া প্রভুর কৃপা সর্ব্ব ভক্তগণ।
বাহু তুলি উচ্চৈঃস্বরে করেন ক্রন্দন ॥
সবেই মাগেন বর শ্রীচরণ ধরি।
জন্ম জন্ম যেন প্রভু তোমা না পাসরি॥
কি মনুষ্য পশু পক্ষী হই যথা তথা।
তোমার চরণ যেন দেখয়ে সর্ব্বথা ॥
এই বর দেহ প্রভু করুণাসাগর।
পাদপদ্ম ধরি কান্দে সব অনুচর ॥
বৈষ্ণব-গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ।
দূরে থাকি প্রভু দেখি করয়ে ক্রন্দন ॥
তাঁ সবার প্রেমধারে অন্ত নাহি পাই।
সবেই বৈষ্ণবী-শক্তি ভেদ কিছু নাই ॥
জ্ঞান ভক্তিযোগে সবে পতির সমান।
করিয়া আছেন শ্রীচৈতন্য ভগবান ॥

এই মত বাদ্য গীত নৃত্য সংকীর্ত্তনে।
আইলেন সবাই চলিয়া প্রভুর সনে ॥
হেন সে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ।
হেন নাহি দেখি যার না হয় উল্লাস ॥
আঠারনালা হইতে দশ দণ্ড হইলে।
মহাপ্রভু আইলেন নরেন্দ্রের কূলে ॥
হেন কালে রামকৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ।
জলকেলী করিবারে আইলা নরেন্দ্র ॥
হরিধ্বনি কোলাহল মঙ্গল কাহাল।
শঙ্খ ভেরী জয়ঢাক বাজয়ে বিশাল ॥
সহস্র সহস্র ছত্র পতাকা চামর।
চতুর্দ্দিকে শোভা করে পরম সুন্দর ॥
মহা জয় জয় শব্দ, মহা হরিধ্বনি।
ইহা বই আর কোন শব্দ নাহি শুনি ॥
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ মহা কুতুহলে।
উত্তরিলা আসি সবে নরেন্দ্রের কূলে ॥
জগন্নাথ গোষ্ঠি শ্রীচৈতন্য গোষ্ঠি সনে।
মিশাইলা তারাও চৈতন্য সংকীর্ত্তনে ॥
দুই গোষ্ঠি এক হই কি হৈল আনন্দ।
কি বৈকুণ্ঠ সুখ আসি হৈল মূর্ত্তিমন্ত ॥
চতুর্দ্দিকে লোকের আনন্দ অন্ত নাই।
সব করেন করায়েন চৈতন্য গোসাঞি ॥
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ উঠিলা নৌকায়।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায় ॥
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নৌকায় বিজয়।
দেখিয়া সন্তোষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয় ॥
প্রভুও সকল ভক্ত লই কুতুহলে।
ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন নরেন্দ্রের জলে ॥
শুন ভাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
যেরূপে নরেন্দ্রজলে করিলা বিহার ॥

পূর্ব্বে যমুনায় যেন শিশুগণ মিলি।
মণ্ডলী হইয়া করিলেন জলকেলী॥
সেইরূপ সকল বৈষ্ণবগণ মিলি।
পরস্পর করে ধরি হইলা মণ্ডলী॥
গৌড়দেশে জলকেলী আছে কয়া নামে।
সেই জলক্রীড়া আরম্ভিলেন প্রথমে॥
কয়া কয়া বলি করতালি দেন জলে।
জলে বাদ্য বাজায়েন বৈষ্ণব সকলে॥
গোকুল শিশুর ভাব হইল সবার।
প্রভুও হইলা গোকুলেন্দ্র অবতার॥
বাহ্য নাহি কারো, সবে আনন্দে বিহ্বল।
নির্ভয়ে ঈশ্বর দেহে সবে দেন জল॥
অদ্বৈত চৈতন্য দুহে জল ফেলাফেলি।
প্রথমে লাগিলা দুহে মহা কুতূহলী॥
অদ্বৈত হারেন ক্ষণে ক্ষণে বা ঈশ্বর।
নির্ঘাত নয়নে জল দেন পরস্পর॥
নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীপুরী গোসাঞি।
তিনজনে জলযুদ্ধ কারো হারি নাই॥
দণ্ডে গুপ্তে জলযুদ্ধ লাগে বার বার।
পরানন্দে দুইজনে করেন হুঙ্কার॥
দুই সখা বিদ্যানিধি স্বরূপ দামোদর।
হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর॥
শ্রীবাস শ্রীরাম হরিদাস বক্রেশ্বর।
গঙ্গাদাস গোপীনাথ শ্রীচন্দ্রশেখর॥
এই মত অন্যান্যে দেন সবে জল।
চৈতন্য উল্লাসে সবে হইলা বিহ্বল॥
শ্রীগোবিন্দ রামকৃষ্ণ বিজয় নৌকায়।
লক্ষ লক্ষ লোক জলে হরিষে বেড়ায়॥
সেই জলে বিষয়ী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী।
সবেই আনন্দে ভাসে জলক্রীড়া করি॥

হেন সে চৈতন্য মায়া সে স্থানে আসিতে।
কারো শক্তি নাহি, কেহ না পায় দেখিতে॥
অল্প ভাগ্যে শ্রীচৈতন্য গোষ্ঠী নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥
ভক্তি বিনা কেবল বিদ্যায় অপস্যায়।
কিছু নাহি হয় সবে দুঃখ মাত্র পায়॥
সাক্ষাৎ দেখহ এই সেই নীলাচলে।
এতেক চৈতন্য সংকীর্ত্তন কুতূহলে॥
যত মহাজন নাম সন্ন্যাসী সকল।
দেখিতেও ভাগ্য কারো নইল বিরল॥
আরো বলে চৈতন্য বেদান্ত পাঠ ছাড়ি।
কি কার্য্যে বা করেন কীর্ত্তন হুড়াহুড়ি॥
সর্ব্বদা প্রণব নাম সেই যতি ধর্ম্ম।
নাচিব কাঁদিব একি সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম॥
তাহাতেই যে সব উত্তম ন্যাসীগণ।
তারা বলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাজন॥
কেহ বলে জ্ঞানী কেহ বলে বড় ভক্ত।
প্রশংসেন সবে কেহ না জানেন তত্ত্ব॥
এইমত জলক্রীড়া রঙ্গ কুতূহল।
করেন ঈশ্বর সঙ্গে বৈষ্ণব সকল॥
পূর্ব্বে যেন জলক্রীড়া হৈল যমুনায়।
সেই সব ভক্ত লই শ্রীচৈতন্যরায়॥
যে প্রসাদ পাইলেন জাহ্নবী যমুনা।
নরেন্দ্র জলেরও হৈল সেই ভাগ্যসীমা॥
এ সকল লীলা, জীব উদ্ধার কারণে।
কর্ম্ম বন্ধ ছিণ্ডে ইহা শ্রবণে পঠনে॥
তবে প্রভু জলক্রীড়া সম্পন্ন করিয়া।
জগন্নাথ দেখিতে চলিলা সবা লৈয়া॥
জগন্নাথ দেখি প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ।
লাগিলা করিতে সবে আনন্দে রোদন॥

জগন্নাথ দেখি প্রভু হয়েন বিহ্বল।
আনন্দ ধারায় অঙ্গ তিতিল সকল॥
অদ্বৈতাদি ভক্তগোষ্ঠী দেখেন সন্তোষে।
কেবল আনন্দসিন্ধু মধ্যে সবে ভাসে॥
দুই দিকে সচল নিশ্চল জগন্নাথ।
দেখি দেখি ভক্তগোষ্ঠী হয় দণ্ডবৎ॥
কাশী মিশ্র আসি জগন্নাথের গলার।
মালা আনি অঙ্গভূষা কৈলেন সবার॥
মালা লয় প্রভু মহাভয় ভক্তি করি।
শিক্ষাগুরু নারায়ণ ন্যাসী বেশধারী॥
বৈষ্ণব তুলসী গঙ্গা প্রসাদের ভক্তি।
তিহোঁ সে জানেন, অন্যে না ধরে সে শক্তি॥
বৈষ্ণবের ভক্তি এই দেখান সাক্ষাৎ।
মহাশ্রমী বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডবৎ॥
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম্ম তার।
পিতা আসি পুত্রেরে করেন নমস্কার॥
অতএব সন্ন্যাসাশ্রম সবার বন্দিত।
সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নমস্কার সে বিহিত॥
তথাপি আশ্রম ধর্ম্ম ছাড়ি বৈষ্ণবেরে।
শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ আপনে নমস্করে॥
তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া।
যেরূপে কৈলেন লীলা তুলসী লইয়া॥
এক ক্ষুদ্র ভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পুরিয়া।
তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া॥
প্রভু বলে আমি তুলসীরে না দেখিলে।
ভাল নাহি বাসি যেন মৎস্য বিনা জলে॥
তবে চলে সংখ্যা নাম করিতে গ্রহণ।
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন॥
পশ্চাতে চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
পড়য়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া॥
সংখ্যা নাম লইতে যে স্থানে প্রভু বৈসে।
তথাই রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে॥
তুলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যা নাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন॥
পুনঃ সেই সখ্যা নাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া॥
শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করান শিক্ষা।
তাহা যে মানয়ে সেই জন পায় রক্ষা॥
জগন্নাথ দেখি, জগন্নাথ নমস্করি।
বাসায় চলিলা গোষ্ঠী সঙ্গে গৌরহরি॥
যে ভক্তের যেন রূপ চিত্তের বাসনা।
সেইরূপ সিদ্ধ করে সবার কামনা॥
পুত্র প্রায় করি সবে রাখিলেন কাছে।
নিরবধি ভক্ত সব থাকে প্রভু পাছে॥
যতেক বৈষ্ণব গৌড়দেশে নীলাচলে।
একত্রে থাকেন সবে কৃষ্ণ কুতুহলে॥
শ্বেত দ্বীপ নিবাসীও যতেক বৈষ্ণব।
চৈতন্য প্রসাদে দেখিলেক লোক সব॥
শ্রীমুখে অদ্বৈতচন্দ্র বার বার কহে।
এ সব বৈষ্ণব দেবতার দৃশ্য নহে॥
রোদন করিয়া কহে চৈতন্য চরণে।
বৈষ্ণব দেখিল প্রভু তোমার কারণে॥
এ সব বৈষ্ণব অবতারে অবতরি।
প্রভু অবতারে ইহা সবে অগ্রে করি॥
যে রূপে প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ।
যেই রূপ লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন॥
তাহারা যেরূপ প্রভু সঙ্গে অবতারে।
বৈষ্ণবেরে সেইরূপ প্রভু আজ্ঞা করে॥
অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই॥

ধর্ম্ম কর্ম্ম জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্ম পুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি কহে ॥

তথাহি পাদ্মোত্তরখণ্ডে।

যথা সৌমিত্রিভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া ॥
পুনস্তেনৈব যাস্যন্তি তদবিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদম্।
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ॥

হেন মতে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তগণ।
প্রেমে পূর্ণ হইয়া থাকেন সর্ব্বক্ষণ ॥
ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
ভক্ত সঙ্গে তারে মিলে গৌর ভগবান ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে
অষ্টমোঽধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রমাকান্ত।
জয় সর্ব্ব বৈষ্ণবের বল্লভ একান্ত ॥
জয় জয় কৃপাময় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥
হেন মতে ভক্তগোষ্ঠী ঈশ্বরের সঙ্গে।
থাকিলা পরমানন্দে সংকীর্ত্তন রঙ্গে ॥
যে দ্রব্যে প্রভুর প্রীত পূর্ব্বে শিশুকালে।
সকল জানেন সব বৈষ্ণব মণ্ডলে ॥
সেই সব দ্রব্য সবে প্রেমযুক্ত হৈয়া।
আনিয়াছে যত সব প্রভুর লাগিয়া ॥
সেই সব দ্রব্য প্রীতে করিয়া রন্ধন।
ঈশ্বরেরে আসিয়া করেন নিমন্ত্রণ ॥
তাহাই পরম প্রীতে করেন ভোজন।
যে দিনে যে ভক্তগৃহে হয় নিমন্ত্রণ ॥
শ্রীলক্ষ্মীর অংশ যত বৈষ্ণব গৃহিণী।
কি বিচিত্র রন্ধন করেন নাহি জানি ॥
নিরবধি সবার নয়নে প্রেমধার।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ বদন সবার ॥
পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রীতি যে সব ব্যঞ্জনে।
নবদ্বীপে শ্রীবৈষ্ণবী সবে তাহা জানে ॥
প্রেমযোগে সেই মত করেন রন্ধন।
প্রভুও পরম প্রেমে করেন ভোজন ॥
একদিন শ্রীঅদ্বৈতসিংহ মহামতি।
প্রভুরে বলিলা আজি ভিক্ষা কর ইতি ॥
মুষ্টেক তণ্ডুল প্রভু রান্ধিব আপনে।
হস্ত মোর ধন্য হউ তোমার ভক্ষণে ॥
প্রভু বলে যে জন তোমার অন্ন খায়।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্বথায় ॥
আচার্য্য, তোমার অন্ন আমার জীবন।
তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন ॥
তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন।
মাগিয়া খাইতে আমার হয় মন ॥
শুনিয়া প্রভুর ভক্ত বাৎসল্যতা বাণী।
কি আনন্দে অদ্বৈত ভাসেন নাহি জানি ॥
পরম সন্তোষে তবে বাসায় আইলা।
প্রভুর ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা ॥
লক্ষ্মী অংশে জন্ম অদ্বৈতের পতিব্রতা।
লাগিলা করিতে কার্য্য হই হরষিতা ॥
প্রভুর প্রীতের দ্রব্য গৌড়দেশ হৈতে।
যত আনিয়াছেন সব লাগিলেন দিতে ॥
রন্ধনে বসিলা শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
চৈতন্যচন্দ্রেরে করি হৃদয়ে বিজয় ॥

পতিব্রতা ব্যঞ্জনের পরিপাটী করে।
কতেক প্রকার করে যেন চিত্ত স্ফুরে॥
শাকেতে ঈশ্বর বড় প্রীত ইহা জানি।
নানা শাক দিলেন প্রকার দশ আনি॥
আচার্য্য রান্ধেন পতিব্রতা কার্য্য করে।
দুই জনা ভাসে যেন আনন্দ সাগরে॥
অদ্বৈত বলেন শুন কৃষ্ণ দাসের মাতা।
তোমারে কহি যে আমি এক মন কথা॥
যত কিছু এই মোরা করিনু সম্ভার।
কোনরূপে প্রভু সব করেন স্বীকার॥
যদি আসিবেন সন্ন্যাসীর গোষ্ঠী লৈয়া।
কিছু না খাইব তবে জানি আমি ইহা॥
অপেক্ষিত যত যত মহান্ত সন্ন্যাসী।
সবেই প্রভুর সঙ্গে ভিক্ষা করে আসি॥
সবেই প্রভুরে করে পরম অপেক্ষা।
প্রভু সঙ্গে সবে আসি প্রীতে করে ভিক্ষা॥
অদ্বৈত চিন্তয়ে মনে হেন পাক হয়।
একেশ্বর প্রভু আসি করেন বিজয়॥
তবে আমি ইহা সব পারি খাওয়াইতে।
এ কামনা মোর সিদ্ধি হয় কোন মতে॥
এই মত মনে চিন্তে গোসাই আচার্য্য।
রন্ধন কয়েন মনে ভাবি এই কার্য্য॥
ঈশ্বরও করিয়া সংখ্যা নামের গ্রহণ।
মধ্যাহ্নাদি ক্রিয়া করিবারে হৈল মন॥
যে সব সন্ন্যাসী প্রভু সঙ্গে ভিক্ষা করে।
তারা সব চলিল মধ্যাহ্ন করিবারে॥
হেন কালে মহা ঝড় বৃষ্টি আচম্বিতে।
আরম্ভিলা দেবরাজ অদ্বৈতের হিতে॥
শিলা বৃষ্টি চতুর্দ্দিগে বাজে ঝন ঝনা।
অসম্ভব বাতাস বৃষ্টির নাহি সীমা॥
সর্ব্ব দিক অন্ধকার হইল ধূলায়।
বাসায় যাইতে কেহ পথ নাহি পায়॥
হেন ঝড় বহে কেহ স্থির হতে নারে।
কেহ নাহি জানে কোথা লৈয়া যায় কারে॥
সবে যথা শ্রীঅদ্বৈত করেন রন্ধন।
তথা মাত্র হয় অল্প ঝড় বরিষণ॥
যত স্যাসী ভিক্ষা করে প্রভুর সংহতি।
নাহিক উদ্দেশ কার কেবা গেলা কতি॥
তথায় অদ্বৈতসিংহ করিয়া রন্ধন।
উপস্করি থুইলেন শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন॥
ঘৃত দধী দুগ্ধ সব নবনী পিষ্টক।
নানাবিধ শর্করা সন্দেশ কদলক॥
সবার উপরে দিয়া তুলসী মঞ্জরী।
ধ্যানে বসিলেন আনিবারে গৌর হরি॥
একেশ্বর প্রভু আইসেন যেন মতে।
এইরূপে নানা ধ্যান লাগিলা করিতে॥
সত্য গৌরচন্দ্র অদ্বৈতের ইচ্ছাময়।
একেশ্বর মহাপ্রভু করিলা বিজয়॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলি প্রেম সুখে।
প্রত্যক্ষ হইলা আসি অদ্বৈত সম্মুখে॥
সম্ভ্রমে অদ্বৈত পাদপদ্মে নমস্করি।
আসন দিলেন, বসিলেন গৌরহরি॥
ভিন্ন সঙ্গ কেহ নাহি ঈশ্বর কেবল।
দেখিয়া অদ্বৈত হইল আনন্দে বিহ্বল॥
হরিষে করেন পত্নী সহিতে সেবন।
পাদ প্রক্ষালিয়া দেন চন্দন ব্যজন॥
বসিলেন গৌরচন্দ্র আনন্দ ভোজনে।
অদ্বৈত করেন পরিবেশন আপনে॥
যতেক ব্যঞ্জন দেন অদ্বৈত হরিষে।
প্রভুও করেন পরিগ্রহ প্রেম রসে॥

যতেক ব্যঞ্জন প্রভু ভোজন করেন।
সকলের কিছু কিছু অবশ্য এড়েন ॥
অদ্বৈতেরে গৌরচন্দ্র বলেন হাসিয়া।
কেনে এড়ি ব্যঞ্জন জানহ তুমি ইহা ॥
কতেক ব্যঞ্জন খাই চাহি জানিবার।
অতএব কিছু কিছু রাখি এ সবার ॥
হাসিয়া বলেন প্রভু শুনহ আচার্য্য।
কোথায় শিখিলা এত রন্ধনের কার্য্য ॥
আমি ত এমন কভু নাহি খাই শাক।
সকল বিচিত্র যত করিয়াছ পাক ॥
যত দেন অদ্বৈত সকল প্রভু খায়।
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত সর সন্দেশ অপার।
যত দেন সব প্রভু করেন স্বীকার ॥
ভোজন করেন শ্রীচৈতন্য ভগবান।
অদ্বৈত সিংহের করি পূর্ণ মনস্কাম ॥
পরিপূর্ণ হইল যদি প্রভুর ভোজন।
তখনে অদ্বৈত করে ইন্দ্রের স্তবন ॥
আজি ইন্দ্র জানিমু তোমার অনুভব।
আজি জানিলাম তুমি নিশ্চয় বৈষ্ণব ॥
আজি হৈতে তোমারে দিবাঙ পুষ্পজল।
আজি ইন্দ্র তুমি আমা কিনিলা কেবল ॥
প্রভু বলে আজি যে ইন্দ্রের বড় স্তুতি।
কি হেতু ইহা কহ দেখি মোর প্রতি ॥
অদ্বৈত বলেন তুমি করহ ভোজন।
কি কার্য্য তোমার ইহা করিয়া শ্রবণ ॥
প্রভু বলে আর কেনে লুকাও আচার্য্য।
যত ঝড় বৃষ্টি সব তোমার সে কার্য্য ॥
ঝড়ের সময় নহে তবে অকস্মাৎ।
মহা ঝড় মহা বৃষ্টি মহা শীলাপাত ॥
তুমি ইচ্ছা করিয়া সে এ সব উৎপাত।
করাইয়া আছ তাহা বলিমু সাক্ষাৎ ॥
যে লাগি ইন্দ্রের দ্বারা করাইলা ইহা।
তাহা কহি এই আমি বিদিত করিয়া ॥
সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমি করিলে ভোজন।
কিছু না খাইব আমি এই তোমা মন ॥
একেশ্বর আইলে, সে আমারে সকল।
খাওইয়া নিজ ইচ্ছা করিবা সফল ॥
অতএব এ সকল উৎপাত সৃজিয়া।
নিষেধিলে ন্যাসীগণ মনে আজ্ঞা দিয়া ॥
ইন্দ্র আজ্ঞাকারী এ তোমা কোন শক্তি।
ভাগ্য সে ইন্দ্রের যে তোমারে করে ভক্তি ॥
কৃষ্ণ না করেন যার সঙ্কল্প অন্যথা।
যে করিতে পারে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ সর্ব্বথা ॥
কৃষ্ণচন্দ্র যার বাক্য করেন পালন।
কি অদ্ভুত তারে এই ঝড় বরিষণ ॥
যম কাল মৃত্যু যার আজ্ঞা শিরে ধরে।
যার পদ বাঞ্ছে যোগেশ্বর মুনীশ্বরে ॥
তোমার স্মরণে সর্ব্ব বন্ধ বিমোচন।
কি বিচিত্র তারে এই ঝড় বরিষণ ॥
তোমা জানে হেন জন কে আছে সংসারে
তুমি কৃপা করিলে সে ভক্তিফল ধরে।
অদ্বৈত বলেন তুমি সেবক বৎসল।
কায়মনোবাক্যে আমি ধরি এই বল ॥
সর্ব্বকাল সিংহ আমি তোর ভক্তিবলে।
এই বর মোরে না ছাড়িবা কোন কালে ॥
এই মত দুই প্রভু বাক্য বাক্য রসে।
ভোজন সম্পূর্ণ হৈল আনন্দ বিশেষে ॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
সত্য সত্য সত্য ইথে নাহিক অন্যথা ॥

শুনিতে এ সব কথা যার প্রীত নয়।
সে অধম অদ্বৈতের অদৃশ্য নিশ্চয়॥
হরিশঙ্করের যেন প্রীত সত্য কথা।
অবোধ প্রাকৃত জনে না বুঝে সর্ব্বথা॥
একের অপ্রীতে হয় দোঁহার অপ্রীত॥
হরি হরে যেন তেন চৈতন্য অদ্বৈত॥
নিরবধি অদ্বৈত এ সব কথা কহে।
জগতের ত্রাণ লাগি কৃপালু হৃদয়ে॥
ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
কৃষ্ণে ভক্তি হয় তার সর্ব্বত্র কল্যাণ॥
অদ্বৈত সিংহের করি পূর্ণ মনস্কাম।
বাসায় চলিলা শ্রীচৈতন্য ভগবান॥
এই মত শ্রীবাসাদি সব ভক্ত ঘরে।
ভিক্ষা করি সবারই পূর্ণ কাম করে॥
সর্ব্ব গোষ্ঠী লই নিরবধি সংকীর্ত্তন।
নাচায়েন নাচেন আপনে অনুক্ষণ॥
দামোদর পণ্ডিত আইরে দেখিবারে।
গিয়াছিলা আই দেখি আইলা সত্বরে॥
দামোদর দেখি প্রভু আনিয়া নিভৃতে।
আইর বৃত্তান্ত লাগিলেন জিজ্ঞাসিতে॥
প্রভু বলে তুমি যে আছিলা তান কাছে।
সত্য কহ আইর কি বিষ্ণুভক্তি আছে॥
পরম তপস্বী নিরপেক্ষ দামোদর।
শুনি ক্রোধে লাগিলেন করিতে উত্তর॥
কি বলিলে গোসাই আইর ভক্তি আছে।
ইহাও জিজ্ঞাস প্রভু তুমি কোন লাজে॥
আইর প্রসাদে সে তোমার কৃষ্ণভক্তি।
যত কিছু তোমার সকল তাঁর শক্তি॥
যতেক তোমার বিষ্ণুভক্তির উদয়।
আইর প্রসাদে সব জানিহ নিশ্চয়॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
যতেক আছয়ে বিষ্ণুভক্তির বিকার॥
ক্ষণেক আইর দেহে নাহিক বিরাম।
নিরবধি শ্রীবদনে স্ফুরে কৃষ্ণনাম॥
আইর ভক্তির কথা জিজ্ঞাস গোসাঞি।
বিষ্ণুভক্তি যারে বলে সেই দেখ আই॥
মূর্ত্তিমতী ভক্তি আই কহিল তোমারে।
জানিয়াও মায়া করি জিজ্ঞাস আমারে॥
দামোদর মুখে শুনি আইর মহিমা।
গৌরচন্দ্র প্রভুর আনন্দের নাহি সীমা॥
দামোদর পণ্ডিতেরে ধরি প্রেমরসে।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করেন সন্তোষে॥
আজি দামোদর তুমি আমারে কিনিলা।
মনের বৃত্তান্ত যত আমারে কহিলা॥
যত কিছু বিষ্ণুভক্তি সম্পত্তি আমার।
আইর প্রসাদে সব দ্বিধা নাহি তার॥
তাঁহার ইচ্ছায় আমি আছি পৃথিবীতে।
তাঁর ঋণ আমি কভু নারিব শুধিতে॥
আই স্থানে বদ্ধ আমি শুন দামোদর।
আইরে দেখিতে আমি আছি নিরন্তর॥
দামোদর পণ্ডিতেরে প্রভু কৃপা করি।
ভক্তগোষ্ঠী সঙ্গে বসিলেন গৌরহরি॥
আইর যে ভক্তি আছে জিজ্ঞাসে ঈশ্বরে।
সে সকল শিক্ষা করায়েন জগতেরে॥
বান্ধবের বার্ত্তা যেন জিজ্ঞাসে বান্ধবে।
কহ বন্ধু সব কি কুশলে আছে সবে॥
কুশল শব্দের অর্থ ব্যক্ত করিবারে।
ভক্তি আছে করি বার্ত্তা লয়েন সবারে॥
ভক্তিযোগে থাকে তবে সকল কুশল।
ভক্তি বিনা রাজা হইলেও অমঙ্গল॥

ধন যশ ভোগ যার আছয়ে সকল ॥
ভক্তি যার নাই তার সব অমঙ্গল ॥
অদ্য খাদ্য নাহি যার দরিদ্রের অন্ত।
বিষ্ণুভক্তি থাকিলে সেই ধনবন্ত ॥
ভিক্ষা নিমন্ত্রণ স্থলে প্রভু সবা স্থানে।
ব্যক্ত করি ইহা কহিয়াছে আপনে ॥
ভিক্ষা নিমন্ত্রণে প্রভু বলেন হাসিয়া।
চল তুমি আগে লক্ষেশ্বর হও গিয়া ॥
তথা ভিক্ষা আমার যে হয় লক্ষেশ্বর।
শুনিয়া ব্রাহ্মণ সব চিন্তিত অন্তর ॥
বিপ্রগণ স্তুতি করি বলেন গোসাঞি।
লক্ষের কি দায় সহস্রেক কারো নাই ॥
তুমি না করিলে ভিক্ষা, গার্হস্থ্য আমার।
এখনেই পুড়িয়া হউক ছার খার ॥
প্রভু বলে জান লক্ষেশ্বর বলি কারে।
প্রতিদিন লক্ষ নাম যে গ্রহণ করে ॥
সে জনের নাম আমি বলি লক্ষেশ্বর।
তথা ভিক্ষা আমার না যাই অন্য ঘর ॥
শুনিয়া প্রভুর কৃপা বাক্য বিপ্রগণে।
চিন্তা ছাড়ি মহানন্দ হৈল মনে মনে ॥
লক্ষ নাম লইব প্রভু তুমি কর ভিক্ষা।
মহাভাগ্য এমত করাও তুমি শিক্ষা ॥
প্রতি দিন লক্ষ নাম সব দ্বিজগণে।
লয়েন চৈতন্যচন্দ্র ভিক্ষার কারণে ॥
হেনমতে ভক্তি যোগ লওয়ায় ঈশ্বরে।
বৈকুণ্ঠ নায়ক ভক্তি সাগরে বিহরে ॥
ভক্তি লওয়াইতে শ্রীচৈতন্য অবতার।
ভক্তি বিনা জিজ্ঞাসা না করে প্রভু আর ॥
প্রভু বলে যে জনের কৃষ্ণ ভক্তি আছে।
কুশল মঙ্গল তার নিত্য থাকে পাছে ॥
যার মুখে ভক্তির মহত্ত্ব নাহি কথা।
তার মুখ গৌরচন্দ্র না দেখে সর্ব্বথা ॥
নিজ গুরু শ্রীকেশব ভারতীর স্থানে।
ভক্তি জ্ঞান দুই জিজ্ঞাসিলা এক দিনে ॥
প্রভু বলে জ্ঞান ভক্তি দুইতে কে বড়।
বিচারিয়া গোসাঞি কহত করি দৃঢ় ॥
কত ক্ষণে ভারতী বিচার করি মনে।
কহিতে লাগিল গৌরসুন্দরের স্থানে ॥
ভারতী বলেন মনে বিচারিনু তত্ত্ব।
সবা হৈতে দেখি বড় ভক্তির মহত্ত্ব ॥
প্রভু বলে জ্ঞান হৈতে ভক্তি বড় কেনে।
জ্ঞান বড় করিয়া সে কহে ন্যাসীগণে ॥
ভারতী বলেন তারা না বুঝে বিচার।
মহাজন পথে সে গমন সবাকার ॥
বেদ শাস্ত্রে মহাজন পথে সে লওয়ায় ॥
তাহা ছাড়ি অবোধে সে আর পথে যায় ॥
ব্রহ্মা শিব নারদ প্রহ্লাদ শুক ব্যাস।
সনকাদি করি যুধিষ্ঠির পঞ্চ দাস ॥
প্রিয় ব্রত পৃথু ধ্রুব অক্রুর উদ্ধব।
মহাজন হেন নাম যত আছে সব ॥
ভক্তি সে মাগেন সবে ঈশ্বর চরণে।
জ্ঞান বড় হৈলে ভক্তি মাগে কি কারণে ॥
বিনি বিচারিয়া কি সে সব মহাজন।
মুক্তি ছাড়ি ভক্তি কেনে মাগে অনুক্ষণ ॥
সবার বচন এই পুরাণ প্রমাণে।
কি বর মাগিল ব্রহ্মা ঈশ্বরের স্থানে ॥

তথাহি।

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্রনান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্ ॥

যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥
কিবা ব্রহ্ম জন্ম কিবা হউ যথা তথা।
দাস হই যেন তোমা সেবিয়ে সর্ব্বথা ॥
এই যত যত মহাজন সম্প্রদায়।
সবেই সকল ছাড়ি ভক্তি মাত্র চায় ॥

তথাহি।

নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥
স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহং।
তস্যাং তস্যাং হৃষিকেশ ত্বয়ি ভক্তি দৃঢ়স্তু মে ॥
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমানানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতি র্ন কৃষ্ণ-ঈশ্বরে ॥

অতএব সর্ব্ব মতে ভক্তি সে প্রধান।
মহাজন পথ সর্ব্ব শাস্ত্রের প্রমান ॥

তথাহি।

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা ॥

ভক্তি বড় শুনি প্রভু ভারতীর মুখে।
হরি বলি গর্জ্জিতে লাগিল প্রেমসুখে ॥
প্রভু বলে আমি কত দিন পৃথিবীতে।
থাকিলাম এই সত্য কহিল তোমাতে ॥
যদি তুমি জ্ঞান বড় বলিতে আমারে।
প্রবেশিতাম আজি তবে সমুদ্র ভিতরে ॥
সন্তোষে ধরেন প্রভু গুরুর চরণে।
গুরুও প্রভুরে নমস্করে প্রীত মনে ॥
প্রভু বলে যার মুখে নাহি ভক্তি কথা।
তপ শিখা সূত্র ত্যাগ তার সব বৃথা ॥
ভক্তি বিনা প্রভুর জিজ্ঞাসা নাহি আর।
ভক্তিরস-ময় শ্রীচৈতন্য অবতার ॥
রাত্র দিন এক না জানেন ভক্তি বিনে।
সর্ব্বদা করেন নৃত্য কীর্ত্তন গর্জ্জনে ॥
এক দিন অদ্বৈত সকল ভক্ত প্রতি।
বলিলা পরমানন্দে মত্ত হই অতি ॥
শুন ভাই সব এক কর সমবায়।
মুখ ভরি গাই আজি শ্রীচৈতন্য রায় ॥
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই।
সর্ব্ব অবতারময় চৈতন্য গোসাঞি ॥
যে প্রভু করিল সর্ব্ব জগত উদ্ধার।
আমা সবা লাগি যে গৌরাঙ্গ অবতার ॥
সর্ব্বত্র আমরা যার প্রসাদে পূজিত।
সংকীর্ত্তন হেন ধন যে কৈল বিদিত ॥
নাচি আমি তোমরা চৈতন্য যশ গাও।
সিংহ হই গাহি, পাছে মনে ভয় পাও ॥
প্রভু সে আপনা লুকায়েন নিরন্তর।
ক্রুদ্ধ পাছে হয়েন সবার এই ডর ॥
তথাপি অদ্বৈত বাক্য অলঙ্ঘ্য সবার।
গাইতে লাগিল শ্রীচৈতন্য অবতার ॥
নাচেন অদ্বৈত সিংহ পরম বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে গায় সবে চৈতন্য মঙ্গল ॥
নব অবতারের শুনিয়া নাম যশ।
সকল বৈষ্ণব হৈল আনন্দে বিবশ ॥
আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি।
বলিয়া নাচেন প্রভু জগত নিস্তারি ॥
শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর ॥
অদ্বৈত সিংহের শ্রীমুখের এই পদ।
ইহার কীর্ত্তনে বাড়ে সকল সম্পদ ॥

কেহ বলে জয় জয় শ্রীশচীনন্দন।
কেহ বলে জয় গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥
জয় সংকীর্ত্তন প্রিয় শ্রীগৌর-গোপাল।
জয় ভক্তজন প্রিয় পাষণ্ডীর কাল॥
নাচেন অদ্বৈতসিংহ পরম উদ্দাম।
গায় সবে চৈতন্যের গুণ কর্ম্ম নাম॥

শ্রীরাগঃ।

পুলকে চরিত গায়, সুখে গড়াগড়ি যায়,
দেখয়ে চৈতন্য অবতার।
বৈকুণ্ঠ নায়ক হরি, দ্বিজ রূপে অবতরি,
সংকীর্ত্তনে করেন বিহার॥
কনক জিনিয়া কান্তি, শ্রীবিগ্রহ শোভে অতি,
আজানুলম্বিত ভুজ সাজে রে।
ন্যাসীবর রূপ ধর, আপনা রসে বিহ্বল,
না জানি কেমন সুখে নাচে রে॥ ধ্রু॥
জয় শ্রীগৌরসুন্দর, করুণাসিন্ধু,
জয় জয় বৃন্দাবন রায়া।
জয় জয় সম্প্রতি জয়, নবদ্বীপ পুরন্দর,
চরণ কমল দেহ ছায়া॥

এই সব কীর্ত্তন করেন ভক্তগণ।
নাচেন অদ্বৈত ভাবি শ্রীগৌরচরণ॥
নব অবতারের নূতন পদ শুনি।
উল্লাসে বৈষ্ণব সব করে হরিধ্বনি॥
কি অদ্ভুত হইল সে কীর্ত্তন আনন্দ।
সবে তাহা বর্ণিতে পারেন নিত্যানন্দ॥
পরম উদ্দাম শুনি কীর্ত্তনের ধ্বনি।
শ্রীবিজয় আসিয়া হইল ন্যাসীমণি॥
প্রভু দেখি ভক্ত সব অধিক হরিষে।
গায়েন অদ্বৈত নৃত্য করেন উল্লাসে॥
আনন্দে প্রভুরে কেহ নাহি করে ভয়।
সাক্ষাতে গায়েন সবে চৈতন্য বিজয়॥
নিরবধি দাস্য ভাবে প্রভুর বিহার।
মুঞি কৃষ্ণদাস বই না বলয়ে আর॥
হেন কার শক্তি নাহি সমুখে তাহানে।
ঈশ্বর করিয়া বলিবেক দাস বিনে॥
তথাপিও সবে অদ্বৈতের বল ধরি।
গায়েন নির্ভয় হৈয়া শ্রীচৈতন্য হরি॥
ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু আত্ম স্তুতি শুনি।
লজ্জা যেন পাইতে লাগিলা ন্যাসীমণি॥
সবা শিক্ষাইতে শিক্ষাগুরু ভগবান।
বাসায় চলিলা শুনি আপন কীর্ত্তন॥
তথাপি কাহার চিত্তে না জন্মিল ভয়।
বিশেষে গায়েন আরো চৈতন্য বিজয়॥
আনন্দে কাহার বাহ্য নাহিক শরীরে।
সবে দেখে প্রভু আছে কীর্ত্তন ভিতরে॥
মত্ত প্রায় সবেই চৈতন্য যশ গায়।
সুখে শুনে সুকৃতি দুষ্কৃতি দুঃখ পায়॥
শ্রীচৈতন্য যশে প্রীত না হয় যাহার।
ব্রহ্মচর্য্য সন্যাসে বা কি কার্য্য তাহার॥
এই মত পরানন্দ সুখে ভক্তগণ।
সর্ব্বকাল করেন শ্রীহরি সংকীর্ত্তন॥
এ সব আনন্দ ক্রীড়া পড়িলে শুনিলে।
এ সব গোষ্ঠীতে আসিয়াও সেহ মিলে॥
নৃত্য গীত করি সবে মহা ভক্তগণ।
আইলেন প্রভুরে করিতে দরশন॥
শ্রীচৈতন্য প্রভু নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া।
সবারে দেখাই ভয় আছেন শুইয়া॥
সুকৃতি গোবিন্দ জানাইলেন প্রভুরে।
বৈষ্ণব সকল আসিয়াছেন দুয়ারে॥

গোবিন্দের আজ্ঞা হইল সবারে আনিতে।
শয়নে আছেন না চাহেন কারো ভিতে॥
ভয় যুক্ত হইয়া সকল ভক্তগণ।
চিন্তিতে লাগিলা গৌরচন্দ্রের চরণ॥
ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু শ্রীভক্তবৎসল।
বলিতে লাগিল অয়ে বৈষ্ণব সকল॥
অহে অহে শ্রীনিবাস পণ্ডিত উদার।
আজি তুমি সব কি করিলা অবতার॥
ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
কি গাইলা আমারে তা বুঝাহ এখন॥
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলেন গোসাঞি।
জীবের স্বতন্ত্র শক্তি মূলে কিছু নাই॥
যেন করায়েন যেন বলায়েন ঈশ্বরে।
সেই আজি বলিলাম কহিল তোমারে॥
প্রভু বলে তুমি সব হইয়া পণ্ডিত।
লুকায় যে কেনে তারে করহ বিদিত॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য পণ্ডিত শ্রীবাসে।
হস্তে সূর্য্য আচ্ছাদিয়া মনে মনে হাসে॥
প্রভু বলে কি সঙ্কেতে কৈলে হস্ত দিয়া।
তোমার সঙ্কেত তুমি কহত ভাঙ্গিয়া॥
শ্রীবাস বলেন হস্তে সূর্য্য ঢাকিলাম।
তোমারে বিদিত করি এই কহিলাম॥
হস্তে কি কখন পারি সূর্য্য আচ্ছাদিতে।
সেই মত অসম্ভব তোমা লুকাইতে॥
সূর্য্য যদি হস্তে বা হয়েন আচ্ছাদিত।
তবু তুমি লুকাইতে নার কদাচিত॥
যে নারিল লুকাইতে ক্ষীরদ সাগরে।
লোকালয়ে আচ্ছাদন কিসে করি তাঁরে॥
হেমগিরি সেতুবন্ধ পৃথিবী পর্য্যন্ত।
তোমার নির্ম্মল যশে পূরিল দিগন্ত॥

আব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হৈল তোমার কীর্ত্তনে।
কত জন দণ্ড তুমি করিবা কেমনে॥
সর্ব্ব কাল ভক্ত জয় বাড়ান ঈশ্বরে।
হেন কালে অদ্ভুত হইল আসি দ্বারে॥
সহস্র সহস্র জন না জানি কোথার।
জগন্নাথ দেখি আইল প্রভু দেখিবার॥
কেহ বা ত্রিপুরা, কেহ চাটিগ্রামবাসী।
শ্রীহট্টিয়া লোক কেহ, কেহ বঙ্গদেশী॥
সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্ত্তন।
শ্রীচৈতন্য অবতার করিয়া বর্ণন॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনমালী।
জয় জয় নিজ ভক্তি রস কুতূহলী॥
জয় জয় পরম সন্ন্যাসীরূপ ধারী।
জয় জয় সংকীর্ত্তন লম্পট মুরারি॥
জয় জয় দ্বিজরাজে বৈকুণ্ঠ বিহারী।
জয় জয় সর্ব্ব জগতের উপকারী॥
জয় কৃষ্ণ চৈতন্য শ্রীশচীর নন্দন।
এই মত গাই নাচে শত সংখ্য জন॥
শ্রীবাস বলেন প্রভু এবে কি করিবা।
সকল সংসার গায় কোথা লুকাইবা॥
মুঞি কি শিখাই প্রভু এ সব লোকেরে।
এই মত গায় প্রভু সকল সংসারে॥
অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়াও নাথ।
করুণায় হইয়াছ জীবের সাক্ষাৎ॥
লুকাও আপনে তুমি প্রকাশ আপনে।
যারে অনুগ্রহ কর জানে সেই জনে॥
প্রভু বলে তুমি নিজ শক্তি প্রকাশিয়া।
বলাও লোকের মুখে জানিলাম ইহা॥
তোমারে হারিনু আমি শুনহ পণ্ডিত।
জানিলাম তুমি সর্ব্বশক্তি সমন্বিত॥

সর্ব্বকাল প্রভু বাড়ায়েন ভক্ত জয়॥
এ তান স্বভাব বেদে ভাগবতে কয়॥
হাস্য মুখে সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে গৌর রায়।
বিদায় দিলেন সবে চলিল বাসায়॥
হেন সে চৈতন্য দেব শ্রীভক্ত বৎসল।
ইহানে সে কৃষ্ণ করি গায়েন সকল॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি যতেক প্রধান।
সবে বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান॥
এ সকল ঈশ্বরের বচন লঙ্ঘিয়া।
অন্যেরে বলয়ে কৃষ্ণ সেই অভাগিয়া॥
শেষশায়ী লক্ষ্মীকান্ত শ্রীবৎস লাঞ্ছন।
কৌস্তুভ ভূষণ আর গরুড় বাহন॥
এ সব কৃষ্ণের চিহ্ন জানিহ নিশ্চয়।
গঙ্গা আর কারো পাদপদ্মে না জন্ময়॥
শ্রীচৈতন্য বিনা ইহা অন্যে না সম্ভবে।
এই কহে বেদে শাস্ত্রে সকল বৈষ্ণবে॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের বাক্য যে আদরে লয়।
সেই সব জন পায় সর্ব্বত্র বিজয়॥
হেন মতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
ভক্তগোষ্ঠী সঙ্গে বিহরেন নিরন্তর॥
প্রভু বেড়ি ভক্তগণ বসেন সকল।
চৌদিগে শোভয়ে যেন চন্দ্রের মণ্ডল॥
মধ্যে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যাসী চূড়ামণি।
নিরবধি কৃষ্ণ কথা করি হরিধ্বনি॥
হেনই সময়ে দুই মহা ভাগ্যবান।
হইলেন আসিয়া প্রভুর বিদ্যমান॥
শাকর মল্লিক আর রূপ দুই ভাই।
দুই প্রতি কৃপা দৃষ্টে চাহিলা গোসাঞি॥
দূরে থাকি দুই ভাই দণ্ডবৎ করি।
কাকুর্ব্বাদ করেন দশনে তৃণ করি॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাহার কৃপায় হৈল সর্ব্ব লোক ধন্য॥
জয় দীন বৎসল জগত হিতকারী।
জয় জয় পরম সন্ন্যাসীরূপ ধারী॥
জয় জয় সংকীর্ত্তন বিনোদ অনন্ত।
জয় জয় জয় সর্ব্ব আদি মধ্য অন্ত॥
আপনে হইয়া শ্রীবৈষ্ণব অবতার।
ভক্তি দিয়া উদ্ধারিলা সকল সংসার॥
তবে প্রভু মোরে না উদ্ধার কোন কাজে।
মুঞি কি না হই প্রভু সংসারের মাঝে॥
আজন্ম বিষয় ভোগে হইয়া মোহিত।
না ভজিনু তোমার চরণ নিজ হিত॥
তোমার ভক্তের সঙ্গে গোষ্ঠী না করিনু।
তোমার কীর্ত্তন না করিনু না শুনিনু॥
রাজপাত্র করি মোরে বঞ্চনা করিলা।
তবে মোরে মনুষ্য জনম কেনে দিলা॥
যে মনুষ্য জন্ম লাগি দেবে কাম্য করে।
হেন জন্ম দিয়াও বঞ্চিলা প্রভু মোরে॥
এবে এই কৃপা কর আমায় হইয়া।
বৃক্ষমূলে পড়ে থাকি তোর নাম লৈয়া॥
যে তোমার প্রিয় পাত্র লওয়ায় তোমারে।
অবশেষ পাত্র যেন হও তার দ্বারে॥
এই মত রূপ সনাতন দুই ভাই।
স্তুতি করে শুনে প্রভু চৈতন্য গোসাঞি॥
কৃপা দৃষ্টে প্রভু দুই ভাইরে চাহিয়া।
বলিতে লাগিলা অতি সদয় হইয়া॥
প্রভু বলে ভাগ্যবন্ত তুমি দুই জন।
বাহির হইলা ছিণ্ডি সংসার বন্ধন॥
বিষয় বন্ধনে বদ্ধ সকল সংসার।
সে বন্ধন হতে তুমি দুই হলে পার॥

প্রেম ভক্তি বাঞ্ছা যদি করহ এখনে।
তবে ধরি পড় এই অদ্বৈত চরণে॥
ভক্তির ভাণ্ডারী শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
অদ্বৈতের কৃপায় সে কৃষ্ণভক্তি হয়॥
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা দুই মহাজনে।
দণ্ডবৎ পড়িলেন অদ্বৈত চরণে॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত পতিতপাবন।
মুই দুই পতিতেরে করহ মোচন॥
প্রভু বলে শুন শুন আচার্য্য গোসাঞি।
কলিযুগে এমন বিরক্ত ঝাট নাই॥
রাজ্যসুখ ছাড়ি কাঁথা করঙ্গ লইয়া।
মথুরায় থাকেন কৃষ্ণের নাম লৈয়া॥
অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ এ দোঁহেরে।
জন্ম জন্ম যেন আর কৃষ্ণ না পাসরে॥
ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি বিনে ভক্তি দিলে।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ কারে মিলে॥
অদ্বৈত বলেন প্রভু সর্ব্বদাতা তুমি।
আজ্ঞা করিলে সে দিতে পারি আমি॥
প্রভু আজ্ঞা দিলে সে ভাণ্ডারী দিতে পারে।
এই মত যারে কৃপা কর যার দ্বারে॥
কায় মন বচনে মোহার এই কথা।
এ দুইর প্রেমভক্তি হউক সর্ব্বথা॥
শুনি প্রভু অদ্বৈতের কৃপাযুক্ত বাণী।
উচ্চ করি বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি॥
দবির খাসেরে প্রভু বলিতে লাগিলা।
এখনে তোমার কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি হৈলা॥
অদ্বৈতের প্রসাদে সে হয় কৃষ্ণভক্তি।
জানিহ অদ্বৈত কৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি॥
কত দিন জগন্নাথ শ্রীমুখ দেখিয়া।
তবে দুই ভাই মথুরাতে থাক গিয়া॥
তোমা সবা হৈতে যত রাক্ষস তামস।
পশ্চিমা সবারে গিয়া দেহ ভক্তিরস॥
আমিহ দেখিব গিয়া মথুরা মণ্ডল।
আমা থাকিবার স্থল করিহ বিরল॥
শাকর মল্লিক নাম ঘুচাইয়া তান।
সনাতন অবধুত থুইলেন নাম॥
অদ্যাপিও দুই ভাই রূপ সনাতন।
চৈতন্য কৃপায় হৈল বিখ্যাত ভুবন॥
যার যত কীর্ত্তি ভক্তি মহিমা উদার।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সব করয়ে প্রচার॥
নিত্যানন্দ তত্ত্ব কিবা অদ্বৈতের তত্ত্ব।
যত মহাপ্রিয় ভক্ত গোষ্ঠীর মহত্ত্ব॥
চৈতন্য প্রভু সে সব করিলা প্রকাশে।
সেই প্রভু সব ইহা কহেন সন্তোষে॥
যে ভক্ত যে বস্তু যার যেন অবতার।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবী যার অংশে জন্ম যার॥
যার যেন মত পূজা যার যে মহত্ত্ব।
চৈতন্য প্রভু সে সব করিলেন ব্যক্ত॥
এক দিন প্রভু বসিয়াছেন প্রকাশে।
অদ্বৈত শ্রীবাস আদি ভক্ত চারি পাশে॥
শ্রীবাস পণ্ডিতে তবে ঈশ্বর আপনে।
আচার্য্যের বার্ত্তা জিজ্ঞাসেন তান স্থানে॥
প্রভু বলে শ্রীনিবাস কহত আমারে।
কি রূপ বৈষ্ণব তুমি বাস অদ্বৈতেরে॥
মনে ভাবি বলিলা শ্রীবাস মহাশয়।
শুক বা প্রহ্লাদ যেন মোর মনে লয়॥
অদ্বৈতের মহিমা প্রহ্লাদ শুক যেন।
শুনি প্রভু ক্রোধে শ্রীবাসেরে মারিলেন॥
পিতা যেন পুত্রে শিখাইতে স্নেহে মারে।
এই মত এক চড় হৈল শ্রীবাসেরে॥

কি বলিলি কি বলিলি পণ্ডিত শ্রীবাস।
মোহার নাড়ারে কহ শুক বা প্রহ্লাদ ॥
যে শুকেরে মুক্ত তুমি বল সর্ব্ব মতে।
কালিকার বালক শুক নাড়ার আগেতে ॥
এত বড় বাক্য মোর নাড়ারে বলিলি।
আজি বড় শ্রীবাস আমারে দুঃখ দিলি ॥
এত বলি ক্রোধে হাতে ছিপ যষ্টি লৈয়া।
শ্রীবাসেরে মারিবারে যান খেদাড়িয়া ॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া অদ্বৈত মহাশয়।
ধরিলা প্রভুর হস্ত করিয়া বিনয় ॥
বালকেরে বাপ শিখাইবা কৃপা মনে।
কে আছে তোমার ক্রোধপাত্র ত্রিভুবনে ॥
আচার্য্যের বাক্যে প্রভু ক্রোধ করি দূর।
আবেশে কহেন তান মহিমা প্রচুর ॥
প্রভু বলে তোহারা বালক শিশু মোর।
এতেকে সকল ক্রোধ দূরে গেল মোর ॥
মোর নাড়া জানিবারে আছে হেন জন।
যে মোহারে আনিলেক ভাঙ্গিয়া শয়ন ॥
প্রভু বলে অহে শ্রীনিবাস মহাশয়।
মোহার নাড়ারে এই তোমার বিনয় ॥
শুক আদি করি সব বালক উহার।
নাড়ার পাছে সে জন্ম জানিহ সবার ॥
অদ্বৈতের লাগি মোর এই অবতার।
মোর কর্ণে বাজে আসি নাড়ার হুঙ্কার ॥
শয়নে আছিনু মুঞি ক্ষীরদ সাগরে।
জাগাই আনিল মোরে নাড়ার হুঙ্কারে ॥
শ্রীবাসের অদ্বৈতের প্রতি বড় প্রীত।
প্রভু বাক্য শুনি হৈল অতি হরষিত ॥
মহা ভয়ে কম্প হই বলেন শ্রীবাস।
অপরাধ করিনু ক্ষমহে মোরে নাথ ॥
তোমার অদ্বৈত তত্ত্ব জানহ তুমি সে।
তুমি জানাইলে সে জানয়ে অন্য দাসে ॥
আজি মোর মহাভাগ্য সকল মঙ্গল।
শিখাইয়া আমারে আপনে কৈলা ফল ॥
এখনে সে ঠাকুরালী বলি যে তোমার।
আজি বড় মনে বল বাড়িল আমার ॥
এই মোর মনের সঙ্কল্প আজি হৈতে।
মদিরা যবনী যদি ধরেন অদ্বৈতে ॥
তথাপি করিব ভক্তি অদ্বৈতের প্রতি।
কহিল তোমারে প্রভু সত্য করি অতি ॥
তুষ্ট হইলেন প্রভু শ্রীবাস বচনে।
পূর্ব্ব প্রায় আনন্দে বসিলা তিন জনে ॥
পরম রহস্য এ সকল পুণ্য কথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাই যে সর্ব্বথা ॥
যার যেন প্রভাব যাহার যেন ভক্তি।
যেবা আগে যেবা পাছে যার যেন শক্তি ॥
সবার সর্ব্বজ্ঞ এক প্রভু গৌররায়।
আর জানে যে তাহানে ভজে অমায়ায় ॥
বিষ্ণুতত্ত্ব যেন অবিজ্ঞাত বেদবাণী।
এই মত বৈষ্ণবের তত্ত্ব নাহি জানি ॥
সিদ্ধ বৈষ্ণবের অতি বিষম ব্যাভার।
না বুঝি নিন্দিয়া মরে সকল সংসার ॥
সিদ্ধ বৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যাভার।
সাক্ষাতে দেখহ ভাগবত কথা সার ॥
বৈষ্ণব প্রধান ভৃগু ব্রহ্মার নন্দন।
অহর্নিশ মনে ভাবে যাহার চরণ ॥
সে প্রভুর বক্ষে করিলেন পদাঘাত।
তথাপি বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ দেখহ সাক্ষাৎ ॥
প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান।
যে নিমিত্ত ভৃগু করিলেন হেন কাম ॥

পূর্ব্বে সরস্বতী তীরে মহাঋষিগণ।
আরম্ভিলা মহাযজ্ঞ পুরাণ শ্রবণ॥
সবে শাস্ত্রকর্ত্তা সবে মহাতপোধন।
অন্যান্যে লাগিল ব্রহ্ম-বিচার কথন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন জন মাঝে।
কে প্রধান বিচারেন মুনির সমাজে॥
কেহ বলে ব্রহ্মা বড় কেহ মহেশ্বর।
কেহ বলে বিষ্ণু বড় সবার উপর॥
পুরাণেই নানা মত করেন কথন।
শিব বড় কোথাও কোথাও নারায়ণ॥
তবে সব ঋষিগণ মিলিয়া ভৃগুরে।
আদেশিলা এ প্রমাণ তত্ত্ব জানিবারে॥
ব্রহ্মার মানস পুত্র তুমি মহাশয়।
সর্ব্ব মতে তুমি জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ তত্ত্বময়॥
তুমি ইহা জান গিয়া করিয়া বিচার।
সন্দেহ ভঞ্জহ আসি আমা সবাকার॥
তুমি যে কহিবা সেই সবার প্রমাণ।
শুনি ভৃগু চলিলেন আগে ব্রহ্মা স্থান॥
ব্রহ্মার সভায় গিয়া ভৃগু মুনিবর।
দম্ভ করি কহিলেন ব্রহ্মার গোচর॥
পুত্র দেখি ব্রহ্মার বড় সন্তোষ হইলা।
সকল কুশল জিজ্ঞাসিবারে লাগিলা॥
সত্য পরীক্ষিতে ভৃগু ব্রহ্মার নন্দন।
শ্রদ্ধা করি না শুনেন বাপের বচন॥
স্তুতি বা গৌরব বিনয় নমস্কার।
কিছু না করেন পিতা পুত্র ব্যবহার॥
দেখিয়া পুত্রের অনাদর অব্যভার।
ক্রোধে ব্রহ্মা হইলেন অগ্নি অবতার॥
ভস্ম করিবেন হেন ক্রোধে মন হৈলা।
দেখিয়া পিতার মূর্ত্তি ভৃগু পলাইলা॥

সবে বুঝাইলা ব্রহ্মার পায়ে হাতে ধরি।
পুত্রেরে কি গোসাঞি এমত ক্রোধ করি॥
তবে পুত্রস্নেহে ব্রহ্মা ক্রোধ পাসরিল।
জল পাইয়া যেন অগ্নি সাম্য হৈলা॥
তবে ভৃগু ব্রহ্মারে বুঝিয়া ভাল মতে।
কৈলাসে আইলা মহেশ্বর পরীক্ষিতে॥
ভৃগু দেখি মহেশ্বর আনন্দিত হৈয়া।
উঠিলা পার্ব্বতী সঙ্গে আদর করিয়া॥
জ্যেষ্ঠ ভাই গৌরবে আপনি ত্রিলোচন।
প্রেমযোগে উঠিলা করিতে আলিঙ্গন॥
ভৃগু বলে মহেশ পরশ নাহি কর।
যতেক পাষণ্ড বেশ সব তুমি ধর॥
ভূত প্রেত পিশাচ অস্পৃশ্য যত আছে।
হেন সব পাষণ্ড রাখহ তুমি কাছে॥
যতেক উৎপাত সেই তোমার ব্যভার।
ভস্মাস্থি ধারণ কোন শাস্ত্রের বিচার॥
তোমার পরশে স্নান করিতে জুয়ায়।
দূরে থাক দূরে থাক অহে ভূতরায়॥
পরীক্ষা নিমিত্তে ভৃগু বলেন কৌতুকে।
কভু শিব নিন্দা নাহি ভৃগুর শ্রীমুখে॥
ভৃগু বাক্যে মহাক্রোধে দেব ত্রিলোচন।
ত্রিশূল তুলিয়া লইলেন ততক্ষণ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই ধর্ম্ম পাসরিলেন শঙ্কর।
হইলেন যে হেন সংহার মূর্ত্তিধর॥
শূল তুলিলেন শিব ভৃগুরে মারিতে।
আস্তে ব্যস্তে দেবী আসি ধরিলেন হাতে॥
চরণে ধরিয়া বুঝায়েন মহেশ্বরী।
জ্যেষ্ঠ ভাইরে কি প্রভু এত ক্রোধ করি॥
দেবী বাক্যে লজ্জা পাই রহিল শঙ্কর।
ভৃগুও চলিলা শ্রীবৈকুণ্ঠে কৃষ্ণ ঘর॥

শ্রীরত্ন খট্টায় প্রভু আছেন শয়নে।
লক্ষ্মী সেবা করিতে আছেন শ্রীচরণে ॥
হেনই সময়ে ভৃগু আসি অলক্ষিতে।
পদাঘাত করিলেন প্রভুর বক্ষেতে ॥
ভৃগু দেখি মহাপ্রভু সম্ভ্রমে উঠিয়া।
নমস্করিলেন প্রভু মহাপ্রীত হৈয়া ॥
লক্ষ্মীর সহিতে প্রভু ভৃগুর চরণ।
সন্তোষে করিতে লাগিলেন প্রক্ষালন ॥
বসিতে দিলেন আনি উত্তম আসন।
শ্রীহস্তে তাহার অঙ্গে লেপেন চন্দন ॥
অপরাধী প্রায় যেন হইয়া আপনে।
অপরাধ মাগিয়া লয়েন তাঁর স্থানে ॥
তোমার শুভ বিজয় আমি না জানিয়া।
অপরাধ করিয়াছি ক্ষম মোরে ইহা ॥
এই যে তোমার পাদোদক পুণ্যজল।
তীর্থেরে করয়ে হেন অতি সুনির্ম্মল ॥
যতেক ব্রহ্মাণ্ড বৈসে আমার দেহেতে।
যত লোকপাল সব আমার সহিতে ॥
পাদোদক দিয়া আজি করিলা পবিত্র।
অক্ষয় হইয়া রহু তোমার চরিত্র ॥
এই যে তোমার শ্রীচরণ চিহ্ন ধূলি।
বক্ষে রাখিলাম আমি হই কুতুহলী ॥
লক্ষ্মী সঙ্গে নিজ বক্ষে দিনু আমি স্থান।
বেদে যেন শ্রীবৎস লাঞ্ছন বলে নাম ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য বিনয় ব্যাভার।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ সকলের পার ॥
দেখি মহাঋষি পাইলেন চমৎকার।
লজ্জিত হইয়া মাথা না তোলেন আর ॥
যাহা করিলেন সে তাহার কর্ম্ম নয়।
আবেশের কর্ম্ম ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥

বাহ্য পাই প্রীত শ্রদ্ধা দেখিতে দেখিতে।
ভক্তিরসে পূর্ণ হই লাগিলা নাচিতে ॥
হাস্য কম্প ঘর্ম্ম মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
ভক্তিরসে মগ্ন হইলা ব্রহ্মার কুমার ॥
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ সবার জীবন।
এই সত্য বলি নাচে ব্রহ্মার নন্দন ॥
দেখিয়া কৃষ্ণের শান্ত বিনয় ব্যাভার।
প্রেমভক্তি যে কোথাও না সম্ভবে আর ॥
ভক্তি জড় হৈলা বাক্য না আইসে বদনে।
আনন্দাশ্রু ধারা মাত্র বহে শ্রীনয়নে ॥
সর্ব্ব ভাবে ঈশ্বরেরে দেহ সমর্পিয়া।
পুনঃ মুনি সভা মধ্যে মিলিলা আসিয়া ॥
ভৃগু দেখি সবে হৈলা আনন্দ অপার।
কহ ভৃগু কার কোন দেখিলে ব্যাভার ॥
তুমি যেই কহ সেই সবার প্রমাণ।
তবে সব কহিলেন ভৃগু ভগবান ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনের ব্যাভার।
সকল কহিয়ে এই কহিলেন সার ॥
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ।
সত্য সত্য সত্য এই বলিল বচন ॥
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ জনক সবার।
ব্রহ্মা শিব করেন যাহার অধিকার ॥
কর্ত্তা হর্ত্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ।
নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ ॥
ধর্ম্ম জ্ঞান পুণ্য কীর্ত্তি ঐশ্বর্য্য বিরক্তি।
আত্ম শ্রেষ্ঠ মধ্যম যতেক যার শক্তি ॥
সকল কৃষ্ণের ইহা জানিহ নিশ্চয়।
অতএব গাও ভজ কৃষ্ণের বিজয় ॥
সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ চৈতন্য ভগবান।
কীর্ত্তন বিহারী হই আছে বিদ্যমান ॥

ভৃগুর বচন শুনি সব ঋষিগণ।
নিঃসন্দেহ হৈলা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণ॥
ভৃগুরে পূজিয়া বলে সব ঋষিগণ।
সংশয় ছিণ্ডিলা তুমি ভাল কৈলা মন॥
কৃষ্ণ ভক্তি সবে লইলেন দৃঢ় মনে।
ভক্ত রূপে ব্রহ্মা শিব পূজেন যতনে॥
সিদ্ধ বৈষ্ণবের যেন বিষয় ব্যাভার।
কহিলাম ইহা বুঝিবারে শক্তি কার॥
পরীক্ষিতে কর্ম্ম কি না ছিল কিছু আর।
তার লাগি করিলেন চরণ প্রহার॥
সৃষ্টিকর্ত্তা ভৃগুদেব যার অনুগ্রহে।
কি সাহসে চরণ দিলেন সে হৃদয়ে॥
অবোধ অগম্য অধিকারীর ব্যাভার।
ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর॥
মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগুর দেহেতে।
করাইল ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে॥
জ্ঞানপূর্ব্ব ভৃগুর এ কর্ম্ম কভু নয়।
কৃষ্ণ বাড়ায়েন অধিকারী ভক্ত জয়॥
বিরিঞ্চি শঙ্কর বাড়াইতে কৃষ্ণ জয়।
ভৃগুরে হইল ক্রুদ্ধ দেখাইয়া ভয়॥
ভক্ত সব যেন গায় নিত্য কৃষ্ণ জয়।
কৃষ্ণ বাড়ায়েন ভক্ত জয় অতিশয়॥
অধিকারী বৈষ্ণবের না বুঝি ব্যাভার।
যে জন নিন্দয়ে তার নাহিক নিস্তার॥
অধম জনের যে আচার যেন ধর্ম্ম।
অধিকারী বৈষ্ণবেরেও করে সেই কর্ম্ম॥
কৃষ্ণের কৃপায় ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সঙ্কটে কেহ মরে কেহ তরে॥
সবে ইতি দেখি এক মহা প্রতিকার।
সবারে করিব স্তুতি বিনয় ব্যাভার॥
যোগ্য হই লইবেক কৃষ্ণের শরণ।
সাবধানে শুনিবেক মহান্ত বচন॥
তবে কৃষ্ণ তারে দেন হেন দিব্য মতি।
সর্ব্বত্র নিস্তার পায় না ঠেকয়ে কতি॥
ভক্তি করি যে শুনে চৈতন্য অবতার।
সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে
নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

দশম অধ্যায়।

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীবৎস লাঞ্ছন।
জয় শচীগর্ভরত্ন ধর্ম্ম সনাতন॥
জয় সংকীর্ত্তন প্রিয় গৌরাঙ্গ গোপাল।
জয় শিষ্টজন প্রিয় জয় দুষ্ট কাল॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
হেনমতে বৈকুণ্ঠ নায়ক ন্যাসীরূপে।
বিহরেন ভক্তগোষ্ঠী লইয়া কৌতুকে॥
এক দিন বসিয়া আছেন প্রভু সুখে।
হেনকালে শ্রীঅদ্বৈত আইলা সম্মুখে॥
বসিলেন অদ্বৈত প্রভুরে নমস্করি।
হাসি অদ্বৈতেরে জিজ্ঞাসেন গৌরহরি॥
সন্তোষে বলেন প্রভু কহত আচার্য্য।
কোথা হৈতে আইলা করিয়া কোনকার্য্য॥
অদ্বৈত বলেন দেখিলাম জগন্নাথ।
তবে আইলাম এই তোমার সাক্ষাৎ॥
প্রভু বলে জগন্নাথ শ্রীমুখ দেখিয়া।
তবে আর কি করিলা কহ দেখি তাহা॥

অদ্বৈত বলেন আগে দেখি জগন্নাথ।
তবে করিলাম প্রদক্ষিণ পাঁচ সাত॥
প্রদক্ষিণ শুনি প্রভু হাসিতে লাগিলা।
হাসি প্রভু বলে তুমি হারিলা হারিলা॥
আচার্য্য বলেন কি সামগ্রী হারিবারে।
লক্ষণ দেখাও তবে জিনিহ আমারে॥
প্রভু বলে সামগ্রী শুনহ হারিবার।
তুমি যে করিলা প্রদক্ষিণ ব্যবহার॥
যতক্ষণ তুমি পৃষ্ঠদিগেরে চলিলা।
ততক্ষণ তোমার যে দর্শন নহিলা॥
আমি যতক্ষণ ধরি দেখি জগন্নাথ।
আমার লোচন আর না যায় কোথাত॥
কি দক্ষিণে কিবা বামে কিবা প্রদক্ষিণে।
আর নাহি দেখি জগন্নাথ মুখ বিনে॥
করযোড় করি বলে আচার্য্য গোসাঞি।
এ রূপে সকল হারি তোমার সে ঠাঞি॥
এ কথার অধিকারী আর ত্রিভুবনে।
সত্য কহিলাম এই নাহি তোমা বিনে॥
তুমি সে ইহার প্রভু এক অধিকারী।
এ কথায় তোমারে সে মাত্র আমি হারি॥
শুনিয়া হাসেন প্রভু বৈষ্ণবমণ্ডল।
হরি বলি উঠিল মঙ্গল কোলাহল॥
এই মত প্রভুর বিচিত্র সর্ব্ব কথা।
অদ্বৈতেরে অতি প্রীত করেন সর্ব্বথা॥
একদিন গদাধর দেব প্রভু স্থানে।
কহিলেন পূর্ব্ব মন্ত্র দীক্ষার কারণে॥
ইষ্ট মন্ত্র আমি যে কহিনু কার প্রতি।
সেই হৈতে আমার না স্ফুরে ভাল মতি॥
সেই মন্ত্র তুমি মোরে কহ পুনর্ব্বার।
তবে মন প্রসন্নতা হইবে আমার॥
প্রভু বলে তোমার যে উপদেষ্টা আছে।
সাবধান তথা অপরাধী হও পাছে॥
মন্ত্রের কি দায়, প্রাণ আমার তোমার।
উপদেষ্টা থাকিতে না হয় ব্যবহার॥
গদাধর বলে তিহোঁ না আছেন এথা।
তার পরিবর্ত্ত তুমি করহ সর্ব্বথা॥
প্রভু বলে তোমার যে গুরু বিদ্যানিধি।
অনায়াসে তোমারে মিলিয়া দিবে বিধি॥
সর্ব্বজ্ঞ চূড়ামণি জানেন সকল।
বিদ্যানিধি শীঘ্র গতি আসিবে উৎকল॥
এথাই দেখিবা দিন দশের ভিতরে।
আইসেন কেবল আমারে দেখিবারে॥
নিরবধি বিদ্যানিধি হয় তোর মনে।
বুঝিলাম তুমি আকর্ষিয়া আন তানে॥
এইমত প্রভু প্রিয় গদাধর সঙ্গে।
তান মুখে ভাগবত শুনি থাকে রঙ্গে॥
গদাধর পড়েন সম্মুখে ভাগবত।
শুনিয়া প্রকাশে প্রভু প্রেমভাব যত॥
প্রহ্লাদ চরিত্র আর ধ্রুবের চরিত্র।
শতাবৃত্তি করিয়া শুনেন সাবহিত॥
আর কার্য্যে প্রভুর নাহিক অবসর।
নাম গুণ বলেন শুনেন নিরন্তর॥
ভাগবত পাঠে গদাধর মহাশয়।
দামোদর স্বরূপের কীর্ত্তন বিষয়॥
একেশ্বর দামোদর স্বরূপ গুণ গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥
অশ্রু কম্প হাস্য মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
যত কিছু আছে প্রেম ভক্তির বিকার।
মূর্ত্তিমন্ত সবে থাকে ঈশ্বরের স্থানে।
নাচেন চৈতন্যচন্দ্র ইহা সবা সনে॥

দামোদর স্বরূপের উচ্চ সংকীর্ত্তন।
শুনিলে না থাকে বাহ্য পড়ে সেইক্ষণ॥
সন্ন্যাসী পার্ষদ যত ঈশ্বরের হয়।
দামোদর স্বরূপ সমান কেহ নয়॥
যত প্রীত ঈশ্বরের পুরী গোসাঞিরে।
দামোদর স্বরূপের তত প্রীতি করে॥
দামোদর স্বরূপ সঙ্গীত রসময়।
যার ধ্বনি শুনিলে প্রভুর নৃত্য হয়॥
অলক্ষিত রূপে কেহ চিনিতে না পারে।
কপটির রূপে যেন বুলেন নগরে॥
কীর্ত্তন করিতে যেন তম্বুর নারদ।
একা প্রভু নাচয়েন কি আর সম্পদ॥
সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র।
আর নাহি একা পুরী গোসাঞী সে মাত্র॥
দামোদর স্বরূপ পরমানন্দ পুরী।
সন্ন্যাসী পার্ষদে এই দুই অধিকারী॥
নিরবধি নিকটে থাকেন দুই জন।
প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ॥
পুরী ধ্যানপর দামোদরের কীর্ত্তন।
ন্যাসী রূপে ন্যাসী দেহে বাহু দুই জন॥
অহর্নিশ গৌরচন্দ্র সংকীর্ত্তন রঙ্গে।
বিহরেন দামোদর স্বরূপের সঙ্গে॥
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে।
দামোদরে প্রভু না ছাড়েন কোন ক্ষণে॥
পুর্ব্বাশ্রমে পুরুষোত্তমাচার্য্য নাম তান।
প্রিয় সখা পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি নাম॥
পথে চলিতেও প্রভু দামোদর সনে।
নাচেন বিহ্বল হৈয়া পথ নাহি জানে॥
একেশ্বর দামোদর স্বরূপ সংহতি।
প্রভু সে আনন্দে পড়ে না জানেন কতি॥
কিবা জল কিবা স্থল কিবা বন ডাল।
কিছু না জানেন প্রভু গর্জ্জেন বিশাল॥
একেশ্বর দামোদর কীর্ত্তন করেন।
প্রভুরেও বনে ডাল পড়িতে ধরেন॥
দামোদর স্বরূপের ভাগ্যের যে সীমা।
দামোদর স্বরূপ সে তাহার উপমা॥
এক দিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া।
পড়িলা কূপের মাঝে আছাড় খাইয়া॥
দেখিয়া অদ্বৈত আদি সম্মোহন পাইয়া।
ক্রন্দন করেন সবে শিরে হাত দিয়া॥
কিছু না জানেন প্রভু প্রেমভক্তি রসে।
বালকের প্রায় যেন কূপে পড়ি ভাসে॥
সেইক্ষণে কূপ হৈলা নবনীতময়।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কিছু ক্ষত নাহি হয়॥
এ কোন অদ্ভুত যার ভক্তির প্রভাবে।
বৈষ্ণব নাচিতে অঙ্গে কণ্টক না লাগে॥
তবে অদ্বৈতাদি মিলি সর্ব্ব ভক্তগণে।
তুলিলেন প্রভুরে ধরিয়া সেই ক্ষণে॥
পড়িল কূপেতে প্রভু তাহা নাহি জানে।
কি বোল কি কথা প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে॥
বাহ্য না জানেন প্রভু প্রেমভক্তি রসে।
অসর্ব্বজ্ঞ প্রায় প্রভু সবারে জিজ্ঞাসে॥
শ্রীমুখের শুনি অতি অমৃত বচন।
আনন্দে ভাসয়ে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ॥
এই মত ভক্তিরসে ঈশ্বর বিহরে।
বিদ্যানিধি আইলেন জানিয়া অন্তরে॥
চিত্তে মাত্র করিতে ঈশ্বর সেই ক্ষণে।
বিদ্যানিধি আসিয়া দিলেন দরশনে॥
বিদ্যানিধি দেখি প্রভু হাসিতে লাগিলা।
বাপ আইলা বাপ আইলা বলিতে লাগিলা॥

প্রেমনিধি প্রেমানন্দে হইলা বিহ্বল।
পূর্ণ হৈল হৃদয়ের সকল মঙ্গল॥
শ্রীভক্তবৎসল গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
প্রেমনিধি বক্ষে করি করেন ক্রন্দন॥
সকল বৈষ্ণববৃন্দ কান্দে চারি ভিতে।
বৈকুণ্ঠ স্বরূপ সুখ মিলিলা সাক্ষাতে॥
ঈশ্বর সহিত যত আছে ভক্তগণ।
প্রেমনিধি প্রীতে প্রেম বাড়ে অনুক্ষণ॥
দামোদর স্বরূপ তাহার পূর্ব্ব সখা।
চৈতন্যের অগ্রে দুই জনে হৈল দেখা॥
দুই জনে চাহেন দুহার পদধূলী।
দুহে ধরাধরি ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি॥
কেহ কারে নাহি পারে দুই মহাবলী।
করায়েন হাসেন গৌরাঙ্গ কুতূহলী॥
তবে বাহ্য পাই প্রভু বিদ্যানিধি প্রতি।
কহে নীলাচলে কত দিন কর স্থিতি॥
শুনি প্রেমনিধি মহা সন্তোষ হইলা।
ভাগ্য হেন মানি প্রভু নিকটে রহিলা॥
গদাধর দেব ইষ্টমন্ত্র পুনর্ব্বার।
প্রেমনিধি স্থানে প্রেমে কৈলেন স্বীকার॥
আর কি কহিব প্রেমনিধির মহিমা।
যার শিষ্য গদাধর এই প্রেম সীমা॥
যার কীর্ত্তি বাখানে অদ্বৈত শ্রীনিবাস।
যার কীর্ত্তি বলেন মুরারি হরিদাস॥
হেন নাহি বৈষ্ণব যে তানে না বাখানে।
পুণ্ডরীক সর্ব্ব ভক্ত কায়বাক্যমনে॥
অহঙ্কার তান দেহে নাহি তিল মাত্র।
না জানি অদ্ভুত কি চৈতন্য কৃপাপাত্র॥
যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি।
গদাধর শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি॥

বিদ্যানিধি রাখি প্রভু আপন নিকটে।
বাসা দিল যমেশ্বরে সমুদ্রের তটে॥
নীলাচলে রহিয়া দেখেন জগন্নাথ।
দামোদর স্বরূপের বড় প্রিয় সাথ॥
দুই জনে জগন্নাথ দেখে এক সঙ্গে।
অন্যান্যে থাকেন শ্রীকৃষ্ণ কথা রঙ্গে॥
যাত্রা আসি বাজিল ওড়ন ষষ্ঠি নাম।
নয়া বস্ত্র পরে জগন্নাথ ভগবান॥
সে দিন মাণ্ডুয়া বস্ত্র পরিলা ঈশ্বরে।
তান যেই মত ইচ্ছা সেই মত করে॥
শ্রীগৌর সুন্দর লই সর্ব্ব ভক্তগণ।
আইলা দেখিতে যাত্রা শ্রীবস্ত্র ওড়ন॥
মৃদঙ্গ মুহুরি শঙ্খ দুন্দুভি কাহাল।
ঢাক দগড় কাড়া বাজয়ে বিশাল॥
সেই দিনে নানা বস্ত্র পরেন অনন্ত।
ষষ্ঠী হৈতে লাগি রহে মকর পর্য্যন্ত॥
বস্ত্র লাগি হইতে লাগিলা রাত্রি দিবসে।
ভক্ত গোষ্ঠী দেখিয়া পরমানন্দে ভাসে॥
আপনেই উপাসক উপাস্য আপনে।
কে বুঝে তাহান মন তান কৃপা বিনে॥
এই প্রভু দারু রূপে বৈসে যোগাসনে।
ন্যাসীরূপে ভক্তিযোগ করেন আপনে॥
পট্ট নেত শুক্ল পীত নীল নানা বর্ণে।
দিব্য বস্ত্র দেন মুক্তা রচিত সুবর্ণে॥
বস্ত্র লাগি হৈলে দেন পুষ্প অলঙ্কার।
পুষ্পের কঙ্কণ শ্রীকিরীটি পুষ্পহার॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ষোড়শোপচারে।
পূজা করি ভোগ দিলা বিবিধ প্রকারে॥
তবে প্রভু যাত্রা দেখি সর্ব্ব গোষ্ঠী সঙ্গে।
আইলা বাসায় প্রভু প্রেমানন্দ রঙ্গে॥

বাসায় বিদায় কৈলা বৈষ্ণব সবারে।
বিরলে রহিলা নিজানন্দে একেশ্বরে॥
যার যে বাসায় সবে করিল গমন।
বিদ্যানিধি দামোদর সঙ্গে অনুক্ষণ॥
অন্যান্যে দুহাঁর যতেক মন কথা।
নিষ্কপটে দুঁহে কহে দুঁহারে সর্ব্বথা॥
মাণ্ডুয়া বসন যে ধরিলা জগন্নাথে।
সন্দেহ জন্মিল বিদ্যানিধির ইহাতে॥
জিজ্ঞাসিলা দামোদর স্বরূপের স্থানে।
মাণ্ডুয়া বসন ঈশ্বরের দেন কেনে॥
এদেশে ত শ্রুতি স্মৃতি সকল প্রচুরে।
তবে কেনে বিনা ধৌতে মণ্ড বস্ত্র পরে॥
দামোদর-স্বরূপ কহেন শুন কথা।
দেশাচারে ইথে দোষ না লয়েন এথা॥
শ্রুতি স্মৃতি যে জানে সে না করে সর্ব্বথা।
এ যাত্রায় এই মত সর্ব্ব কাল এথা॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি না থাকে অন্তরে।
তবে দেখ রাজা কেনে নিষেধ না করে॥
বিদ্যানিধি বলে ভাল করুক ঈশ্বরে।
ঈশ্বরের যে কর্ম্ম সেবকে কেনে করে॥
প্রজা পাণ্ডা শিশুপাল পড়িছা বেহারা।
অপবিত্র বস্ত্র কেনে ধরে বা ইহারা॥
জগন্নাথ ঈশ্বর সম্ভবে সব তানে।
তান আচরণ কি করিবে সর্ব্ব জনে॥
মণ্ড বস্ত্রে স্পর্শে হস্ত ধুইলে সে শুদ্ধি।
ইহারা না করে কেনে হইয়া সুবুদ্ধি॥
রাজা পাত্র অবোধ যে ইহা না বিচারে।
রাজাও মাণ্ডুয়া বস্ত্র দেন নিজ শিরে॥
দামোদর স্বরূপ বলেন শুন ভাই।
হেন বুঝি ওড়ন যাত্রায় দোষ নাই॥
পরব্রহ্ম জগন্নাথ রূপ অবতার।
বিধি বা নিষেধ এথা না করি বিচার॥
বিদ্যানিধি বলে ভাই শুন এক কথা।
পরব্রহ্ম জগন্নাথ বিগ্রহ সর্ব্বথা॥
তান দোষ নাহি বিধি নিষেধ লঙ্ঘিলে।
এ গুলাও ব্রহ্ম হইল থাকি নীলাচলে॥
ইহারাও ছাড়িলেক লোক ব্যবহার।
সবে হইলেন ব্রহ্মরূপ অবতার॥
এত বলি সর্ব্ব পথে হাসিয়া হাসিয়া।
যায়েন যে হেন হাস্যাবেশ যুক্ত হৈয়া॥
দুই সখা হাতা হাতি করিয়া হাসেন।
জগন্নাথ দাসেরও আচার দোষেন॥
সবে না জানেন সর্ব্ব দাসের প্রভাব।
কৃষ্ণ সে জানেন যার যত অনুরাগ॥
ভ্রম করায়েন কৃষ্ণ আপন দাসেরে।
ভ্রমচ্ছেদ করে পাছে সদয় অন্তরে॥
ভ্রম করাইলা বিদ্যানিধিরে আপনে।
ভ্রমচ্ছেদ কৃপায় শুনিবা এই ক্ষণে॥
এই মত রঙ্গে ঢঙ্গে দুই প্রিয় সখা।
চলিলেন কৃষ্ণ কার্য্যে যার বাসা যথা॥
ভিক্ষা করি আইলেন গৌরাঙ্গের স্থানে।
প্রভু স্থানে আসি সবে থাকিলা শয়নে॥
সকল জানেন প্রভু চৈতন্য গোসাঞি।
জগন্নাথ রূপে স্বপ্নে গেলা তান ঠাঞি॥
অদ্ভুত দেখিলা বিদ্যানিধি মহাশয়।
জগন্নাথ বলাই আসি হইলা বিজয়॥
ক্রোধ রূপ জগন্নাথ বিদ্যানিধি দেখে।
আপনে ধরিয়া তাঁরে চড়ালেন মুখে॥
দুই ভাই মিলি চড় মারে দুই গালে।
হেন দৃঢ় চড়ায় অঙ্গুলি গালে ফুলে॥

দুঃখ পাই বিদ্যানিধি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
অপরাধ ক্ষম বলি পড়ে পদতলে॥
কোন অপরাধে মোরে মারহ গোসাঞি।
প্রভু বলে তোর অপরাধের অন্ত নাই॥
মোর জাতি মোর সেবকের জাতি নাই।
সকল জানিলা তুমি রহি এক ঠাঞি॥
তবে কেনে রহিয়াছ জাতি নাশা স্থানে।
জাতি রাখি চল তুমি আপন ভবনে॥
আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নির্ব্বন্ধ।
তাহাতেও ভাব অনাচারের সম্বন্ধ॥
আমারে করিয়া ব্রহ্ম সেবক নিন্দিয়া।
মাণ্ডুয়া কাপড় স্থানে দোষ দৃষ্টি দিয়া॥
স্বপ্নে বিদ্যানিধি মহা ভয় পাই মনে।
ক্রন্দন করেন মাথা ধরি শ্রীচরণে॥
সব অপরাধ প্রভু ক্ষম পাপীষ্ঠেরে।
ঘটিলুঁ ঘটিলুঁ এই বলিল তোমারে॥
যে মুখে হাসিনু প্রভু তোর সেবকেরে।
সে মুখের শাস্তি প্রভু ভাল কৈলে মোরে॥
ভাল দিন হৈল আজি মোর সুপ্রভাত।
মুখ কপোলের ভাগ্যে বাজিল শ্রীহাত॥
প্রভু বলে তোরে অনুগ্রহের লাগিয়া।
তোমারে করিনু শাস্তি সেবক দেখিয়া॥
স্বপ্নে বিদ্যানিধি প্রতি প্রেমদৃষ্টি হৈয়া।
রাম কৃষ্ণ দেউলে আইলা দুই ভায়া॥
স্বপ্ন দেখি বিদ্যানিধি জাগিয়া উঠিলা।
গালে চড় দেখি সব হাসিতে লাগিলা॥
শ্রীহস্তের চড়ে সব ফুলিয়াছে গাল।
দেখি প্রেমনিধি বলে বড় ভাল ভাল॥
যেন কৈনু অপরাধ তার শাস্তি পাইনু।
ভালই কৈলেন প্রভু অল্পে এড়াইনু॥
দেখ দেখ এই বিদ্যানিধির মহিমা।
সেবকেরে দয়া যত তার এই সীমা॥
পুত্র যে প্রদ্যুম্ন তাহারেও হেন মতে।
চড় না মারেন প্রভু শিক্ষার নিমিত্তে॥
জানকী রুক্মিণী সত্যভামা আদি যত।
ঈশ্বর ঈশ্বরী আর আছে কত কত॥
সাক্ষাতেই মারে যার অপরাধ হয়।
স্বপ্নের প্রসাদ শাস্তি দৃশ্য কভু নয়॥
স্বপ্নে দণ্ড পায় কিবা অর্থ লাভ হয়।
জাগিলে পুরুষ সে সকল কিছু নয়॥
শাস্তি বা প্রসাদ প্রভু স্বপ্নে যারে করে।
সে যদি সাক্ষাতে লোকে দেখে ফল ধরে॥
তার বড় ভাগ্যবান নাহিক সংসারে।
স্বপ্নেও না কহে কিছু অভক্ত জনেরে॥
সাক্ষাতে সে এই সব বুঝহ বিচারে।
এই যে যবনগণে নিন্দা হিংসা করে॥
তাহারাও স্বপ্নে অনুভব মাত্র চায়।
নিন্দা হিংসা করে দেখি স্বপ্ন নাহি পায়॥
ভুবনের কি দায় যে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
তাঁরা যত অপরাধ করে অনুক্ষণ॥
অপরাধ হৈলে দুই লোকে দুঃখ পায়।
স্বপ্নেও অভক্ত পাপীষ্ঠেরে না শিখায়॥
স্বপ্নে প্রত্যাদেশ প্রভু করেন যাহারে।
সেই মহাভাগ্য হেন মানে আপনারে॥
সাক্ষাতে আপনে স্বপ্নে মারিল তাহারে।
যে প্রসাদ সবে দেখে শ্রীপ্রেম নিধিরে॥
তবে পুণ্ডরীক দেব উঠিলা প্রভাতে।
চড়ে গাল ফুলিয়াছে দেখে দুই হাতে॥
প্রতি দিন দামোদর স্বরূপ আসিয়া।
জগন্নাথ দেখে দোঁহে এক সঙ্গ হৈয়া॥

প্রত্যহ আইসে স্বরূপ সে দিন আইলা।
আসিয়া তাহাকে কিছু কহিতে লাগিলা॥
সকালে আইস জগন্নাথ দরশনে।
আজি শয্যা হইতে নাহি উঠ কি কারণে॥
বিদ্যানিধি বলে ভাই হেথায় আইস।
সব কথা কব মোর এথ আসি বৈস॥
দামোদর আসি দেখে তার দুই গাল।
ফুলিয়াছে চড় চিহ্ন দেখেন বিশাল॥
দামোদর স্বরূপ জিজ্ঞাসে এক কথা।
কেনে গাল ফুলিয়াছে কি পাইলে ব্যথা॥
হাসিয়া বলেন বিদ্যানিধি মহাশয়।
শুন ভাই কালি গেল যতেক সংশয়॥
মাণ্ডুয়া কাপড় যে করিনু অবিজ্ঞান।
তার শাস্তি গালে এই দেখ বিদ্যমান॥
আজি স্বপ্নে আসি জগন্নাথ বলরাম।
দুই দণ্ড চড়ায়েন নাহিক বিশ্রাম॥
মোর পরিধান বস্ত্র করিলে নিন্দন।
এই বলি গালে চড়ায়েন দুই জন॥
গালে বাজিয়াছে অঙ্গুলের শ্রীঅঙ্গুরি।
ভাল মতে উত্তর করিতে নাহি পারি॥
এ লজ্জায় কাহারে সন্তোষ নাহি করি।
গাল ভাল হইলে সে বাহির হইতে পারি॥
এই কথা অন্যত্র কহিতে যোগ্য নহে।
বড় ভাগ্য হেন ভাই মানিনু হৃদয়ে॥

ভাল শাস্তি পাইনু অপরাধ অনুরূপ।
এ নহিলে পড়িতাম মহা অন্ধকূপ॥
বিদ্যানিধি প্রতি দেখি স্নেহের উদয়।
আনন্দে ভাসেন দামোদর মহাশয়॥
সখার সম্পদে হয় সখার উল্লাস।
দুই জনে হাসেন পরমানন্দ হাস॥
দামোদর স্বরূপ বলেন শুন ভাই।
এমত অদ্ভুত দণ্ড দেখি শুনি নাই॥
স্বপ্নে আসি শাস্তি করে আপন সাক্ষাতে।
আর শুনি নাই সবে দেখিনু তোমাতে॥
হেন মতে দুই সখা ভাসেন সন্তোষে।
রাত্র দিন না জানেন কৃষ্ণকথা রসে॥
হেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রভাব।
ইহানে সে গৌরচন্দ্র প্রভু বলে বাপ॥
পদস্পর্শ ভয়ে না করেন গঙ্গাস্নান।
সবে গঙ্গা দেখেন করেন জল পান॥
এ ভক্তের নাম লৈয়া গৌরাঙ্গ ঈশ্বর।
পুণ্ডরীক বাপ বলি কান্দেন বিস্তর॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চরিত্র শুনিলে।
অবশ্য তাহারে কৃষ্ণ পাদপদ্ম মিলে॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি চৈতন্য ভাগবতে শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি উপাখ্যান শেষখণ্ড সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ স্বয়ং ভগবান্।

(শ্রীল রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ লিখিত)

শ্রীচৈতন্যভাগবতই বঙ্গভাষায় শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ চরিতের প্রথম গ্রন্থ। শ্রীমন্মুরারিগুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিত ও শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর লিখিত শ্রীচৈতন্য চরিত মহাকাব্য সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন দাস মুরারির কড়চা হইতে অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন; স্থানে স্থানে মূল সংস্কৃতের অবিকল বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীমৎকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবতের নাম শ্রীচৈতন্য মঙ্গল বলিয়াই জানিতেন। শ্রীমৎলোচন দাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত নামে খ্যাত হইল। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থেরই নাম শ্রীচৈতন্যমঙ্গল বলিয়া প্রকাশিত করিয়া বলিয়াছেন,—

মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। যার মুখে বক্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥

যাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই এই লীলাগ্রন্থের শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রণেতার অদ্ভুত লীলালিখন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-চরিতের অতি উজ্জ্বল চিত্রনৈপুণ্য দেখিয়া বাস্তবিকই বিমুগ্ধ হইয়াছি। ভজননিষ্ঠচিত্ত ভজনের আদর্শ শ্রীবিগ্রহ সন্দর্শনের জন্য নিরন্তর ব্যাকুল হয়। যাঁহারা নিরাকার ব্রহ্ম, সবিশেষ ব্রহ্ম ইত্যাকার বাগ্‌বিশেষ অবলম্বন করিয়া উপাস্য তত্ত্বের চিন্তা করেন, তাঁহারা তাহা স্বচ্ছন্দে করুন। কিন্তু ভক্তসমাজ চিরদিনই নেত্রমনোরঞ্জন, চিত্ত-বিনোদন শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-বিগ্রহের ধ্যান ভিন্ন উপাসনানন্দ সম্ভোগ করিতে পারেন না।

শ্রীভগবান্ জগতে স্বীয় রূপ প্রকটন করিয়া অবতীর্ণ হন। তাঁহার লীলাচরিত অনন্য-সাধারণ। তাঁহার রূপগুণ লোকাতীত। তিনি মৎস্যরূপে, কূর্ম্মরূপে ও বরাহ প্রভৃতিরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রাকৃত মৎস্য, প্রাকৃত কূর্ম্ম ও প্রাকৃত বরাহের ন্যায় সেই সকল অবতারের কোনও লক্ষণ ছিল না—তিনি মৎস্যরূপে আসিলেন, জগতের ইতিহাসে তেমন মৎস্যের বর্ণনা আর কোথাও নাই—বরাহাদি অবতারের কথাও সেইরূপ। রাম ও কৃষ্ণ দ্বিভুজ মনুষ্য রূপে অবতীর্ণ হইলেন,—আকার মনুষ্যেরই মত, কিন্তু জগতের ইতিহাস রূপেগুণে শৌর্য্যেবীর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে তেমন মানুষ একেবারেই অসম্ভব। ইঁহারা অলৌকিক নিখিল গুণের পরাকাষ্ঠা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অবতারের বিশেষ লক্ষণ আছে। ভক্তগণ ভক্তির নেত্রে তাহাতেই তাঁহাকে অবতার বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু ভগবদ্‌বতার যখন জগতে আবির্ভূত হন, তিনি যে-সে জীবের ন্যায় জগতে প্রকট হন না। তিনি অলৌকিক ও অনন্য সাধারণ রূপগুণাদি লক্ষণ সহ আত্মপ্রকটন করেন।

আমরা সর্ব্বত্রই কৃত্রিম অবতারের কথা শুনিতে পাই। কিন্তু ভক্তকল্পিত অবতার,—ছদ্ম অবতার,—ও প্রকৃত অবতার—ইঁহাদের মধ্যে সুবিস্তর পার্থক্য আছে। তীক্ষ্ণ প্রতিভাবান্ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিমহোদয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "প্রভো অবতার চিনিব কিরূপে?" সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন :—

অবতার নাহি কহে আমি অবতার। মুনিগণ জানি করে লক্ষণে বিচার॥

শ্রীভাগবতে লিখিত হইয়াছে :—

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেষশরীরিণঃ। তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈ বীর্য্যৈ দেঁহিষসঙ্গতৈঃ॥ ১০ স্কন্ধ ১০।৩০ শ্লোক।

অর্থাৎ যিনি প্রাকৃত শরীরবিহীন হইয়াও অপ্রাকৃতদেহে ইহজগতে লীলাপ্রকটন করেন, সেই শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত দেহসকলে যে সকল বীর্য্য প্রকটিত হয়, সেই সকল বীর্য্য প্রাকৃত জীবদেহে পরিলক্ষিত হয় না, সেই সকল অশেষ কল্যাণগুণ বার্য্যাদি এত অধিক যে ইহ জগতে কোথাও সে সকলের তুলনা মিলে না। ইহাই ভগবদবতারগণের লক্ষণ। এখানে বীর্য্য পদটী উপলক্ষণ মাত্র। ইহাতে ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, সৌন্দর্য্য জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি ভগবত্তার সকল লক্ষণই বুঝিতে হইবে। ভগবান্ যখন মানবসমাজে মানুষের আকারে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার ন্যায় সৌন্দর্য্যশালী, জ্ঞানবৈরাগ্যশালী, ঐশ্বর্য্যবীর্য্যশালী ও যশোগৌরবশালী অপর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাই অবতার-পরিজ্ঞানের প্রকৃত মানদণ্ড।

ভক্তগণ আপন আপন গুরুদেবগণকে ভগবান্ বলিতে পারেন, সেরূপ বলাও অশাস্ত্রীয় নহে। গুরুদেবকে শ্রীভগবানের সহিত অভিন্ন ভাবে দেখাই শিষ্যের কর্ত্তব্য। কিন্তু এ বিষয়ে গুরুদেব শিষ্যগণকে সতর্কভাবে অভিমত প্রকাশ করিতে উপদেশ দিবেন।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে যাঁহারা শ্রীভগবান্ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাতে পূর্ণ-পূর্ণরূপেই ভগবত্তা দেখিয়াছিলেন। তেমন সৌন্দর্য্য কেহ কখনও কোনও মানুষে দেখিতে পান নাই। তাঁহার শ্রীঅঙ্গের অতুল্যসৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইতেন—এমন রূপতো কেহ কখনও দেখেন নাই। এমন অদ্ভুত নিরূপম সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য জীবদেহে একেবারেই অসম্ভব। শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত হইয়াছে :—

জিনিয়া রবিকর শ্রীঅঙ্গসুন্দর নয়নে হেরই না পারি।
আয়ত লোচন ঈষত বঙ্কিম উপমা নাহিক বিচারি॥
রূপ কোটি মদন জিনিয়া। হাসে নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া॥
অতি সুমধুর মুখ আঁখি। মহারাজ চিহ্ন সব দেখি॥
শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোভে। সব অঙ্গে জগমন লোভে॥

শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে :—

তপ্তহেম সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর। নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর॥
দৈর্ঘ্যে বিস্তারে যেই আপনার হাতে। চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাত॥
ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল হয় তার নাম। ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল তনু চৈতন্যগুণধাম॥ *
আজানুলম্বিত ভুজ কমল লোচন। † তিলফুল সম নাসা সুধাংশু বদন॥

---

* ন্যগ্রোধৌতু স্মৃতৌ বাহু ব্যামন্যগ্রোধ উচ্যতে।
ব্যামেন উচ্ছ্রয়ো যস্য অধোঊর্দ্ধঞ্চ দেহিনঃ।
সমচ্ছ্রয়পরীণাহ ন্যগ্রোধপরি মণ্ডলঃ॥ মৎস্যপুরাণে

একব্যামের পরিমাণ সাড়েতিন হাত মাত্র। কিন্তু মহাপ্রভুর দৈর্ঘ্য তদীয় আজানুলম্বিত হস্তের চারিহাত। এজগতে এরূপ সুদীর্ঘ পুরুষ দেখা যায় না।

† স জয়তি বিশুদ্ধ বিক্রমঃ। বরজানু বিলম্বিত ষড়্ভুজঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ। বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ।—শ্রীমুরারি গুপ্তের করচা।

মহাভারতের দানধর্ম্মে সহস্র নাম স্তোত্র হইতে একটি শ্লোক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের প্রমাণার্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন তদ্ যথা :—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তঃ নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আরও বহু স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের অনন্য-সাধারণ লোকতীত জগদাকর্ষি রূপের বর্ণনা আছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কৃত লীলা-লেখকগণের এবং পরবর্ত্তী পদাবলীরচয়িতৃগণের বর্ণনায় শ্রীগৌরাঙ্গের যে অলৌকিক রূপলাবণ্য-সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদির বর্ণনা আছে, তাহা বাঙ্গালী পাঠকগণের নিকটে বলাই বাহুল্য। অবতারের এক বিশিষ্ট লক্ষণ—রূপলাবণ্য দ্বারা জগৎজীবের চিত্তাকর্ষণ করা। শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণরূপেরও এই জগদাকর্ষকত্ব গুণ লিখিত হইয়াছে যথা :—

ত্রৈলোক্য সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং, যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগা পুলকান্যবিভ্রন্।

শ্রীভগবানের এ জগতে অবতরণের প্রধানতম উদ্দেশ্য—মহাকারুণ্য প্রকটন। ইহা তাঁহার নিজেরই শ্রীমুখোক্তি। তিনি এমন সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য লইয়া জগতে স্বয়ং অবতীর্ণ হন যে তাঁহার রূপ দেখিয়া পতিতপাষণ্ডগণ পর্য্যন্ত তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণাবতার অপেক্ষাও শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের অধিকতর মাহাত্ম্য পরিলক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণাবতারে সুদর্শন চক্র, কৌমুদিকী গদা, পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রভৃতি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ কংসনরকাদি দৈত্যের বিনাশ করেন। কিন্তু এই করুণাময় ও মহামহিমময় অবতারে অস্ত্রগ্রহণের প্রয়োজন হয় নাই, যথা :—

প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্ত কাঞ্চনের দ্যুতি। যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান তমস্ততি॥
জীবের কলুষ তম নাশ করিবারে। অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে॥
ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম। তাহার কলুষ নাম সেই মহাতম॥
বাহু তুলি হরি বলি প্রেম দৃষ্টে চায়। করিয়া কলুষ নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥
শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন। তার পাপক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন॥
অন্য অবতারে সব সৈন্য শস্ত্র সঙ্গ। চৈতন্য-কৃষ্ণের সৈন্য, অস্ত্র উপাঙ্গ॥

শ্রীচরিতামৃত আদিলীলা ১ পরিচ্ছেদ,

গীতায় শ্রীভগবান্ স্বীয়মুখে তদীয় অবতরণের হেতু সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

শ্রীকৃষ্ণাবতারে জরাসন্ধ সহ সংগ্রামে ও মুরনরকাদি-বিনাশে প্রতপ্ত নরশোণিতে যিনি রণক্ষেত্রগুলিকে নরনয়নের বিভীষিকা উৎপাদক করিয়া তুলিয়াছিলেন,—রণভূমিসমূহকে অজস্র নরশোণিতে কর্দ্দমিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন—কলিযুগের এই মহাকারুণ্যময় ও প্রেমরসময় অবতারে তিনি কেবল প্রেমদৃষ্টিতেই দৈত্যদানবদের নারকীয় হৃদয়ে গোলক-বৈকুণ্ঠের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পদ কর্ত্তা বলেন—

"এবে অস্ত্র না ধরিলা, প্রাণে কারে না বধিলা, প্রেমে ত্রাণ করিলা সবায়।"

এই সকল গুণেই আমাদের ন্যায় পতিত পাষণ্ড পক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরই প্রধানতম উপাস্য।

এখন তাঁহার বিদ্যা-বৈভবের কথা বলিতেছি। যিনি ষড়্‌দর্শনের জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীমদ্ বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহোদয়কে এবং তৎকালীন সারস্বতীশক্তির মহাকেন্দ্রস্থানীয় বারাণসীর মায়াবাদসন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের বিশ্ববিশ্রুত আচার্য্য বেদবেদান্ত-সাংখ্য-পাতঞ্জল-ন্যায়-বৈশেষিক-পূর্ব্বমীমাংসাদি আগম-নিগম-পুরাণ কাব্য ইতিহাস প্রভৃতি অশেষ শাস্ত্রের অনর্গল বক্তা শ্রীপাদ প্রকাশানন্দকে বিচারে পরাজিত করিয়াছিলেন, দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের সমুজ্জ্বল প্রতিভাকেও যিনি

মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিম্লান করিয়া ফেলিয়াছিলেন—বিপুল শাস্ত্রসাগরসঞ্চারী শ্রীপাদ সনাতন শ্রীরূপ ও শ্রীরাম রায় যাঁহার অলৌকিক বিদ্যাবৈভব-দর্শনে তদীয় পাদমূলে চিরতরে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ সময়ে নানাবিধ সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান শাস্ত্রকুশল আচার্য্যগণ যাঁহার সঙ্গে বিচারে পরাস্ত হইয়া যাঁহাকে স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহার বিদ্যাবৈভবের উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করা অসম্ভব। তথাপি শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি। লোকে কথায় বলে,—উঠন্ত বৃক্ষ অঙ্কুরে জানা যায়। শ্রীগৌরসুন্দরের অবতরণের কিঞ্চিৎ পরেই জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ তদীয় মাতামহ শ্রীমৎ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তিমহোদয় আসিয়া শিশুর লগ্নপত্র করিয়া দেখিতে পাইলেন—

মহারাজ লক্ষণ সকল লগ্নে কয়। রূপ দেখি চক্রবর্ত্তী হইলা বিস্ময় ॥
বিপ্র রাজা গৌড়ে হইবেক হেন আছে। বিপ্র বলে সেই রাজা জানিবা তা পাছে ॥
মহা জ্যোতির্ব্বিদ্ বিপ্র সবার অগ্রেতে। লগ্ন অনুরূপ কথা লাগিলা কহিতে ॥
লগ্নে যত দেখি এই বালক মহিমা। রাজা হেন বাক্যে তারে দিতে নারি সীমা ॥
বৃহস্পতি জিনিয়া হইবে বিদ্যাবান্। অল্পেই হইবে সর্ব্বগুণের নিধান ॥
সেইখানে বিপ্ররূপে এক মহাজন। প্রভুর ভবিষ্য কর্ম্ম কহয়ে কথন ॥
বিপ্র বলে এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ। ইহা হইতে সর্ব্ব ধর্ম্ম হইবে স্থাপন ॥
ইহা হইতে হইবেক অপূর্ব্ব প্রচার। এ শিশু করিবে সর্ব্বজনার উদ্ধার ॥
ব্রহ্মা শিব শুবে যাহে বাঞ্ছে অনুক্ষণ। ইহা হইতে তাহা পাইবেক সর্ব্বজন ॥
সর্ব্বভূতে দয়ালু নির্ব্বেদ দরশনে। সর্ব্ব জগতের প্রীতি হইবে ইহানে ॥
অন্যের কি দায়,—বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন। তাহারাও এ শিশুর ভজিবে চরণ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কীর্ত্তি গাইবে ইহান। আদি বিপ্র এ শিশুরে করিবে প্রণাম ॥
ভাগবত ধর্ম্মময় ইহান শরীর। দেব দ্বিজ গুরু পিতৃমাতৃ ভক্ত ধীর ॥
বিষ্ণু যেন অবতরি লওয়ায়েন ধর্ম্ম। সেই সব এ শিশু করিবে সর্ব্ব কর্ম্ম ॥
হেন কোষ্ঠি বলিলাম আমি ভাগ্যবান্। শ্রীবিশ্বম্ভর নাম হইবে ইহান ॥
ইহানে বলিবে লোকে নবদ্বীপ চন্দ্র। এ বালকে জানিও কেবল পরানন্দ ॥

এইরূপে শ্রীমৎনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও অপর এক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ইহার আবির্ভাব সময়েই জন্ম লগ্ন বিচারে ইঁহার মহাভগবত্তা সম্বন্ধে ভবিষ্যবাণী করিয়াছিলেন। সেই ভবিষ্যবাণীসমূহ লীলাসময়ে বর্ণে বর্ণে সত্যঘটনায় পরিণত হইয়াছিল—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশ, সমগ্র সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য পূর্ণতমরূপে শ্রীগৌরলীলায় অভিব্যক্ত হইয়াছিল। বিদ্বদ্‌বরেণ্য শ্রীমদ্‌বাসুদেব সার্ব্বভৌম ইহার ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তিদর্শন করিয়াছিলেন। সর্ব্বসদাচারসম্পন্ন জ্ঞানবিজ্ঞানবিভাসিত শ্রীমদ্‌অদ্বৈতাচার্য্য ইঁহার সমুজ্জ্বল প্রেমানন্দরসবিগ্রহ ভুবন-জনগণমনোমোহন শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ শ্রীরায় রামানন্দ ইঁহার রসরাজ মহাভাব-মিলিত, অনন্যদৃষ্ট অদ্ভুত শ্রীবিগ্রহ দেখিয়া বিমুর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুও ইহার ষড়্‌ভুজ-মূর্ত্তির দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। মহাপ্রকাশের সময়ে শত শত ভক্ত ইঁহার নানাপ্রকার অবতার-বিগ্রহ-দর্শনে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

শ্রীপাদ অদ্বৈতাচার্য্যের শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ মূর্ত্তি-সন্দর্শন ও তাঁহার আরাধনা—শ্রীবাসগৃহে মহাপ্রকাশের ন্যায়—এক পরম অলৌকিক ব্যাপার। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য—তিনি বহুবার শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভগবত্তায় সন্দেহ

করেন, তাঁহার কৃপায় অবশেষে তাঁহার সর্ব্বসংশয় নিরস্ত হয়। বহু পরীক্ষার পরে তিনি শ্রীমৎশচীনন্দনকে স্বয়ংভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন। এই অবস্থার কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বর্ণনা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

দূরে থাকি দণ্ডবৎ করিতে করিতে। সস্ত্রীক আইসে স্তব পড়িতে পড়িতে ॥
পাইয়া নির্ভয় পদ আইলা সম্মুখে। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অপরূপ বেশ দেখে ॥

এই চিত্তচমৎকার রূপের বর্ণনা শ্রীচৈতন্যভাগবতের বেদব্যাস ভক্তশ্রেষ্ঠ অমরকবি শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন দাসের আবিষ্ট ভাবোথ ভাষায় লিখিত আছে যথা :—

জিনিয়া কন্দর্প কোটি পরম সুন্দর। জ্যোতির্ম্ময় কনক সুন্দর কলেবর ॥
প্রসন্ন বদন, কোটি চন্দ্রের ঠাকুর। অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর ॥
দুই বাহু কোটি কনকের স্তম্ভ জিনি। তহি দিবা আভরণ রত্নের খেচনি ॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মহামণি শোভে বক্ষে। মকর কুণ্ডল বৈজয়ন্তী মালা দেখে ॥
কোটি মহাসূর্য্য যিনি তেজে নাহি অন্ত। পাদপদ্মে হেমছত্র ধরয়ে অনন্ত ॥
কিবা নখ কিবা মণি না পারি চিনিতে। ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে ॥

শ্রীপাদ অদ্বৈতাচার্য্য ভক্ত-শিরোমণি। তিনি এবার শ্রীগৌরাঙ্গের যে রূপ প্রত্যক্ষ করিলেন—তাহা অসাধারণ। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানেই শ্রীগৌরাঙ্গ পূজা করিতে উপদেশ দান করেন, এখানে তাঁহাদের ভাবিবার অনেক বিষয় আছে। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য যতবার শ্রীগৌরাঙ্গরূপ দর্শন করিয়াছেন, প্রত্যেক বারেই "জ্যোতির্ম্ময় কনকসুন্দর কলেবর" রূপই তাঁহার দৃষ্টিপথকে আলোকিত করিয়া বিরাজমান হইতেন। তিনি তাঁহাকে "ফুল্লেন্দীবরকান্তি" রূপে দেখেন নাই। একবার তিনি শ্রীগৌরের শ্যামসুন্দররূপ দর্শনার্থ কুতুহলী হইয়া শ্রীপাদ শ্রীবাসের নিকটে অতীব সঙ্কোচিত ভাবে বলিয়াছিলেন—'শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্যামসুন্দর রূপ কেমন তাহা দর্শনের জন্য আমার চিত্তে কৌতুহল হইতেছে, কিন্তু পাছে বা প্রভু মনে করেন যে, তাঁহার গৌররূপে আমার প্রীতি নাই—এই ভয়ে আমি সাহস করিয়া আমার কৌতুহলের কথা তাঁহাকে জানাইতে পারিতেছি না।' শ্রীবাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে এই কথা নিবেদন করেন এবং তখন দয়াময় মহাপ্রভু অদ্বৈতের সমীপে শ্যামসুন্দররূপ প্রকটন করিয়া তাঁহার কৌতুহল প্রশমিত করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমৎ আচার্য্য আর কখনও তাঁহার শ্যামরূপ দর্শন করেন নাই। তিনি জ্যোতির্ম্ময় কনককান্তি শ্রীগৌররূপেরই অর্চ্চনা করিতেন। তাঁহার বিশিষ্টতা এই যে শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীবাসানুজ রামাইকে শান্তিপুরে পাঠাইয়া সপত্নী শ্রীপাদ অদ্বৈতকে আনয়ন করিয়া তাঁহার আরাধনা করিতে আদেশ করেন তখন শ্রীল অদ্বৈত শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহারই পূজা করিয়াছিলেন। এই রূপের বর্ণনায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে :—

"ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে"

গৌরবর্ণ, কিন্তু হাতে বাঁশী—উহা বাদনোপযোগিভাবে অধরে ন্যস্ত; মূর্ত্তি, ত্রিভঙ্গরূপা। মস্তকে চাঁচরচুলে শিখি-চন্দ্রিকাচূড়ার উল্লেখ না থাকিলেও গোপবেশোচিত চূড়া-বিন্যাস যে তিনি দেখিয়াছিলেন—ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। কেন না এইরূপ কখনও চূড়াবিহীন ভাবে শোভনীয় হয় না। শ্রীমৎ শচীনন্দনের এই রূপ—কৃষ্ণগোবিন্দ নহেন—ইহাই শ্রীগৌরগোবিন্দ মূর্ত্তি। "রসরাজ মহাভাব দুই-এ একরূপ" (যাহা শ্রীরামানন্দের দৃষ্ট)—তাহা যে কিরূপ—আমরা তাহা বলিতে পারি না, বুঝিতে পারি না—ধারণাতেও আনিতে পারি না। শ্রীভগবান্ সেরূপ কখনও অন্য কাহাকেও দেখান নাই।

কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ বিগ্রহ ভক্তগণের ধ্যানগম্য। আমরাও ভক্ত-কৃপায় ইহার ধ্যানাভাস লাভ করিতে পারি।

এই রূপের অর্চ্চনা-আরাধনা করিতে হইলে "ফুল্লেন্দীবরকান্তি" ধ্যান,—প্রকৃতবর্ণ-বৈপরীত্যদ্যোতক ও শ্রীভগবানের গৌররূপের নিত্যতা-বিঘাতক হয়; শ্রীপাদ রূপ-বর্ণিত "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত" কৃষ্ণরূপের শব্দার্থবোধ-প্রসঙ্গের সমুচ্ছেদ হইয়া পড়ে। এই মহাবাক্যের কোনও অর্থই থাকে না। শ্রীভগবানের এই চিত্তচমৎকার কনককান্তি বিলোপ করার জন্য যাঁহারা প্রয়াসী, তাহাদের কাল্পনিক অলীক অভিসন্ধি সম্বন্ধে স্বতঃই সন্দেহের উদয় হয়। শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের কৃপায় এবং তদীয় নিষ্ঠাবান্ ভক্তগণের কৃপাশীর্ব্বাদে বহুবার এই দুরভিসন্ধির বিষদন্ত উৎপাটিত করা হইয়াছে; এই স্থানে তাহার পুনরুল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক। শ্রীগৌরগোবিন্দের পূজায় দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রের যে উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাও তদ্ভাব-বিশিষ্ট শ্যামসুন্দরার্চ্চননিষ্ঠ সাধকগণেরই উপাসনা-প্রণালীনিবদ্ধ বিধান বলিয়াই বুঝিতে হইবে। মধ্যখণ্ডের দশম অধ্যায়ে স্পষ্টতঃই লিখিত হইয়াছে :—

যে মন্ত্রেতে যে বৈষ্ণব ইষ্টধ্যান করে। সেইমত দেখয়ে ঠাকুর বিশ্বম্ভরে॥

সুতরাং যাহারা দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রের উপাসক ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে সেই মন্ত্রের ধ্যেয়রূপেই দেখিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরামভজননিষ্ঠ মুরারিগুপ্ত মহাশয়ও যে দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন, একথার কোনও প্রমাণ নাই। শ্রীশ্রীগৌরভগবান্ যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উপাসকের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশমান হইয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহার বহুল প্রমাণ আছে।

কিন্তু এস্থলে শ্রীমদ্অদ্বৈতাচার্য্যের নিকটে তিনি যে অতি মনোহর জ্যোতির্ম্ময় বংশীবদন "কনককান্তি" গৌরগোবিন্দরূপে প্রকাশমান হইয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যভাগবতের পয়ারঅক্ষরগুলিই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। ইহার অন্য অর্থ হয় না। "ধ্যানন্তু রূপচিন্তনম্"। তাঁহার প্রত্যক্ষরূপই এখানে "কনককান্তি ও বংশীধর"। এখানে শ্রীপাদ শ্রীরূপ-বর্ণিত "রাধা-দ্যুতিসুবলিত গৌরকৃষ্ণই সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন ও প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন। সুতরাং ফুল্লেন্দীবরকান্তি ধ্যান এই কনককান্তিতে ধ্যানচিন্তনবিষয়ে অব্যাপ্তিদোষ দুষ্ট,—ইহা একবারেই সুনিশ্চয়। তাত্ত্বিক ভাবে এই গৌরভগবান্‌কে যজ্ঞবরাহ বলুন, নৃসিংহ বলুন, মৎস্য বলুন অথবা কূর্ম্মই বলুন, সকলই ইঁহাতে আছে—ইনি যখন অংশী, তখন অংশ ও কলা সকলই ইহাতে আছে,—এমন কি শ্রীরাধাকৃষ্ণ ইহাতেই একধারে আছেন। মহাপ্রকাশের অভিষেকের পরেও দয়াময় মহাপ্রভু ভক্তগণকে আপন আপন ইষ্টমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন—শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে :—

সাত প্রহরিয়াভাবে লোকে খ্যাতি যার। যহি প্রভু হইলেন সর্ব্ব অবতার॥

শ্রীলঅদ্বৈতাচার্য্যের স্তোত্রটীও এই উক্তির প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে, তদ্‌যথা :—

এই শ্লোক পড়ি আগে নমস্কার করি। শেষে স্তুতি করে নানা শাস্ত্র অনুসারি॥
জয় জয় ভকত বচন সত্যকারী। জয় জয় মহাপ্রভু মহা অবতারী॥
জয় জয় হরেকৃষ্ণ মন্ত্রের প্রকাশ। জয় জয় নিজভক্তি-গ্রহণ-বিলাস॥
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্ত শয়ন। জয় জয় জয় সর্ব্ব জীবের জীবন॥
তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ। তুমি মৎস্য, তুমি কূর্ম্ম, তুমি সনাতন॥
তুমি সে বরাহ, প্রভো তুমি সে বামন। তুমি সে যুগে যুগে দেবের পালন॥
তুমি রক্ষকুল-হন্তা জানকী-জীবন। তুমি প্রভু বরদাতা অহল্যা-মোচন॥
তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি কৈলা অবতার। হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ নাম যার॥

ইহাতে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে—শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরকে কেবল অবতারী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই,—মহাবতারী বলিয়াই তাঁহার স্তব করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার মহোদয়ের অভিমতে জানা যায় যে, শ্রীপাদ

আচার্য্য শাস্ত্রীয় পটল বিধানানুসারেই শ্রীগৌরগোবিন্দের স্বতন্ত্র ধ্যান মন্ত্রে পূজা করিয়াছিলেন এবং সেইরূপ শাস্ত্রানুসারেই তাঁহাকে মহা অবতারী প্রভৃতি বলিয়া তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। "ফুল্লেন্দীবর কান্তি" ধ্যানে এবং দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রানুসারে এই কনকবর্ণ গৌরগোবিন্দের পূজা করিতে হইলে শ্রীপাদ আচার্য্য মহোদয়কে তজ্জন্য শাস্ত্রীয় পটল বিধান খুঁজিতে হইত না। সেরূপ অর্চ্চনের বিধান তিনি বহু পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন—এই নবাবিস্কৃত গৌরগোবিন্দ বিগ্রহের অর্চ্চনের জন্যই তাঁহাকে শাস্ত্রের অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। ক্রম-দীপিকাপ্রভৃতি অর্চ্চনা-প্রয়োগ পদ্ধতি গ্রন্থে এবং সনৎকুমার সংহিতা ও উর্দ্ধাম্নায় প্রভৃতি তন্ত্র গ্রন্থেও শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের আরাধনার বিধান দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাবই স্বীকার্য্য—প্রাচীনত্ব ও অর্ব্বাচীনত্ব প্রভৃতির বিচার উত্থাপন করিলে পুরাণাদিরও অর্ব্বাচীনতা বিপক্ষ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে। অতএব শাস্ত্র-বিশ্বাসী হিন্দুর পক্ষে ঐরূপ যুক্তিতর্কের আশ্রয় সমীচীন নহে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গৌরসুন্দরের ভজননিষ্ঠ ভক্তগণ পঞ্চতত্ত্বের পূজা করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীমন্নিত্যানন্দ, শ্রীল অদ্বৈত, শ্রীল গদাধর ও শ্রীশ্রীবাস—এই পঞ্চতত্ত্বের পূজা চিরপ্রচলিত। শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যান ও পূজার মন্ত্রাদিও একাধিকরূপে প্রচলিত আছে। রুদ্রযামল, উর্দ্ধাম্নায় তন্ত্র, সনৎকুমার সংহিতা, শ্রীশ্রীভক্তিচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যান ও মন্ত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায়। শিবের মন্ত্র পাঁচ প্রকার, শক্তি মন্ত্রও অনেক, গোপাল মন্ত্র তেত্রিশ প্রকার,—ইহা পুরাণ ও তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা। ভগবদবতরণের সঙ্গে সঙ্গে তদীয় উপাসক ঋষিগণ আবির্ভূত হন। তাঁহারা তদীয় অর্চ্চনার ধ্যান মন্ত্রাদি—নিষ্ঠাবান্ উপাসক-সমাজে—কখনও বা মৌখিক উপদেশে, কখনও বা কেবল ভাবের সঞ্চারে ভক্ত-হৃদয়ে প্রকাশ করেন। শ্রীগৌরসুন্দরকে যাঁহারা স্বয়ংভগবান বলিয়া জানেন ও মানেন, তাঁহারা স্বতন্ত্র ধ্যানবিশেষ ও মন্ত্র বিশেষদ্বারাই তাঁহার উপাসনা করেন। শ্রীপাদ শ্রীজীব স্পষ্টতঃই শ্রীগৌরসুন্দরকে আবির্ভাব, বিশেষ বলিয়াছেন—দ্বাপরের যশোদানন্দন কৃষ্ণগোবিন্দই কলিতে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীশচীনন্দন "গৌর"গোবিন্দ। শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য এ "বিশেষ" বিশেষত্ব বজায় রাখিয়াই গৌরগোবিন্দরূপে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্র হইতে উহার স্বতন্ত্র ধ্যানবিশেষ, মন্ত্রবিশেষ ও পটলবিশেষও জানিতে পারিয়াছিলেন। দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রের উপাসকগণ এই মাত্র বুঝিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহাদের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ। ইনি প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। তাঁহারা তখনও ইঁহার বিশেষত্ব বুঝিতে পারেন নাই। মহাপ্রকাশের সময় মুরারিগুপ্ত দেখিলেন ইনি তাঁহার উপাস্য সেই শ্রীরামচন্দ্র;—কাজেই তিনি রামার্চ্চন চন্দ্রিকার পটল বিধানে ইঁহার পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীধর স্বামীর ন্যায় যাঁহারা নৃসিংহ-উপাসক তাঁহারা ইঁহাকে নৃসিংহ মন্ত্রেই পূজা করিলেন,—তাই শ্রীপাদবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

যে মন্ত্রেতে যে বৈষ্ণব ইষ্টধ্যান করে। সেই সব দেখয়ে ঠাকুর বিশ্বম্ভরে॥

ইহাতে এই মাত্র স্পষ্টতঃ বুঝাগেল দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের উপাসকগণ তাঁহাকে সেই মন্ত্রে পূজা করিয়াছিলেন, নৃসিংহমন্ত্রের উপাসক—নৃসিংহমন্ত্রে, নারায়ণমন্ত্রের উপাসক ভিন্ন ভিন্ন নারায়ণ মন্ত্রে, রামমন্ত্রের উপাসক রামমন্ত্রে তাঁহার উপাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহারা বুঝিলেন, ইনি রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ, তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণে উহার রূপচিন্তা করেন নাই। মূর্ত্তিভেদে ধ্যানভেদ ও মন্ত্রভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য।

অক্রুর নন্দনন্দনকে লইয়া যখন মথুরায় গমন করেন, তখন তিনি শ্রীযমুনাতে দেখিতে পাইলেন ইনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। তখন দ্বিভুজমুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা তাঁহার জানাছিল না। নারায়ণই তখন সবিশেষব্রহ্ম উপাসনার উপাস্যতম বিগ্রহ। অক্রুর শ্রীনারায়ণ বলিয়া শ্রীনন্দনন্দনকে জানিতে পারিলেন। কিন্তু দ্বিভুজমুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ উপাসকগণের উপাস্য,—চতুর্ভুজ নহেন। শ্রীগৌরাঙ্গ—শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলবিগ্রহস্বরূপ, ইহা যাঁহারা অনুভব করেন, তাঁহারা কেবল

শ্রীকৃষ্ণধ্যানে শ্রীগৌরবিগ্রহের উপাসনা করেন না। সূক্ষ্মদর্শী শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীপাদগোস্বামিগণের চরণানুচর শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী নির্ভীকভাবেও নিঃশঙ্কচিত্তে মেঘগম্ভীর সিংহনাদে প্রকাশ করিলেন :—

"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ"

তাঁহার বহু পূর্ব্বে মহাপ্রভুর প্রকট সময়েই তাঁহার অলৌকিক বিদ্যাবৈভব দেখিয়া তৎকালে সমগ্রহিন্দুসমাজ-পূজ্য অসাধারণপ্রতিভাসম্পন্ন শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম এই তরুণ যুবক সন্ন্যাসীকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে :—

শ্লোক ব্যাখ্যা করি প্রভু করিল হুঙ্কার। আত্মভাবে হইল ষড়্ভুজ অবতার॥
প্রভু বলে সার্ব্বভৌম কি তোর বিচার। সন্ন্যাসে আমার নাহি হয় অধিকার॥
সন্ন্যাসী কি আমি হেন তোর চিত্তে লয়। তোর লাগি হেথা আমি হইনু উদয়॥
বহু জন্মে মোর প্রেমে ত্যজিলে জীবন। অতএব তোরে আমি দিনু দরশন॥
সঙ্কীর্ত্তন প্রচারে আমার অবতার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মুঞি বহি নাহি আর॥
সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিনু সব। চিন্তা কিছু নাহি তোর, পঢ় মোর স্তব॥
অপূর্ব্ব ষড়্ভুজ মূর্ত্তি কোটি সূর্য্যময়। দেখি মূর্চ্ছা গেল সার্ব্বভৌম মহাশয়॥

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার মাথায় শ্রীচরণ তুলিয়া দিয়া দয়াময় প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—তুই আমাকে ডাকিয়া আনিয়া এখন দূরে দূরে আছিস্, আমার অর্চ্চনা কর্, স্তব কর্ বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ জানিয়া তাঁহার চরণেই আত্মসমর্পণ করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে তৎকালে সমগ্র দেশের মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত উড়িষ্যার মহারাজ প্রতাপ রুদ্র তাঁহাকে রাজপণ্ডিত পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি বেদবেদান্ত ন্যায় বৈষেশিক সাংখ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি নিখিল শাস্ত্রে বলে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনিও ইহার ভগবত্তায় বিমুগ্ধ হইয়া ইঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিত হইয়াছে :—

বৈরাগ্য সহিত নিজ ভক্তি বুঝাইতে। যে প্রভু কৃপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তনু পুরুষ পুরাণ। ত্রিভুবনে নাহি যার অধিক সমান॥
হেন কৃপা-সিন্ধুর চরণ গুণ নাম। স্ফুরুক হৃদয়ে আমার অবিরাম॥

শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একতান। মহাপ্রভু বিনা সেবা নাহি জানে আন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচী-সুত গুণধাম। এই জপ, এই ধ্যান, এই লয় নাম॥

ইহাকেই বলে নিষ্ঠাময়ী গৌরভক্তি। যাঁহারা বলেন শ্রীগৌর, ভক্ত ভাব ভিন্ন কখনও নিজকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দেন নাই, তাঁহারা শ্রীচৈতন্য,-লীলাগ্রন্থ আংশিক রূপে পাঠ করিয়াছেন। শ্রীল মুরারি গুপ্ত তদীয় সংস্কৃত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-চরিতগ্রন্থে (কড়চায়) সংক্ষেপ লিখিয়াছেন :—

গোপীভাবৈ র্দাসভাবৈরীশভাবৈঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ

শ্রীগৌর-লীলায় কখন বা গোপীভাব, কখন বা দাসভাব, কখন বা ঈশ্বরভাব পৃথক্ পৃথক্ রূপে উদিত হইত। কেহ কেহ বলেন যে, বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে যে নৈয়ায়িক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি এই বাসুদেব নহেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম শতাধিক থাকুন, তাহাতে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই। কিন্তু উড়িষ্যার রাজাধিরাজ হিন্দু সম্রাট্ প্রতাপ রুদ্র সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিশেষতঃ তৎসাময়িক নবদ্বীপের নৈয়ায়িক পণ্ডিতকুলমুকুটমণি যে সার্ব্বভৌমকে নবদ্বীপ হইতে

লইয়া গিয়া আপন সভার শ্রেষ্ঠতম রাজপণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনিই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিদ্যাবৈভবে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ মনে করিয়া তাঁহারই শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। বারাণসীর সন্ন্যাসিকুলগুরু নিখিলশাস্ত্রদর্শী মায়াবাদী-সন্ন্যাসী পরমহংশ-শিরোমণি প্রকাশানন্দও এইরূপেই শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের কৃপালাভ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরামানন্দ, শ্রীগোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব প্রভৃতির শ্রীগৌরোপাসনার কথা ভক্ত মাত্রেরই সুবিদিত। শ্রীখণ্ডের শ্রীল নরহরি সরকার, শ্রীল ত্রিলোচন দাস প্রভৃতি তো গৌরময়প্রাণ। শ্রীমন্নরহরি সরকার মহোদয় কৃত শ্রীভক্তি-চন্দ্রিকাপটল গ্রন্থ অধুনা মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ষষ্ঠ পটলে গৌরমন্ত্রের সবিশেষ উল্লেখ আছে। শ্রীখণ্ডের শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদগণ তাঁহার প্রকট সময়েই সেই মন্ত্রে তাঁহার উপাসনা করেন। শ্রীরূপ গোস্বামি মহোদয় কেবল স্তবমালাতেই তাঁহাকে "সপোপাঙ্গ" বলিয়া লিখিয়া যান নাই, তিনি স্বয়ংই শ্রীগৌরগোবিন্দের উপাসনা করিতেন। এখনকার দিনের গোস্বামি মহাশয়দের মধ্যে অনেকে যেমন পরোপদেশেই পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন, নিজেরা কিছু করেন না, ষড় গোস্বামি মহোদয়দের প্রকৃতি সেরূপ ছিল না, তাঁহারা অপরকে যাহা উপদেশ দিতেন নিজেরাও সম্যকরূপে তাহার আচরণ করিতেন। "শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার" নামে ক্ষুদ্র একখানি পুস্তিকা ভাঙ্গামোড়া হইতে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত শেঠ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা এবং তাঁহার অর্চ্চনাদি বিষয়ে শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামি মহোদয়ের ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতির শ্রীগৌর-উপাসনার নিষ্ঠাময়ী ভক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা এই লেখক দ্বারাই লিখিত হইয়াছিল। কোন সময়ে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় এই বিষয় যে ধারাবাহিক আলোচনা করা হইয়াছিল, উহা তাহারই সংক্ষেপাকারে পুনর্মুদ্রণ মাত্র।

ইহা ব্যতীত সেই আলোচনার সময়ে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু এই অতি অযোগ্য অনভিজ্ঞ লেখককেও প্রচররূপ বেদ-সংহিতা-সাগরে শ্রীশ্রীগৌরমন্ত্র-উদ্ধরণের জন্য কতিপয় মাস নৈষ্ঠিকভাবে নিমজ্জিত রাখিয়াছিলেন। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ত্রিকালদর্শী। বেদে সর্ব্বপ্রকার উপাসনার বীজ নিহিত আছে। যাঁহারা আকুল প্রাণে উপাসনার তত্ত্ব অন্বেষণ করেন, মহাকারুণিক বেদসংহিতানিচয় সেই সকল দীনাতিদীন নিষ্কিঞ্চন ভিক্ষার্থিগণকে নিরাশ করেন না। এই অধমও যখন নিগম-কল্পতরুর নিকটে যাইয়া সুদীন যাচকবেশে শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভর গৌরগোবিন্দের উপাসনা-মন্ত্রের জন্য অনাহার অনিদ্রায় দিন রজনী কাতর আর্ত্তনাদ করিতেছিল, সেই সময়ে শান্তিস্বস্ত্যয়ন-ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা অথর্ব্বাঙ্গিরস-ব্রহ্মবেদ পরম কৃপায় এ অধমকে শ্রীশ্রীগৌরবিশ্বম্ভর উপাসনা মন্ত্র প্রদান করেন। মন্ত্রটী এই :—

"বিশ্বম্ভর, বিশ্বেন মা ভরসা পাহি স্বাহা"

অথর্ব্ব বেদ সংহিতা দ্বিতীয় কাণ্ড ৩ অধ্যায় ১৭ সূক্ত ৫ মন্ত্র।

সায়ন ভাষ্যানুসারে ইহার অর্থ এইরূপ :—হে বিশ্বম্ভর, (বিশ্বং সর্ব্বং প্রাণিজাতং বিভর্ত্তি অনুপ্রবিশ্য ভক্তিরসেন পোষয়তীতি বিশ্বম্ভরঃ) ত্বম্। সংজ্ঞায়াং ভৃতৃবৃজি ইত্যাদিনা খচ্। অরুর্দ্বিষদ * * ইত্যাদেমুম্। তাদৃশত্বং। বিশ্বেন কৃৎস্নেন ভরসা পোষণ শক্ত্যা, ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োর্ণ নিত্যস্মাৎ সর্ব্বধাতুভ্যঃ * * ইতি অসুন্। মা মাং পাহি রক্ষ ইত্যর্থঃ। ইহা আমাদের কল্পিত নয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার মহোদয় শ্রীশ্রীমদনগোপাল দেবের কৃপাপ্রসাদে বেদের সারমর্ম্মই তদীয় গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভর-নামের নিরুক্তি প্রকাশার্থ তিনি লিখিয়াছেন—

প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম। ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম ॥
ডুভৃঞ্ ধাতুর অর্থ ধারণ পোষণ। ধরিয়া পোষিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন ॥

শ্রীলঅদ্বৈতাচার্য্য মহোদয়ের হৃদয়ে এই বৈদিক নামেরই স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। তাঁহার শ্রীগৌরগোবিন্দ স্তুতির প্রারম্ভেই তিনি এই চির-গৌরবার্হ বৈদিক নাম উদ্ধারণ করিয়া স্তব করিয়াছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে :—

জয় জয় সর্ব্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর। জয় গৌরচন্দ্র করুণা-সাগর ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে আরও লিখিত আছে—

পরব্রহ্ম বিশ্বম্ভর সর্ব্ব মূর্ত্তি হয়।
যে শব্দে যে বাখানে সেই সত্য হয় ॥

পরমকারুণিক নিগমকল্পতরু যখন এ অধমের প্রতি এই কৃপা করিলেন, তখন এই সকল লীলাগ্রন্থে "বিশ্বম্ভর" নামটীর যে বৈদিক গূঢ়রহস্য আছে, তাহা আমার হৃদয়ে সর্ব্বপ্রথমে পরিস্ফুট হইল। যখন আমি এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সংসারিকভাবে সে সময় আমার নিকটে যারপরনাই দুঃসময় ও যাতনার সময় ছিল। আমার একমাত্র পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। শ্রীভগবান্ তাহাদ্বারা তাঁহার অন্যকোন প্রয়োজন সাধনের জন্য আমাদের নিকট হইতে তাহাকে তুলিয়া লইলেন। আমি সেই অবস্থায় যখন নিরন্তর নয়নজলে ভাসিতেছিলাম, তখন দয়াময় তাঁহার এই বৈদিক মন্ত্রটী দেখার অধিকার আমায় প্রদান করিয়া সেই মুহূর্ত্তে আমার শোকদগ্ধ হৃদয় আনন্দে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তখন আমার শোকাশ্রু আনন্দধারায় পরিণত হইল। আমি বিশ্বম্ভর মন্ত্র পাইয়া নবজীবন লাভ করিলাম। তখনই শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের কৃপা-প্রেরণায় লিখিত শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া গ্রন্থে এই মন্ত্র লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ যাহা মনে করিতে হয় তাহাই করুন, কিন্তু দয়াময় ইহাদ্বারাই আমার হৃদয়ের শোকানল নিভাইয়া দিয়াছিলেন। নচেৎ আমার কি হইত, বলিতে পারি না। আমার পক্ষে এই বৈদিক মন্ত্র মহাসাধনার কৃপাদান এবং ইহাই মহাপ্রয়াণের মহাসম্বল। আমি শ্রীগুরুকৃপায় বুঝিয়াছি—এই দুরন্ত কলিকালে শ্রীগৌরভগবানের নিষ্ঠাবান্ ভক্তগণের প্রবর্ত্তিত ভজনপ্রণালীই জীবগণের ভজন সাধনের উপায়; অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীগৌরাঙ্গ-যুগলার্চ্চন।

(শ্রীপাদ মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম)

ভক্তির নয়টি অঙ্গ যথা—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন। এই নয়টি অঙ্গের মধ্যে পঞ্চম অঙ্গ অর্চ্চন।

"অর্চ্চনং তুপচারাণাং স্যান্মন্ত্রেণোপপাদনম্।"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

মন্ত্র পাঠ করিয়া গন্ধ, পুষ্প আদি উপচার উপপাদন করার নাম "অর্চ্চন"।

শাস্ত্র বা সদাচারে এরূপ কোন নিয়ম দৃষ্ট হয় না, যে তুমি যাঁহাকে ভক্তি করিবে তাঁহার অর্চ্চন-অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্য ৮টী অঙ্গ অনুষ্ঠান করিবে। পঞ্চম অঙ্গ অনুষ্ঠান করিলে নিষিদ্ধ কার্য্য করা হইবে বা তাহা করা অনুচিত,—বিশেষতঃ এই নিয়ম শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী সম্বন্ধেই প্রযুজ্য! শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর নাম ও লীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দনাদি করিতে পারিবে, কিন্তু অর্চ্চন করিতে পারিবে না! এ কি কথা!

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর অর্চ্চনে বিপ্রতিপত্তিকারী আমার বান্ধব বৈষ্ণববৃন্দ প্রভুর লীলা শ্রবণ সময়ে ও লীলা কীর্ত্তন সময়ে এবং প্রভুর অষ্টকালীন লীলা স্মরণ সময়ে শ্রীমতীর নাম লীলা গুণ প্রভৃতির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু অর্চ্চন মাত্রেই বিপ্রতিপত্তি! ইহার কারণ তাঁহারা শাস্ত্রে অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু আমি সন্ধান করিয়াও কোন শাস্ত্রে পাইলাম না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর মন্ত্র কোথায়, যে উপচারার্পণ করিয়া অর্চ্চন করিবে? তাহাদের বিশেষভাবে বিবেচনা ও আলোচনা করা উচিত, যে মূলতত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভু,—শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী আবরণ। পূজনে আবরণ দেবতাগণের চতুর্থ্যন্ত নামমন্ত্রে পূজনবিধান। "পীঠে ভগবতো বামে শ্রীগুরূন্, গুরুপাদুকাঃ নারদাদীন্ পূর্ব্বসিদ্ধান্ যজেদন্যাংশ্চ বৈষ্ণবান্।" (হরিভক্তিবিলাস ৬অ ৯ প্রয়োগ) যথা:—শ্রীগুরুভ্যো নমঃ ইতি। "কেচিদাদ্যাক্ষরং বিন্দু-সহিতং বীজত্বে নাদৌ প্রযুঞ্জ্যতে" অর্থাৎ কেহ কেহ সবিন্দু আদ্যক্ষর বীজরূপে আদিতে যোগ করিয়া থাকেন, যথা গুং গুরুভ্যোঃ নমঃ ইতি।

সেইরূপ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর পূজা তাঁহার চতুর্থ্যন্ত নামমন্ত্রে কিম্বা সবিন্দু আদ্যক্ষররূপ বীজসংযুক্ত নামমন্ত্রে করিতে হইবে। যথা—

"বিষ্ণুপ্রিয়াদেব্যৈঃ নমঃ" বা "বিংবিষ্ণুপ্রিয়াদেব্যৈঃ নমঃ"।

এইত বিধিভক্তির প্রকার। রাগমার্গে যাঁহারা দাসীভাবে বা সখীভাবে পূজন করিবেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস দুন্দুভিবাদ্যে উদ্ঘোষণ করিতেছেন যে "স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ"।

শ্রীভগবানের পীঠার্চ্চনে শ্রীগুরু, শ্রীপরমগুরু প্রভৃতির পূজনমাত্র করিতে হয়, এইমাত্র নহে, অপিতু "যজেদন্যাংশ্চ বৈষ্ণবান্" বিধি আছে। টীকাতে "অন্যাংশ্চ আধুনিকান্ ভাগবতান্ যজেত" এই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অর্থাৎ আধুনিক ভক্তবৃন্দেরও পূজন করা উচিত।

এখন বিবেচ্য এই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পীঠপূজনে গুরু পরম্পরাকে পূজন করিতে পারা যায়। তাহাতে যাঁহার

শ্রীগুরুদেব প্রকট আছেন, তিনি বর্ত্তমান নিজ গুরুদেবকে পীঠে পূজন করিবেন এবং আধুনিক ভাগবতগণের মধ্যে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গোবিন্দদাস, কৃষ্ণদাস, বিষ্ণুদাসকেও অর্চ্চনা করিতে পারিবেন, এমন কি গুরুপাদুকা পর্য্যন্তের স্থান তথায় আছে, কিন্তু নাই কেবল প্রভুর অর্দ্ধাঙ্গিনী, বক্ষবিলাসিনী শ্রীমতীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর ! কিমাশ্চর্য্য মতঃপরম্।

নির্ম্মৎসর শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর প্রতি এই মাৎসর্য্যের উদয় কেন হইয়াছে যে আধুনিক ভাগবত-গণকে বা গুরুপাদুকাকে পর্য্যন্ত পীঠে পূজন করিলে দোষ হইবে না, কিন্তু প্রধান দোষ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অর্চ্চনে! হায় হায়! এ কি দুর্ব্বুদ্ধি! প্রভুর প্রসাদী চন্দন, মালা প্রভৃতি আচণ্ডাল পামর পর্য্যন্তকে দিতে বাধা নেই;—বাধা কেবল শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে দিতে! কি ভীষণ কথা!

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর সমর্চ্চনে বিপ্রতিপত্তিকারী শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের চরণে আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক দন্তে তৃণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে পতিপরায়ণা, মুগ্ধা, কিশোরী, চিরবিরহিণী, শোকসন্তপ্তহৃদয়া ব্রাহ্মণকুমারীকে তাঁহার স্বীয় ভাগ প্রভুর নির্ম্মাল্য, মালা, চন্দন ও প্রভুর অধরামৃত প্রসাদ হইতে বিচ্যুত করিবেন না। তিনি ত আপনাদের কোন অনুপকার বা অনিষ্ট করেন নাই, তবে তাঁহার প্রতি এই প্রচণ্ড দণ্ড কেন অর্পণ করা হইতেছে? এ কি নিষ্কারণ ভীষণ দণ্ডবিধান!

কেহ কেহ "দ্বিতীয়-পত্নী ধর্ম্মপত্নী নয়" বলিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর অর্চ্চনকে মনুস্মৃতির অননুমোদিত বলিতে চাহেন! তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে শ্রীমতী সত্যভামা, কালিন্দী, জাম্ববতী নাগ্নিজীতি প্রভৃতি সমস্ত মহিষীগণ দ্বিতীয়া কেন ৭মী, ৮মী পর্য্যন্ত আছেন। তাঁহাদের সমর্চ্চন শ্রীগোপালমন্ত্রের আবরণ পূজনে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে এবং অন্যান্য সমস্ত ভগবদুপাসনাপ্রতিপাদক গ্রন্থে এমন কি অথর্ব্বোপনিষদ শ্রীগোপাল তাপনিতেও বিধান আছে! মনুস্মৃতি দ্বারা শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিলে এই সমস্ত পূজন অকরণীয় হইয়া পড়ে। মনুস্মৃতি যে ভাগবতধর্ম্ম বিরহিত এসম্বন্ধে কলিকাতার "নারায়ণ" এবং "বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" মাসিকপত্রিকাতে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলেই স্মৃতিশাস্ত্রের স্বরূপ জ্ঞান হইতে পারে। আমার মনুস্মৃতি আলোচনার কেহ কেহ প্রতিবাদ করিয়াছেন, সেই প্রতিবাদের খণ্ডনস্বরূপ শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামীর লিখিত ষট্সন্দর্ভান্তর্গত ভক্তিসন্দর্ভের কয়েকটী পঙ্ক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:—

"স্বয়ম্ভুর্নারদ শম্ভুকুমারঃ কপিলোমনুঃ, । প্রহ্লাদোজনকো বিভীষণোবলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতমুদা । গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥"

টীকা:—এতে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকাঃ বিজানীম এব নতু স্মৃত্যাদিষুপ্রায়েণ উপদিশাম যতঃ গুহ্যং অপ্রকাশ্যং দুর্ব্বোধং অন্যৈস্তথা গৃহীতুমশক্যঞ্চ। গুহ্যত্বে হেতু যং জ্ঞাত্বেতি।

যমরাজ আপনার দূতগণকে শিক্ষা দিতেছেন, স্বয়ম্ভু, ব্রহ্মা, নারদ, শম্ভু আদি দ্বাদশজন ভাগবতধর্ম্মকে আমরা জানি। এবিষয়ে শ্রীগোস্বামিপাদের ব্যাখ্যা এইরূপ,—আমরা সকলে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভাগবতধর্ম্মকে জানি, কিন্তু আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র সকলে তাহা উপদেশ করিব না, যেহেতু ভাগবতধর্ম্ম গুহ্য অর্থাৎ অপ্রকাশ্য ও দুর্ব্বোধ্য অর্থাৎ অন্য লোকেরা সেরূপ ভাবে গ্রহণ করিকে পারিবে না। গুহ্য কেন না, যাহার জ্ঞানমাত্রে অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়।

আমার স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনা একটী "দলীল", তাহাতে এই ভক্তিসন্দর্ভের বাক্য "রেজেষ্টারী শীল"। কিন্তু রেজেষ্টারী করিতে হইলে সাক্ষ্যের প্রয়োজন। সাক্ষীর স্বাক্ষর স্বরূপে চক্রবর্ত্তিমহাশয়ের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিলাম, যথা:—

বিজানীম ইতি নতু নিজকৃত স্মৃতিশাস্ত্রেষ্বপি স্পষ্টং কথয়ামীত্যর্থং গুহ্যং পরমতত্ত্বত্বাৎ সন্তৈত্যেব স্থাপ্যং। রাজবিদ্যা রাজগুহ্যাধ্যায়ে "সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয় শৃণুমে" ইত্যত্র হেতোরেব দৃষ্টত্বাৎ, বিশুদ্ধং গুণাতীতং সগুণ স্মৃত্যাদিশাস্ত্রেষু বক্তুমনর্হত্বাৎ।

দুর্ব্বোধং কর্ম্মিভিরর্থবাদাদিদোষকলিলান্তঃকরণৈর্দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ। অর্থাৎ জানি, ইত্যাদি, কিন্তু নিজকৃত স্মৃতিশাস্ত্রে স্পষ্ট করিয়া কথন করি না। কেন, গুহ্য যেহেতু পরমতত্ত্ব সম্বরণ করিয়াই রাখা উচিত। রাজবিদ্যারাজগুহ্যাধ্যায়ের শ্লোকে গুহ্যত্বের হেতু দৃষ্ট হয়। বিশুদ্ধ অর্থাৎ গুণাতীত, সগুণ স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণন করিবার অযোগ্য, দুর্ব্বোধ্য অর্থাৎ অর্থবাদাদি দোষ দ্বারা কলিতান্তঃকরণ কর্ম্মনিষ্ঠজনের পক্ষে দুজ্ঞেয়।

ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান আচার্য্য শ্রীনারদ মহর্ষিও নিজ স্মৃতিতে ভাগবতধর্ম্ম নিরূপণ করিলেন না। তবে অন্যান্য স্মৃতিকর্ত্তাদের সম্বন্ধে কৈমুত্য ন্যায় ঘটিতে পারে। মনুস্মৃতি দ্বারা যাঁহারা শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন, ব্রজসুন্দরীগণের সমর্চ্চন বিষয়ে তাঁহারা কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে পরম সন্তুষ্ট হইব।

"দ্বিতীয় পত্নী ধর্ম্মপত্নী হইতে পারে না" এই হেতু দিয়া যাঁহারা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর অর্চ্চন বর্জ্জন করিতে উৎসুক তাঁহারা বিবেচনা করিবেন, যে মনুস্মৃতির নিয়ন্ত্রণে তাঁহাদের স্থান কোথায়? হেতুদ্বারা ধর্ম্ম-নির্ণায়ককে মনুস্মৃতিতে হৈতুক বলা হইয়াছে এবং হৈতুকের সম্বন্ধে মনু বলিতেছেন, "হৈতুকান্ বকবৃত্তিংশ্চ বাঙ্‌মাত্রেনাপি নার্চ্চয়েৎ"।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর অর্চ্চন শাস্ত্রে অতিদেশ লব্ধ, তবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনের পর শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর আরাধন কোন্‌ভাবে প্রতিবাদিত? ইহার উত্তর তদীয়ারাধন ভাবে "আরাধনং মুকুন্দস্য ভবেদাবশ্যকং যথা। তথা তদীয় ভক্তানাং নোচেদ্দোষোঽস্তি দুস্তরঃ।" মুকুন্দের আরাধন যেরূপ আবশ্যক তদীয় ভক্তবৃন্দের আরাধনও সেইরূপ আবশ্যক। না করিলে দুস্তর দোষ হয়।

অনন্ত শ্রীভগবানের অনন্ত ভক্ত, তাঁহাদের সকলের পূজন কিরূপে সম্ভব হয়, তদ্বিষয়ের বিবেচনা এরূপ করা হইয়াছে যে অনন্ত ভক্তগণের পূজন অসম্ভব; তবে সর্ব্বপ্রধান ভক্তগণের পূজন করিলেই ভাগবতপূজন সিদ্ধ ও সাঙ্গ হইয়া যায়। এতদর্থে শ্রীভক্তামৃতে এরূপ ক্রম নিরূপণ করা হইয়াছে—হরিসেবনের পর বৈষ্ণবের উচিত, ইহাদের সেবা করা, অন্যথা পরম অপরাধ হয়।

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়ন্তি যে। নতে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকাস্মৃতাঃ॥"

যাহারা গোবিন্দকে অর্চ্চন করিয়া তদীয় ভক্তগণের অর্চ্চনা করে না, তাহারা ভগবানের প্রসাদের (কৃপায়) ভাজন হয় না। তাহারা দাম্ভিক।

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং। তস্মাৎ পরতরং দেবী তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

(শিববাক্য)

ইহলোকে যত প্রকার আরাধনা আছে তাহার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনা প্রধান, আর বিষ্ণুর আরাধন অপেক্ষা পরতর তদীয় ভক্তবৃন্দের সমর্চ্চন।

"মম ভক্তাহি যে পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে মতা। মদ্ভক্তানাংচ যে ভক্তা স্তে মে ভক্ততমাঃ মতাঃ॥"

হে পার্থ! যাঁহারা আমার ভক্ত অর্থাৎ কেবল আমারই আরাধনা করেন তাঁহারা আমার ভক্ত নহেন, যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাঁহারা আমার ভক্ততম অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম ভক্ত। "মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা" আমার ভক্তপূজা আমার পূজন অপেক্ষা অধিক।

এই সমস্ত বাক্যদ্বারা শ্রীভগবতপূজার পরে ভক্তপূজার অবশ্য বিধেয়তা প্রতিপাদন করিয়া, সমস্ত ভক্তগণের পূজন অসম্ভব বিবেচনা করিয়া প্রাধান্য-নির্দ্দেশ আরম্ভ করা হইয়াছে। এই সমস্ত ভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রহ্লাদ প্রবর, প্রহ্লাদের

অপেক্ষা পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ, পাণ্ডব অপেক্ষা কোন কোন যাদব অতি শ্রেষ্ঠ. সমস্ত যাদবের মধ্যে উদ্ধব প্রবর, আবার শ্রীভগবান নিজে মুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন যথা—

"ন তথা মে প্রিয়তমঃ আত্মযোনির্নশঙ্কর নচ সংকর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মাচ যথা ভবান্ ॥"

হে উদ্ধব! তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম, তদ্রূপ ব্রহ্মা, শঙ্কর, সংকর্ষণ এবং শ্রীও আমার প্রিয়তম নহে। এমন কি আমার নিজরূপও তোমার তুল্য আমার প্রীতির বিষয় নয়।

এইরূপ শ্রীভগবৎপ্রীতি-বিষয় উদ্ধব হইতে ব্রজদেবী সকল বরীয়সী, যেহেতু উদ্ধব মহাশয়ও তাঁহাদের প্রেমমাধুর্য্য যাচ্ঞা করিয়া থাকেন, যথা—

"এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বোগোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ং চকিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ॥"

উদ্ধব কহিলেন—পৃথিবীতলে এই সকল গোপবধূদিগেরই জন্ম সফল,—যেহেতু ইঁহারা অখিলাত্মা ভগবানে এবম্প্রকার প্রেমবতী হইয়াছেন। এই প্রেমা সামান্য নহে। সংসারভীরু মুনিগণ মুক্ত হইয়াও ইহা বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। আমরাও ইহা অভিলাষ করিয়া থাকি।

তথাহি বৃহদ্বামনে ভগবদ্বাক্যং—

"নতপোভির্নবেদৈশ্চ নাচারৈর্নচবিদ্যয়া। বশোঽস্মি কেবলং প্রেম্না প্রমাণং তত্রগোপিকাঃ ॥
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতং। জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি মর্ম্মণি ॥
নিজাঙ্গমপিযাগোপ্যো মমেতি সমুপাসতে। তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনমিতি ॥"
"নচত্রিং প্রেমমাধুর্য্যমাসাং বাঞ্ছেন্ত্যুদ্ধবঃ পাদরেণু স্থিতং যেন তৃণজন্মাপি যাচাতে ॥"

আমি তপ, বেদ, আচার ও বিদ্যার দ্বারা বশীভূত হই না। কেবল প্রেমের দ্বারা বশীভূত হইয়া থাকি। এ বিষয়ে ব্রজগোপিকাগণ প্রমাণ। আমার মাহাত্ম্য, আমার সপর্য্যা, আমার শ্রদ্ধা, আমার মনোগত ভাব কেবল ব্রজগোপীকাই জানেন। হে অর্জ্জুন! মর্ম্মে আর কেহ জানে না। যে গোপীকাগণ নিজাঙ্গকেও আমার বস্তু বলিয়া উপাসনা করেন, তাহাদের অপেক্ষা আমার নিগূঢ় প্রেমভাজন আর কেহ নাই। যে গোপীগণের এইরূপ মাহাত্ম্য শ্রীভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন, উদ্ধব যে কেবল তাঁহাদের প্রেমমাধুর্য্য প্রার্থনা করেন এতাবন্মাত্র নয়, কিন্তু তিনি ব্রজসুন্দরীগণের পাদরেণুস্থিত তৃণগুল্ম জন্ম বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। শ্রীভাগবতামৃতে এইরূপ গোপীগণের মাহাত্ম্য নিরূপণের পরে বিধান করা হইয়াছে।

"ইতি কৃষ্ণং নিষেব্যাগ্রে কৃষ্ণস্তোপাসকৈর্জনৈঃ। সেব্যা প্রসাদ পুষ্পাদ্যৈরবশ্যং ব্রজসুভ্রবঃ ॥"

শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনের পরে প্রধান ভক্ত কোটীতে সন্নিবিষ্ট ব্রজসুন্দরীগণের পূজনের আবশ্যকতা কৃষ্ণোপাসকের সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে বিধান করা হইয়াছে! যদি কেহ সমস্ত ব্রজসুন্দীরগণের পূজনে অক্ষম হন তবে ব্রজসুন্দরীগণের চূড়ামণিস্বরূপা শ্রীমতী রাধিকাজীকে অবশ্য পূজা করিবেন।

"তত্রাপি সর্ব্বগোপীনাং রাধিকাতিবরীয়সী। সর্ব্বাধিক্যেন কথিতা যা পুরাণাগমাদিষু ॥"

এইরূপ ক্রমে সর্ব্বপ্রধান ভক্তকোটীতে শ্রীমতীর পূজন স্থাপন করা হইয়াছে। যদ্যপি তিনি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপা এবং অচিন্ত্য ভিন্নাভিন্নস্বরূপা তথাপি শক্তিমত্তত্বের শক্তি হওয়াতে ভক্তকোটীতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই ভক্তভাব শ্রীমতী রাধিকার নিজোক্তিতেও দেখা যায়।

"হা নাথ রমণপ্রেষ্ঠ! ক্কাসি ক্কাসি মহাভুজ। দাস্যাস্তে কৃপণায়াঃ মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥"

এই বাক্যে দাস্যভাব ও সখ্যভাব দুইটী সংমিশ্রিত, অতএব অনীর্ব্বচনীয় মাধুর্য্যময়।

শ্রীভগবান ব্রজসুন্দরীবৃন্দের প্রেমের পরাকাষ্ঠা সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক কথা বলিয়া অবশেষে এই প্রেমের পরাকাষ্ঠা বর্ণন করিয়াছেন—"নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে"। যাহারা নিজ অঙ্গকেও নিজবস্তু বলিয়া উপাসনা করেন না, আমার বস্তু বলিয়া উপাসনা করেন, অর্থাৎ এই অঙ্গ শ্যামসুন্দরকে অর্পণ করা হইয়াছে, ইহা তাঁহার বস্তু ;—তাঁহার বস্তুকে যত্ন করিতেই হইবে! এইভাবে নিজ অঙ্গকে পালন পোষণ ও যত্ন করিয়া থাকেন। গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কি এরূপ ভাব নাই? তিনি কি মনে ভাবেন না যে— আমি আমার অঙ্গ শ্রীপ্রভুকে অর্পণ করিয়াছি, এই অঙ্গ প্রভুর বস্তু, ইহাকে পালন, পোষণ ও যত্ন করিতেই হইবে! তিনি কি নিজ সুখের নিমিত্ত নিজ অঙ্গকে লালনপালন ও ভূষিত করিতেন? প্রভুর সন্ন্যাসের পরে তাঁহার যে অবস্থা হইয়াছিল, সে বিষয় যাঁহারা জ্ঞাত আছেন তাঁহারা বলিতে পারেন, কিভাবে তিনি প্রভুর পাদুকা লইয়া নিজ জীবন যাপন করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রচুর প্রেমের আশ্রয় হইয়া কি তিনি তদীয়ারাধন স্থলে প্রভুর বামাঙ্গে পূজিতা হইতে পারেন না? এইত তদীয়ারাধনরূপে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর আরাধনের শাস্ত্রীয়াতিদেশ। তাঁহার তত্ত্ববিচারেও তিনি সর্ব্বারাধ্যা। শ্রীবাসপণ্ডিতের অঙ্গনে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরাজমান এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও চতুর্দ্দিকে ভক্তমণ্ডলী উপস্থিত। প্রভু পরিহাস করিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে বলিলেন "সীতাপতির্জয়তি লোকমলঘ্নকীর্ত্তিঃ।" অদ্বৈতপ্রভু সীতাপতি শব্দের অর্থে শ্রীরামচন্দ্রকে কল্পনা করিয়া বলিলেন এখানে "রঘুনাথ" কোথায়? এখানেত "অত্র ভবান্" পূজ্যঃ আপনি "যদুনাথ" শ্রীকৃষ্ণ উদিত রহিয়াছেন। প্রভু বলিলেন "অদ্বৈত! নিরবধি তোমায় এখানকার নিবাসের উপায় আমি চিন্তা করি। ইহা শুনিয়া শ্রীবাস বলিলেন, "যদ্যপি শান্তিপুরবাসই অদ্বৈতের উপযোগী, তথাপি এই নবদ্বীপ নববিধ ভক্তিদ্বীপের সমান অতএব শ্রীচরণের (প্রভুর) আবির্ভাব অবধি এইখানে বাসই অদ্বৈতের পক্ষপাত, অতএব ব্যাপক নিত্যানন্দও এখানে।

অদ্বৈতপ্রভু বলিলেন "অতোঽত্র শ্রীবাসঃ" (এই হেতুই এখানে শ্রীবাস) শ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীশব্দের অর্থে মহাপ্রভুর প্রথমা ঘরণী লক্ষ্মীদেবীকে কল্পনা করিয়া বলিলেন "সা তু তিরোহিতেব" (তিনিত তিরোহিত হইয়াছেন)।

প্রভু বলিলেন, বিষ্ণুভক্তি শ্রী তিনি ত আপনাদের মধ্যে আছেনই, অর্থাৎ শ্রী তিরোহিত হন নাই।

অদ্বৈতপ্রভু বলিলেন "ইদানীং সৈব বিষ্ণুপ্রিয়া", এখন সেই বিষ্ণুভক্তিরূপা শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ভক্তিস্বরূপা।

প্রভু বলিলেন "অথ কিং" আর কি? (অথ কিং অর্থ বোধ হয় "তাত সত্যই বটে"।) "সৎসু জ্ঞানাদি মার্গেষু ভক্তিরেব বিষ্ণোঃ প্রিয়াঃ" জ্ঞানাদি মার্গ থাকিলেও ভক্তিই বিষ্ণুর প্রিয়া। অদ্বৈতপ্রভু বলিলেন, "অতএব ভগবান তামঙ্গীচকার", এইজন্য ভগবান (আপনি) তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

এই শ্রীমন্মহাপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু আর শ্রীবাসপণ্ডিতের সংলাপের অভিপ্রায় এই যে, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী ভক্তি-স্বরূপিণী শ্রী। ভগবান্ যে সময়ে যে ভাবে অবতীর্ণ হন, শ্রীও সেই সময় সেই ভাবে অবতীর্ণা হইয়া তাঁহার লীলার সাহায্যকারিণী হইয়া থাকেন।

"দেবত্বে দেবীরূপা সা মানুষত্বে চ মানুষী। তীর্য্যগ্ রূপাচ তীর্য্যক্‌ত্বে বিষ্ণোঃশ্রীরনপায়িনী॥"

শ্রীভগবানের দেবভাবে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীও দেবীরূপা, মানুষভাবে মনুষ্যরূপা ও তীর্য্যগ্‌ভাবে তীর্য্যগ্‌রূপা হইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যেহেতু তিনি বিষ্ণুর অনপায়িনী। তাঁহার সঙ্গে তাঁর অপায় নাই। স্বয়ং ভগবান যে সময়ে মনুষ্যমধ্যে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ, অনপায়িনী শ্রীও সেই সময়ে মনুষ্য নাট্যে ভক্তিরূপিণী হইয়া অবতীর্ণা।

প্রভুর এই বাক্য—যে শ্রীবিষ্ণুভক্তিই শ্রী,—বড়ই গভীর। শ্রীভগবানের অনপায়িনী শ্রী অভিন্নতত্ত্ব হইয়াও শক্তিভাবে শক্তিমত্তত্ত্বের দাস্যপ্রধান পরমরমারূপা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী, এতদ্বিষয়ে প্রমাণ। "ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রেমা প্রিয়াধিক্যং" নিজের অসাধারণ গুণের কারণ যাহাকে "স্মরগরলখণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং, দেহি পদপল্লবমুদারং" বলেন এবং সখীগণ "রাধাপদসরোজ যাবকরসো বক্ষঃস্থলস্থোহরে" দেখিয়া থাকেন, তিনি বলেন 'দাস্যান্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিং।"

যে ব্রজসুন্দরীকে শ্যামসুন্দর বলেন "ন পারয়েহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ", তাঁহারা বলেন "সুরতনাথ তেহশুল্কদাসিকা"। পরকীয়া রসের হেতু ব্রজে মাত্র এই ভাব তাহা নয়, স্বকীয়া রসের প্রধান দ্বারাবতীতেও এইভাব প্রচুর. "দাসীশতা অপি বিভোর্বি দধুস্মদাস্যং।" ঐশ্বর্য্যপ্রধান বৈকুণ্ঠেও এই ভাবের অভাব নাই "শ্রীর্যৎরূপিণ্যুরুপায় পাদয়ো করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ। প্রেষ্যান্বিতা নিজবনে তুলসীভিরীশমভ্যর্চ্চতী॥"

এই দাস্যভাব ভক্তির এক অঙ্গ; সেই ভক্তিস্বরূপা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী। যে ভাবে ব্রজ, দ্বারকা, বৈকুণ্ঠাদি স্থানে ব্যাপ্ত, তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে অর্চ্চনা না করিয়া তাঁহার ভাবের প্রার্থনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা সুধী বৈষ্ণবগণ বিচার করিবেন।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী তত্ত্ব বিচারে ভক্তিস্বরূপা। ভক্তি ভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। শ্রীমদ্গোপাল ভট্ট গোস্বামী তাহা এইরূপে নিরূপণ করিয়াছেন :—

"তস্য পরমানন্দৈকরূপস্য স্বপরানন্দিনী স্বরূপশক্তির্যা হ্লাদিনী নাম্নি বর্ত্ততে প্রকাশ বস্তুনঃ স্বরূপপ্রকাশন শক্তিবৎ তৎ পরমবৃত্তিরূপৈব যা(ভক্তি)তাঞ্চ ভগবান স্বরূপনিক্ষিপন্নেব নিত্যং বর্ত্ততে, তৎসম্বন্ধেন চ স্বরমতিতরাং প্রীণাতীতি। (ভক্তি সন্দর্ভ)

প্রকাশবস্তুর (সূর্য্যদীপক আদির) যেমন নিজেকে ও অপরকে প্রকাশ করিবার শক্তি আছে, সেইরূপ পরমানন্দৈক-রূপ শ্রীভগবানের হ্লাদিনী নামে যে স্বপরানন্দিনী স্বরূপশক্তি আছে, এই ভক্তি তাঁহারই পরম বৃত্তিরূপা। শ্রীভগবান নিত্যই এই ভক্তি নিজ ভক্তমণ্ডলীকে দান করিয়া থাকেন। আবার তাঁহার সম্বন্ধে স্বয়ং অতিশয় আনন্দিত হন।

হ্লাদিনী নাম্নী শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি, ভক্তিরূপিণী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী; সুতরাং তিনি হ্লাদিনীশক্তি।

"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাৎ একাত্মাবপি ভুবিপুরাদেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা, তদ্দ্বয়ংচৈক্যমাপ্তং"। শ্রীরাধিকা হ্লাদিনীশক্তি, শক্তিমত্তত্ত্বের ভিন্নভাবে প্রকাশিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আহ্লাদিত করেন। আর যখন "তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং" রাধাকৃষ্ণ এক হইয়া গৌরাঙ্গরূপে প্রকাশ পান, তখন সেই হ্লাদিনীশক্তিরই পরম বৃত্তিরূপা সেই ভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী ভিন্ন আর কেহই তাঁহাকে আহ্লাদিত করিতে পারেন না।

হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা এবং শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া, অতএব শ্রীমতী রাধিকার বিলাসমূর্ত্তি শ্রীমতী বিষ্ণু-প্রিয়া-দেবী। স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষ, আর শ্রীবলরামের আবির্ভাব বিশেষ শ্রীনিত্যানন্দ; সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গের বিলাসমূর্ত্তি শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গকে মানিয়া যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দকে মানেন না তাঁহাদিগকে পাষণ্ড বলা হইয়াছে।

বিলাসমূর্ত্তির অমান্য করিলে যদি পাষণ্ড হয়, তবে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীকে মান্য করিয়া, তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি আবির্ভাব বিশেষ শ্রীসনাতন মিশ্রনন্দিনীকে অমান্য করিলেও পাষণ্ডতা দোষ দুর্নিবার্য্য।

আর এক বিপ্রতিপত্তি এই যে কোন কোন মহাত্মা বলেন নবদ্বীপসুধাকরকে মধুর রসে উপাসনা করিতে পারা যায় না। ইহার একমাত্র উত্তর এই যে তাহা হইলে নবদ্বীপধাম, নবদ্বীপপরিকর ও নবদ্বীপলীলা সব অনিত্য হইয়া যায়। নবদ্বীপধাম,

নবদ্বীপপরিকর ও নবদ্বীপলীলা যদি নিত্য হয়, এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী যদি মায়াকল্পিত, প্রাকৃত, অনিত্যবস্তু না হন, তবে তাঁহার আনুগত্যে, তাঁহার সখীভাবে বা তাঁহার দাসীভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের মধুরভাবে উপাসনা হইবে না কেন?

মর্য্যাদাপুরুষোত্তম একপত্নিব্রতধর শ্রীরঘুনাথদর্শনে জিতেন্দ্রিয় তপস্বী দণ্ডকারণ্যবাসী মুণিগণের হৃদয়ে যদি কামিনীভাব উদয় হইতে পারে, তবে কোটিকন্দর্পসৌন্দর্য্যনির্মঞ্ছিতপদনখাগ্র শ্রীব্রজরাজকুমারের অসীম সৌন্দর্য্য, যাহা তদীয় মনোহারিণী শ্রীরাধিকার সৌন্দর্য্যসংমিশ্রণে পরপরার্দ্ধ অনন্ত গুণিত হইয়া নবদ্বীপে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা দর্শনে কি কোন অনন্ত সৌভাগ্যবান জীবের হৃদয়ে কামিনীভাব উদয় হইতে পারে না? এই সমুদিতভাববিশিষ্ট ব্যক্তিকে ঘরে তালা দিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিলেও তাহার ভাবকে অবরোধ করিয়া রাখিতে পারা যায় না। মানুষের শরীরের উপর সমস্ত গুরুজন অভিভাবক বা রাজার পর্য্যন্ত অধিকার আছে, কিন্তু ভাবের উপর তাঁহাদের অধিকার নাই, থাকিতেও পারে না।

রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে দর্শন করিয়া যদি আমার মনে কামিনীভাব উদয় হয়, তবে তাহাকে কে নিবারণ করিতে পারে? শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রসরাজত্বভাবই তাঁহার নাগরত্ব।

কোন কোন কুতর্কী এইরূপ কুতর্ক করিয়া থাকেন, যে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মধুর রসের অবলম্বন করিলে তাঁহার সমুজ্জল চরিত্রে কলঙ্ক আরোপণ করা হয়। তবে কি দণ্ডকারণ্যবাসী মুণিগণকে শ্রীরামচন্দ্রের সমুজ্জ্বল চরিত্রে কলঙ্কারোপণের অপরাধে অপরাধী মনে করিতে হইবে?

যদি তাঁহারা এইরূপ ঘোরতর অপরাধে অপরাধী হইতেন, তবে কি তাঁহারা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারিতেন? হরি, হরি! এইরূপ অযথা ও বিলক্ষণ কল্পনা অভক্ত ও অশাস্ত্রজ্ঞ লোকের মন টলাইতে পারে, ভজনপরায়ণ শাস্ত্রদর্শী গুরুবৈষ্ণবকৃপাভাজন সাধকের হৃদয়ে এই কটুকল্পনা ভাস্করাভিমুখে তমিস্রের ন্যায় স্থান পায় না। এসকল কথা বহির্ম্মুখ জগতের বহিরঙ্গ লোকের মুখেই শোভা পায়। যদি কেহ বলেন দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের ব্রজে শ্রীকৃষ্ণে প্রাপ্তি হইয়াছিল, শ্রীগৌরাঙ্গকে মধুরভাবে কামনা করিলেও ব্রজে যাইতে হইবে, তাহাও ত পরম অভীষ্ট।

শ্রীগৌরাঙ্গকে মধুরভাবে ভজন করা যায় না, তাহার আর একটী হেতু অনেকে এইরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। নবদ্বীপে স্বকীয়ভাব এবং প্রভু একপত্নিধর, সুতরাং তুমি মধুরভাবে তাঁহাকে কিরূপে পাইবে? ইহার উত্তর এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মার্গে কেবল নিত্যসিদ্ধ পরিকরের রাগাত্মিকাভাব এবং ভক্তসাধকের রাগানুগভাব। তাঁহারা কি নিজে সঙ্গের প্রয়াসী? না, সখী কিম্বা দাসীর ভাব গ্রহণ করা হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের এবং বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর বিলাসের সম্পাদন করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, আর সেই সঙ্গে পরমানন্দে নিজের দেহদৈহিক ব্যাপার বিস্মরণপূর্ব্বক "ব্রহ্মানন্দাদপ্যপরিচর" রসই আস্বাদন করিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা আনন্দসাগরেই নিমগ্ন থাকেন। শেষ কুতর্কের উত্তর এই যে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর সখী ও দাসীবৃন্দ তৎসুখসুখাথিনী, তাঁহাদের হৃদয়ে স্বসুখাভিলাষরূপ স্বার্থগন্ধ নাই। ইহার প্রমাণ ব্রজেও স্পষ্ট বলা হইয়াছে।

"সখ্য শ্রীরাধিকায়াঃ ব্রজকুমুদবিধোহ্লাদিনী নামশক্তেঃ সারাংশ প্রেমবল্ল্যা কিশলয়দল পত্রাদিরূপ স্বরূপাশিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃত রসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং যাতোৎসেকা স্বসেকাচ্ছতগুণ সাধকং হন্ত যৎ তন্নচিত্রং॥"

সুধীগণের বিবেচনা করা উচিত যেখানে পরকীয়া রস, সেখানেও শ্রীমতীর সখীগণ স্বসুখাভিলাষিণী নহেন, এবং শ্রীগুণমঞ্জরী, রূপমঞ্জরী প্রভৃতি সখ্যভাব সংমিশ্রিত দাসীগণও স্বসুখাভিলাষিণী নহেন, তবে বিশুদ্ধ স্বকীয়ারসপ্রধান নবদ্বীপের সখী ও দাসীগণের কি কথা?

আর একটী তর্কাবাস এই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর অর্চ্চনের সম্প্রদায় নাই। যাঁহারা নিজের পরম্পরাকেই সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারা এইরূপ ভাবকে পোষণ করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্বকে পূর্ণরূপে জানেন, তাঁহাদের মনে এ কুতর্ক উদয় হয় না। ইহার উত্তর "সর্ব্ব সম্বাদিনীতে" শ্রীজীবগোস্বামী এইরূপ লিখিয়াছেন,—"স্ব-সম্প্রদায় সহস্রাধিদৈবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নামানং শ্রীভগবন্তং।" প্রভু সহস্র সম্প্রদায়ের অধিদেবতা। কোন সম্প্রদায় কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূজা করিয়া থাকেন, কোন সম্প্রদায় গৌরনিত্যানন্দ—কোন সম্প্রদায় গৌরগদাধর,—কোন সম্প্রদায় গৌরনরহরি,—কোন সম্প্রদায় গৌরবক্রেশ্বর—কোন সম্প্রদায় গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া,—কোন সম্প্রদায় শচীগৌরাঙ্গ কোন সম্প্রদায় লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়ামধ্যস্থ গৌরাঙ্গ,—ইত্যাদি ইত্যাদি। ছয় গোস্বামী সন্ন্যাস গ্রহণের পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে পাইয়াছিলেন, তাঁহাকে সেইভাবেই ধ্যান স্মরণাদি করিয়াছেন,"যতীনামুত্তংশস্তরণীকার বদ্যোতি বসনঃ" "নাম গণনাকৃত গন্থি শ্রেণী সুভগ কটিসূত্রোজ্জ্বলকর" ইত্যাদি। নবদ্বীপলীলার উপাসকেরা "শ্রীমন্মৌক্তিকদামবদ্ধচিকুরং" এইরূপে ধ্যান করিয়াছেন। মুরারি গুপ্ত শ্রীরামরূপে, নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী নৃসিংহরূপে, শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু শ্রীকৃষ্ণরূপে ধ্যান অর্চ্চন পূজন ইত্যাদি করিয়াছেন। তবে কি শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়-দেবীর সহিত ধ্যান অর্চ্চন করিতে পারা যায় না? ছয় গোস্বামিপাদ শ্রীবৃন্দাবনে কিম্বা অন্যত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন নাই, তবে কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করাও অসাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িবে?

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী ভক্তিস্বরূপা। ভক্তিদেবীর কৃপা কটাক্ষ না হইলে জীব আদৌ ভগবদুন্মুখ হইতে পারে না, অতএব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সমর্চ্চন সর্ব্বভাবে আবশ্যক। এই সত্য যদ্যপি নিত্য, তথাপি প্রকাশসাপেক্ষ্য। লোকে যত প্রকার সত্য প্রতিষ্ঠিত, সমস্তই নিত্য, কিন্তু কোন কোন বিশিষ্ট 'কৃতলক্ষণ' মহাজনগণ, তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি পৃথিবীর নিত্যধর্ম্ম। নিউটন কিছু নূতন নির্ম্মাণ করেন নাই, কেবল প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর পূজন ও তাঁহার কৃপালাভ, শ্রীভগবদুন্মুখতার কারণ,—এই সত্যও নিত্য, এবং ত্রিকাল বর্ত্তমান। সুগৃহীতনাম প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর মহাত্ম্য লোকে প্রকাশ করেন। ভক্তবরেণ্য সর্ব্বসভাজন-ভাজন শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় (যদি আমার ভুল না হয়) এইকালে সর্ব্বপ্রথমে মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের বামে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দকে ধন্য করেন ও কণ্টককোটীরুদ্ধ ভক্তিমার্গকে নিষ্কণ্টক করিয়া ভ্রমবাত্যা-পরাঙ্মুখ জীবের চিত্ত-ভ্রমরকে শ্রীগৌরাঙ্গের যুগল পদারবিন্দ-মকরন্দপানের সৌভাগ্য প্রদান করেন। এই দুই মহাপুরুষ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পরমান্তরঙ্গ ও শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তবৃন্দের আদর্শ। যাঁহারা ভক্তিবিনোদঠাকুর মহাশয়ের স্থাপিত শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াযুগলের পূজনকে অবহেলন করেন, অর্থাৎ অনুচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন তাঁহাদের যে শেষে শ্রীমন্মহাপ্রভুতে ঘোর অপরাধ হইবে, তাহা সম্ভবপর।

"গুরু উপেক্ষা করিলে ঐছে ফল হয়। ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥" চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ।

যাঁহারা নবদ্বীপলীলাকে সাধনসম্পত্তি এবং কেবল ব্রজলীলাকে সাধ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, অথচ শ্রীরূপানুগ-পদ্ধতি করেন, অথচ শ্রীরূপানুগ-পদ্ধতি বলিয়া কেবল নিজের ভাবকে সঙ্গত মনে করেন ও অপর সকলের ভজনপথকে নগণ্য বলিয়া সময়ে সময়ে অবহেলা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের একবার বিবেকাঞ্জন দিয়া চক্ষু উন্মীলন করিলে ভ্রমতমিস্র বিদূরিত হইতে পারে।

শ্রীস্বরূপদামোদর যদি ব্রজলীলার ললিতা হন, আর রায় রামানন্দ যদি বিশাখা হন, তবে সাধ্য ব্রজলীলা হইতে তাঁহাদের সাধন গৌরলীলার প্রবেশ করার কি প্রয়োজন ছিল? সাধ্য-সম্পত্তিতে যাঁহারা সিদ্ধভাবে বিরাজমান, তাঁহারা সাধন-সম্পত্তিরূপ নিম্নস্তরে অবরোহণ করেন না। যদি দৈবাৎ সাধ্যভূমি হইতে কোন কারণ-বশে সাধন ভূমিতে অবরোহণ হয়, তাহাকে উৎকর্ষ বলিতে পারা যায় না,—বরং অপকর্ষ বলা যায়। এইরূপ অপকর্ষ সাধন-সিদ্ধ জীবের হইতে পারে,—নিত্য-সিদ্ধের হয় না। আবার শ্রীভগবৎভাগবতাপরাধী নিত্যসিদ্ধেরও অপকর্ষ হইতে পারে,

কিন্তু শ্রীললিতা বিশাখা প্রভৃতির ত এরূপ কোন অপরাধ ঘটে নাই যে, তাঁহাদিগকে সিদ্ধভূমি হইতে আবার সাধন ভূমিতে নামিতে হইল। আবার যে সিদ্ধি হইতে নামিয়া আসিতে হয়,—সে সিদ্ধি সিদ্ধিই নয়। কেবল যাগাদি কর্ম্মফলের সমান কর্ম্মফল ভোগমাত্র,—তাহা ভগবৎপ্রাপ্তি নয়। ভগবৎপ্রাপ্তি বিষয়ে এই ডিণ্ডিম বাদ্য ঘোষিত হইয়া আছে—

ন স পুনরাবর্ত্ততে। ন স পুনরাবর্ত্ততে॥

এই সিদ্ধান্তে—অর্থাৎ নবদ্বীপ-লীলা কেবল সাধনসম্পত্তি, ব্রজলীলাই সাধ্য,—আর একটা 'নিগ্রহস্থল' আছে; কেহ কেহ বিরুদ্ধবাদী এইরূপ বলিতে পারেন যে, ব্রজলীলা সাধন এবং নবদ্বীপ-লীলা সাধ্য, যেহেতু ব্রজপরিকর সর্ব্ব ব্রজে শ্রীকৃষ্ণারাধন করিয়া পরে শ্রীনবদ্বীপলীলায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। সাধন পূর্ব্ব ও সাধ্য পর এই স্বাভাবিক নিয়ম।

ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলাতে সাধ্য-সাধনরূপ ভেদ বিবেচনা করাই 'অপসিদ্ধান্ত'। বাস্তবিক উভয় লীলাই একরূপ। এবিষয়ে কেহ কেহ কুতার্কিক তর্ক করিয়া থাকেন যে, একজন সাধক যুগপৎ দুইলীলা স্মরণ মননে অভীষ্ট লাভ করিবে কিরূপে? প্রথমে এই জটিল প্রশ্নেরই মীমাংশা করা হউক—এইত সিদ্ধি। জড় দেহ অভিমান বদ্ধজীব একত্বধর্ম্মবিশিষ্ট,—সে দুই হইতে পারে না। জড়ভাবমুক্ত জীব স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় ও সত্যসংকল্প, তৎ সম্বন্ধে উপনিষদে দুন্দুভি-ঘোষ রহিয়াছে—"স একধা ভবতি, দ্বিধা ভবতি, বহুধা ভবতি"। সিদ্ধজীব যুগপৎ দুইরূপে ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলা-দুইটী আস্বাদন করিয়া থাকেন। এই চিন্ময়রূপে উভয় লীলার আস্বাদন দুই প্রকারে হইয়া থাকে,—জীবের সত্যসংকল্পতা নিবন্ধন ও শ্রীভগবৎলীলার অচিন্ত্যতা নিবন্ধন। জীবের সত্যসংকল্পতা নিবন্ধন উপনিষদে দেখা যায়—

যদি পিতৃলোক কামস্যাৎ সংকল্পা দেবাস্য পিতরঃ সমুপতিষ্ঠন্তে, যদি মাতৃলোক কামস্যাৎ সংকল্পা দেবাস্য মাতরঃ সমুপতিষ্ঠন্তি ইত্যাদি।

এই মুক্তজীব যদি পিতৃলোক কামনা করিয়া থাকে, অর্থাৎ আমার পিতা হউক এইরূপ সংকল্প করিয়া থাকে, তবে সংকল্প মাত্রে তাহার পিতা আসিয়া উপস্থিত হন,—যদি সে মাতা চাহে, তবে সংকল্পমাত্রে মাতা আসিয়া উপস্থিত হন,—এই বেদবাক্যে সংকল্প—কর্ত্তাকে একবচনে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (singular) ও মাতা পিতাকে বহুবচনে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (plural), একটী জীবের অনেক আকৃতি না হইলে অনেক মাতা পিতা হইতে পারে না, ইহাতেই মুক্ত জীবের অনেকরূপতা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে।

কেহ কেহ বলেন ব্রজপরিকর সকল ব্রজ হইতে আসিয়া নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া গৌরলীলা আস্বাদন করেন। তাঁহারা আর ব্রজে থাকেন না, কিন্তু ইহা একেবারে অপসিদ্ধান্ত, কারণ তাহা হইলে ব্রজলীলা অনিত্য হয়। আবার যাহারা বলেন যে নবদ্বীপ-লীলাতে সাধন করিয়া সাধ্য ব্রজ-লীলাতে প্রবেশ হয়, তাহাই সিদ্ধ,—আর তাঁহারা নবদ্বীপে থাকেন না,—ইহাও তদ্রূপ অপসিদ্ধান্ত। যেহেতু তাহাহইলে গৌরলীলা অনিত্য হয়। অতএব যদি ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলা উভয় লীলাই নিত্য হয়, তবে তাহার মধ্যে সাধ্যসাধনের নির্দ্ধারণ করা অজ্ঞানকৃত বিড়ম্বনা মাত্র। নিত্য নবদ্বীপলীলাতে শ্রীগৌরাঙ্গসহ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর সমর্চ্চন শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী শ্রীভগবানের শক্তিরূপা ভক্তিদেবী। ভক্তির অনন্ত বৃত্তি সকল তাঁহার সখী ও দাসীরূপা। অন্যাভিলাস—(স্বসুখ, স্বেন্দ্রিয় তৃপ্তি)—শূন্য আনুকূল্যময়ী বিশুদ্ধা ভক্তির বৃত্তি সকলের ভাবে ভাবিত বিশুদ্ধ জীব ভিন্ন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর সখিমণ্ডলে ও দাসীবৃন্দে প্রবেশ করা দুষ্কর। তাদৃশ বিশুদ্ধভাবময়ী নদীয়াযুগল উপাসনাক্ষেক শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের চরিত্রে কলঙ্কারোপণ-জ্ঞান করা জ্ঞানকৃত দুর্ব্বিদগ্ধতা মাত্র। এইরূপ বিশুদ্ধ প্রেমকে প্রাকৃত জঘন্য কামকল্পনা করিয়া ভ্রম করা জীবহৃদয়ের মালিন্যের প্রতিচ্ছবি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

এইরূপ স্বসুখাভিলাসশূন্য বিশুদ্ধ প্রেমোল্লাসকে রসাভাস বা রসবিরুদ্ধ জ্ঞান করা দিংমোহ! যাঁহারা দিঙ্মোহে মুগ্ধ হইয়া যান, তাঁহারা বিরুদ্ধ দিকে গমন করিয়া থাকেন। তাঁহারাই প্রেমের দিক হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া কামের দিকে গমন করিতেছেন। অতএব তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের বিশুদ্ধ প্রেমময় মাধুর্য্য রসকে কামবাসনা মনে করিয়া সেই উচ্চ ভাবকে প্রভুর চরিত্রে কলঙ্কারোপ মনে করিতেছেন। তাহা হইবারই সম্ভাবনা।

"বারুণী-দিগ্‌গতং বস্তু ব্রজ নৈন্দ্রিং কিমাপ্নুয়াৎ"

শ্রীরূপানুগত্যের দোহাই দিয়া যাঁহারা সাধনপ্রয়াসী তাঁহাদের উচিৎ একেবার গভীর ভাবে শ্রীরূপ গোস্বামীর ভাব বিচার করা :—

'রসোদ্দামাকামার্বুদমধুরধামোজ্জলতনু' শ্রীরূপ গোস্বামীর এই ভাব কোন ভাব? এই যে গৌরসুন্দরে "কামার্বুদ মধুরধামতা" ইহা কোন রস? পুরুষভাব বিশিষ্ট সাধক যদি বিষয় জাতীয় আলম্বনকে স্মররূপে দর্শন করে, তাহা রস না রসাভাস? বাস্তবিক রস ত হইতেই পারে না, রসাভাসও হইতে পারে না। বরং ইহা রসবিরুদ্ধ।

সর্ব্বরসময় শ্রীব্রজরাজ কুমারকেও নাগরীবৃন্দই স্মররূপে দর্শন করিতেন,—যেস্থানে তাঁহার সর্ব্বরসময়তা নিরূপণ করা হইয়াছে তথায়—"স্ত্রীনাং স্মরো মূর্ত্তিমান্" এই বলা হইয়াছে, মধুর রস ভিন্ন অন্যরসে শ্রীকৃষ্ণেরও 'স্মরতা' প্রণীত হইতে পারে না। শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসে বিষয়জাতীয় আলম্বনকে কন্দর্পরূপে দর্শন করা বা কন্দর্পরূপতা গুণ সংগ্রহ করা বর্ণিত নাই। প্রস্তাবের বিস্তার ভয়ে এই বিষয় অধিক লেখা হইল না। বিশেষ বজিজ্ঞাসায় শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তরবিভাগের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যরস নিরূপণ কারিণী লহরী দ্রষ্টব্য।

এই চারিটী রসের বিষয়ালম্বন রূপ শ্রীকৃষ্ণতে স্মররূপতা বা কামবুর্দমধুরধামতা বর্ণিত হয় নাই। যেমন মূর্ত্তিমান শৃঙ্গাররসরূপ শ্রীকৃষ্ণে মধুর রস ভিন্ন অন্যরসে কন্দর্পসৌন্দর্য্য নিরূপিত নাই, তেমন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের পুরুষ-ভাবে ও পুরুষ দৃষ্টিতে কামার্বুদমধুরধামতা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? সুতরাং শ্রীরূপ গোস্বামীর এই উক্তি নাগরীভাবভাবিত অন্তঃকরণ হইতেই উদিত হইয়াছে। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে যদি সত্যভামারূপে স্বীকার করা হয়, তবেত তিনি সাক্ষাৎ বৃষভানুনন্দিনী; শ্রীললিতমাধব নাটকে নববৃন্দা বলিতেছেন,—

প্রসাদীকৃতা দেবস্য ময়ি নির্ম্মাল্যমম্বরম্ দেবাকারি দিব্যায়াম্ রাধৈব কথমর্প্যতে।

অর্থ—দেবের (শ্রীকৃষ্ণের) নির্ম্মাল্য বস্ত্র আমাকে প্রসাদ দিয়া অর্থাৎ আমার মাথায় দিয়া ও আমাকে দিব্য (শপথ) করাইয়া এই শ্রীরাধিকাকেই কেন অর্পণ করিতেছেন। সত্যভামা দেবীকে শ্রীমতী রাধিকার প্রকাশ বা বিলাস বলিবারও শক্তি নাই। তিনি সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকা অতএব নববৃন্দা বলিতেছেন "রাধৈব" এই এব শব্দে নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, তিনি সাক্ষাৎ রাধিকা। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী যদি সত্যভামা হন, তবে তিনি শ্রীরাধিকা। তবে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর অর্চ্চনে আপত্তি করিলে "দ্রবিড় প্রাণায়াম ন্যায়ে" শ্রীরাধিকার পূজনেই আপত্তি করা হইতেছে বুঝিতে হইবে॥

অপর কেহ কেহ বলেন "ললিতমাধব আবার একটী নাটক, সে কি সিদ্ধান্ত গ্রন্থ যে, তাহার কথা গ্রাহ্য করিব?" কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামী এই নাটকের প্রমাণ দিয়াই ব্রজে স্বকীয়ারস স্থাপন করিয়াছেন। যাঁহারা ললিতমাধব নাটককে নাটক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান, তাঁহাদের রূপানুগত্যে ভজনের দর্প করা বিড়ম্বনা মাত্র।

অগাধ শ্রীবৈষ্ণবসিদ্ধান্তসমুদ্রে বিহরণ করা কিম্বা সন্তরণ করাও সুদুষ্কর ব্যাপার, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। এই রসাস্বাদপ্রকরণে দ্বৈবিধ্য নিনীত হইয়াছে,—যদি শ্রীগৌরাঙ্গে মধুর রস না থাকে, তবে তাঁহাকে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান বলিতে পারা যায় না।

সর্ব্বকামঃ, সর্ব্বগন্ধঃ, সর্ব্বরসঃ, যিনি অসর্ব্বরস, তিনি অপূর্ণ,—যিনি অপূর্ণ তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিতে পারা

যায় না। এ বিষয়ে আর একটি প্রগাঢ় ভ্রম আছে যে নবদ্বীপে "স্বকীয়া-রস" ব্রজে "পরকীয়া-রস"। রূপানুগত্যে পরকীয়া রস আস্বাদন করা সিদ্ধান্ত, কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামীপাদ শেষে ব্রজেও স্বকীয়ারসসিদ্ধান্ত করিয়াছেন। স্বকীয়ারসের আস্বাদন যদি রূপানুগত্যে না হয়, তবে জীবানুগত্যে হইতে পারে। বাস্তবিক শ্রীজীব গোস্বামী কোন প্রকার রূপানুগত্যের বিপরীত পথে যাইতে পারেন না, যেহেতু তিনি শ্রীরূপ-গোস্বামীর শিষ্য, তিনি কি গুরুর অমতে যাইতে পারিবেন ?

রূপানুগমন ভিন্ন ভজন সিদ্ধ হয় না, এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক, কারণ -অদ্বৈতপ্রভুর শিক্ষা ও ভজন-প্রণালী, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শিক্ষা ও ভজন-প্রণালী, রায় রামানন্দের শিক্ষা ও ভজনপ্রণালী—(যাহা শ্রীমহাপ্রভু নিজে শ্রোতা হইয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সকলই কি অনুপযুক্ত ? শ্রীরূপগোস্বামীর পূর্ব্বে যাঁহারা ভজন করিয়াছিলেন,—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীপাদ কেশবভারতী, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, সেন শিবানন্দ, বাসুদেব ঘোষ, ঠাকুর নরহরি প্রভৃতি মহাজনগণ যাঁহারা ভজন করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলের ভজন-প্রণালী কি অনুপযুক্ত ?

শ্রীগৌরাঙ্গযুগলার্চ্চনের বিষয়কে বিচারের প্রথম কক্ষ,—অর্থাৎ 'বাদ' হইতে নামাইয়া 'বিতণ্ডা' কক্ষতে নিপাতিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আছে,—তিনটিকে এরূপভাবে জটীল করা হইয়াছে, যাহাতে অল্পজ্ঞ জন ব্যামোহগর্ত্তে পড়িয়া যায়, এবং যাহাতে তাহারা কিছু বুঝিতে না পারে। আমরা সাধক, পাঠক ও সাধারণের জ্ঞানের জন্য ঐ বিষয়েরও বিশ্লেষণ করিয়া পৃথক করিতে চেষ্টা করিব।

১। শ্রীগৌরাঙ্গ-যুগলার্চ্চনা।

২। শ্রীগৌরাঙ্গে মধুর রস আস্বাদন।

৩। লৌকিক ঘৃণিত কামবৃত্তি পরিচালন দ্বারা ভগবদুপাসনার ভ্রান্তি।

তৃতীয় ভাবটী অর্থাৎ লৌকিক ঘৃণিত কামবৃত্তি পরিচালনাভাবই সদ্বিগর্হিত, ঘৃণিত, ঘোর অপরাধজনক ও জীবের সর্ব্বনাশের মূল কারণ।

দুঃখের বিষয় এই যে "শ্রীগৌরাঙ্গযুগলার্চ্চন-বিরোধীবৃন্দ" ১ম ও ২য় ভাবকেও এই ৩য় ঘৃণিত ভাবে রঞ্জিত করিয়া তাহাদের বাস্তবরূপ আচ্ছাদন পূর্ব্বক নিজ পক্ষ সমর্থনার্থে জন-সমাজে প্রচার করিতেছেন। এই কল্পিত আবরণ উন্মোচন করিয়া আমরা শ্রীগৌরাঙ্গযুগলার্চ্চণের বাস্তব রূপ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

"যুগলার্চ্চন" একটী জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি ও সহজ ধর্ম্ম। লক্ষ লক্ষ লোক, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীসীতারাম, শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীরুক্মিণীকৃষ্ণ, শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ শচীপুরন্দর, হরগৌরী, কামরতি ইত্যাদি অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কোন ভাব নাই, কোন রস নাই,—কেবল আছে একটি হৃদয়ে অজ্ঞাত সংস্কার, যে শ্রীভগবান বা অন্যান্য দেবতাগণ প্রায় যুগল এবং তাঁহাদের শক্তিসহ উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা।

ইহা 'তত্ত্ববস্তুর' শক্তিমত্তারূপ বৈদিক শ্রীবৈষ্ণবসিদ্ধান্তের অপরিস্ফুট নিত্য-সংস্কার,—যাহা জীবের স্বরূপভূত নিত্যদাসত্বের বীজ,—এই ভাবকে পরিস্ফুট করাইবার উদ্দেশে সিদ্ধান্ত-বিৎ শ্রীমৎ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কেদারনাথ দত্ত মহোদয় শ্রীমায়াপুরে একালে শ্রীগৌরাঙ্গের যুগলার্চ্চনে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-সেবা প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর রস আস্বাদন। যাঁহারা রসের স্বরূপ জানেন, তাঁহারা রসাস্বাদনের রীতিও জানেন। রসাস্বাদনের পরিপাটী এইরূপ, যে কোন স্থায়ীভাব হউক না কেন সামগ্রী সংমিশ্রনে রসরূপ হইয়া যায়। মুখ্য সামগ্রী বিভাব; বিভাবের দুই-ভেদ,—আলম্বন ও উদ্দীপন; আলম্বন বিভাব দ্বিবিধ,—বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন। বিষয়ালম্বন শ্রীভগবান্, আশ্রয়ালম্বন ভক্ত। আশ্রয়ালম্বনাধারক প্রীতি অনুভাবসঞ্চারী প্রভৃতি সামগ্রী সহকারে

রস হইয়া সামাজিকের আস্বাদ্য হয়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ক কান্তভাবের আশ্রয়ালম্বন, তদাধারক প্রীতি যদি অনুভাবসঞ্চারী সামগ্রী সহকারে ভক্তবৃন্দের আস্বাদ্য হয় তাহাই শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর রস আস্বাদন। এইরূপ লীলাগান ও শ্রবণ যে শাস্ত্রনিষিদ্ধ সদাচারবিরুদ্ধ তাহা কোন যুক্তি প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত না হইলে বিতণ্ডা রূপেই পরিণত হইতে পারে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর সখী দাসী কেহ নাই, আর হইতেও পারে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত কোন গ্রন্থে দৃষ্টিগোচর হয় না। যদি কেহ ভাগ্যবান্ ভাবুক জীব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর সখীবৃন্দ বা দাসীবৃন্দের ভাবে ভাবিত হইয়া সেবা করিতে কামনা করেন, তিনি সম্প্রদায়বহির্ভূত আউল বাউলের মতন ত্যাজ্য,—এই মত অতি 'বিলক্ষণ' বিবেক! ইহা কুসিদ্ধান্ত। এই কুসিদ্ধান্তের ভাব এইরূপ যে, শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশ্বর নহেন,—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি নহেন,; শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াযুগল নবদ্বীপবাসী একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার সম্ভূত। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সখী নাই, দাসী নাই,—তিনি নিজে তাঁহার গৃহ মার্জ্জন করেন, নিজেই পাত্র সংস্কার করেন।

যদি শ্রীগৌরাঙ্গকে পরতত্ত্ব স্বরূপ স্বয়ংভগবান বলিয়া বিশ্বাস করা হয়,—তাঁহার লীলা নিত্য, নবদ্বীপধাম নিত্য, নবদ্বীপলীলাপরিকর নিত্য,—ব্যক্তাব্যক্তরূপে দ্বিবিধ ও অপরিমিত ঐশ্বর্য্য নিত্য, অনন্ত দাসদাসী সখাসখী সকলই নিত্য। সেই সমস্ত সখী আর দাসী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর সজাতীয় ভাবাপন্না। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপবিলাসের সময়ে বিষয়ালম্বন শ্রীগৌরাঙ্গ ও আশ্রয়ালম্বন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর মধুর লীলারঙ্গকে সামগ্রী সহকারে মধুর রস সম্ভোগরূপে আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং নীলাচল লীলার সময়ে বিপ্রলম্ভ রূপ মধুর রসকে আস্বাদন করিয়া থাকেন। ইহাতে যে শ্রীমন্ গৌরসুন্দরকে ব্যভিচার-দোষে দূষিত করা হয়, এবং তাঁহার উজ্জ্বল চরিত্রে কলঙ্ক আরোপিত করা হয়,—তাহারত কোন গন্ধমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। যে বুদ্ধি ইহাতে এরূপ দোষ আরোপন করিতে পারে,—সে বুদ্ধি যে দুরাগ্রহ রোগ ভুগিয়া ভুগিয়া বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যদি কেহ স্বসুখাভিলাষী হইয়া নিজেন্দ্রিয়সুখভোগ লালসায় নিজকে নাগরাভাবে ভাবিত করিয়া শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকরকে পরকীয়া রসবিলাসী সাজাইতে চাহেন,—তাহা নিশ্চয় ঘোর পাপ,—লীলারসবিরুদ্ধ, নিষিদ্ধ, সদ্বিগর্হিত ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগলার্চ্চনে ত এইরূপ কোন বিরুদ্ধভাব নাই, তবে তাহাকে সম্প্রদায়বহির্ভূত বা ঘৃণিত বলা হয় কেন? নদীয়া-নাগরীভাবকে হেয়জ্ঞান করা হয় কেন?

এইরূপ স্বসুখাভিলাষ ঐন্দ্রিয়িক ভোগ লালসাকে ভক্তি বা প্রীতি শব্দে ব্যবহারই করা যায় না। সে স্থায়ীভাবই নয়,—সে রসরূপ হইবে কিরূপে? এইরূপ ভোগলালসা শ্রীকৃষ্ণবিষয়কও নিন্দ্য—তবে শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ক ত অতীব নিন্দ্যতম; অতএব শ্রীশুকদেব কুব্জাকে বলিলেন—

"দুর্ভগেদমযাচত"

অর্থাৎ "দুর্ভগা এই যাচ্ঞা করিলেন"। যাঁহার স্মরণ মাত্রে জীবলোকের সৌভাগ্য উদয় হয়,—তাঁহার সঙ্গে রমণ করিয়াও কুব্জা দুর্ভগা! তাহার কারণ এই যে তিনি ঐন্দ্রিয়িক সুখকামনা করিয়াছিলেন। 'তৎসুখ সুখিতা' তাহাতে ছিল না।

শ্রীধর স্বামী লিখিতেছেন—

"কামমেব প্রাকৃত দৃষ্ট্যা অযাচত ন চ গোপ্য ইব সা তন্নিষ্ঠেতি দৌর্ভগত্বং।' কুব্জা প্রাকৃত দৃষ্টিতে কাম যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, গোপীগণের ন্যায় তাঁহার ভগবৎনিষ্ঠা হয় নাই।

চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিতেছেন—

"দুর্ভগা. ঔপাস্থ্যসুখলম্পটা, ঔপাস্থ্য সুখমাত্রপ্রদং ভগবন্তং মত্বা ইদং কামং অযাচত"—কুব্জা দুর্ভগা কেন না, ঔপাস্থ্য সুখলম্পটা। শ্রীভগবানকে ঔপাস্থ্য সুখমাত্র দাতা মানিয়া এই (কাম) যাচ্ঞা করিয়াছিলেন।

কোথায় বা তৎসুখসুখিতারূপ সমুজ্জ্বল হেম-সদৃশ প্রেম, আর কোথায় বা স্বসুখাভিলাষময় কামরূপ লৌহ।

শ্রীগৌরাঙ্গযুগলার্চ্চনরূপ বিশুদ্ধ প্রেমকে যদি কেহ কামরূপ লৌহ মিশ্রিত করিয়া নিকৃষ্ট করিতে চাহেন—করুন, কিন্তু 'ধ্মাতং যথা হেম মলং জহাতি'—ন্যায়েতে যখন তাহাকে যুক্তিশাস্ত্র ইন্ধন ও সদ্‌গুরূপদেশবহ্নি দ্বারা তাপ দেওয়া হইবে, তখন সে আবার বিশুদ্ধ হেমই থাকিবে। এই ভাবেতেই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন—

"ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র, প্রাণ মোর যুগল কিশোর"।

ইহাতে শ্রীগৌরচন্দ্রকে পতি বলা হইয়াছে,—এই পতি ভাব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আনুগত্যে সখিভাব কি দাসীভাব ভিন্ন উদয় হইতে পারে না।

জীবের শ্রীভগবানে কান্তভাব সংশাস্ত্র-সঙ্গত ও পরম উচ্চ। ভক্তিশাস্ত্র মতে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা।

যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরু সুহৃদোদৈবমিষ্টম্ (শ্রীমদ্ভাগবত)

ইহাতে শ্রীভগবানকে প্রিয়, আত্মা, সুত, সখা, গুরু, সুহৃদ, দেব ও ইষ্টরূপে ভাবনা করার বিধান আছে। তন্মধ্যে প্রিয় শব্দে 'কান্ত'। দিপীকা দীপনকায় লিখিতেছেন—"প্রিয়ঃ লক্ষ্যাদি নামিব কান্ত-ভাবেন ভাবনায়"—অর্থাৎ লক্ষ্যাদি কান্তাগণের মতন কান্তভাবে ভাবনীয়। আবার শ্রীজীব গোস্বামী লিখিতেছেন "প্রিয়ঃ—লক্ষ্যাদি নামিব তত্তয়া ভাবনীয়ঃ" —অর্থাৎ লক্ষ্মী আদি প্রেয়সীগণের মতন কান্তভাবে ভাবনীয়।

আবার চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিতেছেন—"প্রিয়ঃ—ইতি প্রেয়সা ভাববতাং" অর্থাৎ প্রেয়সীভাবে ভাবিত যাহারা, তাহারা প্রিয়ভাবে ভাবনা করেন।

'নারায়ণ-ব্যূহস্তবে'

পতি পুত্র সুহৃদ ভ্রাতৃ পিতৃবৎ মিত্রবৎ হরিং যে ধ্যায়ন্তি সন্তোক্তা স্তেভ্যোপিহ নমো নমঃ

যাহারা পতি পুত্র সুহৃদ ভ্রাতা পিতা ও মিত্রের সমান শ্রীভগবানকে ধ্যান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও প্রণাম। এই প্রকরণে পূর্ব্ব শ্লোকে 'যেষাং' উত্তর শ্লোকে 'যে' এই দুইটী পদ পুংলিঙ্গ ইহাতে 'যাষাং' ও 'যা' বলা হয় নাই। তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে অধিকারী পুরুষ কান্তাভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীভগবানকে কান্তাভাবে ভাবনা ও ধ্যান করিতে পারে। তাহা হইলে যদি কেহ ভাগ্যবান জীব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর আনুগত্যে নিজেকে তাঁহার সখী কিম্বা দাসীভাবে ভাবিত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কান্তভাবে ধ্যান ও ভাবনা করেন, তাহা শাস্ত্র-সঙ্গত এবং সদাচার সম্মত।

উক্ত ভাগবত শ্লোকে যে অহং শব্দ আছে তাহার অর্থ কি শ্রীভগবান, না আর কিছু? যদি শ্রীভগবান অর্থ হয়, আর শ্রীভগবানকে প্রিয়ভাবে ভাবনা করা শ্রীভগবানের আজ্ঞা হয়, তবে শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রিয়ভাবে ভাবিতে দোষ কি?

এস্থানে আর একটী দুর্ব্বল কুতর্ক আছে, তাহার মীমাংসা করা হউক। কেহ কেহ বলেন শ্রীগৌরাঙ্গকে কান্তভাবে ভাবিলে তাঁহাতে লাম্পট্য দোষ আরোপণ করা হয়। সেটী ঘোর অপরাধ, কিন্তু শ্রীভগবান যে অনন্ত কল্যাণগুণরাশীসমষ্টি ও দোষাস্পৃষ্ট তাহা নির্ণীত,—একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। শ্রীমান্ বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন—"হরিরস মদিরা মদেন মত্তা"

ইহাতে শ্রীভগবৎ-রসকে মদিরা বলা হইয়াছে, ইহাতেও যদি শ্রীভগবানের শৌণ্ডিকত্ব দোষ আরোপন করা না হয়, তবে কান্তভাবে ভাবিলে শ্রীগৌরাঙ্গ লাম্পট্য দোষ কেন আরোপিত হইবে? লৌকিক দৃষ্টিতে লাম্পট্য দোষের অপেক্ষা শৌণ্ডিকত্ব দোষ গুরুতর। সুতরাং এইরূপ সমস্ত অপসিদ্ধান্ত প্রকাশ করা অবিপক্ক বুদ্ধির ভ্রান্ত অবস্থা মাত্র।